৬ষ্ঠ ভাগ।] [১ম সংখ্যা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

পীতাম্বরদাসের রস-মঞ্জরী।

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে রসমঞ্জরী একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মিথিলাবাসী গণপতিনাথের পুত্র ভানুদত্ত এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। ভারতের সর্ব্বত্রই পণ্ডিতসমাজে এই গ্রন্থখানি সমাদৃত হইয়াছে; এইজন্য বিভিন্ন দেশবাসী আলঙ্কারিকগণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের বহু টীকা টিপ্পনী প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল টীকার মধ্যে অনন্তপণ্ডিতরচিত ব্যঙ্গার্থ-কৌমুদী, আনন্দশর্ম্মরচিত ব্যঙ্গার্থ-দীপিকা, নাগেশভট্টের রসমঞ্জরী-প্রকাশ, হরিবংশভট্টের রসমঞ্জরী-টীকা, তৎপুত্র গোপালভট্টের রসিক-রঙ্গিণী, নৃসিংহাত্মজ বোপদেবকৃত রসমঞ্জরী-বিকাশ, লক্ষ্মীধরাত্মজ বিশ্বেশ্বর-বিরচিত সমঞ্জসা, শেষনৃসিংহাত্মজ শেষচিন্তামণিকৃত রসমঞ্জরী-পরিমল, ব্রজরাজ-দীক্ষিতের রসিক-রঞ্জন, প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত রসমঞ্জরীর বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। সংস্কৃত রসমঞ্জরীতে কি আছে, যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহার ভাব এই বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে পাইবেন।

বাঙ্গালাতেও রসমঞ্জরী গ্রন্থের অভাব নাই। গোপালদাসকৃত রসরতিমঞ্জরী নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থে নায়কনায়িকা-সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ থাকিলেও গ্রন্থখানি অশ্লীলতাপূর্ণ, সেই জন্য সভ্যসমাজে প্রকাশযোগ্য নহে। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী বহু দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছে এবং অনেকেই পাঠ করিয়াছেন।

রচনাকৌশলে ও ভাষার ওজস্বিতায় রায়গুণাকর পীতাম্বরকে পরাজয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু পীতাম্বরের গ্রন্থে যাহা আছে, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে তাহা নাই। নায়কনায়িকার লক্ষণাদি ভারতচন্দ্র আপনার ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আর পীতাম্বর দাস নিজের রচনা-কৌশল-প্রকাশে চেষ্টা না করিয়া, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বৈষ্ণবসাহিত্যে যেখানে যে ভাবময় পদ

পাইয়াছেন, উদাহরণ স্বরূপ যথাস্থানে সেইটী সাজাইয়া রসমঞ্জরীর শোভা অতুলনীয়া করিয়াছেন। তাঁহার ভাবগ্রাহিতা ও রসপ্রিয়তার নিকট রায়গুণাকর পরাজিত। তিনি সংস্কৃত, মৈথিল ও বঙ্গীয় কবিগণের কোমল-কান্ত-পদাবলী হইতে যে সকল পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা কাব্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেরই যে চিত্তাকর্ষক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন মধুর মনোমুগ্ধকর ভাবময় উপযুক্ত পদের উদাহরণস্বরূপ প্রয়োগ প্রাচীন বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। এই সকল কারণেই এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

পীতাম্বরদাস আপনার বিশেষ কিছু পরিচয় দেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ হইতে এইমাত্র জানা যায়—

"শ্রীস*চীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
শ্রীখণ্ড মহাস্থানে বসতি জাহার॥
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা গোপী ত্রিবিধ প্রকার।
প্রাখর্য্য মাধুর্য্য সাম্য গুনা হএত জাহার॥
বামা দক্ষিনা† ধীরাদি বিভেদ।
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ তাহার উভেদ॥
খণ্ডিতাদি অষ্টরস তাহাতে জন্মএ।
আট আটে চৌসট্টি তাসার ভেদ হএ॥
রসকল্পবল্লী গ্রন্থের অষ্টম কোরকে।
তাহা সুক্ষ্ম করিতে পিতা আজ্ঞা দিলা মোকে॥
তাহার কল্পচা কিছু আছিল বর্ণন।
গ্রন্থ-বিস্তার ভয়ে না কৈল লিখন॥
সেই অষ্টদলের মঞ্জরী কথোক পাইল।
রসমঞ্জরী বলি তবে গ্রন্থ জানাইল॥"

উদ্ধৃত কবিতা কয়টী হইতে জানিলাম, পীতাম্বরের গুরুর নাম শচীনন্দন ঠাকুর, (বর্দ্ধমানের অন্তর্গত) শ্রীখণ্ড নামক স্থানে তাঁহার বাস। পীতাম্বরের পিতা রসকল্পবল্লী নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহারই অষ্টম কোরক অবলম্বন করিয়া পীতাম্বর 'রসমঞ্জরী' গাঁথিয়াছেন। তিনি পিতৃদেব-বিরচিত রসকল্পবল্লীর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে পিতার নাম উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক আমরা রসকল্পবল্লীর সন্ধান পাইয়াছি।[১] তাহা হইতে জানিলাম, পীতাম্বরের পিতার নাম রামগোপালদাস।

রামগোপালদাস স্বরচিত রসকল্পবল্লী মধ্যে এইরূপে পরিচয় দিয়াছেন,—

"চক্রপাণি মহানন্দ দুই মহাশয়।
নীলাচলে দুই ভাই প্রভুকে মিলয়॥
রঘুনন্দনের সেবক বলি প্রীতি করিলা।
দুইজনের মস্তকে নিজ চরণ ধরিলা॥

* স—শ। † ন—ণ।

(১) এই গ্রন্থ দক্ষিণখণ্ডবাসী শ্রীরসিকলালদাস মহাশয়ের নিকট আছে। পোঃ বনয়ারি-আবাদ।

মহানন্দকে কহেন বৈষ্ণব অকিঞ্চন।
সেবা ধর্ম্ম করি তুমি করহ সাধন॥
চক্রপাণিকে কহেন সংসারী বৈষ্ণব।
পুত্রপৌত্রাদি তোমার অনেক বৈভব॥
তাঁর আজ্ঞা পাঞা দুঁহে খণ্ডকে[১] আইলা।
শ্রীসরকার ঠাকুর অনেক পীরিতি করিলা॥
বৃন্দাবনচন্দ্র দিলা সেবা করিতে।
দুই ভাইর সেবা ধর্ম্ম ঘোষেন জগতে॥
চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নাম নিত্যানন্দ।
বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবায় পরম আনন্দ॥
তাঁহার তনয় চতুর্ধুরী গঙ্গারাম।
তার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামরায় নাম॥
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্ধুরী মদনরায়।
রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা সদায় হিয়ায়॥
গোবিন্দ-লীলামৃত ভাষা কৈল পদাবলী।
নিরন্তর বাঞ্ছে বৈষ্ণব-পদধূলী॥
তাঁহার কনিষ্ঠ রামগোপাল নাম।
কুলাঙ্গার কুশীল বিষয়তৃষ্ণাকাম॥
আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে।
বাণ-অঙ্গ-শর-ব্রহ্ম নরপতি শাকে॥ (১৫৬৫)
সপ্তমাস অবলম্ব কার্ত্তিকে সম্পূর্ণ।
বুধবার দীপযাত্রা হৈল প্রত্যাসন্ন॥
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা মধ্যাহ্ন আরতি।
পুস্তক হইল কৈল দণ্ডবৎ নতি॥
কেতুগ্রামে আরম্ভ সম্পূর্ণ বৈদ্যখণ্ডে।
বৈষ্ণব গোসাঞীর দর্শন পাইল সেই দণ্ডে॥"

রামগোপাল কি কারণে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাও লিখিয়াছেন,—

"আচার্য্য ঠাকুর-প্রিয় রামচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।
গঙ্গাপার বসতি গ্রাম নাম ফরিদপুর॥
তিঁহ এক সেবকের শিক্ষার কারণ।
আমাকে শিখাইতে কহিলা কথন॥
সেই ক্রমে ভাষা কৈল নাহি লবে দোষ।
রাধাকৃষ্ণলীলা কথা দেখিলে সন্তোষ॥
প্রথম কোরকে কৈল মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয়কোরকে কৈল নায়কবর্ণন॥
তৃতীয় কোরকে কৈল নায়িকা পরিচার।
চতুর্থ কোরকে কৈল ভাবের বিচার॥
পঞ্চম কোরকে কহিল নায়িকাবর্ণন।
ষষ্ঠ কোরকে বিপ্রলম্ভ দিগ্‌দরশন॥
সপ্তম কহিল যত ভাব অনুরাগ।
সপ্তমে কহিল অষ্ট নায়িকার ভাব॥
নবমে কহিল বিরহ উদ্দীপন।
দশমে কহিল সম্ভোগ বিবরণ॥
একাদশ কোরকে নানা লীলা কৈল।
দ্বাদশ কোরকে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল॥"

এখন আমরা জানিলাম, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে সময়ে নীলাচলে ছিলেন, সেই সময়ে [চক্র]পাণি ও মহানন্দ নামে দুই ভাই তথায় গিয়া মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেন। এই চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নিত্যানন্দ, তৎপুত্র গঙ্গারাম, গঙ্গারামের পুত্রের [নাম] শ্যাম রায়, তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ-লীলামৃত-রচয়িতা মদন রায়চৌধুরী ও কনিষ্ঠ [রাধাকৃষ্ণ]-বল্লী-প্রণেতা রামগোপাল। এই রামগোপালের পুত্র পীতাম্বর।

পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরীতে যথাক্রমে রসমঞ্জরী, সঙ্গীতদামোদর, গীতাবলী, কাব্যসন্তোষ, [শ্রীমদ্ভাগ]বতের দশম স্কন্ধ, রসকদম্ব, গীতগোবিন্দ, পদ্যাবলী ও সঙ্গীতশেখর এই ৯ খানি সংস্কৃত [গ্রন্থ] হইতে প্রমাণ এবং কৃষ্ণমঙ্গল, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবিরঞ্জন, পুরন্দর (যশরাজ) খান,

(১) শ্রীখণ্ডে।

গোপালদাস, কবিশেখর, রাধিকাদাস ও ঘনশ্যামদাস এই কয় জনের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এতন্মধ্যে কাব্যসন্তোষ, রসকদম্ব ও সঙ্গীতশেখর এই তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থের নাম এবং পুরন্দর-খান ও রাধিকাদাসের পদ এই নূতন পাইলাম। ঐ প্রাচীন গ্রন্থত্রয় ও উক্ত মহাজনদ্বয়ের পদ অতি বিরল, লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিশেষতঃ যিনি দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে একজাই-প্রথা প্রচলন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, আজ তাঁহার সুললিত পদদর্শনে প্রকৃতই আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। ঐ সকল বিলুপ্ত গ্রন্থ ও পদসমূহ উদ্ধারের চেষ্টা করা বিদ্যোৎসাহী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান পুস্তকখানি প্রকাশার্থ আমরা দুইখানি পুথির সাহায্য লইয়াছি। এই দুইখানি পুথিকে আমরা 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত করিলাম।

'ক' পুথি বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে রক্ষিত আছে। বহু দিন হইল, রাঢ়দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুথিখানির শেষে এই রূপ লিখিত আছে—

"বিলিখিতং শ্রীসাবর্ণি দেবশর্ম্মণেদং শ্রীরস্তশ্চ মযি লেখকে। শক ১৫৮০ সাল। তাং ২০ বৈশাখ।" ইহার পত্র সংখ্যা ২৫।

খ—চিহ্নিত পুথিখানি অসম্পূর্ণ। ১৪ পাতে "দিব্যোন্মাদ" পর্য্যন্ত লেখা আছে। বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডনিবাসী শ্রীপঞ্চানন কবিরাজ মহাশয় এই পুথিখানির অধিকারী।[১] এই পুথিখানি দেখিলেই নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। সুখের বিষয় এই দুইখানি পুথিতে পরস্পর পাঠের বড় অনৈক্য নাই। তবে প্রথম পুথিখানিতে বাঙ্গালা ভাষার তখনকার প্রাচীনরূপ রক্ষিত হইয়াছে, আর দ্বিতীয় পুথি সেইরূপ অনেকটা আধুনিক সংস্কৃত শব্দের ছাঁচে ঢালা হইয়াছে।

রসকল্পবল্লী হইতে জানা যায়, পীতাম্বর দাসের পিতা ১৫৬৫ শকে নিজ গ্রন্থ সমাধা করেন, এদিকে আমাদের সংগৃহীত 'ক' চিহ্নিত পুথিখানি ১৫৮০ শকে অর্থাৎ রসকল্পবল্লী-রচিত হইবার ১৫ বর্ষ পরে নকল করা হইয়াছিল। এরূপ স্থলে বোধ হয়, আমাদের সংগৃহীত পুথি গ্রন্থকারের জীবদ্দশাতেই সম্ভবতঃ লিপিবদ্ধ হয়। এই প্রাচীন পুথিখানিই আমরা আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিলাম।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ইতিপূর্ব্বে কার্ত্তিকমাসের সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলীর প্রাচীনতম পুথিসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, আমাদের এই আদর্শপুথি সম্বন্ধেও অনেকটা সেই কথা বলা চলে।* এই পুথিতে সংস্কৃত ভাষা-প্রয়োগস্থলে তিনটী সকার (শ, ষ, স) দুইটী ন (ন ও ণ) এবং দুইটী জ (জ ও য) এই ৭টী অক্ষর লিখিত হইলেও, বাঙ্গালা প্রয়োগস্থলে সাতটী স্থানে কেবল স, জ, ন এই তিনটীমাত্র দেখা

---

(১) খ-চিহ্নিত পুথিখানি সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৫ম ভাগ ১৮৪-১৮৬ পৃষ্ঠা।

যায়। ইহার ভাষা-পর্য্যালোচনা করিলে যতটা প্রাকৃতভাষার নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়, এতটা অপর কোন ভাষার নহে। পক্ষান্তরে 'খ' চিহ্নিত আধুনিক পুথিতে ইহার বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। 'ক' চিহ্নিত পুথিতে যেখানে যেখানে প্রাকৃতানুরূপ শব্দ আছে, 'খ' চিহ্নিত পুথিতে সেই সেই শব্দ চাঁচিয়া ছুলিয়া সংস্কৃতানুরূপ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। "য়"কার স্থানে অধিকাংশ স্থলে "অ" এবং "য়ে" স্থানে "এ" আছে। কোথাও বা ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহা লেখকের দোষ।

ওঁ নমঃ কৃষ্ণায়।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং তৎপ্রিয়ং শ্রীগদাধরম্।
নিত্যানন্দঞ্চ তদ্‌ভৃত্যা তথা চাদ্বৈতসংজ্ঞকম্॥

বন্দো আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গদাধর।
বন্দো নিত্যানন্দ আর অদ্বৈত ঈশ্বর* ॥
তবে বন্দো নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
বন্দো গুরু বৈষ্ণব আর মহাজন॥
শ্রীসচীনন্দন* প্রভু ঠাকুর আমার।
শ্রীখণ্ড মহাস্থানে বসতি জাহার॥
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা গোপী ত্রিবিধ প্রকার।
প্রাথর্য্য মাধুর্য্য সাম্য গুণ হয় জাহার॥
বামা দক্ষিনা† ধীরাদি বিভেদ।
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ তাহার উদ্ভেদ॥
খণ্ডিতাদি অষ্ট রস তাহাতে জন্মএ।
আট আট্যে চৌসট্টি তাহার ভেদ হএ॥
রসকল্পবল্লী গ্রন্থের অষ্টম কোরকে।
তাহা স্থক্ষ্ম করিতে পিতা আজ্ঞা দিল মোকে॥
তাহার করচা কিছু আছিল বর্ণন।
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে না কৈল লিখন॥
সেই অষ্টদলের মঞ্জরী কথোক পাইল।
রসমঞ্জরী বলি তবে গ্রন্থ জানাইল॥
অভিসারিকা হইতে আগে করি বর্ণন।
পন্থক্রমে কহি কিছু তাহার কারণ॥

অথ অভিসারিকা।

"কান্তার্থিনী তু যা যাতি-
সঙ্কেতং সাভিসারিকা।"

সেই অভিসার হয় পুন অষ্ট প্রকার।
জ্যোৎস্নী তামসী বর্ষা দিবা-অভিসার॥
কুজ্ঝটিকা তীর্থযাত্রা উন্মত্তা সঞ্চরা।
গীতপন্থরসশাস্ত্রে সর্ব্বজনোৎকরা॥

শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—

"স্ফারিকুজ্‌ঝটিহেমন্ত-রজনীধ্বান্তসঞ্চরা।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নবাতাদি-কোলাহলবিধূদয়াৎ॥
রাষ্ট্রভঙ্গনিরাতঙ্ক-
পুরদারমহোৎসবঃ।
প্রদোষশ্চেতি কথিতা
দ্বাদশৈবেদৃশাঃ ক্রমাৎ॥"

অথ জ্যোৎস্নী।

"মল্লিকামালভারিণ্যঃ
সর্ব্বাঙ্গীণার্দ্রচন্দনাঃ।
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে
জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকা॥"

---

* স—শ। † ন—ণ।

অথ গীতাবলী—

"স্তং কুচবল্গিতমৌক্তিকমালা।
স্মিতসান্দ্রীকৃতশশিকরজালা॥
হরিমভি সুন্দরি সিততরবেশা।
রাকারজনিরজনি গুরুরেষা॥ (ধ্রু)
পরিহিতমাহিষদধিরুচিসিচয়া।
বপুরর্পিতঘনচন্দননিচয়া॥
কর্ণকরম্বিতকৈরবহাসা।
কলিতসনাতনসঙ্গবিলাসা॥"

অথ গান।

রাকানিসাকর*-কিরন†-নিহারি।
যতনে পরএ ধনি ধবলিম সারি॥
চন্দ-চন্দনলেপিত সব অঙ্গ।
সিত কুসুমাবলী-হাস নব রঙ্গ॥
অব নব রঙ্গিনী† করত অভিসার।
কুচযুগ সোহই[১] মুকুতার হার॥
অভরন† সুবরন† সসি* মনি†সাজ।
পদগতিমন্থর জিনি হংসরাজ[২]॥
মনোহর কুঞ্জ কুন্দ পরকাস*।
গোবিন্দদাস কহে মীলল শ্যামপাস*॥

অথ তামসী অভিসার।

"কালাগুরুবিচিত্রাঙ্গী নীলরাগাম্বুদাম্বরা।
চন্দ্রোদয়েপরিত্রস্তাকৃষ্ণপক্ষাভিসারিকা॥"

ভূপালী।

গুরুজন-নঅন‡ বিধুন্তুদ মন্দ।
নীল নিচোলে ঝাঁপি মুখচন্দ॥
চলু গজগামিনী হরি অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার॥ (ধ্রু)
গৌরিহ মৌক্তিক মালতিমাল।
তোড়ল মনি†মঅ‡ গীমক হার॥
হরি অভিসার ভরম ভঅ‡ ভোর।
নিন্দহি পীনপঅো†ধর জোর॥
(কুহু যামিনী ঘন মদন দুরন্ত।
মদন দীপ দরসাঅই‡ পন্থ॥)††
রস-ধাধসে[৩] চলু পদ দুই চারি।
নীলকমল তেজলি বরনারী॥
বেস* সেষ* রঁহু নীলিম বাস।
কুঞ্জে মিলল কহে গোবিন্দদাস॥

দিবা অভিসার।

মধ্যাহ্ন দিবস জখন প্রচণ্ড দিন-মনি†।
ঝঞ্ঝা পবন বহে বাট জেন তপ্ত আগুনি॥
পুরজন সবহুঁ রহে কপাট লাগাই।
দিবসে অভিসার করে অবসর পাই॥

আসোআরি।

দড় বিসআসে[৪] তুআ পন্থ নেহারি।
জামুনকুঞ্জ রহল বনঅ্যারি[৫]॥
সুন্দরি মা কুরু মনোরথ ভঙ্গ।
অহঃ অভিসারে দ্বিগুনাধিক† রঙ্গ॥
তুহুঁ ধনি সহজহিঁ পদুমিনী জাতি।
তোহাঁর বিলম্ব উচিত নহে আতি[৬]॥
ভুখন[৭] জন জদি না পাঅব‡ অন্ন।
বিফল ভোজন দিন অবসন্ন॥
আরতি রতি দুহুঁ নহে সমতুল।
গাহক আদর সবহু বহু মূল॥

---

* স=শ। † ন=ণ। ‡ অ=য়। †† আদর্শ পুথিতে নাই।

(১) সোহই—শোভই, শোভিত। (২) "গজরাজ"।—খ। (৩) ধাঁধসে—মোহে। (৪) দড়বিসআসে—দৃঢ়বিশ্বাসে। (৫) বনঅ্যারি—বনোয়ারী, বনবিহারী। বাঙ্গালা ভাষায় অন্তঃস্থ বকারের উচ্চারণ লিখিবার জন্য এই প্রকার প্রণালী এই নূতন দেখা গেল, অথচ প্রাচীন কালেই এই ব্যবস্থা ছিল, ইহাও দেখা যাইতেছে। (৬) আতি—এত। (৭) ভুখন—ক্ষুধিত।

গাহ[1] মিলি নাগরী জহুমণি পাহ।
কহে কবিরঞ্জন রস-নিরবাহ॥

অথ বর্ষাভিসার।

পন্থ পিছর নিসি*কাজর কাতি[2]।
পাতরে[3] ভৈগে নদী গভরাতি[4]॥
চরনে† বেঢ়ল অহি তাহে নাহি সঙ্ক*।
সুন্দরি হৃদঅে‡ নূপুর পরিপঙ্ক॥
কি কহব মাধব পিরীতি তুহারি।
তুআ অভিসারে না জিএ বর নারী॥
বরাহ মহিস* মৃগ পালে পালাঅ‡।
দেখি অনুরাগিনী† বাঘ ডরাঅ‡॥
ফনি†-মনি† দীপ ভরমে দেই ফুক।
কত বেরি[5] লাগিলা নাগিনী মুখে মুখ॥
কহে কবিরঞ্জন করহ সন্তোস§।
আজুকার বিলম্ব গমনে নাহিঁ দোস§॥

কুজ্ঝটিকা-অভিসার।

হরি রহু কাননে কামিনী লাগি।
জাগরে জর জর মনসিজ আগি॥
দারুন† গুরুজন নঅন‡ নিপাত।
না মিলিল সুন্দরী ভেল পরভাত॥
আজু ভেল ভালে কুজ্ঝটী আঁধিআর।
করলহি রাই দিনহি অভিসার॥
বিঘটিত মনোরথ অবহিত কান।
ধনি চলু আন ছলে মাঘ সিনান॥
অবহুঁ মিলল আঁন নঅন‡ পন্থ[6]।
দরসনে* মিটল বিরহ দুরন্ত॥
দুহুঁ দুহুঁা হরসিত* সুখী করু কোর।
বিঘটিত বিঘটন চকোরক জোর॥
গোবিন্দদাস তুলহ[7] রসগান।
ভাগল বিঘটন মদন পরভান[8]॥

তীর্থযাত্রাভিসার।

চাঁদ-গহন† গগনে[9] লাগি গেল।
ছল করি কামিনী বাহির ভেল॥
মাধব করু অবধান।
আজু বড় বিতরন† জমুনা-সিনান॥
সুপুরুখ বচম করল বেবহার[10]।
পহিলহি মনমথ মন্ত্র উঁচার[11]॥
বসন ভূস*ন† সব করব তিআগ।
নিজ তনু দেঅব তুহেঁ জব মাগ॥
রমনি†-সিরো*মনি† এতই বিচারি।
ধীর সমীরে চলু রসিক মুরারি॥

উন্মত্তা অভিসারিকা।

কাব্যসন্তোষে—

কামোন্মাদব্যাকুলাত্মা দূতিপন্থং বিচিন্তয়েৎ।
তৎপশ্চাদ্রমণোদ্দেশঃ উন্মত্তা সাভিসারিকা॥

মনমথ-বানে† আকুল ভেল দেহ।
দূতিক পন্থ হেরই নিজ গেহ॥
মুরলিক নাদ জব সুনই*শ্রবনে†।
উন্মত্তা হইআ চলে নাঅক‡ মিলনে॥
বিভূস§ন† হঞা নিসঙ্ক* চলি জাঅ‡।
বাট পাড় লম্পট ভঅ‡ নাঞি তাঅ‡॥

ধানসী রাগিণী।

কি কহব মাধব প্রেমক রীত।
তুআ অনুরাগিনী† ত্রিভুবন-জিত॥
প্রতিভুজ-ভুজঙ্গ বন্ধন করি ফারি।
চরনক† ঘাতে কুলাচল ডারি॥

---

* স=শ। § স=ষ। † ন=ণ। ‡ অ=য়।

(১) গাহ—গৃহ। (২) কাতি—কান্তি। (৩) পাতরে—প্রান্তরে। (৪) গভরাতি—গর্জ্জন করিতেছে। (৫) বেরি—ব্যর। (৬) "যব দুহুঁ মিলল আন আন পন্থ"।—খ। (৭) তুলহ—দুর্লভ। (৮) "মদন পরমান।"—খ। (৯) গহন—গ্রহণ। (১০) ব্যবহার। (১১) উঁচার—উচ্চারণ।

তাহে কি করব লঘু মন্দিরকবাট।
(ভয় মথি যাদে সিন্ধু দেই বাট[১] ॥)
জাহা রস-ধাধস ভাঙ ধুনান[২]।
ধাধসে ধাবই কতহুঁ পাঁচ বাণ ॥
সো তহ কুঞ্জে মিলব অবিরোধে।
গোবিন্দদাস কহে পূরল সাধে ॥

সঞ্চরাভিসারিকা।

সঙ্গীতশেখরে—

"অনঙ্গবাণদগ্ধত্বাৎ সঞ্চরাশঙ্কয়াপি চ।
অস্তব্যস্তভূষণাঙ্গা সত্বরাগমনাহি সা ॥"

অনঙ্গবানে† ম. পীড়া অসঙ্কিত* মন।
নিজ গৃহে স্থির নহে মন উচাটন ॥
নিজ অঙ্গের বেস* করিতে না পারে।
ভুজে নেপুর লেই কঙ্কন† পদে ধরে ॥
অঞ্জন কপালে দেই সিন্দুর অধরে।
উন্মত্তা হএ সেই মুরলীর স্বরে ॥

তথাহি—

"লিম্পন্ত্যঃপ্রমৃজন্ত্যোঽন্যাঃ
অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ
কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ।"

কৃষ্ণমঙ্গলে—

স্তনি* বেনু† অপরূপ ধ্বনি।
ছুটল কুঞ্জর গতি বরজ-রমনী† ॥
পদে হার পয়ে কেহ করেতে নপুর।
কেহ আধ সীমন্তে লেহত সিন্দুর ॥

অথ রাগ।

এক পওোধর‡ চন্দনলেপিত
আরে সহজই গৌর[৩]।
হেম ধরাধর কনক ভূসঙন† কোলে মিলল জোর ॥

মাধব তুআ দরসন* কাজে।
আধ পদচালন করিঞা সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে ॥ (ধ্রু)
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল কর বাম।
নীলধবল কমল যুগ চান্দ
পূজল কত কোটি কাম ॥
শ্রীযুত হসন জগতভূসঙন† সোহ এ রস জান।
পঞ্চগৌড়েস্বর* ভোগ পুরন্দর
ভনে† জস*রাজখান ॥

তথাহি রসকদম্বে—

"করাঙ্গুরীয়ং করকঙ্কণন্ত্বা
পদৈকসেবাং পরিচক্রুরাধিকা।
সাঙ্গয় কৃষ্ণস্যব্যত্যস্তবেশা
শুশ্রাব বংশীকলনৈকমাত্রং ॥
পয়োধরৈকং পরিলিপ্তচন্দনে
নত্রৈকসংরঞ্জিতকৃত্য অঞ্জনে
সীমন্তিনী সিন্দুরসংযুতা সা
জগাম রাধা পরিকৃষ্ণমন্দিরং[৪] ॥"

শ্রীসচীনন্দন* প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বর দাস কহে রসের বিস্তার ॥

ইতি শ্রীরসমঞ্জরীগ্রন্থে অভিসার-বর্ণন সমাপ্ত।

অথ বাসকসজ্জা।

"যা বাসগেহপরিকল্পিততল্পমধ্যে
তাম্বূলপুষ্পরচনৈশ্চ সমস্তসজ্জা।
কান্তস্য সঙ্গমসুখং সমবেক্ষমাণা।
সা কথ্যতে কবিবরৈরিহ বাসসজ্জা ॥"

নাঅক‡ আসিব বলি মনেতে উল্লাস।
তাম্বূল পুষ্পের মালা সজ্জার বিলাস ॥

* স=শ। § স=ষ। † ন=ণ। ‡ অ=য়।

(১) এই অংশ আদর্শ পুথিতে নাই। (২) অর্থ স্পষ্ট বুঝা গেলনা। (৩) "আর পয়োধর গৌর।"—খ।
(৪) রসকদম্বের উল্লেখ এবং শ্লোক দুইটা আদর্শ পুথিতে নাই। অথচ এই শ্লোকটিও অনেক স্থানে ব্যাকরণ সঙ্গত নহে।

নানা ভূসা§ করি রহে সখীর সহিতে ।
বাসকসজ্জাঅ‡ রহে ঐকান্তিক চিত্তে ॥
সেই ত বাসকসজ্জা হঅ‡ অষ্টভেদ ।
অল্পই সন্তেদে কহএ‡ বিভেদ ॥
মোহিনী জাগ্রতী আর হঅ‡ ত রোদিতা ।
মধ্যোক্তিকা সুপ্তিকা প্রেগলভা বিনীতা ॥
সুরসা উদ্দেসা* এই অষ্ট প্রকার ।
স্লোক* পদ্যগীতে হএ ইহার বিস্তার ॥

মোহিনী ।

মোহিনী তল্পমধ্যে তু সঙ্গিনী রঙ্গকামুকী ॥
সজ্জা করি মোহিনী রহে সখীর সহিতে ।
কৃষ্ণকে করিব মোহ অনুমান করে চিতে ॥

কস্যচিৎ ।

রমনী†-সমাজে তুহাঁরি রূপ ঘোসই*
তুহেঁ ধনি মোহিনী বালা ।
জগজনমোহনকারিনি† তুহুঁ ধনি
সাজলি জৌবনডালা ॥
সজনি অপরূপ রূপের পসার ।
বাসকগেহে লেহ বাঢ়াঅবি
পূজবি নন্দকুমার ॥ (ধ্রু)
ঘন-পীন-জঘন-আসন নিরমাঅল
হিয়া মাঝে সেজ বিছাই ।
সরসচন্দনে চম কুচে[১] পূরল
নাগর সঞে অবগাহী ।
পরিমলে লুবধ ভ্রমরজন্থু ধাঅব
ঐছনে আঅব কান ।
অধর মধুপানে অবহিঁ মাতাঅবি
রসিকসি*রোমনি† জান ॥

অথ জাগর্ত্তিকা ।

নিজ অঙ্গের ভূসা§ করি করে জাগরন† ।
উঠি বসি দ্বারে জাই করে নিরীখন ॥

তথাহি গীতাবল্যাং—

"কুসুমাবলীভিরুপস্কৃততল্পং ।
মাল্যং চামলমণিসরকল্পং ॥
প্রিয়সখি কেলিপরিচ্ছদপুঞ্জং ।
উপকল্পয় সত্বরমধিকুঞ্জং ॥
মণি-সম্পুটমুপনয় তাম্বূলং ।
শয়নাঞ্চলমপি পীতদুকূলং ॥
বিদ্ধি সমাগতমপ্রতিবন্ধং ।
মাধবমাহ সনাতনবন্দং ॥"

বিলাপ করিঞা ধনি করএ রোদন ।
অন্তরে হর্স§ হইলা নাঅকের মিলন ॥

তথাহি গীতগোবিন্দে—

"পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তং ।
ত্বদধরমধুরমধূনি পিবন্তং ॥
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে ।"[২]

---

* স=শ । † ন=ণ । ‡ অ=য় । § স=ষ ।

(১) "কমলফুল"—খ ।

(২) ইহার পর খ চিহ্নিত পুথিতে এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ দেখা যায়—

"ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী　　পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ॥
বিহিতবিষদবিষকিশলয়বলয়া ।　　জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া ॥
মুহুরবলোকিতমণ্ডললীলা ।　　মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারং ।　　হরিরিতি বদতি সখীমনুবারং ॥
শ্লিষ্যতি চুম্বতি ধবলধবকল্পং ।　　হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পং ॥
ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা ।　　বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥"

গান্ধার।

সজনী অব তুহুঁ করহ পআন‡।
পন্থে মিলব তুহুঁ কান ॥
তাহে জানি হোঅবি‡ বাধা।৩
তব নাহি জীঅব রাধা ॥
সেই জস ফল তব জান।
জব কানু করব স*আন‡ ॥
জৌবন মন অভিলাস§।
পূরব সুরতবিলাস ॥
আনন্দ লোরে ভরু আঁখি।
পুলকে পূরল তনু সাথি ॥
গোবিন্দদাস অনুতাপ।
ধনি এই করত বিলাপ ॥

অথ মধ্যোক্তিকা।

নিকুঞ্জকানন ধনি করে পরিস্কার।
নিজ গুনা† গরিমা কিছু করএ বিস্তার ॥
নাঅক‡ আইলে জেমতে করিব মিলন।
মনে কত আসা* করে কেলিস্মরনা† ॥

কেদারিকা।

কুঞ্জে কুসুম হেরি পহু নেহারই
সহচরী মেলি আনন্দে।
দিসি* দিসি* রতন-পদীপ কত রাজত,
ঝলমল করতহিঁ চান্দে ॥
সুন্দরী সেজ বিছাঅই রঙ্গে।
আঅব‡ মদনবিনোদ রসগাহক
বিলস বিনোদিনী সঙ্গে ॥৪
মৃগমদচন্দন তনুপরিলেপন
গন্ধ মহোৎসব কুঞ্জে।
কোকিল ভ্রমর মনোহর গাঅত‡
হেরি হরি নব রসপুঞ্জে ॥
ঝাজত ডম্ফ রবাব সরমণ্ডল
সহচরী নাচএ সুছন্দে।
আনন্দে কোই কোই মঙ্গল গাঅই‡
মুরছিত রতিপতি বৃন্দে ॥

অথ প্রগল্‌ভা।

পদ্যাবল্যাং—

"তল্পং কল্পয় দূতি! পল্লবদলৈ-
রম্যে লতামণ্ডপে।
নির্বন্ধং মম পুষ্পমণ্ডনবিধৌ
নাদ্যাপি কিং মুঞ্চসি ॥
পশ্য ক্রীড়দ মন্দমন্ধতমসং
বৃন্দাটবীং তস্তরে।
তদ্গোপেন্দ্রকুমার মন্দমিলিতং
প্রায়ো মনঃ শঙ্কতে ॥"

একাকী বসতে কুঞ্জে প্রগল্‌ভা তল্পমধ্যগা।

প্রগল্‌ভা একাকী রহে কুঞ্জেতে বসিআ‡।
নাঅক‡ আসিব বলি উল্লসিত হিআ‡ ॥
কিস*লঅ‡ সেজ করে বকুল বিছাঅ‡।
দূতীকে তর্জ্জন করি সঘনে পাঠাঅ‡ ॥

মঙ্গলগুর্জ্জরী।

পবন পরসে চলিত মৃদু পল্লব
শুনইতে বল্লভবালা।
সচকিত নঅনে‡ সঘনে ধনি নিরখঅে‡
জানলুঁ আঅল‡ কালা ॥
মাধব সমঝহুঁ তুআ চতুরাই।
তমালকরূপী আপন তনু ঝাপসি
বহত মোহে ছাপাই ॥ (ধ্রু)

---

* স=শ। † ন=ণ। ‡ অ=য়। § স=ষ।

(৩) "তহি জনি হোয়ত বাধা।"—খ। (৪) "বিনোদনবনাগর, বিলসিব বিনোদিনী সঙ্গে।"—খ।

বিলম্ব হেরি ফেরি সব কানন
　　পুন অনুমানত চিতে।
তোরল[1] পন্থ অন্ত নাহিঁ পাঅই,
　　না বুঝলুঁ নাগর রীতে॥
নূপুরবলিত কলিত বর মাধুরী
　　সু*নইতে স্র*বনে উল্লাস।
আগুসারি রাই কানু অবলোকই
　　গাবই গোবিন্দদাস॥

অথ সুপ্তিকা।

কুসুমসঅনে*‡ মুক্তাপাত কুসুম-সঅনে উল্লাস।
সখী সঙ্গে হাস পরীহাস॥[2]　(ধ্রু)

ধানসী রাগ।

কনকমুকুরে আপন মুখ হেরি।
সহচরী আসে কহএ বেরি বেরি॥
বিছায়ব নাগর করি অনুমান।
বিলসব কুঞ্জে আজু কুসুমসআন*‡॥
উচঁ কুচ হেরই লোচন বঙ্কা।
উরু পর লেপই চন্দনপঙ্কা॥
আঅব‡ নাগর পূরব অভিলাস§।
রসিকসিরোমনি*† আঅব‡ পাস॥

অথ সুরসা।

নানোপায়েন ভূষাভিঃ
সুরসা তল্পকল্পয়েৎ।
কান্তাগমনসন্দেশং
পৃচ্ছতি প্রোষিতাং পুরঃ॥

নিজ মন্দিরে রহে নির্ভয় হইঞা।
বস্ত্র অভরন† পরে সেজ বিছাইঞা॥
দূতি পাঠাইঞা জানে নাঅক‡সংবাদ।
বিলম্ব দেখিআ‡ কিছু করে অনুবাদ॥

ধানসী।

পরিজন সকল মন্দির তেজি গেলহিঁ
　　চাঁদগহন দিন লাগি।
একলি মন্দিরে রহই বর নাগরী
　　নিরভঅে‡ জামিনী জাগি॥
বিদগধ মাধব রসিক সুজান।
রাইক পিরীতি বিনতি জানাঅবি
　　অবিলম্বে করহ পআন॥　(ধ্রু)
মঙ্গল কলস সুঠানন পূরব
　　চূতপল্লব ধরি তাঅ‡।
সহচরী মেলি রঙ্গরসকৌতুক
　　আনন্দে ওর নাহি পাঅ‡।
অভরন† বসন অঙ্গে সব সোভন*
　　হেরইতে রতিপতি ভুলে।
গোবিন্দদাস কহই বর নাগরি
　　বিহি তোহে ভেল অনুকূলে॥

অথ উদ্দেশা।

নায়কাগমনোদ্দেশাৎ
নায়কাকল্পনেতি চ।

নানা বেস* করি রহে সঙ্কেত জাইঞা।
নাঅক‡ আসিব মনে উলসিত হঞা॥
নাঅকের‡ উদ্দেসে* নিজ সখীরে পাঠাঅ।
নানা উপচার করি মঙ্গল গাঅ॥

কেদারিকা রাগিণী।

অপরূপ রমনী† অভিলাস§।
সঙ্কেত-কাননে সেজ বিছাঅই
　　কানু-মিলন প্রতি আস*॥

---

* স=শ। § স=ষ। † ন=ণ। ‡ অ=য়।

(১) "তুলন"—খ।　　(২) এই ধুয়াটী খ—চিহ্নিত পুথিতে নাই।

মৃগমদচন্দন গন্ধ অনুলেপন
বিকসিত চম্পকদাম।
(খপুর কপুরসম্পুট ভার রাখই
পূরব মনমথ কাম।
মঙ্গল কলস পাসে* ধরি রাখল
রাখল রম্ভা ঠামে ঠাম॥)১
রতন-পদীপ নীপতলে জারল
চামর বীজ অনুপাম।
কনক দরপন† রতন পরিভাজন
নিরমঞ্ছন অভিলাস§॥
সম্বাদ পাই মিলল বর নাগরী
কহলহিঁ গোবিন্দদাস॥

অষ্ট প্রকার বাসকসজ্জা করিল বর্ণন।
মহাজনের গীত পদ্য করিল গ্রন্থন॥
শ্রীস*চীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বর দাস কহে রসের বিস্তার॥
ইতি শ্রীরসমঞ্জরী গ্রন্থে বাসকসজ্জা সমাপ্তা।

অথ উৎকণ্ঠিতা।

সা স্যাদুৎকণ্ঠিতা যস্যা
বাসং নেতি দূতিং প্রিয়ঃ।
তস্যানাগমনে হেতুং
চিন্তয়ত্যাশু যা ভৃশং॥

উৎকণ্ঠিতা কান্ত পথ করে নিরীখন।
কতখনে হইবেক নাঅকা-মিলন॥
সেই উৎকণ্ঠিতা হএ অষ্ট মত।
অনুভব সর্ব্ব সাধু সা*স্ত্রেতে বিদিত॥

উন্মত্তা বিকলা স্তব্ধা
চকিতা চ অচেতনা।
সুখোৎকণ্ঠা প্রগল্‌ভা চ
নির্ব্বন্ধা চেতি লক্ষণা॥

অথ উন্মত্তা।

কামোদ্ভাবমনোরম্যা-
দুন্মত্তা বিকলাপি চ।

ছট্‌পট্‌ কুসুম সআনে*‡।
হরি হরি করঅে‡স্মরনে†॥
কাহে করু অভরন† বেস*।
দরসন* ভেল সন্দেস*॥
বিহি মোরে দুরমতি দেল।
মনমথ হানল সেল*॥
লোরে লোচন ঘন পূরে।
পীতাম্বর দাস বহু দূরে॥

গান্ধার।

দেখ সখি অটমীক রাতি।
আধ রজনী বহি জাতি॥
দস* দিসি* অরুনি†ম ভেল।
আধ চাঁদ উই গেল॥
কাহে বনাঅলি বেস*।
বিঘটিত কাঁনু সন্দেস*॥
আজু হরি না মিলিল রে।
বিহি মোরে বঞ্চল রে॥
কৈছে ধরব পরান†।
কো সহে বিসম§ সরবান*†॥
গোবিন্দদাস সব জান।
অবহুঁ মিলাঅব কাঁন॥

---

* স=শ। † ন=ণ। ‡ অ=য়। § স=ষ।
(১) বন্ধনীর অংশ আদর্শ পুথিতে নাই, খ চিহ্নিত পুথিতে আছে।

অথ বিকলা।

বিকলা চর্চ্চিতাকামা
বিলম্বেনাতিদুঃখিতা।

নাঅক‡ না দেখি ধনি হএত বিকলা।
পথপানে চাহে ধনি হইঞা চঞ্চলা॥
কামসরে* জরজর করএ রোদন।
কতখনে হইবেক নাঅক‡ মিলন॥

মঙ্গল-গুর্জ্জরী।

হরি হরি কী ভেল পাপ পরান†।
জামিনী আধ আধ অধিক বহি জাঅত
অবহুঁ না মিলল কাঁন। (ধ্রু)
ভুজগে ভরল পথ কুলিস*পাত কত
কত কত বিঘিনী বিথার।
বাম চরনে† ঠেলে কুলবতী গৌরব
কুঞ্জে করল অভিসার॥
জতহিঁ মনোরথ তত ভেল অনুরত
কানু পরস*রসআসে*।
না জানি এ কোন কলাবতী বাঁধল
ভাও ভুজঙ্গমপাসে*॥
দারুন† ফুলসর* কুঞ্জে বিছাঅল
মন্দিরে গুরুজন জাগি।
দাস গোবিন্দ কহএ দুহু সংস*অ‡
নীরস রসিকমুরারি॥

অথ স্তব্ধা।

গৃহে তিষ্ঠতি যা রামা
সংলেখতি নখৈর্মহীং।
কামাঙ্গী তল্পগা স্তব্ধা
কথ্যতে সখিনা সহ॥

খনে উঠে খনে বৈসে কাতর রজনী‡।
নাঅকের বিলম্ব দেখি নখে লেখএ ধরনী†॥
স*জ্জাঅ‡ স*অনে‡ খনে কামাতুর হইঞা।
খনে খনে উঠে ধাঅ‡ তমাল দেখিঞা॥

কেদার।

কানু নাঞি আইল মোর ঘরে।
কাহার লাগিআ মুঞি সাজ সাজিলাঙ্ গো
পরান† কেমন কেমন করে॥
চাঁদ হেরিতে মোর তাপ বাঢ়এ গো
বিস§ লাগে মলঅেরি‡ বাত।
সরস চন্দন ঘন আগুন লাগঅে‡ গো
ফুল হেরি ফুল সরঘাত*॥

অথ চকিতা।

বিরহাকামপূর্ণাঙ্গা
নায়কাগমনচকিতা।

খনে বিরহে করে নানা অনুতাপ।
খনে খনে কহি ধনি বচন প্রলাপ॥
নাঅক‡ বিলম্ব দেখি উনমত ধাঅ।
দূতী উপেখিআ‡ নিজ সখীরে পাঠা...।

মঙ্গল গুর্জ্জরী।

ঋতুপতি রাতি বিরহ-জরে জাগা
দূতী উপেখলি রামা।
পিঅ† সহচরি বলি মোহে পাঠাঅল
অতএ আঅলুঁ তুআ ঠামা॥
মাধব করজোরি কহলম তোএ।
মনমথ-রঙ্গ-তরঙ্গিতলোচন
তুঁহে না হেরবি মোএ। (ধ্রু)
দূর কর আলস অব তহিঁ লালস
চাতুরী বচনবিভঙ্গ।

* স—শ। † ন—ণ। ‡ অ—য়। § স—ষ।

বরু জীবন মোর ঐছে নিরমঞ্ছিব
তর নাহি সোঁপবি অঙ্গ ॥
ঐছে উরু পরে সখি সুতি ঘুমাঅল
সো জব করু বিপরীতে।
পিরীতিকে রীতি অবহু সব মেটব
গোবিন্দদাস-চিত্ত ভীতে ॥

অথ অচেতনা।

চিন্তাকুলা সদা দুঃখা
সলজ্জাপি পরিত্যজেৎ।
নায়কাগমনচিন্তা-
ক্ষীণতা সাপ্যচেতনা ॥

অচেতন হঞা ভূমিস*জ্জাতে বসিঞা।
চিন্তাজ্বরে মূর্চ্ছা তনু রহএ সুতিঞা ॥
জল দেই সহচরী করঅে‡ চেতন।
আইলা নাগররাজ করহ মিলন ॥
উঠ উঠ অম্বরে সম্বর তনুখানি,
নিকুঞ্জদ্বারে বনমালী ॥
মধুর বচনে শ্যাম নাগরে সম্ভাস§
রুই দিঞা যৌবনের ডালি ॥

গান্ধার।

মাধব তরুতলে রাই।
তুআ পথ পুন পুন চাই ॥
আঁচরে করএ সআন*‡।
কত সহে রসের পরান† ॥
কাহে আনাঅলি তাঅ।(৮)
বেদন বুঝএ না জাঅ† ॥
গোবিন্দদাস অবভাস।
অব চলু রাইকপাস* ॥

অথ সুখোৎকণ্ঠিতা।

পূর্ব্বে মুগ্ধা জেন করএ বিলাস।
সেই কথা মনে গুনি† করএ উল্লাস ॥
আনহ সখি কেশিমথন।
পূরব বিলাস মোর হএত স্মরনা ॥

গীতগোবিন্দে—

“নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া
নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্।
চকিতবিলোকিতসকলদিশা
রতিরভসরসেন হসন্তম্।
সখি হে কেশিমথনমুদারম্।
রময় ময়া সহ মদনমনোরথ-
ভাবিতয়া সবিকারম্ ॥ (ধ্রু)
প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া
পুটচাটুশতৈরনুকূলম্।
মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া
শিথিলীকৃতজঘনদুকূলম্ ॥
(কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া
চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্।
কৃতপরিরম্ভণচুম্বনয়া
পরিরভ্য কৃতাধরপানম্ ॥
অলসনিমীলিতলোচনয়া
পুলকাবলিললিতকপোলম্।
শ্রমজলসকলকলেবরয়া
বরমদনমদাদতিলোলম্ ॥
কোকিলকলরবকূজিতয়া-
জিতমনসিজতন্ত্রবিচারম্।

---

* স—শ। †ন—ণ। ‡অ—য়। § স—ষ।
(৮) “কাহে সোয়াওলি তায়”—খ।

শ্লথকুসুমাকুলকুন্তলয়া
নখলিখিতঘনস্তনভারম্ ॥
চরণরণিতমণিনূপুরয়া
পরিপূরিতসুরতবিতানম্।
মুখপরিশৃঙ্খলমেখলয়া
সকুচগ্রহচুম্বনদানং ॥
রতিসুখসময়রসালসয়া-
দরমুকুলিতনয়নসরোজং।
নিঃসহনিপতিততমুলতয়া
মধুসূদনমুদিতমনোজম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়-
মধুরিপুনিধুবনশীলং।
সুখমুৎকণ্ঠিতগোপবধূকথিতং
বিতনোতু সলীলম্ ॥)[১]

উৎকণ্ঠিতা মধ্যা।[২]

সজনি আর না বল কিছু মোরে।
মোহে পরিহরি পিআ গেল কার ঘরে ॥
রমনী† পাইঞা পিঅ মোরে পাস*রিল।
তার সঙ্গে বিলাস করিতে লাগিল ॥
সেহ ধনি গুন†বতী জানে সকল।
অদভুত রতিরসে নাগর ভুলিল ॥

গীতগোবিন্দ—

"স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা।
গলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা ॥
কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতি-
রধিকগুণা।" (ধ্রু)[৩]

সঙ্কেত লাগি রজনি হাম জাগই
সহচরিগন করি সঙ্গে।
না জানি কানু কোন বিঘটাঅল
আন রভস রসরঙ্গে।
না জানি এ রাতি অবধি রহি গেল।
পরিহরি কাহে পাসরল* মোহে
দেই দারুন সেল*। (ধ্রু)
গুন†বতী নিজগুনে লুব্ধ মন বাঁধল
বিপরীত সুরতিবিলাস।
উচুকুচ চুচুকে বান্ধি হিআ ঝাপল
দেঅই ভুজযুগফাঁস ॥
দুতিক হাতে লেখিঞা পাঠাঅহি
কিস*লঅ‡ কাজর লোরে।

---

* স=শ। † ন=ণ। ‡ অ-য়। § স=ষ।

(১) বন্ধনীর অংশ আদর্শ পুথিতে নাই।

(২) খ-পুথিতে ইহাকে প্রগল্ভা বলা হইয়াছে।

(৩) খ-পুথিতে এই স্থানে জয়দেবের আরও কএক পংক্তি উদ্ধৃত দেখা যায়—

"হরিপরিরম্ভণবলিতবিকারা। কুচকলসোপরি তরলিতহারা ॥
বিকচদলকললিতাননচন্দ্রা। তদধরপানরভসকৃততন্দ্রা ॥
চঞ্চলকুণ্ডলললিতকপোলা। মুখরিতবসনজঘনগতিলোলা ॥
দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা। বহুবিধকূজিতরতিরসরসিতা ॥
বিপুলপুলকপৃথুবেপথুভঙ্গা। শ্বসিতনিমীলিতবিকসদনঙ্গা ॥
শ্রমজলকণভরসুভগশরীরা। পরিপতিতোরসি রতিরণধীরা ॥
শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতং। কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতং ॥"

গোবিন্দদাস অবহিঁ নাহিঁ আওল
কিবা পাঅব রহতহিঁ ভোরে॥

প্রগল্‌ভা।

প্রগল্‌ভা মূর্চ্ছিতা রাত্রৌ
পর্য্যঙ্কে শয়নং ত্যজেৎ।
কান্তাগমনমুৎকণ্ঠা
অগ্রে ধাবতি পদ্ধতীং॥

সজ্জা তেজিঞা বামা খনে বাহিরাঅ†।
খনে মূরছিত তনু কান্দে উভরাঅ‡॥
খনে বাহিরআ* চলে আধ পথ।
দুতীসহ কলহ করএ অনুরত॥
দারুন† দুতি সাধলি বাদ।
আজু হাম তেজিব রতিসুখসাধ॥ (বিদ্যাপতি)

গান্ধার।

সর্ব্বরী* উজোরল চান্দে।
হেরি ধনি ফুকুরিঞা কান্দে॥
পরভৃত কুহু কুহু নাদ।
সুনইতে বড় পরমাদ॥
বিদগধ রসিক মুরারি।
(আশোআশি কাহে বর নারী॥)[১]
ছট ফট ধরনী† সআনে*।
কত সহে অবলা পরানে†॥
নিমিখে কল্প করি মান।
গোবিন্দদাস ইহ জান॥
শ্রীস*চীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বর দাস কহে রসের বিস্তার॥

ইতি রসমঞ্জরী গ্রন্থে উৎকণ্ঠিতা বর্ণনা সমাপ্তা।

অথ বিপ্রলব্ধা।

অহরহরনুরাগাৎ দূতিকাং প্রেষ্য পূর্ব্বং
সরভসমপি যাতি ক্বাপি সঙ্কেতকং যা।
ন মিলতি খলু যস্যা বল্লভো দৈবযোগাৎ
প্রবদতি ভরতস্তাং নায়িকাং বিপ্রলব্ধাং॥

এই বিপ্রলব্ধা হঅ‡ অষ্ট মতা।
নির্ব্বন্ধা প্রেমমত্তা ক্লেশা বিনীতা॥
নিন্দয়া প্রখরা আর দূত্যাদরী।
চর্চ্চিতা অষ্টবিধা করি জারে বলি॥

অথ নির্ব্বন্ধা।

কেলিতল্পে স্থিতা রাত্রৌ
নির্ব্বন্ধা বিপ্রলব্ধয়া।

কেলি সজ্জাতলে রহুঁ রজনী বঞ্চিআ।
সঙ্কেতে বসিঞা থাকে নির্বন্ধ করিঞা॥
দৈব নির্বন্ধে কান্ত আসিতে না পাঅ‡।
সফল রজনী ধনি কান্দিয়া পোহাঅ‡॥

তোঁহারি কারন† আঅলুঁ মাধব
মোহন জমুনাতীর।
এক কলাবতী লাগি না পাঅল
ধবল মাধব চির॥
করে কর ধরি ভুজলতা বেঢ়ি
লই গেল আপন দেস*।
সহজে ভ্রমর মধুতে মাতল
না ছাড়িল কমল লেস*॥
সুন্দরী মন্দিরে কর অভিসার।
অনেক জতনে রতন মিলল
পথে তাহে ভেল বাটআর।

---

* স—শ। † ন—ণ। ‡ অ—য়। § স—ষ।

(১) আদর্শ পুথিতে বন্ধনীর অংশ নাই।

অথ প্রেমমত্তা।

বিপ্রয়োগে প্রেমমত্তা
যৌবনাঢ্যাপি দর্শিতা ॥

আন অভরন† পরি রহএ সঙ্কেতে।
জাগিঞা পুহাঅ‡ নিসি* কান্দিতে কান্দিতে ॥
আপন যৌবন দেখি কান্দিআ‡ বিকল।
নিসি* পরভাত হৈল নহিল সফল ॥

ধানসী।

রসের হাটে বিকে আইলাঙ সাজিঞা পসার।
গাহক নহিল রে জোবন ভেল ভার ॥
বড় দুঃখ পাই সখি বড় দুঃখ পাই।
স্যাম* অনুরাগে নিসি* কান্দিআ‡ পুহাই ॥
অরাজক দেসেরে* মদন দুরাচার।
আপন ইচ্ছাঅ‡ লুটে দোহাই দিব কার ॥
বসন্ত দুরন্ত বাত‡ অনলে পুড়াঅ‡।
চন্দ্রমণ্ডল হেরি হিআ‡ চমকাঅ‡ ॥
মাতল ভ্রমরারে রস মাগে তাঅ‡।
লুকাইতে নাহি ঠাঞি শিখি দরসাঅ*‡ ॥
দারুনা কোকিল প্রান† নিতে চাঅ‡।
কুহু কুহু করিআ‡ মধুর গীতি গাঅ‡ ॥
তোনারিকে(?) সব গেল বহি গেল কাজ।
জোবনের সঙ্গে গেল জীবন বেআজ ॥
ফুলসরে* জর জর হিআ‡ চমকাঅ‡।
গোবিন্দ দাসের তনু ধরনী* লোটাঅ‡ ॥
সখি হে সংসঅ*‡ পরল পরানে†।
কা মু কহব দুঃখ কো সমুঝাঅব
কোন বুঝাঅব কানে ॥
হেরইতে রূপ পুলক ভেল।
রে সখি নআনহি‡ নিরবাড়ি গেল ॥
অবগপুলক কি কএ কুসবরনা (?)১
কোন কাম হামক আনা২ ॥

অথ ক্লেশা।

নায়কস্য বচঃ শ্রুত্বা
ক্লেশা স্যাদ্দুঃখভাষিতা।

নাঅক‡ না আইল ঘরে জানিঞা নিশ্চঅ‡।
সহচরী সঙ্গে সব দুঃখ কথা কঅ‡ ॥

কস্যচিৎ—

লাস* বেস* করি রূপ বাড়াইলুঁ
তাম্বুলে সাজিলুঁ ডালা।
চারি চৌপর রাতি গাথিলুঁ মালতী
এখন না আইল কালা ॥

অথ বিনীতা।

বিরহে দীনক্ষীণাঙ্গী বিনীতা
বিনয়ান্বিতা।

বিরহে বিনয় বাক্য কহঅে‡ সখীরে।
ঝাঁপ দিব আজি আমি জমুনার নীরে ॥

ভূপালী।

চৌদিকে বকুল বন গুঞ্জরে ভ্রমরা।
কোকিলী কুহুরে ডাকে পেখন ধরে মউরা ॥
বড় দুঃখ লাগে সই বড় দুঃখ লাগে।
রজনী জাগিএ আমি স্যাম* অনুরাগে ॥
সিরীস*§ কুসুম দলে সেজ বিছাইঞা।
এ ঘর বাহির করি স্যাম* পথ নিরখিআ‡ ॥
দারুন† মদন মোরে জত দেই তাপ।
হেন মনে উঠেগো জমুনাএ দিএ ঝাঁপ ॥
পরপতি আসে* মুঞি পুহাইলুঁ রাতি।
গোপালদাস কহে পুরুস§ নিঠুর জাতি ॥

অথ নিন্দয়া।

শ্রুত্বা সখীমুখাদ্বাক্যং
ন যাস্যতি ন চ প্রিয়ঃ।

* স=শ। † ন=ণ। § স=ষ। ‡ অ=য়। (১) এ অংশ বুঝা গেল না। (২) এই পঙ্‌ক্তিটী আদর্শ পুথিতে নাই।

মিথ্যাশঙ্কা ক্ষপাং মত্বা
নিন্দয়াং তাং বিদুর্বুধাঃ ॥

সখীমুখে সুনি* নাঅক‡ আজি না আইল।
মিথ্যা সঙ্কেত মানী রজনী পুহাইল ॥
হারমালা অভরন† ছিণ্ডিআ‡ ফেলাঅ‡।
পুষ্পমালা আদি সব জলেতে ভাসাঅ‡ ॥

গীতাবল্যাং—

"কোমলকুসুমাবলিতচয়নং।
অপসারয় রতিলীলাশয়নং ॥
শ্রীহরিমদ্য ন লেভে শয়নে।
হন্ত জনং সখি শরণং কময়ে ॥ (ধ্রু)
বিধৃতমনোহরগন্ধবিলাসং।
ক্ষিপ যামুনতটভুবি পটবাসং ॥
লব্ধমবেহি নিশান্তমযামম্।
মুঞ্চ সনাতনসঙ্গতিকামম্ ॥"

কি কাজ কুসুম সেজ কর্পূর চন্দন।
কি করিব হেমমালা মনি† অভরন† ॥
কর্পূর তাম্বুল বিড়া কি করিব ইহা।
জমুনার জলে সখী দেহ ভাসাইআ‡ ॥
নাহ নিঠুর সনে বাড়াইআ‡ নেহ।
ধিক্ রহু যুবতী ধরএ জনু দেহ ॥
ধিক্ রহু জীবন জৌবন অভিমান।
ধিক্ রহু দূতিকে লাজ নাহিঁ মান ॥
ধিক্ রহু মদনকদন দুরাচার।
গোপালদাস ধিক্ জাউ ছারথার ॥

অথ প্রখরা।

প্রখরা বিপ্রয়োগে তু শোকাকুলা
বিচিন্তয়েৎ।

জাগিএ নআনের জল নিরবধি ঝরে।
বিরহে বিলাপ করে কান্দে উচ্চস্বরে ॥

গুর্জ্জরী।

নআঁনক‡ নীর থির নাহি বাঁধঅে‡
কাজর সহিতে বহে ধারা।
কাম কাটিবারে কর লআ‡ করে,
সূত্রধরএ হেন পারা ॥
বৈমুখ বিধির বিপাকে।
স্যামের* অনুরাগে নিসি* বোসিঅে‡ জাগে
স্যাম* স্যাম* বলি ডাকে ॥

অথ দূত্যাদরী।

দূতিকাদরিকা বালা সঙ্কেতগৃহে
তিষ্ঠতি।
দৈবাদ্বিঘটিতং কান্তং দৃষ্ট্বা রোদিতি
শর্ব্বরীং।

নাঅক‡ আসিব ঘরে সঙ্কেত জানিল।
কোকিলের বানী† হেন সবদ* সুনিল* ॥
গুরুজন জাগি ঘরে উঠিল সত্বর।
নাঅক‡ বিমুখ হঞা গেল নিজ ঘর ॥

পদ্যাবল্যাং—

সঙ্কেতে কৃতকোকিলাদিনিনদং
কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো,
দ্বারোদ্ঘাটনলোলশঙ্খ-
বলয়ক্বাণংমুহুঃশৃণ্বতঃ।
কোঽয়ং কোঽয়মিতি প্রগল্ভজরতী
বাক্যেন দূনাত্মনো,
রাধাপ্রাঙ্গনকোণকোণিবিটপি-
ক্রোড়ে গতা শর্ব্বরী ॥

চাতক সম হরি সঙ্কেত করইতে
দ্বার খসাইতে বাধা।
কঙ্কন† ঝনকিতে গুরুজন জাগল
পড়ি গেল দারুন† বাধা ॥

* স=শ। † ন=ণ। ‡ অ=য়। § স=ষ।

সজনি কি কহব রাই। সুহাগি।
জাকর দেহলী বদরি কোরে করি[১]
রজনী পুহাঅল‡ জাগি ॥

অথ চর্চ্চিতা।

চর্চ্চিতা কোপনাবতী।

কৃষ্ণামৃতে—

"সঙ্কেতদেশে যদি বৈরিদোষে।
নায়াতি কৃষ্ণঃ সখি কিং বিধেয়ং ॥"

মন্দির তেজি কানন হাঁমে পৈঠলুঁ
কানু বচন প্রতি আসে*।
অভরন† বসন অঙ্গে সাজাঅল
তাম্বূল কর্পূর সুবাসে ॥
সজনি সো মুঝে বিপরীত ভেল।
কানু রহল দূরে অনরথ আন ফুরে
মনমথ দরসন* দেল ॥ (ধ্রু)
ফুলসরে* জর জর সকল কলেবর
কাতরে মহা গড়ি জাই।
পরভৃত রোল ডোলে সব অন্তর
উঠি বসি রজনী পুহাই ॥
সীতল* চন্দন গরল সম লাগঅে‡
মলঅজ‡ অনল হুতাস*।
লোচনে নীর থির নাহি বাঁধই
কান্দই গোপালদাস ॥

বিপ্রলব্ধা কহিল এই অষ্ট প্রকার।
ঈষদ্ভেদে রসভেদ সূক্ষ্ম প্রচার ॥
শ্রীসচী*নন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বর দাস কহে রসের বিস্তার ॥

ইতি শ্রীরসমঞ্জরীগ্রন্থে বিপ্রলব্ধা বর্ণনা সমাপ্তা।

অথ খণ্ডিতা।

উন্নিদ্রতাজনিতরাগবিলোহিতাক্ষঃ
কান্তানখব্রণবিশেষবিচিত্রিতাঙ্গঃ।
যস্যাঃ প্রভাতসময়ে গৃহমেতি কান্তঃ
সা নায়িকা নিগদিতা খলু খণ্ডিতেতি ॥

সকল রজনী ধনী কান্দিআ পুহাঅ‡।
প্রভাতে নাঅক‡ আইসে তাহার সভাঅ‡ ॥
অন্য নারীর ভোগ-চিহ্ন দেখি তার কলেবরে।
খণ্ডিতা কোপ করে সেই নাঅকেরে‡ ॥
সেই খণ্ডিতা হএ আট প্রকার।
ধীরা অধীরা সমা বিদগ্ধিকা আর ॥
নিন্দআ‡ ক্রোধা ভয়ানকা প্রগল্ভা আর।
মধ্যা মুগ্ধা লঞা বিবিধ প্রকার ॥
রোদিতা প্রেমমত্তা এই হঅ‡ অষ্ট।
নামভেদে বিভেদ হয়ত বৈসিষ্ট*।

অথ নিন্দয়া।

প্রভাত সময়ে কান্ত আইসে তার ঘর।
অন্য রতিচিহ্ন দেখে তার কলেবর ॥
সাক্ষাতে নিন্দাকরে নাঅক‡ পেখিঞা।
ধিক্ ধিক্ ভর্চ্ছনা করে নাগর দেখিঞা ॥
প্রভাতে পরের বাড়ী কোন লাজে আইস।
বিজঅ‡ হউক হাসিখানি (সেই থানে) হাস ॥

অথ ক্রোধা খণ্ডিতা।

পদাগ্রে পতিতে কান্তে কর্ণোৎপল-
বিতাড়িতে।
ক্রোধাতিরক্তনয়না সা ক্রোধা কথিতা
বুধৈঃ ॥

---

* স=শ। † ন=ণ। ‡ অ=য়। § স=ষ। (১) 'কোরে হরি'—খ।

ক্রোধ করি রহে নাইকা[১] নাঅক‡ সাক্ষাতে।
নাঅকের‡ অঙ্গে করএ দৃষ্টিপাতে ॥
চরণে পড়এ নাঅক‡ ক্রোধ দেখিঞা।
অন্যদিকে জাঅ‡ নাইকা[১] কর্ণোৎপল তাড়িঞা ॥
অধীরা নাইকা[২] সেই নাঞি লজ্জা ভঅ‡।
ভর্চ্ছনা[২] করিআ‡ কিছু নাঅকেরে‡ কঅ‡ ॥

কস্যচিৎ।

চল চল মাধব করহ পআন‡।
জাগিএ সকল নিসি* আঅলি বিহান॥
হাম বনচারী রহি একাকী বোসিঞা।
চাতুরী না কর তুহুঁ সাতঘরিআ।
চল চল চঞ্চল না করহ জঞ্জাল।
দগধ পরানে রে দগধ কতবার।

অথ ভয়ানকা।

নাঅকের‡ সব অঙ্গ বিভচ্ছ[৩] দেখিঞা।
আপন দোসে§ ভঅ‡ পাঅ‡ লজ্জা লাগিআ‡ ॥
নিস*বদে রহে নাঅক‡ নাঞি কহে বানী†।
সহচরীগন† কহে নাঅক‡ ক্রোধ মানি ॥
ধৃত[৪] নাঅক‡ সেই প্রপঞ্চকথা কঅ‡।
অঙ্গে চিহ্ন নহে মোর দিব্য করঅ‡ ॥

তথাহি—

"অলং দেব দিব্যো ন জানে ভবন্তং।
সদা রাধিকায়ামভি প্রেমবন্তং ॥"

রাগিণী বিভাষ।

ভালে হইল বঁধু আইলে সকালে।
প্রভাতে দেখিলুঁ মুখ দিন জাব ভালে ॥
বঁধুআ‡ রে তুমার বলিহারি জাঙ।
ফিরিআ‡ ডাণ্ডাহ তুমার চাঁদ মুখ চাঙ ॥
আই আই পড়িছে রূপ কাজরের সোভা*।
ভাল সে সিন্দুর তোমার মুনি মনলোভা ॥
থর নখদসনে* ভেল অঙ্গ জর জর।
ভাল সে কঙ্কন† দাগ হিআর‡ উপর ॥
নীলপাটের সাড়ী কোঁচার বলনি।
রমনীর† মন† হঞা বঞ্চিলা রজনী ॥
সুরঙ্গ আর জরঙ্গ অঙ্গে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কোন্ লাজে ॥
চারি পানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ পুছে।
গোপালদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥

অথ প্রগল্‌ভা খণ্ডিতা।

নাঅক‡ দেখিআ‡ নাইকা[১] কহএ।
স্তুতি নিন্দা আদি জত সোল্লুণ্ঠন কঅে‡ ॥

গীতগোবিন্দ—

"হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব
মা বদ কৈতববাদম্।
তামনুসর সরসীরুহলোচন
যা তব হরতি বিষাদম্ ॥"[৫] (ধ্রু)

---

* স=শ। † ন=ণ। ‡ অ=য়। § স=ষ।
১ নাইকা=নায়িকা। ২ ভর্ৎসনা। (৩) বীভৎস। (৪) ধৃত=ধূর্ত্ত।
(৫) (খ) চিহ্নিত পুথিতে বেশী আছে—
"রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষং।
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশং ॥ ..
কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপং।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপং ॥
বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গরখরনখরক্ষতরেখং।

দূরে কর মাধব কপট স্থহাগ।
হাম সব বুঝলুঁ তুআ‡ অনুরাগ ॥
ভাল ভেল অবসোই মীটল দ্বন্দ্ব।
কবহিঁ ভাল নহে আসা*পরিবন্দ ॥
তুহুঁ গুনা আগর সেহ গুনা জান।
গুনে গুনে বাঁধল মদন পাঁচ বান ॥
আগুসর সোই পুর না কর বেআজ।
ভ্রমর কি জাএ নলিনীসমাজ ॥
হাম সব কিতব কেতব নাহি তাঅ‡।
তুহাঁরি বিলম্ব আর নাহি জুআঅ‡ ॥
বিমুখ চলল কান গদগদভাস§।
পন্থে আসো*আসল[১] গোপালদাস ॥

পদ্যাবল্যাং—

"কৃতং মিথ্যাজল্পৈর্বিরম
বিদিতং কামুক চিরাৎ।
প্রিয়স্তামেবোচ্চৈরভিসর
যদীয়ৈর্নখপদৈঃ ॥
বিলাসৈশ্চ প্রাপ্তং তব হৃদি
পদং রাগবহুলং।
ময়া কিন্তে কৃত্যং ধ্রুব-
মকুটিলাচারপরয়া ॥"

অথ মধ্যা-খণ্ডিতা।

নাঅকের‡ অঙ্গ দেখি ক্রোধে কিছু ভাসে§।
আইলা সঙ্কর*দেব পূজার অভিলাসে§ ॥
আজু তুঁহে সঙ্কর* দেবা।
জাগর পুন[২] ফলে প্রাতহিঁ ভেটলুঁ
দূর হি দূরে রহে সেবা ॥ (ধ্রু)
চন্দন রেনু ধূসর ভেল সব তনু
সোই ভসম সম ভেলা ॥
তোহাঁরি বিলোকনে মঝু মন অন্তর
মনমথ সঙ্গে জরি গেলা ॥
আকুল কেস বেস* সিখিচন্দ্রিক*
ভালহি সিন্দূর দহনা।
চন্দনচাঁদ মাঝে মৃগমদ লাগল
তেঞি বেকত তিন নঅনা‡ ॥
কাহে বসন ধর অবহুঁ দিগম্বর
সঙ্কর নিঅম‡ উপেখি।
গোবিন্দদাস কহে তুপর অম্বর
গনাইতে লেখি না লেখি ॥

অথ মুগ্ধা-খণ্ডিতা।

মুগ্ধা খণ্ডিতা গারিমা না জানে।
চমকি চমকি হাসে নাঅক‡ বিগুমানে।

মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখং।
চরণকমলগলদলক্তসিক্তমিদং তব হৃদয়মুদারং।
দর্শয়তীব বহির্মদনদ্রুমনবকিশলয়পরিবারং ॥
দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদং।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদং ॥...
ভ্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রং
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূবধনির্দয়বালচরিত্রং ॥
শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপং।"

* স=শ। † ন=ণ। ‡ অ=য়। § স=ষ।
(১) আসোআসল=আশ্বাসিল। (২) পুন=পুণ্য।

সিন্দুর কজ্জল দেখি নাঅকেরা‡ গাঅ‡।
আঁখি ঠারে সখীগনে† তাহা দরসাঅ*‡॥
সহচরীগন† ক্রোধে বলে নাঅকেরে‡।
ভাল হইল বুঝিলাঙ তুমার বেবহারে॥
ছল করি বানীআ†‡ আপন ঘরে আনলুঁ
তুহারি বচন পরমানে†।
চারি চৌপর নিসি* জাগি পুহাঅলুঁ
আঅলি রাতি বিহানে॥
মাধব আজু তুহুঁ দেঅলি বড় দুঃখ।
ভালহি আরতি নাহি কোই তোহে
হেরি পাঅলুঁ সুখ॥
ভালহি সিন্দূরে কাজরে সব পূরল
বদনহি দসনক* রেখ।
হেরইতে তোহে মোহে লাজ লাগই
জাকর রাগ পরতেক॥
কমলিনী পাসর পরস*রস ভাবলি
না বুঝলি মালতিক গন্ধ।
গোপালদাস কহে উনমত না জানাএ
কিএ ফুলে কি মকরন্দ॥

অথ রোদিতা-খণ্ডিতা।

রোদন করিএ নিসি* আছিলাঙ সঙ্কেতে।
নাঅক‡ আইল তাহা নিসি* পরভাতে॥
অন্তরে মহাক্রোধ বাহিরে নিবারে।
দুই এক কথা কঅ‡ কোপ পরিহারে॥

ভূপালী।

রজনী গুঁআঅলি‡ রতিসুখ সাধে।
বিহানে তেজলি তাহে কোন অপরাধে॥
মাধব করলি অকাজ।
লাজ পাঅবি‡ রঙ্গিনী†সমাজ॥
ভাগহি সহচরী না হেরলি কোই।
(পালটি চলল মুখ আচরে গোঁই॥
বসন হেরি অঙ্গে ভাঙ্গল ধন্দ।
পুনকি কহত তব কৈতব ছন্দ॥
গোপালদাস চলল আগুসারি)।১
ঝাপি চলল কোই লখই না পারি॥

অথ প্রেমমত্তা খণ্ডিতা।

স্বদেহাৎ কামচিহ্নানি নায়কাঙ্গে চ দৃশ্যতে।
প্রেমমত্তা চ বৈচিত্রী মানে চ খলু খণ্ডিতা॥

প্রমত্তা নাইকা কিছু কহএ না জানে।
ক্রোধ করি বাক্য কহে নাঅক‡ বিদ্যমানে॥

সুহই রাগ।

স্যামের* তনু কিএ (তিমির) বিরাজে।
সিন্দূর চিহ্ন কিএ আর কত সাজে॥
তরল তারকিএ টুটল হার।
নখপদ কিএ নব সসীক* সঞ্চার॥
ঐছে দসা* তব হেরইতে কান।
প্রাতহি পহিল রজনী ভেল ভান॥
তবহু জতন করি করইতে মান।
হাস কুসুমে সহুঁ করু আন॥
পুন অনুমানিতে হাম ভেল ভোর।
টিট্‌কানাক্রি কঅল‡ মোহে কোর॥
মানিনী মান গরব ভেল চূর।
নাগর আপন মনোরথ পূর॥
তব হি বিচারন† সো দিন রাতি।
গোবিন্দদাস কহে সমুচিত সাতি॥
শ্রীসচীনন্দন* প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বর দাস কহে রসের বিস্তার॥

ইতি শ্রীরসমঞ্জরী গ্রন্থে খণ্ডিতা বর্ণনা সমাপ্তা।

---

* স=শ। † ন=ণ। ‡ অ=য়। § স=ষ।
(১) বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী অংশ আদর্শ পুথিতে নাই।

অথ কলহান্তরিতা।

নিরস্তো মন্যুনা কান্তো নমন্নপি যয়া পুরঃ।
সানুতাপযুতা দীনা কলহান্তরিতা ভবেৎ॥

কলহান্তরিতা মানে হইআ‡ বিমুখ।
কান্ত বেগ্রতা করে হইআ‡ সমুখ॥
চরনে† ধরিআ কান্ত পড়ে ভূমিতলে।
কোপ করি নিঠুর কথা অপমান করে॥
বিমুখ হইআ‡ কান্ত নিজ ঘরে জাঅ‡।
পিছে অনুতাপ করে বিকল হঅে‡ তাঅ‡॥
সেই কলহান্তরিতা হঅ‡ অষ্ট বিবরন†।১
আগ্রহা বিকলা ধীরা অধীরা বচন॥
কোপনাবতী সখ্যোক্তিকা সমাদরা আর।
মুগ্ধা লঞা জানিবেক ইহার বিস্তার॥

আগ্রহা বিকলা ধীরা অধীরা
কোপনাবতী।
সমাদরাশ্চ মুগ্ধাশ্চ কলহান্তরিতা ইতি॥

অথ আগ্রহা।

যথা সঙ্গীতশেখরে—

"কন্দর্পবাণমাকাঙ্ক্ষী হ্যনুতাপং
সখীং বদেৎ।"

সুই।

কানু সাধলি বেরি বেরি।
সো রূপ নঅনে‡ না হেরি॥
না হেরিলুঁ সো মুখচন্দ্র।
তনু দহে চন্দন তন্দ্র॥
সো মুখচন্দ্র নঅনে† নাহি হেরলুঁ
অব নঅন† দহন ভেল চন্দ্র।
সুমধুর বোল শ্রবনে*† নাহি সুনলুঁ
অব মধুকর ধ্বনি ভেল দন্দ২॥

সজনি কাহে বাঢ়াঅলুঁ মান।
প্রেমভঙ্গ ভঅে‡ অব জীউ কাঁপএ
তুহুঁ পরবোধহ কান॥ (ধ্রু)
সো কর কিসলয়* হার উপেখলুঁ
অব হার ভুজঙ্গম ভেল।
গোবিন্দদাস কহে সো অতি দুরগাহ
জো ইছে অনুমতি দেল॥

অথ বিকলা।

কামোদ্ভাবসদাপীড়া কামুকী
বিকলাপি চ।

পদাবল্যাং—

"নিঃশ্বাসা বদনং দহন্তি হৃদয়ং
নির্মূলমুন্মথ্যতে।
নিদ্রাং নৈতি ন দৃশ্যতে প্রিয়মুখং
রাত্রিন্দিবং রুদ্যতে॥
অঙ্গং শোষমুপৈতি পাদপতিতঃ
প্রেয়াংস্তথোপেক্ষিতঃ।
সখ্যঃ কিং গুণমাকলয্য দয়িতে মানং
বয়ং কারিতাঃ॥"

সুই।

কানু উপেখলু মোঅ‡।
অব তনু ঘন ঘন রোঅ॥
মোর দুখ কেহ নাহি জানে।
সো বহু বল্লভ কানে॥
সো বহু বল্লভ সহজহিঁ ভোর।
কৈছনে জান বেদন মোর॥
চলইতে চাহুঁ আদর ভঙ্গ।
সহইতে না পারি মদন তরঙ্গ॥

* স=শ। † ন=ণ। ‡ অ=য়। (১) এই অংশ আদর্শ পুথিতে নাই। (২) দন্দ=দ্বন্দ্ব।

এসখি কাহে উপেখলুঁ কান।
না জানিএ দগধি চলল মোহে মান ॥
অব বিরচহ সখি সো পরবন্ধ।
কানুক জে হোঅে নিরবন্ধ ॥
মঝু এত আরতি সেহ জদি জান।
এহি লাগি তুআ পাঅ‡ সপিলুঁ পরান† ॥
সখীগন† গন†ইতে তুহেঁ সে সিআন।
তোঁহে কি সিখাঅব* চাতরী সমান ॥
জীবইতে ঐছে মিলএ কান (?)।
গোবিন্দদাস কহে তোঁহারি গুন†গান ॥

অথ ধীরা।

চরনে† ধরি তুহুঁ কত বেরি নিসেধলুঁ
বেরি বেরি সাধলুঁ হাম।
বিরস বঅনে‡ হেরি মোহে তুহুঁ কোপলি
চিতে না গুনলি† পরিনাম† ॥
সুন্দরি সরল হৃদঅ‡ তোহাঁরি।
কুটিলক সঙ্গে প্রেম বাঢ়াঅলি
বঞ্চলি দিন দুই চারি ॥ (ধ্রু)
গুরুজন বচন হিত নাহি মানলি
বসন পালটি নাহি পিন্ধ।
বিরহক বেদনে তনু মন জারলি
অব তুআ ভাঙ্গল নিদ ॥
ধরনী† সঅনে*† পাতর মহা বঞ্চসি
পুছইতে হেন নাহি কোই।
তুআ মুখ হেরি অবহুঁ জীউঁ ফাটত
গোপালদাস মঝু রোই ॥

অথ অধীরা।

অধীরা বলেন সখি কি কাজ করিলে।
হাতের লছিমি কেনে তাহা উপেখিলে ॥
পুরুখ আপন দোসেঃ‡ করে অনুতাপ।
সখীকে জানাঅ‡ সে আপন সন্তাপ ॥ ইতি।
চরনা† নখর মনি† রঞ্জন চান্দ।
ধরনী† লোটাঅত গোকুল চান্দ ॥
ঢবকি ঢবকি পড়ে লোচনে লোর।
কত রূপে বিনতি করল পহুঁ মোর ॥
রোখে তিমির এত বৈরিক জান।
রতনক ভৈগেল গৌরিক ভান ॥
নারীজনমে হাম না করিলুঁ ভাগি।
মরন† সরন*† ভেল মান কি লাগি ॥
লাগল কুদিন মুঝে করলহুঁ মান।
অবহুঁ না নিকসঅে‡ কঠিন পরান† ॥
কহে কবিরঞ্জন সুন* বর নারি।
প্রেম অমিঞারসে লুবধ মুরারি ॥

অথ কোপনা।

পদ্যাবল্যাং—

"মানবন্ধমভিতঃ শ্লথয়ন্তী
গৌরবং ন খলু হারয় গৌরী।
আর্জবং ন ভজতে দনুজারিঃ
বিবিধকেশবলয়তালসাধ্বী ॥"

তুহুঁ মান ধাঅলি অবিচারে।
অব কি করব প্রতিকারে ॥
তুহুঁ আড়াঅলি‡ রতনে।
মানহৃদঅ‡ করি ধরলি জতনে ॥
মান গুরুআ‡ কাহে ধরলি†।
কানুক করুনা† করনে† নাহি সুনলি* ॥
বঞ্চিত ভৈ পহুঁ চলনা।
কলিযুগপাপ সতত তোহেঁ ফলনা ॥
কভু নাহি সুনসি* মহাজন মুখকা।
জাত রাগ নাহি অব তব মনকা ॥

* স—শ। † ন—ণ। ‡ অ—য়।

মানিনী মানভুজঙ্গে।
জারল বীথ ভরল সব অঙ্গে॥
সুখ বিদ্যাপতি গাঅল‡।
পুরুষ প্রকৃতি ফল পাঅল‡॥

অথ সমা কলহান্তরিতা।

পদ্যাবল্যাং—(কৃষ্ণ প্রতি রাধাসখীবাক্যং)

"সা সর্ব্বথৈব রক্তা রাগং * * *
* * বহতি।
বচনপটোস্তব রাগঃ কেবল-
মাস্যে শুকস্যেব॥"

সমা সহচরী দোসে§ দুই জনা ঘোসে§।
কারে গঞ্জিয়া নাঅকেরে‡ দোসে§॥

(অথ অনুরাগ।)

সুন* বধুঁ বল্লভ কান।
ভালে তুহুঁ রসিক সুজান॥
আমরি পীরিতি উপেখি।
আঅলি† কুলবতী দেখি॥
তুহাঁরি রসিকপনা জানি।
কহিতে আইলুঁ কিছু বানী†॥
বুঝইতে ঐছন কাজ।
হাসব যুবতীসমাজ॥

অথ মন্থরা।

শ্রীগীতগোবিন্দে—

"তামথ মন্মথখিন্নাং রতিরসভিন্নাং
বিষাদসম্পন্নাং।
অনুচিন্তিতহরিচরিতাং
কলহান্তরিতামুবাচ রহঃ সখী॥"

নাঅকের‡ মান করি রাই রহঅে‡ সদনে।
মানিনীকে সখী কিছু কহএ বচনে॥

শ্রীজয়দেবস্য গুর্জ্জরী—

"হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে॥ (ধ্রু)
তালফলাদপি গুরুমতিসরসং।
কিং বিফলীকুরুষে কুচকলসং॥
কথিতমনুকথিতমিদমনুপদরুচিরং।
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম্॥
কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা।
বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা॥
সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে।
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে॥
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদং।
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদং॥
হরিরুপযাতু বদতি বহু মধুরং।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরং॥
শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতং।
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতং॥"

পদ্যাবল্যাং—

"অনালোচ্য প্রেম্নঃ পরিণতি-
মনাদৃত্য সুহৃদঃ।
ত্বয়া কান্তে মানঃ কিমিতি
সরলে প্রেয়সি কৃতঃ॥" ইত্যাদি।

অথ মুগ্ধা কলহান্তরিতা।

মুগ্ধা নাঞি জানে কিছু মানের বিভেদ।
অন্যত্র জাঅ‡ সে দিএ পরিচ্ছেদ॥

---

* স=শ। † ন=ণ। ‡ অ=য়। § স=ষ।

তাহার সখী আসি কানুরে বুঝাঅ‡।
নাঅক‡ সাধিআ‡ তার সখী বাঢ়াঅ‡ ॥

যথা রাগ।

মুগধিনী নারী মান নাহিঁ বুঝই
না জানএ সুরতিবিলাস।
কেবল তোহাঁরি পিরীতিরসলালসে
মীলল পহিল সম্ভাস§ ॥
মাধব তোহে কি বুঝিএ হেন রীত।
বিনি দোসে§ বালিকা কাহে উপেখলি
না বুঝলুঁ তোহাঁরি চরিত ॥
বদনে আঁচর দেই খিতি[১] মহা বিলুঠই
বচন কহিতে নাহি জানে।
মালতী ভমরী মিলল নাঞি লোকসি
মাতলি নলিনীমধুপানে ॥
নব রস রঙ্গ তাহে সিখাঅলি‡
পিরীতি করবি নিজ দাস।
গোপাল দাস ভনি† রসিক-সি*রোমনি†
মীলল রাইক পাস* ॥
শ্রীসচীনন্দন* প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বর দাস কহে রসের বিস্তার ॥

ইতি রসমঞ্জরীগ্রন্থে কলাহান্তরিতাষ্টপ্রকার বর্ণনে
ষষ্ঠ প্রসঙ্গঃ।

অথ স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

যস্যাঃ প্রেমগুণাকৃষ্টো কান্তো
পার্শ্বং ন মুঞ্চতি।
বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ
স্বাধীনভর্ত্তৃকা ॥

স্বাধীনভর্ত্তৃকা কথা সুন* দিআ‡ মন।
কোপনা মানিনী মুগ্ধা মধ্যা বিচক্ষন† ॥
উৎকণ্ঠা উল্লাসা অনুকূলা অভিবেকা।
স্বাধীনভর্ত্তৃকা এই অষ্ট করিল লেখা ॥

অথ কোপনা।

দৃষ্ট্বাঙ্গকামচিহ্নানি কান্তে
কুপ্যতি বালিকা।

কোপ করি মুগ্ধা জেন রহে অধোমুখে।
নাঅকের‡ পিরীতে সে মানে রহে দুখে ॥
তাম্বূল সজ্জা করি জদি কান্ত জাচে।
দূরে ডারে সেহো নাঞি বৈসে তার কাছে ॥
নিজ অঙ্গে রতি চিহ্ন দেখাঅ‡ সখীরে।
খর নখ দসনজ্বালা* রহে কলেবরে ॥
সহচরী পিরীতি করি তাহাকে সাজাঅ‡।
নাঅক‡ স্তবধ হঞা তাহার মুখ চাঅ‡ ॥

মঙ্গল-গুর্জ্জরী।

সহচরী মেলি রাইতনু হেরই
শ্রম*জলে সকল মিটাঅ‡।
সি*থিল কবরী জতনে পুন বাঁধই
সিন্দুর কাজর বনাঅ‡ ॥
সজনি বিদগধ সুনাগর কান।
নিজ কৃতদোস§ আপন মুখে মানই
রাইক অধীন সে জান ॥ (ধ্রু)
দসন* করে খত[২] সঙ্গিনী মেটাঅই
কুঙ্কুম নখরেখপুর।
উচ কুচ চুচুক কুঞ্জকি বনাঅই
আন আন চিন্ করি দূর ॥

---

* স=শ। †ন=ণ। ‡অ=য়। §স=ষ।
(১) খিতি=ক্ষিতি। (২) খত=ক্ষত।

বসন ভুসন§† দেই অঙ্গে সাজাঅই
পিন্ধাঅল‡ নীল দুকূল।
গোপালদাস পুহুঁ মন ভুলল
নিজগুণে হোই অনুকূল॥

অথ মানিনী।

কান্তায়ামধীনং ভূত্বা চাটুকারেণ পৃচ্ছতি।
সাম্যভক্তিভয়াৎ কিঞ্চিৎ
মানিনী খলু কথ্যতে।

মানিনী গরব করে নাঅকের‡ কাছে।
অধীনকান্ত১ হেরি তাহাকে জিজ্ঞাসে॥
কোন খানে বেথা তোমার কহনা আমারে।
আপনি না কহ কেনে সখীগণের তরে॥

গুর্জ্জরী।

সুন্দরি কহনা মনের কথা।
চরণ সেবিঞা অলস ভাঙ্গব
ঘুচাব সকল বেথা॥
লাজে পরিহর না করিহ ডর
বালাই লইআ‡ মরি।
রতি-চিহ্ন জত করিব গোপত
নিজ মনোরথ ভরি॥

তথা গীতাবল্যাং—

"সিঞ্চয় মৃদঞ্চয় হৃদয়াদল্পং।
বিলিখামাদ্ভুতমকরীকল্পং॥
ইহ নহি সঙ্কুচ পঙ্কজনয়নে।
বেশং তব * * * * শয়নে॥ (ধ্রু)
রাধে সুনয়নি দোলয় নয়নকপোলং।
চিত্রং রচয়াম্যহমবিলোলং॥
তব বপুরেত্য সনাতনশোভং।
জনয়তি হৃদি মম কাঞ্চনলোভং॥"

অথ মুগ্ধা স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

মুগ্ধা নাইকা২ রহে নাঅকের‡ পাসে*।
কাতর হইআ‡ কিছু গদ গদ ভাসে§॥

ভূপালী।

এ হরি মাধব কি কহব তোঅ‡।
অবলা কবল কৈলে মহত না হোঅ‡॥
কেস* খসাঅল‡ টুটল হার।
নখঘাতে বিদারল পঅোধর‡ ভার॥
দসনহিঁ* দংসন* তুহুঁ বনআরি।
সি*রীস§ কুসুম হেরি, কমলিনী নারী॥
ভনহু† বিদ্যাপতি সুন* বরনারী।
আগিক দহনে আগি প্রতিকারী॥

অথ মধ্যা।

নিজ হাতে নাঅক‡ তাহার বেস* করে।৩
আগুসরি নাঅক‡ আসি লআ‡ জাঅ‡ ঘরে॥
পথ শ্রান্ত* দেখি তারে কুসল* জিজ্ঞাসে।
ঘাম দূর করে তার চামর বাতাসে॥
বহুঁ দূরে আইলে বা স্রম* পাই।
ই কর কমলে সেবি পদ দুই॥
তুমি দুখবিমোচনী নআনেরি‡ তারা।
জে দিগে নেহারি আঁখি সেদিগ্ আঁধিআরা॥
দিবানিসি* বংসীতে* সদাই করি গান।
তুমি আমার জপমালা তুমি হরি নাম॥
গোলোকবৈভবসুখ সম্পদ ছাড়িআ‡।
নন্দের ঘরে ধেনু রাখি তোমার লাগিআ‡॥

---

* স=শ। ‡ অ=য়।

(১) "স্বাধীন কান্তা"—খ। (২) নাইকা—নায়িকা।

(৩) "মধ্যা স্বাধীন ভর্ত্তৃকা অভিসরে।"—খ।

আসি চৌরাসি কোস ব্রজভুমের সীমা।
জত কিছু খেলা লীলা তোমার মহিমা॥

যথা রাগ।

আদরে আগুসরি রাইক হৃদয়ে‡ ধরি
জানুর উপরে পুন রাখি।
নিজ করকমলে চরনা যুগ মোছই
হেরইতে চির থির আঁখি॥
সজনি পিরীতি মুরতি অধিদেবা।
জাকর দরসনে সব দুখ দূরে গেল
সোই আপনে করু সেবা॥
(হিমগুত শীল নীবহি তীতল?
নিজ করে মুছই মুখ।
অঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাম্বূল পুরি
পুছই পন্থক দুখ॥
নবীন নলিনীদলে মৃদু মৃদু জীবই
সব সভাবই কান।
গোবিন্দদাস ভনে* নাগর রসিক পনে
রাঁইক অমিঞা সিনান॥)[১]

ভূপালী।

পহিলহি জব ধনি মীলল পাসে*।
পন্থ ছরম ঘরম আসোআসে*॥
(কি কহব এ সখি রমণীসোহাগ।
ঐছন হেরিয়ে নাগর অনুরাগ॥
আদর করি ধনি বৈঠায়ল পাশে।
নিজহাতে বীজন লেই করই বাতাসে॥)[২]
জল দেই ধোঅত‡ সো মুখ ইন্দু।
বসনে মুছাঅল‡ ঘামক বিন্দু॥
সরস চন্দন আপনে মাথাই।
নিরখি বদন কহ বলিহারি জাই॥
কর্পূর তাম্বূল বদনে ধরি পুর।
গোপলদাসত হেরই দূর॥

অথ উৎকণ্ঠা।

রতিশ্রান্ত* হঞা ধনি বড়ই কাতর।
কাতরে কহঅে‡ দেখ মোর কলেবর॥
নিজ হাতে বেশভুসা§ করহ আমারে।
কেস* ভুসন§ সজ্জা সাজহ তাম্বূলে।[৩]

তথাহি গীতাবল্যাং।

"পত্রাবলীমিহ মম হৃদি গৌরে।
মৃগমদবিন্দুভিরর্পয় গৌরে॥
শ্যামলসুন্দরবিবিধবিশেষং।
বিরচয় পুংসি মনোজবেশং॥
পিঞ্ছমুকুটমপি পিঞ্ছনিকাশং।
বরমবতংসয় কুণ্ডলপাশং॥
অত্র সনাতনশিল্পনরঙ্গং।
শ্রুতিযুগলে মম লম্বয় সঙ্গং॥"

ভূপালী।

আকুল চিকুর অলকাকুল সমরি[৪]।
সিথাঁ বনাঅত‡ বান্ধহ কবরী॥
এ হরি রতিরসলুবধ রসাল।
বিঘটিত বেস*বনাহ পুনআর॥
কাজরে সাজহ লোচনভমরী।
স্রুতি* অবতংসয় কিসলঅ‡ চমরী॥
পীনপঅোধর‡ থির কর আপ।
মৃগমদ লেপহ নখ পদ চাপ॥
বিগলিত কম্বর লহ গোড়ে মোর।
সিঁথে পিন্ধাঅবি‡ নূপুর জোর॥

---

* স=শ। ‡ অ—য়।
(১) বন্ধনীর অংশ আদর্শ পুথিতে নাই।
(২) ঐ ঐ
(৩) "বেশভূষা অলকাদি যতেক প্রকারে।"—খ। (৪) স্মরি।

মেটব জাবক পহুঁ পদ লেখ।
গোবিন্দদাস দেখ উঁহ পরতেক॥

অথ উল্লাসা।

নিজ গর্ব্বেতে ধনি হইঞা উল্লাস।
সখীগণে জানাঅ‡ সে সৌভাগ্য পরকাস*॥
নিভৃতে নাঅক‡ সঙ্গে জাঅ‡ অন্য বন।
অধীন হইআ‡ কান্ত অনুকূল মন॥
জমুনার তীরে নব নীরস(১) কুঞ্জে।
পুলকিত তরুবর কিসলয়অ* পুঞ্জে॥

যথা রাগ।

মাধব বিদগধ রাঅ‡।
মঝু মন উলসিত তহিঁ পর ধাঅ‡॥
আকুল নাগর চলল সোই ঠাম।
পূরল সুন্দরী মনমথ কাম॥
খনে বাহু ধরাধরি খনে করে কোর।
কুঞ্জ হেরি মাতল দুহু মন ভোর॥
অবলাচরিত নাহি ভালে জান।
গোপালদাস তহিঁক গুন†গান॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং—

"মকরীবিরচয় ভঙ্গ্যা
রাধাকুচকলসমজ্জনব্যসনী।
ঋজুমপি রেখাং লুপ্তনববল্লভবেশো
হরির্জ্জয়তি।"

অথ অনুকূলা।

অনুকূলা ভবেৎ কান্তা
সানুকূলা নিকথ্যতে।

নিজের সৌভাগ্যভারে গর্ব্বেতে অধিকা।
সর্ব্বত্র সমান দেখি বাম্য রাধিকা॥
সকল জূথেশ্বরী(২)*মধ্যে একা রাধিকা লইঞা।
অন্য বনে গেলা কৃষ্ণ অনুকূল হঞা॥

তথাহি—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ
রাধায়ামেব কৃষ্ণস্য প্রসিদ্ধা অনুকূলতা॥"

কেদার।

জূথে জূথে(২) রঙ্গিনী† ব্রজকুলরমনী†
কামিনী কানন মাহ।
সবজন পরিহরি কুঞ্জে চলল হরি
ভুজে ধরি রাইক বাহ(৩)॥
সজনী অব হরি কোন বনে গেল।
গুন†বতী গুনহিঁ† কানু মন বাঁধল
নাগর অনুকূল ভেল॥
ঠামহিঁ ঠাম চরন† চিহ্ন হেরই
টুটল কত ফুলবান†।
দুহুঁ পরিমল কানন গহ গহ
গুঞ্জরে মধুকর জান॥
ধনি ধনি রমনী† শিরোমনি† সুন্দরি
আরাধলি মনমথ দেব।
গোপালদাস কহ তহু সব নিরমহ
মুহু রাধামাধব সেব॥

অথ কৃতাভিষেকা।

কুঞ্জাধিরাজমহিষী মুখ্যা বৃন্দাবনেশ্বরী॥

গোপীজূথেশ্বরী মধ্যে রাধিকাপ্রধান।
সভার উপরে করে তাহার সম্মান॥
বৃন্দাবনেশ্বরী করি রাইরে বসাইল।
রত্নসিংহাসনে তাকে অভিষেক করিল॥
সহচরীগণে সভে করে উপচার।
সুগন্ধি সীতল* জল কনকভৃঙ্গার॥

---

* স=শ। † ন=ণ। ‡ অ=য়। § স=ষ।
(১) "সুবাসিত"=খ। (২) জূথে=যূথে। (৩) বাহ=বাহু।

নিজ হাতে কৃষ্ণ তার অভিসেচ* কৈল।
গন্ধ চন্দন তৈল হরিদ্রা মাখাইল ॥
নানা বস্ত্র অভরনা আপনি পরান।
কুঞ্জে মহিসী* নাম কহে সখী বিদ্যমান ॥
কুঞ্জসহরে লীলাঅ‡ কমলাপতি বিহরে।
কর সাধে গোপিকা রাজারে ॥ ইতি ॥
শ্রীসচীনন্দন* প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বরদাস কহে রসের বিস্তার ॥

ইতি শ্রীরসমঞ্জরী গ্রন্থে স্বাধীনভর্তৃকা বর্ণনা সমাপ্তা।

অথ প্রোষিতভর্ত্তৃকা।

কুতশ্চিৎ কারণাৎ যস্যা বিদূরস্থো
ভবেৎ পতিঃ।
তদসঙ্গমদুঃখার্ত্তা ভবেৎ
প্রোষিতভর্ত্তৃকা ॥

সেই প্রোষিতভর্ত্তৃকা হঅ‡ তিনমত।
ভাবী ভবন্ আর ভূতক্রিয়া যুত।
এই তিন মত হএ বহু মতভেদ।
অষ্ট প্রকার সংজ্ঞা ইহার বিভেদ ॥
ভাবী ভবন্ আর দিব্যোন্মাদ।
দস* অবস্থা হঅ‡ দূতের সম্বাদ ॥
(নিজ বিলাপ আর সখ্যুক্তিকা হয়।
ভাবোল্লাস আদি ভাব বহুত আছয়।)

অথ ভাবী।

নাঅক‡ বিদেস* জাব শুনিঞা সুন্দরী।
সহচরী সঙ্গে নানা বিলাপ সে করি ॥

তথা কবিশেখরস্য।

কানু বিরস কতি লাগি।
কিঞে‡ মোর করল অভাগী ॥
জব হাম গেনু পিআ‡ পাস*।
ছাড়ল দীঘল নিসাস২।
(যব হাম পুছল বেরি বেরি।
সজল নয়নে পহু হেরি ॥
যব হাম বহুল নেহারি।
লোচনে ঝরে অনিবারি ॥
তৈখনে যো করু চিতে।
কো জায় পরতীতে ॥
তব ধনি বুঝলুঁ নেহারি।
কঠিন পরান+ কুলনারী ॥
কবিসে*খর পরমান+।
না জানএ পাপ পরাণ ॥১

শ্রীগান্ধার।

কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট।
নিরমল নঅ‡য়ন করু হেট ॥
মান ভরমে হাম হাসি সাধ।
না জানিএ ঐছে পড়ব পরমাদ ॥
এ সখি মোহে কহত উপদেস*।
জানলুঁ কানু জাঅব‡ পরদেস* ॥
পুছইতে কহই গদ গদ বোল।
ঢর ঢর লোচনে হেরি মুখ মোর ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে বহু পুন ধন্দ।
দব দব হৃদঅ‡ সিথিল+ ভুজবন্ধ ॥
চুম্বনে বদনে বদনে বহু মেলি।
আনহি ভীতিরভস রসকেলি ॥
এতহুঁ কপট কৈছে মনমহো গোই।
গোবিন্দদাস কহে মোহে বিরোই ॥

ধানসী।

জাহা লাগি গুরুগঞ্জনে মনরঞ্জই
দুরুজন কি নাহি ভেল।

---

* স=শ। + ন=ণ। ‡ অ=য়। § স=ষ।
(১) বন্ধনীর অংশ আদর্শ পুথিতে নাই। (২) নিঃশ্বাস।

(জাহা লাগি কুলবতী বরত সমাপলুঁ
লাজে তিলাঞ্জলি দেল ॥
সজনি জানলুঁ কঠিন পরান‡।
ব্রজপুর পরিহরি জব জায়ব
শুনইতে* নাহি বাহিরান ॥ (ধ্রু)
যো মঝু সরস পরস* লালসে
মনিময়† মন্দির ছোরি।
কণ্টক কোরে জাগি নিসি* বাদর
পান্থ নেহারই মোরি ॥
জাহা লাগি চলইতে চরণে বেঢ়ল ফণি
মণিমঞ্জীর করি জান।
গোবিন্দদাস ভণ সোদিন কৈছন
বিছুরল এই অনুমান ॥)১

সজনি ডাহিন নআন‡ কেনে নাচে।
খাইতে শুইতে মুঞি সোআস্থ না পাইলুঁ
অকুসল* হব জানি পাছে ॥ (ধ্রু)
সঅনে*‡ সপনে আমি ভঅ‡ জেন বাসিগো
বিনি দুখে চিন্তা উপজাঅ‡।
পিঅ‡ সখীর কথা সহনে না জাঅগো‡
সুখ নাহি পাই নিজ গাঅ‡ ॥
নগর বাজারে সব কানাকানি করেগো
ঘরে ঘরে করে উতরোল।
কাহারে পুছিলে কেহ উতর না দেঅগো‡
কেহ নাহি কহে সাঁচা বোল ॥
আমারে ছাড়িআ‡ পিআ‡ বিদেস* জাইব গো
এহি কথা বুঝি অনুমানে।
গোপালদাস কহে কহিতে লাগএ ভঅ‡
কেবা জানি আইল বিমানে ॥

কেদার।

একজন রথে মথুরা হইতে
আইল তাহারে দেখি।
সেই হইতে মন করে উচাটন
সঘনে ঝুরএ আঁখি ॥
সখি বিপদ দেখিঅে‡ কাছে।
দখিন† নয়ন করএ স্পন্দন,
ভুজকুচ ঘন নাচে ॥ (ধ্রু)
কিবা অমঙ্গলে পড়িব গোকুলে
না বুঝি ইহার কাজ।
কেমন সাহসে আছে নন্দঘোষে
সে এই গোকুলমাঝ ॥
জাঅ‡ জাউ ধন পতি গহজন২
প্রান† জাঅ‡ জাউঁ মোরা।
রাধাদাসে কঅ‡ এই বড় ভঅ‡
পাছে (হই) স্যামহারা* ॥

অথ ভবনবিরহ।

কৃষ্ণ গোকুল হইতে মথুরা চলিলা।
এই কথা গোপী সব স্রবনে*† সুনিলা ॥
বস্ত্র না সম্বরে কেহো কেস* নাহি বান্ধে।
উপেক্ষা না করে সভে উচ্চস্বরে কান্দে ॥
জোগ জুগতি জত করলহিঁ সজনি।
সকল বিফল ভেল বিআকুলরমনী† ॥
অক্রূরে গালি দেই কুবোল বলিআ‡।
অনুতাপ করে গোপী বিদরএ হিআ‡ ॥

সুহই।

অটমিক জামিনীকান্ত।
বিফল ভেল মতিমন্ত ॥

---

* স=শ। † ন=ণ। ‡ অ=য়। § স=ষ।

(১) বন্ধনীর অংশ আদর্শ পুথিতে নাই। (২) গহজন=গৃহজন।

দেখ সখি পাপ অক্রূর।
হরি লই চলু মধুপুর ॥ (ধ্রু)
দ্বিজ কুল মঙ্গল উচ্চার।
চলু সব গোপগোঙার ॥
কোই নাহি কহে ঐছে বাত।
হরি জনি মধুপুরজাত ॥
ব্রজপতি কম্পিত চিতে।
কোন করল বিপরীতে ॥
তেঞি কহি নিকরুনা ধাতা।
গোবিন্দদাস দুখদাতা ॥

অথ দিব্যোন্মাদ।

মথুরাতে কৃষ্ণ হেথা গোপীগণ।
নানাভাব উপজএ উন্মাদ-লক্ষণ[১] ॥

ধানসী রাগিণী।

পেখলুঁ গোকুল বসতি বেআকুল‡
গোপরমনী†গন† রোএ।
ভিগল বসন লাগি রহল তনু
তোঁহারি গঙন-পথ জোএ ॥
হরি হে দূর নগরে মঝু গেহ।
জব তুহুঁ আঅলি‡ সঙ্গে গোপ সব
তব হাম গোকুলে থেহ ॥
তহিঁ এক রমনী† থোড়ি বঅস‡ ধনি
চিত্রপুত্তলী সম ঠারি।
জব লোচন পথ দূরে হিঁ গেল রথ
তব হিঁ পড়ল তনু ঢারি ॥
ঘেরল সকল সখীগন† চৌদিসে
রোঅত সখী অগেআন।
কহে ঘনস্তাম* তব হিঁ চলি আঅলুঁ
পুন কিএ‡ ভেল নাহি জান ॥

অথ ভূতবিরহ।

নানাপ্রলাপ করে কল্পিঞা বিসরে।
কি বলিতে কিবা করে বুঝিতে না পারে ॥

ধানসী।

মাধব কঠিন হৃদঅ‡ পরবাসি।
তোহারি বিলাসিনী পেখলুঁ বিওগিনী[২]
অবহু পালটি গৃহে আসি ॥
হিমকর হেরবি অবস তনু আনল
রহই করুনা পথ হেরি।
নআন‡ কাজর লেই লেখই বিধুন্তুদ
করইতে তাসএ বেরি ॥
দখিন† পবন বহে কৈছে যুবতী সহে
কর করলি তছু অঙ্গ।
গেলি পরান† আস* দেই রাখত
দস* নখে লেখই ভুজঙ্গ ॥
মীনকেতন-ভঅে‡ সিব* সিব* কহে
ধরনী† লোটাঅই গেহা।
করজ কমল লেই কুচ শ্রীফল দেই
সম্ভু* পূজএ নিজ দেহা ॥
পরভৃতকে ডরে পাঅস‡ লেই করে
বাঅস‡ নিঙড়ে ফুকারে।
ভনএ† বিদ্যাপতি সিব*সিংহ নরপতি
বিরহিনী‡ করে উপচারে ॥

অথ দশম দশা।

বিরহব্যাধি সমাধি নাঞি পাঅই
অনুখনে উচাটন গেহ।
কাঞ্চন বরন† মলিন হেরই
উজাগরে বঞ্চই সেহ ॥

---

* স—শ। † ন—ণ। ‡ অ—য়। § স—ষ

(১) এই পর্য্যন্ত 'খ' চিহ্নিত পুঁথিতে আছে। (২) বিওগিনী—বিয়োগিনী।

মাধব অতি খীন১ ভৈগেল রাধা।
বিরহ বেআকুল‡ তাহে তনু খীন১ ভেল
তহি কত উপজল বাধা॥ (ধ্রু)
খিতি মহাসুতই কতহি তনু লোটই
খনে খনে হঅ‡ উনমাদ।
খনে মোহ লোহ ভই কাঁপই খনে খনে
খনে তনু হঅ‡ অবসাদ।
ঐছে দসাদস* সুনইতে* সহচরি
করই মরন† প্রতিকার॥
গোপালদাস চরনে† ধরি সাধই
তোহেঁ কি জাঅবি আর।

অথ দূতসম্বাদ।

মথুরা পথিক মুরারি।১

ধানসী।

মধুকর পন্থ বিনঅ‡ করু তোঅ।
মাধবে বিনতি জানাঅবি‡ মোঅ॥
কালীদমন করি ঘুচাঅল‡ তাপ।
পুনরপি জমুনা অলভ হুতাস*॥
অবসর বিস§ সম ভৈগে তু নারী।
গরলে ভরল অঙ্গ অবধি দিন চারি॥
দিনে দিনে জুবতী তনু অবসে*স§।
গোপালদাস কহে দসম* দসা* পরবেস*॥

তথা পদ্যাবল্যাং—

"গতো যামো গতৌ যামৌ
গতা যামা গতং দিনং।
হা হন্ত কিং করিষ্যামি
ন পশ্যামীহ বৈ মুখং॥"

ধানসী।

গগনে গরজে ঘন ফুকরে মউর।
একালি মন্দিরে হাম গোপিআ‡ মধুপুর॥
দিন নাহি জাঅ‡ রজনী নাহিঁ ভাঅ‡।
বরিখ রজনী ভেল নিসি* না পুহাঅ‡॥
মরমহি জানএ মরম বেদন।
জত দুখ দেহি মোরে দারুন† মদন॥
কাহারে কহব সখি কেবা পাতি আঅ‡।
শীলল রতন পুন বিধি বাহুড়াঅ‡॥
বিদ্যাপতি কহ সুন* বর নারী।
চিত ধৈরজ কর মিলব মুরারি॥

অথ সখ্যুক্তিকা।

গান্ধার।

বিরহ অনলে জদি দেহ উপেখবি
খোঅবি‡ আপন পরান†।
তু অনুচর সখি কোই না জীঅবি‡
সবহু করবি সমাধান॥
সুন্দরি মাধব আঅবি‡ গেহ।
তোঁহা দসা*অব সো জব সুনইব*
তব কি ধরব সোই দেহ॥ (ধ্রু)
আপনক হাতে রমনী† কুলঘাতবি
হানবি স্যামরু* চন্দ্র।
জগভরি বিপুল কলঙ্ক তুআ‡ ঘোসব§
দোসর কর্ম্ম সুবন্ধ॥
সজল কমলফুলে কমলাপতি পূজহ
আরাধহ মনমথদেব।
গোপালদাস আসত* পূরব
রাধামাধব সেব॥

অথ ভাবোল্লাস।

তথাহি পদ্যাবল্যাং—

"যদুনাথ ভবন্তমাগতং
কথয়িষ্যন্তি কদা সদালয়ঃ।
যুগপৎপরিতঃ প্রসারিতা
বিকশন্তির্বদনেন্দুমণ্ডলৈঃ॥"

---

* স=প। † ন=ণ। ‡ অ=য়। § স=ষ।

(১) ইহার অপর চরণগুলি আদর্শ পুথিতে নাই।

ধানসী মঙ্গল।

জব হরি আঅব‡ গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে* বাজাঅব‡ জঅ‡ জঅ‡ তুর॥
রসাবেসে* আঅব‡ রমনীকা† বাট।
চৌদিকে প্রসারব চান্দবি হাট॥
মঙ্গল কলস করব কুচভার।
আলিপনা দেঅবি‡ মোতিকা হার॥
সহ করপল্লব চুচুক দেব।
মাধবী সেবি মনোরথ সেব॥
ধূপদীপ নিবেদঅ‡ অধর কর আগে।
লোচন নীর করব অভিষেকে॥
আলিঙ্গন দেঅবি‡ পিআ‡ কর আগে।
ভনহি‡ বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে॥

ভাটিআলী।

চিকুর পরিছে বসন খসিছে
পুলক মোহর ভার।
বাম অঙ্গ আখি সঘনে নাচিছে
নাচিছে হিআর‡ হার॥
সজনি মাধব মিলব গোঅ।
সখি অব সুলখন† এখন পাইলুঁ
স্বরূপে কহিনু তোঅ‡॥ (ধ্রু)
দেখিলুঁ সপন চারু চন্দন গিরির উপরে বসি।
মালতীর মালা হিআ‡ পর সোভএ*
মাধব মিলল আসি॥
প্রভাত সমঅ‡ কাক কলাকলি
আগর বাটিয়া আঅ‡।
বধুঁ আসিবার নাম কহিলে**
উড়ি বৈসে আন ঠাঅ‡॥
হাথের বসন খসিঞা পড়িছে
দেরে মাথার ফুল।
গোপালদাসে কহে সব সুলখন†
বিধি ভেল অনুকূল॥

পিঅ‡সখি‡ প্রীত বচনামৃত সুনইতে*
ভাঙ্গল মনোরথ ভঙ্গ।
বিদগ মাধব মন্দিরে আঅব‡
নাথ বিপদ ভেল ভঙ্গ॥ (?)
সজনি সব দুরদিন দূরে গেল।
জাকর দরসনে* সব দুখ নিরসই
সো পিআ‡ অনুকূল ভেল॥
সখি মহা পুন পুন পুছইতে সুন্দরি
না কহ মধুরিম বানী†।
কিএ আঅব‡ হরি কিএ তুআ‡ চাতুরী
মাথ পরসি কহ বানী†॥
উলসিত মঝু হিআ‡ আজু আঅব‡ পিআ‡
দৈবে কহল সুভ* বানী†।
সুভ* সূচক জত নিজ অঙ্গে বেকত
অতএ নিসচঅ*‡ করি মানি॥
সজনি সবহু বিপদ দূরে গেল।
সুখ সম্পদ জত সভে ভেল অনুগত
সো পিআ‡ অনুকূল ভেল॥
সব তনু পুলকিত পুছইতে সুন্দরি
রাইক অমিঞা সিনান।
মাধবঘোস§ কহ হৃদঅ‡ জুড়াঅব†
তনু ভেল গদ গদ মান॥

খণ্ডিতাদি অষ্ট রস আট আট করি।
চৌসট্টি* প্রকার করি গ্রন্থ রসমঞ্জরী॥*॥
গদ্য পদ্য সঙ্গীত ইহার প্রমানে†।
অবোধ না বুঝে ইহা রসিক সে জানে॥
শ্রীসচীনন্দন* প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বর দাস কহে রসের বিস্তার॥
রসকল্পবল্লিগ্রন্থে জে অবসি*স্টঠ§ ছিল।
তাহা বিবরিঞা ইহা বর্ণনা করিল॥

ইতি শ্রীরসমঞ্জরী সমাপ্তা।

---

(১) খীন=ক্ষীণ। * স=শ। † ন=ণ। ‡ অ=য়। § স=ষ।

গোপীনাথপুরের শিলালিপি।

উড়িষ্যার প্রধান নগর কটক হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে গোপীনাথপুর নামে একখানি ব্রাহ্মণশাসন গ্রাম আছে। গোপীনাথজীর ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। গত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর, দৈবক্রমে আমরা এই গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সঙ্গে ছিলেন হিতবাদীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সভ্য সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র। প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার ও পুরাকীর্ত্তিসংগ্রহের জন্যই উড়িষ্যায় গিয়াছিলাম, কিন্তু উক্ত গ্রামে যে কখন যাইব, এরূপ স্বপ্নেও ভাবি নাই! যেরূপে আমরা উক্ত গ্রামে উপস্থিত হই, তাহা একটু বিস্ময়জনক ব্যাপার! 'অচেনা লোকের সহিত পথ চলিতে নাই'—এ কথার সারমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি! মৌদাগ্রামের জমিদার আমাদের লইয়া যাইবার জন্য আমাদের কটকের বাসায় একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুর যে একজন উৎকৃষ্ট পথপ্রদর্শক, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই! প্রত্যূষেই প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া আমরা কটকনগর পরিত্যাগ করি। যানের সম্বল এক ভগ্নশকট! এরূপ শকটারোহণ আমার ভাগ্যে কখন ঘটে নাই। কষ্টেই হউক বা হৃষ্টভাবেই হউক, তাহাতেই আমাদের উভয়ের দেহ বিসর্জ্জন করিতে হইল। পথে কি দেখিলাম, কি করিলাম, তাহার পরিচয় দিবার এখানে স্থান নাই। কেবল গোপীনাথপুর লইয়াই কথা।

পথপ্রদর্শক বরাবর আশা দিয়াছিল, সন্ধ্যার পরই আমরা মৌদাগ্রামের সুস্নিগ্ধ বারি সেবন করিতে পারিব। কিন্তু আমাদেরই হউক অথবা তাহারই সৌভাগ্যক্রমে হউক দেখিতে দেখিতে দিনমণি অন্তর্হিত হইলেন, ধীরে ধীরে অন্ধকার আসিয়া আমাদের শকটকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। যেথানে সন্ধ্যাকালে পৌছিলাম, সেখানে ঘর নাই, আলো নাই, চারিদিকে বৃক্ষলতার বন। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আমরা এখন কোথায়? এ অন্ধকারে—এরূপ বন্য পথে আরত গোরু চলিবে না।' ঠাকুরটী অনায়াসে উত্তর করিল—'আজ আর মৌদা যাওয়া হইতেছে না। আমরা গোপীনাথপুরে আসিয়াছি—এখানে গোপীনাথজীর মন্দিরে আজ রাত্রিবাস করিতে হইবে!' যখন সে এই কথা বলিতেছিল, তাহার কথা শুনিয়া কোথা হইতে কতকগুলি ওড়চাষা আসিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। তারপর যখন সেই চাষাদের মুখে শুনিলাম, গোপীনাথজীর মন্দিরে একজনেরও থাকিবার জায়গা নাই, তখন আমি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। তখন একবার মনে ভাবিয়াছিলাম, আমার জীবনের ব্রত হয়ত অবিলম্বেই উদ্যাপন হইবে,—প্রত্নতাত্ত্বিক লীলাখেলার এখানেই বুঝি সমাপ্তি হয়! আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সেই গ্রামের চৌকিদার আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছি শুনিয়া তাহার যেন একটু চমক হইল। তাহার ভাবগতিক বুঝিয়া তখনই কিছু দর্শনী দিয়া তাহার সন্তোষ বিধান করিলাম। চৌকিদার মৌদার জমিদারের নাম শুনিয়া সেই গ্রাম হইতেই তাঁহার এক কুটুম্ব ডাকিয়া আনিল। আমরা ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া ভয়ে

ভয়ে সেই ভদ্রলোকের কুটীরে সে রাত্রি অতিথি হইলাম। আমরা যে গৃহে ছিলাম, তাহারই ২০।২৫ হাত দূর হইতে গোপীনাথজীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আরম্ভ। প্রত্যূষে উঠিয়াই দেবদর্শনে চলিলাম। গিয়া দেখিলাম, অনেকটা স্থান জুড়িয়া প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

গোপীনাথের মূল বা গর্ভগৃহের কিছুই নাই, ভগ্ন নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে অল্প দিন হইল, একটী অতি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, (তন্মধ্যে এক ব্যক্তির থাকিবারও স্থান নাই,) তাহার মধ্যস্থলে দধিবামনমূর্ত্তি বিরাজিত। নাটমন্দিরের চারিদিকে উৎকৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত স্তূপাকারে প্রস্তররাশি পড়িয়া আছে ও তাহার পশ্চাতে অদূরে এক বৃহৎ পুষ্করিণী রহিয়াছে। নাটমন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির বামপার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর গাত্রে সংলগ্ন একখানি শিলাফলক রহিয়াছে। এই শিলাফলকই আমাদের আলোচ্য। আমরা সেখানে আর অধিককাল অপেক্ষা করিতে পারিব না জানিয়া তাড়াতাড়ি ঘষিয়া দুই দফা প্রতিকৃতি উঠাইয়া লইলাম। সেই ঘষা কাগজ (Rubbings) হইতেই অদ্যকার প্রতিলিপি প্রস্তুত হইল।*

শিলাফলকখানি দৈর্ঘ্যে ৪৫ ইঞ্চ ও প্রস্থে ২৯ ইঞ্চ। এই ফলকের উপর প্রাচীন উৎকলাক্ষরে লিপি উৎকীর্ণ, তাহাতে ৩০টী পঙ্‌ক্তি আছে। ইহার প্রতি অক্ষর প্রায় ১ ইঞ্চ করিয়া বড়। অক্ষরগুলির অর্দ্ধচন্দ্রাকার মাত্রা বা পাগড়ী বাদ দিলেই ('স' প্রভৃতি দুই একটী অক্ষর ব্যতীত আর) সকল অক্ষরই প্রাচীন বঙ্গাক্ষর বলিয়াই যেন মনে হয়।[১]

গোপীনাথের প্রশস্তির বর্ণনাই এই লিপির প্রধান উদ্দেশ্য। লিপির মর্ম্ম এইরূপঃ[২]—

'উড়িষ্যায় কপিলেন্দ্র নামে একজন সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন। তিনি বাহুবলে ডিল্লী ও গুর্জ্জররাজের গর্ব্বখর্ব্ব, কর্ণাট, কলবরগ ও কাঞ্চীজয়, গালবধ্বংস এবং গৌড়রাজকে মর্দ্দন করিয়া 'ভ্রমরবর'[৩] নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষণ নামে একজন পুরোহিত ও মন্ত্রী ছিলেন। লক্ষণের নারায়ণ ও গোপীনাথ নামে দুই পুত্র জন্মে। গোপীনাথ রাজা কপিলেন্দ্রের একজন মহামন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে পরাক্রমশালী ১৬ জন রাজা ও মণ্ডলিককে পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ইহার মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন।'

---

* কাগজের দুই একস্থান উঠিয়া যাওয়ায় প্রকৃত পাঠের কোন কোন স্থানে সন্দেহ রহিল।

(১) এই লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXV. pt. I. 231—32 পৃষ্ঠায় আমাদের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

(২) প্রায় ৫ বর্ষ হইল, বিশ্বকোষের ৫ম ভাগে 'গোপীনাথপুর' শব্দে এই লিপির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অনেকেই ইহার আদ্যোপান্ত জানিতে ইচ্ছুক হওয়ায় যথাযথ সম্পূর্ণ পাঠও অনুবাদ এই প্রথম প্রকাশ করা গেল, ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

(৩) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে,—মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ যাজপুরে বাস করিতেন, উক্ত ভ্রমররাজের ভয়ে তাঁহারা শ্রীহট্টদেশে পলাইয়া যান—

"চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ আছিল যাজপুরে। শ্রীহট্টদেশে পলাইয়া গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে॥"

বোধ হয়, মন্ত্রী গোপীনাথের নামানুসারেই মন্দিরের নাম গোপীনাথ ও পরে উক্ত গ্রামও গোপীনাথপুর নামে খ্যাত হইয়াছে। এই গ্রামে ব্রাহ্মণশাসন আছে। এখানকার একঘর ব্রাহ্মণ আপনাদিগকে গোপীনাথ মহাপাত্রের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মুখে শুনিলাম যে, গোপীনাথ দুই ঘণ্টামাত্র কপিলেন্দ্রের মন্ত্রিত্ব পাইয়াছিলেন। এই দুই ঘণ্টার মধ্যে উক্ত গোপীনাথের মন্দির নির্ম্মিত হয়। কিন্তু দুই ঘণ্টার মধ্যে এরূপ মন্দির হওয়া অসম্ভব। গোপীনাথ কপিলেন্দ্রের মহামাত্রপদে নিযুক্ত ছিলেন, কপিলেন্দ্রের অপর শিলালিপি হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উৎকলের মাদলাপঞ্জীর মতে—কপিলেন্দ্র বা কপিলেশ্বর দেব ১৩৭৪ হইতে ১৪০১ শক (১৪৫২-১৪৭৯ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত ২৭ বর্ষ রাজত্ব করেন।[২] আবার কোণ্ডবীড়ুর রাজবংশাবলী অনুসারে তাঁহার রাজ্যকাল ১৪৫৪ হইতে ১৪৬১ খৃষ্টাব্দ। এদিকে গোদাবরী জেলাস্থ কোরুকো া গ্রামের নিকটবর্ত্তী বীরভদ্র পাহাড়ে ১৩৬৫ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে 'কপিলেশ্বর স্তৃপতি'র নাম বিঘোষিত হইয়াছে[৩]।

যাহা হউক সপাদ পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে মুসলমান রাজগণের অখণ্ড প্রতাপ-সময়ে আমরা একজন অদ্বিতীয় মহাবীর হিন্দুরাজের পরিচয় পাইতেছি। যে সময়ে হিমালয় হইতে কুমারিকা, সৌরাষ্ট্র হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত, সেই সময়ে একজন উৎকলরাজ কএকজন উড়িয়া সৈন্য সঙ্গে লইয়া প্রধান প্রধান যবনরাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়শ্রী অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই! হয় ত অনেকেই এই লিপির কথা বিশ্বাস করিবেন না, হয়ত কবির কল্পনা মাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিবেন। কিন্তু যত দূর আমরা প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে শিলালিপির বর্ণনা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না।

মাদলাপঞ্জী, রাজবংশাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে কপিলেন্দ্রদেবের অভ্যুদয়, পরাক্রম ও দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। দেশীয় বিবরণ ছাড়িয়া দিন,—মুসলমান ঐতিহাসিকগণ স্বভাবতঃ হিন্দুবিরোধী হইলেও উক্ত উৎকলরাজের সমরপ্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিতে বিস্মৃত হন নাই।

মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা কুলবর্গার বাহ্মণী-রাজগণের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

'(১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে) হুমায়ুনশাহ বাহ্মণীর রাজত্বকালে তৈলঙ্গেরা মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উৎকলরাজ ও উড়িয়াদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। উৎকলরাজ তৈলঙ্গ ও উড়িয়া সৈন্য-সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে ইস্‌লাম-বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন এবং বহুদূর পর্য্যন্ত বিজিত মুসলমান সৈন্যগণের পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন। হুমায়ুনের পুত্র নিজামশাহের সময়েও উৎকলরাজ তৈলঙ্গের হিন্দু জমিদারবর্গের সহযোগে রাজমহেন্দ্রী হইয়া পুনরায় দাক্ষিণাত্য-

---

(১) Dr. Mitra's Antiquities of Orissa, Vol. II. p. 166.

(২) বিশ্বকোষ ২য় ভাগ ৩৩০ পৃষ্ঠা।

(৩) R. Sewell's List of Antiquities &c. Vol. II.

(যবন) নরেন্দ্রগণের অধিকৃত ভূভাগ জয় করিয়া চোল[1] পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন। উৎকলাধিপতি মহাসমারোহে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সমস্ত তেলিঙ্গনা প্রদেশ মুসলমান-কবল হইতে উদ্ধার ও মুসলমান রাজগণকে কর দানে বাধ্য করিবেন। (তিনি সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়া) মুসলমান রাজধানী আহ্মদাবাদ (বিদর) নগরে উপস্থিত হইলে মুসলমান-মন্ত্রী অসীম সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং উৎকলরাজ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।'

ফেরিস্তা আবার একস্থানে লিখিয়াছেন,—'(১৪৭১ খৃষ্টাব্দে) উড়িয়ারাজ 'ভম্বর'[2] (=ভ্রমরবর) বাহ্মণীরাজ মহম্মদ শাহের নিকট অভিযোগ করেন যে, এক ব্যক্তি উড়িয়াগণের সাহায্যে তাঁহার সিংহাসন হরণ করিয়াছেন। যদি তিনি তাঁহার রাজ্য উদ্ধার করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি মুসলমানরাজের করদ থাকিবেন এবং কএকটী দুর্গ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন। বাহ্মণীরাজের বরাবরই গোদাবরীতটে পদার্পণ করিবার ইচ্ছা ছিল; এখন সুযোগ বুঝিয়া তিনি সসৈন্যে উড়িয়া-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজ্যাপহারক মঙ্গলরায়কে পরাস্ত করিয়া ভমবরের রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিলেন। ভমবর তাঁহাকে রাজমহেন্দ্রী ও কোণ্ডপল্লী-দুর্গ ছাড়িয়া দিলেন। কিছুদিন পরে 'রায় উড়িয়া' মুসলমান সংস্রবে নিতান্ত অনুতপ্ত হইলেন। এ সময়ে সমস্ত দাক্ষিণাত্যে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। উৎকলরাজ এই সুযোগে দশহাজার পদাতি ও আটহাজার অশ্বারোহী লইয়া উৎকল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মহম্মদশাহও বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। উৎকলরাজ মুসলমানের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না। মহম্মদ ২০ হাজার নির্ব্বাচিত সৈন্য লইয়া মহাবেগে উড়িষ্যায় উপস্থিত হইলেন ও নগর গ্রামাদি ধ্বংস করিয়া উড়িষ্যাপ্রদেশ মরুময় করিয়া চলিলেন। উৎকলরাজ সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।'

ফেরিস্তার উক্ত বিবরণ পাঠ করিলে কপিলেন্দ্র দেবের কতকটা বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা হিন্দুবীরগণের উপর সরল ব্যবহার করেন নাই, যেখানে মুসলমানের পরাজয়,—এরূপ অনেক স্থানে মুসলমান ঐতিহাসিক স্বধর্ম্মীর জয় ঘোষণা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। এরূপ স্থলে, ফেরিস্তা হইতে অনায়াসেই আমরা বুঝিতে পারি, কপিলেন্দ্রদেব একজন সামান্য বীর ছিলেন না, তাঁহার প্রভাবে সমস্ত দাক্ষিণাত্য-নরেন্দ্র বিচলিত হইয়াছিলেন।

উৎকলের দেশীয় বিবরণ হইতে জানা যায়—কপিলেন্দ্র গৌড়ভূমি বা গোণ্ডবানার অধীশ্বর হইয়াছিলেন। মিরাৎই-সিকন্দরী নামক মুসলমান ইতিহাস হইতে জানা যায়—গুর্জ্জররাজ

(১) এই চোলের রাজধানীই কাঞ্চী বা কাঞ্চীপুরম্।

(২) ফেরিস্তার ইংরাজী অনুবাদক ব্রিগ ও উৎকলের ইতিহাস-লেখক ষ্টার্লিং 'হিম্বর' নাম করিয়াছেন। (Brigg's Ferishta, and Asiatic Researches, Vol. XV. p. 277)। কিন্তু ফেরিস্তার মূল হস্তলিপিতে 'ভমবর' পাঠ আছে। 'ভমবর' নাম 'ভ্রমরবর' শব্দেরই অপভ্রংশ। 'ভ্রমরবর' কপিলেন্দ্রদেবেরই উপাধি।

মাহ্মুদশাহ (১৪৬২ খৃষ্টাব্দে) একবার এই গোণ্ডবানায় আসিয়াছিলেন এবং গোণ্ডবানার অধিপতি তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিলেন। মিরাৎ-ই-সিকন্দরী-রচয়িতা যদিও পরে গুর্জ্জরাধিপের বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন ; কিন্তু অধিক সম্ভব, তিনি কপিলেন্দ্রের মহাপাত্র গোপীনাথের নিকট পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যৎকালে উৎকলে কপিলেন্দ্রদেবের প্রভূত প্রভাব, সেই সময়ে বাঙ্গালার সিংহাসনে বার্ব্বকশাহ অধিরূঢ় ছিলেন। মুসলমান-ইতিহাস হইতে জানা যায়—'গৌড়াধিপ বার্ব্বকশাহ হাবসি-সৈন্যসাহায্যে কএকবার উড়িষ্যা-জয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন।' বর্ত্তমান শিলালিপি হইতে জানিতেছি যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। শিলালিপিতে "ধ্বস্তডিল্লীন্দ্রগর্ব্বঃ" এই যে পরিচয় আছে, ইহার সমর্থনে অপর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

যাহা হউক, আমরা যতদূর পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে মহাবীর কপিলেন্দ্র-দেবকে উৎকলের শিবাজী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

পরে শিলালিপির পাঠ ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল।

(প্রতিলিপি।)

(১ম পঙ্‌ক্তি)— ওঁ নমো শ্রীপুরুষোত্তমায়।

মৌলৌ চঞ্চল-চূলিনী তিলকিনী ভালে মুখে হাসিনী
কণ্ঠে মৌক্তিকমালিনী মলয়জৈঃ প্রত্যঙ্গমালেপিনী।
হস্তাব্জে নবনীতিনী চরণয়োঃ ক্রী-

(২য়)— ড়ারসানর্ত্তিনী

জীয়াচ্ছৈশবশোভিনী চিদমলা গোপাঙ্গনালিঙ্গিনী ॥ [১]
সংসারার্ণবকর্ণধারমপি তং ভক্তার্থসংসারিণং
বন্দে শ্রীপুরুষোত্তমং তনুভৃতাং সঙ্কল্পকল্পদ্রুমং।
বেদান্তার্থমুদাহর-

(৩য়)— ন্তি খলু যং যেনাখিলং ভাষতে

দৃষ্টো যত্র হ্রসীয়তে পদমপি স্বায়ম্ভুবং দেহিনাং ॥ [২]
সদ্যঃ পীযূষপাতো মনসি নয়নয়োঃ পাপচিন্তা দুরন্তা
শান্তা নষ্টং বিনষ্টং জনিরজনি সতী লব্ধ-

(৪র্থ)— মিষ্টং যথেষ্টং।

পাপাকূপারবারং গতমপি পিতরো ধ্বস্তবন্ধানুবন্ধা
যেনালোকি ত্রিলোকীনিলয়মণিরয়ং নীলশৈলাবতংসঃ ॥ [৩]
নিঃশঙ্কঃ পঙ্কমগ্নাখিলধরণীত-

(৫ম)— লোদ্ধারভূদারসিংহঃ
স্বচ্ছন্দং ম্লেচ্ছবৃন্দং প্রতিজগতি কলেরান্তভাগেঽপি কল্কী।
ভাস্বদ্বংশাবতংসস্ত্রিজগদধিপতের্নীলশৈলাধিনাথ-
স্যাদেশাদোড্রদেশে সমজ-
(৬ষ্ঠ)— নি কপিলেন্দ্রাভিধানো নরেন্দ্রঃ ॥ [৪]
সদা তুলিতযত্তুলাপুরুষদানকালেঽর্পিতান্
ত্রিলোকবিজয়ার্জিতান্ কনকপর্ব্বতান্ সর্ব্বতঃ।
বিনিদ্রমনিমেষণং দিবিষদশ্চিরং রক্ষিতুং
মিল-
(৭ম)— ন্তি কনকাচলে বিজয়িনোঽস্য দানক্রমাৎ ॥ [৫]
কর্ণাটোজ্জাসসিংহঃ কলবরগজয়ী মালবধ্বংসলীলঃ
জজ্বালো গৌড়মর্দ্দী ভ্রমরবরনৃপো ধ্বস্তডিল্লীন্দ্রগর্ব্বঃ।
সংগ্রামে দ্র-
(৮ম)— ষ্টুমেনং প্রতিভটসুভটাঃ কেবলস্তে বলস্তে
যেষাং স্বাম্নাকনারীকুচকলসতটীকুঙ্কুমাসঙ্গরঙ্গং ॥ [৬]
ধস্তোচ্চৈর্বাজিরাজীবিকটখুরপুটোদ্ঘাটিতক্ষৌণিপৃষ্ঠ-
প্রাদুর্ভূতপ্রভূত-
(৯ম)— ক্ষিতিকণনিকরৈর্লক্ষ্যমাণে প্রয়াণে।
গর্জ্জদ্গম্ভীরভেরীভররববিভবা কর্ণিকর্ণাবিবর্ণা,
মূর্চ্ছালাঃ ক্ষৌণীপালাঃ সপদি সমভবন্ কাননাস্তেঽপ্যনস্তে ॥ [৭]
চণ্ডে কো-
(১০ম)— দণ্ডদণ্ডে সকৃদপি সমরে যস্য সংসক্তকাণ্ডে
সংবৃত্তে সংপ্রবৃত্তে গতবতি বিলয়ং বৈরজালে করালে।
বন্দীনাং ক্রন্দনীনাং নয়নঘনঘনাৎ স্যন্দমানৈরমানৈ
দুর্ব্বারৈর্বারিধারৈঃ প্রতিপদমুদিতো
(১১শ)— ভিন্নমুদ্রঃ সমুদ্রঃ ॥ [৮]
তস্যাপ্তহংসঃ স হি হংসবংশ-
কেতোঃ পুরোধা মখকৃদবতংসঃ।
বিদ্বান্ মহাপাত্রকুলাবতংসঃ

শ্রীলক্ষণোঽয়ং প্রথিতপ্রশংসঃ॥ [৯]

মন্ত্রিশ্রেণিশিরোমণিঃ সুমনসাং সন্তানচিন্তা-

(১২শ)— মণিঃ,

পাপব্রাজবিষৌঘগারুড়মণিঃ সদ্বৃত্তরক্ষামণিঃ।

পদ্মোল্লাসবিলাসবাসরমণিঃ পুত্রোঽস্য নারায়ণঃ

সত্যারম্ভপরায়ণোঽজনি জনত্রাণায় নারায়ণঃ॥ [১০]

অস্যাসীদনু-

(১৩শ)— জো মতঃ ক্ষিতিভুজাং শ্রীগোপিনাথো মহা-

পাত্রঃ পাত্রজনার্চ্চনৈকরসিকঃ পাত্রং গুণানাং মহৎ।

শ্রীকান্তস্তনযুক্ততান্তমরয়ঃ চিন্তামণিং মার্গণা

রাজানঃ সুরমন্ত্রিণং বিদুরমুং কান্তা-

(১৪শ)— শ্চ কান্তং রতে॥ [১১]

রাজেন্দ্রাদধিগম্য ষোড়শবরচ্ছত্রাণি ছত্রাণ্যসৌ,

দুর্গেষু প্রযতেষু ষোড়শমিতেশ্চাস্যাবরং নায়কং।

বন্দীকৃত্য রণেষু ষোড়শনৃপানৌপাহরৎ স্বামিনে

(১৫শ)—বর্গে গর্জ্জতি ষোড়শে স্বয়মভূন্মন্ত্রীন্দ্র একঃ পুনঃ॥ [১২]

মন্যে পূর্ব্বমপূর্ব্বকীর্ত্তিরসকৃৎ কৃত্বাহবে পার্থিবান্

কারুণ্যাকলিতানুপায়বিভবো দেবোঽভবদ্ভার্গবঃ।

(১৬শ)—বন্দীকৃত্য নরেন্দ্রমণ্ডলময়ং যো গোপিনাথচ্ছলাৎ

সদ্যঃ সম্প্রতিমুঞ্চতীহ বিতরন্ স্বাং স্বাং প্রতিষ্ঠাং পুনঃ॥ [১৩]

কৃত্বা সংযতি মালবেন্দ্রজয়িনং সেনাধিনাথং তু যং

গৌড়েন্দ্রস্য নিতান্তমুৎকুলপথপ্রস্থানরোধা-

(১৭শ)— র্গলম্।

শ্রীখণ্ডাদ্রিপয়োধরোপরিকরং নির্ম্মায় কাঞ্চীহরঃ

সানন্দং কপিলেশ্বরো বিহরতে কর্ণাটরাজশ্রিয়া॥ [১৪]

চেতোবৃত্তিরিবাত্মনঃ সুবিমলা লোকাধিকা কীর্ত্তিদা

গম্ভীরালয়রীতিবদ্‌গুণম-

(১৮শ)— ণিশ্রেণী চ বিস্তারিণী।

সন্মার্গানুগতা চ সন্ততিরিয়ং প্রায়েণ সন্তাপিনাং

সন্তাপোন্মথনাদ্‌কৃপাবদমুনা খ্যাতা চ খাতাবলী ॥ [১৫]
গর্ব্বৌঘং গুর্জ্জরেন্দ্রঃ পরিহরতিতরামাশু ডিল্লীনরেন্দ্রঃ
সান্দ্রাং ত-

(১৯শ)— ন্দ্রামবিন্দৎ কুণপগতিমগাদ্দেগৌড়ভূমীমহেন্দ্রঃ।
উষ্ণজ্বালাকরালাং পথি পথি মিলিতাং রংহসোল্লঙ্ঘ্য সেনাং
নাথে শ্রীগোপিনাথে পরিভবতি গতাং মালবেন্দ্রস্য ভূতীং ॥ [১৬]
প্রাসাদ-

(২০শ)— মেতং নয়নাভিরামং ব্যধত্ত হারীতকুলাব্ধিচন্দ্রঃ।
অসারসংসারগভীরপঙ্কে নিঃশঙ্কনিষ্ঠাস্ববলম্বদণ্ডং ॥ [১৭]
জীয়াৎ প্রাসাদচূড়ামণিরিব রমণে প্রান্তসংসক্তভঙ্গী,
ভাবপ্রাগ্‌ভাবদীত্যহস-

(২১শ)— ঘটিতবৃহন্মস্থনী মণ্ডলীকঃ।
চিন্তানন্ত্যস্ত্রিমূর্ত্তিঃ প্রথিলসদমৃতঃ প্রাপ্তিকর্ণো ভবাব্ধে
রুদ্রাক্ষেদঙ্ক দুর্নিপ্রচরভয়ভুবো মন্থমন্থানদণ্ডঃ ॥ [১৮] ?
রামং শ্রীপুরুষোত্তমং ভগবতীমস্মিন্ সু-

(২২শ)— ভদ্রাং তথা
রত্নালঙ্কৃতিরাজিততনুং ভক্ত্যায়মস্থাপয়েৎ।
এতেষাং ত্রিতয়ং নবত্রিজগতীচিন্তামণীনাং ত্রয়ং
প্রাসাদে চ সুমুগ্ধকে বিনিহিতং কিং মধ্যমে পিষ্টপে ॥ [১৯]
সৌবর্ণং শ্রুতিপাণিপা-

(২৩শ)— দহৃদয়ো হৈমপ্রভামণ্ডলে
ভাস্বম্মণ্ডলসন্নিভে মণিলসদ্ভৃঙ্গী সরোজাসনং।
সোঽয়ং হারকিরীটকুণ্ডলধরঃ শঙ্খাদিধারী সদা
ধ্যেয়ঃ স্বর্ণময়াকৃতিঃ পথি দৃশো নির্মাতি নারায়ণঃ ॥ [২০]

উদ্যানা-

(২৪শ)— নি নবানি মাল্যবিধয়ে কর্ত্তুং ত্রিকালার্চ্চনং
ভোগান্ স্বর্গপুরোচিতানুপচিতান্ রামাশ্চ রম্ভোপমাঃ
নানারত্নবিভূষণানি বহুশো বাসাংসি ভূয়াংস্যসৌ

? প্রাপ্তং তৎ পরমেষ্ঠিনে পরিজনো দ-

(২৫শ ,— ত্তেন কিং স্বামিনে ॥ [২১]

পক্ষস্বং ত্বয়ি যাত্যয়ং দ্বিজপতিঃ পক্ষোন্নতিশ্চাভবৎ

? কংসারেঽসসনস্ত্ব বাসনমভূৎ খ্যাতো হি মে চেদৃশঃ।

দৃষ্টেঽস্মিন্নধিকাধিকারযুগলে কা মে গতিঃ সম্প্রতি

ত্বাখ্যাতং গরুড়ঃ

(২৬শ)— কৃতাঞ্জলিরসৌ পাকঃ পুরো বর্ণ্যতে ॥ [২২] ?

যেনাকারি প্রসারি দৃতিরজতশিতং গুণ্ডিচাগারমীশঃ,

যস্যাং কৈলাসবাসঃ প্রনয়মধিগতো হন্তৃদেশেঽপ্যমুষ্মিন্।

. যস্য প্রাগ্‌ভাবখণ্ডস্থলবিকলনভো-

(২৭শ)-- মণ্ডলাভস্থহিণ্ড-

ন্মার্ত্তণ্ডশ্চ প্রচণ্ডশ্রমশমনপটুর্মণ্ডলোঽভূদখণ্ডঃ ॥ [২৩]

স্বাধ্যায়াভ্যাসঘোষৈর্মুখরিতগগনে যজ্ঞযূপাবলীভিঃ

ভূয়ঃ সংশোভমানে দ্বিজবরগহনে শোভনে শাসনেঽ-

(২৮শ)— সৌ।

? আবৈরং তং প্রপঞ্চং নরকরিপুবরং কামপালঃ সুভদ্রা-

গ্রামে স্বস্থাপরেষামপি ভবতু সদা মঙ্গলাগোকুলায় ॥ [২৪]

? প্রক্রাদোঽস্য ব্যপার্থনাং ভক্তানাং বিরহব্যথাং।

ত্যাজিতো গোপিনাথেন পুণ্ডরীকবিলোচনঃ ॥ [২৫]

(২৯শ)—মীমাংসকসনিগমান্তবিচারপারং

সঞ্চারিণোঽস্মাকম্বিপণ্ডিতং গোপীনাথাঃ ॥

তং জাতং সজাগলিকবে রমলোক্তিরেষা

হর্ষোন্নতিং সুমনসাং সরণীং তনোতু ॥ [২৬]

শুভমস্তু। বক্রাখ্যেন লিখিতং ॥

(৩০)—গোপীনাথঃ প্রসন্নোঽস্তু সিদ্ধিদো ভক্তবৎসলঃ।

গুণরত্নাকরঃ শ্রীমান্ কপিলেন্দ্রহৃদি স্থিতঃ ॥ [২৭]

অনুবাদ।

যাঁহার মস্তকের চূড়া চঞ্চল, কপালে তিলক, মুখ হাস্যযুক্ত, কণ্ঠদেশ মৌক্তিক-হারে পরিশোভিত এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চন্দন দ্বারা পরিলিপ্ত, যিনি করকমলে নবনীত লইয়া ক্রীড়ারসে নৃত্য

এবং প্রেমভরে গোপকুল-মহিলাদিগকে আলিঙ্গন করিতে ভালবাসেন, সেই মনোহর শৈশব-শোভাধারী, নির্ম্মল চিৎশক্তি (সকলের হৃদয়ে) বিরাজিত হউন ॥ ১ ॥

যিনি অপার সংসারসাগরের কর্ণধার হইয়াও ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য সংসারীর ন্যায় আচরণ করেন, যিনি কল্পপাদপের ন্যায় প্রাণিগণের সকল অভীষ্ট পূরণ করিতে পারেন, বৈদান্তিকগণ বেদান্তের উদ্দেশ্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম বলিয়া যাঁহাকে নিরূপণ করিয়াছেন, যাঁহার আলোকে অখিল-ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইতেছে, অথবা যাহার সত্তায় মিথ্যা মরীচিকাতুল্য জগৎ-সংসারের সত্তা প্রতীয়মান হয় এবং যাঁহাকে দেখিতে পাইলে ব্রহ্মপদও জীবগণের নিকটে অতিশয় তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার ॥ ২ ॥

যিনি ত্রিলোকনিলয়ের মণিস্বরূপ, নীলাচলের শিরোভূষণ এই পুরুষোত্তমকে অবলোকন করিতে পারেন, তাহার ভীষণ পাপচিন্তা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, নয়ন ও মন পীযূষধারায় সিক্ত হইয়া যেন চিরদিনের জন্য শীতল হইয়া উঠে, দোষরাশি ভস্মীভূত হয়, জন্ম সফল হয়, সকল অভীষ্ট পূরণ হয়, আর কিছুই প্রার্থনীয় থাকেনা এবং তাহার পিতৃপুরুষগণের বন্ধনের কারণ বিনষ্ট হয়, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

ত্রিজগতের অধিপতি নীলশৈলাধিনাথ পুরুষোত্তমের আদেশে ওড্রদেশে সূর্য্যবংশের শিরোভূষণ কপিলেন্দ্রনামক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আদিবরাহের ন্যায় কর্দ্দমতুল্য পাপ-মগ্ন সমস্ত ধরণীমণ্ডলের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন এবং ইনিই অমিত ভুজবল প্রকাশ করিয়া কলির প্রথম ভাগেই কল্কীর ন্যায় স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছবৃন্দকে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

যিনি ত্রিলোকবিজয়ার্জ্জিত সুবর্ণরাশি সমস্তই সৎপাত্রে অর্পণ করিতেন ও সর্ব্বদা তুলাপুরুষ দান করিবার সময়ে যখন সেই পর্ব্বতপ্রমাণ রাশি রাশি সুবর্ণতুলাদণ্ডে উঠাইয়া মাপ হইত, তখন দেবগণেরও মনে হইত যে ইহার পরে বোধ হয়, সুমেরুখানিও কাড়িয়া লইয়া অর্পণ করিবেন। বোধ হয় দেবগণ তাঁহার দানভয়েই নিদ্রা ও চক্ষুর নিমেষ পরিত্যাগ করিয়া সকলে মিলিয়া রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই সুমেরু পর্ব্বতে অবস্থিতি করেন ॥ ৫ ॥

কর্ণাট-ধ্বংসকরণে সিংহস্বরূপ, কলবরগা[১] জয়কারী, মালবের ধ্বংসসাধনই যাহার লীলা, জজ্বাল, গৌড়মর্দ্দনকারী এবং ডিল্লীরাজের গর্ব্ব যাঁহার নিকট বিধ্বস্ত, তিনিই 'ভ্রমরবর' নৃপ (কপিলেন্দ্র)। যাহারা স্বর্গীয় রমণীগণের কুচকলসের কুঙ্কুমের আসঙ্গই রঙ্গ মনে করিতেন, (অর্থাৎ কিছুকাল পরেই যাঁহারা সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইবেন), কেবল সেই সকল বিপক্ষ সৈনিক পুরুষেরাই সংগ্রামস্থলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা করিতেন ॥ ৬ ॥

(বিপক্ষ) নরপতিগণ যাঁহার যুদ্ধদুর্ম্মদ তুরঙ্গসমূহের বিশাল খুরপটের আঘাতে বিদীর্ণ ক্ষিতিতল হইতে উত্থিত ধূলিপটলে দূর হইতেই যাঁহার যুদ্ধযাত্রা অনুমান করিতেন, যুদ্ধভেরীর গম্ভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া (যাহারা) বিবর্ণ হইতেন এবং তৎক্ষণাৎ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যে যাইয়াও দারুণ মূর্চ্ছায় অচেতন হইয়া পড়িতেন ॥ ৭ ॥

---

(১) মুসলমান ইতিহাসে 'কুলবর্গা' নামে খ্যাত।

সমরস্থলে যাঁহার বিশাল কোদণ্ডে একটী বারের জন্যও বাণ আরোপিত হইলে ভয়ানক বলশালী বিপক্ষদল সমূলে নির্মূল হইত এবং বন্দিগণের রোরুদ্যমানা রমণীগণের নয়নরূপ মেঘ হইতে অপরিমিত-অনিবার্য্য বারিধারা পতিত হইয়া সমুদ্রের জল বৃদ্ধি করিত, সমুদ্রও বেলা অতিক্রম করিয়া উথলিয়া উঠিত ॥ ৮ ॥

যজ্ঞানুষ্ঠানকারিগণের শিরোভূষণ, বিদ্বান্, মহাপাত্রবংশের অলঙ্কার লক্ষণ সূর্য্যবংশ-ধুরন্ধর (সেই কপিলেন্দ্রের) পুরোহিত বা মন্ত্রী ছিলেন। ইনি অতিশয় নির্ম্মলস্বভাব ও বিশ্বস্ত, সকল ভূমণ্ডলেই ইঁহার প্রশংসা বিস্তারিত হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

ইনি সমস্ত মন্ত্রিগণের শিরোমণি ছিলেন, ইঁহার পরামর্শ না লইয়া কেহই কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। উন্নতহৃদয় ব্যক্তিরা ইঁহাকে চিন্তামণি মনে করিতেন। গারুড়-মণির ন্যায় ইঁহার স্পর্শে কালকূটের ন্যায় বিষরাশি বিনষ্ট হইয়া যাইত। ইনি সচ্চরিত্র রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই যত্ন করিতেন, কখনও তাহার অতিক্রম করিতেন না। দিনমণি আকাশমণ্ডলে উদিত হইলে পদ্ম যেরূপ উল্লাসে বিকসিত হয়, সেইরূপ লক্ষ্মীও ইঁহাকে দেখিয়া বা কেবল ইঁহাকেই অবলম্বন করিয়া বিকাশ পাইতেন। ইনি সর্ব্বদাই প্রকৃত কার্য্যপরায়ণ ছিলেন এবং নারায়ণের ন্যায় সমস্ত প্রাণীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য যত্ন করিতেন ॥ ১০ ॥

সকল রাজগণের আদরণীয় গোপীনাথ নামক ইঁহার এক অনুজ ছিলেন। মহাপাত্র গোপী-নাথ সর্ব্বদাই সাধু ব্যক্তিদিগের আদর ও যথোপযুক্ত সম্মান করিতে ভালবাসিতেন, তিনি সমস্ত গুণের প্রধান আশ্রয় ছিলেন। যাচক ইঁহাকে চিন্তামণি, রাজগণ দেবমন্ত্রী বৃহস্পতি এবং কামিনীগণ ইহাকে রতিপতি কামদেবের তুল্য মনে করিত ॥ ১১ ॥

ইনি মহারাজের নিকট কএকটী উৎকৃষ্ট ছত্র প্রাপ্ত হইয়া * * * * যুদ্ধক্ষেত্রে যোলজন প্রসিদ্ধ রাজাকে বন্দী করিয়া আনিয়া মহারাজকে উপহার দিয়াছিলেন। * * * পরে একমাত্র স্বয়ংই মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ হইলেন ॥ ১২ ॥

মহাপাত্র গোপীনাথ বিপক্ষ নরপতিগণকে বন্দী করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেন ও তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা বা রাজত্বও অর্পণ করিতেন। ইহাতে বোধ হইত যেন বিখ্যাত কীর্ত্তি ভৃগুনন্দন পরশুরাম সমরক্ষেত্রে বার বার রাজগণকে বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে তাঁহাদের কাতরস্বরে কাতর হইয়া গোপীনাথনামে লুক্কায়িত হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

মালবেন্দ্রবিজয়ী গৌড়রাজের পক্ষে উৎকল-পথের অর্গলস্বরূপ সেই গোপীনাথকে সেনার অধিনায়ক করিয়া নিশ্চিন্ত হৃদয়ে কাঞ্চীহর কপিলেশ্বর শ্রীখণ্ড-গিরিসদৃশ পয়োধরে হস্ত নিক্ষেপ করিয়া কর্ণাট-রাজলক্ষ্মীর সহিত বিলাস উপভোগ করিতেন ॥ ১৪ ॥

স্বীয় চিত্তবৃত্তির ন্যায় নির্ম্মল, অতিশয় কীর্ত্তিশালী, গম্ভীর রীতিযুক্ত সমস্ত গুণমণির আশ্রয়—ইঁহার বংশপরম্পরাও সন্মার্গেরই অনুসরণ করিয়া সন্তাপীদিগের সন্তাপ দূর করেন বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন ॥ ১৫ ॥

গুর্জ্জররাজ (যাঁহার ভয়ে) সমস্ত গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, দিল্লীশ্বর নিবিড় তন্দ্রা-

লাভ করিয়াছিলেন, গৌড়েশ্বর কুণপগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোপীনাথ সেনার অধিনায়ক হইয়া অসংখ্য সেনাগণকে স্বীয় বলে পরাজিত করিয়া পথে পথে সন্নিবিষ্ট মালবরাজের ভয়ানক চমূ অধিকার করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

হারীতকুলের উজ্জ্বলকারী সেই মহাত্মা অসার সংসাররূপ পঙ্কের অবলম্বনদণ্ডস্বরূপ মনোহর এই দেবমন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

ইনি রাম, পুরুষোত্তম ও রত্নালঙ্কার-পরিশোভিত সুভদ্রাকে ভক্তিপূর্ব্বক সংস্থাপন করিয়াছেন। ত্রিজগতীর চিন্তামণিত্রয়ের ন্যায় সেই মূর্ত্তিত্রয়, প্রাসাদমনোহর মধ্যমপিষ্টপে (ভূস্বর্গে) বিনিহিত হইয়াছে কি ? ॥ ১৯ ॥

কর্ণ, হস্ত, চরণ ও হৃদয় সুবর্ণময়, সূর্য্যমণ্ডলসদৃশ সুবর্ণপ্রভামণ্ডল পদ্মাসনে উপবিষ্ট, গলায় হার, মাথায় মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল এবং হস্তে শঙ্খধারী সুবর্ণময় নারায়ণকে চিন্তা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে সৎপথে প্রেরণ করেন ॥ ২০ ॥

যিনি চিন্তিত হইয়া (পিতামহকে) ত্রিকালার্চ্চন করিতে মাল্যের জন্য নূতন উদ্যান, স্বর্গপুরোচিত বহুল ভোগ, রম্ভাসদৃশ রমণীগণ, নানাবিধ রত্নালঙ্কার ও বহুতর বস্ত্র অর্পণ করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

তিনি অতিশয় নারায়ণভক্ত ছিলেন। গরুড় কৃতাঞ্জলি হইয়া নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন যে, হে কংসধ্বংসকারিন্! এই দ্বিজপতি তোমার সম্বন্ধে পক্ষতালাভ করিতেছেন এবং পক্ষোন্নতও হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরে আমার কি গতি হইবে ? ॥ ২২ ॥

তিনি বিস্তৃত প্রাচীর ও রজততুল্য শুভ্রবর্ণ গুণ্ডিচাগার নির্ম্মাণ করেন, কৈলাসপতি যে মন্দিরে কৈলাসবাসের ন্যায় প্রীতিলাভ করিতেন, মার্ত্তণ্ড যাহার অগ্রভাগে বিদীর্ণ আকাশমণ্ডলের ন্যায় পিণ্ডীকৃত হইয়া অতিশয় ক্লান্তিদূর করিতে পটুতা লাভ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

রাজদত্ত ভূমিভাগে সর্ব্বদাই বেদধ্বনি হইত, স্থানে স্থানে নিহিত যজ্ঞযূপসকল অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিত, যে স্থান ব্রাহ্মণমণ্ডলীর আবাসভূমি সংস্থাপিত, ভক্তবৎসল বৈকুণ্ঠপতি সেই সকল স্থানের সমস্ত শত্রু বিনাশ করুন, দেবী সুভদ্রাও সেই গ্রামবাসী এবং অপরাপরের মঙ্গলবিধান করুন ॥ ২৪ ॥

মহাত্মা গোপীনাথ অল্পবিভব বা যোগসম্পত্তিশালী ভক্তগণের বিরহ-ব্যথা দূর করিয়াছেন, বৈকুণ্ঠপতি এখন আর তাহাদের বিরহযাতনা প্রাপ্ত হইবেন না ॥ ২৫ ॥

নিগম ও মীমাংসা প্রভৃতির পারগামী গোপীনাথ আমাদিগের অবলম্বন হউন এবং সজ্জাগলি কবির এই পবিত্র উক্তি পণ্ডিতদিগের হৃদয়ে হর্ষ বিস্তার করুক ॥ ২৬ ॥

গোপীনাথ (আমাদের প্রতি) প্রসন্ন হউন, যিনি সকল গুণরত্নের আকর, ভক্তবৎসল ও কপিলেন্দ্রের হৃদয়ে সর্ব্বদাই অবস্থিত আছেন, যিনি ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে ভক্তগণের অভীষ্ট পূরণ করিতে পারেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।*

২১৪। অক্রূর আগমন। কবিচন্দ্র।

আ। অথ অক্রূর আগমন লিখ্যতে।
তবে রাজা অক্রূরে আনিল ডাক দিয়া।
রামকৃষ্ণ দুটী ভাই ঝাট আন গিয়া॥
করিব ধনুর যজ্ঞ করহ গমন।
নন্দ আদি গোপগণে দিবে নিমন্ত্রণ॥

শে। এই মতে গোপিগণ করুণা করেন।
হেথা রামকৃষ্ণ দোঁহে মথুরা নিলেন॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে ব্যাসের বর্ণন।
রোগ শোক দূরে যায় যে করে শ্রবণ॥

ইতি অক্রূর-আগমন। ১২১৮ সাল, ১৪ কার্ত্তিক। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১৮০)।

২১৫। অধ্যাত্মরামায়ণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র।

আ। খট্টাঙ্গ রাজার পুত্র দীর্ঘবাহু হল্য।
দীর্ঘবাহুর তনয় দিলীপ জন্মিল॥
দিলীপের পুত অসীম মহত্ব।
অজের তনয় তবে হৈল দশরথ॥
তার পুত্র ভগবান্ ব্রহ্মময় হরি।
অংশাশে জন্মিল রামরূপের মাধুরী॥

শে। মহারাজে কয় সুতে বলি করপুটে।
ভরতে করহ রাজা অযোধ্যার পাটে॥
সুমিত্রা সহিত কয় কৌশল্যা মাতায়।
পুত্র হেতু কটু কথা না কয়্যা রাজায়॥
এই পুথি লিখি আমি করিয়া বিশ্বাস।
এই বার কৃপা কর ভাবি শ্রীনিবাস॥
সায় হইল বেলা চারি দণ্ডে। লিখিতং শ্রীগণেশ দাস, সাং লাহিড়ীগঞ্জ। পঠনার্থে শ্রীগোপাল কুম্ভকার, সাং নিজাডিঃ। সন ১১৫০ সাল।

ভ। রামলীলা রামায়ণ কবিচন্দ্র গায়।

২১৬। অধ্যাত্মরামায়ণ (আদিকাণ্ড)

লক্ষ্মণ বন্দ্য।

আ। অহল্যামুক্তি লিখ্যতে।
তপোবনে যজ্ঞ করে যত মুনিগণ।
যজ্ঞভাগ দেখিতে আইল যত দেবগণ॥
সারি দিয়া দেবগণ যজ্ঞস্থানে বৈসে।
মারিচের সেনা তাথে রক্ত বরিষে॥
তাড়কাদি তিন কোটী সেনা তার সনে।
যজ্ঞারম্ভ শুনিলে আইসে সেইখানে॥

শে। রামের বিবাহকথা যেই জন শুনে।
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধি সেইজনে॥
বিপ্রজনা শুনে যদি জ্ঞান বৃদ্ধি হয়।
ক্ষত্রিয় শুনিলে যুদ্ধে সদাই বিজয়॥
ধনধান্য বৃদ্ধি হয় বৈশ্য যদি শুনে।
শূদ্রের মহত্বপদ প্রাপ্ত দিনে দিনে॥
অধ্যাত্ম শ্রীরাম নিত্য আদিকাণ্ড সায়।
রামপদরজ ভাবি শ্রীলক্ষ্মণ গায়॥

ইতি সমাপ্ত। (সন তারিখ প্রভৃতি নাই।)
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫০।)

---

* ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৪র্থ ভাগ ৩৪৪ পৃষ্ঠায় বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়স্থ ২১৩ খানি পুথির সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। অদ্য বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে সংগৃহীত আর কতকগুলি পুথির তালিকা দেওয়া গেল। আ—আরম্ভ। ভ—ভণিতি। শে—শেষ।

২১৭। অধ্যাত্মরামায়ণ। লক্ষ্মণ বন্দ্য।

আ। রাবণ পড়িল রণে যত দেবের বৈরী।
আনন্দে পূর্ণিত হৈল অমর নগরী॥
রাক্ষস মূর্ত্তি গেল হৈল দিব্যমূর্ত্তিধারী।
শূন্যপথে রথে চাপ্যা গেল স্বর্গপুরি॥
দেবগণ দেখিল পড়িল দশানন।
রামের উপরে করে পুষ্পবরিষণ॥

শে। তা দেখিয়া রামচন্দ্র আনন্দিতমন।
রামজয় রামজয় বল্যা নাচে কপিগণ॥
ভাবিয়া রামের পদ শ্রীলক্ষ্মণে গায়।
এত দূরে সীতার পরীক্ষা হইল সায়॥

ইতি সমাপ্ত। স্বাক্ষর শ্রীভবানী শর্ম্মা।
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২২০।)

২১৮। অধ্যাত্মরামায়ণ (শিবরামের যুদ্ধ)।

আ। সীতাশোকে রামচন্দ্র পড়ে আছেন ভূঞে।
অশ্রু ঝুরে লক্ষ্মণের বাক্য নাই মুঞে॥

শে। পবননন্দন চলে রাম দরশনে।
শ্রীযুত লক্ষ্মণ মাগে অভয় চরণে॥

ইতি শিবরামের যুদ্ধ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীমধুকণ্ঠ দেবশর্ম্মা, সাং নিগ্যা। ১৭১৭ শক। ১৬ অগ্রহায়ণ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।)

(আর একখানি লক্ষ্মণ বাঁড়ুয্যের ১২১৪ সালের শিবরামের যুদ্ধ হস্তগত হইয়াছে।)

২১৯। অনাদ্য-বন্দনা। সীতারাম দাস।

আ। মম ধর্ম্মঠাকুর অধর্ম্ম কর দূর।
আমার কপালদোষে বিধাতা নিষ্ঠুর॥
ওহে ধর্ম্ম তোমার দয়া বোঝা নাহি গেল।
তুমি কি করিবে আমার কপালে আছিল॥

* * * *

বিশেষে গীতের কথা শুন সর্ব্বজন।
কেবল ভরসা মোর শ্রীগুরুচরণ॥

* * * *

সাধন করহ ধর্ম্মের সঙ্কীর্ত্তন।
প্রভুর সঙ্গেতে তোর হবে দরশন॥
অযোধ্যারাম চক্রবর্ত্তীর খণ্ডঘোষে ধাম।
কিছু কিছু জানেন তিনি ইহার সন্ধান॥

শে। শিওরে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা।
উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখগা॥

* * * *

নারায়ণ পণ্ডিত মোর পরিচয় পেয়্যা।
অনেক যতনে মোরে রাখিল ধরিয়ে॥

* * * *

নারায়ণ পণ্ডিত বড়ই মহাশয়।
যাহা হইতে হইল গীতের পরিচয়॥

* * * *

দুয়াতি কলম মোরে দিল বোনাইয়া।
আনন্দিত পুথি সব লিখিনু বসিয়া॥
আপনা পালা লিখিলাম ইন্দাস মোকামে
আত্মঠাকুর হরিশ্চন্দ্র লিখিলাম দুদিনে॥
বারমতি করিলাম সাঙ্গ চল্লিশ দিবসে।
সেবা মনে করি তাহা লিখি অনায়াসে॥
ধন্য পুণ্যবান ছিল গোপীনাথ দে।
তাহার পুণ্যের কথা কহিবেক কে॥
তাহার আছিল দেখ চতুর্থ নন্দন।
মথুরদাস ধর্ম্মদাস বল্লভ মদন॥
ধর্ম্মদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীহরি নামেতে।
প্রথমে রাজীবদাস লিখিলাম পুঁথিতে॥
দুর্য্যোধন কুশলরাম কনিষ্ঠ সভার।
মদন নন্দন দেবীঘোষ নাম তার॥
দেবীর নন্দন দেখ সীতারাম নামে।
যারে ধর্ম্ম দেখা দিল জামকুড়ির বনে॥
আমার কনিষ্ঠ ভাই নাম সভারাম।
মাতামহ কুল মোর ইন্দাসেতে ধাম॥

শ্যামদাস মাতামহ গোত্র বাল্মীকে।
ইন্দাসের অম্বগোষ্ঠী জানে সর্ব্বলোকে॥
সীতারামদাস গান ভাবিয়া ঠাকুর।
ভরদ্বাজ গোত্রের সমাজ চিত্রপুর॥
সীতারামদাস গান ধর্ম্ম পদতলে।
এই পুঁথি হইল হাজার চারি সালে॥

ইতি সন ১২৬৩। তারিখ ১৭ কার্ত্তিক রবিবার দিন শেষ। লিখিতং শ্রীভজহরি রায় সাং মধুধরপুর। পাঠক শ্রীদিগম্বর কর্ম্মকার সাং ভগলদিঘী।

২২০। অন্তপ্রকাশখণ্ড। গতিগোবিন্দ।

আ। জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় রসময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমের আলয়॥
জয় জয় অদ্বৈত প্রেমচূড়ামণি।
যার পদ পরসাদে এ ধন্য ধরণী॥

ভ। জয় জয় বীরচন্দ্র অমূল্যপদদ্বন্দ্বে।
শ্রীনিবাসসুত কহে এ গতিগোবিন্দে॥

শে। এইত কহিলাঙ্ ম্লেচ্ছের আদি অন্ত কথা।
যে কথা শুনিলে দুঃখ ঘুচএ সর্ব্বথা॥
জয় জয় বীরচন্দ্র অমূল্য পদদ্বন্দে।
অন্তপ্রকাশখণ্ড কহে এ গতিগোবিন্দে॥

ইতি প্রকাশখণ্ড সম্পূর্ণ। শকাব্দা ১০৭৬ (মল্ল) শক। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫।)

২২১। আত্মজিজ্ঞাসাতত্ত্ব। কৃষ্ণদাস।

আ। আগেতে কহিব এই পদ্যে গঠন।
বিস্তার করিয়া তার কহিব এখন॥
প্রথমেতে হয় পুষ্প সর্জী আকৃতি।
শুক্লবর্ণ রক্তবর্ণ তার পর হয় তথি॥
বস্তুর আকৃতি দিব্য পুষ্পের ভিতর।
তাহার উপরে জীব জনমে বিস্তর॥

শে। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
এ আত্মা জিজ্ঞাসাতত্ত্ব কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি আত্মজিজ্ঞাসাতত্ত্ব বস্তু কথনং সম্পূর্ণম্। লিখিতং শ্রীরামচরণনিয়োগী সাং বিদ্যানন্দপুর। সন ১২১৬ সাল তারিখ ৫ ফাল্গুন। (শ্লোক-সংখ্যা প্রায় ১২৫।)

২২২। আত্মনিরূপণ।

আ। অথ আত্মানিরূপণ।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য ভকত হৃদয়।
জয় জয় নিত্যানন্দ গুরুমহাশয়॥

* * * *

জগত জীবন প্রভু ভকত হৃদয়।
কেমনে আছএ তাহা শুনহ নিশ্চয়॥

তথা। এক দেশে স্থিতি চন্দ্র জগতে উদয়।
এইরূপে আছেন প্রভু ভকত হৃদয়॥

৫ পাতের পরে—
কর্ত্তা হইতে নিরখিয়া দেখ নিজ মন।
এই দেহ মধ্যে আছে চৌদ্দভুবন॥
(তৎপরে খণ্ডিত।)

২২৩। আত্মসাধন। কৃষ্ণদাস।

আ। নির্ণয়সাধ্যং বহুসাধনানি
কুর্ব্বন্তি বীজা পরমাধরেণ।
শ্রীরূপপাদাব্জরজোভিষেকং
ব্রতঞ্চ মেতৎ যমসাধনানি॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥
জয় জয় নিত্যানন্দ নিস্তার কারণ।
কৃপা কর ওহে প্রভু লইনু শরণ॥
এই মতে গুরুশিষ্য দুহে একুঠাই।
* * করে দুহে আনন্দিত হই॥

শে। সহজবস্তু আস্বাদে মোর বহু আস।
আত্মাসাধন গ্রন্থ কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীআত্মসাধনগ্রন্থসমাপ্ত। সন১২২২ সাল।

২২৪। আনন্দলহরী।

আ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় মনঃ।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ... ... ইত্যাদি।
শুন শুন বন্ধু ভাই লোকপরিহরি।
সকল বিষয় যাবে বল হরি হরি॥
সকল বিষয় যাবে কৃষ্ণের ভজনে।
প্রেম করি ভজ ভাই তাঁহার চরণে॥

শে। গৌতমের বনিতা অহল্যা ভাগ্যবতী।
শিষ্য হইয়া ইন্দ্র তার হইল দুর্ম্মতি॥

(প্রথম সাত পাতে শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১৫০।)

২২৫। ইতিহাসসমুচ্চয়।

আ। শ্রীকৃষ্ণভজনে ভাই সভে অধিকারী।
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কিবা পুরুষনারী॥

সর্ব্ববর্ণ নর ভজে সেই শ্রেষ্ঠ হয়।
যে না ভজে সে না শুনে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
শে। (৮ পাতের পর খণ্ডিত।)
পঠিলে শুনিলে ভাই হরিভক্তি নয়।
কন্দল করিতে তার বৃথা কাল যায়॥
(শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১৮০।)

২২৬। উদ্ধবসংবাদ। কবিচন্দ্র।

আ। ১ম পাতা নাই। ২য় পাতায় আরম্ভ।
বন্দি ব্যাসের পদ কবিচন্দ্র ভণে।
রথে আরোহল উদ্ধব আনন্দিত মনে॥
রথে আরোহল উদ্ধব ভাবিতে লাগিল।
আজু সে আমারে বিধি সুপ্রসন্ন হইল॥
শে। যমুনাএ পড়ে আসি সেই অশ্রুজল।
তাহাতে যমুনা বড় হঞাছে প্রবল॥
* * * *
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে।
দশমস্কন্ধের কথা উদ্ধব গমনে॥

ইতি উদ্ধবসম্বাদ সমাপ্ত। * *॥ যথাদৃষ্টং ইত্যাদি। শ্রীশ্রীচন্দ্রকুঁয়র লিখিত। পঠনার্থ শ্রীবিনোদকুঙর। শুদ্ধ করিবার লোক শ্রীযুত ভকত সিংহ।

২২৭। উপাসনাতত্ত্বসার।

আ। অষ্টবর্ষ আগে রূপ গেলা বৃন্দাবনে।
সনাতন ছাড়ি তথা সুখ নাহি মনে॥
শে। সাধ্যবস্তুসাধন এই কহিল তোমারে।
ইহা বই নাহি আর ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥

ইতি উপাসনাতত্ত্বসার সমাপ্ত। সন ১২৪৭ সাল ৩০ আশ্বিন।

২২৮। উপাসনাপটল। শ্রীস্বরূপ।

আ। ন ব্রহ্মা নো বিষ্ণুর্নো সৃষ্টিকর্ত্তা ইত্যাদি।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবনে।
নিজ গুরু রাধা বটে কহিলাঙ্ প্রমাণে॥
আদ্য অন্ত বৃন্দাবন পূর্ব্বাপর হয়।
ঐকারে আকারে ভেদ নাহি সুনিশ্চয়॥
শে। এই স্বরূপের বাক্য আদ্য উপাসনা-
পটল কইলাঙ্।
ছয় গোসাঞির সাধনসিদ্ধি ইহাতে
রাখিলাঙ্॥

শ্রীস্বরূপেণ বিরচিত আদ্যন্ত উপাসনা-পটল সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীহরিরাজ। (শ্লোক-সংখ্যা প্রায় ১২৫।)

২২৯। একাদশীর ব্রতকথা। কবিচন্দ্র।

আ। অথ একাদশীর ব্রতকথা লিখ্যতে।
শ্রীকৃষ্ণে পুছিল যুধিষ্ঠির মহাঋষি।
অবনী আনিল কেবা ব্রত একাদশী॥
করিলে কি পুণ্য হয় কিবা তার ফল।
না করিলে কিবা পাপ কহনা সকল॥
শে। যম তরিবারে পথ করিল সংসারে।
উপায় না দেখি আর মুক্তি হইবারে॥
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে শ্রীকৃষ্ণচরণে।
গ্রন্থ সাঙ্গ হইল হরি বল সর্ব্বজনে॥

লিখিতং শ্রীনদিয়ারচাঁদ নন্দী, সাকিম কোতুলপুর। সন ১২৬০ সাল ২০ জ্যৈষ্ঠ বুধবার রোজ বেলা চারি দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪০০।)

২৩০। একাদশীর ব্রতকথা। শ্যামদাস।

আ। দেব বিপ্র গুরুজনে দণ্ডবৎ হইয়া।
একাদশীব্রতকথা যাইত কহিয়া॥
একাদশীমাহাত্ম্য যত সংসারে বিদিত।
পুরাণে কহিয়ে তাহার বুঝএ পণ্ডিত॥
শে। শ্যামদাস বলে নর শুন অবধানে।
পাণ্ডত পাঁচালী রচি লোকের কারণে॥
পর উপকার বই নাঞি কোন ধর্ম্ম।
পাঁচালী রচিল আমি শাস্ত্র লয়া ধর্ম্ম॥

ইতি একাদশীব্রতকথাসমাপ্ত। লিখিতং শ্রীশ্রীচন্দ্র কুঙর। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৮০।)

২৩১। কণ্বমুনির পারণ। কৃষ্ণদাস।

আ। ১ম দুই পাত নাই, তৃতীয় পাতে আছে।
ত্রাসে কাঁপে যশোদার কৃষ্ণের মুখ চায়্যা।
কি কাজ করিলে গোপাল মাএর মাথা খায়্যা॥
শে। কণ্বমুনির উপাখ্যান হইল সমাধান।
নায়কের মনস্কাম পুরাহ ভগবান্॥

ইতি সন ১১৩৪ সাল ৮ শ্রাবণ। পঠনার্থে শ্রীশ্রীরাজকন্যা সাবিত্রী কোঙারি (কুমারী), সাং সহায় বিষ্ণুপুর।

ভ। কৃষ্ণদাস বিরচিত ভক্তি ভগবান।
(আনুমানিক শ্লোকসংখ্যা ১৫০।)

২৩২। কলঙ্কভঞ্জন। কবিচন্দ্র।

আ। এইরূপে যান রাধা অহঙ্কার করি।
মনে মনে হাসিতে লাগিল দেবহরি॥
বাহির দুয়ারে গোপী উত্তরিল গিয়া।
আঙ্গিনায় নন্দসুত দেখিল চাহিয়া॥

শে। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে থাক গিয়া ঘরে।
নিভৃতে যাইব আমি বিরল মন্দিরে॥
রাধিকা-মঙ্গল গীত কবিচন্দ্র গায়।
এত দূরে কলঙ্কভঞ্জন হইল সায়॥

ইতি কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পুস্তক শ্রীকার্ত্তিক-চরণ দাস, সাং পাত্রগাতি। সন ১২৬৫। ২৯ ভাদ্র। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০।)

২৩৩। কবচাবলী। সত্রঙ্গরূপ।

আ। জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় শ্রীরাধিকা জয় কর্ম্মানন্দ॥
শ্রীরাধিকার অঙ্গ আর চৈতন্যের হয়।
দ্বাদশ গোপাল হইতে আশ্রয় করয়॥
এক অক্ষরে দ্বাদশ গোপাল হইল।
তিন অক্ষরে ছয় জন একত্র মিশিল॥
পুন তিন অক্ষরে তিন প্রভুর সঞ্চার।
তবে দুই অক্ষরে দুই বস্তর উচ্চার॥

শে। এই মত নিল প্রভু চৈতন্যগোসাঞি।
এক অঙ্গ বিনে আর দুটি অঙ্গ নাঞি॥

ইতি শ্রীকবচাবলী গ্রন্থ সম্পূর্ণ। শ্রীসত্রঙ্গ-রূপ বিরচিতং। লিখিতং শ্রীগদাধর পোদ্দার। ইতি সন ১০৮২ সাল ২৭ কার্ত্তিক। মহা-পূজার দিন। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৪০।)

২৩৪। কবিরাজী।

আ। ১ম পাত নাই। (২ পাত হইতে) চিত্রা নক্ষত্রে অশ্বগন্ধা ১ তোলা মূল গলাতে বান্ধিলে গলগণ্ড ঘুচে। সিউলীপত্র চিবাইলে গলগণ্ড ঘুচে। হরিদ্রাবর্ণ সাঁমূক তপ্ত করিয়া স্বেদ করিলে গলগণ্ড ঘুচে।

শে। (৪ পাতের পর খণ্ডিত। ৪ পাতের শেষ) আমছাল বাটিয়া খাইলে কাঁজির সহিত লেপিলে রক্তাতিসার ঘুচে।

২৩৫। কবিরাজীপাতড়া।

আ। (নাই।)

মধ্য। বাই-অম্বলের প্রতিকার।
শুপারিখণ্ড।—শুপারি কাটিয়া জলেতে সিদ্ধ করিব। তবে দুগ্ধে সিজাইব। শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিব। তবে বকাল তোলাইব। ধন্যা ত্রিকটু গুড়ঞ্চক জৈাষ্ঠমধু তেজপত্র এলাইচ নাগেশ্বর তালিশপত্র রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ দেবদারু কালা জিরা মহুরী লবঙ্গ * * *।
শুঁঠিখণ্ড।—শুঁঠি ৪ তোলা, নবাত ১৬ সের, দুগ্ধ ১৯৬। শুঁঠিচূর্ণ করিব। এ তিনপাদ আটিব। তবে বকাল দিব। ধন্যা জিরা মুথা পিপুল বংশলোচন গুড়ঞ্চ এলাইচ তেজপত্র কালাজিরা হরিতকী মরীচ নাগেশ্বর এষাং প্রতি ২ তোলা এ সব চূর্ণ করিয়া দুগ্ধে সিজাইব। তবে সিদ্ধ হইলে মউ দিব। তবে সিদ্ধ হয়। ইহার শূল ঘুচে। আম্বলপীত্তি ঘুচে। বুকবেথা ঘুচে। আম্বল হইতে যে যে বলবান্ হয় তাহা ঘুচে। আম্বলবাত ঘুচে। ইহার নাম শুণ্ঠিখণ্ড।

(আনুমানিক দুইশত বৎসরের পুরাতন পুথি হইবে।)

২৩৬। কামশাস্ত্র।

আ। জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মহামুনি।
কামশাস্ত্রকথা কিছু কহ দেখি শুনি॥

শেষ। পশুর সমান সেই নাহি জানে সুখ।
পত্নীসনে অপ্রিয় হয় পায় বড় দুখ॥
গর্গমুনি বিরচিত অপূর্ব্ব কথন।
এত দূরে কামশাস্ত্র হইল সমাধান॥

ইতি সন ১১২৫ সাল। লিখিতং শ্রীরাম-কান্ত পাত্র সাং ভগলদীঘী। তারিখ ১লা পৌষ বুধবার। (শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ২৫০।)

২৩৭। কালনেমির রায়বার। কাশীনাথ।

আ। হনুমান্ বলবান্ গন্ধমাদন যায়।
লঙ্কা হইতে মধ্যপথে রাবণ দেখিতে পায়।
বলে মুড়পড়াটা দেখি বিপরীত,
কি করি উপায় তখন, ত্রাস পেয়ে রাবণ
ভীমা কালনিমা ডাকায়॥
বলে, ভাই এখানে এস, কাছে বস,
আমার কেবল তুমি।
তোমার তরে, রেখেছি ঘরে,
দেবকন্যা আনি।
যদি কাজটি করিতে পার, করিতে পার
বচন ধর, কাজটি এস্যা কর।
হবে পসি, ছোট তপস্বী,
পরাণে এসেছি মার,
বিধাতা সহায় হইল, তুমি কিবল
এই কর এখন।
রাতি গেলে, উদয় হইলে,
মরিবে লক্ষ্মণ॥
শে। দুর্ব্বাদল শ্যাম রাম কোল দিল তারে।
কাশীনাথ বলে, রামপদতলে,
কালনিমার রায় বার।
বাস মোর লক্ষ্মীপুরে আছি টৈরে
ভরসা রামের নাম।
ভজন নাই মোরে দয়া
করিবে বীর হনুমান্।
আর জোটার আমার কালনিমার রায়বার
হইল প্রচার॥

ইতি কালনিমার রায়বার সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীদিগম্বর দাস কর্ম্মকার সাং ভগলদীঘী। পঠনি সর্ব্বেশ্বর কর্ম্মকার। সন ১২৫৯ সাল মাঘ ২৪ দিবস শনিবার বেলা এক প্রহর।

২৩৮। কালিকামঙ্গল। ভারতচন্দ্র।

আ। আমার প্রাণ কেমন করে
না দেখে তাহারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥
ভাটমুখে বিদ্যার শুনিয়া সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখের অপার।
বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ।
বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ তপ।
শে। রায় বলে রামা তুমি কহিলে সুন্দর।
তবে চল তুমি আপনার শ্বশুর ঘর॥
অবাক হইল বিদ্যা কবির কথায়।
সুন্দর শাশুড়ীর কাছে মাগেন বিদায়॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০০।)

২৩৯। কুন্তীর বাণভিক্ষা। কবিচন্দ্র।

রণে ভঙ্গ দিয়া কুরু গেলা নিজ স্থানে।
ক্রোধ করি দুর্য্যোধন ডাকে সেনাগণে॥
৮ পাতের শেষে—
করে করি দুগ্ধ লয়ে করহ ভক্ষণ।
মোর যুক্তি এই কথা শুন বীর কর্ণ॥
(এই আট পাতার শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮০।)

২৪০। কৃষ্ণকর্ণামৃত। যদুনন্দন।

আ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
প্রথমে বন্দিব গুরু গোসাঞী চরণ।
অজ্ঞান তিমির নাশি কৈল শুদ্ধ মন॥
* * * *
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা সঙ্গে রাসকুঞ্জলীলা।
গান করে সখী সঙ্গে হৈয়া এক মেলা॥
তার বাক্য শুনি লীলাশুক মহাশয়।
মনে দুঃখ ভাবি তবে আপনা ভর্ৎসায়॥
মধ্য। এত কহি দেখে পুন, গোবিন্দের নেত্র যেন,
রহি রাণী কুঞ্জ যাইবারে।
সঘনে প্রলয় করে, অন্য তাহা নাঞি হেরে,
প্রফুল্ল হইয়া শ্লোক পড়ে॥
শে। শ্রীগুরুর পদদ্বন্দ্ব, মৃদু মৃদু অরবিন্দ,
তাঁর নখাঞ্চলে মোর আশ।
সে পদভাবনা হৈতে, গাই কৃষ্ণলীলামৃতে
এ যদুনন্দন দাস দাস।

ইতি সম্পূর্ণমিস্তু কর্ণামৃতং। লিখিতং শ্রীগোবর্দ্ধন বিশ্বাস।(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৯০।)

২৪১। গঙ্গামঙ্গল। জয়রাম।

আ। প্রণিপাতে পরীক্ষিত শুক প্রতি কন।
কহ মুনিবর ব্যাসের নন্দন॥

কৃপা করি কহ মুনি কৃষ্ণচরিত্র।
গঙ্গার কারণ কহ হই পবিত্র॥
শে। ভগীরথের পদে মোর অযুত প্রণাম।
গঙ্গামঙ্গল সাঙ্গ রচে জয়রাম॥

ইতি শ্রীশ্রীগঙ্গামঙ্গল সমাপ্ত। লেখক শ্রীদুর্গাচরণ ঘোষ, সাং মাঙ্গা। সন ১২৪৮ সাল তারিখ ১৫ই আশ্বিন। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫০)।

২৪২। গীতগোবিন্দসার।

আ। শ্রীকমলাকুচমণ্ডলধৃতকুণ্ডল-
কলিতললিতবনমাল
জয় জয় দেব হরে।
দিনমণিমণ্ডল ভবখণ্ডন,
মুনিজনমানসহংস॥
কমলার কুচযুগ আশ্রয় করিলে হে
বনমালা করিলে ধারণ॥
সূর্য্যমণ্ডলস্থ দুঃখ সহন জানিঞা।
ধীর শান্তের গুণ কহে বিবরিঞা।
ভ। শ্রীজয়দেবকবিহৃদিমুদিতং।
রসিকজনং তনুতামপি মুদিতং।
শে। বিরহে আকুল, রাধিকা সখীর,
বচন আদিত ধরে।
শ্রীজয়দেবের, ভণিত অধিক,
তবে মন নৃত্য করে॥

২৪৩। গীতগোবিন্দের অনুবাদ।

আ। সংসারার্ণব তরণৈকতরণীং প্রেমপ্রসূনক্রমং
সংসেব্যং হরিনামপূতনিখিলং
ভক্তিপ্রিয়ং ভক্তিদং।
শ্রীমদ্রূপসনাতনং পূজ্যতমকোটীন্দু-
নিন্দাননং নিত্যানন্দসুখাস্পদং নরবরং
তং নৌমি বিশ্বম্ভরং॥
প্রথমে বন্দিব গৌরচন্দ্র অবতার।
যাঁর সম ভুবনে দয়াল নাহি আর॥
ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়ে অনুক্ষণ।
ভক্তিমুক্তিদাতা রাধাকৃষ্ণের চরণ।
তবে প্রণমিব জয়দেব কবিবর।
রাধিকামাধব যাঁর নয়নগোচর॥
যাঁর কৃত কর্ম্ম কাব্য শ্রীগীতগোবিন্দ।
যাতে প্রীত করে যত কৃষ্ণভক্তবৃন্দ॥
শে। ইন্দ্রের বাহন পরে দময়ন্তী পতি।
বিরচিল সেই গ্রামে করিয়া বসতি॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে প্রাকৃত ভাষায়াং স্বাধীনভর্ত্তৃকাবর্ণনে সুপ্রীত পীতাম্বর নাম দ্বাদশঃসর্গঃ।

স্বাক্ষর লিখিল দীন ভগবান দাস।
জয়দেব পাদপদ্ম মনে করি আশ॥

ইতি সন ১১৩৩ সাল তারিখ ২০ বৈশাখ শুক্লপক্ষ, বুধবার সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২০০।)

২৪৪। গুরুদক্ষিণা। অযোধ্যারাম।

আ। বন্দো প্রভু নারায়ণ অখিলের পতি।
যার পদ সেবেন কমলা সুরপতি॥
শুকস্থানে জিজ্ঞাসিলা রাজা পরীক্ষিত।
কহ শুনি মুনি কিছু কৃষ্ণের চরিত॥
শে। বিনা ভক্তি নাহি মুক্তি কভু ত্রিভুবনে।
দিনে দিনে তনু ক্ষীণ অযোধ্যারাম ভণে।

লিখিতং শ্রীরামলোচন সরকার সাং চকশুকুর। পাঠক শ্রীকৃষ্ণমোহন তেলি, সাং গড়ের-ডাঙ্গা। সন ১২২২ সাল তারিখ ৭ অগ্রহায়ণ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০।)

২৪৫। গুরুদক্ষিণা। পরশুরাম।

আ। (প্রথম দুই পাত নাই। তিন পাত হইতে)
জ্ঞাতিভির্ব্বণ্ট্যতে নৈব চোরেণাপি ন নীয়তে।
দানেনৈব ক্ষয়ং জাতি বিদ্যারত্নং মহাধনং॥
ভাই ভাই বণ্টনে বিদ্যার নাহি অংশ।
দান কৈলে মহাবিদ্যা নাহি হয় ধ্বংস॥
শে। কবি পরশুরাম বলে শুন ছাত্রগণ।
গুরুর চরণ সেবা কর অনুক্ষণ॥
ইতি গুরুদক্ষিণা সম্পূর্ণ পালা সায়।
হরিধ্বনি করিয়া সভে ঘর যায়॥

অক্ষরমিদং শ্রীচন্দ্রশেখর দাসস্য পুস্তক। পুস্তকমিদং শ্রীনিত্যানন্দ চোধুরী। সন ১০৫৬ সাল তারিখ ১২ ফাল্গুন। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০।)

২৪৬। গুরুদক্ষিণা। শঙ্কর।

আ। এক পুত্র সেই ভাল যদি বিদ্যা জানে।
এক চন্দ্রে আলো মাতা করে ত্রিভুবনে॥
অমাবস্যা রাত্রে মাতা শতনক্ষত্র থাকে।
চন্দ্রবিনে অন্ধকার কহিলাম তোমাকে॥

শে। আপনি দেবকী কৈল নন্দনের সাজ।
ভোজনে বসিলা তবে দেব ব্রজরাজ॥
সুবর্ণের থালে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
কৃষ্ণবলরাম দুহে করিলা ভোজন॥
আচমন সারি ভোগ তাম্বূল কর্পূরে।
দুই ভাই শুইলেন পালঙ্গ উপরে॥
কতক রাত্রি গেল হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
আনন্দে গেলেন হরি রাধিকার ঘর॥
কৌতুকে দেখিয়া রাধা আনন্দিত হইল।
যতেক মনের দুখ সব নাসরিল॥
পালঙ্গে শয়ন কৈল রাধিকা কানাই।
সুখের সাগরে ভাসে সীমা দিতে নাই॥
অতি ঘন বর দেহ দেব গদাধর।
গুরুদক্ষিণা সাঙ্গ হৈল গাইল শঙ্কর॥

ইতি সন ১২৫৯ সাল তারিখ ১লা আশ্বিন লিখিতং শ্রীসীতারাম শর্ম্মা সাং রাধানগর। পাঠক শ্রীজগন্নাথমণ্ডল সাং রাধানগর, বুধবার বেলা আন্দাজি ছয় দণ্ডে সমাপ্ত হইল ইতি। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০।)

২৪৭। গুরুশিষ্যসংবাদ। নরোত্তমদাস।

আ। ১ম ৩ পাত নাই। ৪ পাত হইতে,—
রাধাকৃষ্ণ উজ্জ্বল প্রেম অতুলন হেন।
ব্রজে নানাস্থল শোভা প্রত্যক্ষ আছেন॥

শে। শ্রীলোকনাথ গোসাঞির চরণমাত্র আশ।
গুরুশিষ্য সম্বাদ কহেন নরোত্তম দাস॥

ইতি গুরুশিষ্যসম্বাদে বৃন্দাবন-নিরূপণনাম দশম পটল সমাপ্ত।

ইতি সন ১২২২ সাল তারিখ ২৩ চৈত্র।

২৪৮। গোপালবিজয়। কবিশেখর।

আ। জয় জয় গোপাল গোবিন্দ।
একে একে দেবতার কত নিব নাম।
নারায়ণ চরণে আমার পরণাম॥
এক সুবর্ণে যেন নানা অলঙ্কার।
তেন নারায়ণ সব দেব অবতার॥
প্রসঙ্গে কহিব বেদ পুরাণের সার।
পণ্ডিত মূরখে সব বুঝিহ বিচার॥

* * * *

অবিচারে আপত্তি না দিহ দোষভার।
স্বপনে কহিয়া দিল নন্দের কুমার॥
তবে মহাকাব্য কৈল গোপালচরিত।
তবে কৈল গোপালের কীর্ত্তনামৃত॥

ভ। গোপালবিজয় নর শুন এক মনে।
কহে কবিশেখর অমৃত বরিষণে॥

শে। গোপালবিজয় কথা কহিল আলাপে।
অনুসারে জানিবে পুরাণ আলাপে॥
কহে কবিশেখর করিয়া পুটাঞ্জলি।
হাসিয়া না পেলাহ লৌকিক ভাষাবলী॥

ইতি শ্রীগোপালবিজয়। শকাব্দা ১৭০১। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০০।)

২৪৯। গোপাল বিজয়। (দানখণ্ড)

কবিশেখর।

আ। রঙ্গে ঢঙ্গে বহি বসি সব সখিজনে।
মধুপুরী বিকে যায় হরষিত মনে॥
হেন মতে গোপী সব জায় নিতে নিতে।
তা শুনিয়া কানাই ধরিতে নারে চিত্তে॥
দানপ্রবন্ধকথা শুন সর্ব্বজনে।
কহে কবিশেখর অমৃত বরিষণে॥

শে। গোপালবিজয় নর শুন সাবধানে।
রাধাকৃষ্ণের যত রস উপজয় দানে।
কহে কবিশেখর সরস বচনে।
হাসিতে নাচিতে পারে নন্দের নন্দনে॥

দানখণ্ড সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীগোপীচরণ-দাস। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৪০)

২৫০। গোবিন্দবিলাস। যদুনন্দন।

আ। শ্রীগোবিন্দব্রজানন্দমিত্যাদি।
নিশা অন্তে কুঞ্জ হৈতে, প্রবেশায় গোষ্ঠ ভিতে,
গোদোহন ভোজনাদি লীলা॥
প্রাতঃকালে সায়ংকালে, খেলে সব সখি মেলে,
গোচারণ সঙ্গমের বেলা॥

মধ্য। বিমনা হঞাছে যদি ব্রজেশ্বরী মাতা।
তথাপিহ মনে করে কৃষ্ণশুভচিন্তা॥
শেষ। জয় জয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোসাঞি।
তোমার কৃপাতে ইবে কৃষ্ণলীলা গাই॥
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে।
এ যদুনন্দন গায় গোবিন্দবিলাসে॥

ইতি শক ১৭১২ সাল মাহ আষাঢ়ের প্রথম রোজে লেখা সম্পূর্ণ হইল।

২৫১। গৌরাখ্যান। গোবিন্দদাস।

আ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতার।
আপনার গুণে সব জীবে কৈল পার॥

* * * *

শুন শুন আরে ভাই এক মন আশে।
শ্রীনিবাস সঙ্গে কথা গদাধর দাসে॥
শ্রীনিবাস কহে শুন গদাধর দাস।
গোলোক ছাড়িয়া নবদ্বীপেতে নিবাস॥
গোলোকবৈভব ছাড়ি নবদ্বীপে পরকাশ।
ইহার বিশেষ কথা কহ গদাধর দাস॥
গদাধর বলে প্রভু শুন শ্রীনিবাস।
পুরবে ভকত সঙ্গে না পূরিল আশ॥
ভ। নিগম গ্রন্থ যেই নিগম বচন।
হেন রসে আছে যে তার বৃন্দাবন॥
কহেন গোবিন্দদাস হৃদয়ে আকুল।
বৈষ্ণব গোসাঞি চারি যুগের হয়েন মূল॥

* * * *

কহেন গোবিন্দ দাস বৈষ্ণব চরণে।
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর শুদ্ধ কর মনে॥
শে। নাই। ৭ম পাতায় শেষ,—
আপনার গুণে যদি প্রভু করে দয়া।
তবে সে পাইতে পারি সেই পদছায়া।

২৫২। ঘুঘুচরিত্র। ভবানন্দ।

আ। নারায়ণং নমস্কৃত্যমিত্যাদি।
শুকদেব বচনে রাজা পরীক্ষিত বলে।
কি কর্ম্ম করিলা কৃষ্ণ গোকুলমণ্ডলে॥
শুকদেব বলেন রাজা শুন অবান্তর।
গোকুল আঁধার করি গেলা গদাধর॥

* * * *

চলিলা যতেক গোপী যেন হংস সারি।
মুখে কৃষ্ণ কথা কয় কাঁখে কুম্ভ করি॥
হেনকালে এক ঘুঘু বসিয়া বৃক্ষডালে।
ডালে বসি ডাকে ঘুঘু বচন রসালে॥
ভ। ঘুঘুর গমনকথা ভবানন্দ ভণে।
জন্মে জন্মে মতি থাকে রাধার চরণে।
শে। ঘুঘুর বচনে রাধা চলিলেন দুয়ারে।
হাতে ধরি আনিলেন আপনার ঘরে॥
রাধাকৃষ্ণ দুই রূপ একত্র হইল।
দুহার চরণে ঘুঘু প্রণাম করিল॥
তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র ঘুঘুরে বর দিল।
তোমার চরিত্র গুণ ভুবনে রহিল॥
ঘুঘুর চরিত্র কথা ভবানন্দ ভণে।
জন্মে জন্মে মতি থাকে রাধার চরণে॥

ঘুঘুচরিত্র সমাপ্ত হইল। ইতি ২রা বৈশাখ সন ১২১২ সাল রোজ শনিবার।

২৫৩। চন্দ্রচিন্তামণি। প্রেমানন্দদাস।

আ। পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপং স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তার্থং নমামি ভক্তশক্তিকং॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধর নরহরি হরিদাস এই পঞ্চশক্তি গৌরলীলাতে। অথ কৃষ্ণলীলায় পঞ্চশক্তি॥ নন্দ যশোদা, সখীগণ, মঞ্জরীগণ, ছত্রীশবংশ, প্রেয়সি! এই অষ্টসহ কৃষ্ণের প্রকট বিহার। অথ লীলাতে পঞ্চশক্তি শব্দ স্পর্শরূপ রসগন্ধ ইত্যাদি।
শে। এই সব মাধুর্য্য।
এ সব জানিলে চিত্ত তবে জানি ধৈর্য্য॥
প্রাপ্ত উদ্যানতত্ত্ব দেহের ঘটনা।
জানিলে ঘুচয় যত বিড়ম্বনা॥

* * * *

কনকমুঞ্জরী পাদপদ্ম অভিলাষে।
চন্দ্রচিন্তামণি কহে প্রেমানন্দ দাসে॥
ইতি চন্দ্রচিন্তামণি গ্রন্থ কন্দর্পশক্তি সম্পূর্ণ।

২৫৪। চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী।

প্রেমদাস।

আ। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্, সর্ব্বশাস্ত্রে যারে গান,
দেবদেবী বন্দিব চরণ।

যোগী যতি সদাধ্যেয়, প্রভু যারে নাহি পায়,
বন্দো সেই শচীর নন্দন॥
নিজ ভক্তি আস্বাদন, সর্ব্বধর্ম্ম সংস্থাপন,
সাধু রক্ষা পাষণ্ড দমন।
ইত্যাদি কার্য্যের তরে, শচী জগন্নাথ ঘরে,
নবদ্বীপে লভিলা জনম॥
প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ, পুঞ্জ জিনি গৌরবর্ণ,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপ ধাম।
জিনি রক্তপদ্মদল, শ্রীপদযুগলতল,
দশাঙ্গুলি শোভে অনুপাম॥
ম। দক্ষিণ সুধন্য করি, আইলা গৌরাঙ্গহরি,
নীলাচলপুরে পুনর্ব্বার।
শুনি সব ভক্তগণ, অতি আনন্দিত মন,
ধাঞা গেলা সমুদ্রের ধার॥
ভ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী উজ্জ্বলা।
লিখিলেন প্রেমানন্দদাস কুতূহলা॥
শে। কালসর্প ভয়ঙ্কর, প্রেমামৃত হীন নর,
অনাথ ডাকিছে গৌরহরি।
প্রেমদাস অগেয়ান, প্রেমামৃত দেহদান,
কৃপাকর আত্মসার্থ করি॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী সমাপ্ত। সন ১১০৬ সাল মাহ কার্ত্তিক। ২৫ শনিবার সপ্তমী তিথি, কৃষ্ণপক্ষ বেলা এক প্রহর। লিখিতং শ্রীবলরাম দেবশর্ম্মা, সাং বিষ্ণুপুর। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩৮২৫।)

২৫৫। চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যখণ্ড)

কৃষ্ণদাস।

আ। বন্দে শ্রীকৃষ্ণনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ
ইত্যাদি।
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু॥
* * * *
অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি শিখাইলা প্রেমভক্তি॥
তারপর ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্যগীত-রঙ্গে॥
শে। শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, রঘুনাথজীর চরণ,
শিরে ধরি করে যার আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস॥

ইতি মধ্যলীলা। সন ১০৮২ সাল, ২৭ অগ্রহায়ণ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩২০০।)

২৫৬। চৈতন্যতত্ত্বসার। রামগোপালদাস।

আ। জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
* * * *
প্রথমে জন্মিলা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
বৃন্দাবনেতে কল্পবৃক্ষ অবতারি॥
তার শিষ্য ঈশ্বরীপুরী উজ্জ্বলাবতার।
আপনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিলাইল যার॥
শে। বৈষ্ণব চরণে মোর এই নিবেদন।
নিন্দক পাষণ্ড সঙ্গ না হয় কখন॥
শ্রীমধুমতী চরণে যার অভিলাষ।
চৈতন্যতত্ত্বসার কহে রামগোপালদাস॥
সন ১০৮১ সাল তারিখ ৩১ জ্যৈষ্ঠ।

২৫৭। চৈতন্যপ্রেমবিলাস। লোচনদাস।

আ। শ্রীরামানন্দরায় পদ্মনমিশকে শিক্ষা-
দীয়তামিত্যাদি।
সেই ভক্ত কৃষ্ণপদ আত্ম করি লয়।
সেই ভক্তজন হয় রাধিকা আশ্রয়॥
শে। ভক্তবৃন্দ পদদ্বন্দ্ব হৃদে করি আশ।
চৈতন্যপ্রেমবিলাস কহে এ লোচনদাস॥

ইতি প্রেমবিলাস সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১০০।)

২৫৮। চৈতন্যভাগবত (মধ্যখণ্ড) বৃন্দাবনদাস।

আ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥
* * * *
মধ্যখণ্ড কথা এই শুন এক চিত্তে।
সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইলা জেন মতে॥
দয়া করি আইলেন শ্রীগৌর সুন্দর।
পরিপূর্ণ ধন্য হইল নদিয়া নগর॥

ধাইলেন যত সব আত্মবর্গ আছে।
কেহ আগে কেহ মাঝে কেহ যায় পিছে ॥
শে। কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।
এই মত গৌরচন্দ্র যে মোরে বোলায় ॥
পক্ষী যেন আকাশে অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর ঘুড়ি যায় ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তঁছু পদযুগ গান ॥

মধ্যখণ্ড সমাপ্ত। ইতি সন ১১২৪ সাল, তারিখ ৭ কার্ত্তিক। পরগণে বিষ্ণুপুর সাং জামকুণ্ডী। পঠনার্থে শ্রীক্ষেত্রমোহন বরা। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫০০।)

২৫৯। চৈতন্যমহাপ্রভু। হরিদাস।

আ। অজ্ঞান তিমিরান্ধস্যেত্যাদি।
বন্দো শ্রীগুরুচরণ রাধাকৃষ্ণ পাই যাহা হৈতে ॥
শ্রীগুরুচরণ নিধি, চিন্ত ভাই নিরবধি,
মুক্ত হবে যদি লয় চিত্তে ॥
* * * *
বৈষ্ণবের পদরজ, শিরে লয়া কৃষ্ণভজ,
গুরু সঙ্গে অভেদ করিয়া।
বৈষ্ণব যে কাটে মারে, ক্রোধ না করিহ তারে,
সান্তাইও চরণে ধরিয়া ॥
শে। হরিদাস বলে শুন নিতাই গুণমণি।
কৃতার্থ করাইলে শুনি গৌরাঙ্গকাহিনী ॥
এক কথা আমার মনে হইল এখন।
ইহার তত্ত্ব মোরে বল প্রভু নারায়ণ ॥

ইতি সন ১২২০ সাল তারিখ ২৩ পৌষ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।)

২৬০। জগৎমঙ্গল। গদাধরদাস।

আ। অথ উৎকলখণ্ড।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বপ্রাণ, প্রণমোহ ভগবান্,
শ্রীনন্দনন্দন সুরেশ্বর।
অতি আদি পুরাতনে, নিন্দি ইন্দি নবঘনে,
সদা নব বপু মনোহর ॥
তড়িত নিন্দিত পীত, রবিবক্ষ সুভজিত,
চিরশোভা সঘন চপলা।
প্রফুল্লিত সরসিজ, মুখশোভা কিবা তেজ,
ভালে সিতসিন্ধু শশিকলা ॥

ম। ভাগীরথী তীরে বটে ইন্দ্রাণী নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গিগ্রাম ॥
অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বাম পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণকমলে ॥
তাহাতে শাণ্ডিল্যগোত্রে দেব যে দৈত্যারি।
দামোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি ॥
ছুবরাজা সুবরাজা তাহার নন্দন।
ছুবরাজপুত্র হইল মিলএ যতন ॥
তাহার নন্দন হয় নাম ধনঞ্জয়।
তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয় ॥
রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি।
রঘুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিতমতি ॥
প্রসন্ন রঘু দেবেশ্বর কেশব সুন্দর।
চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর ॥
প্রিয়ঙ্কর হইতে এ পঞ্চ উদ্ভব।
অনু সুধাকর মধু রাম যে রাঘব ॥
সুধাকরনন্দন যে এ তিন প্রকার।
ভূমীন্দ্র, কমলাকান্ত এ তিন কুমার ॥
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণ-কিঙ্কর।
রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর ॥
দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে।
রচিলা পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণে ॥
জগতমঙ্গল কথা করিলা প্রকাশ।
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস ॥
শে। নরসিংহ নামে দেখি উৎকলের পতি।
পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে নিতি ॥ * * *
স্কন্দপুরাণের মত শুনিয়া বিচিত্র।
কত ব্রহ্মপুরাণের প্রভুর চরিত্র ॥
না বুঝয়ে পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে।
তেকারণে রচিলাম পাঁচালীর মতে ॥
ইহা শুনি কৃতার্থ হইব পঞ্চ জন।
ইহলোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ণ ॥
সপ্তষষ্টি শকাব্দা সহস্র পঞ্চশতে।
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখ লেখা মতে ॥
মহালক্ষ্মা তাপী হয় বেরিজ সহয়।
উৎকল উত্তম শুনি নিকট নগরয় ॥
সাধনপুরেতে ঘর তাহার ভিতর।
বিশ্বেশ্বরবাটী চিহ্নিত সেই স্থানবর ॥
দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পড়িল পুরাণে।

শুনিয়া পুরাণ বড় হইল মনে॥
পাঁচালীর মত রচি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
নাহি সন্ধিজ্ঞান মোর না পড়ি ব্যাকরণ॥
আমি অতি মূঢ়মতি করিব রচন।
ভাগবত গ্রন্থ করি শ্রীহরিকীর্ত্তন॥
পণ্ডিত যে জন দোষ ইহার না লবে।
যদি বা অশুদ্ধ হরিপ্রশংসা জানিবে॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম যে করে আশ্রয়।
ভব আদি পাদপদ্ম মাগয় অভয়॥
দীন হীন চাহি আমি সে পদ স্মঙরণ।
চন্দ্র পরশিতে যেন মণ্ডুকের মন॥
সবে মাত্র ভরসা আছয়ে এক আর।
পতিতপাবন দীনবন্ধু নাম যার॥
সেই নাম বিনে নাঞি আমার নিস্তার।
গদাধর করিয়াছে ভরসা যাহার॥
তার মন * * কষ্টেতে বিস্তার।
জগৎমঙ্গল কহে দাস গদাধর॥

ইতি জগন্নাথমঙ্গল সম্পূর্ণ। পুস্তক লিখিতং শ্রীঅনুপচন্দ্রঘোষ সাং ঝেঞা পরগণে বারহাজারী, চৌকী কোতলপুর। সন ১১৬৫ সাল তারিখ ২২ আষাঢ় সোমবার তিথি নবমী, রাত্রি ছয় দণ্ড থাকিতে সম্পূর্ণ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০০।)

২৬১। জৈমিনিভারত। দ্বিজ অভিরাম।

আ। নারায়ণং নমস্কৃত্যমিত্যাদি।
পরীক্ষিতসুত জন্মেজয় নৃপবর।
করযোড়ে জিজ্ঞাসিল কহ,মুনিবর॥
শ্রীকৃষ্ণসহায়ে কুরুগণে নিপাতিয়া।
পুন কি করিলা তবে,হস্তিনা আসিয়া॥

ম, ভ। এত বলি সেনাগণ ধাইল ত্বরিত।
চৌদিগে সুরথবীরে করিল বেষ্টিত॥
দেখি সুরথের তনু কোপে কম্পমান।
ভারতসঙ্গীত দ্বিজ অভিরাম গান॥

শ। দ্বিজ অভিরাম কহে করি,পরিহার।
এ ভবসাগর পার কর কর্ণধার॥
একান্তে চিন্তিয়া সভে কৃষ্ণের চরণ।
মুখভরি বল হরি সর্ব্ব বন্ধুগণ॥

ইতি জৈমিনিভারত সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীরামলোচন সরকার সাং মেরাল। কয়েক পাত লেখে শ্রীরামধন দত্ত সাং বামুন্যা। সন ১২৪৮ সাল তাং ১২ শ্রাবণ। পুস্তক মিদং শ্রীনফরচন্দ্র দত্ত সাং গোপালনগর, এক্ষণে মোং পাটীত গ্রামে দোকানের কর্ম্ম করিতেছেন। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩৮২৫।)

২৬২। জ্ঞানরত্নমালা। কৃষ্ণদাস।

আ। জয় জয় শ্রীগুরুদেব করি নমস্কার।
যাহার প্রসাদে হই ভবসিন্ধুপার॥
* * *
ব্যাসের তনয় গুরুদেব মহাশয়।
পরম বৈষ্ণব জ্ঞাতা ভাগবতময়॥

শে। শ্রীগুরুগোবিন্দ পাদপদ্ম করি আশ।
জ্ঞানরত্নমালা এই কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি জ্ঞানরত্নমালাসম্পূর্ণ।

বিষয়। শরীরতত্ত্ব, ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থানের সহিত শরীরাঙ্গের মিলন।

২৬৩। ঝাড়নমন্ত্রসংগ্রহ।

আ। হিমালয় পর্ব্বত নাড়ীঝাড়ি।
সাতঘাটের বিষ লয়া একঘাটে মারি॥
ভিমান্যা সাপিনা হয়াছন খোনা।
বাহড় বাহড়রে বিষ সেই নামে সোণা॥
রূপাতলা যে পথে গেলি বিষ সেই
পথে আয়।
আপনি ডাকিছেন তোকে বাপ ধর্ম্মরায়॥

শে। কোথা তোর মেলা, শনি মঙ্গলবারের
হলি ফুকারূষ।
দশবাহু তোর দশরূপ শিশ্রি ছাড় কার কন্ধে।
এককক্ষনকার আজ্ঞায় গরিব নরসিংহের আজ্ঞা॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২২৫।)

২৬৪। তত্ত্ববিলাস। বৃন্দাবনদাস।

আ। বন্দে শ্রীগৌররূপমিত্যাদি।
বন্দিব শ্রীগৌরপদচিন্তামণিসার।
জীবনিস্তারের হেতু যার অধিকার॥
প্রথমে বন্দিব গুরু বৈষ্ণব চরণ।
যাহার প্রসাদে হয় প্রেমভক্তি ধন॥
* * * *

অলৌকিক অবৈদিক বৃন্দাবনের আচার।
বেদে না পাইল বৃন্দাবনের বিহার॥
যে সব করিল তাহা বেদে অগোচর।
অবৈদিক প্রেমকথা সভাকার পর॥
গোপীগণ লঞা রাস কৈল বৃন্দাবনে।
ইচ্ছারূপ প্রকৃতি শ্রীরাধিকার সনে॥
ব্যাস কি জানিব ইহা না জানএ ব্রহ্মা।
দিবানিশি নাহি তাহে কি দিব উপমা॥

ভ। দাস বৃন্দাবনে কহে তত্ত্ববিলাস।
অবিরত শ্রীগুরুচরণে রহু আশ॥

শে। কাতর হৃদয়ে মুক্তি পুন পুন কহি।
আপনি করহ পার তবে পার পাই॥
তোমা বই প্রভু মোর কেহ নাঞি বন্ধু।
নিজ পদ দিয়া পার কর দীনবন্ধু॥

ইতি শ্রীতত্ত্ববিলাসগ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবনদাস বিরচিত সম্পূর্ণ। ইতি ১০৮৭ সাল। তারিখ ৩০ অগ্রহায়ণ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৮১০)

২৬৫। তুলসীচরিত্র। দ্বিজ ভগীরথ।

আ। প্রণমহ নারায়ণ যোড় করি হাত।
বসুদেবসুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ॥

*　*　*　*

দ্বিজগুরুচরণেকরি নমস্কার।
তুলসীর মাহাত্ম্য কিছু করিব প্রচার॥
যেন মতে তুলসী জন্ম হইল পৃথিবীতে।
তার কথা কহি শুন সাবহিতে॥

শে। তুলসীর চরিত্র কথা শুন সাবহিতে।
পদ্মপুরাণে কহে দ্বিজ ভগীরথে॥

ইতি তুলসীচরিত্রকথা সম্পূর্ণ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২২০।)

২৬৬। দানখণ্ড। জীবন চক্রবর্ত্তী।

আ। কাহার ভেটিতে, গুরুভয় পরমাদ,
স্বরে স্থির নহে গোপীগণ।
বাহির হইয়া যাই, তবে সে ভেটিতে পাই,
সভে মেলি করি নিরূপণ॥

শে। এত দূরে হৈল দানখণ্ড শেষ।
জীবন বলেন শুন কৌতুক বিশেষ॥

ইতি দানখণ্ড সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীকুটিল মহাপাত্র। বেলা এক দণ্ড থাকিতে পুথি হোল। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২২৫।)

২৬৭। দিনমণিচন্দ্রোদয়। মনোহরদাস।

আ। অখণ্ডমণ্ডলাকারং নিত্যবৃন্দাবনপুরী।
চিরকালসদানিত্যং লোকানুগ্রহবাসসা॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দিনমণি।
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র হৃদয়ের বাণী॥

*　*　*　*

একদিন দুইজন আনন্দ সহিতে।
কহিতে লাগিলা কথা প্রেম-প্রচারিতে॥
শ্রীরাধা সহিতে হরি শৃঙ্গারে আবৃত।
এক বিন্দুপাত তহো হৈলা আচম্বিতে॥
সেই বিন্দু ব্রজে হৈতে পড়িলা খসিয়া।
তেজোময় রূপ হৈল পত্রেতে থাকিয়া॥

ভ। শ্রীরূপের পাদপদ্ম সদা করি আশ।
দিনমণিচন্দ্রোদয় কহে মনোহরদাস॥

শে। অষ্টাদশে সুরতলীলা তত্ত্বের বিচার।
ঊনবিংশতি সূত্রে কৈল উদ্ধার প্রচার॥
বিংশতিতে নিজকার্য্য আপন প্রাবল্য।
একবিংশে নিজ গোষ্ঠী বিচার কহিল॥
শ্রীযুত অনঙ্গমঞ্জরীর পদে আশ।
দিনমণিচন্দ্রোদয় কহে মনোহরদাস॥

ইতি তাং ১৮ মাঘ। পরগণে বঙ্গদেশ ধাম শ্রীনবদ্বীপ। ইতি। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৮৫০।)

২৬৮। দুর্ল্লভসার। লোচন দাস।

আ। জয়তি জয়তি দেব শচীগর্ভজন্মা।
জয়তি জয়তি ভক্ত প্রেমজনৈকধর্ম্মা॥

*　*　*

এক নিবেদন করি শুন সর্ব্বজন।
বাচাল করএ গোরা গুণে মুকজন॥

ভ। এতেকে কহিএ ইহা কহনে না যায়।
কহএ লোচন জানে কৃষ্ণের কৃপায়॥

শে। সবজনে কৃপা বিশেষ ভক্তজনে।
মায়াতে মুগ্ধতে সন্দেহ ধরে মনে॥
আমার বচনে তুমি করিহ বিশ্বাস।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥

ইতি শ্রীদুর্ল্লভসার মহাগ্রন্থে শ্রীভগবৎ

সম্বন্ধে তত্ত্ববিচারপুস্তকমিদং সম্পূর্ণং। লিখিতং শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সেন দাস পাঠার্থ পুস্তক সংগ্রাহক শ্রীগৌরচরণ দেবশর্ম্মা। মল্লশাকে ১০৫৩ সাল মাহ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী ১৮ অগ্রহায়ণ।

২৬৯। দেহনিরূপণ। লোচন দাস।

আ। আমার হৃদয় খানি হইল রাজপাট।
পটেতে বসিয়া রাজা করে কত নাট॥
৪ পাতের শেষে
দেউটি জ্বালিয়া সভে নীলাচলপুরে।
প্রভুরে বসিয়া সভে খুঁজে ঘরে ঘরে॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১০০)

২৭০। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। কবিচন্দ্র।

আ। বৈশম্পায়ন মুনি সভাপর্ব্বে কয়।
মহাভারতের কথা শুনে জন্মেজয়॥
রাজসূয়যজ্ঞ রাজা করিলেন সায়।
মহারাজ যুধিষ্ঠির বসিল সভায়॥
শে। এত শুনি জন্মেজয় কান্দিয়া বিকল।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দমঙ্গল॥
এতদূরে বস্ত্রহরণ পালা হৈল সায়।
হরি হরি বল সভে পাপ দূরে যায়॥
লিখিতং শ্রীজগন্নাথ মিত্রস্য সাং লক্ষ্মণপুর। পাঠক শ্রীনবীন বল্লভ সাং কোর্পা গ্রাম। ইতি সন ১১২৬ সাল তারিখ ২রা ফাল্গুন রোজ রবিবার অমাবস্যা ইহার দাম চুক্তি ৵৫ পাই। যথেত্যাদি। পাঠক শ্রীমাণিকরাম সামন্ত সাকিম জামকুণ্ডি ইহার দাম ৴০ আনা।

২৭১। ধ্রুবচরিত্র। জয়ানন্দ।

আ। অথ ধ্রুবের উপাখ্যানপালা লিখ্যতে।
ব্রহ্মার পুত্র হইলা স্বায়ম্ভুব মনু।
মহাতেজ পরাক্রম যেন ব্রহ্মতনু॥
তাহার পুত্র প্রিয়ব্রত নাম উত্তানপাদ।
দোঁহে মহারাজা হইলা ব্রহ্মার প্রসাদ॥
শে। শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়া ধ্রুব সেই লোকে রহে।
ধ্রুবের উপরে উর্দ্ধ আর কেহ নহে॥
চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর পদদ্বন্দ্ব।
আনন্দে বৈরাগ্যখণ্ড রচে জয়ানন্দ॥
ইতি ধ্রুবচরিত্র সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীউৎসব মণ্ডল। সাকিম মালিকোটা গ্রাম। সন ১১৪১ সাল। তারিখ ৯ শ্রাবণ। রোজ বুধবার। তিথি কৃষ্ণ পক্ষের তৃতীয়া। বেলা আন্দাজি দুই দণ্ড থাকিতে সাঙ্গ হইল।
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২২৫।)

২৭২। ধ্রুবচরিত্র। ভরতপণ্ডিত।

১৬ পাত হইতে ৩৯ পাত পর্য্যন্ত (পরে খণ্ডিত)
আ। কৃপা করি কহ মোরে মনের কথন।
যাহা জপি ঝাট আমি পাইব নারায়ণ॥
এইত সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে।
ইথে দেখা দিব তোমা দেব বিশ্বেশ্বরে॥
শেষ। অসুরমায়াতে সৈন্য বন্ধন লইল।
মায়াছেদ বনে ধ্রুব মায়া সংহারিল॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫৯০)

২৭৩। নামামৃতসমুদ্র। নরহরি।

আ। শ্রীগুরুরাধাকৃষ্ণ চৈতন্য নিতাই।
চরণে শরণ দেহ অদ্বৈতগোসাঞি॥
গদাধর শ্রীবাস স্বরূপ নরহরি।
প্রিয় অঙ্গ গৌরপ্রেমামৃত কৃপা করি॥
দয়ার সমুদ্র গৌরপ্রিয় হরিদাস।
মোর পাপচিত্তে কর নামের প্রকাশ॥
শে। সভে মোর প্রভু মুই সভাকার দাস।
করুণা করিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ॥
আর কি বলিব গৌরপ্রিয় পরিবার।
নরহরি অনাথের কেহ নাহি আর॥
ইতি শ্রীনামামৃতসমুদ্র সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা ২৯০।)

২৭৪। নিগম।

আ। কোন্ ধর্ম্মে জীব সব করিব নিস্তার।
কোন্ ধর্ম্ম আচরণে জীব হব পার॥
প্রভু কহেন কলিযুগে বড় অবতার।
বৈষ্ণব ধর্ম্মেতে সব জীব হব পার॥
শ্রীবৃন্দাবনলীলা আমি প্রকাশিয়া দিব।
আনন্দে রাধার গুণ গাইয়া বেড়াব॥
শে। তাহা জানি ভজ ভাই যার যেবা ইচ্ছা।
কেবল কৃষ্ণের নাম আর সব মিছা॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
কলিযুগে প্রেমদান দিল সভাকারে॥

ইতি শ্রীনিগমনগ্রন্থসম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীমধুসূদন নন্দী সাং কাঁটাগোড়ে। ১২২২ সাল তারিখ ২৩ ভাদ্র। (শ্লোকসংখ্যা ১৬০।)

২৭৫। নিগূঢ়তত্ত্ব।

আ। অজ্ঞানেত্যাদি।
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ সদা রহে স্থিতি।
বৃন্দাবন পরিত্যাজ্য নাহি অন্য গতি॥
শিষ্য বলে কে তবে মথুরাতে গেলা।
কুবুজার মালা পরি কংসবধ কৈলা॥

শে। হৃদয়ের মাঝে সজ্জন সখিরে দেখিবে।
ঈঙ্গিতে বুঝিয়া কাজ সেবা যোগাইবে॥
সেবা হাতে লইয়া সখীর সঙ্গে যাবে।
অনন্তের (?) স্থানে রাধাকৃষ্ণ পাবে॥

ইতি নিগূঢ়তত্ব সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীরঘুনাথ দাস দে সাং রঘুনাথপুর সরকার মান্দারণ। সন ১২৪২, তারিখ ১৩ বৈশাখ শনিবার তিথি ত্রয়োদশী। পঠনার্থে শ্রীরামানন্দদাস দে।

২৭৬। নিষ্কামী-আশ্রয়নির্ণয়।

আ। অনঙ্গ স্বরূপে স্বরূপ মিশাল,
একত্র করিঞা থুবে।
রূপের স্বরূপ, অনঙ্গ সেরূপ,
একান্ত করিয়া নিবে॥

শে। শ্রীরূপপদাশ্রয়েতি পরকীয়া
নিষ্কামী-আশ্রয়নিরূপণ ইতি।

বিষয়—রূপগোস্বামী ও রঘুনাথভট্টের কথায় রাগাত্মিকাভক্তির ব্যাখ্যা।

২৭৭। পদামৃতসমুদ্র।

আ। শ্রীযুতং জগদানন্দবিধুং বন্দে মহাপ্রভুং।
শ্রীচৈতন্যতনুমূর্দ্ধা রাধিকাকৃষ্ণবিগ্রহং।
* * * *
বিপুল পুলকাকুল, আকুল কলেবর,
গর গর অন্তর প্রেমভরে।
লহুঁ লহুঁ হাসনি, গজ গজ ভাসনি,
কতহুঁ মন্দাকিনী নয়ান ঝরে॥

(৯৫ পাতের পর খণ্ডিত।

শে। রসের সাগরে যদি, করাইয়ে সিনান,
ভকত না হয়ে তোমার নিছনি সমান।

২৭৮। পদাবলী।

আ। বৃন্দাবন বলি সভে করএ গমন।
বৃন্দাবন কিবা বস্তু না জানে মরম॥
বৃন্দাবন বলি সভে করএ ধেয়ান।
কারে বৃন্দাবন বলে কার নাই জ্ঞান॥

ম। মানুষ মানুষ সভাই বলে মানুষ কোন জন।
মানুষ রতন মানুষ জীবন মানুষ পরাণধন॥
* * * *
প্রেমের পিরীতি মধুর রস তাহার
জনম কোথা।
কাহাতে প্রেম পিরীতি রতন
নিগূঢ় রস বা কোথা॥

শে। নাই।

বিষয়—চণ্ডীদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে প্রেম, মানুষ, বৃন্দাবন প্রভৃতি-শব্দের মহাভাবানুসারিণী ব্যাখ্যা-সূচক পদসংগ্রহ।

২৭৯। পারিজাতহরণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র।

আ। মুনিশাপে দেবঋষি বসিতে না পারে।
উপনীত হইল মুনি দ্বারকানগরে॥

শে। পারিজাতহরণকথা শুন এক মনে।
এতদূরে সমাপ্ত হইল পারিজাতহরণে॥

লিখিতং শ্রীগদাধর নন্দী সাং বান্ধা পুষ্করিণী। সন ১০৮৯ সাল তারিখ ১৭ আশ্বিন। রোজ সোমবার।

ভ। ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র গান। (শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ১৭৫।)

২৮০। প্রলাপবর্ণন।

আ। অথ প্রলাপো লিখ্যতে।
সর্ব্বষড়গুণসংযুক্তাং বন্দে ফাল্গুনিপূর্ণিমাং॥..
নদিয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি করিলা উদয়।
পাপতম হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয়॥

শে। এই রাধার বচন, বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ,
আস্বাদএ শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
ভাবে মন অস্থির, সাত্ত্বিক ব্যাপিত শরীর,
মন দেহ ধরণে না যায়॥
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
আত্মা সুখের যাহে নাহি গন্ধ।
সে প্রেম জানাইতে লোকে,
প্রভু কৈল এই শ্লোকে,
পদ কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদ্য মধ্য অন্ত-লীলা প্রলাপবর্ণনং সম্পূর্ণং ইতি। লিপিরিয়ং শ্রীকাশীনাথ সরকার সাং লক্ষ্মীপুর। পঠনার্থে শ্রীনিত্যানন্দ দাস সাং বাহাদুরগঞ্জ। ১১২৯ সাল তারিখ ৩০ জ্যৈষ্ঠ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫৫০।)

২৮১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

আ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
শ্রীচৈতন্যমনোঽভিষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥
শ্রীগুরু চরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দ মুই সাবধান মনে।
যাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হনে॥

শে। আপন ভজনকথা, না কহিব যথাতথা,
ইহাতে হইবে সাবধানে।
না করিহ কেহ রোষ, না লইবে কেহ দোষ,
প্রণমহ ভকত চরণে॥
শ্রীগৌরচন্দ্র মোরে, যে বলান বদনে,
তাহা বই ভালমন্দ কিছুই না জানি।
শ্রীলোকনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তমদাস॥

ইতি প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত। সন ১০৪৫ সাল তারিখ ২০ অগ্রহায়ণ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮০।)

২৮২। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। নরোত্তমদাস।

আ। বৃন্দাবনং জগৎলোকস্থানমিত্যাদি।
নিশিদিশি গুণগাও, পরম আনন্দ পাও,
মনে মোর এই অভিলাষ।

শে। শ্রীলোকনাথ প্রভুপদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তমদাস॥

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত। ইতি লিখিতং শ্রীগদাধর দাস সাং প্রকাশ। ইতি সন ১০৯৬ সাল তারিখ ১৪ চৈত্র সোমবার তিথি দ্বিতীয়া ইতি। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।)

২৮৩। ভক্তিচিন্তামণি। বৃন্দাবনদাস।

আ। নারাধিতং কলিযুগে তবপাদপদ্মমিত্যাদি।
শুন শুন আরে লোক হৈয়া সাবধান।
গৌরচন্দ্র অবতার অপূর্ব্ব আখ্যান॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র কৈল অবতার।
স্থাবর জঙ্গম আদি সভার নিস্তার॥

ভ। শ্রীবৃন্দাবন দাস বলেন ভাবিয়া বিস্ময়।
ভক্তিচিন্তামণি শুন সর্ব্বপাপ ক্ষয়॥
আর জনে কলসের জল এক করে।
হেন মত সুধিতে পারে নদী সরোবরে॥
এমত সে কৃষ্ণনাম মলা করে ক্ষয়।
ঐকান্তিক হৈয়া রহিস কোন্ বিস্ময়॥

শে। সকল ছাড়িয়া কর আত্মনিবেদন।
পাইবে পরম পদ হবে সাধুজন।
নবধা লক্ষণ প্রভু করিলা প্রকাশ।
ভক্তিচিন্তামণি কহে বৃন্দাবন দাস॥

ইতি শ্রীভক্তিচিন্তামণি। ইতি সন ১০৬৯। বিষয়। ভক্তিমাহাত্ম্য,ভক্তিলক্ষণ ও ভক্তিসাধন। (শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ৬০।)

২৮৪। ভাণ্ডতত্ত্বসার। রসময় দাস।

আ। জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য ভাণ্ডতত্ত্বসার।
জয় জয় নিত্যানন্দ রসের ভাণ্ডার॥

* * * *

সন্দেহভঞ্জন হেতু ভাণ্ডতত্ত্বসার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাহার প্রচার॥
ভাণ্ডতত্ত্ব না জানিলে মন নিষ্ঠা নয়।
নৈষ্ঠিক নহিলে সাধ্যবস্তু নাহি পায়॥

শে। ভাগুতত্ব শুনি সেই রসের উল্লাস।
ভাগুতত্ত্বসার কহে রসময় দাস॥

লিখিতং শ্রীব্রজনাথ গোস্বামী সাং আগরদা। সন ১২৭৬ সাং তারিখ ২৩ মাঘ মঙ্গলবার, তিথি চতুর্থী রাত্রি আন্দাজ এক প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল ইতি। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।)

২৮৫। ভ্রমরগীতা। দেবনাথ দাস।

আ। বন্দে বৃন্দাবনং ভৌমং ইত্যাদি।
শুন শুন ভক্ত সব করহ শ্রবণ।
ভ্রমরে দেখিয়া সবে কৈলা আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ মধুপুরী গেলা হেথা গোপীগণ।
দিবানিশি নাহি জানে করয়ে রোদন॥

শে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ গৌরবৃন্দে করে আশ।
মধুর বর্ণন করে দেবনাথ দাস॥

ইতি শ্রীভ্রমরগীতায়াং পঞ্চমাধ্যায়—লিখিতং শ্রীরাজবিহারী রায় সাং মেদিনীপুর। তারিখ ৫ আষাঢ়, রোজ মঙ্গলবার। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।)

২৮৬। মদনমোহনবন্দনা। জয়কৃষ্ণ দাস।

আ। নিদয় নিষ্ঠুর হলে নাথ আর এলেনা॥
আগেতে বন্দিব আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যার গুণে ত্রিজগৎ হৈল্য ধন্য ধন্য॥
ক্ষেত্রে জগন্নাথ বন্দ তারা দুটি ভাই।
বগড়ির কৃষ্ণরায়ের গুণের সীমা নাই॥

* * * *

আদ্যের কথা মদনমোহনের শুন সর্ব্বজন।
যে কালে যে দেশে ছিল মদনমোহন॥
উত্তর খণ্ডে ছিল ধরণীধর ব্রাহ্মণ।
পূর্ব্বে তার ঘরে ছিলা মদনমোহন॥

শে। আর কেন শ্রীমন্দিরে উড়ে নাহি ধ্বজা।
হাহা মদনমোহন বলি কান্দে সব প্রজা॥
একবারে তেজে গেলা সকল প্রেমের হাট।
তোমা বিনে শ্রীমন্দিরে লাগিলা কপাট॥
যে দিন শুনিব গঙ্গাপার মদনমোহন।
বিষ্ণুপুরে লোক করে নামসংকীর্ত্তন॥
মন্দিরে আসিএ বৈস বাড়ুক উল্লাস।
জয়কৃষ্ণ দাস মাগে চরণের আশ॥

ইতি মদনমোহনের বন্দনা সমাপ্ত। পাঠক শ্রীগোপাল দত্ত সাং রায়বাগ্নী। সন ১২৬৭ সাল ২৫ মাঘ বেলা আন্দাজি দুপ্রহরে। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪২৫।)

২৮৭। মনসামঙ্গল। ক্ষেমানন্দ।

আ। অথ মনসার ভাসান।
মনসা বলেন আছে বড় অভিশাপ।
কে পারিবে ঘুচাতে আমার মনস্তাপ॥
উঠ ত্বরা করি লহ আসি পান।
লখিন্দরে খেয়ে রাখ আমার সম্মান॥

শে। ইহকালে সুখে থাকে পরকালে স্বর্গ।
মনসা চরণে ভক্তি কর বন্ধুবর্গ॥
জগাতি মঙ্গলগীত ক্ষেমানন্দে গায়।
এত দূরে মনসামঙ্গল হইল সায়॥

ইতি সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীরামগোপাল দত্ত সাং রায়বাগ্নী। সন ১১৭০ সাল তারিখ ১৪ জ্যৈষ্ঠ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩৬০।)

২৮৮। মহাভারত (আদিপর্ব্ব)। কাশীরাম দাস।

আ। পিতাপরাশরো যস্তেত্যাদি।
বিঘ্নবিনাশন, গৌরীর নন্দন,
বন্দো দেবগণ রাজে।
ব্রত যজ্ঞ হোমে, সভার প্রথমে,
ধাতা যাঁরে আগে পূজে॥
খর্ব্ব স্থূল অঙ্গ, বদন মাতঙ্গ,
বন্দো দেব লম্বোদর।
চন্দনে চর্চ্চিত, সৌরভে উন্মত্ত,
ব্যালোল গণ্ডে ভ্রমর॥
হৃদে বিভূষিত, বৈরির শোণিত,
পরিধান দ্বীপি ছাল।
ভুজকরি কর, করকুহসর,
পাশাঙ্কুশ জপমাল॥
বাহন ইন্দুর, দেখিতে সুন্দর,
আজানুলম্বিত নাসা।
প্রচণ্ড খণ্ডন, মুকুট মণ্ডন,
তিলকতিমির নাসা॥
যাহার চরণ, করিয়া সেবন,
রচিল বিবিধ গাথা।

বাল্মীকি বশিষ্ঠ, ব্যাস করি চেষ্ট,
লিখিতে হইল খ্যাতা ॥
জয় বিশ্বেশ্বর, মোর বিঘ্ন হর,
হরিরসামৃত পানে।
তব পদাম্বুজ, কৃষ্ণদাসানুজ,
কাশীদাস ধ্যায় ধ্যানে ॥
বন্দ মহামুনি ব্যাস মুনির তিলক।
সুত শুক পরাশর যাহার জনক ॥
বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠ সুবুদ্ধি সুধীর।
নীলপদ্ম শোভা জিনি কোমল শরীর ॥
কনক পিঙ্গলবর্ণ জটাভার শির।
প্রকাণ্ড শরীর পরিধান ব্যাঘ্রচীর ॥
নয়নযুগল দীপ্ত যুগল মিহির।
পদযুগে নতমান সুর ইন্দ্র শির ॥
ভারত ভাগবত আদি যতেক পুরাণ।
যাঁহার কমলমুখে সভার নির্ম্মাণ ॥
* * ইন্দু চরণ পঙ্কজে।
পরম সানন্দে কাশীদাস সদা ভজে ॥
বেদে রামায়ণে পুরাণ ভাগবতে।
এ আদি যতেক শাস্ত্র আছএ জগতে ॥
সকল বিচার করি বুঝ পুন পুন।
আদি অন্ত মধ্যে হরিগুণ গান ॥
সর্ব্বনাম বীজ হরিনাম দুঅক্ষর।
আদি অন্ত নাঞি যার বেদে অগোচর ॥
শে। মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পুস্তকমিদং শ্রীঠাকুরদাস দত্ত তামলি, সাং ক্ষুদ্র রাধামোহনপুর মহল কোঠ পরগণে বিষ্ণুপুর। ইতি সন ৯৮৫ সাল তারিখ ৩রা কার্ত্তিক। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫৩২৫।)

২৮৯। মহাভারত (দ্রোণপর্ব্ব)।

দ্বৈপায়ন দাস।

আ। অথ দ্রোণপর্ব্ব লিখ্যতে।
মুনি বলে শুনে পরীক্ষিতের তনয়।
সংগ্রামে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয় ॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারি সৈন্যগণে।
আপন ইচ্ছায় ভীষ্ম হইলা পতনে ॥

৫৯ পাতের পর খণ্ডিত।
দুর্য্যোধন বলে হেন না কহিও আর।
জিয়ন্ত পাণ্ডব সনে কি প্রীত আমার ॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২০০।)

২৯০। মহাভারত (দ্রোণপর্ব্ব)।

কাশীদাসসুত নন্দরাম দাস।

আ। পিতা পরাশরো যস্য শুকদেবস্তেত্যাদি।
বৈশম্পায়ন কহেন শুনহ জন্মেজয়।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয় ॥
দশ দিন যুদ্ধ করে মারি সেনাগণ।
আপন ইচ্ছায় তেঁহ হইল পতন ॥
ভ। নন্দরাম দাস কহে সেবি রাধাপতি।
তোমা বিনে কৃষ্ণচন্দ্র নাহি মোর গতি ॥
শে। এত শুনি আনন্দিত কৌরব কুমার।
দ্রোণপুত্রে প্রশংসা করিল বারেবার ॥
নিজ নিজ সৈন্য সভে লয়্যা আপনার।
যুদ্ধ নিবর্ত্তিয়া গেল আপনার ঘর ॥

ইতি দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১১৬২ সাল তারিখ ১০ আশ্বিন। লিখিতং শ্রীশ্রীনাথচন্দ্র গোস্বামী সাকিম বেল্যা। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫৩০।)

২৯১। মহাভারত (নারীপর্ব্ব)।

নিত্যানন্দ ঘোষ।

আ। বৈশম্পায়ন মুখে, শুনি রাজা কৌতুকে,
জিজ্ঞাসা করেন জন্মেজয়।
কুরুক্ষেত্রে সেনা আইল,
যত ক্ষত্রিয়গণ মৈল,
শুনি মোর ঘুচিল সংশয় ॥
শে। বিজয়পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়ে এক মন।
নিত্যানন্দ ঘোষ কহে ভারত কথন ॥

ইতি নারীপর্ব্ব সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীপ্রেমচাঁদ ঘোষ সাং ঝেঞা। সন ১২৬৯ সাল তারিখ ১৬ আশ্বিন, রোজ রবিবার।

২৯২। মহাভারত (শল্যপর্ব্ব)।

নিত্যানন্দ ঘোষ।

আ। জন্মেজয় রাজা বলে শুন তপোধন।
অর্জ্জুন সমান বীর নাহি কোন জন॥

শে। শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা এক মন।
নিত্যানন্দ ঘোষ কহে ভারত কথন॥

ইতি শল্যপর্ব্ব সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীশ্রীকান্ত দে, পাঠক শ্রীছিদাম দে সাং ভগলদীঘী। বিলায়তী সন ১১৫৩ সাল বাঙ্গালা সন ১২৬৩ সাল শকাব্দা ১৭৫৮ তারিখ ২২শে ভাদ্র, রোজ বুধবার। (শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ৫০০।)

২৯৩। মহাভারত (দণ্ডীপর্ব্ব)।

রাজারাম দত্ত।

আ। একাদশ স্কন্ধের কথা পুরাণ ভাগবতে।
মনেতে পয়ার কৈল জীব বুঝাইতে॥
শুকদেব মুখে রাজা পরীক্ষিত শুনি।
শুকদেব স্থানে জিজ্ঞাসিল মহামুনি॥
দণ্ডী নৃপতির কর্ম্ম সংক্ষেপে শুনিল।
বিস্তারিয়া কহ রণ কিরূপে হইল॥

শে। কৃষ্ণপাণ্ডবের যুদ্ধ দণ্ডী উপাখ্যান।
শুনিলে বাড়য়ে পুণ্য জন্মে দিব্য জ্ঞান॥
রাজারাম দত্ত বলে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

ইতি দণ্ডীপর্ব্ব সমাপ্ত। সন ১২৩৭ সাল, তারিখ ৫ই কার্ত্তিক রোজ বুধবার তিথি চতুর্থী শুক্লপক্ষ বেলা আন্দাজী তিন প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৭৫০।)

২৯৪। মহাভারত (অশ্বমেধপর্ব্ব)।

রামচন্দ্র খান্।

আ। নারায়ণং নমস্কৃতমিত্যাদি।
যাঁহার কৃপায় খণ্ডে ভব অন্ধকার।
কঙ্কপাণি নামে আছে মধ্যরাঢ় দেশে।
গঙ্গার নিকটে গুরু সর্ব্বকাল বৈসে॥
গুরুর প্রসাদে মোর ধর্ম্মে হইল মন।
অশ্বমেধ কথা কহ দমন শমন॥
এই কথা শুনিলে ভাই পরমপদ পাই।
সংসারে যাতনা দুঃখ হেলাতে এড়াই॥

ভ। হরির চরণে দৃঢ় করিয়া ভকতি।
রামচন্দ্র খান কহে দিব্য অশ্বগতি॥

মধ্য। সংগ্রামস্থলে যদি বীরের প্রাণ যায়।
অক্ষয় অবশ্য মুক্তি সেইজন পায়॥
যজ্ঞ সাঙ্গ হব খুড়া না ভাবিহ দুখ।
রথে চড়ি বৃষকেতু যায় রণমুখ॥
সংগ্রাম স্থলেতে দুই ভাই দেখা হৈল।
সমান সামর্থ্য বুদ্ধি বিধি নিয়োজিল॥

শে। অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণে যেই ফল।
অশ্বমেধ শ্রবণেতে হয়ত সকল॥
এই অশ্বমেধ কথা যত্নে শুনে যবে।
বিপ্রকে ভোজন সুখে করাইব তবে॥
কহিতে শুনিতে কৃষ্ণপদাশ্রয় পাই।
আনন্দে জপেন রামচন্দ্রখানে গুণ গাই॥

প। স্বদেশে বসতি ভাগীরথীস্থানে পুণ্যে।
জঙ্গিপুর সহর গ্রাম সর্ব্বলোকে জানে॥
ব্রাহ্মণকুলেতে জন্ম লস্কর পদ্ধতি।
মধুসূদন জনক জননী পুণ্যবতী॥
* * * হৈল মন।
রামচন্দ্রখান কৈল কবিত্ব রচন॥
সপ্তদশ পর্ব্বকথা সংস্কৃত ছন্দ।
মূর্খ বুঝাবারে কৈল পরাকৃত ছন্দ॥
* * * লক্ষ্মীনারায়ণ।
কবিত্ব রচিল কিছু আদর্শ প্রমাণ॥
সরস্বতীর কৃপায় হইল শুদ্ধ জ্ঞান।
বহু স্তুতি করিয়া কৈনু চরণ বন্দন॥
জৈমিনিভাগবতাঙ্গ সপ্তদশশাকেন্দু
বেদদানে নিধে যঃ (?)।

শ্রীকান্তপুরাণমালোক্য প্রাকৃতকথাপ্রচার-সামান্যলোক বোধয়েৎ। ইতি সাল তারিখ ১১ পৌষ রোজ শুক্রবার তিথি পূর্ণিমা চন্দ্র-গ্রহণ দিনে এক প্রহরের মধ্যে পুস্তক সমাপ্ত। শকাব্দা ১৬৯০ শকে। লিখিতং শ্রীবলরাম পাল, তথা শ্রীশান্তিরাম কোঙর সাং বিনসরা পরগণে পাণ্ডুয়া চাক্লা, বর্দ্ধমান। (শ্লোক-সংখ্যা প্রায় ২৭২৫।)

২৯৫। রতিমঞ্জরী। কামশাস্ত্র।

আ। (প্রথম ২ পাত নাই। ৩ পাত হইতে)
দ্বিতীয় প্রহরে যদি করে উপেক্ষণ।

কন্যা হয় দুষ্টমতি প্রভৃতি লক্ষণ॥
সেই যোগে গর্ভে যদি পুত্র জন্ম পায়।
কুৎসিত আকার পুত্র দোষবর্ত্তী হয়॥
শে। পদ্মিনী নাভি দেখিতে সুশোভন।
চিত্রিণীর নাভি দেখিতে উত্তম॥
শঙ্খিনীর রক্তনাভি শুনহ রাজন্।
হস্তিনীর গম্ভীর নাভি বিধির সৃজন॥
ইতি রতিমঞ্জরী সম্পূর্ণ। সন ১৬৯০ সাল তারিখ ১০ চৈত্র সোমবার। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১০০।)

২৯৬। রতিশাস্ত্র। গোপাল দাস।

আ। বন্দ দেব গণপতি বিঘ্নবিনাশন।
যাহার স্মরণে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হন॥
* * * *
জন্মেজয় রাজার স্থানে গোপালদাস কয়।
রতিশাস্ত্র কথা কহ গর্গ মহাশয়॥
শে। নাই। ৬ পাতার শেষ—
নবমীতে বিকাশিলে কন্যা যক্ষিণী।
দশমীতে বিকাশিলে স্বামী চিনে আপনি॥
বিষয়। পুরুষ নারীর লক্ষণ ও আদ্যঋতুর ফলাফল।
(শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ১৫০।)

২৯৭। রসভক্তিচন্দ্রিকা। নরোত্তমদাস।

আ। শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নবদ্বীপ বিহারিণং।
ব্রজলীলাপ্রকাশার্থে শ্রীরূপানুগ্রহো যথা॥
* * * *
আশ্রয়নির্ণয় কহি পঞ্চ পরকার।
নামাশ্রয় মন্ত্রাশ্রয় ভাবাশ্রয় আর॥
প্রেমাশ্রয় রসাশ্রয় পঞ্চ সে কহিল।
এই ক্রমে রসভক্তিচন্দ্রিকা রচিল॥
শে। রসভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থ করিলা প্রকাশ।
অতি দীন হীন কহে নরোত্তম দাস॥
(শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ১২৫।)

২৯৮। রসভক্তিচন্দ্রিকা (ভজননির্ণয় বা আশ্রয়নির্ণয়)। চৈতন্য দাস।

আ। অথ আশ্রয়নির্ণয়।
আশ্রয় পঞ্চপ্রকার। কি কি পঞ্চপ্রকার। নাম আশ্রয়, মন্ত্র আশ্রয়, ভাব আশ্রয়, প্রেম আশ্রয়, রস আশ্রয় এই পঞ্চপ্রকার।
আশ্রয়ের কথা কিছু করি নিবেদন।
এমন আশ্রয় হয় শুন শ্রোতাগণ॥
শে। বৈষ্ণবের কীর্ত্তি এই পাষণ্ডের নয়।
বৈষ্ণবেরে দিবে ইহা জানিয়া হৃদয়॥
বিনয় করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
কোটী কোটী দণ্ডবত বৈষ্ণব চরণে॥
ভজননির্ণয়কথা করিনু প্রকাশ।
বৈষ্ণব কৃপায় কহে শ্রীচৈতন্য দাস॥
ইতি সন ১২৬৫ সাল ১৭ আশ্বিন। লিখিতং শ্রীঅনুপচন্দ্র ঘোষ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১০০।)

২৯৯। রসসমুদ্র।

আ। রাধাকৃষ্ণীয়লীলাব্ধির্বিস্তীর্ণোঽহয়ং সুদুর্গমঃ ইত্যাদি।
রাধাকৃষ্ণের লীলারসসমুদ্র অপার।
অত্যন্ত দুর্গম অতি হয়েত বিস্তার॥
শে। (৪ পাতের পর খণ্ডিত। ৪ পাতের শেষ)
শ্রীমদনগোপালের লৈলা আজ্ঞাদানে।
নিজ গুণে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তির কারণে॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮৫।)

৩০০। রাগময়ীকণা (গদ্যপদ্য)।

আ। অথ রাগময়ীকণা লিখ্যতে।
প্রথমেতে বন্দিব গুরুবৈষ্ণবচরণ।
যাহার কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
অন্ধতা ঘুচয়ে যার করুণা অঞ্জনে।
অজ্ঞান তিমিরনাশ করে যেই জনে॥
* * * *
গুরুজাতীয় ধর্ম্ম বুঝিব কেমনে।
কোন্ গুরু সঙ্গেতে যাইব বৃন্দাবনে॥
শ্রীগুরু গোসাঞীর পদ পাইব কেমনে।
মোর মনোভীষ্ট পূর্ণ হইব তখনে॥
শে। (৩ পাতের পর খণ্ডিত।)
বুঝিতে নারিল কেহ প্রভুর প্রকৃতি।
অদ্বৈত জানেন সব রসের আকৃতি॥
(এই তিন পাতের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৭২।)

৩০১। রাগমালা। নরোত্তম।

আ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্যেত্যাদি।
প্রথমে বন্দিব গুরু বৈষ্ণব চরণ।
যাহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ॥
* * * *
সাধুমুখে যত কিছু করিল শ্রবণ।
পুন সাধু শাস্ত্রে তাহা করিল দর্শন॥
আমি তাহা মূর্খ কিছু না পারি বুঝিতে।
সংসার নাহি তাথে নারি প্রবেশিতে॥
অতএব ভাষারূপ করিএ লিখন।
যে কিছু স্মরয়ে তাহা কব এ বচন॥
শে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল কিছু তাহার আখ্যান॥
প্রভু সমুখেতে কৈল রাগমালা প্রকাশ।
এই সব আখ্যান কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি রাগমালা নাম সম্পূর্ণ। সন ১১৪৩ সাল তারিখ ২৯ পৌষ। লিখিতং শ্রীনন্দদুলাল দাস। আদর্শ শ্রীআনন্দীরাম সিংহ সাং ভোলতা। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮০।)

৩০২। রাগমার্গলহরী।

রঘুনাথ গোস্বামী।

আ। বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমল-
মিত্যাদি।
জয় জয় মহাপ্রভু গৌর ভগবান।
তোমার পদারবৃন্দে ভক্তি দেহ দান॥
জয় নিত্যানন্দ প্রভু কৃপার সাগর।
ভক্তিদান দিঞা মোরে করহ কিঙ্কর॥
* * * *
অতঃপর কহি রাগভজনের কথা।
দীপ্তরূপ ব্রজজন আছএ সর্ব্বথা॥
নিজাভীষ্ট ব্রজবাসী প্রাপ্তির কারণ।
সেবাপ্রাপ্তি লোভে করে শ্রবণ কীর্ত্তন।
শে। এই সে কহিল রাগ ভজনের কথা।
শ্রবণ-কৃতার্থ কৃষ্ণ মিলিব সর্ব্বথা॥
কৃষ্ণকৃপা হয় তার ভক্ত কৃপা পাইতে।
রাগানুরাগাভজন পাইব সুনিশ্চিতে॥
দোঁহার কৃপাতে পুষ্ট হয়েত ভজন।
পুষ্টিমার্গ করিঞা কহেন ভক্তগণ॥
শ্রীরূপ পদারবৃন্দ আজ্ঞা শিরে ধরি।
কহিলাম রাগমার্গ ভজনলহরী॥
সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩৮০।)

৩০৩। রামরসায়ন (অরণ্যকাণ্ড)।

রঘুনন্দন গোস্বামী।

আ। (প্রথম ৩ পাত নাই। ৪ পাত হইতে)
যে চরণ দেখিতে না পায় যোগিগণ।
অর্চ্চন করয়ে যারে বিধি পঞ্চানন॥
তবে প্রবেশিলা সেই অসুর প্রবল।
বিশ্বম্ভর পদভরে ভূমির ভিতর॥
তায় দেহ বিস্তারিত পাঁচ ক্রোশ ছিল।
তাবৎ প্রমাণ স্থান পবিত্র হইল॥
শে। (৬৬ পাতের পর খণ্ডিত।)
এত কহি প্রেমরসে পূরিত হইয়া।
শ্রীরামেরে প্রদক্ষিণ প্রণতি করিয়া॥
(এই অংশের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০০।)

৩০৪। রামায়ণ (শিবরামের যুদ্ধ)।

দ্বিজ লক্ষ্মণ।

আ। ভরদ্বাজে কহিল বাল্মীকি মহামুনি।
অবধান কর বাপু অদ্ভুত কাহিনী॥
সীতার শোকেতে রামচন্দ্র পড়ে ভুঞে।
অশ্রু বহে লক্ষ্মণের বাক্য নাঞি মুঞে॥
শে। শ্রীযুত লক্ষ্মণ গান অপূর্ব্ব কথন।
শুনিলে অধর্ম্ম পাপ বিমোচন॥
হরি হরি বলিয়া সভাই যান ঘর।
শ্রীরাম বালিবধগান হবেক ইহার উত্তর॥

ইতি শিবরামের যুদ্ধ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীকমলাকান্ত নাপিত। সন ১১০৫ সাল, তারিখ ২৪ কার্ত্তিক রোজ লক্ষ্মীবার। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫।)

৩০৫। রামায়ণ (শ্রীরামের গয়াশ্রাদ্ধ)।

কবিচন্দ্র।

আ। শুকদেব বলে রাজা করহ শ্রবণ।
কহিব রামের লীলা তাথে দেহ মন॥
রামনাম শ্রবণে যুগল দেহ ধাম।
মুখ ভর্যা সদাই বলহ রামনাম॥

হেন রামনাম রাজা শুন এক মনে।
ফিরেন দয়াল রাম দণ্ডকের বনে ॥
শে। জুড়ালাঙ তোমার বাক্যে কহে নারায়ণ।
কালি প্রাতে করাইব ব্রাহ্মণভোজন ॥
তুলিয়া বনের ফল ফুলের সহিতে।
অবশ্য করিব কালি উঠিয়া প্রাতেতে ॥
এত বলি রামচন্দ্র করিল গমন।
ধনুর্ব্বাণ হাতে আগে ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় রামের পুরাণ।
যেই শুনে রামের লীলা সেই ভাগ্যবান ॥
সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮০।)

৩০৬। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড, (লক্ষ্মণের শক্তিশেল)। কবিচন্দ্র।

আ। অভিমানে বসিলেন লঙ্কার অধিকারী।
ঘরে ঘরে কান্দে যত রাক্ষসের নারী ॥
কেহ বলে স্বামী পড়ে সংগ্রাম ভিতর।
কেহ বলে পড়িল আমার সহোদর ॥
(২১ পাতের পর খণ্ডিত।)
শে। রাবণ কটক মোর মুখ চেয়ে আছে।
না জানি লক্ষ্মণ সে বাঁচে কিনা বাঁচে ॥
আমি মরি ওহে বীর তার নাহি শঙ্কা।
লক্ষ্মণ রাম মরিলে জয় নাহি লঙ্কা ॥
তুমি কেহে * * পরিচয়।
* * বাণের ঘায়ে প্রাণ নাহি রয় ॥
* * * নাম রামের কিঙ্কর।
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫০।)

৩০৭। রামায়ণ (লক্ষ্মণের শক্তিশেল)

কবিচন্দ্র।

আ। অতিকায়াদি বনে মৈল সেনা।
শুনিঞা তাপিত তাপে রাবণ উন্মনা ॥
কলেবর থরহর বলে যেন কোপে।
যার ডরে দেবাসুর তিন লোক কাঁপে ॥
শে। প্রতিজ্ঞা করিল রাম লক্ষ্মণ সাক্ষাতে।
সাজহ কটক ধনুর্ব্বাণ লহ হাতে ॥
কবিচন্দ্র বলে প্রভু রক্ষা কর কুঞ্জে।
দয়ানিধি নন্দনে রাখিবে বিঘ্নপুঞ্জে ॥

হরি হরি বল সভে পালা হৈল সায়।
সর্ব্বসিদ্ধি কর্য্যা রাম যে জন গাওায় ॥
ইতি লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালা সমাপ্ত।
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২১৫।)

৩০৮। রামায়ণ (অঙ্গদ-রায়বার)।

কবিচন্দ্র।

আ। বন্দ গেলা সিন্ধু রামচন্দ্র হৈলা পার।
বানরে বেড়িল গিয়া লঙ্কার দুয়ার ॥
রাম বলেন সুগ্রীব মিতা আর কেন বিলম্ব।
করে কেন রাবণ রাজা যুদ্ধের আরম্ভ ॥
সুগ্রীব বলেন গোসাঞি দিন দুই চার আর।
জনেক পাঠাইয়া দিয়া বুঝি সমাচার ॥
শে। এক মন হয়ে যেবা শুনে রায়বার।
শত্রুক্ষয় আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়ত তাহার ॥
এক মন হয়ে রায়বার শুনে যেই জন।
সে হয় আমার প্রিয় যেমন লক্ষ্মণ ॥
রসিক শুনিলে হয় রসেতে আনন্দ।
রায়বার বিরচিল দ্বিজ কবিচন্দ্র ॥
ইতি অঙ্গদের রায়বার সম্পূর্ণ। সন ১২৫৬ সাল তারিখ ৭ চৈত্র রোজ মঙ্গলবার বেলা চারি দণ্ডের সময় সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রীশ্যামাচরণ দাস বসু সাং নাড়িচ্যা পরগণে বিষ্ণুপুর জেলা মল্লভূম। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮০।)

৩০৯। রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড)।

কবিরাজ ফকিররাম কবিভূষণ।

আ। জয় জয় শিরসা কৃতাঞ্জলিং বাষ্পবারি-
পরিপূর্ণলোচনং মারুতে নমস্তে রাক্ষসান্তক ! ।
নববন্দ হনুমন্ত বলবন্ত গাজি।
শত সিন্ধু গতি লম্ফ, বিপরীত বীর দম্ফ,
অরিকাণ্ড হলি কম্প রণঝম্প তেজি ॥
শে। কহ নাম ক্যাহে তেরা।
তব ক্যোন্ অমুকসোংতেরা ॥
চুকমঞি ভিতরি মুঝে।
মঞি নাহি বধঙ্গে ওঝে ॥
কহত ফকিররাম কবিরাজে।
তোম্ আপ্ সামালো নিজে ॥

*　　*　　*　　*

অঙ্গদ হামারা নাম ।
মেরে নাথ প্রভুরাম ॥
ইএ রাম কোন হোএ ।
নাহি জান সম্পদ সোহে ॥
তঞি সীতা করকে চোরি ।
তোম্ ল্যায়া লঙ্কাপুরী ॥
হাম দেখে ওঝকো তঙ্কা ।
ক্যাকর রাখো লঙ্কা ।
লিখিতং শ্রীহরিদেব শর্ম্মা । পাঠক শ্রীধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সন ১০০৮ সাল তারিখ ১০ মাঘ । (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০ ।)

৩১০ । রামায়ণ (আদিকাণ্ড) । শঙ্কর ।

(ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ।)

আ । সগর রাজন সূর্য্যবংশে দণ্ডধর ।
পুত্রবৎ প্রজারে পালেন নিরন্তর ॥
যাহার যশের কথা ভুবন বিখ্যাত ।
মহাধর্ম্মশীল রাজা মরিচির সুত ॥

শে । (৬ পাতের পর খণ্ডিত ।)
রাণী বলে পূর্ব্বকথা শুন বাছাধন ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈল সগর রাজন ॥
অশ্ব ছেড়্যা দিল রাজা যজ্ঞারম্ভ করি ।
সেই সে যজ্ঞের *　*　* ॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫ ।)

৩১১ । রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড) । শঙ্কর ।

আ । গুহক কয় সঙ্গে চল ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
দুজনে আনিব আঠা করিয়া যতন ॥
ধনুখান লক্ষ্মণ ধরিয়া বাম হাতে ।
চলিলা গুহক সঙ্গে রামের সাক্ষাতে ॥

শে । প্রভাত হইল ভরত উঠি প্রাতঃকালে ।
চৌদ্দ বৎসরের এক দিন গেল বলে ॥
এইরূপে প্রত্যহ যদি করেন গণনা ।
রাজকার্য্য করে বীর হয়্যা উন্মনা ॥
বন্দিয়া বাল্মীকি সুত শৌনক চরণ ।
শঙ্কর রচিল রামলীলা উপাখ্যান ॥
ইতি অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত । (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৭৫০ ।)

৩১২ । রামায়ণ (আরণ্যকাণ্ড) । শঙ্কর ।

আ । (প্রথম পাত নাই । দ্বিতীয় পাত হইতে)
হেদেহে নাবিক আমার বচন
শ্রবণ করহ ভাই ।
ত্বরায় তরণী আনহ এখানে
ওপারে আমরা যাই ॥
রামের বদন হেরিয়্যা নাবিক
মোহিত হয়্যা মনে ।
কমললোচনে নাবিক কহেন
এমন বেশেতে কেনে ॥

শে । শিবশিবা সংবাদে অধ্যাত্ম রামলীলা ।
পঞ্চশত শ্লোক ব্যাসদেব বিরচিলা ॥
বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্কর গায় ।
আরণ্যকাণ্ডের দশ অধ্যায় হৈল সায় ॥
ইতি সমাপ্ত । (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫৪০ ।)

৩১৩ । রামায়ণ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড) শঙ্কর ।

আ । হেন কালে মনে মনে চিন্তেন শ্রীরাম ।
ভিখারী আমারে পাছে বলে হনুমান ॥
হনুকে দেখাব আজি আপন মূরতি ।
ভালমতে মোরে যেন জানয়ে মারুতি ॥

প । (১১ পাতে ।)
সাগরদিয়ার বন্দ্য, রবিকরী সর্ব্বানন্দ,
গোবিন্দতনয় বিজয়রাম ।
তস্য পঞ্চপুত্র দ্বিজ, ভবানী শঙ্করাগ্রজ,
রচিল তারার তত্ত্বজ্ঞান ॥

শে । (১৯ পাতের পর খণ্ডিত ।)
এখান হইতে যদি যাই লম্ফ দিয়া ।
আর সাগরের জলে পাছে পড়ি গিয়া ॥
অতএব সভাই চল মহেন্দ্র পর্ব্বতে ।
পেরাব সাগর *　*　* ॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫০ ।)

৩১৪ । রামায়ণ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড) শঙ্কর ।

আ । মহেন্দ্র পর্ব্বতে গিয়া মারুতি উঠিল ।
হনুমানের ভরে গিরি কাঁপিতে লাগিল ॥
মন্ত্রী জাম্বুবানে হনুমান হৈল নত ।
অঙ্গদকুমারে কোল দিলা বায়ুসুত ॥

শে। উপমা দিতে নারি সকল অনুপাম।
রাবণবধের তরে লঙ্কায় আইলা রাম॥
শ্রীরামের কথা যেন অমৃতের ভাণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত হইলা সুন্দরাকাণ্ড॥
স্বাক্ষর শ্রীভবানী শর্ম্মা সাং নিগ্যা।
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৭২৫।)

৩১৫। রায়মঙ্গল। কৃষ্ণরাম দাস।

আ। করযোড়ে মহাকায়, বন্দিলাম দক্ষিণরায়,
ঠাকুরের চরণকমল।
সঙ্গে লীলাবতী রাণী, গঙ্গাপার সাথে আনি,
উর ঘটে ভকতবৎসল॥
তোমা বিনা প্রভুকেই, যারে যাহা কর এই,
আমল আঠার ভাটীর।
রহে হীরা বাঘমোড়া, পরিধান দিব্য যোড়া,
যতনে মুড়ান পরিপাটী॥
ভ। রায়ের চরণচারু অরবিন্দ ভাবি।
রচিল পাঁচালিছন্দ কৃষ্ণরাম কবি॥
(২৫ পাতের খণ্ডিত।)
শে। ভকতের পূজা লইতে দক্ষিণের রায়।
সাক্ষাৎ হইলা প্রভু কৃষ্ণ রায়॥
অতঃপর বলিদান।
স্তব করে সদাগর হইয়া কাতর।
ভকতবৎসল তুমি গুণের সাগর॥
অপরাধ ক্ষমা কর বলি যোড়পাণি।
কৃপার সাগর প্রভু রায় গুণমণি॥
ইন্দু হেন বদন মদন জিনি রূপ।
তোমা বিনে দক্ষিণের কেবা আছে ভূপ॥
অধমের পূজায় হউক পরিতোষ॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫৫০।)

৩১৬। রায়বার। দ্বিজ তুলসী।

আ। পার্ব্বতী বলেন প্রভু কহ শূলপাণি।
তার পর কি করিলা রামরঘুমণি॥
লঙ্কার দুয়ারে যদি গেলা কপিগণ।
কহ কি করিলা তবে রাজা দশানন॥
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ শূলপাণি।
অমৃত অধিক প্রভু তব মুখে শুনি॥
শে। সিংহনাদ শব্দে কেহ করএ তর্জ্জন।
বীর দর্প করে বাহু আস্ফালন॥
দ্বিজ শ্রীতুলসী কহে রামপদ সার।
এত দূরে সমাপ্ত হইল রায়বার॥
লিখিতং শ্রীগৌরাঙ্গ দাস সাং রাইপুর, মোং কায়েতপাড়া। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫।)

৩১৭। রুক্মাঙ্গদরাজার একাদশী।

কৃত্তিবাস।

আ। রুক্মাঙ্গদ সম রাজা নাই ত্রিভুবনে।
রুক্মাঙ্গদের একাদশী শুন সাবধানে॥
অযোধ্যাতে নাহিক যমের অধিকার।
যেই মরে সেই যায় বৈকুণ্ঠের দ্বার॥
শে। এত শুনি মোহিনী গেল ইন্দ্রপাশ।
রুক্মাঙ্গদের একাদশী গাইলা কৃত্তিবাস॥
ইতি রুক্মাঙ্গদের পালা সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রীআশানন্দ নিয়োগী সাং বিদ্যানন্দপুর সন ১২৪১ সাল তারিখ ১১ বৈশাখ। (শ্লোক-সংখ্যা প্রায় ২৫০।)

৩১৮। বাণের কবিতা। (দামোদরের।

আ। অথ বাণের কবিতা লিখ্যতে।
অবধান কর ভাই শুন সর্ব্বজন।
মন দিয়া শুনহ কবিত্ব বিচক্ষণ॥
শে। চণ্ডিকার পাদপদ্ম ভাবি নিরন্তর।
ভণে দ্বিজ রাম তার মির্জ্জাপুরে ঘর॥
ইতি বাণের কবিতা সমাপ্ত হইল। পঠনার্থে শ্রীরামগোপাল দত্ত। ১২৬৪ সাল তারিখ ১০ ফাল্গুন। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৯০।)
বাণের কবিতা আর একখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দুখানিতে পরস্পর প্রায়ই মিল আছে। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৬০।)

৩১৯। বাল্যরসবিলাস। কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

আ। জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ বিলাস।
আত্মরূপে সঞ্চারিয়া করিব প্রকাশ॥
রাধিকার উতলতা বাড়ে দিনে দিনে।
কেমনে দেখিব কৃষ্ণ নন্দের ভবনে॥
ফতকালে উঠে রাধা উৎকণ্ঠিতা হআ।
ললিতারে কহে পূর্ব্বকথা বিচরিয়া॥
শে। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে করি আশ।
তিন খণ্ড বাল্যরস করিলা প্রকাশ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ করিলা প্রকাশতত্ত্ব।
শেষ পক্ষান্তরে ইহার জানিতে মহত্ত্ব॥
ইতি শ্রীবাল্যরসবিলাসগ্রন্থ সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীগদাধর পোদ্দার সন ১০৮২ সাল, তারিখ ২০ কার্ত্তিক। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫।)

৩২০। বাশিষ্ঠ রামায়ণ।

(যযাতি ও কুশীধ্বজের পালা।)
গ্রন্থকার লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আ। সূর্য্যবংশে যযাতি রাজা মহীখ্যাত।
যথাযোগ্য সহে রাজা নহুষের সুত॥

শে। দ্বিজ বলে বাছা শুন, প্রচুর হইল ধন,
সহায় হইলা নারায়ণ।
বল মুখে অবিশ্রাম, হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণীব্রাহ্মণ,
এক মন হয়ে শুনে, কুশধ্বজ উপাখ্যানে,
তার হয় বৈকুণ্ঠে গমন।
রোগ শোক দূরে যায়, যেবা রামনাম গায়,
বিরচিল শ্রীযুত লক্ষ্মণ॥

ইতি কুশধ্বজের পালা সমাপ্ত। সন ১২২২ সাল তারিখ ৯ আষাঢ়। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪০০।)

৩২১। বিদগ্ধ মাধব। যদুনন্দন।

আ। সুধানাং চান্দ্রীনামপি মধুরিমোদ-
ধানারাধাদি প্রলয়ঘনসারৈ সুরভিতা (?)।

* * * *

হেমবর্ণ ধরি হরি, জগতে করুণা করি,
অবতীর্ণ হৈলা কলিকালে।
উন্নত উজ্জ্বল রস, এই প্রেমভক্তি রস,
সে ভক্তি বিলায় ক্ষিতিতলে॥
বহুকাল অনুষ্ঠিত, যেই নিজ ভক্তিনীত,
প্রকাশিলা করুণা করিয়া।
শচীসুত গৌরচন্দ্র, সকল আনন্দ কর্ম্ম,
সদা স্ফূর্ত্তি হউক মোর হিয়া॥

শে। শ্রীরূপ পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া।
কৃষ্ণলীলা গান কৈলাম মন বুঝ হিয়া॥
শ্রীযুত প্রভু মোর আচার্য্য ঠাকুর।
গৌড়ে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের প্রথম অঙ্কুর॥
রাধাকৃষ্ণ বর দিল তাহার নন্দিনী।
শ্রীল শ্রীহেমলতা নামা ঠাকুঁরাণী॥
তিহো পদধূলি দিলা আমার মস্তকে।
সেই সে ভরসা আমার হয়েছে অধিকে॥
ঠাকুর বৈষ্ণব পদে করি পরনাম।
দোষ না লইবে প্রভু মাগো এই দাম॥
রাধাকৃষ্ণ লীলারস কদম্ব আখ্যান।
গায় দীন হীন যদুনন্দনাভিধান॥

ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধবে গৌরীতীর্থবিলাস নাম সপ্তমোঽঙ্কঃ। পূর্ণমিদং বিদগ্ধমাধব নাটকমিতি গ্রন্থমিদং শ্রীচৈতন্য দাস। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৯৩০।)

৩২২। বিষ্ণুপদতীর্থমালা। শঙ্করাচার্য্য।

আ। (গোড়ার ৪ পাত পুঁথি নাই। ৫ পাতায়)
হেন কালে বলিরাজা যজ্ঞ আরম্ভ করিল।
যজ্ঞ শেষে মহারাজা কল্পতরু হইল॥

শে। এইত কহিলাও গঙ্গার আদি অন্ত কথা।
ইহার শ্রবণে পাপ ঘুচএ সর্ব্বথা॥
এই কথা এক মনে শুনে যেই জন।
অবশ্য হইব তার সর্গ গমন॥
প্রাতঃকালে উঠি যেবা করএ শ্রবণ।
অন্তকালে পাএ সেই গঙ্গা নারায়ণ॥
সরস্বতী পাদপদ্মে করিয়া ধেয়ান।
বিষ্ণুপদ-তীর্থমালা করিএ রচন॥
ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিত।

বিষয়। বিষ্ণুর দশাবতার বর্ণনা এবং ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গানয়ন।
(আনুমানিক শ্লোকসংখ্যা ১৭৫।)
বিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত।

৩২৩। বীররত্নাবলী। গতিগোবিন্দ।

আ। শারদবিধূজ্জলামিত্যাদি।
জয় জয় গৌরচন্দ্র সর্ব্বগুণবান্।
মু পতিতে কর দয়া লভিলাঙ্ শরণ॥

* * * *

শুন শুন ভক্তগণ এক মন আশে।
খণ্ডিব সকল দুঃখ ভাসিব প্রেমরসে॥
ধন্য ধন্য গৌরচন্দ্র করুণাময় অবতার।
পাষণ্ড পামর যত করিল নিস্তার॥
তার পর পাপী কত অবশিষ্ট ছিল।
তথি লাগি গোরাবীর অবতার হৈল॥

শে। মহাপ্রভু বীরচন্দ্র অমূল্য পদদ্বন্দ্বে।
বীর রত্নাবলীগ্রন্থ কহে এ গতিগোবিন্দে॥

ইতি বীররত্নাবলী গ্রন্থ সম্পূর্ণ। (শ্লোক-সংখ্যা প্রায় ১৬০।)

৩২৪। বীররত্নাবলী। গতিগোবিন্দ।

আ। শ্রীবৃন্দাবন পাসরিতে নারেন মাধবে।
বনাল নবীন কুঞ্জ বৃন্দাবন ভাবে॥
তাহাতে বসিল কৃষ্ণ উদ্ধব সহিতে।
ভাবিতে লাগিলা গোপী সভার হিতে॥
গোকুলে গোপিনী সঙ্গে যত কৈলাঙ্ লীলা॥
সে সব স্বঙরি কৃষ্ণ অবশ হইলা॥

শে। মহাপ্রভু বীরচন্দ্র অমূল্য পদদ্বন্দ্বে।
বীররত্নাবলী কহে এ গতিগোবিন্দে॥

ইতি বীররত্নাবলী গ্রন্থ সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীশ্রীচন্দ্র কোঙার। সন তারিখ নাই। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫।)

৩২৫। বৈষ্ণববন্দনা। দৈবকীনন্দন দাস।

আ। বন্দো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়।
সর্ব্বাবতার সম্ভক্ত সর্ব্বভক্ত জনাশ্রয়॥
প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ধন গোরাচাঁদ।
ভুবন পাবন গোরা দিল প্রেমফাঁদ॥

* * * *

বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন্ জন হঙ্ শিশু অল্প মতি॥

শে। যতনে ভাবিহ ভাই বৈষ্ণব গোসাঞি।
কলিভার তরাইতে আর কেহ নাই॥
দেবের দুর্ল্লভ এই প্রেমভক্তি লভে।
দৈবকীনন্দনে বলে এহি সত্যে লভে॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থ সম্পূর্ণ। পাঠক শ্রীভোলানাথ দাস সাং সোপুরা। সন ১২০২ সাল তারিখ ২৪ চৈত্র, রোজ রবিবার এক প্রহরের সময়। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৬০।)

৩২৬। বৈষ্ণববিধান। বলরাম দাস।

আ। বৈষ্ণব বৈষ্ণব প্রভু করুণার সিন্ধু।
ইহলোক পরলোক দুই লোকের বন্ধু॥
বৈষ্ণব গোসাঞির মোর অপার মহিমা।
আপনি না পারে প্রভু যার দিতে সীমা॥

শে। বলরাম দাস কহে এতেক বিচার।
বিষয়ীর ঘরে জন্ম নহে যেন আর॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণববিধান গ্রন্থ সম্পূর্ণন্তবতি। ১১৫০ সন। (শ্লোকসংখ্যা ৪০।)

৩২৭। ব্রজতত্ত্বনিবর্ত্ত।

আ। যাবতানুরাধিকাদেহমিত্যাদি।
জয় রাধা জয় রাধা পূর্ব্ব শিক্ষার বিলাস।
তুমি পূর্ব্ব গুরু হয় শিক্ষার প্রকাশ॥
পূর্ব্ব হইতে পরে যত অবিধি লক্ষণ।
চারি যুগ হইতে যেই শিক্ষার লক্ষণ॥

ম। শ্রীমতী বুঝি তোমার মন যাতে।
পূর্ব্ব কথা শুনিলে দেহ না বাঁচে সাক্ষাতে॥
এরূপ কহেন ব্রজতত্ত্ব অভিলাষ।
রাধাগুরু কৃষ্ণশিক্ষা প্রেমের প্রকাশ॥

শে। শ্রীরূপ রাধিকা বাক্যে ব্রজতত্ত্ব কৈলা।
শ্রীমতীর অঙ্গে রূপ মিশিয়া রহিলা॥

ইতি ব্রজতত্ত্বনিবর্ত্ত সম্পূর্ণ। ইতি সন ১০৮২ সাল তাং ৩ কার্ত্তিক। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫০।) গ্রন্থকারের নাম নাই।

৩২৮। শিবরামের যুদ্ধ। লক্ষ্মণ।

আ। সীতার শোকেতে রামচন্দ্র পড়ে ভুঞে।
অশ্রুজলে লক্ষ্মণের বাক্য নাহি মুঞে॥
ধারা বহি পড়ে জল ভিজিল বাকল।
একা বনে বসি কান্দে ভকতবৎসল॥

ভ। শিবরামে দেখি গিয়ে চলহ পার্ব্বতি।
শ্রীযুত লক্ষ্মণ ভণে চল শীঘ্রগতি॥

শে। বিদায় হইলেন তবে শঙ্কর পার্ব্বতী।
নিজ স্থানে কৈলাসে গেলেন শীঘ্রগতি॥
এত দূরে শিবরামের যুদ্ধ সমাপন।
বশিষ্ঠের মত ভণে শ্রীযুত লক্ষ্মণ॥

ইতি সন ১২৪৯ সাল, তারিখ ২২ আশ্বিন শুক্রবার বেলা দেড় প্রহরের সময়। লিখিতং শ্রীবিপ্রচরণ সরকার পঃ বারহাজারী তরফ বাল্সী মৌজে মহেশনন্দী।

৩২৯। শিবায়ন। রামকৃষ্ণদাস কবিচন্দ্র।

আ। (প্রথম তিন পাত নাই। চারি পাত হইতে)
মিত্র বন্দো ভদ্রা বন্দো কালিন্দী লক্ষণা।
ষোল সহস্র * শত বন্দিনু অঙ্গনা॥
করপুট বসিয়া ভকতিযুক্ত চিতে।
মথুরায় বন্দো রাম রেবতী সহিতে॥
* * * *
মেনকা বলেন মাগো কি বলিব আমি।
সপ্তঋষির বচনে ভুলিল মোর স্বামী॥
শ্রীগুরুবে নমঃ।
নারদের নাটকি সকল আমি জানি।
হেটে গাছ কাটিয়া উপরে ঢালে পানি॥

মধ্য ও ভ। আগু ভাল কৈলে যত জামাতা দুহিতা।
কি কারণে ইথে মোরে করিলে বঞ্চিতা॥
ভৃগু আদি আছেন যতেক ব্রহ্মঋষি।
বল দেখি সভে আমি কোন্ দোষে দুষী॥
সর্ব্বথা জানিল পিতা আমারে নির্ম্মহ।
গদ গদ বাক্যে সতী চক্ষে পড়ে লোহ॥
দক্ষ বলে মাতা তুমি না কর রোদন।
কহি শুন যেহেতু না কৈল নিমন্ত্রণ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় কাশীখণ্ড মতে।
সদা চিত্ত রহুক মোর হরের পদেতে॥

প। নিখিল যাদববংশ, সকলি বিষ্ণুর অংশ,
গদ শাম্ব সাত্যকি সারণ॥
কায়স্থ কাশ্যপগোত্র, যশশ্চন্দ্রের পৌত্র,
কবিচন্দ্র রচিল সঙ্গীত।
নানা পুরাণের কথা, প্রবন্ধে গিয়াছে গাঁথা,
শুনিলে সভার হয় প্রীত॥

শে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বন্দ শ্রীরাধার তনু।
আপনি বাঞ্ছেন কৃষ্ণ যার পদরেণু॥
বর্ণনা হৈল সায় সর্ব্বে বল হরি।
ভবার্ণবে লহ তারি কর্ণধার করি॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের কৃপায়।
* * * *
পুরবে শুনেছি যত, সেই সব ভাবি কত,
কাল তনু ইবে হল সারা।
বাসুদেব ঘোষে কয়, এ কথা অন্যথা নয়,
সেই বটে গোপীমনচোরা॥
ইতি সন ১০৯১ সাল তারিখ ১১ শ্রাবণ।
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৭৭৫০।)

৩৩০। শুদ্ধরতিকারিকা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

আ। ক্লীঁ শ্রীঁরূপে শক্তিসঞ্চারণশীলং।
রাধাতন্ত্র শ্রীরূপেণ রাধিকা অংশে নম নম॥
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকুণ্ড স্থানে।
শ্রীরূপের শক্তিসঞ্চার কেহ নাহি জানে॥

শে। জয় জয় শ্রীরূপ তোমার মুখের বর্ণনে।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ মন হরি সেখানে॥
এই গ্রন্থ মূল শ্রীরূপ গোসাঞি।
গোপনে রাখিহ ভাব উজ্জ্বলেতে পাই॥
শুদ্ধরতিকারিকা সম্পূর্ণ। ইতি সন ১২৪৭ সাল আষাঢ় ১৩ রোজ।

বিষয়। রাগানুগা ভক্তিসাধন।
(শ্লোকসংখ্যা ১০০। পুথি ২ খানা।)

৩৩১। শ্যামানন্দপ্রকাশ। কৃষ্ণদাস।

আ। আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ ইত্যাদি।
শ্রীগৌরদাস পণ্ডিত ঠাকুর হইতে।
শ্রীশ্যামানন্দে কৃপা হইল ব্রজেতে॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির বৈরাগ্য জানিলা।
ব্রজে বাস আশা গুরুপদে প্রণমিলা॥
* ও * *
শ্রীজীবের চরণপদ্ম করেন স্মরণে।
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা শুনে অনুক্ষণে॥
শুনিতে শুনিতে নিত্য রাগাশ্রয় হৈলা।
অচেতন হই কুঞ্জে পড়িয়া রহিল॥

শে। শ্রীরাধামোহন প্রভু প্রেমভক্তিদাতা।
তাঁহার চরণে মুঞি বেচিয়াছ মাথা॥
তাঁর পাদপদ্ম দুই হৃদে করি আশ।
শ্যামানন্দপ্রকাশ কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশ গ্রন্থ সম্পূর্ণ। সন ১২৫৩ সাল ১৬ ভাদ্র। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৬২০।)

৩৩২। কৃষ্ণমঙ্গল। অভিরাম দাস।

আ। (নাই। ২৫ পাতায় আছে)
শুকদেব ভাবি চিত্তে, কহে রাজা পরীক্ষিতে
শুনহ তাহার * * * ।
কালকূট মাখি স্তনে, কৃষ্ণ বধিবার মনে,
গোকুলে করিল আগুসার ॥

শে। (নাই। ৯১ পাতায় আছে)
কালিয়দমন যেবা শুনে এক মনে।
পুত্র পরিবার ধন বাড়ে দিনে দিনে ॥
অন্তকালে অবশ্য পাইবে স্বর্গ স্থান।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-গীত অভিরাম গান ॥

ভ। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত অভিরাম ভণি।...
অভিরাম দাস মাগে চরণ দুখানি ॥...
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গাথা, অমৃত সমান কথা,
বিরচিলা অভিরাম দাস ॥
(শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ২০০০।)

৩৩৩। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। জীবন।

(দারিদ্রভঞ্জনপালা।)

আ। শুন শুন ওরে ভাই হয়ে এক চিত।
শুকদেব কহে কথা শুনে পরীক্ষিত ॥

শে। দারিদ্রভঞ্জন কথা যেবা শুনে কাণে।
অবশ্য করিব কৃপা লক্ষ্মীনারায়ণে ॥
শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল দ্বিজ জীবনেতে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হল সায় ॥
লিখিতং শ্রীশিবচরণ দাস। ১০৪৮ সাল তারিখ ১১ বৈশাখ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০।)

৩৩৪। শ্রীকৃষ্ণবিজয়। গুণরাজ খান্।

আ। প্রণমহ নারায়ণ অনাদি নিধন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহার কারণ ॥
এক ভাবে বন্দ হরি করি যোড় হাত।
বসুদেবসুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দ স্থিতি সংহার।
গণপতি প্রণমহ বিঘ্ন করতার ॥
সব দেবগণের সে বন্দিয়া চরণ।
কৃষ্ণের চরিত্র কিছু করি যে রচন ॥

* * * *

ত্রিভুবনেশ্বরী দেবী জগত জননী।
প্রকৃতিস্বরূপা দেবী সৃষ্টির পালনী ॥
যাঁর পদ সেবি ইন্দ্র জগতের রাজা।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে করে যাঁর পূজা ॥
শুম্ভ আদি দৈত্যের সে করিয়া নিধন।
দেবলোক রক্ষা কৈল চরাচরগণ ॥
তাঁহার প্রসাদে মোর হৈল আচম্বিত।
* * * কৃষ্ণের চরিত ॥
গোসাঞির জন্ম কর্ম্ম কে করিতে পারে।
লোকহিত কারণে যতেক অবতারে ॥
আকাশের তারা যদি একে একে গণি।
সমুদ্রের জল যদি ঘটে পরমাণী ॥
পৃথিবীর রেণু যদি করিয়ে গণন।
তবুত বলিতে নারি কৃষ্ণের করণ ॥
সংসার সাগর যদি করিতে তারণ।
ভাগবত অবতরি হিতের কারণ ॥

ম। রতির করুণা দেখি শিব দিল বরে।
কৃষ্ণের ঔরসে জন্ম রুক্মিণী উদরে ॥
মহাদেব শাপে কাম তেজিল জীবন।
কৃষ্ণের সদনে পুন লভিল জনম ॥
প্রদ্যুম্ন তাহার নাম রুক্মিণীর তনয়া।
সভাকার প্রাণহিতে গুণের নিলয়া ॥
তাহাকে দেখিয়া আমি সব পাসরিল।
ইন্দ্রের সভায় তেন রূপ না দেখিল ॥

শে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় পুথি থাকে যার ঘরে।
অকালে মরণ তার নহে কোন কালে ॥
অগ্নি পাণি সর্পাঘাত আর বজ্রাঘাতে।
যার ঘরে থাকে পুথি না পারে তাহাতে ॥
শুন শুন ওহে নর বলি বারেবারে।
গোবিন্দচরণ বিনু গতি নাহি আরে ॥
এই পুথি যেই জন লিখিয়া রাখে ঘরে।
ধনধান্যে পুত্রপৌত্রে সেই নর বাড়ে ॥
সকল সম্পদ দেন দেব নারায়ণ।
জন্মে জন্মে হয় তার নারায়ণে মন ॥
কলিকালে ইহা বই ধন নাহি আর।
ইহার শ্রবণে এ ভবসংসার হয় পার ॥
দুস্তর সাগর সিন্ধু বড় ঘোরতর।
কলিকালে হরিনাম সভাকার পর ॥

হরিনাম প্রেমরস শমন দমন।
কলিকালে শুনিবে ভাই হরিসংকীর্ত্তন॥
সংকীর্ত্তন মাঝে ভাই দিও গড়াগড়ি।
কলিকালে সংকীর্ত্তনপথে মন কর দড়ি॥
শুন শুন অহে ভাই শুন অবধানে।
গোবিন্দবিজয় পুথি সাঙ্গ গুণরাজ ভণে॥

পুস্তক শ্রীকার্ত্তিকমণ্ডল। পঠনার্থে শ্রীঅযোধ্যারাম তথা শ্রীশ্রীলক্ষ্মণ দে স্বাক্ষরমিদং তুলারাম দে অস্য স্থিতি বাগপুষ্করিণী গ্রামে। ইতি সন ১০১৩ সাল তারিখ ২৩ চৈত্র বেলা এক প্রহর হইতে পুস্তক লিখন সমাপ্ত হইল। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫২০০।)

৩৩৫। শ্রীকৃষ্ণবিজয়। গুণরাজ খান্।

আ। নারায়ণং নমস্কৃতং নরঞ্চৈব নরোত্তমেত্যাদি।
প্রণমহ নারায়ণ অনাদিনিধন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহার কারণ॥

* * * *

ক্ষিতি মধ্যে পুরী থান অতি অনুপম।
মধুপুরী নরপতি উগ্রসেন নাম॥
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা বিদিত ভুবনে।
হরিনাম ছাড়ি তার অন্য নাহি মনে॥

ভ। অহর্নিশি গোপী সব তোমা চিন্তে মনে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় গুণরাজ খান্ ভণে॥

শে। গুরুগর্ব্বিত কোন নারী না মানিব।
শাশুড়ী লঙ্ঘিয়া বধূ গৃহিণী হইব॥
এক বটক বৃদ্ধকে বনাহনি (?)।
এক বট দান কৈলে শতেক বাখানি॥
ক্রিয়া ব্যয় লোক করিবনা স্থলে।
কপটে ব্যবসিব লোক নহিব নির্ম্মলে॥

পঠনার্থে শ্রীবিশ্বনাথ বিট্ সাং জামকুণ্ডি। সন ১২৪৮ সাল তারিখ ২৫ মাঘ। সন ১২৫৪ সালের ২৯ শ্রাবণ তারিখে আমি এই পুস্তক শ্রীক্ষেত্রমোহন গুঁইকে বিক্রী করিলাম। প্রমাণ শ্রীরাম দাস ইতি। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫৫০০।)

৩৩৬। শ্রীকৃষ্ণবিজয় (তালভক্ষণ)। নন্দরাম ঘোষ।

আ। প্রভাতে হইল আল্য যত শিষ্যগণ।
রামকানু সঙ্গে লঞা আনন্দিত মন॥
শিঙ্গা বেণু স্বরে সভে হরষিত হয়া।
পরম কৌতুকে নাচে নন্দদুলালিয়া॥

শে। নন্দরাম ঘোষ বলে গোবিন্দ চরণে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় তালভক্ষণ শুন এক মনে॥

ইতি সন ১২১২ সাল তাং ২৫ ফাল্গুন, গুরুবার তিথি সপ্তমী। লিখিতং শ্রীবৃন্দাবন দুবে পঠনার্থে শ্রীমদনমণ্ডল। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৮০।)

৩৩৭। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল। ঘনরাম।

(ফলানির্ম্মাণ পালা।)

আ। নত হয়ে লাউসেন পিতা প্রতি কন।
কালি কত সাক্ষাতে করেছি নিবেদন॥

শে। অতঃপর দুইভাই বিরলে যুক্তি করে।
অবিলম্বে চল দাদা গৌড় সহরে॥
মল্লের নিধন পাত্র পাইল বারতা।
হতাশ ভাবিয়া পাত্র করে হেঁট মাথা॥
এত দূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গলগীত দ্বিজ ঘনরাম গায়॥

ইতি ফলানির্ম্মাণ পালা সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৮০।)

৩৩৮। সংগৃহীত-সুধাসার। নীলাম্বর দাস।

আ। সংগৃহীতং সুধাসারং সাধকানন্দবর্দ্ধনং।
রাধাকৃষ্ণপদাম্ভোজে প্রণম্য রচয়াম্যহং॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অবিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তিন মহাধন॥

শে। অন্যের কা কথা আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করে প্রেমরস আস্বাদন॥

* * * *

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত করিয়া উদ্ধার।
সংক্ষেপে রচিল গ্রন্থ সংগৃহীতসুধাসার॥

* * * *

তিন লীলার নানা পরিচ্ছেদ করিয়া সন্ধান।
সংগ্রহ করিলা মুঞি অতি গুহ্য জ্ঞান॥
শ্যামদাস আচার্য্যবংশ নীলাম্বর দাস।
সংগৃহীতসুধাসার করিল প্রকাশ॥

ইতি সংগৃহীতসুধাসারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সারোদ্ধারে সাধনধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানরহস্য সম্পূর্ণ। (শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ১৭৫।)

৩৩৯। সনাতনগোস্বামীর সূচক।

রাধাবল্লভ।

আ। শ্রীরূপের বড়ভাই, সনাতন গোসাঞি,
বাদসার উজীর হৈয়া ছিল।
শ্রীরূপের পত্র পাইয়া, বন্দী হইতে পলাইয়া,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিল॥
শে। সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় শয়ন তায়,
কণ্টকেত বিদ্ধ হয় পাশ।
কহে রাধাবল্লভ দাস, মনে এই অভিলাষ,
কত দিনে হব তার দাস॥

ইতি শ্রীসনাতনগোস্বামীর সূচক সমাপ্ত। সন ১২৭৬ সাল তাং ১৮ ভাদ্র। মোকাম সোগুনা ৺তুলাল সাহা মহাশয়ের বাটী, শ্রীযুত বাবু হরিনাথ সাহা, আদর্শ পাঠক শ্রীকাঙ্গালিচরণ দাস সাং নারায়ণপুর, জেলা বর্দ্ধমান, চৌকী বামুনআড়া, থানা সাহেবগঞ্জ। ইতি।

৩৪০। সত্যনারায়ণ। রামেশ্বর।

(১ম পাত নাই। ২৫ পাতে সম্পূর্ণ।)

আ। ত্রৈলোক্যতারিণী বন্দো তুলসীসুন্দরী।
গোকুল প্রভৃতি বন্দো চতুর্দ্দশপুরী॥

* * * *

পরে সত্যপীর বন্দো বলে দ্বিজ রাম।
সাকিম বরদাবাটী যতুপুর গ্রাম॥
জয় জয় সত্যপীর, সনাতন দস্তগীর,
দেবদেব জগতের নাথ।
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি * * সত্য,
তোমার চরণে প্রণিপাত॥
শে। ব্রাহ্মণেরে করাইবে পুস্তক পঠন।
তাহার দক্ষিণা দিবে কড়ি সওয়াপণ॥
গ্রন্থ সাঙ্গ হৈল বিরচিল দ্বিজরাম।
সভে হরি হরি বলি করহ প্রণাম॥

ইতি সন ১১১২ সাল, ২৫ শ্রাবণ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫০০।)

৩৪১। সত্যপীরের পুঁথি।

আ। করযোড় করিয়া বন্দিব গজাননে।
পানিপুটে বন্দিব পার্ব্বতী পঞ্চাননে॥
প্রণমহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর সীতা।
সপ্তমাতা বন্দিয়া বন্দিব পঞ্চপিতা॥
শিক্ষা দীক্ষা গুরুর চরণ বন্দি মাথে।
ইন্দ্র চন্দ্র অরুণ বরুণ যোড় হাতে॥
সত্যপীর সাহেবে সেলামত শত শত।
জগজনে জাহির যাহার কেরামত॥
বিষ্ণুশর্ম্মা ব্রাহ্মণ বিতুর বন্দি পুন।
দ্বিজবর দারিদ্র দুঃখের কথা শুন॥
শে। যার যেই মনের বাসনা যতদূর।
সভাকার বাসনা সিদ্ধ করুন ঠাকুর॥
পীর পদপঙ্কজে ফকিররামে ভণে।
শ্রীগুরু পীরিতে হরি বল সর্ব্বজনে॥

ইতি পীরের পুস্তক সমাপ্ত। এ পুস্তক কিস্মত দিক্ষি গ্রামের শ্রীগোকুলদেব। সন১২০৯ সাল তারিখ ১৫ ফাল্গুন। (শ্লোকসংখ্যা ৬০০।)

৩৪২। সহজতত্ত্ব। রাধাবল্লভ দাস।

আ। চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌর ভগবান।
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বজীবপ্রাণ।

* * * *

গুরুজাতীয় বস্তু কিছু শুন ভক্তগণ।
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ সাধক লক্ষণ॥
শে। বিদ্যাবলে স্বয়ং রাধা রাধিকার গুরু।
রাধা রাধিকা নাম প্রেমকল্পতরু॥
ভ। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
সহজতত্ত্ব কহেন শ্রীরাধাবল্লভ দাস॥

ইতি সহজতত্ত্ব সম্পূর্ণ। ১২৩০ সাল তাং ২ আষাঢ়। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০।)

৩৪৩। সহজতত্ত্ব।

আ। বর্ত্তমান আরতি পিরীতি রস সেবে।
নিরন্তর পর রস পিরীতির লোভে॥
দুই এক বুদ্ধি হয় দুঁহা বিদ্যমান।
দুঁহে জানে দৌহাকার মরম গেয়ান॥
দুঁহে রসে বিদগধ রূপে গুণে সমা।
তবে সে উপজে সহজ ভক্তিরস প্রেমা॥
শে। বৈদ্যরূপে গুরু মোরে দরশন দিয়া।
ধর্ম্ম জানাইল মোরে আপন করিয়া॥

* * * *

যে কর্ম্ম করি যে আমি সেই জ্ঞানবলে।
সে চরণ হৈতে যেন মন নাহি চলে॥

সঙ্কট ঘটিলেই কি * * চাহ নাই।
চড়ি মন-তুরঙ্গপর * * * নাই॥
(পুথি খণ্ডিত ১ পৃষ্ঠায় শ্লোক ৪০টী। বিষ্ণুপুরে সংগৃহীত।)
বিষয়—পরকিয়াপ্রেমে কিভাবে প্রীতিবন্ধন করিলে স্বর্গলাভ হয় তদুপদেশ।

৩৪৪। সহজতত্ত্ব। রাধাবল্লভ দাস।

আ। (নাই। ২ পাতায় আছে)
আলম্বন রাধাকৃষ্ণের পীরিতি। ভাব প্রেম যেই রস সেই হয়। উদ্দীপন রাধাকৃষ্ণের সেবা। কেমন, সম্ভোগাদি। সম্ভোগাদি কেমন শয্যারচনা। স্থানাদি, স্থানাদি কেমন এবং সম্ভোগ পাঁচ কিম্ প্রকার হয়; ভাবশৃঙ্গার১, প্রেমশৃঙ্গার২, ভাব-উচ্ছ্বাস শৃঙ্গার৩, মধুর শৃঙ্গার৪ রতিশৃঙ্গার৫।
মধ্য। ঈশ্বরের নিত্যলীলা কিরূপ হয়।
মানুষের নিত্যলীলা যোগমায়ার দ্বারে হয়।
শে। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে করি আশ।
সহজতত্ত্ব কহেন শ্রীরাধাবল্লভ দাস॥
সহজতত্ত্ব সমাপ্ত। যথাদৃষ্টমিত্যাদি। সন ১১৯৫ সাল তারিখ ৩ বৈশাখ। লিখিতং শ্রীদুলাল দাস * * *।

৩৪৫। সাধন লক্ষণ।

আ। জয় জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বজীবের প্রাণ।
* * কৃপা কর লভিলাঙ স্মরণ॥
মধ্য। প্রবর্ত্ত দেহেতে আশ্রয় আলম্বন উদ্দীপন কাকে বলি। আশ্রয় গুরু-পাদপদ্ম, আলম্বন সাধুসঙ্গ আর রাধা-কৃষ্ণে ভাব। প্রেম আলাপন উদ্দীপন কথা। ব্রজ অনুসারে স্মরণ ধ্যানাদি সেবা। কায়মনোবাক্যে ইহা করিলে প্রবর্ত্তক দেহেতে সাধক হয়। * *
শে। (নাই। ১০ পাতায়)
রসিক হইয়া রস করে আস্বাদন।
শ্রীগুরু কৃপাতে পায় সেই সব ধন॥
বিষয়। ব্রজ অনুসারে সেবাস্মরণ, নবধা, দ্বাদশাঙ্গা প্রভৃতি ভক্তি লক্ষণ ও সাধন, সহজ প্রেম, সহজ ভাব বর্ণনা, চৌদ্দ আনা ও যোল আনা মানুষ কথন।

৩৪৬। সারাৎসারকারিকা। মুকুন্দ দাস।

আ। অজ্ঞানেত্যাদি।
এক দিন দুর্গা শিব একত্রে বসিয়া।
আনন্দে বিভোল দুহে মগন হইয়া॥
শিব কহে শুন দেবী আমার বচন।
না কর প্রপঞ্চ মোরে কহিবে কারণ॥
রাধাকৃষ্ণলীলা রস অতি গূঢ়তর।
সেই তত্ত্ব কহ দেখি আমার গোচর॥
শে। আদ্য সারাৎসার কথা বড়ই মধুর।
শ্রীমুকুন্দ দাস কহে শুন ভক্ত শূর॥
ইতি সারাৎসারকারিকা সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীজগমোহন দাস দাস। পাঠক শ্রীআনন্দ কর সাং শুভ্র রাধামোহনপুর। সন ১২৫২ তারিখ ২২ আষাঢ় রোজ শনিবার।
(শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ১৫০।)
বিষয়। হরপার্ব্বতীসম্বাদে কৃষ্ণের স্বরূপ, বলরামের স্বরূপ, রসভেদ, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি।

৩৪৭। সিদ্ধিনাম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

আ। জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রোতাগণ শুন হইয়া উল্লাস।
সব ভক্ত গৌর সঙ্গে হইলা প্রকাশ॥
সভাকার পূর্ব্ব নাম কহি শুন সাবধানে।
সখা সখী পিতা মাতা আর ভক্তগণে॥
শে। এহিত কহিল সব যূথের নিরূপণ।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের মন রহু অনুক্ষণ॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত সিদ্ধি-নাম সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীপ্রতাপনারায়ণ দত্তস্য সাং পরা। পাঠক শ্রীভোলানাথ দাস সাং সোপুরা। শকাব্দা ১৭১৮। সন ১২০৩ সাল তারিখ ১৩ আশ্বিন সোমবার তিথি দশমী। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩৮০।)

৩৪৮। সুদামচরিত্র। বিপ্র পরশুরাম।

আ। কৃষ্ণকথা কহে মুখে ব্যাসের তনয়।
এক চিত্তে শুনে পরীক্ষিত মহাশয়॥

মুনি বোলে ক্ষুধা উদি লাগয়ে তোমারে।
ফলমূল দুগ্ধ কিছু করহ আহারে ॥
রাজা বোলে মুনিগোসাঞি কর অবধান।
ক্ষুধায়ে করিবে কি বল কৃষ্ণনাম ॥

* * * *

শুন শুন পরীক্ষিত হঞা এক মন।
ছিলেন কৃষ্ণের সখা বিপ্র একজন ॥
সুদাম তাহার নাম জগত বিদিত।
সর্ব্বশাস্ত্র জানে তেহ বিচারে পণ্ডিত ॥

শে। নানা ভোগ ভুঞ্জি বিপ্র সেহত নগরে।
অন্তকালে স্বর্গে গেলা গোবিন্দ গোচরে ॥
* * কৃষ্ণের লীলা শুনহ সংসার।
বিপ্র পরশুরামে গায় কৃষ্ণ অবতার ॥

ইতি মঙ্গলবারের এক প্রহর বেলা থাকিতে সুদামচরিত্র পুস্তক সমাপ্ত হইল। ইতি সন ১২৩২ সাল তারিখ ১৯ মাঘ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০।)

৩৪৯। স্মরণ-মঙ্গল। নরোত্তম দাস।

আ। কৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতার।
আপনার গুণে সব জীব কৈল পার ॥

শে। শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আশ।
স্মরণ-মঙ্গল কহে নরোত্তম দাস ॥

ইতি স্মরণ-মঙ্গল গ্রন্থ সম্পূর্ণ। শ্রীরামকান্ত দত্ত সাং ডিঙ্গাল পরগণে বারহাজারী তরফ কোতলপুর।

(শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ২৭৫। ইহার প্রথম পৃষ্ঠার বহির্ভাগে এই ঠিকানাটি আছে—শ্রীবিহারীলাল কুণ্ডু সাং কাঁটাগড়, ভগলদিঘী।)
বিষয়। অষ্ট প্রহরীয় রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা।

৩৫০। স্মরণ-মঙ্গল। নরোত্তম দাস।

আ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্যেত্যাদি।
প্রথমে বন্দিব আমি গুরুর চরণ।
যাঁহার কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥

* * * *

শ্রীবৃন্দাবন বন্দো সানন্দিত মনে।
যাহা আশ করো মুক্তি জীবনে মরণে ॥
যোগমায়া বন্দো ভগবতী পৌর্ণমাসী।
ব্রজের পূজিত তিহো সর্ব্বগুণ রাশি ॥

যুগল কিশোর লীলা যত ইতি হয়।
তাহার ঘটনা সেই জানিহ নিশ্চয় ॥
তাহার দুই শিষ্য আছে নামে বীরা বৃন্দা।
বীরা ব্রজে রহে বৃন্দাবনে রহে বৃন্দা ॥

শে। শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যানে।
সূত্ররূপে কহিল অমৃত আখ্যানে ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী চরণপদ্ম সবে করি আশ।
স্মরণমঙ্গল কহে নরোত্তম দাস ॥

ইতি অষ্টকাল সেবা সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীনন্দকিশোর গ্রহবিপ্র। শকাব্দা ১৭১৮, তাং ১ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।)

৩৫১। স্মরণদর্পণ। রামচন্দ্র দাস।

আ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেত্যাদি। অজ্ঞানেত্যাদি।
প্রথমে বন্দিব গুরু, বাঞ্ছাকল্পতরু
কৃষ্ণপ্রাপ্তির যেহো মূল।
অজ্ঞান তিমির নাশ, চিত্ত কৈল পরকাশ,
বন্দ সেহ চরণ অতুল ॥

শে। কেহ না করিহ রোষ, ক্ষমিহ সকল দোষ,
যেন কহে বালকের ভাষ।
শুনরে রসিক ভাই স্মরণদর্পণ এই
যে কহিল রামচন্দ্র দাস ॥

(শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ১০০। সমস্তটা ত্রিপদীতে লিখিত।)
বিষয়। রাধাগণ-বর্ণনা।

৩৫২। স্মরণদর্পণ। রামচন্দ্র দাস।

আ। দিনে দিনে বাড়ে প্রেম, যেন নিরমল হেম,
রাধাকৃষ্ণ চরণ সেবায়।
লীলাকথা করি গান, দুহু পদ করি ধ্যান,
ইহা বিনা আর নাহি চায় ॥

শে। এই রাধাবল্লভ দাসে, মনে করি অভিলাষে,
কত দিনে হব তাঁর দাস।
শুনরে সাধক ভাই, স্মরণদর্পণ এই,
যে কহিল রামচন্দ্র দাস ॥
(৩—৫ পাত পর্য্যন্ত।)

ইতি স্মরণদর্পণ পুস্তক সমাপ্ত। ১১৩২ সাল। মাহ চৈত্র তারিখ ২০ রোজ শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৮০।

৩৫৩। স্বরূপবর্ণন। কৃষ্ণদাস।

আ। জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ শুন মন দিঞা।
গৌরচন্দ্র অবতার হৈল যে লাগিঞা ॥

শে। শ্রীরূপের আজ্ঞা আনি রাধাকৃষ্ণ লীলা।
সুখে গৌড়দেশী লোক তাহা আচরিলা ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
স্বরূপ বর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণদাস ॥

৩৫৪। স্বরূপবর্ণন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

আ। অথ স্বরূপনির্ণয়ঃ।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥

*　　*　　*　　*

জয় জগন্নাথ মিশ্র শচী ঠাকুরাণী।
আপনি শ্রীনন্দঘোষ তাহার গৃহিণী ॥
তবে কহি বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
রুক্মিণী সত্যভামারূপে জন্মিলা আপনি ॥

শে। এইত কহিল সব যুক্তি নিরূপণ।
কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিনয় বচন ॥
শ্রোতা সব দোষ মনে হবে কদাচন।
তোমা সভা হেতু এই করি লিখন ॥
কদাচিৎ ব্যতিক্রম নামভেদ হয়।
না লইবে দোষ মোর হইবে সদয় ॥

ইতি স্বরূপবর্ণন সম্পূর্ণ। ইতি সন ১১৬৪ সাল তারিখ ২২ শ্রাবণ। পুস্তক শ্রীহরিচরণ দাস মোদক। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫।)

৩৫৫। স্বরূপবর্ণন। শ্রীকৃষ্ণদাস।

আ। জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় শ্রোতাগণ শুন হয়ে এক মন।
গৌরচন্দ্র অবতার হইলা যে কারণ ॥
অদ্বৈত লীলানন্দ আর ভক্তগণ।
সভাই আইলা জীব করিতে তারণ ॥
কলিযুগ শাপে লোক হইয়া বিনাশ।
এই লাগি সঙ্গে সব হইলা প্রকাশ ॥
আপনি আইলা গৌর শুন তার কথা।
শুনিতে লাগয়ে সুখ লীলামৃত গাথা ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন ব্রজে হইলা অবতার।
পরমসুন্দরী রাধা সখিগণ আর ॥

শে। এক দিন নিবেদন করিনু তাহারে।
শ্রীরূপের কৃপা হইল তোমার উপরে ॥
তিন জনে কৃপা করো কিছু গ্রন্থ সার।
গৌড়ে লইয়া তাহা সভার করিব প্রচার ॥
তেঁহ কৃপা কৈল গ্রন্থ এই তিন জনে।
নমস্কারি গৌড়দেশ করিলা গমনে ॥
শ্রীরূপের আজ্ঞায় তারে রাধাকুণ্ড লীলা।
সুখে গৌড়বাসী লোক তাহা আচরিলা ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
স্বরূপবর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি স্বরূপবর্ণন গ্রন্থ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণ, সাং সানিঘাট, নিজ পুস্তক। ইতি ১২৪৬ সাল, তারিখ ১২ মাঘ। বারে সোমবার দিবা এক প্রহরে সম্পূর্ণ হইল। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০।)

[উপরোক্ত তিনখানি পুথি এক হইলেও বহু পাঠান্তর থাকায় উল্লেখ করা গেল।]

৩৫৬। হংসদূত। নরসিংহ দাস।

আ। প্রথমে বন্দিব মুঞি প্রভুর চরণ।
ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর যত দেবগণ ॥

*　　*　　*　　*

গোপীর বিরহ কথা না যায় কথন।
শ্লোকছন্দে দাসগোসাঞি করিলা চরণ ॥
সংস্কৃতে করিলা গ্রন্থ বুঝএ সুজনে।
মুর্খেহ ইহার কথা না জানে মরমে ॥

*　　*　　*　　*

কৃষ্ণের সংবাদ কিছু জানিতে না পারে।
সম্বাদ না পাঞা গোপী সদা মন ঝুরে ॥
হংসদূত করি পাঠাইলা অবশেষে।
কহিব তাহার কথা শুন সবিশেষে ॥

শে। প্রধানা গোপীর ভাব ভক্তির উজ্জ্বল।
শান্ত দাস্য সখ্য আর ভাব বাৎসল্য ॥
ইহাতে সকল হয় ভাবের গণন।
হংসদূত ইতিহাস দাস বিরচন ॥
ইতি শ্রীহংসদূত সম্পূর্ণ। যথা দৃষ্টমিত্যাদি।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পাদপদ্মে সদা আশ।
ইহ গ্রন্থ লিখিয়াছে ফুলকিশোর দাস ॥

সাকিম ধলভূম নিবাস খাতড়া। শক ১৭১২ সাল। মাহ পৌষ ৩ রোজ বুধবারে শুক্লপক্ষে তিন প্রহর বেলাতে গ্রন্থ লেখা সম্পূর্ণ হইল।

ভ। (১) নরসিংহ দাস কহে শুন জগজ্জন।
(২) হংসদূত সম ভাষা নরসিংহ গান॥
(৩) ললিতা কহে কারণ শুন ভাই সর্ব্বজন
নরসিংহ দাস বিরচন।

মন্তব্য। এই পুথির আরও দুইখানি প্রতিলিপি আছে। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪০০।)

৩৫৭। হরপার্ব্বতীর কন্দল।

ভারতচন্দ্র।

আ। অথ হরপার্ব্বতীর কন্দল পালা লিখ্যতে।
হরগৌরী দুজনার কন্দল শুন সবে।
গৃহস্থালী মতে দ্বন্দ্ব হয় শিবাভবে॥
শঙ্করী বলেন শুন শুন মহেশ্বর।
সম্বল নাহিক ঘরে আজি আথান্তর॥

শে। বিদায় নারদ হইলা হরগৌরী স্থানে।
কৃষ্ণগুণ গেয়ে যায় আপনার মনে॥
ভারত কহিছে শিবদুর্গা করে ধ্যান।
এত দূরে কন্দল হইল সমাধান॥

ইতি সন ১২১৪ সাল। ৩১ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০।)

মন্তব্য। মুদ্রিত পুস্তকের সহিত এক ছত্রেও মিল নাই।

৩৫৮। হরিনামকবচ। গোপীকৃষ্ণ দাস।

আ। সর্ব্বভূতেষু ইত্যাদি।
চৈতন্য বোলেন আশীষি তোমাকে।
পরিচয় দেও তুমি চলিছ কোথাকে॥
কে তুমি কোথাতে স্থিতি কি কার্য্যে গমন।
শুনিবার যোগ্য হও কহত কারণ॥

শে। অবৈষ্ণবে কদাচিত না করিহ প্রকাশ।
নিবেদন করিল এ গোপীকৃষ্ণ দাস।

ইতি হরিনামকবচ সমাপ্ত। ইতি সন সন ১১৭৫ সাল মাহ শ্রাবণ। (শ্লোকসংখ্যা ১২৫।)

৩৫৯। হাটবন্দনা। বলরাম দাস।

আ। হাট লিখ্যতে।
প্রণমহো কলিযুগ সার।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন তাহা পরিচার॥
* * * *
শচীগর্ত্তসিন্ধু মাঝে চন্দ্রের প্রকাশ।
পাপ তাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ॥

শে। চৈতন্য নিতাই ভেল প্রেমরসসিন্ধু।
দাস বলরাম কহে হাটের প্রবন্ধ॥

ইতি শ্রীহাটবন্দনা সম্পূর্ণ। সন ১২০৯ সাল। তারিখ ৫ মাঘ। রোজ সোমবার তিথি পূর্ণিমা। পঠনার্থে শ্রীরামচন্দ্র দাস বৈরাগী।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

বিগত ২৪এ পৌষ (১৮৯৯।৭ই জানুয়ারী) শনিবার অপরাহ্ণ ৫ পাঁচ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি এল, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মোদক, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু (সহকারী সম্পাদক।)

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, মহাশয় কর্ত্তৃক "ভবভূতি" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ।

৪। বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

(২) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক ও সমর্থক এবং প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম যথাক্রমে লিখিত হইল।

প্রস্তাবকের নাম।	সমর্থকের নাম।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ,	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	শ্রীযুক্ত ডাক্তার রজনীকান্ত সেন এম ডি।
" মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	" মনোমোহন বসু,	" সন্তোষনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ।
" মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	" মনোমোহন বসু,	" বনমালী দত্ত।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল,	" হরিদেব শাস্ত্রী,	" সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল,	" হরিদেব শাস্ত্রী,	" প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ।

(৩) অতঃপর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ভবভূতি"বিষয়ক প্রবন্ধপাঠ করিলেন।

পাঠান্তে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, সতীশচন্দ্র বাবু "ভবভূতি" সম্বন্ধে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থকারগণের প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়াছেন, দেখিয়া তিনি হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে বিদ্যানিধি মহাশয়, অধুনা স্বর্গগত আনন্দরাম বড়ুয়ার "Bhavabhuti and his place in the history of Sanskrit Literature", বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র বাবুর ভবভূতি প্রবন্ধ, "নব্যভারত" "ভারতী" "পুরোহিত ও অনুশীলনে"র ভবভূতিবিষয়ক প্রস্তাব এবং তৈলাঙের সন্দর্ভ ইত্যাদি এতদ্দেশীয় ও ইয়ুরোপীয় নানা সুধীগণের লিপির প্রবন্ধ উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, আমাদের বিদ্যাভূষণ মহাশয়, স্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রবন্ধাবলীর অবতারণা করায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় সংক্ষেপে ইহাও বলিলেন যে, প্রবন্ধোক্ত সকল মতামতের সহিত তাঁহার মতৈক্য নাই। যদি প্রবন্ধটী বর্ত্তমান আকারে বা মার্জ্জিত হইয়া মুদ্রিত হয়, তাহা হইলে মতামত ব্যক্ত করা সুবিধাজনক হইবে। পুরাতত্ত্ব এ প্রবন্ধে যথেষ্ট আছে, সাহিত্যবিষয়ক তত্ত্বও না আছে, এমন নয়। এই কারণেও তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তবে স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আরও অধিক বিবরণ সংগৃহীত হইলে ভাল হইত। প্রবন্ধ প্রকাশ কালে গ্রন্থসমূহের কাল নির্দ্দেশ করিলে ভাল হয়। তাঁহার বিবেচনায় প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, সেজন্য তিনি প্রবন্ধলেখককে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন যে, কবিবর ভবভূতি সদর্পে আশা করিয়াছিলেন যে, এক সময়ে তাঁহার কবিতা অমর হইবে। তাঁহার সে আশাপূর্ণ হইতেছে। সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় নানাস্থানে তাঁহার আদর বাড়িতেছে, ইহাই আনন্দের কথা। ভবভূতি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, কিন্তু কবির আদর কমে নাই, ইহাই আনন্দের বিষয়।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধকার ধন্যবাদের যোগ্য। প্রবন্ধকার প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, ভবভূতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে বৈদিকধর্ম্মের পুনভ্যুদয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি কি প্রণালীতে নাটক রচনা করিয়াছেন, পণ্ডিতগণ সে বিষয়ে কি উত্তর করেন, ইহাই তাঁহার জিজ্ঞাস্য।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, মনোমোহন বাবু যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অন্যান্য সমালোচকগণের তিনি পরোক্ষভাবে আর্য্য ও বৌদ্ধচিত্র অঙ্কিত করিয়া জনগণকে সংক্ষেপে উৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধকার অদ্যকার প্রবন্ধে যেরূপ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে। ভব-

ভূতির কালনির্ণয়ে তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। ভবভূতির কাব্য ভারতে কেন সমগ্র পৃথিবীর আদরের জিনিষ। তুলনায় কাব্যাংশের আলোচনা অল্পই হইয়াছে। প্রকাশকালে যেন সে বিষয়ের আলোচনা করা হয়। কালিদাসের এক শকুন্তলা যেমন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে, ভবভূতির অন্য গ্রন্থ না থাকিলেও এক উত্তররামচরিতই তাঁহাকে অমর করিত।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ভাগটা যেমন বেশী বেশী, কাব্যাংশ সেরূপ না হইয়া সংক্ষেপে হইলেও শেষ ভাগে আলোচিত হইয়াছে। রামচরিত্রে রাজ্যাদর্শ উচ্চ। গুরুজনের আজ্ঞা ও তন্নিবন্ধন কর্ত্তব্য পালন একদিকে, প্রজা-রঞ্জন ও রাজ্যপালন আর একদিকে। রাজ্যপালন কর্ত্তব্যজ্ঞানের উচ্চতর মিলন। ভবভূতির আলোচনায় এক অঙ্কের মধ্যে নিবন্ধ করা অসাধারণ গুণপণার পরিচয় এখনও বর্ত্তমান।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ অতি উপাদেয় হইয়াছে। উহা পরিষদ্ পত্রিকায় মুদ্রিত হউক। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় ৺বঙ্কিমচন্দ্রের কপাল-কুণ্ডলা গ্রন্থ রচনার উপকরণ সংগ্রহের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়া-ছিল, ভবভূতির সময় সংস্কৃত সাহিত্য জরাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। আর বৌদ্ধ ভাবাধিক্যের মধ্যে আর্য্যভাব প্রচার লক্ষ্য করিয়া ভবভূতি গ্রন্থ রচনা করিতে বসিয়াছিলেন, এরূপ মীমাংসা করা বড়ই কঠিন, আর সেরূপ করাও ঠিক নহে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, জৈনগ্রন্থ হইতে জানা যায়, ধর্ম্মপালের সভায় বপ্পভট্ট সূরি ও ভবভূতি উপস্থিত ছিলেন। সাতদিন ধরিয়া তর্ক বিতর্ক হয়। ভবভূতিকে পরাজয় ও বৌদ্ধধর্ম্মে আনয়ন করা বপ্পভট্টের উদ্দেশ্য ছিল। এক অজ্ঞাত কৌশলে বপ্পভট্ট ভবভূতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং একত্র কান্যকুব্জে গমন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে এই বোধ হয় যে, ধর্ম্মপালের সময় ভবভূতি বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রীযুক্ত আর, সেন মহাশয় সভার গোচর করিলেন যে, তিনি যতদূর আলোচনা করিয়া-ছেন, তাহাতে তাঁহার বোধ হয়, শ্রীহর্ষ ও শিলাদিত্য একব্যক্তি নহেন। এ বিষয়ে তিনি সভার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করেন। সেন মহাশয় রাজতরঙ্গিণীর উল্লেখ করিয়া নানা ঐতিহাসিক কথার অবতারণা করিলেন।

প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ভবভূতির কাব্যের ঐতি-হাসিক, ভৌগোলিক ও দার্শনিক তত্ত্ব এবং শব্দরহস্যের বিবৃতিই তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। ভবভূতির সময়ে যে সংস্কৃত ভাষা জরাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাঁহার কাব্য হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভবভূতি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী, তজ্জন্য তাঁহার কাব্যে পালিভাষার পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়। তাঁহার কাব্যে ব্যবহৃত ঝ ঞ্চ গুণগুণ ঝাঁঝাঁ ইত্যাদি শব্দ এ কথার প্রমাণ। ভবভূতির পরবর্ত্তীকালে যে সকল গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই স্বভাব কবি নহেন। বিবর্ত্তমত শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ নাই।

রামানুজ স্বামী বৌধায়নের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, বলিয়াই যে বৌধায়ন বিবর্ত্তমত জানিতেন না, ইহা প্রমাণীকৃত হইতে পারে না।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে প্রবন্ধ পাঠক মহাশয় ভবভূতির ভাবে বিভোর হইয়াছেন। তিনি প্রবন্ধ পাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ডাক্তার আর সেন মহাশয় নানা ঐতিহাসিক কথার অবতারণা করিয়াছেন। তজ্জন্য সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন ও অনুরোধ করিলেন, যেন তিনি ভবিষ্যতে ঐ প্রকার প্রবন্ধ পরিষদে পাঠ করেন।

(৪) সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "কবি জগদানন্দের" স্বহস্ত লিখিত পুঁথিখানি সভায় প্রদর্শন করিলেন। প্রাচীন সাহিত্য সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথকে প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহের জন্য রাঢ়দেশে প্রেরণ করেন। কালিদাস বাবু বহু অনুসন্ধান করিয়া জগদানন্দের পদাবলী ও খসড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। এই কবির বিষয় পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে সাহিত্য-সমিতিতে মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়দ্বয়কে নূতন সভ্য নিয়োজিত করা হইল।

গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে সভ্য পরিষদের গ্রন্থালয়ে যাঁহারা গ্রন্থোপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন ও ক্রীত গ্রন্থের উল্লেখ করিলেন।

পুস্তকের তালিকা ও প্রদাতাগণের নাম পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পাদক। শ্রীমনোমোহন বসু, সভাপতি।

১৩০৫ সাল ১লা ফাল্গুন।

নবম মাসিক অধিবেশন।

বিগত ১লা ফাল্গুন (১৮৯৮।১২ই ফেব্রুয়ারী) রবিবার অপরাহ্ণ ৫ পাঁচ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু (সভাপতি), শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস্, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু এম এ, সি এস্, শ্রীযুক্ত যাদবকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন এম এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু (পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক,) শ্রীযুক্ত কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখো-

পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত শশী-ভূষণ মিত্র এম বি বি এস্ সি (লণ্ডন), শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহকারী সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। মোক্তারী পরীক্ষা বিষয়ে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব।

৪। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় কর্ত্তৃক "রাজকবি জয়নারায়ণ" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ।

৫। বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতেতে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

(২) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত মহোদয়গণ পরিষদের নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম ও ধাম যথাক্রমে লিখিত হইল।

প্রস্তাবকের নাম।	সমর্থকের নাম।	নূতন সভ্যের নাম।
যুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ,	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী,	শ্রীযুক্ত রাখাল দাস সান্যাল।
" শরচ্চন্দ্র চৌধুরী,	" মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	" কিশোরীমোহন চৌধুরী এমএ,বিএল
" ব্যোমকেশ মুস্তফি,	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএবিএল,	" গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
" নগেন্দ্রনাথ বসু,	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএবিএল,	" ডাক্তার ব্লচ।
" নগেন্দ্রনাথ বসু,	" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	" রমেশচন্দ্র বসু।
" মৃণালকান্তি ঘোষ,	" নগেন্দ্রনাথ বসু,	" ললিতমোহন ঘোষাল।
" মৃণালকান্তি ঘোষ,	" নগেন্দ্রনাথ বসু,	" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএবিএল,	" দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।
" ব্যোমকেশ মুস্তফি,	" মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	" শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিএ।
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,	" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	" কুমারনরেন্দ্রনাথ মিত্র।
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,	" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	" মহিমাচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এমএ।
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,	" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	" অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী।

৩। মোক্তারী পরীক্ষা বিষয়ে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব সম্পাদক সভার গোচর করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাবের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, পূর্ব্বে বাঙ্গালা শিখিয়া লোক "Campbell" স্কুলে Surveying প্রভৃতিতে জীবিকার্জ্জনের উপায় করিতে পারিত। তাহা ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া শেষ মোক্তারী পরীক্ষা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও রুদ্ধ হইতেছে।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, যে এ বিষয়ে পরিষদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় রামেন্দ্র বাবুর মতের পোষকতা করিলেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় বলিলেন যে, যখন পরিষদ শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তখন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ক্ষতি নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গভরমেণ্টের উদ্দেশ্য এই বোধ হয় যে, যাহাতে মোক্তারী পদের উন্নতি হয়। তাঁহার মতে এ বিষয়ে পরিষদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

অধিকাংশ সভ্যের মতে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(৪) অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় "রাজকবি জয়নারায়ণ" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। পাঠান্তে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটী উত্তম হইয়াছে। ধরণ পুরাণ হইলেও ব্যোমকেশ বাবুর গবেষণা ও রচনা কৌশলে বেশ মনোহর হইয়াছে। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় এখন ঘৃণাভাজন হইয়াছে। কিন্তু ঐ সম্প্রাদায়ের মধ্যেও অনেক উৎকৃষ্ট ভাব আছে। কবি কর্ত্তাভজা ছিলেন। কাব্যের সেখানে সেখানে ঐ বিষয়ের পরিচয় আছে। তাহা উদ্ধৃত করিলে ভাল হইত। কবি তাঁহার কাব্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনে অনেক নিজ সাময়িক ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। এ প্রণালী তাঁহার মতে সমীচীন নহে। কাব্যখানি পরিষদ হইতে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, বৈদিক ও পৌরাণিক কালের নায়ক নায়িকার বর্ণনায় কবির সাময়িক ঘটনার সমাবেশ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। কাব্যাংশের আলোচনা অল্প হইলেও প্রবন্ধকার মূল গ্রন্থপাঠ করিয়া সে অভাব দূর করিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত না করিয়া উৎকৃষ্ট অংশগুলি সংগৃহীত করা উচিত।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, কবির গ্রন্থ কাশীখণ্ডের পুঁথিখানি তাঁহার নিকট আছে। আবশ্যক হইলে তিনি প্রবন্ধকার মহাশয়কে দিতে প্রস্তুত আছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবন্ধের প্রশংসা করিলেন। কবি সাময়িক ঘটনা নিজ কাব্যে সন্নিবেশিত করিবেন, কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে এবং থাকিবে। কাব্যখানি যদি প্রকাশিত করা হয়, তবে সমগ্রই হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, রাজনারায়ণ ভক্ত কবি। বক্তা অনু-

সম্মানের দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, রাজকবি কোন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত ছিলেন না। তিনি খৃষ্টান কলেজ স্থাপনা করিয়াছিলেন। মুসলমানের পীরের জন্য ত্রাণ করিয়াছিলেন। অথচ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হিন্দুধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন দেব মূর্ত্তির প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন। কবি এক-ধারে বিষয়ী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। বক্তা প্রবন্ধকার মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সভায় প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, কবি কাব্য সাময়িক বিষয়ের সমাবেশ করিবেন কিনা। এ বিষয়ে মতভেদ থাকিবেই। কাব্যের উদ্দেশ্য মনোরঞ্জন। সাময়িক ঘটনার সমাবেশে গ্রন্থ উপাদেয় হয়। সেইজন্য কবিরা ঐরূপ করিয়া থাকেন। গ্রন্থ খানি প্রকাশিত হইবে কিনা, এ বিষয়ের বিচার গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি কর্ত্তৃক হওয়া উচিত। প্রবন্ধকার মহাশয় যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রবন্ধ যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে, তখন প্রবন্ধকার মহাশয় যেন শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, দেখিয়া সভাপতি মহাশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

গ্রন্থ রক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে যে সকল সভ্য পরিষদের গ্রন্থালয়ে গ্রন্থোপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন।

গ্রন্থোপহারদাতার নাম ও প্রাপ্ত গ্রন্থের তালিকা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, — শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

সম্পাদক — সভাপতি।

১৩০৫ সাল ২৯শে ফাল্গুন।

দশম মাসিক অধিবেশন।

বিগত ২৯শে ফাল্গুন (১৮৯৯।১২ই মার্চ্চ) রবিবার অপরাহ্ণ ৫ পাঁচ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু এম এ, সি এস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু, বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মোদক, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস সান্যাল, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

বি এল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু (সহকারী সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক "ন্যায় দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।

৪। বিবিধ বিষয়।

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

(২) পরিষদের অন্যতম সদস্য ৺রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে সভা শোক প্রকাশ করিলেন।

(৩) উক্ত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক "ভারতীয় ন্যায়দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক শ্রোতৃ-বর্গ সভাস্থলে উপস্থিত না থাকাতে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও উপস্থিত সভ্য মহোদয়গণের অনুমোদনে ঐ দিন প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রাখিয়া পরবর্ত্তী রবিবারে প্রবন্ধ পাঠের দিন নির্দ্ধারিত হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

দশম মাসিক স্থগিত অধিবেশন।

বিগত ৬ই চৈত্র (১৮৯৯। ১৯শে মার্চ্চ) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ছয় ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্থগিত দশম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত রাখালদাস সান্যাল, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মোদক, কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন এম এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত গদাধর কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত

বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর-মণ্ডল বি এল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশিখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহকারী সম্পাদক), শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু (সহকারী সম্পাদক)।

তদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহাশয়গণ ন্যায়বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত কালীকুমার তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত দধিভূষণ ভট্টাচার্য্য ।

যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক এবং প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম যথাক্রমে লিখিত হইল।

প্রস্তাবকের নাম।	সমর্থকের নাম।	নূতন সভ্যের নাম।
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এমএ,	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু,	শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বিএ।
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এমএ,	„ নগেন্দ্রনাথ বসু,	„ পণ্ডিত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ।
„ দুর্গানারায়ণ সেন গুপ্ত,	„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এমএ,	„ খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "ভারতীয় ন্যায়দর্শনের ইতিহাস" বিষয়ে স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

পাঠান্তে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, নগেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে তাঁহাকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে প্রতিবাদ স্বরূপ দু-এক কথা বলিতে হইতেছে। নগেন্দ্র বাবু তাঁহার লিখিত ন্যায়শাস্ত্রসম্বন্ধীয় প্রবন্ধের মতামত খণ্ডন করিতে গিয়া তাঁহাকে "অন্ধ" বলিয়াছেন। তিনি যে সকল প্রমাণাদি দিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস করেন বলিয়াই দিয়াছিলেন। নগেন্দ্র বাবু যেমন তাঁহার নিজ বিশ্বাসকর প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনিও তদ্রূপ করিয়াছেন, তাহাতে আর অন্ধতা কি? ন্যায়ের দুইটি মত আছে, তাহার স্বরচিত ভবভূতি প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। যে "ন্যায়" ও "ন্যায়বিৎ" শব্দাদি দ্বারা নগেন্দ্র বাবু ন্যায়ের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। মীমাংসা অর্থে প্রাচীন শাস্ত্র মধ্যে উক্ত ন্যায় ও ন্যায়বিদাদি শব্দ লিখিত হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। মনু ও পাণিনিতে "ন্যায়" শব্দের উল্লেখ আছে। ন্যায়শাস্ত্র প্রাচীন দর্শন নহে, তাহার কারণ ষোড়শ পদার্থ অতীব জটিল। তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের প্রথম অবস্থায় অত জটিল বিষয়ের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব, সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব বিষয়ে নগেন্দ্র বাবুর উক্ত মত ঠিক নহে। তাঁহার মতে সরল সাংখ্যজ্ঞানই দর্শনশাস্ত্রের প্রথম। মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে যে সাংখ্যজ্ঞানের কথা পাওয়া যায়, তদনুসারে কোন প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থের বর্ত্তমানতা এখনও জানা যায় নাই। বর্ত্তমান সাংখ্যসূত্র বাচস্পতিমিশ্রের গ্রন্থ রচিত হইবার পর তাহা হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

বিভিন্ন দর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্য, তত্তৎশাস্ত্রের জটিলতা ও সরলতা বিচার করিয়াই গণনা করা উচিত। নগেন্দ্র বাবু হেমচন্দ্রের যে বচনের সাহায্যে চাণক্য ও বাৎস্যায়নকে এক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, বিদ্বৎসমাজে ঐ বচনের আদর নাই। নন্দবংশ-ধ্বংসকারী চাণক্য নীতি-শাস্ত্রবিৎ ছিলেন, তাঁহার নৈয়ায়িকতার প্রমাণ বা প্রবাদ কিছুই নাই। বাৎস্যায়ন গোত্রনাম, ব্যক্তিনাম বলিয়া মনে হয় না।

দিঙ্নাগের সময় খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীই ঠিক কারণ ধর্ম্মরুচি ও দিঙ্নাগ সমকালবর্ত্তী। ধর্ম্মরুচির অনুরোধে দিঙ্নাগ "প্রজ্ঞামূলশাস্ত্রসূত্র" রচনা করেন এবং ঐ গ্রন্থ ধর্ম্মরুচি চীনদেশে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পাঠাইয়া দিয়া তদ্দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করান। এতদ্ভিন্ন লা থথোরি নামে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তিব্বতে এক রাজা ছিলেন। শাস্ত্রে আছে, ইহারই সময়ে দিঙ্নাগ দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চীনগরে সিংহবক্ত্র গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে নাগদত্তের সম্প্রদায়ভুক্ত হন। এই নাগদত্তও খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক।

নগেন্দ্র বাবু যে তারানাথের উল্লেখ করিয়াছেন। উহা সম্ভবতঃ তারানাথ নহে,—তার-নাথ। তারনাথের গ্রন্থেই দিঙ্নাগের পূর্ব্বোক্ত জন্ম কথা আছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতাদির অনেকেই এখন কালিদাসকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলেন। যদিও এমতে বক্তার ততটা আস্থা নাই, তথাপি এমত যখন এমনও উৎখাত হয় নাই, তখন তন্মতবাদি-গণের অনুসরণে চলিতে পারি। কালিদাস ও দিঙ্নাগ সমকালবর্ত্তী, তাঁহার মেঘদূতে দিঙ্নাগের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এবং মল্লিনাথ টীকায় দিঙ্নাগ তৎসমকালিক পণ্ডিত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দিঙ্নাগ উড়িষ্যায় গিয়া তর্কপুঙ্গব উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার উড়িষ্যাগমনের যে বিবরণ আছে, তদ্দ্বারাও তাঁহাকে খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়াই স্থির করিতে হয়। উদ্যোতকরাচার্য্য ৭ম শতাব্দীর লোক ইহা একবারে স্থির হইয়াছে। আর বাসবদত্তাকার সুবন্ধু খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর লোক। উদ্যোতকরাচার্য্য দিঙ্নাগের মত খণ্ডন করিয়াই ন্যায়বার্ত্তিক লেখেন, এজন্য দিঙ্নাগ সুবন্ধু ও উদ্যোতকরাচার্য্যের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীবর্ত্তী।

ধর্ম্মকীর্ত্তির সময় নির্দ্দেশ বিষয়েও নগেন্দ্র বাবুর সহিত তাঁহার মতভেদ। তিব্বতরাজ স্রন্‌শন গম্পো ৬২৩ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার সময়ে ধর্ম্মকীর্ত্তি তিব্বতে ছিলেন, সুতরাং তিনি খৃঃ ৭ম শতাব্দীর লোক।

শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে নূতন আর তর্ক কেন? উহাত ঠিকই হইয়া গিয়াছে যে, তিনি ৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভবভূতি কুমারিল্ল ভট্টের শিষ্য বলিয়া খ্যাত। ভবভূতি ৮ম শতাব্দীর লোক। অকলঙ্ক-দেব, প্রভাচন্দ্র সূরি ও সমন্তভদ্রও ঐরূপে ৭ম।৮ম শতাব্দীর লোকই বটেন।

শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী বলিলেন, সতীশবাবু নগেন্দ্র বাবুর কথায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায়, ইহাতে দুঃখের কিছুই নাই, কারণ নগেন্দ্র বাবু উহা সমালোচনার স্বরূপই

বলিয়াছেন। প্রবন্ধ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে অনেক নূতন নৈয়ায়িক ও ন্যায় গ্রন্থের নাম এবং তাহাদের হেতু জানা গেল। ইংরাজ অধ্যাপকেরা এতটা সংবাদ রাখেন কিনা সন্দেহ। এদেশীয় অধ্যাপকেরা নব্য ন্যায়েরই আলোচনা বেশী করেন, প্রাচীন ন্যায়ের এই গ্রন্থ রাশির পরিচয় দূরে থাক, নামও বোধ হয় জানেন না। নব্য ন্যায় ইংরাজ অধ্যাপকদিগের প্রিয় নহে। ইংরাজ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই প্রাচ্যদর্শনের আলোচনায় এ পর্য্যন্ত নব্য ন্যায় সম্বন্ধে কিছু লেখেন নাই। নগেন্দ্র বাবু নব্য ন্যায় সম্বন্ধে আজকার মত অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিবেন তাহাতেই বোধ হয় আমাদের কৌতূহল মিটিবে। ন্যায় শব্দে শাস্ত্রে যখন ন্যায় ও মীমাংসা উভয় অর্থই পাওয়া যায় এবং সতীশ বাবু যখন সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন, তখন আগামী বারে নব্য ন্যায় প্রবন্ধে ন্যায় শব্দের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অর্থের উৎপত্তির এবং তৎশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অর্থের বিষয় আলোচনা করিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার বলিলেন, স্বয়ং রঘুনাথ শিরোমণি যে শাস্ত্রের পার পান নাই, সে শাস্ত্রের আলোচনায় তিনি বাদানুবাদ করিতে চাহেন না। বক্তা প্রবন্ধপাঠককে অজস্র আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, যে বিজ্ঞাপনে বুঝিয়াছিলাম ন্যায়শাস্ত্রের (প্রাচীন ও নব্য ন্যায়ের) দার্শনিক তত্ত্বের ক্রম-বিকাশ লইয়াই আলোচনা হইবে, কিন্তু প্রবন্ধলেখক কোন গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার কবে কাহার পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন. এই তর্ক লইয়াই সমস্ত প্রবন্ধটা লিখিয়াছেন, তাহার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে পারেন না, তবে ন্যায়গ্রন্থ ও নৈয়ায়িক গ্রন্থকর্ত্তার সময় নিরূপণই যে ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস নহে ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। কর্ম্মবাদ, ভক্তিবাদ ও জ্ঞানবাদের সমন্বয় করিবার জন্যই ন্যায়শাস্ত্রের জন্ম। নগেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। নগেন্দ্র বাবু বলিলেন ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্ত্তকের নাম গোতম। পুরাণে পাওয়া যায় বৃহস্পতির অভিশাপে গৌতম অন্ধ হইয়া দীর্ঘতমা বা দীর্ঘতপা নামে খ্যাত হন, পরে সুরভির বরে তাঁহার দৃষ্টিলাভ হইলে তিনি গৌতম নামে খ্যাত হন। এই গৌতম ও গোতম এক কিনা?

তাঁহার ইচ্ছা এই যে ন্যায়শাস্ত্রের আবার আলোচনা হয়। নব্য ন্যায়ের জন্য ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্য বাঙ্গালা চিরবিখ্যাত। ন্যায় লইয়া আমরা চিরদিন গৌরব করি। সে গৌরবের বিষয়ের যত আলোচনা হয় ততই ভাল। দ্বারভাঙ্গা রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ মহেশ ঠাকুর আকবরের সভায় ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় জয়ী হওয়াতেই পুরস্কার স্বরূপ যে ভূসম্পত্তি পান, তাহাই তদ্বংশীয়গণের বহু বিস্তৃত রাজ্যের বীজস্বরূপ।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পুনরায় বলিলেন, গোতম ও গৌতমে প্রভেদ নাই।

শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, আয়ুর্ব্বেদেও পদার্থতত্ত্বের দার্শনিক ভাবে আলোচনা আছে। নাগার্জ্জুনদ্বারা সুশ্রুত ২য় বার সংস্কৃত হয়, তাহাতে ত্রিবিধ প্রমাণ ও ৩২টি তত্ত্ব অবলম্বন করিয়াই পদার্থ বিচার করা হইয়াছে। নাগার্জ্জুন ঈশ্বরবাদী নহেন, প্রায় সাংখ্য মতের সহিত একমত। চরক ষট্‌পদার্থবাদী, অভাব পদার্থ স্বীকার করেন

নাই। চরকেও ৩২ তত্ত্বের কথা আছে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে এই দুই প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে যখন ন্যায়ের পদার্থ তত্ত্বের অনুসরণ দেখা যায় না, তখন ন্যায়কে আমরা বেশী প্রাচীন বলিতে পারি না, অন্ততঃ আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রের সাহায্যে তাহা বলা যাইতে পারে না।

পণ্ডিত শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ বলিলেন, নগেন্দ্র বাবু প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের কালনির্ণয় করিবার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার জন্য আমরা সহস্র সাধুবাদ দিতেছি এবং চির আশীর্ব্বাদক আমরা অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তিনি এ প্রসঙ্গে যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা আমরা কখন শুনি নাই, স্বপ্নেও ভাবি নাই। প্রাচীন ন্যায় বিস্তার সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন অর্থাৎ অমুক দর্শনের পর অমুক দর্শনের উৎপত্তি, ঐরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য যেন দর্শনশাস্ত্রের ঠিক ভিত্তি নহে। মহর্ষিরা লোকহিতার্থ যাবদীয় দর্শন রচনা করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়ের লক্ষ্য পদার্থতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া আত্মতত্ত্ব লাভের পর শ্রেয় লাভ। পদার্থ অনন্ত তাহাকে বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য সাংখ্যে প্রধানতঃ ২৪টি পদার্থে বিভক্ত করিলেন, ক্রমে তাহাকে কমাইয়া গৌতম ১৬টি করিলেন, কণাদ তাহাও কমাইয়া ৬টি করিলেন, শেষে বেদব্যাস একমাত্র সৎপদার্থের স্বীকার করিয়া সমস্ত মীমাংসা করিলেন। পদার্থতত্ত্ব নিরূপিত হইলে আমি কি নির্ণীত হইবে, এই আমি নির্ণয় শাস্ত্রাবতারের লক্ষ্য ছিল। নব্য ন্যায়ের উৎপত্তির মূলে যেমন জিগীষা বা বাদী নিরস্ত করিবার ভাব বর্ত্তমান দেখা যায়, বৌদ্ধ ও জৈন এবং তৎসাময়িক হিন্দু ন্যায়ের যাবদীয় গ্রন্থের উৎপত্তি ও বিস্তার হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় এবং নগেন্দ্র বাবুর উল্লিখিত গ্রন্থগুলির নামমালা শুনিলেই তাহা কতকটা বুঝা যায়। এরূপ বাদী নিরসন চেষ্টা বা জিগীষা প্রবল হওয়াতে ন্যায়শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য প্রাচীন বৌদ্ধাদিযুগের গ্রন্থ এবং নব্য ন্যায়ের গ্রন্থের অধিকাংশে বহুদূরে চলিয়াছে। বাদী নিরসনের চেষ্টায় পদার্থনির্ণয়ের চেষ্টা অন্তর্হিত হইয়াছে। আজকাল ইংরাজী পদার্থবিদ্যা ও রাসায়নিক তত্ত্ব দ্বারা যে সকল পদার্থ নির্ণয় হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহা দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারাই হইত। তবে সে নিয়মে এখন আর উহার পঠন পাঠন হয় না।

ইহার পর বক্তা সংক্ষেপে ন্যায়ের পদাথতত্ত্বের বিচারের অবতারণা করাতে সভা তাঁহাকে সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিলেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, নগেন্দ্র বাবু যেরূপ চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত ঘুরিয়া তাঁহার প্রবন্ধে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা এরূপ ভাবে শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ করা যায় না। দর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করা বড় কঠিন। এখন ষড়্দর্শন বলিলে আমরা যে ছয় দর্শন বুঝি, প্রাচীনকালে ষড়্দর্শন বলিলে তাহা বুঝাইত না। এখন সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ ও পুর্ব্বোত্তর মীমাংসা বুঝায়, আর সেকালে লোকায়তিক, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, সাংখ্য ও মীমাংসা এই ছয়টি বুঝাইত, বিবেকবিলাস নামক গ্রন্থে ইহার প্রসঙ্গ আছে। বৌদ্ধ জন্মের পুর্ব্বে ছয়টি দার্শনিক সম্প্রদায় ছিল, তাহাদের একটি দলের নাম আজীবক, কেহ কেহ বলেন শেষে ইহারাই ভাগবত নামে পরিচিত হয়, আর এক দলের

নাম পাশুপত। এই পাশুপত বা শৈব দর্শনের একসেট গ্রন্থ কাশ্মীরে বাহির হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু যেরূপ অনুসন্ধানে আজকার প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়াছেন, এরূপ অনুসন্ধানের গুরু ইংরাজ। ইংরাজ অনুসন্ধান করিয়া যে মত স্থির করে তাহা একবারে অভ্রান্ত বলিয়া লওয়া উচিত নহে, নিজের অনুসন্ধানে তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া তবে লইতে হয়, ইংরাজেরা যে সকল প্রমাণ বলে কোন বিষয় মীমাংসা করেন তাহার উপর নিজের স্বাধীন অনুসন্ধান বলে কিছু বেশী প্রমাণ না দিলে সেই মত ঠিক বলিয়া সকলে গ্রাহ্য করিতে পারে না। যেমন চিরকাল জানা ছিল, বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন উজ্জয়নীবাসী, কিন্তু এখন পৃথুযশাশাস্ত্র নামে এক গ্রন্থ হইতে জানা গিয়াছে, বরাহমিহির কান্যকুব্জবাসী ছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি বলিলেন, নগেন্দ্র বাবু অশেষ প্রশংসার পাত্র, তাঁহার অনেক বিষয় বেশ বিশদ হইয়াছে। স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান দ্বারা ব্যাপ্তি নির্ণয় করাই ন্যায় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সকল সন্দেহ নিরসনের জন্যই ন্যায়শাস্ত্রের সৃষ্টি।

প্রবন্ধপাঠক নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—সতীশ বাবুকে "অন্ধ" বলায় বাস্তবিকই তাঁহার বিদ্বেষ বা কুভাব নাই।* যাহাহউক যখন সতীশ বাবু তজ্জন্য কষ্ট বোধ করিয়াছেন তখন তিনি তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতেছেন। সতীশ বাবু ন্যায় ও ন্যায়বিৎ শব্দের উল্লেখ করিয়া এবং গ্রন্থ কর্ত্তৃগণের সময়াদি সম্বন্ধে যে সকল প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহার পোষকতায় তিনি আর কোন নূতন প্রমাণ দেন নাই, তাঁহার প্রদত্ত ঐ সকল যুক্তির প্রতিবাদ বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশেষ বিস্তৃত ভাবেই করিয়াছি এবং তদ্দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, কালিদাস, দিঙ্নাগ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে সুবন্ধুকে ৫ম শতাব্দীর লোক বলিতেছেন, সেই সুবন্ধুই ধর্ম্মকীর্ত্তি ও উদ্যোতকর প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।† ন্যায়শাস্ত্র বলিতে যে এক সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝাইত, তাহার যথেষ্ট প্রাচীন প্রমাণ আছে। অবশেষে তিনি প্রসঙ্গক্রমে সংস্কৃত শাস্ত্রের পরিচয় স্থলে কপিল কৃত ন্যায়ভাষা নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ করেন। এই স্থলে শ্রীযুক্ত বিহারী বাবু বলিলেন, হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে মুসলমান আলবীরুণির কথা সমীচীন প্রমাণ নহে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তদুত্তরে বলিলেন, যে তিনি এখনকার আদর্শের মুসলমান নহেন, তিনি ৮ শতবর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন এবং মামুদের সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা তাহা ঠিক ফলিয়াছে। প্রবন্ধ পঠিত হইল এক বিষয়ে, আর সভায় তর্কস্রোত ছুটিল অন্য দিকে। অন্ধ শব্দের ব্যবহারে নগেন্দ্র বাবু বা সতীশ বাবু কাহারও কিছু মনে করিবার নাই, কারণ যে বিষয়ের উল্লেখে অন্ধ-

---

* বিদ্যাভূষণ মহাশয় Bombay Branch of the Royal Asiatic Society (Vol. XIX. pp. 305-347)-প্রকাশিত মহাদেব রাজারামের মতই (নিজ মত বলিয়া) অবিকল গ্রহণ করাতেই অতি দুঃখের এরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। সাং পং সং।

† পঠিত ন্যায়শাস্ত্রের প্রবন্ধ বিশ্বকোষের 'ন্যায়'শব্দে প্রকাশিত হইয়াছে, সে জন্য পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইল না।

তার কথাটা উঠিয়াছে সে দিক্‌টা বাস্তবিক অন্ধকারে ভরা। সেখানে সকলেই অন্ধ, বহুকষ্টে সেখানে আলো ফুটাইতে হয়। আমাদের রাজপুরুষেরা যদি বৌদ্ধ ধর্ম্মালোচনা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা আজ তাহার কিছুই জানিতে পারিতাম না। বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার হইয়া গিয়াছেন। অবতারত্বের অন্ধকারে পড়িয়া বুদ্ধতত্ব চির অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিত। বৌদ্ধ বলিলে বুদ্ধের পরবর্ত্তীকালের কথাই যে বুঝা যায় এমন নহে, বুদ্ধের পূর্ব্বেও বৌদ্ধধর্ম্মের কিছু না কিছু বীজ জন্মিয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। অনুসন্ধান সন্দেহ না হইলে হয় না। ভক্তিতে সন্দেহ আসে না, সুতরাং ভক্তি গেলে সন্দেহ হয়, তাহার পর কোন বিষয়ে আলোচনার প্রবৃত্তি হয়। আমাদের পণ্ডিতমণ্ডলীর ভক্তি সহজে টলে না, সুতরাং তাঁহারা এরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন না। নগেন্দ্র বাবুর আলোচনা গভীর গবেষণাপূর্ণ এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথাতেও সত্য থাকিতে পারে। এস্থলে হঠাৎ সত্য নির্ণয় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না, তাহা নিজের আলোচনা সাপেক্ষ। কোন পক্ষের মীমাংসা সহসা গ্রহণ করা উচিত নহে। এরূপ বিষয়ের আলোচনায় একদিনে একজন দ্বারা সত্য আবিষ্কৃত হওয়ার আশা করিতে পারা যায় না। এই অনুসন্ধানস্পৃহাই শুভ লক্ষণ। আমাদেরও আহ্লাদের বিষয় যে এখন স্বাধীনভাবে আমাদের আলোচনা প্রবৃত্তি বাড়িতেছে। নিজে দেখিয়া শুনিয়া কোন কার্য্য করিলে সত্য সহজে নিষ্কাশিত হয়। অবশেষে প্রবন্ধলেখকের পরিশ্রম, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি এবং ধীরভাবে সুপ্রণালীতে মীমাংসা করিবার ক্ষমতা বিশেষ প্রশংসার্হ।

গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে যে সকল সভ্য মহাশয় পরিষদের গ্রন্থালয়ে গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

অতঃপর সহকারী সভাপতি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৮॥০ টার সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সম্পাদক।	সভাপতি।

১৩০৬ সাল ৪ঠা বৈশাখ।

পরিশিষ্ট।

নিম্নোক্ত তালিকা পূর্ব্বে মাসিক কার্য্য বিবরণে মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থ রক্ষক শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু তালিকা ভ্রমশূন্য হয় নাই। সেইজন্য নির্ভুল করিয়া পুনরায় মুদ্রিত হইল।

১৩০৪ সাল। চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

ভ্রম—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—প্রাকৃতি বিজ্ঞানের স্থূলমর্ম্ম।

শুদ্ধ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূলমর্ম্ম।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন বি এ—১২, প্রবাসের পত্র।

একাদশ মাসিক অধিবেশন। ৫ই বৈশাখ ১৩০৫ সাল।

১। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত, (ক) ভীষ্মচরিত, (খ) ভারতকাহিনী, (গ) প্রতিভা, (ঙ) সিপাই যুদ্ধের ইতিহাস ৪র্থ ভাগ।

২। গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।

৩। শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী (ক) উপাসক।

৪। চুনীলাল বসু এম, বি, এফ্, সি, এস, (ক) ফলিত রসায়ন, (খ) রসায়নসূত্র, ১ম ও ২য় ভাগ।

৫। শ্রীচৈতন্য নামসমাজ (ক) Life of Srichaitanya.

৬। শ্রীকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) হেমচন্দ্রগ্রন্থাবলী।

৭। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বসু (গ্রন্থ রক্ষক) (ক) ঋণ পরিশোধ।

১৩০৫ সাল। প্রথম মাসিক অধিবেশন। ২৬শে বৈশাখ।

১। শ্রীজগবন্ধু মোদক (ক) বাঙ্গালা ব্যাকরণ, (খ) সরল পাঠ ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ। (গ) ব্যাকরণ প্রবেশিকা।

২। শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, (ক) Essays on Indian affairs. (খ) Report of the 12th Indian National Congress 1896. (গ) অঞ্জলী (ঘ) Illumination of flowery life.

৩। শ্রীমতিলাল ঘোষ (ক) শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ (খ) অনুরাগবল্লী (গ) পদকল্পতরু ১ম, ২য়, ৩য়।

৪। শ্রীত্রৈলোক্যমোহন রায় চৌধুরী (ক) সঙ্গীতামৃতলহরী।

৫। শ্রীরাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (ক) Twelfth annual report of the Countess of Dufferin's fund, Bengal Branch.

৬। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত (ক) প্রভাসখণ্ড, (খ) গোবিন্দমঙ্গল, (গ) দাশরথী রায়ের পাঁচালী,

(ঘ) বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ, (ঙ) Collection of Bengali Petitions ইং ১৮৬৯।

১৩০৫ সাল। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন। ২০শে আষাঢ়।

১। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ক) প্রেমাশ্রু।

২। শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (ক) ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

১৩০৫ সাল। চতুর্থ অধিবেশন। ৩০শে শ্রাবণ।

১। শ্রীরাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (ক) Thirteenth annual report of the Countess of Dufferin's fund 1897. (খ) The annual report of the Indian Association 1892-93 & 1896-96 (গ) বাঙ্গালী বৈশ্য।

২। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সান্যাল (ক) The Tilak trial.

৩। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (ক) দুর্গামঙ্গল।

১৩০৫ সাল। পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। ২৭শে ভাদ্র।

১। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সরকার (ক) শালফুল।

২। শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা) (ক) স্ত্রীশিক্ষা।

৩। শ্রীহরিশচন্দ্র নিয়োগী (ক) বিনোদমালা।

৪। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ক) সুরসঙ্গীত।

৫। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (ক) আলিবাবা, (খ) কথোপকথনরহস্য, (গ) প্রেমরহস্য, (ঘ) চিন্তারহস্য।

৬। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—(ক) সচিত্র সমাজরহস্য (খ) সোহাগোচ্ছ্বাস বা আদর্শ দম্পতী, (গ) আহ্নিককৃত্যম্, (ঘ) অমিয়পদাবলী, (ঙ) সৎকর্ম্মানুষ্ঠানশিক্ষাপদ্ধতি, (চ) সাকার ও নিরাকারতত্ত্ববিচার, (ছ) The report of the Calcutta orphanage.

৭। শ্রীরাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (ক) Speeches by hon'ble Surendra Nath Banerjee 1880-84. (খ) 1891-94. Vol. IV.

১৩০৫ সাল। ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন। ২৪শে আশ্বিন।

১। শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (ক) সংস্কৃত প্রবেশ (খ) সন্ন্যাস।

২। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ (ক) সাকার ও নিরাকারতত্ত্ববিচার।

৩। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত (ক) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম ও ২য় ভাগ, (খ) সাহিত্য-চিন্তা, (গ) ঐতিহাসিক রহস্য ২য় ও ৩য় ভাগ, (ঘ) A note on the ancient geography of Asia.

৪। শ্রীরাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব (ক) A criticism on Sir Alexander Mackenzie's

Speech, (খ) A note on Sir Alexander Mackenzie's Speech. (গ) An Analysis of plague cases in Calcutta.

৫। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (ক) সাবিত্রী, (খ) তত্ত্বকুসুম, (গ) চিকিৎসা ১ম খণ্ড, (ঘ) নির্ব্বাণপদাবলী, (ঙ) ৺রামচন্দ্রদত্তের বক্তৃতা (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব কথিত "বর্ণাশ্রম" "আত্মা বিষয়ে" "সাধনের অধিকারী বিষয়ে" "সাধনের স্থাননির্ণয়বিষয়ে" "ঈশ্বর-সাধনবিষয়ে" "বিবেক ও বৈরাগ্যবিষয়ে" "জ্ঞান ও ভক্তিবিষয়ে" "ব্রহ্মশক্তিবিষয়ে" "পর-কাল বিষয়ে' "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্ব" আর "সাকার ও নিরাকার সম্বন্ধে" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ এই ১১ খানি গ্রন্থ, (চ) গীতামৃতসাগর।

৬। শ্রীনকুলেশ্বর দেব শর্ম্মা (ক) মীমাংসাতত্ত্ব ১ম ভাগ।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর The united world or a glimps of Paradise.

২। শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী (ক) শ্রীমদ্ভাগবতম্ (১০৮ হইতে ১১৩ সংখ্যা) ৬ খানি। (খ) সংস্কৃত চন্দ্রিকা মাসিক পত্রিকা ৪ দফা।

৩। শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার (১) ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার কার্য্যবিবরণ ১ম হইতে ১০ বৎসর। (২) যশোহর খুলনা সম্মিলনী সভার ১১শ বার্ষিক বিবরণী। (৩) বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের ইতিবৃত্ত। (৪) মার্টিন লুথারের জীবনচরিত। (৫) ডেভিড হেয়ারের জীবনী। (৬) হেনরি উইলিয়ামস্ জীবনচরিত। (৭) দৈবরত্নম্। (৮) প্রকৃতিতত্ত্ব। (৯) ব্রহ্মসংগীত। (১০) শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ (আদি মধ্য অন্ত)। (১১) বেণীসংহার নাটকম্। (১২) বিশ্বচিকিৎসক। (১৩) শ্রীদারুব্রহ্ম। (১৪) প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক। (১৫) সাহিত্যকল্পদ্রুম ২য় বর্ষ (মাসিক পত্র)। (১৬) আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ। (১৭) অপথ্যাল্‌মিক সার্জারি (অক্ষিতত্ত্ব)। (১৮) ঘোষযাত্রা নাটকম্। (১৯) তত্ত্ববিদ্যা। (২০) পরিমিতি (ক্ষেত্রব্যবহার)। (২১) লুপ্ত আর্য্যপুরাণ (সৃষ্টি বিবরণখণ্ড)। (২২) সহচরী (মাসিকপত্র)। (২৩) চন্দ্রবংশম্। (২৪) ধর্ম্মব্যাখ্যা ১ম খণ্ড। (২৫) স্তবাবলী। (২৬) বিধান ভারত (দ্বিতীয়োল্লাস)। (২৭) সটীক শান্তিশতকম্। (২৮) নীতিমালা ১ম ভাগ। (২৯) চিকিৎসক ১ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা (মাসিকপত্র)। (৩০) শিক্ষা। (৩১) চিকিৎসাকল্পতরু ১ম ভাগ। (৩২) রামচন্দ্র দাসের জীবনচরিত। (৩৩) আর্য্য-শাস্ত্রের মুক্তদ্বার। (৩৪) ভৈষজ্যনাড়ীবিজ্ঞানচন্দ্রিকা। (৩৫) প্রশ্নের রত্নাবলী। (৩৬) সূর্য্যমণ্ডল। (৩৭) সুবোধিনী ১ম বর্ষ (মাসিকপত্র)। (৩৮) ভারতীয় গ্রন্থাবলী। (৩৯) আলালের ঘরে দুলাল (উপন্যাস) প্রশ্নাকারে। (৪০) সরল জ্বরচিকিৎসা (৩য় ভাগ)। (৪১) দাশরথি। (৪২) রত্নাগর্ভা (দৃশ্যকাব্য)। (৪৩) রাবণবধ কাব্য ১ম খণ্ড। (৪৪) হিন্দুজাতি। (৪৫) শ্রীমদ্ভাগবত। (৪৬) শ্রাদ্ধমন্ত্রার্থপ্রকাশিকা। (৪৭) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (দক্ষিণ বিভাগঃ)। (৪৮) ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব। (৪৯) Bengali Course, Entrance Examination, 1890. (৫০)

সাকারোপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান। (৫১) ধন্বন্তরী ১ম উপদেশ। (৫২) সামুদ্রিকম্। (৫৩) ব্রহ্মাণ্ড দর্শন। (৫৪) মাধবসাধনম্ (দৃশ্যকাব্য)। (৫৫) দৈনিক প্রার্থনা। (৫৬) হস্তামলকম্। (৫৭) ধ্রুব ও প্রহ্লাদ। (৫৮) যোগ ও দর্শনশাস্ত্র। (৫৯) সাগর-শোকোচ্ছ্বাস (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে)। (৬০) মায়াজাল মোহিনীমন্ত্র। (৬১) সারকৌমুদী (বৈদ্যশাস্ত্র)। (৬২) ছন্দোমঞ্জরী। (৬৩) মেঘদূতম্ (মূল ও অনুবাদ)। (৬৪) ইন্দ্রজাল ও ভোজরহস্য। (৬৫) জ্যোতিষ। (৬৬) সরল চিকিৎসা। (৬৭) ব্যায়াম। (৬৮) সিদ্ধতন্ত্রমন্ত্র। (৬৯) আদর্শ কৃষক। (৭০) যোগতত্ত্ব। (৭১) বেদান্তসার। (৭২) আর্য্যজীবন ১ম খণ্ড। (৭৩) বিজ্ঞান-দর্পণ (মাসিকপত্র) ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যা। (৭৪) পঞ্চামৃত। (৭৫) বাল্যজীবন। (৭৬) বীণার ভারতী। (৭৭) গীতাঙ্কুর। (৭৮) চিন্তালহরী ১ম ভাগ। (৭৯) Speeches on Technical Education. (৮০) সংসারকোষ (বন্ধনপ্রণালী)। (৮১) ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত) ১ম ও ২য় খণ্ড। (৮২) শাস্ত্রার্থ সঙ্কলন (২৫ খণ্ড)। (৮৩) মোক্তার সুহৃদ। (৮৪) কামরত্নম্। (৮৫) মনুসংহিতা (মনুরহস্য)। (৮৬) ইন্দ্রজালকল্পতরু। (৮৭) The Essay on Meghanada Badha. (৮৮) জমীদারী, মহাজনী, বাজারহিসাব (সারসংগ্রহ)। (৮৯) রামবিলাপম্। (৯০) ভোজবিদ্যা (ইংরাজী ম্যাজিক)। (৯১) একমেবাদ্বিতীয়ম্। (৯২) শাণ্ডিল্যসূত্রম্। (৯৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। (৯৪) শুক্রনীতিঃ। (৯৫) শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত। (৯৬) A hand-book of Medicine. (৯৭) চিকিৎসাদর্পণ (৯৮) কালীকৈবল্যদায়িনী (৯৯) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (ব্রহ্মখণ্ড) (১০০) ঐতিহাসিক পাঠ (১০১) হর্ষচরিতের বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদ। (১০২) নাড়ীপ্রকাশম্। (১০৩) মহাভারত (বটতলা সংস্করণ)।

৪। Sovabazar Benevolent Society, 14th Annual Report of the Same.

১৩০৫ সাল। অষ্টম মাসিক অধিবেশন। ২৪শে পৌষ।

১। শ্রীরাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় জমীদার, উত্তরপাড়া (ক) First French Lessons.

২। শ্রীগোবিন্দানন্দ পরিব্রাজক (ক) সিদ্ধান্তদর্শন।

৩। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু পরিষৎপত্রিকা সম্পাদক (ক) ব্যবহারিক ভূগোল (খ) ভূগোল (গ) বাঙ্গালার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঘ) History of Bengal. (ঙ) Outlines of the History of Bengal ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (চ) ভারতবর্ষের ইতিহাস (ছ) Essay on History of India. (জ) ভারতনীতি ২য় ভাগ (ঝ) পাণ্ডবচরিত (ঞ) মহাশোক (ট) ভিক্টোরিয়া চরিত (ঠ) রচনামঞ্জরী (ড) সৌভ্রাত্র (ঢ) সন্দর্ভহার (ণ) চারুপ্রবন্ধ (ত) রামবনবাস উপন্যাস (থ) সংসারপরিচয় ২য় ভাগ পদ্য (দ) কবিতাকলাপ (ধ) চারুপ্রবন্ধ (ন) সাহিত্যকুসুম (প) কবিতা ২য় ভাগ (ফ) ভূগোল।

৪। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত (১) রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত (২) কেশবচরিত (৩) মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত ৺শ্রীরায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রণীত

(৪) লোক রহস্য (৫) গদ্য পদ্য (৬) দেবীচৌধুরাণী (৭) কপালকুণ্ডলা (৮) আনন্দমঠ (৯) ধর্ম্মতত্ত্ব (১০) কমলাকান্ত (১১) রজনী (১২) ইন্দিরা (১৩) বিষবৃক্ষ (১৪) (ক) বিবিধ প্রবন্ধ (১৫) (খ) বিবিধ প্রবন্ধ (১৬) চন্দ্রশেখর (১৭) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮) রাধারাণী (১৯) সীতারাম (২০) রাজসিংহ (২১) মৃণালিনী (২২) কৃষ্ণচরিত (২৩) কৃষ্ণকান্তের উইল (২৪) সঞ্জীবনী সুধা।

৫। শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম এ (ক) নলিনী গাথা।

নবম মাসিক অধিবেশন। ১লা ফাল্গুন।

১। শ্রীগোবিন্দলাল মল্লিক (ক) India (Monthly Magazine 1895).

২। Municipal Bill agitation Committee started 1898. (ক) The proposed Municipal Laws by N. N. Ghose Esqr. Bar-at-law.

৩। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (ক) Origin of Caste.

৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় (ক) সিদ্ধান্তদর্পণ।

৫। পরিষৎ কর্তৃক ক্রীত (ক) সেক্সপিয়র ১ম ভাগ] (খ) History of England by Lord Macaulay Vol. III. (গ) ভারতসাম্রাজ্য (মানচিত্র)।

৬। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (ক) আচার।

৭। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত (ক) কুলবালিকা (খ) ভক্তিময়ী।

৮। শ্রীদীননাথ সেন (ক) মোহমুদ্গর ৫ খানি।

৯। পরিষৎ পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত (ক) সমর্থকোষ ২ দফা, প্রদাতা শ্রীঅনুপকৃষ্ণ মিত্র।

১৩০৫ সাল। দশম মাসিক অধিবেশন। ৬ই চৈত্র।

১। পরিষৎ কর্তৃক ক্রীত (ক) English and Hindee Dictionary. (খ) Buddhist Text series. (১) করুণাপুণ্ডরীকম্ (২) সুবর্ণ প্রভা (গ) Phonography in Bengali. (রেখাশব্দাভিজ্ঞান) (ঘ) Key to the phongraphy in Bengali short hand reporting.

২। শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম এ বি এল (ক) Religion of Love.

৩। Municipal Bill agitation committee started 1898. (ক) A few observation on the Calcutta Municipal Bill, by Manamatha Nath Dutta.

৪। শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (ক) পাতঞ্জলদর্শন।

৫। শ্রীযশোদানন্দন প্রামাণিক (ক) কমলাকরুণা বিলাসো নাম শুভাঙ্কঃ।

৬। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (ক) ৺কবিঠাকুর দাস দত্তের জীবনী (খ) হিন্দুধর্ম্ম মর্ম্ম (গ) কুমারী (ঘ) প্রমোদরঞ্জন।

৭। সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী—শ্রীবিজয়পণ্ডিত বিরচিত "মহাভারত"।

৮। শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (ক) আকবর।

৯। শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন (ক) অযোধ্যাকাণ্ড (কৃত্তিবাসের রামায়ণ) ১২৬০ সালে মুদ্রিত।

১০। শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র (ক) রাজকুমার আলবার্টের জীবনী, জনরড্রেনী এফ, আর, এস, কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদিত।

১৩০৫। একাদশ মাসিক অধিবেশন। ৪ঠা বৈশাখ।

১। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত—(ক) Encyclopedia Britannica 25 VOLS. (মূল্য ৩০০৲) (খ) দুর্গেশনন্দিনী, (গ) জন্মভূমি ২য় ভাগ ১২৯৯ সাল।

২। শ্রীমনোমোহন রায় বি এ (ক) রিজিয়া।

৩। শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ (ক) প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি।

৪। শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত (ক) কলগনী (খ) শাক্তোৎসব।

৫। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত স্বপ্রণীত (ক) আর্য্যকীর্ত্তি (কানাড়ী ভাষায় অনুবাদ, মহীশূর শিক্ষা সমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের অনুবাদ।)

৬। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ক) রেখাক্ষরবর্ণমালা (Manscript of Shorthand Phonography in Bengali)

৭। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর (ক) National Magazine Vol. XII 1898. (খ) The Dawn, ইংরাজী মাসিক পত্র ইং ১৮৯৭।

৮। ১৩০৩ সালে পরিষৎ কর্ত্তৃক সংগৃহীত (ক) শ্রীরামমোহনের রামায়ণের প্রতিলিপি ১ম ও ২য় অংশ, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত (খ) কাশীদাসী মহাভারতের প্রতিলিপি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত।

৯। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু—১৫ খানি পুঁথি।

১০। শ্রীবিজয়কেশব মিত্র—মহাভারত সঞ্জয় কবীন্দ্র লিখিত নকলের তাং সাল ১২২৩ ২৮শে ফাল্গুন, ত্রিপুরা।

১১। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—গোবিন্দদাসের পদাবলী (পুথি)।

[illegible] ভাগ।] [২য় সংখ্যা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

সম্পাদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ,

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত।

সূচী।

কলিকাতা,

৫০ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট্, সাহিত্য যন্ত্রে মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৭।

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ আনা।

১৫ই আশ্বিন প্রকাশিত হইল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

সভাপতির অভিভাষণ। *

সভাস্থ সজ্জনগণ !

দুই বৎসর কাল আমি আপনাদের সাদর আহ্বানের আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া সাহসে ভর করিয়া ভয়ে ভয়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। আমার ভয়ের কারণ এই যে, এ'র পূর্ব্বে সভাপতির কার্য্য আমি আমার বয়সে কখনো করি নাই ;—কাজেই, সে কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে হইলে যে সকল উচ্চ অঙ্গের বশীকরণ গুণ আবশ্যক, তাহার কিছুই আমার ভিতরে নাই। আমি এক প্রকার খো'য়ে বন্ধনে আটক পড়িয়া গিয়াছি। খুই হচ্চে আশার প্রলোভন, আর থাম হ'চ্চে সভাপতির আসন। কোনো গতিকে যদি দেশীয় সাহিত্য-সেবকদিগের কাহারো কোনো উপকারে আসিতে পারি—এ ছার আশার মায়াও আমাকে ছাড়িতেছে না; আর উপকার কাহারো কিছু করিতে পারিব না, লাভের মধ্যে হইব কেবল—কাহারও বা কৌতুক-দৃষ্টির, কাহারও বা বিষদৃষ্টির, কাহারও বা কৃপাদৃষ্টির লক্ষ্যস্থান ; এ ছার দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাও আমাকে ছাড়িতেছে না। আমার ভয়ের কারণ কি তাহা বলিলাম,—সাহসের কারণ কি তাহাও বলি। সাহসের কারণ এই যে, বঙ্গ-সাহিত্যের আমি একজন পুরাতন পরিচারক। দশোন অর্দ্ধ শতাব্দী প্রতি দিন আমি তাঁহার চরণকমলে বিবিধ বর্ণের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিতেছি ; আর, সেই উপলক্ষে তাঁহার দেবালয়ের সন্নিহিত নিবিড় বনাকীর্ণ প্রদেশের পথ-ঘাট এবং অন্ধিসন্ধি কতক কতক আমার জানা হইয়াছে। সেই আরণ্যক পতিত ভূমিতে কোথাও বা ফুলের মালঞ্চ, কোথাও বা সুস্নিগ্ধ বায়ু-সেবনের ছায়াময়ী বীথিকা, কোথাও বা ফলের উদ্যান উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার বিহিত প্রণালী-পদ্ধতি কতক বা আমি দেখিয়া শিখিয়াছি, কতক বা ঠেকিয়া শিখিয়াছি, কতক

---

* পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিগত ৪ঠা বৈশাখ সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে যে বার্ষিক অভিভাষণ (অর্থাৎ address) পাঠ করেন, তাহাই প্রকাশিত হইল।

বা হাতে কলমে করিয়া কশ্বিয়া শিখিয়াছি; আর, তা যাহা শিখিয়াছি তাহাতে জো-শো করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে কাজ চালানো যাইতে না পারে এমন নহে। তা ছাড়া, আমার সাহসের আর একটি কারণ আছে—সেইটিই প্রবল কারণ; তাহা এই যে, সাহিত্য পরিষদের শিরোভূষণ স্বরূপ তিন চারি জন সম্মানাস্পদ মহোদয় আমাকে এই বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন যে, আমার কার্য্যপটুতার অভাব, তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা দ্বারা পূরণ করিয়া লইবেন। ইঁহাদেরই অটল পৃষ্ঠপোষকতা এবং অকৃত্রিম উৎসাহ-প্রদানের বলে আমি এ যাবৎকাল সাভাপত্য কার্য্য কথঞ্চিৎরূপে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতে পারিয়াছি। সত্য বলিতে কি—কার্য্যভার আমাকে ততটা বহন করিতে হয় নাই—যতটা উঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা-ভার। বিশেষতঃ বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যেমন সুপণ্ডিত তেমনি সুযোগ্য; যেমন সুযোগ্য, তেমনি পরিশ্রমী; যেমন পরিশ্রমী, তেমনি ধীর, সহৃদয় এবং বিনয়-সম্পন্ন, আর, সেই কারণে সভাশুদ্ধ লোকের পরম প্রীতি-ভাজন; এইরূপ সহস্রের মধ্যে এক যিনি আমাদের সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁহার শ্লাঘনীয় গুণরাশি আজীবন আমার স্মরণ-পটে মুদ্রিত থাকিবে।

দুই বৎসর কালের পরীক্ষার তোলা পাড়ায় পরিষদের অবলম্বনীয় কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে আমি মোটামুটি একটি সার কথা বুঝিয়াছি। সে কথা এই যে, প্রথম নেপোলিয়ন যখন গোলোন্দাজি সৈন্যবিভাগের অধ্যক্ষতায় নিয়োজিত হইয়া লাইয়ন্স্ নগরের প্রত্যভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি দেখিলেন—এলাহি কারখানা—নবাবি রকমের বন্দোবস্ত—অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র ত্রুটি নাই; গোলাগুলি, অস্ত্র শস্ত্র, সাজসজ্জা, কিছুরই অপ্রতুল নাই! "পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলং" এই চাণক্য শ্লোকার্দ্ধটির অনুবাদ এক জন পাঠশালার ছাত্র এইরূপ করিয়াছিল যে, পণ্ডিতের সবই গুণ—দোষের মধ্যে কেবল তিনি মূর্খ। নেপোলিয়ন তেমনি দেখিলেন যে, সবই অতি পরিপাটী বন্দোবস্ত—দোষের মধ্যে কেবল, গোলা তপ্ত করিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে ক্রোশ-খানেক অন্তরে, তপ্ত করিয়া তাহাকে কার্য্যস্থানে আনিতে না আনিতেই পথিমধ্যে তাহা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে; গোলা নিক্ষেপ করা হইতেছে দুর্গের প্রতি, পড়িতেছে তাহা দুর্গে না পৌঁছিয়া মাঝখানকার ফাঁকা স্থানে। আক্রমণ করা উচিত জাহাজের বন্দর, আক্রমণের চেষ্টা নগরের সুরক্ষিত বক্ষঃস্থলের উপরেই বিফলে ক্ষপিত হইতেছে। আমি তাই বলি যে, এইরূপ বৃথা পণ্ডশ্রমের তুমুল কাণ্ডকারখানা হইতে পরিষদের হস্ত যত অলগ্ থাকে ততই ভাল। কেন না ওরূপ কাণ্ডকারখানা হইতে ফল যাহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে তাহা উহার গায়ে লেখা রহিয়াছে;—কি? না বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া! এখনো সময় হাতছাড়া হয় নাই;—পরিষৎ যদি সুবুদ্ধির পরামর্শ শোনেন, তবে এই বেলা তিনি সিরাজুদ্দৌলাদিগের নিকট-হইতে-শেখা অকেজো নবাবি চাল্ দূরে বিসর্জ্জন করিয়া ক্লাইব এবং তাঁহার তুখোড় বুদ্ধিমান্ চেলাদিগের নিকট হইতে

কার্য্যনির্ব্বাহক্ষম পাকা চাল্ শিক্ষা করুন্; কিরূপে প্রথমে সহজ-সাধ্য আশপাশের ছোট ছোট কার্য্যগুলা হস্ত হইতে নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিতে হয়; তাহার পরে কিরূপে আটঘাট বাঁধিয়া দৃঢ়তার সহিত নিঃশব্দে ধীরে ধীরে পা বাড়াইতে হয়; তাহার পরে কিরূপে সম্যক্ যোগাড়-যন্ত্র করিয়া আয়াসসাধ্য বড় বড় কার্য্যগুলা একে একে মুঠার মধ্যে আনিতে হয়; সংক্ষেপে—কিরূপে ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হইতে হয়; তাহার সুবিজ্ঞ প্রণালী-পদ্ধতি বিধিমত-প্রকারে শিক্ষা করুন্; শিক্ষা করিয়া তদনুসারে তৎপরতার সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন্। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র—ইংরাজিতে যাহাকে বলে petty intrigues, সেই সকল কর্ম্মনাশা জঞ্জালগুলা সমূলে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া ঘর পরিষ্কার করুন্; ঘর পরিষ্কার করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে মূলমন্ত্র (অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে cause সেই মূলমন্ত্র) জপ করুন; এবং সেই মূলমন্ত্রকে (causeকে) সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া ও তাঁহার অধীনে সুবিনীত সৈন্যদলের ন্যায় যন্ত্রবদ্ধ হইয়া—সকলের সহিত সকলে একাত্মা হইয়া—কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগুন্। এখনও যদি পরিষদ্ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া এইরূপ সুবিহিত প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করেন, তবে যাহা তিনি পঞ্চাশ বৎসরেও দেখিতে পাইবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহা দশ বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহার আনন্দোৎফুল্ল নয়ন-যুগলের সম্মুখে আপনা হইতে আসিয়া বিরাজমান হইবে; সে যাহা বিরাজমান হইবে তাহা কি? তাহা সিদ্ধিদেবীর প্রসন্ন বদন যাহার দর্শনলাভ বাঙ্গালির ভাগ্যে ঘটে কদাচ—ঘটে না কেবল তাহার আপনার দোষে।

সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য যেমন মহৎ এবং উদ্যম যেমন প্রশংসনীয়—তাঁহার কার্য্যনির্ব্বাহের প্রণালী-পদ্ধতি তেমনি প্রকৃষ্টরূপে ফলদায়ক হওয়া চাই; নহিলে তাঁহার উপক্রমণিকার সহিত উপসংহারের দেখা সাক্ষাতের পথে কাঁটা পড়িবে; অর্থাৎ গোড়ায় কথা হইয়াছিল এক প্রকার—ফল দাঁড়াইবে আর এক প্রকার।

সাহিত্য-পরিষদের পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্যের পৃথক্ পৃথক্ সাধনপ্রণালী আমার বুদ্ধিতে আমি যাহা সুসঙ্গত বিবেচনা করি তাহা একে একে আপনাদের দৃষ্টিগোচরে আনয়ন করিতেছি। আমার মন্তব্য কথাগুলির প্রতি আপনাদের বড় জোর ঘণ্টা দুয়েকের মনোযোগ যাচ্ঞা করিতেছি—এই সামান্য ভিক্ষাটি আজ আপনারা আমাকে প্রদান করিতে ভারবোধ করিলে চলিবে না।

সাহিত্য-পরিষদের প্রথম উদ্দেশ্য—বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন। স্বদেশীয় সাহিত্যানুরাগী কৃতবিদ্য মহোদয়েরা অনেক সময় এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, আজ পর্য্যন্ত দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে বঙ্গভাষার একখানিও সন্তোষজনক ব্যাকরণ বাহির হইল না। ইঁহাদের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য সাহিত্য-পরিষদ্ যদি বঙ্গভাষার একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্যাকরণ গড়িয়া তুলিতে পারেন তবে একটা কাজের মত কাজ হয়। ব্যাকরণ বলিতে সচরাচর আমরা যাহা বুঝি তাহা স্বতন্ত্র, এবং

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ যাহা আমি বলিতেছি হইলে ভাল হয়, তাহা স্বতন্ত্র। যেরূপ ধরণের বঙ্গীয় ব্যাকরণ সচরাচর মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইতে দেখা যায়, তাহা সাহিত্য-সেবকদিগের কাহারো কোনো উপকারে আসিতে পারে না; উপকারে আসা দূরে থাকুক—তাহার সকল কথা বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। কিরূপ হিতে বিপরীত হয়, তাহার আমি অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। আপনারা ভীত হইবেন না—আজ আমি কেবল আমার ঐ মন্তব্য-কথাটির একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াই ভালোয় ভালোয় ক্ষান্ত হইতেছি।

বলিতে কি—না পড়িয়া পণ্ডিতকে সংক্ষেপে N. P. P.কে, তত আমি ডরাই না—যত আমি ডরাই পুঁথি কণ্ঠস্থ করিয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিতকে, P. K. D. Pকে। শেষোক্ত শ্রেণীর কোন ব্যাকরণ-দিগ্‌গজ বলিতে পারেন যে, ইংরাজেরাই বলে "Do this কর এই"—আমরা বলি "এই কর this do"; অতএব সাবধান! বাঙ্গালা লিখিবার সময় ক্রিয়া-কারকের পরে কর্ম্মকারক বসাইও না—যেহেতু বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিধান-মতে তাহা নিষিদ্ধ। বাঙ্গালা-ব্যাকরণের বিধান এই যে, আগে কর্ম্মকারক—পরে ক্রিয়াকারক—নিবেশিতব্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া তাঁহার একজন বাল্য-কালের সহাধ্যায়ী বন্ধু তাঁহার শিখা ধরিয়া টান দিলেন; টানপ্রাপ্তে ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাগত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "কর কি"—"কি কর" না বলিয়া বলিলেন "কর কি"! এইরূপে যখন তিনি মুখে বলিলেন "ক্রিয়া-কারকের পরে কর্ম্মকারক বসাইতে নাই" অথচ, কাজে তিনি অম্লানবদনে ক্রিয়া-কারকের পরে কর্ম্মকারক বসাইয়া বলিলেন "কর কি", তখন তাঁহার বাল্যকালের সহাধ্যায়ী বন্ধুটি জো পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন "ব'ল্লে এক—ক'ল্লে আর!" ভট্ট মহাশয়ও যেমন, উদ্ভট্ট মহাশয়ও তেমনি! যেমন গুরু তেমনি চেলা! ভট্ট মহাশয়ও ক্রিয়ার পরে কর্ম্ম বসাইয়া বলিলেন 'কর কি?' উদ্ভট্ট মহাশয়ও ক্রিয়ার পর কর্ম্ম বসাইয়া বলিলেন—"বলিলে এক করিলে আর।" অতএব ভট্ট মহাশয়ের হা'র, উদ্ভট্ট মহাশয়েরই জিত। তবেই হইতেছে যে, তাঁহার প্রচলিত প্রথার উপরে বৈয়াকরণিক পণ্ডিতের পুঁথিগত বিদ্যার তর্জ্জন গর্জ্জন খাটে না। প্রচলিত প্রথাটিকে আপনারা কম লোক ঠাওরাইবেন না। প্রচলিত প্রথা ব্যাকরণকেও ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে পারে! কে বলে যে, প্রচলিত প্রথা ব্যাকরণ মানে না? ব্যাকরণ খুবই মানে! কিন্তু সে ব্যাকরণ যাহা সে মানে, তাহা তোমার আমার প্রণীত ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণ নহে; তাহা মা সরস্বতীর সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণ! এই সার্ব্ব-ভৌমিক ব্যাকরণের অমুক অধ্যায়ের অমুক সূত্রে আছে যে, যে স্থানে যে কারকের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া আবশুক সেই স্থানে সেই কারক সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিতব্য। সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণের এই প্রশস্ত বিধানটী আমাদের কাণে আজ নূতন ঠেকিতে পারে, কিন্তু কাজে চিরকালই আমরা উহার অধীনে গ্রীবা অবনত করিয়া আসিতেছি।

যখন কর্ম্ম অপেক্ষা ক্রিয়ার উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক হয়, তখন আমরা "কি করিলাম" বলি না—তখন বলি "করিলাম কি"। যখন কর্ত্তা অপেক্ষা কর্ম্মের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক হয়, তখন আমরা "আমি তোমাকে ডাকি নাই" বলি না—তখন বলি "তোমাকে আমি ডাকি নাই"। যখন কর্ত্তা অপেক্ষা ক্রিয়ার উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক হয়,তখন আমরা"সে যা'ক্ যেখানে তার ইচ্ছা"বলি না—তখন বলি "যা'ক্ সে যেখানে তার ইচ্ছা"। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণের কাছে ভট্টাচার্য্য-ব্যাকরণের * দম্ভ-আস্ফালন খাটে না। সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণের শাসনাধিকার (Jurisdiction) কেবল আমাদের এই ক্ষুদ্র বঙ্গভূমিতেই আবদ্ধ নহে, তাহার দৌড় পৃথিবীর এ মুড়া হইতে ও মুড়া পর্য্যন্ত। সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণের ঐ যে একটি সূত্র—যে, যে স্থানে যে কারকের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক সেই স্থানে সেই কারক সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিতব্য, এই সূত্রটির একটি অতি পরিপাটী উদাহরণ সেক্স্‌পিয়রের জুলিয়স্ সীজারের প্রথম পংক্তিতেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। রোম-নগরের ইতর শ্রেণীর কারীকরেরা সীজারের বিজয়-মাহাত্ম্য-ঘটা দর্শনার্থে দঙ্গল বাঁধিয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া রোমের একজন মাথালো ব্যক্তি তাহাদিগকে সীজারের পক্ষপাতিতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার মানসে তাহাদিগকে ধম্‌কাইয়া বলিলেন "Hence home ye idle creatures get ye home !" "Hence home" এই ন্যাজামুড়া-বিহীন, ক্রিয়াকারকের উল্লেখবিহীন, খণ্ড বচনটি নাটকের শিরোভাগে সন্নিবেশিত দেখিয়া ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণ অবাক্! ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণের মনোগত কথা এই যে, পংক্তিটির শিরোভাগে Hence home কথাটা অনর্থক জায়গা জুড়িয়া থাকে কেন? অবিলম্বে সমালোচক ডাকাইয়া আনিয়া ক্ষৌরীকরণ-দ্বারা পংক্তিটির মস্তক মুণ্ডন করানো হো'ক্; তাহা হইলে উহার

---

* এখানে ভট্টাচার্য্যের অর্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহে। পুঁথিগত বিদ্যাই যাঁহার সর্ব্বস্ব তাঁহাকেই এখানে ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রদান করা হইতেছে। যিনি স্থানাস্থান কালাকাল পাত্রাপাত্র নির্ব্বিচারে সব-তা'তেই পুঁথিগত বিদ্যা খাটাইতে তৎপর, তিনিই এখানে ভট্টাচার্য্য; তিনি ইংরাজ হইলেও ভট্টাচার্য্য, বাঙ্গালি হইলেও ভট্টাচার্য্য, শূদ্র হইলেও ভট্টাচার্য্য, যবন হইলেও ভট্টাচার্য্য। তেমনি আবার, কোন্ বিদ্যা কোথায় খাটে কোথায় খাটে না, যেখানে খাটে সেখানে কি-ভাবে খাটে কি ভাবে খাটে না, কোন্ পাত্রে খাটে কোন্ পাত্রে খাটে না, যে পাত্রে খাটে সে পাত্রের কোন্ অবস্থায় খাটে কোন অবস্থায় খাটে না, এ সকল বিষয় যাঁহার জানা আছে, এক কথায়—যাঁহার স্থানাস্থান কালাকাল পাত্রাপাত্র বোধ আছে, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও—জাগ্রত জীবন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও—প্রত্যহ নিয়মিত রূপে সন্ধ্যাবন্দনা এবং গঙ্গাস্নানাদি করিলেও—এখানকার শাস্ত্র অনুসারে ভট্টাচার্য্য উপাধি তাঁহাতে বর্ত্তিতে পারে না। ভট্টাচার্য্য শব্দের অর্থ আর কিছু না—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Pedant। ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণ কি?? না, যে ব্যাকরণ ছাত্রদিগকে Pedantry শিক্ষা দেয়। ভট্টাচার্য্য-উচ্চারণ কি? না, যে উচ্চারণ না বিশুদ্ধ বাঙ্গালা, না বিশুদ্ধ সংস্কৃত, পরন্তু উভয়ের মাঝামাঝি অশুদ্ধ সংস্কৃত। "একই" এই শব্দের ভট্টাচার্য্য উচ্চারণ "এঁকৈ", প্রকৃত উচ্চারণ "অ্যাকি"। "দেখ" এই শব্দের ভট্টাচার্য্য উচ্চারণ Dekhaw, প্রকৃত উচ্চারণ "দ্যাখো"।

মুখমণ্ডলে দিবা বৈয়াকরণিক শ্রী ফুটিয়া বাহির হইবে! তাহা হইলে নাটকের মস্তকটি শুধু কেবল "ye idle creatures get ye home" এইরূপ চাঁচা-ছোলা মূর্ত্তি ধারণ করিবে! প্রকৃত কথা এই যে, "Hence flee to your home" অথবা "Hence get ye home" বলিলে মাঝে ক্রিয়া-কারকের ব্যবধান-গণ্ডিকে hence শব্দ হইতে home শব্দ দূরে পড়িয়া যায়; কিন্তু রোমান বক্তার মনের বেগ hence হইতে homeএর সেরূপ বাচনিক দূরবর্ত্তিতাও সহ্য করিতে পারে না; রোমান বক্তার মনের বেগ শ্রোতৃবর্গকে চকিতের মধ্যে স্ব স্ব ঘরে পুরিতে পারিলে তবেই শান্তি মানে। যে কথা মনের বেগ হইতে বাহির হয় সেই কথাতেই বেশী ঝোঁক পড়ে; আর, যে কথাতে বেশী ঝোঁক পড়ে, সেই কথাই সর্ব্বাগ্রে বক্তার মুখ দিয়া বাহির হয়। কাজেই Hence home এই খণ্ড বচনটি সর্ব্ব প্রথমে উচ্চারিত হইল। নাটকের ঐ পংক্তিটি দুই অংশে বিভক্ত; Hence home ye idle creatures এইটি প্রথম অংশ এবং get ye home এইটি দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশে Hence homeএর উপর ঝোঁক পড়িয়াছে—দ্বিতীয় অংশে get-yeর উপরে ঝোঁক পড়িয়াছে। দুই অংশের ঐ দুই কথার উপরে ঝোঁক পড়িবার বিশিষ্টরূপ কারণও আছে; সে কারণ এই :—

আমরা যখন কোন অভীষ্ট কার্য্যের সাধনে কৃতসংকল্প হই, তখন প্রথমেই আমরা তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি ঝোঁক দিয়া তাহাকে মনশ্চক্ষের সম্মুখে মূর্ত্তিমান করি; তার সাক্ষী—সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলীতে প্রথমেই রহিয়াছে "সভার উদ্দেশ্য" এই কথাটি বড় অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত। তাহার পরে আমরা উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়ের প্রতি ঝোঁক দিয়া অবলম্বনীয় কার্য্য-প্রণালীর একটা সুব্যবস্থা ফাঁদি। রোমান বক্তার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রোতা এ স্থানে না থাকুক্ এবং বাড়িতে থাকুক্; তাই তিনি পরিহর্ত্তব্য স্থান এবং গন্তব্য স্থান এই দুই স্থানের উপর ঝোঁক দিয়া পংক্তিটির প্রথম অংশের প্রথমেই বলিলেন Hence home। তাহার পরে পথ অতিবাহনের উপায়ের প্রতি ঝোঁক দিয়া দ্বিতীয়াংশের প্রথমেই বলিলেন "Get ye যাও তোমরা"। আর একটি কথা এই যে, শ্রোতৃবর্গ নিতান্তই নগণ্য শ্রেণীর লোক বলিয়া সম্বোধন-কারকের উপর ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল না; তাই "ye idle creatures" এই সম্বোধন-কারকটি প্রথমাংশের প্রথমে না বসিয়া শেষে বসিল। পক্ষান্তরে, ব্রুটস্ যখন রোমানদিগকে সম্বোধন করিতেছেন, তখন সম্বোধন-কারকের উপর রীতিমত ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক হওয়াতে সর্ব্বাগ্রেই "Romans countrymen and lovers" এইরূপ সম্বোধন-কারকের ধারা-বর্ষণ হইল।

সার্ব্বভৌমিক-ব্যাকরণের কারক-বিন্যাস-ব্যবস্থা-অধ্যায়ের মূলসূত্র এইবা আমি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম, ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, বৈয়াকরণিক পণ্ডিত চূড়ামণিদিগের মত লইয়া কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া যথাস্থানে বসাইতে হইবে, এরূপ বিধান-প্রবর্ত্তনা একপ্রকার প্লেগের আইন জারি। তাহার উদ্দেশ্য অতীব প্রশংসনীয়—কি? না ভাষার

শ্রীবৃদ্ধি সাধন! কিন্তু শ্রীবৃদ্ধি হয় কই? হইবার মধ্যে হয় কেবল ভাষার স্বাভাবিক শ্রী ঘুচিয়া গিয়া উল্টা শ্রীর উৎপত্তি!

আমাদের দেশে বৈয়াকরণিক এবং নৈয়ায়িকদিগের প্রখর বুদ্ধির প্রতাপে মা সরস্বতী সর্ব্বদাই ভয়ে জড়সড়! ব্যাকরণ না থাকাতেই এই! একখানি তৈয়ারি ব্যাকরণ হাতে পাইলে খুনী সমালোচকেরা গ্রন্থকারদিগের হাতে মাথা কাটিবেন— সেটা বড় সর্ব্বনেশে ব্যাপার! মহাসমালোচক বল্‌টেয়ার সেক্‌স্‌পিয়রকে একেবারেই ন স্যাৎ করিয়া দিয়াছিলেন! ইংলণ্ডে নব্য সাহিত্যের উঠন্তি সময়ে (অর্থাৎ এলিজাবেথের আমলে) যদি French academy এবং Voltaireএর ন্যায় সমজদার সমালোচকেরা Shakespeareকে ঘিরিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে Shakespeare বেচারী Pope এবং Drydenএর উর্দ্ধে উঠিতে পারিত না। আমি তাই বলি যে French academyতে কাজ নাই—বঙ্গভাষা আরও কিছুদিন খেলাধুলা করিয়া স্বাধীন স্ফূর্ত্তিতে বিচরণ করুক। দশম বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতেই বঙ্গভাষা বেচারী অকাল-প্রবীণা বি এ, এম্‌এ, হইয়া চস্‌মা ধরিলে, তিনি নিখিল বিদ্বজ্জনের বিভীষিকা হইবেন—দূর হইতে নমস্কার্য্যা হইবেন, কেহই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে পারৎপক্ষে এগো'বে না।

ব্যাকরণ যদি একখানি গড়িয়া তুলিতেই হয়, তবে একদিকে সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণ; আর একদিকে দেশীয় চাসাভুসা এবং অন্তঃপুর মহলের ব্যাকরণ, সংক্ষেপে বঙ্গীয় প্রাকৃত ব্যাকরণ; আর এক দিকে খাস্‌ সংস্কৃত ব্যাকরণ; এই তিন ব্যাকরণের ত্রিবেণী সঙ্গমকে আদর্শ করিয়া একখানি সুপাঠ্য এবং সমীচীন ব্যাকরণ গড়িয়া তোলা হইলে খুবই ভাল হয়; কিন্তু তাহা যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ বঙ্গভাষা বিনা-ব্যাকরণে যেমন চলিতেছে, তেমনি আরও কিছু দিন চলুক। উঠন্তি ভাষার কচি বয়সে তাহাকে ভীমার্জ্জুনের পাঁচো হাতিয়ার পরাইয়া ভূতলে পাড়িয়া ফেলা পরামর্শ সিদ্ধ নহে। এ স্থলে কেহ যদি বলেন যে, নেই মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি যে, দুর্দ্দান্ত বলদ অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল; ছাত্রদিগের প্রাণ-বধকারী একটা যা' তা' ব্যাকরণ হওয়া অপেক্ষা, ব্যাকরণ না হওয়া ভাল।

অভিধান সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, যিনি বিশ্বকোষের রত্নাগার পূরণ করিবার জন্য বঙ্গের বহুকালের মাটি-চাপা পুরাতন সামগ্রী সকল আলোকে টানিয়া বাহির করিতে সাধ্যমতে যত্নের ত্রুটি করিতেছেন না; কি লুপ্ত গ্রন্থের উদ্ধার—কি গুপ্ত শিলালিপির আবিষ্কার, কি প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা কিছুতেই যিনি পিছ্‌পাও নহেন; যিনি বঙ্গসাহিত্যের গোড়া-বাঁধুনি কার্য্যে আপনার জীবনের সারাংশ এবং যথাসর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিতে কুণ্ঠিত হন নাই; সেই আমাদের সুযোগ্য পত্রিকাসম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অভিধানের যেরূপ নমুনা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহা অতীব আশাপ্রদ; কিন্তু তদুপলক্ষে তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া অভিনন্দন করা'র সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই,—এখন বলি কেবল এই

যে, বিধাতা করুন যেন নগেন্দ্র বাবুর প্রযত্ন রোপিত উক্ত বাড়ন্ত বৃক্ষটি অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া প্রচুর ফল ফুল বিকীর্ণ করিয়া এবং সুস্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়া বঙ্গভাষা যতকাল পৃথিবীতে থাকিবে ততকাল বঙ্গ-সাহিত্যের তীর্থ-যাত্রীদিগের চিত্তের বিনোদন, জ্ঞানের পুষ্টি সাধন এবং পথের প্রজ্ঞাপন, প্রভৃতি বিবিধ সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া মাতৃভূমির শুভাশীর্ব্বাদ সঞ্চয় করিতে থাকে।

এখন, বিশ্বকোষকে অভিধান বলিব কি Encyclopedia বলিব সেইটিই হচ্চে কথা। আমার বিবেচনায় বিশ্বকোষ Encyclopediaরই সামিল। অভিধানের আকার প্রকার এবং সঙ্গঠন-প্রণালী স্বতন্ত্র। রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত প্রকৃতিবাদ অভিধানখানি উহারই মধ্যে দেখিতে শুনিতে ভাল; কিন্তু তাহাতেও আমাদের আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না। আমরা চাই ওয়েব্‌ষ্টারের মত একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিধান। প্রকৃতিবাদের শব্দ-ভাণ্ডার পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিলাম যে, চলিত ভাষার অনেকগুলি শব্দ তাহাতে নাই। ট্যাঁক নাই; টেঁকনও নাই; অথচ আমরা বলি যে, বিলাতি ধুতি বেশী দিন টেঁকে না। চোঁচ শব্দ আছে কিন্তু চোঁচা শব্দ নাই; অথচ আমরা বলি "চোঁচা দৌড়।" তাড়ন শব্দ আছে কিন্তু তাড়স শব্দ নাই; অথচ আমরা বলি "ফোড়ার তাড়সে জ্বর হইয়াছে।" চোঙ্গা আছে কিন্তু ঠোঙ্গা নাই। থিতনো নাই; অথচ আমরা বলি "নদীর জল থিতিয়ে থিতিয়ে তাহার তলায় পাঁক জমিয়াছে।" থেতনো নাই। ভোঁ নাই; অথচ আমরা বলি "নেশায় ভোঁ হইয়া বসিয়া আছে।" ঠিক্‌রোনো নাই; অথচ আমরা বলি "লাবণ্য ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে।" ঠ্যাঙ আছে কিন্তু ঠ্যাঙাও নাই—ঠ্যাঙানোও নাই। দম্‌কা নাই; অথচ আমরা বলি দম্‌কা বাতাস। জটল্লা নাই। যোটক আছে কিন্তু যোটবন্দি নাই—যোটপাট নাই। যোগাড় আছে কিন্তু যোগাড়-যন্ত্র নাই। তা ছাড়া, অনেকগুলি শব্দের অনেকগুলি অর্থ মাঠে মারা গিয়াছে। টঙ্ক শব্দের দেখিলাম "পাথর কাটা অস্ত্র" প্রভৃতি অনেকগুলি অর্থ লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি টঙ্ক" এখানে টঙ্ক শব্দের অর্থ কি তাহার কোনও উল্লেখ দেখিলাম না। প্রকৃত কথা এই যে, প্রকৃতিবাদ অভিধানখানি নেহাত ভট্টাচার্য্য-অভিধান; তাহা উইল্‌সন্ সাহেবের সংস্কৃত ইংরাজি অভিধানের একপ্রকার বাঙ্গালা অনুবাদ। প্রকৃতিবাদের বিশেষ গুণ হ'চ্চে সাধু-ভাষার মান্যগণ্য শব্দগুলির প্রতি যথেষ্ট যত্ন সমাদর; আর, তাহার মহৎ দোষ হচ্চে—চলিত কথোপকথনের ব্যবহারোপযোগী দীন হীন শব্দগুলির প্রতি হতশ্রদ্ধা। প্রকৃতিবাদের ঐ বিশেষ গুণটির জন্য উইল্‌সন্ সাহেব আমাদের নিকট বিশিষ্টরূপ ধন্যবাদের পাত্র; আর, তাহার ঐ মহৎ দোষটির জন্য তাহার লোকান্তরিত প্রণেতা রামকমল ভট্টাচার্য্য একাকী দায়ী। প্রকৃতিবাদের ঐ মহৎ দোষটি যদি তাহার পরবর্ত্তী-সংস্করণে খণ্ডাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা বঙ্গ ভাষার দিব্য একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান হয়।

অতঃপর আসিতেছে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাষার পরিভাষা সঙ্কলন। সাহিত্য পরিষদের এ সঙ্কল্পটি অতি উত্তম প্রস্তাব; কিন্তু উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে রীতিমত জোগাড়-যন্ত্র আবশ্যক। সাহিত্য পরিষদে আমি একটি বিষয়ের বড্ড অভাব দেখিতেছি—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীর লোকের অভাব। সংস্কৃত কালেজ আছে, ভাটপাড়া আছে, নবদ্বীপ আছে, বিক্রমপুর আছে। এই সকল পুরাতন খনিতে অনেক প্রশান্ত স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল রত্ন (many a gem of purest ray serene) খুঁজিলে হয় তো পাওয়া যাইতে পারে; সে সকল রত্ন খুঁজিয়া পাতিয়া আনিয়া পরিষদের উষ্ণীষে বসানো না হয় কেন? তবে, এটা ঠিক্ যে, সভার শোভার জন্য রত্নের তেমন আমাদের প্রয়োজন নাই, যেমন সভার কাজের জন্য যত্নের আমাদের প্রয়োজন। মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে কে গুরু কে লঘু, তাহা তৌল করিয়া দেখিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই; আর, তাহা তৌল করিয়া দেখিবার প্রয়োজনও আমাদের নাই। তাঁহাদের শ্রেণীস্থ কোন্ সদাশয় ব্যক্তি সাহিত্য সভার কোন্ কাজে লাগিতে পারেন এবং কি হইলে তিনি সে কার্য্যের নির্ব্বাহ-পক্ষে বিধিমতে সহায়তা করিতে পারেন, তাহাই কেবল আমাদের জানিবার প্রয়োজন। উঁহাদের মধ্যেকার দুইটি অভিজাত রত্নের সহিত আমার বহুকালের সৌহার্দ্দ আছে; দুইজনেরই সম্বন্ধে আমি মুক্তকণ্ঠে এবং মুক্তপ্রাণে বলিতে পারি যে, তাঁহারা সাহিত্য-পরিষদের সম্মানিত সভ্য হইলে পরিভাষা সমিতির এবং আর আর শাখা সমিতির উপকারে আসিতে পারেন। উভয়েই তাঁহারা সংস্কৃতের অগম্য কৈলাস-শিখর হইতে বাঙ্গালার আসরে নামিয়াছেন; আর, সেইটিই তাঁহাদের বিশেষত্ব। এ সম্বন্ধে যদি আপনাদের মধ্যে কাহারও মনোমধ্যে কোনও প্রকার কিন্তু বা সন্দেহ থাকে, তবে তাঁহাদের দুই জনের নাম করিলেই সে সন্দেহ তদ্দণ্ডেই তিরোহিত হইয়া যাইবে। একজন হ'চ্ছেন দর্শন-শাস্ত্রের অনুবাদক শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়; আর একজন হচ্ছেন রামায়ণের অনুবাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়। এ দুই মহাত্মা নামে শুধু নয় কিন্তু কাজে আমাদের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছেন; কেননা, উভয়েই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট অধিকার-ক্ষেত্রে বঙ্গভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন।

পারিভাষিক সমিতির যদি রীতিমত কার্য্য করিবার ইচ্ছা থাকে তবে তাঁহার নিতান্ত কর্ত্তব্য যে, তিনি সুবিধামতে মাঝে মাঝে দিন স্থির করিয়া সেই সেই দিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণের সভা আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তিশালী সেই বিষয়ের অধিকারভুক্ত শব্দাদি আয়োজনের ভার তাঁহার হস্তে বিন্যস্ত করেন।

প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহজ-সাধ্য বিষয় হইতে কার্য্যারম্ভ করা হোক্ :—

বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বলা হোক্ যে, ভরত যখন সমস্ত পুরবাসী-সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন, তখন বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর কারীকর

বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিল এটা তাঁহার অবিদিত নাই; এটাও তাঁহার অবিদিত নাই যে, ঐ সময়ে একদল কারীকর ভরতের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিল— আর এক দল কারীকর তাঁহার আগে আগে রাস্তা ঘাট পরিষ্কার করিতে করিতে চলিয়াছিল। সেই সকল বিভিন্ন কারীকর-শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যবসায় এবং যন্ত্র তন্ত্রাদি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক তিনি তাহা বিশদরূপে বিবৃত করিয়া লিখিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসের মধ্যে সমিতির অবগতি-জন্য প্রেরণ করুন্।

স্মার্ত্তবাগীশ মহাশয়কে বলা হোক্ যে, মনুর স্মৃতিতে যতপ্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য ও সামাজিক কর্ম্মবিভাগের উল্লেখ আছে তাহার তিনি একটা বিস্তারিত বিবরণ লিপি-বদ্ধ করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসের মধ্যে সমিতির অবগতি জন্য প্রেরণ করুন্।

বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে বলা হোক্ যে, প্রত্যক্ষের এবং অনুমানের প্রণালী পদ্ধতি কোন্ দর্শনের মতে কিরূপ; ভাবনা, ভাব, চেতনা, চিত্ত, অনুভূতি, বেদনা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, প্রত্যয়, এই শব্দগুলির, তথৈবচ গুণ লক্ষণ ধর্ম্ম উপাধি এই শব্দগুলির, বিশেষ বিশেষ দার্শনিক অর্থ কতরূপ? উহাদের প্রচলিত অর্থই বা কতরূপ? উহাদের লৌকিক এবং দার্শনিক অর্থের মধ্যে ভেদাভেদই বা কতরূপ? কোন্ কোন্ স্থলে কাহারই বা কিরূপ প্রয়োগ-পদ্ধতি? এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর তিনি বিশদরূপে বিবৃত করিয়া লিখিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসের মধ্যে সমিতির অবগতি-জন্য প্রেরণ করুন্।

ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এইরূপ একটা ষড়যন্ত্রের ঘূর্ণাচক্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার আকর্ষণ-বলে নানা দিক্ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবহারোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন শব্দের আমদানি হইতে থাকিলে, পারিভাষিক সমিতি সেই সকল কাঁচা সামগ্রী গুলা (raw material গুলা) সুবিবেচনা-যন্ত্রে চড়াইয়া আবশ্যক মতে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া মাজিয়া ঘসিয়া অথবা যেমন তেমনি অব্যাকৃত রাখিয়া, রচিতব্য পরিভাষা উপযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ মতে ধীরে সুস্থে রচনা করিতে পারেন। প্রকৃত কথা এই যে, শ্রমের বিভাজন, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে Division of Labour, তাহার সাহায্য ব্যতিরেকে কোনও ষড়্যন্ত্রিতব্য বৃহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। সমিতি সুতা পাইলে কাপড় বুনিতে পারেন কিন্তু সুতা পাকাইতে জানেন না; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবর্গ কাপড় বুননের জন্য সুতা পাকাইতে পারেন, কিন্তু কাপড় বুনিতে জানেন না। দুই দল পৃথক্ থাকিলে দোঁহারই হস্ত অসাড় হইয়া যায়; দুই দল যোটবদ্ধ হইলে দোঁহারই কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে। সূত্রের অনটন হইলে বস্ত্র-বয়ন যে ভাবে চলে—পারিভাষিক সমিতির কার্য্য এক্ষণে সেই ভাবে চলিতেছে; অচল ভাবে চলিতেছে; অর্থাৎ কিনা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

সাহিত্যের পরিভাষার জন্য উদ্বেগের বিশেষ কোনও কারণ নাই—বিজ্ঞানের পরি

ভাষাই শক্ত সমস্যা। জ্যোতিষ, দেহতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের অধিকারভুক্ত অনেকগুলি পরিভাষা সংস্কৃত পুঁথি ঘুঁটিয়া বাহির করা যাইতে পারে—সত্য, কিন্তু তেমনি আবার অনেকগুলি পরিভাষা সংস্কৃত শাস্ত্রের কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। শেষোক্ত স্থলে একেবারেই হাল ছাড়িয়া না দিয়া প্রয়োজনীয় পরিভাষা যথা-সম্ভব সংস্কৃতানুযায়ী করিয়া গড়িয়া লওয়াই পরামর্শসিদ্ধ। Nerve শব্দের দেশীয় প্রতিশব্দ নাই। Nerveকে ধমনী বলা যাইতে পারে না, যে হেতু ধমনী=Artery; স্নায়ু বলা যাইতে পারে না, যে হেতু স্নায়ু=Tendon। আমি তাই বলি যে, Nerveকে তৈজস তন্তু এবং Ganglionকে তৈজস-পিণ্ড বলিলে মন্দ হয় না। বেদান্তাদি শাস্ত্রে সূক্ষ্ম-শরীরাবচ্ছিন্ন জীব তৈজস শব্দে উক্ত হয়। Nervous system স্থূল শরীরের তেজোহংশ-সম্ভূত একপ্রকার সূক্ষ্ম শরীরের সামিল—সুতরাং তাহা স্বচ্ছন্দে তৈজস শব্দের বাচ্য হইতে পারে। কেহ যদি বলেন যে, না—Nerve শব্দ তৈজস শব্দের বাচ্য হইতে পারে না; যেহেতু তৈজস পাত্র বলিতে ধাতুময় পাত্র বুঝায় ইহা সকলেরই জানা কথা; তবে তাহার উত্তর এই যে, ধাতু বলিতে সোণা রূপা বুঝায় বলিয়া ধাতুজ্ঞ চিকিৎসক বলিতে সোণারূপাজ্ঞ চিকিৎসক বুঝায় না। Spring বলিতে উল্লম্ফনও বুঝায় আর জলের উৎসও বুঝায়; কিন্তু তা বলিয়া ঘড়ির Spring বলিতে ঘড়ির উল্লম্ফনও বুঝায় না—ঘড়ির উৎসও বুঝায় না। তেমনি তৈজস পাত্র বলিতে ধাতুময় পাত্র বুঝায় এ কথা সত্য হইলেও শাস্ত্রোক্ত তৈজস জীবের অর্থ ধাতুময় জীব নহে; অতএব Nerveকে তৈজসতন্তু বলিলে পাছে লোকে ধাতুময় তন্তু বোঝে এরূপ আশঙ্কা বাতিকের দুর্ভাবনার কোটায় স্থান পাইবারই যোগ্য।

যন্ত্র-বিজ্ঞানের পরিভাষা রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দেশীয় তাঁতি, কামার, কুমার, ছুতার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি কারীকরদিগের ব্যাবসায়িক ভাষার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। যন্ত্র এবং যন্ত্রাঙ্গ গুলার দিশী প্রতিশব্দ যেখানে যত পাওয়া যায় সে-গুলা আগে তো খুঁজিয়া পাতিয়া সংগ্রহ করা হোক্; তাহার পরে এ তো জানাই আছে যে, অবশিষ্ট গুলার প্রতিশব্দ দেশীয় ভাষার চতুঃসীমার মধ্যে সহস্র মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যাইবে না। কাজেই, শেষোক্ত স্থলে নূতন প্রতিশব্দ সঙ্গঠন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যন্ত্র বিজ্ঞানের সামান্য গোটা চার পাঁচ শব্দ আমি উপস্থিত মতে গড়িয়া নমুনা স্বরূপে আপনাদিগকে দেখাইতেছি; তাহা আপনাদের মনে ধরুক্ বা না ধরুক্—তাহা দৃষ্টে বঙ্গভাষার নূতন সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনাদের কাহারো না কাহারো চক্ষু ফুটিবে—তাহা হইলেই হইল; বর্ত্তমান স্থলে আমার আকাঙ্ক্ষা তাহার অধিক আর কিছুই নহে:—

Fulcrum	স্তম্ভক
Lever	তোলক

Pendulum	দোলক
Screw	আবর্ত্তক
Spring	প্রস্থাপক

আমার বিবেচনায় রসায়ণের অধিকারভুক্ত শব্দ গুলির বৈজ্ঞানিক নাম যত কম পরিবর্ত্তন করা যায় ততই ভাল ; কেননা রসায়ণের অধিকার ভুক্ত পদার্থ সকলের সাঙ্কেতিক নামের সঙ্গে সমগ্র রসায়ণবিজ্ঞান এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জড়িত রহিয়াছে যে, পূর্ব্বোক্তের এক চুল ইতস্ততঃ হইলেই শেষোক্তের প্রাণে আঘাত লাগে। আমি তাই বলি যে, কার্বনকে কার্বন বলাই ভাল ; তবে Sulphur কে গন্ধক বলিতে দোষ নাই। আমার মনে হইতেছে আমি যেন ইতিপূর্ব্বে কোথাও Sulphuric Sulphurous and Sulphate গন্ধিক গন্ধীয় এবং গন্ধিত বলিয়া উক্ত হইতে দেখিয়াছি ; আমার বিবেচনায়—এইরূপ নামকরণ-প্রণালীই রসায়ণের পরিভাষার পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপযোগী। মোট কথা এই যে, দেশীয় লোকেরা অবাধে উচ্চারণ করিতে পারে অথচ মূলের সহিত হয় অর্থের না হয় শব্দের, সার্ব্বাঙ্গীন না হউক্ অন্ততঃ আংশিক সাদৃশ্য থাকে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রসায়ণের পরিভাষা বিরচিত হইলেই ঠিক্ হয়।

অতঃপর আসিতেছে—ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রকাশ। ভাষান্তর হইতে অনুবাদ খুবই কাজের সামগ্রী যদি না পড়ে ধরা। অনুবাদ যদি অনুবাদ বলিয়া ধরা পড়ে, তবে বেচারী জন্মের মতো গেল—বাজে কাগজ পত্রের ঝুড়ি তাহাকে উদরস্থ করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। অনুবাদ ষোলো আনা মাত্রা অনুবাদ হইবে অথচ তাহা অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকটে ঘুণাক্ষরেও অনুবাদ বলিয়া ধরা পড়িবে না ; এই সুকঠিন ব্রতটি উদ্‌যাপন করিতে না পারিলে কোনো অনুবাদই কোনো কার্য্যের হয় না। অনুবাদের উভয় সঙ্কট। (১) অনুবাদ যদি মূলের অবিকল প্রতিবিম্ব না হয়, তবে তাহা অনুবাদ না—তাহা অন্যথাবাদ ! আবার (২) অনুবাদ যদি আপনাকে মূলের অবিকল প্রতিচ্ছবি করিতে গিয়া বিদেশীয় ঢঙের স্বদেশীয় ভাষায় সঙ্ সাজিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে তাহা অনুবাদ না—তাহা হনুবাদ ! এইরূপ ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর ! যাঁহারা অনুবাদ কার্য্যে বিশিষ্টরূপ নৈপুণ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা দেশীয় প্রচলিত কথোপকথনের ভাষা এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত গদ্যের ভাষা এই দুই পিতা পুত্র ভাষার হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দুয়েরই অন্তর্নিহিত অস্থি সন্ধি এবং খোঁচখাঁচ গুলা ঠাহর করিয়া সমঝিয়া দেখেন। অধিকন্তু, সেই সঙ্গে ইংরাজি এবং সংস্কৃতের মধ্যে যে যে অংশে প্রথা-সাদৃশ্য আছে, সেই সেই অংশ যদি খুঁচাইয়া তুলিয়া আলোকে বাহির করিতে পারেন তবে সোণায় সোহাগা হয়। সংস্কৃত এবং ইংরাজির মধ্যে মূলগত প্রথা-বৈষম্য আমরা যতটা মনে করি বাস্তবিক তাহা ততটা না হইতে পারে। অনেক স্থলে সংস্কৃত ভাষার সহিত ইংরাজি

ভাষার মর্ম্মস্থানীয় ঐক্য দেখিয়া দর্শকের তাক্ লাগিয়া যায়। না হইবেই বা কেন? ধরিতে গেলে ইংরাজি ভাষা সংস্কৃত ভাষার বহিন্ ঝি, যেহেতু গ্রীক এবং লাটিন ভাষা সংস্কৃত ভাষার ছোটো ভগ্নী। ইংরাজি এবং সংস্কৃতের মৌলিক প্রথ-সাদৃশ্য অনেকবার অনেক স্থলে আমার চক্ষে পড়িয়াছে; যখনি যখনি চক্ষে পড়িয়াছে, তখনি তখনি যদি আমি তাহা টুকিয়া রাখিতাম, তাহা হইলে আর কোনো গোল থাকিত না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই সেই সময়ে আমার মন অন্তবিধ চিন্তায় নিবিষ্ট থাকাতে দুই ভাষার প্রথা-সাদৃশ্যের দৃষ্টান্তগুলি আমি টুকিয়া রাখিতে অবসর পাই নাই; এক্ষণে তাই সে গুলির পোনেরো আনা অংশ আমার স্মরণ হইতে সরিয়া পলাইয়াছে। কি করিব নিরুপায়! তথাপি, একেবারেই হাল ছাড়িয়া না দিয়া, সেই পলাতকা মহলের দুই একটি যৎসামান্য অধিবাসী যাহারা কোটরের মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া এখনো পর্য্যন্ত ভিটা আঁকড়িয়া আছে—নমুনা স্বরূপে সেই দুই একটিকে আপনাদের নয়নগোচরে টানিয়া আনিয়া "মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" রকমে জো শো করিয়া কাজ সারি।

একজন আপাত-দর্শী গ্রন্থ-সমালোচক সহসা মনে করিতে পারেন যে, "অন্ধ শক্তি" কথাটা Blind Forceএর অনুকরণ মাত্র। তাহা যদি তিনি মনে করেন, তবে সেটি তাঁর বড়ই ভুল। সাংখ্যদর্শনে জগতের আদ্যাশক্তি (মূল প্রকৃতি) বারম্বার অন্ধের সহিত উপমিত হইয়াছে। তা ছাড়া, শারীরক ভাষ্যে স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে যে, জ্ঞান-শূন্যা প্রকৃতিকে জগতের মূল কারণ বলিলে "জগদান্ধ্যং প্রসজ্যেত" জগদান্ধ্য দোষ পড়ে অর্থাৎ সমস্ত জগৎ অন্ধভাবে চালিত হইতেছে এইরূপ একটা অসঙ্গতি দোষ পড়ে। যদি একটাকে আরেকটার অনুকরণ বলিতেই হয়, তবে অন্ধ শক্তিকে Blind Forceএর অনুকরণ বলা অপেক্ষা Blind Force কে অন্ধ প্রকৃতির অনুকরণ বলা অধিক যুক্তি-সঙ্গত, যেহেতু সাংখ্যদর্শনের অন্ধ প্রকৃতি-বাদ ইংরাজি সাহিত্যের জন্মিবার বহু পূর্ব্বে আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বিরচিত কোনো গ্রন্থের কোনো একস্থানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন "দ্বৈতং ন সহতে শ্রুতিঃ" শ্রুতি দ্বৈত সহে না; ইহারই জুড়ি ধাঁচার একটি কথা ইংরাজিতে এইরূপ পাওয়া যায় যে, অমুক কথা does not bear contradiction অর্থাৎ অমুক কথা প্রতিবাদ সহে না। ইংরাজি এবং সংস্কৃত উভয় স্থলেই "সহে না" কথাটার ভাবার্থ অবিকল সমান। "শ্রুতি দ্বৈত সহে না" ইহার অর্থ এই যে, শ্রুতির মধ্যে একস্থানেও এমন একটি ছিদ্র নাই যেখান দিয়া দ্বৈত প্রবেশ করিতে পারে। তেমনি "এ কথা does not bear contradiction" ইহার অর্থ এই যে, এ কথার এক স্থানেও এমন একটি ছিদ্র নাই যেখান দিয়া প্রতিবাদ প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, সংস্কৃত ইংরাজির সৌসাদৃশ্যের টানা জালে ভাষার একটু আধটু খোঁচ খাঁচ পর্য্যন্তও এড়ায় নাই।

বিভীষণ যখন রাবণকে অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, রামকে সীতা প্রত্যর্পন করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়, তখন রাবণ বলিলেন "আমি ভাঙিয়া যাইতে পারি কিন্তু নত হইতে পারি না" I can break but cannot bend। বাল্মিকী বলিয়াছেন তাই রক্ষা—আমরা যদি কেহ প্রসঙ্গক্রমে ঐ কথাটি কোথাও লিখিতে সাহস করিতাম তবে নিশ্চয়ই তাহা সমালোচকের বিষ দৃষ্টিতে পড়িয়া ইংরাজি অনুকরণের কোটায় সজোরে নিক্ষিপ্ত হইত।

সংস্কৃত তো আমাদের পৈতামহী ভাষা; আমাদের সাক্ষাৎ মাতৃভাষার সঙ্গেও ইংরাজি ভাষার পুরাতন সম্পর্ক-সূত্র ছোটো খাটো উপন্যাসের আড়ালে আব্‌ডালে এখনো পর্য্যন্ত উঁকি ঝুঁকি দিতে ছাড়ে নাই। বলিলে আপনারা হাসিবেন—একটি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি রাক্ষসের উপন্যাসে আছে Fi fo fee fum! I smell the blood of an Englishman!" ইহার জুড়ি আমি আমার নিতান্ত শৈশবাবস্থায় নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বক্ষণে ধাত্রীর মুখে কত-বার যে শুনিয়াছি তাহার ওর নাই। এখনকার কালের বালকেরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে; এই জন্য আমি সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছি না যে, সভাস্থ সকল ব্যক্তিই সে ঔপন্যাসিক শ্লোকটি জানেন; তবে এটা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমার বয়সী সভাস্থ জনের কাহারো নিকটে তাহা অবিদিত নাই; সেটি হ'চ্চে "হাঁউ মাউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ।" Fi Fo Fee Fum = ইংরাজি হাঁউ মাউ খাঁউ; আর I smell the blood of an Englishman = ইংরাজি "মানুষের গন্ধ পাঁউ"। আঙ্গালা মুলুক পৃথিবীর উত্তর-পশ্চিম কোণে—বাঙ্গালা মুলুক পৃথিবীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে—দুই কোণের দুই ছেলে ভুলানিয়া গল্পের মধ্যে অমনতর একটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ সৌসাদৃশ্য কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! আবার, পোনেরো আনা সৌসাদৃশ্যের আড়াল হইতে এক আনা বৈসাদৃশ্য যাহা উঁকি দিতেছে সেটা আরো চমৎকার! ইংরাজ রাক্ষস "মানুষের গন্ধ পাঁউ" বলিতেছে না! বলি-তেছে "I smell the blood of an Englishman—English রক্তের গন্ধ পাঁউ!" দেখি-য়াছেন ব্যাপার!

দুই জাতির দুই ভাষার মধ্যে এইরূপ নিগূঢ় প্রথা-সাদৃশ্য শুধু দেখিলে কি হইবে? তাহা হইতে কাজ আদায় করিতে চেষ্টা করা হো'ক। যে যে স্থানে ইংরাজি ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার মূলগত সাদৃশ্য আছে, সেই সেই স্থানে সংস্কৃত ভাষাকে আদর্শ করিয়া দেশীয় ভাষার পুষ্টিসাধন করা হো'ক্; তাহাতে ভাষার সৌন্দর্য্য এবং বল বিক্রম বাড়িবে বই কমিবে না।

আর একটি এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, স্থল-বিশেষে সাধু ভাষা অপেক্ষা চলিত কথোপ-কথনের ভাষা মন্তব্য প্রকাশের পক্ষে বেশী কার্য্যকরী হয়। কেহ যদি বলে যে, "অমুক কথাটার বন্ধন শিথিল" তবে সে বাক্যটির অর্থ উহারই মধ্যে একটু কষ্ট করিয়া

বুঝিতে হয়; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সে যদি বলে যে, "অমুক কথাটার বাঁধুনি আল্‌গা" তবে তাহার অর্থ বুঝিতে শ্রোতার ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় না। আমার বিশ্বাস এই যে, বাঙ্গালা ভাষার ত্রিসীমার মধ্যে একটিও সাঁওতালি ভাষার বা অন্য কোনো জঙ্গলি ভাষার শব্দ নাই। "আল্‌গা" শব্দ শুনিলে হঠাৎ মনে হয় যে, সংস্কৃত ভাষার সহিত মূলেই তাহার কোনো সম্পর্ক নাই; অথচ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, তাহা অলগ্ন শব্দের অপভ্রংশ; তার সাক্ষী অলগ্ন=অলগ=আল্‌গা। অনেক সময় সাধু ভাষার ত, দ চলিত ভাষায় ট, ড মূর্ত্তি ধারণ করে; তার সাক্ষী কর্ত্তনের ত=কাটনের ট; বৃন্তের ত=বোঁটার ট; দলনের দ=ডলনের ড; দন্তের দ ত=ডাঁটার ড ট; কোমল শাকের কঠিন ডাঁটা—কোমল ওষ্ঠ-সংলগ্ন কঠিন দন্তের সহিত উপমেয়। এরূপ যখন, তখন লিপ্তের ত যে, লপেটের ট হইবে তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। গেঞ্জিফরাক্ গায়ে লপেট্‌ হইয়া রহিয়াছে বলাও যা, আর লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে বলাও তা, একই। অনেক স্থলে সাধু-ভাষার র চলিত ভাষায় ল মূর্ত্তি ধারণ করে; তার সাক্ষী চক্রের র-ফলা=চাক্‌লা এবং cycle এর লফলা। কাপড় এবং কাপ্‌ড়া শব্দ স্পষ্টই কর্পট শব্দ হইতে আসিয়াছে। যেমন, কর্কট=কাঁকড়া; তেমনি কর্পট=কাপ্‌ড়া। তার সাক্ষী সংস্কৃত কাদম্বরী গ্রন্থের এক স্থানে আছে কর্পটাবগুণ্ঠিত অর্থাৎ বস্ত্রাবগুণ্ঠিত। মাঝের রেফ কখনো বা শেষের র হয়, কখনো বা শেষের ড় হয়। তার সাক্ষী—দীর্ঘের রেফ=ডাগরের র এবং দীঘলের ল। বর্দ্ধনের রেফ=বাড়নের ড়। শেষের র ফলা কখনো বা মাঝের রেফ হয় কখনো বা মাঝের ড় হয়; তার সাক্ষী—চক্র শব্দের শেষের র ফলা রেফ হইয়া চর্কা এবং circleএর মাঝে বসিয়াছে, ও, ড় হইয়া চড়ক শব্দের মাঝে বসিয়াছে। ঠাণ্ডাশব্দ স্পষ্টই স্নিগ্ধ শব্দ হইতে আসিয়াছে; তার সাক্ষী স্নিগ্ধ=থিন্দ=ঠাণ্ডা। ঠাওর শব্দ স্পষ্টই স্থাবর শব্দ হইতে আসিয়াছে; তার সাক্ষী—দেবর=দেওর, স্থাবর=ঠাওর। "এই বস্তুটাকে ঠাওর করিয়া দেখ" অর্থাৎ স্থাবর করিয়া দেখ, অর্থাৎ চক্ষের সম্মুখে স্থিরভাবে দাঁড় করাইয়া দেখ। কুল্য শব্দের নানা অর্থ অভিধানে লিখিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে একটি অর্থ—আমরা যাহাকে বলি কুলো। ঢেঁকি শুনিলে সহসা মনে হয় যে, নিশ্চয়ই তাহা সাঁওতালদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া পাওয়া। আমার কিন্তু মনে হয় যে, তাহা ধক ধাতু হইতে আসিয়াছে। ধক ধাতুর অর্থ ধাকা দেওয়া। ধক ধাতু হইতে ধক্কী আসিয়াছে, ধক্কী হইতে ঢেঙ্কি আসিয়াছে। ঢেঁকি ধাকা প্রদান করে এই অর্থে ধক্কী। যদি বল যে, ধক্কী হইতে ঢেঙ্কি আসিবে কিরূপে? তবে তাহার উত্তর এই যে, যা'র তা'র গায়ে চন্দ্রবিন্দু এবং সানুনাসিক বর্ণের যোজনা (প্রাচীনা বিধবা রমণীর ন্যায় যখন তখন বিনা কারণে নাকি সুরে কান্না) বঙ্গভাষার একটা :চিরকেলে কু অভ্যাস। কাচ যখন কাঁচ হইতে পারিল, শাপ যখন শাঁপ হইতে পারিলে, কর্কট যখন কাঁকড়া হইতে পারিল, আকর্ষণ যখন আঁকড়ানো হইতে পারিল, হাসি যখন হাঁসি হইতে পারিল, ময়ূর পক্ষী

যখন ময়ূর পক্ষী হইতে পারিল, তখন ধক্কী যে ঢেঁকি হইতে না পারিবে কেন তাহাই জিজ্ঞাস্য।

বাবা এবং মা শব্দ সংস্কৃত বাব এবং মাম শব্দ হইতে আসিয়াছে; ইংরাজি Pappa Mamma ও তাই। বাঙ্গালি দাদা এবং ইংরাজি Dad দুইই সংস্কৃত তাত শব্দের অপভ্রংশ। আমরা বলি ঠাকুর দাদা, ইংরাজেরা বলে Grand Dad। বেটা শব্দ ইংরাজি Pet শব্দের সহোদর। Max Muller এর একটি গ্রন্থে আমি দেখিয়াছিলাম যে, এক জাতীয় আধুনিক ইউরোপীয় আর্য্যভাষায় (কোন্ জাতীয় তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না) দুহিতাকে বলে Dsi। Max Muller যদি জানিতেন যে, আমাদের দেশে দুহিতার আরেক নাম ঝি, তবে তিনি কত না জানি আনন্দিত হইতেন। সংস্কৃত দুহিতা হইতে প্রাকৃত ধীদা হইয়াছে এটা জানা কথা। পুত্র যেমন পো; ধীদা তেমনি=ধী; বন্ধ্যা যেমন বাঁঝা, ধী তেমনি ঝি।

আমি আমার উপসর্গ বিচার নামক প্রবন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়াছি যে, মার্জ্জ্য হইতে মেজে হইয়াছে; দল্য হইতে চাল-ডালের ডা'ল হইয়াছে; দারুপল্লব হইতে ডাল-পালা হইয়াছে; পর্য্যায় হইতে পালা হইয়াছে; ইত্যাদি।

সংস্কৃতভাষার এইরূপ নদীর ন্যায় বিচিত্র নিম্নগতি দেখিয়া বহুকাল যাবৎ আমার চক্ষু ফুটিয়াছে; তাই আমি আজ সমস্ত সভার সমক্ষে এ কথা বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছি না যে, বঙ্গীয় প্রাকৃত শব্দ গুলিকে বর্ব্বর ভাষা বলিয়া উপেক্ষা করা নিতান্তই অজ্ঞ লোকের কার্য্য; যেহেতু সে গুলা প্রকৃত পক্ষেই সংস্কৃতের সন্তান সন্ততি।

ইংরাজি কথা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিবার বিহিত প্রণালী কিরূপ তাহা যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে তাহার সন্ধান আমি আপনাদিগকে দুই কথায় বলিয়া দিতে পারি; তাহা এই যে, যে পর্য্যন্ত অনুবাদিত বচনটি ভাবাংশে মূলের মতো, আর, ভাবাংশে মনের মতো না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না দেওয়া। এইরূপ প্রণালীতে অনুবাদের নদী সন্তরণ করিয়া আমি অনেকানেক স্থলে কূল প্রাপ্ত হইয়াছি; তবে মাঝপথে হাবুডুবু খাইয়াছিও বিস্তর। প্রস্তাবিত প্রণালীর গোটা কত দৃষ্টান্ত আমি নমুনা স্বরূপে আমাদিগকে দেখাইতেছি, তাহা হইলেই তাহার ফলদায়কতা এবং কার্য্যকারিতা বিশিষ্টরূপে আপনাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমার কোনো শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অনেক কাল হইল আমাকে একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন যে, Centripetal এবং Centrifugal force তিনি অনুবাদ করিয়াছেন— কেন্দ্রবর্ত্তিনী এবং কেন্দ্রবর্জ্জিনী শক্তি। আমি দেখিলাম ঐ অনুবাদটি ভাবাংশে যদিচ মূলের অবিকল অনুরূপ কিন্তু ভাবাংশে "ইংরাজি অনুবাদ" এই বৃত্তান্তটি উহার গায়ে টিকিট-মারা রহিয়াছে; আমি তাই উহাকে ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া করিলাম "কেন্দ্রানুগা এবং কেন্দ্রাতিগা শক্তি।"

"Organized Labour" এ বচনটির অনুবাদ আমার বিবেচনায় "যন্ত্রবদ্ধ পরিশ্রম" হইলে মন্দ হয় না। organ = যন্ত্র ; organization = যন্ত্রবন্ধন ; organized যন্ত্রবদ্ধ। "যন্ত্রবন্ধন" কথাটাকে আপনারা যতটা ইংরাজী অনুকরণ ঠাওরাইতেছেন—বাস্তবিক উহা ততটা নহে। ষড়্‌যন্ত্র শব্দটা ডাহা সংস্কৃত। তা ছাড়া, আমরা সচরাচর কথায় কথায় বলি "অমুক কার্য্যটি যোগাড় যন্ত্র করিয়া করা চাই।" যোগাড় যন্ত্র করা, আর, organize করা দুয়ের মধ্যে অতি অল্পই প্রভেদ। কিন্তু তা বলিয়া organic chemistryর অনুবাদ "যান্ত্রিক রসায়ণ" করিলে চলিবে না। কেন না organic chemistry এ বচনটিতে organ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি, এক কথায়—শরীর। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে—শরীর বলিতে এখানে জীবদেহ মাত্র বুঝিলে চলিবে না, শরীর শব্দ এখানে বিজ্ঞানশাস্ত্রের মতানুযায়ী ব্যাপক অর্থে গৃহীতব্য। বিজ্ঞানশাস্ত্রের মতে উদ্ভিদ্ পদার্থেরও শরীর আছে ; জলপান করিবার জন্য তাহার মুখ আছে ;—কি ? না শিকড়গুলা। আলোক গ্রহণ এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহের জন্য তাহার চক্ষু নাসিকা আছে ;—কি ? না পত্রের ত্বক্‌ছিদ্র-গুলা ; গর্ভাধানের জন্য তাহার পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ আছে ;—কি ? না পুষ্পের কেশর এবং বীজকোষাদি। আমার বিবেচনায় তাই organic chemistryর অনুবাদ শারীরক রসায়ন হইলেই ভাল হয়। শারীরিক নহে—শারীরক। মহর্ষি ব্যাস তাঁহার প্রণীত বেদান্তসূত্রের নাম শারীরক সূত্র দিয়াছেন কেন, তাহা আমি ঠিক্ জানি না ; আমার বোধ হয়—"শরীরের অভ্যন্তরে পঞ্চকোষ এবং পঞ্চকোষের অভ্যন্তরে আত্মা" এই কথাটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার গ্রন্থের ঐরূপ নাম দিয়াছেন। আমি তাই বলি যে, মহতের ঐ দৃষ্টান্তটি অনুসরণ করা হো'ক—organic chemistry জীব শরীরের রসরক্তাদির এবং উদ্ভিদ্ শরীরের নির্য্যাসাদির মৌলিক উপাদান-সকলের তত্ত্ব নির্ণয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া তাহার নাম দেওয়া হো'ক্ "শারীরক রসায়ণ"। তা ছাড়া, এটা শুনিতেও শুনায় ভাল যে, Inorganic chemistry ভৌতিক রসায়ণ ; organic chemistry—শারীরক রসায়ণ।

Theory শব্দের কেহ কেহ অনুবাদ করেন উপপত্তি ; এবং theoretical শব্দের অনুবাদ করেন ঔপপত্তিক। বিষম বিভ্রাট ! Theory শব্দের অনুবাদ সম্বন্ধে ওরূপ একটা নির্দ্ধান্ত বিচার নিষ্পত্তি করিবার পূর্ব্বে অনুবাদকের উচিত ছিল—উপপত্তিকে ইংরাজীতে বাস্তবিক কি বলে তাহা একটিবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা। ন্যায়শাস্ত্রের প্রকরণে উপ-পত্তির ঠিক্ উল্টাপিট হ'চ্চে বিপ্রতিপত্তি। "অগ্নির সংস্পর্শে শরীর শীতল হয়" এইরূপ একটা অযৌক্তিক কথা উক্ত হইলে, সে কথার মধ্যে অগ্নির সংস্পর্শ এবং শৈত্যের উৎপাদন এই দুয়ের বিরোধ যাহা দৃষ্ট হয়, তাহারই নাম বিপ্রতিপত্তি। পক্ষান্তরে "অগ্নির সংস্পর্শে শরীর দগ্ধ হয়" এইরূপ একটা সম্ভবপর কথা উক্ত হইলে, সে কথার মধ্যে অগ্নির সংস্পর্শ এবং দাহের উৎপাদন এই দুয়ের সুসঙ্গতি যাহা দৃষ্ট হয় তাহারই নাম উপপত্তি।

সংস্কৃত ভাষায় "উপপন্ন মেতৎ" এবং "সঙ্গত মেতৎ" এ দুই বাক্যের অর্থ অবিকল সমান। অতএব এটা স্থির যে, উপপত্তিকে ইংরাজিতে Theory বলে না—ইংরাজীতে বলে agreement between the subject and the Predicate। Theory বলে কাহাকে? নিউটন যখন গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিলেন যে, জড়পিণ্ড সকল পরস্পরকে স্ব স্ব পরমাণুপুঞ্জের সমপরিমাণে এবং দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত পরিমাণে আকর্ষণ করে, তখন তাঁহার সেই কথাটি theory of gravitation বলিয়া পণ্ডিত-মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। মৎস্যের যেমন দুইটি অন্ত—ল্যাজা এবং মুড়া; বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানপ্রণালীর তেমনি দুইটি অন্ত—দৃষ্ট অন্ত এবং সিদ্ধ অন্ত। দৃষ্টান্তগুলা কাঁচা সামগ্রী raw material; সেই কাঁচা সামগ্রীগুলাকে বিশেষ এক প্রকার সাধনের উনানে চড়াইয়া সিদ্ধ করিলেই তাহা সিদ্ধান্তে পরিণত হয়; সে সাধন কি? না ব্যাপ্তি-সাধন ইংরাজীতে যাহাকে বলে Generalization। যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, তাহাই দৃষ্টান্ত; আর, দেখা শুনা বৃত্তান্তের ব্যাপ্তি-সাধন করিয়া অর্থাৎ generalization করিয়া যাহা স্থির করা যায় বা স্থাপন করা যায় তাহাই সিদ্ধান্ত। গোরু রোমন্থন করে (অর্থাৎ জাওর কাটে), ছাগল রোমন্থন করে, হরিণ রোমন্থন করে, ইহা আপামর সাধারণ সকল লোকেরই দেখা কথা, আর, তাহা দেখা কথা, দৃষ্ট কথা, তাই দৃষ্টান্ত শব্দের বাচ্য। পক্ষান্তরে "শৃঙ্গীমাত্রই রোমন্থক" এটা দৃষ্ট কথা নহে; যেহেতু জগতের সমস্ত শৃঙ্গী জন্তুকে, (ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্ত শৃঙ্গী জন্তুকে) কেহই চক্ষে দেখে নাই—দেখিবে না। গোরু রোমন্থন করে, ছাগল রোমন্থন করে, হরিণ রোমন্থন করে, এ কথা সবাই জানে—চাষা-ভুসারাও জানে; কিন্তু "শৃঙ্গী রোমন্থক" এই পণ্ডিতের সিদ্ধান্তটি পণ্ডিতেরাই অনুমোদন করেন—ইহাতে চাসাভুসা লোকের দন্তস্ফুট হয় না। এই জন্য গৌতম সূত্রের ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, "ইদং ইত্থম্ভূতঞ্চ" ইত্যভ্যনুজ্ঞায়মানং অর্থজাতং * * * সিদ্ধান্তঃ।" "এই বটে" "এই প্রকার বটে" এইরূপ সম্মতিসূচক বাক্যে যাহা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হয় অর্থাৎ অনুমোদিত হয়, তাহাকেই সিদ্ধান্ত কহা যায়। "Newton Gravitationএর theory "সংস্থাপন করিয়াছিলেন" এ কথার অর্থই এই যে, তিনি বিহিত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা তাহা পণ্ডিতগণের অনুমোদনোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অতএব Newtonian theoryর অনুবাদ আমরা সচ্ছন্দে করিতে পারি—নিউটনের সিদ্ধান্ত। তা যেন হইল—এটা যেন বুঝিলাম যে, Theory = সিদ্ধান্ত; কিন্তু theoretical শব্দের অনুবাদ তুমি কি করিবে? ইহার উত্তর এই যে, Theoretical শব্দের অনুবাদ আমি করি তাত্ত্বিক। সৈদ্ধান্তিক এবং তাত্ত্বিক দুয়ের তাৎপর্য্যার্থ যদিচ একই; কিন্তু দুয়ের মধ্যে তাত্ত্বিক শব্দটিকে আমি পছন্দ করি এই জন্য, যেহেতু তাত্ত্বিক শব্দ শুনিতেও অপেক্ষাকৃত সুশ্রাব্য, আর, মুখ দিয়া বাহির করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। সিদ্ধান্ত বলিতে সিদ্ধান্ত মাত্র বুঝায়; তত্ত্ব বলিতে স্থির সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ সুনিশ্চিত

সিদ্ধান্ত) বুঝায় ; দুয়ের মধ্যে এই বা প্রভেদ। তার সাক্ষী উদ্ভিদ্ তত্ত্ব বলিলে বুঝায় উদ্ভিদ্ বিষয়ক স্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ কিনা পাঁকা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বা প্রামাণিক সিদ্ধান্ত। আমি তাই "Practical Science এবং Theoretical Science" এই বাক্য যুগলের অনুবাদ করি ব্যাবহারিক * বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং তাত্বিক বিজ্ঞান শাস্ত্র। Theoratically জর্ম্মান্ সিল্‌বর্ রূপা নহে কিন্তু practically তাহা রূপারই সামিল" এ কথাটির আমি পুরাপুরি বাঙ্গালা অনুবাদ করি এইরূপ যে, তত্ত্বতঃ জর্ম্মান্ সিল্‌বর্ রূপা নহে কিন্তু ব্যাবহারতঃ তাহা রূপারই সামিল।

Moralityর অনুবাদ "নীতি" করিলে দুই এক স্থলে তাহা জো শো করিয়া চলিতে পারে কিন্তু সকল স্থলে তাহা সংলগ্ন হয় না—অধিকাংশ স্থলেই তাহা সংলগ্ন হয় না ; যেহেতু ধর্ম্ম স্বতন্ত্র—নীতি স্বতন্ত্র। চানক্যের নীতি-শাস্ত্রে বলে "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" শঠের প্রতি শঠতাচরণ করিবে ; মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে "ন পাপে প্রতিপাপঃস্যাৎ" পাপীর প্রতি পাপাচরণ করিবে না। নীতি শাস্ত্রের বচন নীতি শাস্ত্রেরই সদৃশ ; ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বচন ধর্ম্মশাস্ত্রেরই সদৃশ ; দুয়ের মধ্যে সাদা কালো'র প্রভেদ। রাজধর্ম্ম রাজাকে সদুপায় অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজাপালন প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলে ; রাজনীতি রাজাকে সৎ বা অসৎ যে কোনো উপায়ে রিপুদমন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কার্য্য অবিতর্কিত-চিত্তে নিষ্পাদন করিতে বলে। ধর্ম্মের সীধা পথ, আর, নীতির পেঁচাও পথ—দুয়ের মধ্যে প্রভেদ অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে ; সেটি এই যে, Honesty is best policy ধর্ম্মানুমোদিত নীতিই প্রকৃত নীতি ; এইরূপ বিবেচনায় আমরা নীতি বলিতে প্রধানতঃ ধর্ম্মনীতি বুঝি, আর উচিতও সেইরূপ বোঝা ; ধর্ম্মনীতি কিনা ধর্ম্মানুমোদিত নীতি Moral maxim।

ধর্ম্মতত্ত্ব—Moral science।

ধর্ম্মনীতি—Moral maxim।

নীতি বলিতে আমরা প্রধানতঃ ধর্ম্মনীতি বুঝি বলিয়া Moral trainingএর অনুবাদ করি—নৈতিক শিক্ষা। ধর্ম্মনীতিই হ'চ্চে প্রকৃষ্ট নীতি অর্থাৎ নীতি par excellence এই জন্য Moral trainingকে নৈতিক শিক্ষা প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে ; কিন্তু তা বলিয়া ধর্ম্ম আর নীতি দুইই যে এক তাহা নহে। কর্ম্ম যেমন কৃ ধাতু হইতে আসিয়াছে ধর্ম্ম তেমনি ধৃ ধাতু হইতে আসিয়াছে। যাহা করিতে হয় তাহাই কর্ম্ম ; যাহা ধরিয়া থাকিতে হয় তাহাই ধর্ম্ম। Morality এবং Religion দুইই দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিবার বস্তু তাই দুইই ধর্ম্ম শব্দের বাচ্য ; প্রভেদ কেবল এই যে,

* সম্প্রতি আমি একজন নব্য এম্ এ উপাধিধারী বঙ্গযুবকের লেখনী দিয়া ব্যাবহারিক শব্দের পরিবর্ত্তে "ব্যবহারিক" শব্দ অনর্গল বাহির হইতে দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। তিনি "শরীরিক লেখেন না—লেখেন "শারীরিক"; "মনসিক" লেখেন না—লেখেন "মানসিক"; কেবল ব্যাবহারিকের বেলা লেখেন ব্যবহারিক।

Religion—Doctrinal ধর্ম }
Morality—Practical ধর্ম }
Religionকে বিশ্বাসে ধরিয়া থাকিতে হয় }
Moralityকে কার্য্যে ধরিয়া থাকিতে হয় }

প্রকৃত কথা এই যে, Moral শব্দের অনুবাদ জায়গা বুঝিয়া সুবিবেচনামতে করা কর্ত্তব্য। Moral caurage এবং Physical courageএর মধ্যে প্রভেদ এই যে, Moral courage সাধুর লক্ষণ, Physical courage বীরের লক্ষণ; Moral courage সত্ত্বগুণ প্রধান, Physical courage রজোগুণ প্রধান। ঐ দুই ইংরাজি বাক্যের আমি তাই অনুবাদ করি—সাত্ত্বিক সাহস এবং রাজসিক সাহস। "I am morally sure এটা অমুক ব্যক্তির কাজ" ইহার অনুবাদ আমি করি "আমার অন্তরাত্মা বলিতেছে এটা অমুক ব্যক্তির কাজ। "ইনি Physically weak but morally strong" ইহার অনুবাদ আমি করি—ইহার শরীর দুর্ব্বল কিন্তু অন্তরাত্মা সবল।

প্রসঙ্গাধীনে আমি স্বদেশীয় নব্য কৃতবিদ্য লেখকগণকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছি যে, কতকগুলি ভাষাজ্ঞান-বর্জ্জিত নব্য লেখকের দেখাদেখি তাঁহারা যেন বিবেক শব্দের অর্থ মুচড়াইয়া তাহাকে Conscience করিয়া গড়িয়া না তোলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শারীরক ভাষ্যে, মহর্ষি কপিল তাঁহার সাংখ্য দর্শনে, পতঞ্জলি ঋষি তাঁহার যোগ সূত্রে, বিবেক শব্দের ভূয়োভূয় উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহাঁদের কেহই একটিবার ভুল ক্রমেও ঐ শব্দটি এরূপ স্থানে সন্নিবেশিত করেন নাই—যে স্থানের ত্রিসীমার মধ্যে conscience অর্থের বিন্দু বিসর্গেরও ছায়া কোনো অংশে বা কোনো ভাবে বা কোনো হিসাবে প্রবেশ করিতে পারে। ঐ সকল শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রকারেরা সকলেই একবাক্যে বিবেক-শব্দের এইরূপ অর্থ করেন যে, উহা বিবিক্ত করে discriminate করে—অনাত্মার সংস্পর্শ হইতে আত্মাকে বিবিক্ত করে, প্রকৃতির সংস্পর্শ হইতে পুরুষকে বিবিক্ত করে, অসত্যের সংস্পর্শ হইতে সত্যকে বিবিক্ত করে, এই অর্থে বিবেক। বিবেকের এইরূপ সর্ব্ববাদি-সম্মত প্রকৃত অর্থটি (Discriminating faculty এই অর্থটি) উল্‌টাইয়া দিয়া তাহাকে Conscienceএর অনুবাদ কার্য্যে লাগানো বড় যে ভাল কাজ তাহা নহে; তাহা এক প্রকার দিনে ডাকাতি। কেন না সবাই জানে যে, বিবেকের অর্থ Discriminating Faculty অথচ আমি তাহার অনুবাদ করিতেছি conscience, এরূপ করিলে অত্যন্ত অবৈধ কার্য্য করা হয়—প্রকট মধ্যাহ্ন দিবালোকে একজনের কণ্ঠের হার বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া তাহা আর এক জনের কণ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। conscienceএর দেশীয় প্রতিশব্দ কি তাহা যদি সত্যসত্যই আপনারা জানিতে ইচ্ছা করেন তবে আমাদের দেশের পুরাতন পিতামহ শ্বেতশ্মশ্রু মনু কি বলিতেছেন তাহার প্রতি একটিবার শ্রদ্ধার সহিত কর্ণপাত করুন। তিনি তাঁহার সংহিতার ১৭১ শ্লোকে বলিতেছেন;—

"যৎকর্ম্ম কুর্ব্বতোহস্ত স্যাৎ পরিতোষোহন্তরাত্মনস্।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতং তু বর্জ্জয়েৎ॥"

যে কর্ম্ম করিলে তোমার অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট হয়, তাহাই যত্নসহকারে করিবে—তাহার বিপরীত কর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিবে। অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট হওয়াও যা, আর, conscience satisfied হওয়াও তা, দুয়ের মধ্যে এক তিলও প্রভেদ নাই। অতএব এটা স্থির যে, conscienceএর দেশীয় প্রতিশব্দ বিবেক নহে—conscienceএর দেশীয় প্রতিশব্দ অন্তরাত্মা। কর্ণ যেমন শাব্দিক বাক্য শুনিবার বাহেন্দ্রিয়, অন্তরাত্মা তেমনি অন্তর্যামী পরমাত্মার অশাব্দিক আদেশ শুনিবার অন্তরিন্দ্রিয়; ইংরাজিতে তাই conscienceএর আর এক নাম Voice of God। আর একটা কথা এই যে, আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের মতানুসারে জীবাত্মা প্রত্যেক মনুষ্যের সাক্ষাৎ ভিত্তিভূমি; অন্তরতম আত্মা পরমাত্মা সর্ব্ব জগতের (এবং সেই সঙ্গে জীবাত্মারও) ভিত্তিভূমি; অন্তরাত্মা মনুষ্য-মণ্ডলীর Humanityর এবং সেই সঙ্গে Moralityর সাক্ষাৎ ভিত্তি-ভূমি। বিবেক ঔদাসীন্যের লৌহ-কবচে আবৃত-হৃদয়; Conscience শিশুর ন্যায় অনাবৃতহৃদয়। বিবেক করে কি? না সত্যের তুলা দণ্ডে ধর্ম্মাধর্ম্ম তৌল করিয়া দেখিয়া ধর্ম্মের গুরুত্ব অবধারণ করে, তা বই, বিবেক ধর্ম্মাধর্ম্মের স্পর্শ অনুভব করে না; তাহা যে করে, ধর্ম্মাধর্ম্মের স্পর্শ যে অনুভব করে, তাহার আমরা নাম দিই অন্তরাত্মা কি না conscienee। অন্তরাত্মা অধর্ম্মের সংস্পর্শে গ্লানিযুক্ত হয়, ধর্ম্মের সংস্পর্শে প্রসন্ন হয়; অন্তরাত্মা কাঁদে, অন্তরাত্মা ঠাণ্ডা হয়। পক্ষান্তরে, জটাধারী বিবেককে কেহই আজ পর্য্যন্ত প্রসন্ন হইতে বা বিষণ্ণ হইতে, বা কাঁদিতে বা ঠাণ্ডা হইতে দেখেন নাই। অতএব এটা স্থির যে, বিবেক conscience নহে—বিবেক Discrimination; অন্তরাত্মাই cnnscience। তা যেন হইল—এটা যেন বুঝিলাম যে, অন্তরাত্মাই conscience; কিন্তু "লোকটা বড় Conscientious" এ কথাটি পুরাপুরি বাঙ্গালায় বলিতে হইলে তুমি কি বলিবে? চিরকাল যাহা বলিয়া আসিতেছি তাহাই বলিব—বলিব যে, লোকটা বড় ধর্ম্মভীরু; তা বই, এরূপ বলিব না যে, লোকটা বড় বিবেকী (!)। একজন চাষা কর্ত্তৃকারক কাহাকে বলে তাহা জানে না—কর্ম্ম-কারক কাহাকে বলে তাহা জানে না—অথচ কথোপকথনের সময় কর্ত্তার জায়গায় কর্ত্তা বসায়, কর্ম্মের জায়গায় কর্ম্ম বসায়; তেমনি একজন মূর্খ (গুহ-চণ্ডাল) ধর্ম্ম কাহাকে বলে, অধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা না জানিতে পারে; অথচ এরূপ হইতে পারে যে, সে মিথ্যা কহিতে ডরায়, চুরি করিতে ডরায়। ডরায় কাহাকে? পুলিশের কনষ্টেবলকে না—ডরায় সে অন্তরাত্মাকে। একজন সাঁওতালকে ধরিয়া তাহাকে নানা প্রকার ভয় মৈত্রতা দেখাইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য বিচারপতির সমক্ষে দাঁড় করানো হইয়াছিল; সাঁওতাল বেচারী বার-দুই শেখানো কথাটা বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই তাহা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না—সে তখন কাঁদিয়া ফেলিল,

আর, বলিল যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে এই কথা বলিতে শিখাইয়া দিয়াছে। ইহারই নাম ধর্ম্মভীরুতা Conscientiousness।

Partiot শব্দের যাঁহারা অনুবাদ করেন দেশহিতৈষী, তাঁহারা নিতান্তই দায়ে পড়িয়া তাহা করেন। Patriot শব্দের ঠিক্ প্রতিশব্দ আমাদের দেশীয় ভাষাতে নাই ও, কস্মিন্‌কালে ছিলও না। পুরাতন গ্রীক দেশে Athens Sparta প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড রাজ্যের Patriotism প্রথমে তাহাদের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাহার পরে পারস্ত দেশের সহিত যুদ্ধের তাড়নায় সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Patriotism একত্র জমাট্ বদ্ধ হইয়া সমস্ত গ্রীসবাসীকে একাত্মা করিয়া তুলিয়াছিল, এবং তাহার পরে সেই জমাট্ বদ্ধ Patriotismকে Olympic games নামক উৎসব দ্বারা সময়ে সময়ে ঝালানো হইত। পুরাতন রোমানদিগের Patriotism প্রথমে রোম-নগরের মধ্যেই পিঞ্জর-বদ্ধ ছিল—ক্রমে ক্রমে তাহা পক্ষ বিস্তার করিয়া সারা ইটালী-ময় পরিব্যাপ্ত হইল। পৈতৃক ভিটাই যে Patriotism এর গোড়ার কাহিনী তাহা তাহার নামেই স্বপ্রকাশ। পৈতৃক ভিটার প্রতি প্রাণের টান যাহা অধিবাসীর মনে স্বভাবতঃই জন্মে, সেই প্রাণের টান ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিয়া দেশময় উথলিয়া পড়িলে তাহারই নাম দেওয়া হয় Patriotism। তার সাক্ষী—Expatriate শব্দের মৌলিক অর্থ পৈতৃক ভিটা হইতে স্থানান্তরিত করা এবং তাহার গৌণ অর্থ স্বদেশের সহিত সম্পর্ক রহিত করা। দেশের হিতসাধনকারী Philanthropist স্বতন্ত্র, আর কায়মনোবাক্যে দেশের স্বকীয় মাহাত্ম্যের সমর্থনকারী Patriot স্বতন্ত্র। যিনি স্বদেশের স্বাধীনতা, গৌরব, তেজোবীর্য্য এবং মহত্ব রক্ষা করিয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করেন তিনিই Patriot। তিনি যদি নেপোলিয়নের ন্যায় রুধির-স্রোতে দেশকে ভাসাইয়া দিয়া দেশের পরাকাষ্ঠা অহিত সাধন করেন, আর, বলেন যে, দেশের মহত্ব যদি না রহিল তবে তাহার হিতে কাজ নাই, তথাপি তিনি Patriot। পক্ষান্তরে, যাঁহারা কাটা ছাঁটা আঁটা সাঁটা পোষাক এবং দোকান-সাজানিয়া গৃহ সজ্জাতেই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখেন; স্বদেশের কিছুই যাঁহারা দুচক্ষে দেখিতে পারেন না; এমন কি, স্বদেশের সর্ব্ববাদি-সম্মত বিশিষ্ট উৎকর্ষ-স্থানটিকেও যাঁহারা কেবল অন্যের দেখাদেখি নাক মুখ সিট্‌কাইয়া ভাল বলেন—তা বই, তাহার ভালত্ব আপন চক্ষে দেখেনও না—দেখিতে জানেনও না; যাঁহারা স্বদেশের গৌরবেও আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন না, স্বদেশের অপমানেও আপনাদিগকে অপমানিত মনে করেন না; তাহা দূরে থাকুক—উল্টা আরো যাঁহারা স্বদেশকে নিচু করিয়া আপনারা উঁচু হইবার চেষ্টায় যাচিয়া মান এবং কাঁদিয়া সোহাগের কর্দ্দমাক্ত পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হন; তাঁহারা যদি স্বদেশের মাথাহেঁট করা দেহের যাঁতা চালাইবার উপযোগী মহা মহা বহ্বাড়ম্বরের ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া দেশ-হিতৈষিতার ধ্বজা উড়াইতে এক মুহূর্ত্তও ক্ষান্ত না হ'ন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাদিগকে Garibaldi বলিব না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর

মহাশয় ওরূপ Garibaldi ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে আমরা Patriot বলিলে যথার্থ যাহা তিনি ছিলেন তাঁহাকে তাহাই বলা হয়। আপনারা হয় তো মনে করিতেছেন যে, তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, দীন দুঃখীদিগের মা বাপ ছিলেন, বিধবা-রমণী-দিগের সন্তাপানলে নয়নজল বর্ষণ করিতেন, সেই কারণে আমি তাঁহাকে Patriot বলিতেছি। এরূপ অবিচার আপনারা আমার প্রতি করিবেন না! তিনি যদি একশত বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করিতেন, শত সহস্র দরিদ্র লোককে Rothschilde করিয়া দিতেন, দশ কোটি বিধবার মৃত সাধবা পুনর্জীবিত করিতেন, তাহা হইলে শুদ্ধ কেবল সেই কারণে তাঁহাকে আমি Patriot বলিতাম না; তাহা হইলে বলিতাম তিনি মস্ত একজন Philanthropist। Patriot তাঁহাকে বলিতেছি আরেক কারণে। যখন তিনি Woodrow সাহেবের অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিঃসম্বল হস্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক লেখনী যন্ত্র দ্বারা জীবিকা সংস্থানের পথ কাটিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বুঝিলাম যে, হাঁ ইনি Patriot যেহেতু ইনি খাওয়া পরা অপেক্ষা স্বাধীনতাকে প্রিয় বলিয়া জানেন। যখন দেখিলাম যে, তিনি উনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতার সারাংশ সমস্তই ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ সে সভ্যতার কৃত্রিম কুহকাংশে পদাঘাত করিয়া স্বদেশীয় উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা—বিদ্যা বিনয় দয়া দাক্ষিণ্য মহত্ব এবং সদাশয়তা—সমস্তই আপনাতে মূর্ত্তিমান্ করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে, এ ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ সত্য-সত্যই Patriot ছাঁচে গঠিত। যখন দেখিলাম যে "এ দেশের কিছু হইবে না" বলিয়া তিনি অকেজো মৌখিক সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সংসর্গে বিমুখ হইয়া বাষ্পগদ্গদ লোচনে গৃহ-কোটরে ঢুকিয়া আপনাতে আপনি ভর করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন—দীপ্ত দিবাকর অল্পে অল্পে তেজোরশ্মি গুটাইয়া অস্তাচল-শিখরে অবনত হইতেছেন, তখন বুঝিলাম যে, পূর্ব্বজন্মে ইনি প্রাচীন রোম নগরের কোনো একজন খ্যাতনামা Patriot ছিলেন—পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হইতে আমাদের এই হতভাগ্য দেশে নিপতিত হইয়া মনের খেদে ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইতেছেন; অথচ কেহ তাঁহাকে পুঁছিতেছে না।

Patriot বলিতে আমি যাহা বুঝি তাহা বলিলাম। patriotism শব্দের অনুবাদ কিরূপ হইলে ভাল হয়, তাহা আমার ঘটে যোগাইতেছে না। যা' তা' খেলো সামগ্রীকে patriotism বলিয়া patriot নামের গায়ে, আর দেশীয় লোকের চোকে, যথেষ্ট ধূলি নিক্ষেপ করা হইয়াছে এবং হইতেছে; এখন আমার দেশীয় ভ্রাতারা এইরূপ ধূলির আবির খেলা হইতে ক্ষান্ত হইলে আমি বাঁচি—Patriot শব্দের অনুবাদ ধীরে সুস্থে পরে হ'বে; যখন হবা'র তখন হ'বে! Patrotism শব্দের গৌরবান্বিত পদবীতে "স্বদেশবাৎসল্য" এই মাটির পুতুলটি প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহাতে আর কিছু হো'ক্ না হোক্—বঙ্গ সাহিত্যের খেলা ধুলা কার্য্য অনেক কাল নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারিবে—আমাদের ভাগ্যে তাহাই ঢের!

তাহার পরে আসিতেছে—দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনা ও সেই সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ। "দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য" এই বাক্যটির মাথা-নিচু পা-উঁচু অবস্থা ঘুচাইয়া উহাকে সোজা করিয়া দাঁড় করানো উচিত; উহাকে করা উচিত "কাব্য ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন।" কেননা, প্রথমে কাব্য, পরে ইতিহাস, পরে বিজ্ঞান, পরে দর্শন, ইহাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের উত্তরোত্তর ক্রমাম্বয় পদ্ধতি।

বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও মনুষ্য প্রথম বয়সে কাব্যের, দ্বিতীয় বয়সে ইতিহাসের, তৃতীয় বয়সে বিজ্ঞানের, চতুর্থ বয়সে তত্ত্বজ্ঞানের, কিছু না কিছু টুকরা টাকরা পাথের সম্বল মনোভাণ্ডারে সগ্রহ করে।

প্রথমে বয়সের মনুষ্য যখন মা'য়ের মুখে শোনে "এটা করিতে নাই—ওটা করিতে নাই" তখন তাহা কেন করিতে নাই জিজ্ঞাসা করে না; ধাত্রীর মুখে যখন শোনে যে "সাপের মাথায় সাত রাজার ধন মাণিক আছে" তখন তাহার বুদ্ধিতে তাহা বেদবাক্য। এই বয়সে কল্পনার কুহকে মুগ্ধ হইয়া সকল মনুষ্যই অশিক্ষিত কবি হয়।

তাহার পরে গতানুগতিকতা শেখে—"বাবা এইরূপ করে আমিও এইরূপ করিব" "পাঁচজনে এইরূপ করে আমিও এইরূপ করিব" "মাষ্টার মহাশয় এইরূপ করিয়া বই পড়ে—আমিও এইরূপ করিয়া বই পড়িব" এইরূপ আপাতদর্শী বুদ্ধিতে চালিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা যে যাহা বলে এবং যে যাহা করে তাহাই শেখে। এই বয়সে মনুষ্য পিতৃ পিতামহ সেবিত বাঁধা রাস্তায় বাঁধা চালে চলিতে শিক্ষা করিয়া অশিক্ষিত সভ্য হয়।

তাহার পরে মনুষ্য জ্ঞাতব্য বিষয় কতক বা দেখিয়া শেখে, কতক বা ঠেকিয়া শেখে। যখন ঠেকিয়া শেখে তখন তাহার চক্ষু ফোটে। পরের কথায় নির্ভর করিয়া এবং পরের দেখাদেখি অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে চলিয়া যখন সে বার পাঁচ ছয় ঠকে, তখন সে সকল-বিষয় আপনার চক্ষে দেখিয়া, আপনার কর্ণে শুনিয়া, আপনার বুদ্ধিতে বিচার করিয়া যাহার মধ্যে যতটুকু সত্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহার মধ্য হইতে তাহা টানিয়া বাহির করে এবং তদনুসারে কর্ত্তব্য স্থির করে। এই বয়সে মনুষ্য স্বাধীনতার ভর করিয়া দাঁড়াইয়া অশিক্ষিত বিজ্ঞ হয়।

তাহার পরে মনুষ্য—বাস্তবিক আমি কতটুকু স্বাধীন—কতটুকু পরাধীন; বাস্তবিক আমার ক্ষমতার দৌড় কতটুকু—বুদ্ধির দৌড় কতটুকু; বাস্তবিক আমার কোথায় স্থিতি কোথায় গতি, কোথা হইতে উৎপত্তি; বাস্তবিক আমি কি করিতে সংসারে আসিয়াছি; সংসারের আদি কি, অন্ত কি; সত্য কি; কর্ত্তব্য কি; এই সকল বিষয় মনের মধ্যে তোলা পাড়া করিয়া দেখে; সংক্ষেপে আপনাকে আপনি সত্যের তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া দেখে এবং সেই আত্ম-পরীক্ষা হইতে (Socratesএর know thyself

হইতে) সার সার জ্ঞানামৃত মন্থন করিয়া তাহার গুণে ধীর নম্র শ্রদ্ধাবান্ এবং ভক্তিমান্ হয়; এই বয়সে মনুষ্য বিবেক এবং বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া অশিক্ষিত প্রাজ্ঞ হয়।

মনুষ্যের বয়সের গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের গতি ধাপে ধাপে যেরূপ নীচু হইতে উঁচু দিকে ফিরিয়া যাইতে থাকে, তাহারই আমি একটি আনুপূর্ব্বিক চুম্বক দৃশ্য যত অল্প কথায় পারি চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু নৈয়ায়িকদিগকে আমি বড় ডরাই বিশেষতঃ এ দেশের এবং এ কালের নৈয়ায়িকদিগকে আমি বাঘের মত ডরাই! এক জন নৈয়ায়িক ঘানির ঘূর্ণনে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কলুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গোরুর গলায় ঘণ্টা কেন? কলুর মুখে যখন শুনিলেন যে, ঘণ্টার শব্দে জানিতে পারা যায় গোরু চলিতেছে, তখন সে কথা তাঁহার মনঃপূত হইল না; তিনি তাঁহার কুশাগ্রীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধি-পরিচালনা করিয়া বলিলেন যে, "গোরু যদি দাঁড়িয়ে ঘণ্টা নাড়ে!" সমালোচক তেমনি আমাকে কি বলিবেন, আমি তাহা জানি; তিনি প্রবীণ বিজ্ঞতা সহকারে বলিবেন যে, "তুমি বলিতেছ মনুষ্য তৃতীয় বয়সে অশিক্ষিত বিজ্ঞ হয়, চতুর্থ বয়সে অশিক্ষিত প্রাজ্ঞ হয়; কিন্তু যদি সে আন্দামান উপদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করে! ইহার তুমি কি উত্তর দেও" ইহার উত্তর আমি এই দিই যে, "আমার ঘাট হইয়াছে!" মাথা নাই তার মাথা ব্যাথা! আন্দামানীর তৃতীয় বয়স হইলে, তবে তো সে তৃতীয় বয়সে অশিক্ষিত বিজ্ঞ হইবে! তাহা তাহার ভাগ্যে হয় কই! আন্দামানী চিরজীবনই প্রথম বয়সের পইটাতে হামাগুড়ি দ্যায়—চিরকালই সে শিশু থাকে। কাজেই আন্দামানী অশিক্ষিত কবি পর্য্যন্ত হইয়াই ক্ষান্ত থাকে। সুশিক্ষিত সভ্য লোকেরা সহস্র সাধ্য সাধনা, করিয়াও, যাহা দেখিতে পান না, আন্দামানীর ন্যায় অশিক্ষিত কবিরা তাহা বিনা চেষ্টায় দেখিতে পায়; অরণ্যের আড়ালে আবডালে ভূত প্রেত যক্ষ রক্ষ বনদেবতা প্রভৃতি কত কি যে কল্পনাচক্ষে দেখিতে পায়, তাহার ওর নাই।

মনুষ্য যদি সুশিক্ষিত কবি হইতে ইচ্ছা করে তবে রীতিমত কাব্য-শাস্ত্রের অনুশীলন; সুশিক্ষিত বিজ্ঞ হইতে হইলে, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনুশীলন; সুশিক্ষিত প্রাজ্ঞ হইতে হইলে, দর্শন-শাস্ত্রের অনুশীলন—তাহার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক।

বঙ্গভাষার অধিকারায়ত্ত প্রদেশে সুশিক্ষা-পথের ঐ চারিটি সোপান-পংক্তি কাটিয়া প্রস্তুত করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদ্ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—এ বৃত্তান্তটি আমাদের দেশের বর্ত্তমান সময়ের খুবই একটি শুভ চিহ্ন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা-বিতরণ করা এক প্রকার তেলা মাথায় তেল দেওয়া—সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য তাহা নহে। সাহিত্য-পরিষদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্চে অশিক্ষিত মহলে সুশিক্ষার আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ করা;—যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় জ্ঞানানুশীলন করিয়াই যাহাতে কালোচিত সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন, ধীরে ধীরে তাহার পথ প্রস্তুত করা।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান সময়ে সুশিক্ষার পথের কণ্টক তিন শ্রেণীর ব্যক্তি—

সুশিক্ষার পথের আলোক-স্তম্ভ এক শ্রেণীর ব্যক্তি। পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তি হচ্চেন, প্রথম—না পড়িয়া পণ্ডিত!

দ্বিতীয়— বই মুখস্থ করিয়া পুঁথিগত বিদ্যার জাহাজ!

তৃতীয়—ইংরাজী বিদ্যার অসারাংশ লেহন করিয়া, তমোতে আপাদমস্তক পরিপূরিত, স্ফীত, উদ্ধত, দিশাহারা কাণ্ডজ্ঞানরহিত কি যেন কি!

এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তি সুশিক্ষা পথের কণ্টক। পক্ষান্তরে,

দেশোচিত সংস্কৃত বিদ্যা এবং কালোচিত ইংরাজী বিদ্যার মর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, দুয়েরই যাঁহারা সারাংশ আত্মসাৎ করিয়াছেন; এবং অসারাংশ পরিবর্জ্জন করিয়াছেন;

দেশ এবং কাল দুয়েরই যাঁহারা অন্তর্নিহিত ধাতুঃপরীক্ষা করিয়া দেখিয়া উভয়ের ভেদ অবগত হইয়াছেন।

যাঁহাদের নাড়ী-জ্ঞান আছে;

যাঁহারা কাহাকে কি বলে, কাহাকে কি বলে না, তাহা বিধিমতে বিচার করিয়া ঠিক্ ঠিক্ বুঝিয়াছেন;

কাহাকে সভ্যতা বলে, কাহাকে সভ্যতা বলে না; কাহাকে Patriotism বলে কাহাকে Patriotism বলে না; কাহাকে স্বাধীনতা বলে, কাহাকে স্বাধীনতা বলে না; তাহা এবং তাহার ভিতরকার মার প্যাঁচ, সমস্তই যাঁহাদের ভাল করিয়া জানা হইয়াছে;

যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, কাহারো কোনো তক্কা রাখিনা ভাব এবং হাম্বড়া ভাব স্বাধীনতা নহে, তাহা তমোগুণের অধীনতা;

যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, গৃহে হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুজনের অধীনতা, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিপালক প্রভুর অধীনতা এবং রণক্ষেত্রে সেনাপতির অধীনতা পরাধীনতা নহে;

যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, ভদ্রসমাজোচিতনম্র ব্যবহার কাপুরুষত্বের লক্ষণ নহে; আর ঔদ্ধত্যপ্রকাশ, Sprit ফলানো এবং মৌখিক গর্ব্ব-আস্ফালন বীরত্বের লক্ষণ নহে;

যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, শিখেরা জজমাজিষ্টরকে সেলাম করে বলিয়া তাহারা কাপুরুষ নহে; আর বাঙ্গালীরা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি ন্যায্য সম্মান প্রদর্শন করে না বলিয়া, তাহারা মস্ত বীর পুরুষ নহে;

মোট কথা এই যে, যাঁহারা এ দেশ এবং এ কাল, ভারতবর্ষ এবং উনবিংশশতাব্দী দুয়েরই শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া রসজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, এবং প্রাজ্ঞতা; এই চারিটি অমূল্য রত্ন উপার্জ্জন করিয়াছেন;—কাব্যশাস্ত্র মন্থন করিয়া রসজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়াছেন; পুরাবৃত্ত মন্থন করিয়া অভিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়াছেন; বিজ্ঞানশাস্ত্র মন্থন করিয়া বিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়াছেন; এবং দর্শনশাস্ত্র মন্থন করিয়া প্রাজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়াছেন;

তাঁহাদের শ্রেণীর ব্যক্তিরাই বঙ্গের সুশিক্ষা-পথের আলোকস্তম্ভ। শেষোক্ত শ্রেণীর সুযোগ্য ব্যক্তিদিগের উপরেই সাহিত্যপরিষদের সমস্ত আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে।

অতঃপর আসিতেছে, সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা। পত্রিকা-খানি সাহিত্য-সেবক-দিগের বাণিজ্যতরী। তাহা উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-বিজ্ঞানাদির গুরুভার বহন করিয়া বন্দরে বন্দরে যাতায়াত করিতেছে, মন্দ না! তাহা যেমন চলিতেছে, তেমনি চলিতে থাকিলে, তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এ আমাদের বলবতী আশা ফলবতী না হইবার কোন কারণ নাই! বিশেষতঃ যখন নগেন্দ্র বাবুর ন্যায় অমন এক জন উদ্যমশীল সদাশয় এবং সুদক্ষ নাবিক তাহার হাল ধরিয়া রহিয়াছে! নগেন্দ্র বাবুই তাঁহার স্থানের ঠিক্ উপযুক্ত—ইংরাজীতে যাহাকে বলে, The right man in the right place.

আপনাদের সুগোচরার্থে মোট কথা যাহা আমার বক্তব্য, তাহা এই যে, এ দুই বৎসর সাহিত্যপরিষৎ যে ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা তাহার স্থায়িত্বের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাহার উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইলে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহিত ইংরাজী-সংস্কৃতজ্ঞ ভদ্র বিনীত এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের জোট-পাট সংঘটন করাইয়া, কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিলে ভাল হয়, তাহা আমার যতদূর সাধ্য আমি সংক্ষেপে বলিয়া চুকিয়াছি; আপনাদের বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে আপনারা যাহা ভাল বোঝেন, তাহাই করিবেন।

এইখানে আমি আজ একটি আনন্দ জনক বিষয়ের প্রজ্ঞাপন করিয়া, মধুরেণ সমাপয়েৎ করিতে পারিতাম; যে হেতু ইহারই মধ্যে পরিষদ গোটা চার পাঁচ আয়াসসাধ্য অনুসন্ধান-কার্য্য যেরূপ বিচক্ষণতা এবং নিপুণতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন—তাহা অনতিবিলম্বে গুণগ্রাহী সাধারণের নিকট যথোচিত আদরভাজন হইবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দু-মাত্রও সংশয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আজ মধুরেণ সমাপয়েৎ করিবার এমন সুযোগ পাইয়াও, এ যাত্রায় তাহা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইতেছি; কেন না আমিও শ্রান্ত হইয়াছি—আপনারাও শ্রান্ত হইয়াছেন। তা বলিয়া আপনারা মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না। বর্ত্তমান প্রবন্ধ ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার সময় এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টভাগেই হউক, আর পৃথক্ কার্য্যবিবরণী-তেই হউক, ঐ অভিনন্দনীয় বার্ত্তাগুলির যথাবিহিত পর্য্যালোচনার ত্রুটি হইবে না।

অতঃপর, এ দুই বৎসর আপনারা আমাকে সভাপতির গৌরবান্বিত আসনে অধিরূঢ় করাইয়া, যেরূপ সম্মানিত করিয়াছেন এবং আমার কার্য্যের অসমীচীনতা যেরূপ সদয় দৃষ্টিতে উপেক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ করিয়া পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে, এখনো যদি আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া অবসর প্রদান করিতে সম্মত হন, তবে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলুন, তাহা হইলে, আমি আগমিষ্যৎ যোগ্যতর সভাপতির যথাবিহিত সৎকারের জন্য, স্থান খালি করিয়া সুপ্রসন্ন চিত্তে সভাপতির আসন হইতে সরিয়া দাঁড়াই।

ভবভূতি।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া অশোক কনিষ্ক প্রভৃতির রাজত্বকালে যে ধর্ম্ম সমগ্র ভারতে ও সিংহল, যাবা প্রভৃতি দ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, খৃষ্টের প্রথম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ছয় শত বৎসর মধ্যে যে ধর্ম্মের জ্যোতিঃকণা বিস্ফুরিত হইয়া, সুদূর বিস্তীর্ণ চীনসাম্রাজ্যকে আলোকিত করিয়াছিল, খৃষ্টের ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে যে ধর্ম্মের নেতৃগণ কঠোর প্রচারকব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক সুবিজ্ঞ প্রস্পারো যেরূপ অর্দ্ধমনুষ্য ও অর্দ্ধপশু ক্যালিব্যান্‌কে লিখিতে ও পড়িতে শিখাইয়াছিলেন*, সেইরূপ অসভ্য জাপানবাসী, অশিক্ষিত শ্যামবাসী ও পশুপ্রায় তিব্বতবাসিগণের নিকট "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মহামত ও দুরূহ নির্ব্বাণতত্ত্বের গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সাইবিরিয়ার সামানিজ্‌ম্‌ যে ধর্ম্মের বিকৃতিমাত্র, মহানুভব যীশুখ্রীষ্টও যে ধর্ম্মের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, যে ধর্ম্ম নিখিল ভূমণ্ডলে নির্ব্বিবাদে ভারতের প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছিল এবং যাহার প্রভাবে বিদেশীয় পরিব্রাজকগণ তীর্থক্ষেত্রবিবেচনায় ভারতভূমি সন্দর্শন করিতে আসিতেন, সেই প্রশান্ত বৌদ্ধধর্ম্মের উদয় ও বিলয় কিরূপে সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের বর্ণনীয় বিষয় নহে। খৃষ্টের ৭ম শতাব্দী হইতে ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ৭০০ সাতশত বৎসরের মধ্যে উদ্যোতকর, কুমারিলভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, বাচস্পতিমিশ্র, উদয়নাচার্য্য, রামানুজ ও সায়নাচার্য্য প্রভৃতি দার্শনিকগণ এবং ভবভূতি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিগণ জন্মলাভ করিয়া কিরূপ চেষ্টায় বৌদ্ধমত-প্লাবিত ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তন ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, এবং মহম্মদ-প্রচারিত ইস্‌লাম্‌ তত্ত্ব বৌদ্ধধর্ম্মের উন্মূলনে পরোক্ষভাবে কোন সহায়তা করিয়াছিল কি না ইত্যাদি বিষয়ও এ স্থলে আলোচিত হইবে না। যে সকল মহাত্মা বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অন্যতম মহাকবি ভবভূতির কাব্যের কিঞ্চিৎ সমালোচনাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ভবভূতির কাব্য-প্রণয়নের উদ্দেশ্য।

ভগবান্ পক্ষিলস্বামী ন্যায়সূত্রের যে ভাষ্য প্রণয়ন করেন, দিঙ্‌নাগাদি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের তর্কজাল দ্বারা উহা সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, উহার উদ্ধারের নিমিত্ত ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে উদ্যোতকরাচার্য্য ন্যায়বার্ত্তিক রচনা করেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে সুবিখ্যাত বৈদিকপণ্ডিত কুমারিলভট্ট বৌদ্ধদিগকে দাক্ষিণাত্যের কেরল প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করেন এবং বিভিন্ন বৈদিক বাক্যের সমন্বয়সাধন করিয়া, মীমাংসা-বার্ত্তিক বিরচন করেন; অষ্টম শতাব্দীর শেষ ও নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য দাক্ষিণাত্যের

* Shakespeare's Tempest.

অন্তর্গত মলবর প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া, প্রধানতঃ শ্রুতি বা উপনিষদের প্রামাণ্য গ্রহণ পূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন ও বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করেন এবং তাঁহার বিদ্যাবত্তা বিচার-শক্তি ও অধ্যবসায়শীলতায় পরাস্ত হইয়া বৌদ্ধগণ দেশত্যাগ বা স্বীয় মত পরিহার করিতে বাধ্য হন। * খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র জন্মগ্রহণ করিয়া বেদের সম্যক্ আলোচনা, বিবিধ দর্শনগ্রন্থ প্রকাশ ও বৌদ্ধমতের অসারতা প্রতিপাদন করেন। ১২শ শতাব্দীতে উদয়নাচার্য্য মিথিলা প্রদেশে † আবির্ভূত হইয়া কিরূপ অবিশ্রান্ত যত্নে বৌদ্ধদিগকে নিরস্ত করেন ‡ এবং বেদের প্রামাণ্য ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সময়ে মহাত্মা রামানুজ স্বামী বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যে বৈষ্ণব মত প্রচারিত করেন এবং ১৪শ শতাব্দীতে সায়নাচার্য্য বেদের টীকা বিরচন করিয়া, বিলুপ্তপ্রায় বৈদিক সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার যে সুবিধা করিয়া দেন, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। নৈষধচরিতপ্রণেতা শ্রীহর্ষ কলির মুখে বৌদ্ধমত ব্যক্ত করিয়া, তাহার খণ্ডন ও বৈদিকমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন, এবং দার্শনিক মতসমূহের মধ্যে অদ্বৈতবাদের জয়ঘোষণা করেন। আমাদের আলোচ্য কবি ভবভূতি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া, বৈদিকমার্গের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ইহাতে তাঁহার সবিশেষ মৌলিকত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বৌদ্ধগণের সহিত সাক্ষাৎসমরে প্রবৃত্ত হন নাই এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপেরও স্তুতিবাদ করেন নাই। তিনি প্রাচীন ও পবিত্র বৈদিক সমাজের একখানি আদর্শচিত্র ও তাঁহার সমসাময়িক অধঃপতিত হিন্দুসমাজের একখানি প্রতিকৃতি অঙ্কিত

---

* একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার সময়ে একটী প্রকাণ্ড লৌহ-কটাহ সঙ্গে করিয়া লইতেন। তিনি বৌদ্ধগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কালে ঐ কটাহ তৈলপূর্ণ করিয়া, প্রজ্বলিত অগ্নির উপর সংস্থাপন করিতেন এবং বিপক্ষদিগের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইতেন যে, যিনি বিচারে পরাজিত হইবেন, তাঁহাকে ঐ উত্তপ্ত কটাহে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। একদা শঙ্কর মহাচীন (তিব্বত) প্রদেশে গমন করিয়া, তত্রত্য তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তর্ক করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দগিরি তাঁহাকে বলিলেন;—"প্রভো, আর বিচারের প্রয়োজন নাই এবং এতদপেক্ষা দূরতর প্রদেশে গমন করাও আমাদের কর্ত্তব্য নহে। জগতের সীমা নাই, ইহার কোথায় কোন্ অসীম প্রতিভাশালী পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন, তাহা কে বলিতে পারে?" আনন্দগিরির প্রার্থনানুসারে শঙ্কর ঐ কটাহটি ভ্রমণের সীমাস্বরূপ তিব্বতে রাখিয়া আসিলেন। তিব্বতের ঐ স্থানটি অদ্যাপি শঙ্করকটাহ নামে প্রসিদ্ধ। নেপাল ও তিব্বতে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তদনুসারে অবগত হওয়া যায়, শঙ্কর তিব্বতের লামার নিকট পরাজিত হন। কেহ কেহ বলেন, নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে উত্তপ্ত কটাহে নিমগ্ন হইয়া, শঙ্কর দেহত্যাগ করেন, অন্যেরা বলেন, লামার তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এবিষয়ে বিস্তৃত বৃত্তান্ত আমরা "Buddhism in India" নামক প্রবন্ধে (Journal of the BuddhistText Society, vol. IV, parts III, IV.) দ্রষ্টব্য।

† কেহ কেহ বলেন, উদয়ন বঙ্গদেশে বারেন্দ্রশ্রেণীর ভাদুড়ীবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

করিয়া সামাজিকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। আর্য্যমিশ্রগণ উভয় সমাজের অবস্থা তলিত করিয়া কিংকর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিবেন।

অভিনিবেশসহকারে মালতীমাধব‡প্রকরণ পাঠ করিলে, ভবভূতির সমসাময়িক বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। পরিব্রাজিকা কামন্দকীর কার্য্যকলাপ অবলোকন করিয়া বোধ হয়, বৌদ্ধ-সমাজের তখন ভগ্নাবস্থা। বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রব্রজ্যার যে সকল কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কামন্দকীর প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানে তাহার কোনই নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কামন্দকী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, * প্রাণব্যয় করিয়াও মালতীর সহ মাধবের বিবাহ সংঘটন করিয়া দিবেন এবং নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কামন্দকীর নীতিকামন্দকের নীতি † অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয়। কিন্তু স্বয়ং বিবাহসূত্রে বদ্ধ হওয়া অথবা অপরকে বিবাহসূত্রে বদ্ধ করান—উভয়ই বৌদ্ধ পরিব্রাজিকার পক্ষে নিষিদ্ধ। বিবাহকে সংসারের বন্ধনগ্রন্থি মনে করিয়া কামন্দকী পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হন নাই, পরন্তু পরিব্রাজিকার ব্রত

ভবভূতির সমসাময়িক বৌদ্ধসমাজের অবস্থা।

---

‡ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, "ঈশ্বর আছেন কি না" এই বিষয় লইয়া একদা বৌদ্ধগণের সহ উদয়নের তর্ক উপস্থিত হয়। উদয়ন নানা যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন। বৌদ্ধগণ তাঁহার যুক্তিতে সন্তুষ্ট না হওয়ায়, তিনি একজন ব্রাহ্মণ ও একজন বৌদ্ধকে আহ্বান করিয়া, কোন একটী পর্ব্বতের উপর আরোহণ করেন। তথায় পরস্পর কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে তিনি সহসা ঐ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধটিকে পর্ব্বতশিখর হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ভূতলে পতনকালে ব্রাহ্মণ ছাত্রটি বলিল, "ঈশ্বরোঽস্তি" এবং বৌদ্ধটি বলিল "ঈশ্বরো নাস্তি"। পরে দেখা গেল, ব্রাহ্মণছাত্রটি ভূতলে পতিত হইয়া জীবিত আছে, কিন্তু বৌদ্ধছাত্রটির প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। তখন উদয়ন বলিলেন, তোমরা দেখ ঈশ্বর আছেন কি না? তদনন্তর কেহ কেহ উদয়নকে বলিল, "আপনি একজন বৌদ্ধের বধসাধন করিয়া, মহাপাতকে লিপ্ত হইয়াছেন; অতএব উড়িষ্যায় জগন্নাথদেবের দর্শনলাভ করিয়া, পাপক্ষালন করুন"। তদনন্তর তিনি জগন্নাথের মন্দিরে তিন দিন তিন রাত্রি উপবাস করিয়া শয়ান থাকিলেন; কিন্তু জগন্নাথ তাঁহার সমীপে দর্শন দিলেন না। তৃতীয় রাত্রিতে উদয়ন স্বপ্ন দেখিলেন, জগন্নাথ তাঁহাকে বলিতছেন, "তুমি পাপী, অতএব বারাণসী-ক্ষেত্রে গমন করিয়া, তুষানল সম্পাদন কর; তাহা হইলে, তোমার পাপক্ষয় হইবে ও তুমি জগন্নাথের দর্শন পাইবে।" উদয়ন সাতিশয় অনুতপ্ত হইয়া, বারাণসীতে ধাবমান হইলেন; এবং তথায় তুষানলে দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি জগন্নাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—

ঐশ্বর্য্যমদমত্তঃ সন্ মামবজ্ঞায় বর্ত্তসে।
পুনর্বৌদ্ধে সমায়াতে মদধীনা তব স্থিতিঃ॥

ঐশ্বরিক মদে মত্ত হইয়া তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিলে। কিন্তু বৌদ্ধগণ যখন পুনরায় উপস্থিত হইবে, তখন তোমার অস্তিত্ব আমার অধীন হইবে।

* কাম। তৎ সর্ব্বথা সঙ্গমনায় যত্নঃ প্রাণব্যয়েনাপি ময়া বিধেয়ঃ। (মাল ৪)।

† মক। নবক্লিকে অপি নাম বুদ্ধরক্ষিতাসংক্রান্তা ভগবতীনীতিঃ বিজেষ্যতে। (মাল। ৭)।

অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই আবার মালতী ও মাধবের পরস্পর বিবাহ সংঘটিত করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর—ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধকবি ক্ষেমেন্দ্র অবদানকল্পলতায় লিখিয়াছেন,—

বাষ্পস্যাদ্যা সততপতনে হোমধূমৈঃ প্রবৃত্তিঃ
সত্যগ্রন্থির্ব্ব্যসনসরণৌ তুল্যহস্তার্পণেন।
সংসারাজ্ঞাসময়চলনে বন্ধনং মাল্যদাম্না
মোহারোহোপহতমনসাং হর্ষহেতুর্ব্বিবাহঃ॥

(অবদানকল্পলতা, ৬২।৯)।

বিবাহের পর নিরন্তরই যে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, বিবাহের সময়ে হোমধূমবশতঃ নেত্রদ্বয় হইতে পতিত অশ্রুই তাহার প্রথম চিহ্ন। বিবাহকালে বর ও কন্যার পরস্পর হস্তধারণ দ্বারাই বুঝিতে হইবে, উহাঁরা সংসারে ব্যসনমার্গের অনুধাবন করিবেন বলিয়া শপথ করিলেন। অসার পার্থিব রীতি নীতি হইতে বিচলিত না হন এই জন্য বিবাহকালে বর ও বধূকে পুষ্পমালা দ্বারা বদ্ধ করা হইয়া থাকে, অতএব যাঁহাদের চিত্ত, ঘোর মোহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তাঁহাদেরই পক্ষে বিবাহ হর্ষের হেতু।

কিন্তু কামন্দকীর এই ব্যবহার সমর্থন করিবার নিমিত্ত ভবভূতি স্বয়ং নিম্নলিখিত হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন,—

মক। দয়া বা স্নেহো বা ভগবতি নিজেঽস্মিন্ শিশুজনে
ভবত্যাঃ সংসারাদ্বিরতমপি চিত্তং দ্রবয়তি।
অতশ্চ প্রব্রজ্যাসময়সুলভাচারবিমুখঃ
প্রসক্তস্তে যত্নঃ প্রভবতি পুনর্দ্দৈবমপরম্॥

(মাল।৪)

হে ভগবতি এই শিশু মালতীর প্রতি দয়া অথবা স্নেহ আপনার সংসার হইতে বিরতচিত্তকেও দ্রবীভূত করিয়াছে, এই হেতু আপনি প্রব্রজ্যাশ্রমকর্ত্তব্য আচারসমূহের প্রতি বিমুখ হইয়া মালতীর বিবাহসংঘটনে অবিশ্রান্ত যত্ন করিতেছেন।

কামন্দকীর কার্য্যাবলীর প্রতি অনুধ্যান করিলে বোধ হয়, এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল এবং বৌদ্ধগণ হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা করিতেছিলেন। মালতী-মাধবের তৃতীয় অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায়, কামন্দকী মালতীর সৌভাগ্যবৃদ্ধির আশয়ে তাঁহাকে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে * শিবের আরাধনার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতে পাঠাইয়াছেন। বস্তুতঃ এই সময় হইতে বৌদ্ধগণ শৈবধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন কি বুদ্ধমার্গের

---

* অব। অজ্জকসণ চউদ্দসীত্তি তৎথ ভঅবদীএ সমং মালদী সঙ্করঘরং গমিস্সদি তদো কিল এব্বং সোহগ্‌গং বঠ্‌ঠদিত্তি দেবদারাহণনিমিত্তং লহৎথ কুসুমাবচঅং উদ্দিসিঅ লবঙ্গিআ দুদীআং মালদীং ও অবদী জেব্ব কুসুমা অরুজ্জাণং আণইস্‌সদি। (মাল।৩)

অনুধাবন করিবেন,—কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। গৌড়দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি রামচন্দ্র কবিভারতী-ভক্তিশতকগ্রন্থের প্রারম্ভে বুদ্ধকে নমস্কার করিবেন কি শিবকে নমস্কার করিবেন,—কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন :—

জ্ঞানং যস্য সমস্তবস্তুবিষয়ং যস্যানবদ্যং বচঃ
যস্মিন্ রাগলবোঽপি নৈব ন পুনর্দ্বেষো ন মোহস্তথা।
যস্যা হেতুরনন্তসত্ত্বসুখদানল্লা কৃপামাধুরী
বুদ্ধো বা গিরিশোঽথবাঽসি ভগবাংস্তস্মৈ নমস্কুর্ম্মহে॥

(ভক্তিশতক)।

যাঁহার জ্ঞান কোন বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, যাঁহার বাক্য নির্দ্দোষ, যাঁহাতে রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিন্দুমাত্রও বিদ্যমান নাই, যাঁহার অসাধারণ কৃপা হেতুনিরপেক্ষ হইয়া অনন্ত জীবের প্রতি সুখপ্রদানের নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তিনি বুদ্ধই হউন অথবা শিবই হউন, তিনিই ভগবান্; তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি।

মালতীমাধব প্রকরণে আভাস পাওয়া যায়, ভবভূতির সময়ে বৌদ্ধগণ প্রাচীন হিন্দু সংহিতা ভক্তিসহকারে অধ্যয়ন করিতেন। দ্বিতীয় অঙ্কে কামন্দকী বলিতেছেন :—

ইতরেতরানুরাগো হি দারকর্ম্মণি পরার্ধ্যং মঙ্গলং গীতশ্চায়মর্থো হঙ্গিরসা, যস্যাং বাঙ্‌মনশ্চক্ষুষোরনুবন্ধস্তস্যামৃদ্ধিরিতি।

(মাল। ২)

বিবাহকার্য্যে পরস্পরের অনুরাগই বিশেষ শ্রেয়ঃ, ঋষি অঙ্গিরাও বলিয়াছেন, যে নারী বাক্ মনঃ ও চক্ষুর দ্বারা বরের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই পরমসৌভাগ্যবতী।

এই স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধপরিব্রাজিকা কামন্দকী নিজের বাক্যের প্রমাণ্যসংস্থাপনের নিমিত্ত মহর্ষি অঙ্গিরার ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভবভূতির সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পরস্পর কোন বৈরভাব ছিল না। পদ্মাবতীনগরীর রাজমন্ত্রী ভূরিবসু ও বিদর্ভরাজমন্ত্রী দেবরাত উভয়েই ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কামন্দকী, সৌদামিনী প্রভৃতি বৌদ্ধমহিলাগণের সহ একত্র এক গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিতেন। কামন্দকী লবঙ্গিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

অয়ি কিং ন বেৎসি যদেকত্র নো বিদ্যাপরিগ্রহায় নানাদিগন্তবাসিনাং সাহচর্যমাসীৎ। তদৈব চ অস্মৎ-সৌদামিনী সমক্ষম্ অনয়োর্ভূরিবসুদেবরাতয়োর্বৃত্তেয়ং প্রতিজ্ঞা অবশ্যমাবাভ্যা মপত্যসম্বন্ধঃ কর্ত্তব্য ইতি।

(মাল। ১)।

সখি লবঙ্গিকে! তুমি কি জান না, একত্র বিদ্যাপরিগ্রহকালে নানাদিগন্তবাসিজনগণের সহিত আমাদের সাহচর্য্য হয়। সেই সময়ে আমাদের সৌদামিনীর সমক্ষে ভূরিবসু ও

দেবরাত প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁহারা একের কন্যার সহিত অপরের পুত্রের পরিণয়-সম্পাদন করিবেন।

ইদানীং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে যে নির্ব্বাণতত্ত্ব লইয়া ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, অধ্যাপক মোক্ষমূলর, বর্ণুফ, চাইল্ডার্স, আলউইস্, হজ্‌সন্, রিজ্‌ডেভিড্‌স ওল্ডেনবার্গ, মনিয়র্ উইলিয়াম্‌স্, পাউসিন্, স্ল্যাগিন্টউইট্, পল্‌কেরস্ প্রমুখ গবেষকগণ যে তত্ত্বের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য অনুক্ষণ চেষ্টা করিতেছেন, বিগত ১৮৭৬ খৃঃঅব্দে ইউরোপে International Congress of the Orientalists নামক মহাসভায় রেভারেণ্ড বীল্ চীনপ্রদেশ হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থ আনীত হইয়া ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীতে সংগৃহীত আছে, উহা তন্ন তন্ন বিচার করিয়াও যে তত্ত্বের নিগূঢ় ভাব ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই, সেই দুরূহ নির্ব্বাণতত্ত্বের যথার্থ মর্ম্মার্থ কি, এই বিষয় লইয়া ভবভূতির সময়েও বোধ হয়, সবিশেষ আলোচনা চলিতেছিল। মালতীমাধবের ষষ্ঠ অঙ্কে মালতী বলিতেছেন :—

কেণ উণ উবাএণ সম্পদং মরণনিব্বানস্‌স অন্তরং সম্ভাবইস্‌সং।

(মাল। ৬)।

কি উপায়ে সম্প্রতি মরণ ও নির্ব্বাণের পার্থক্য অবগত হইব।

অনভীপ্সিত নন্দনের সহিত বিবাহ হইবার আয়োজন হইতেছে দেখিয়া, অবশ্য মালতী মরণকেই নির্ব্বাণ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে বিচার করিলে মরণ ও নির্ব্বাণের ঘোর বৈষম্য অনুভূত হইবে। এ স্থলে নির্ব্বাণের দার্শনিক ব্যাখ্যার অবতারণা না করিয়া এইমাত্র বলা যাইতেছে যে, পুনর্জ্জন্মরহিত মরণই নির্ব্বাণ, অথবা যে অবস্থার অধিগম দ্বারা মরণের হস্ত হইতে চিরউদ্ধার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই নির্ব্বাণ।

সৌদামিনীর চরিত্র সমালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই সময়ে কেহ কেহ বৌদ্ধসম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া অঘোরী-শৈব বা হিন্দুতান্ত্রিক শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতেছিলেন। কামন্দকীর অন্তেবাসিনী সৌদামিনী প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন, পরে অঘোরঘণ্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুচর্য্যা, তপস্যা, তন্ত্র, মন্ত্র, যোগ, অভিযোগ ইত্যাদি অনুষ্ঠান দ্বারা অলৌকিক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সৌদামিনী যে তান্ত্রিকধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি বৌদ্ধগণের কোন প্রকার বিদ্বেষ ছিল না। মালতীমাধব প্রকরণের দশম অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায়, কামন্দকী প্রণতশিষ্যা সৌদামিনীকে বলিতেছেন ;—

বন্দ্যা ত্বমেব জগতঃ স্পৃহণীয়সিদ্ধিঃ
এবংবিধৈর্বিলসিতৈরভিবোধিসত্ত্বৈঃ।
যস্যাঃ পুরা পরিচয়প্রতিবদ্ধবীজ-
মুদ্ভূতভূরিফলশালি বিজৃম্ভিতং তে ॥

(মাল। ১০)।

তন্ত্রে তুমি যে অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, তাহা সাতিশয়স্পৃহণীয় ও বোধিসত্ত্বগণের দুর্লভ। যে হেতু তুমি বোধিসত্ত্বগণকে অতিক্রমপূর্ব্বক নানাবিধ বিভূতি প্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব তুমিই জগতে বন্দনীয়া।

তান্ত্রিক সমাজ।

ভবভূতির সমসাময়িক তান্ত্রিক সমাজের অবস্থা অতি শোচনীয়। অঘোরঘণ্ট, কপালকুণ্ডলা ও সৌদামিনীর চরিত্রে এই সমাজ সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। রাত্রিবিহারী, অরণ্যবাসী ও মুণ্ডধারী অঘোরঘণ্ট পদ্মাবতী নগরীর মহাশ্মশানপ্রদেশে অবস্থিত করালানামক চামুণ্ডার মন্দিরে প্রধান গুরুর কার্য্য করেন। তাঁহার অন্তেবাসিনী মহাপ্রভাবা কপালকুণ্ডলা শ্রীপর্ব্বতে বাস করেন, এবং মধ্যে মধ্যে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চামুণ্ডার মন্দিরে আগমন করিয়া থাকেন। একদিন ভীষণোজ্জ্বলবেশা কপালকুণ্ডলা আকাশযানে আগমন পূর্ব্বক বলিতেছেন :—

কপা। ষড়ধিকদশনাড়ীচক্রমধ্যস্থিতাত্মা
হৃদি বিনিহিতরূপঃ সিদ্ধিদস্তদ্বিদাং যঃ।
অবিচলিতমনোভিঃ সাধকৈর্ম্মৃগ্যমাণঃ
স জয়তি পরিণদ্ধঃ শক্তিভিঃ শক্তিনাথঃ॥

ইয়মহমিদানীং
নিত্যং ষড়ঙ্গচক্রনিহিতং হৃৎপদ্মমধ্যোদিতং
পশ্যন্তী শিবরূপিণং লয়বশাদাত্মানমভ্যাগতা।
নাড়ীনামুদয়ক্রমেণ জগতঃ পঞ্চামৃতাকর্ষণাদ্
অপ্রাপ্তোৎপতনশ্রমা বিঘটয়ন্ত্যগ্রে নভোঽম্ভোমুচঃ॥

অপিচ
উল্লোলস্খলিতকপালকণ্ঠমালা
সংঘট্টকণিতকরালকঙ্কিণীকঃ।
পর্য্যস্তং ময়ি রমণীয়ডামরত্বং
সন্ধত্তে গগনতলপ্রয়াণবেগঃ॥
(মাল। ৫)

সাধকগণ অবিচলিত অন্তঃকরণে যাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং জ্ঞানিগণ যাঁহার রূপ হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করেন, ষোড়শনাড়ীচক্রের মধ্যে অবস্থিত ও শক্তি সমূহদ্বারা পরিবৃত সেই শক্তিনাথের * জয় হউক। আমি মন্ত্রন্যাস দ্বারা ষড়ঙ্গচক্রে

---

* সৌদামিনী শ্রীপর্ব্বত হইতে পদ্মাবতী নগরীতে আগমনপূর্ব্বক মধুমতীতীরস্থিত স্বর্ণবিন্দুনামধেয় শিবকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতেছেন :—

জয় দেব ভুবনভাবন জয় ভগবন্নখিলনিগমনিধে।
জয় রুচিরচন্দ্রশেখর জয় মদনান্তক জয় জগদাদিগুরো॥ (মা. ৯. ২)।

নিহিত ও হৃৎপদ্মমধ্যে উদিত শিবরূপী আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে করিতে নভোমণ্ডলস্থিত মেঘসমূহকে খণ্ডিত করিয়া এ স্থলে আগমন করিয়াছি। ইড়া পিঙ্গলাদি নাড়ীসমূহকে বায়ু দ্বারা পূরণ করিয়া পাঞ্চভৌতিক শরীরকে আকর্ষণ করিয়াছি, এই হেতু আমার আকাশপথে আগমনজনিত ক্লেশ অনুভব হয় নাই। গগনতলে প্রবলবেগে আগমন করায় আমার কণ্ঠস্থিত নরকপালমালা চঞ্চল ও স্খলিত হইয়াছে, এবং স্খলনকালে কপাল-সমূহের পরস্পর সংঘর্ষণে যে ভয়ঙ্কর ধ্বনি উৎপন্ন হইয়াছে, উহা আমার পক্ষে রমণীয় ডাম-রের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে।

মালতীমাধবের পঞ্চম অঙ্কে বর্ণিত আছে, চামুণ্ডার সমীপে বলিদান করিবার নিমিত্ত মন্দিরস্বামী অঘোরঘণ্ট ও তাঁহার শিষ্যা কপালকুণ্ডলা মালতীকে বধ্যলক্ষণে চিহ্নিত করি-য়াছেন। বিবিধজীবোপহারপ্রিয়া চামুণ্ডার পূজার জন্য শত শত প্রাণীর বধ করা হইত, মালতীর উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, মাধব বলিতেছেন :—

করালায়তনাচ্চায়মুচ্চরৎ-করুণধ্বনিঃ।
বিভাব্যতে ননু স্থানমনিষ্টানাং তদীদৃশাম্॥
(মাল। ৫)।

করালা চামুণ্ডার মন্দির হইতে এই উচ্চ করুণধ্বনি উত্থিত হইতেছে। চামুণ্ডার মন্দি-রই ঈদৃশ অনিষ্টের স্থান।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই চামুণ্ডা কে? মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে :—

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবী ভবিষ্যতি॥
(চণ্ডী)।

মহাসংগ্রামে নিশুম্ভের চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই জন সৈন্যাধ্যক্ষকে নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া, দুর্গার চামুণ্ডা নাম হইয়াছে। ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা, চণ্ডিকা, ও এই অষ্ট শক্তির মধ্যে চামুণ্ডা অন্যতমা শক্তি। জে, এফ্, ওয়াট্সন্ এবং জন্ উইলিয়াম্ কেই নামক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্বয় এসিয়াটিক রিসার্চের ৯ম খণ্ডের, ২০৩ পৃষ্ঠায় চামুণ্ডা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

It is to this Goddess that all human sacrifices are made by Hindus. One of the ancient Hindu dramatists, Bhavabhuti, who flourished in the 8th century, in his drama of Malati Madhava, has made powerful use of the Aghora in a scene in the temple of Chamunda where the heroine O fthe play is decoyed in order to be sacrificed to the dread Goddess Ch amunda or Kali.

* * * * *

The belief in the horrible practices of Aghori priesthood is thus proved to have existed at a very remote period, and doubtless refers to those more ancient and revolting rites which belonged to the baoriginal superstitions of India, antecedent to the Aryan Hindu invasion and conquest of the country. The worshippers of Sakti, of Siva, under the terrific forms of Chamunda, Chhinnamastaka and Kali are called Kerari, and represent the Aghoraghanta and Kapalknudala. The word Chamunda, according to Ward, is from *charu*, 'good and *munda* a head. She is said to be identical with the Goddess Randi.*

হিন্দুগণ চামুণ্ডার সমীপে নরবলিদান করিয়া থাকেন। অষ্টম শতাব্দীতে প্রাচীন হিন্দু-কবি ভবভূতি মালতীমাধব নাটকে বর্ণন করিয়াছেন, অঘোরঘণ্ট চামুণ্ডার মন্দিরে উপহার প্রদান করিবার জন্য মালতীকে লইয়া যান। অঘোরী সম্প্রদায় যে ভয়ঙ্কর ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ভারতে বহুকাল হইতে বিদ্যমান ছিল এবং ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যাইতে পারে যে, আর্য্যহিন্দুগণের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে অনার্য্য-জাতির মধ্যে ঐ সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত। যে উপাসকগণ শক্তি ও শিবকে চামুণ্ডা, ছিন্নমস্তা, কালী প্রভৃতি নামে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কেররী বলে, অঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলা ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত। ওয়ার্ড মহোদয়ের মতে চারু ও মুণ্ড এই দুই শব্দের সংযোগে চামুণ্ডা পদের উৎপত্তি হইয়াছে; চামুণ্ডার অর্থ সুন্দর মস্তকবিশিষ্ট।

অঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলা যে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন, সৌদামিনী কামন্দকীর শিষ্যত্ব ত্যাগ করিয়া * যে সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, চামুণ্ডা যাঁহাদের সবিশেষ আরাধ্য দেবতা; গুরুচর্য্যা, তপস্যা, তন্ত্র, মন্ত্র, যোগ ও অভিযোগ ইত্যাদির অনুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধিলাভ করাই যাঁহাদিগের চরম উদ্দেশ্য, † সেই সম্প্রদায় ভবভূতির সময়ে কি নামে অভিহিত

---

* *The People of India, by* J. F. Watson and John William Kaye; Leyden, Asiatic Researches, IX, page 203.

* কামন্দকী। সাধু বৎসে সাধু, অনেন মৎপ্রিয়াভিযোগেন স্মারয়সি মে পূর্ব্বশিষ্যাং সৌদামিনীম্। অবলোকিতা। তদবধি সা সৌদামিনী অহণ্য সমাসাদিদ অচ্চরীঅ মন্তসিদ্ধপ্পহাবা সিরিপব্বদে কাবালিঅব্বদং ধারেদি।

(মালতী ১)।

† সৌদা। গুরুচর্য্যাতপস্তন্ত্রমন্ত্রযোগাভিযোগজাম্।
ইমামাক্ষেপণীং সিদ্ধিমাতনোমি শিবায় বঃ।

(মালতী ৫)

হইতেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ ঐ সম্প্রদায়কে অঘোরী বা অঘোরপন্থী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; অপরে উঁহাদিগকে তান্ত্রিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ অঘোরী শৈবগণও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। বোধ হয়, এই সম্প্রদায়ের প্রতি ভবভূতির কোন প্রকার সহানুভূতি ছিল না। যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যপদেশে অনুক্ষণ নরহত্যা করিতেন, নরকপালমালা-ধারণই যাঁহাদের ধর্ম্মের ধ্বজা ছিল, ঐ সম্প্রদায় ভবভূতি প্রভৃতি সহৃদয় ব্যক্তিগণের চক্ষে সমধিক গৌরবলাভ করিতে পারেন নাই। ভবভূতি মালতীমাধব প্রকরণের ধীরপ্রশান্ত নায়ক মাধব দ্বারা ঐ সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু অঘোরঘণ্টের বধ সাধন করিয়া নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। অঘোরপন্থী শৈবগণের আদি স্থান বরপুত্র অঞ্চল বা বরদাপ্রদেশ। কাতিওয়ার, রাজওয়ার, প্রভৃতি স্থানেও অনেক অঘোরীর বাস ছিল। রাজওয়ারের অন্তর্গত আবু পর্ব্বতে এখনও অনেক অঘোরী দৃষ্ট হয়।

বৈদিক সমাজ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, আরণ্যক ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমীর বিশদ বৃত্তান্ত যদি কেহ সংক্ষেপে জানিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি ভবভূতির বীরচরিত ও উত্তর চরিত নাটক পাঠ করুন। উত্তরচরিতের ৪র্থ অঙ্কে ভাণ্ডায়ন, সৌধাতকি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী এবং ২য় অঙ্কে লব, কুশ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর দৈনিক কার্য্য দেখিয়া অবগত হওয়া যায়, উঁহারা পাঠ্যাবস্থায় কিরূপ জীবন যাপন করিতেন। বশিষ্ঠের আগমনে বাল্মীকির পাঠশালা এক দিন বন্ধ হওয়ায় ভাণ্ডায়ন সহর্ষে বলিতেছেন, "অপূর্ব্বঃ কোঽপি বহুমানহেতুর্গুরুষু সৌধাতকে," হে সৌধাতকি গুরুজনে কোন অসাধারণ সম্মানের হেতু বিদ্যমান থাকে। ইহার পরেই আমরা দেখিতে পাই শিষ্টানধ্যায় হেতু বালকগণ কলকল-ধ্বনি-উচ্চারণ-পূর্ব্বক উচ্ছৃঙ্খলরূপে খেলা করিতেছে। উত্তরচরিতের ৪র্থ অঙ্কে জনক লবের পরিচ্ছদবর্ণনচ্ছলে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর লক্ষণ বিবৃত করিয়াছেন। জনক বলিতেছেন :—

চূড়াচুম্বিতকঙ্কপত্রমভিতস্তূণীদ্বয়ং পৃষ্ঠতঃ
ভস্মস্তোমপবিত্রলাঞ্ছনমুরো ধত্তে ত্বচং রৌরবীম্।
মৌর্ব্ব্যা মেখলয়া নিযন্ত্রিতমধোবাসশ্চ মাঞ্জিষ্ঠিকং
পাণৌ কার্ম্মুকমক্ষসূত্রবলয়ং দণ্ডং তথা পৈপ্পলম্॥

(উত্তর ৪)।

এই বালক পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে তূণীদ্বয় ধারণ করিয়াছে। মস্তকের শিখা তূণীর অভ্যন্তরস্থিত বাণপুঙ্খবর্ত্তী পক্ষ স্পর্শ করিয়াছে। ইহাঁর বক্ষঃস্থল ভস্মলিপ্ত ও রুরুমৃগের চর্ম্ম পরিধানীয়। ইহাঁর মঞ্জিষ্ঠারাগরঞ্জিত অধোবাস মুর্ব্বীতন্তুনির্ম্মিত কটিসূত্র দ্বারা বদ্ধ, এবং হস্তে ধনুঃ, জপমালা ও অশ্বত্থশাখানির্ম্মিত দণ্ড বিদ্যমান আছে।

উত্তরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে আত্রেয়ী লব ও কুশের জাতকর্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি সংস্কার বিবৃত করিয়াছেন। বীরচরিতের প্রথম অঙ্কে রামচন্দ্র প্রভৃতির দীক্ষাগ্রহ, গোদানমঙ্গল ও বিবাহসংস্কার বর্ণিত হইয়াছে। ভবভূতি সাত্ত্বিক গৃহস্থের দৃষ্টান্তস্বরূপে * বীরচরিতের ৪র্থ অঙ্কে বিশ্বামিত্র ও উত্তরচরিতের ১ম অঙ্কে জনক ঋষির নিত্যকার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বীরচরিত ও উত্তরচরিতের ২য় অঙ্কে অতিথি-সৎকারের প্রণালী ও প্রয়োজনীয়তা সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পরশুরাম ক্ষত্রিয় রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, জনক শতানন্দকে বলিতেছেন :—

ঋষিরয়মতিথিশ্চেৎ বিষ্টরঃ পাদ্যমর্ঘ্যং
তদনু চ মধুপর্কঃ কল্প্যতাং শ্রোত্রিয়ায়।
অথ তু রিপুরকস্মাৎ বেষ্টি নঃ পুত্রভাণ্ডে
তদিহ নয়বিহীনে কার্ম্মুকস্যাধিকারঃ॥

(বীর ২)।

এই জামদগ্ন্য ঋষি যদি আমাদের অতিথিরূপে আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, উঁহাকে কুশাসন, পাদ্য, পূজোপকরণ তদনন্তর মধুপর্ক প্রদান করুন। আর যদি তিনি আমাদের পুত্রতুল্য রামচন্দ্রের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে, এই নীতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে আমরা ধনুর্ধারণ করিব।

উত্তরচরিতের ২য় অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায়, আত্রেয়ীর আগমনে প্রহৃষ্ট হইয়া বন-দেবতা ফল, কুসুম ও পল্লব বিকিরণ পূর্ব্বক বলিতেছেন :—

যথেচ্ছং ভোগ্যং বো বনমিদময়ং মে সুদিবসঃ
সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গঃ কথমপি হি পুণ্যেন ভবতি।
তরুচ্ছায়া তোয়ং যদপি তপসো যোগ্যমশনং
ফলং বা মূলং বা তদপি ন পরাধীনমিহ বঃ॥

(উত্তর ২।)

এই বনজাত দ্রব্য আপনি স্বেচ্ছানুসারে ভোগ করুন, আমার আজ বড়ই সৌভাগ্যের দিন; কারণ বহু পুণ্যের ফলে সজ্জনের সহিত সমাগম হইয়া থাকে। বৃক্ষের ছায়া, নির্ঝ-রের জল, এবং ফল মূল ইত্যাদি তাপসীগণের আহার্য্য যাহা কিছু এখানে আছে, তাহা, আপনি পরাধীন বলিয়া মনে করিবেন না।

---

* রামঃ। দেবি বৈদেহি সমাশ্বসিহি তে হি গুরবো ন শক্নুবন্তি বিযোক্তুমস্মান্
কিন্ত্বনুষ্ঠাননিত্যত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যমপকর্ষতি।
সঙ্কটাহ্যাহিতাগ্নীনাং প্রত্যবায়ৈর্গৃহস্থতা॥

(উত্তর ১)।

বীরচরিতের ৩য় অঙ্কে লিখিত আছে, যাহারা ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের বিঘ্ন উৎপাদন করিত, মহারাজ দশরথ তাহাদিগকে দমন করিতেন।

অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥
বাপীকূপতড়াগাদিদেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামাঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥

* *

ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্ত্তেন মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥

অত্রিঃ।

মহর্ষি অত্রি লিখিয়াছেন—অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যকথন, বেদরক্ষণ, অতিথিসৎকার ও বৈশ্বদেব এই সকলকে ইষ্ট বলে। বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি খনন, অন্নদান ও আরামনির্ম্মাণ এই সকলের নাম পূর্ত্ত। ইষ্টের সম্পাদনে লোক স্বর্গ ও পূর্ত্তের সম্পাদনে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

বীরচরিতের ৩য় অঙ্কে সদ্ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বশিষ্ঠ পরশুরামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—

অয়ি বৎস কিমনয়া যাবজ্জীবমায়ুধপিশাচিকয়া? শ্রোত্রিয়োঽসি জামদগ্ন্য পুতং ভজস্ব পন্থানম্। আরণ্যকশ্চাপি তৎ প্রচিনু চিত্তপ্রসাদনীশ্চতস্রো মৈত্র্যাদিভাবনাঃ। প্রসীদতু হি তে বিশোকা জ্যোতিষ্মতী নাম চিত্তবৃত্তিঃ। সমাপয়তু পরশুং চ। তৎপ্রসাদজম্ ঋতম্ভরাভিধানম্ অবহিঃসাধনোপাধেয়সর্ব্বার্থসামর্থ্যম্ অপবিদ্ধবিপ্লবোপরাগম্ উর্দ্ধস্রোতম্ অন্তর্জ্যোতিষো দর্শনং প্রজ্ঞানমভিসম্ভবতি। তদ্ধি আচরিতব্যং ব্রাহ্মণেন তরতি যেন মৃত্যুং পাপ্মানম্। (বীর। ৩।)

হে বৎস, যাবজ্জীবন এই আয়ুধপিশাচিকায় মত্ত থাকিয়া ফল কি? হে জামদগ্ন্য, তুমি বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ, অতএব পবিত্র পথের অনুবর্ত্তন কর। তুমি মৈত্রী, করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিপ্রকার ভাবনায় অনুশীলন করিয়া চিত্তকে নির্ম্মল কর *। তোমার দুঃখরহিত ও প্রকাশস্বরূপ চিত্তবৃত্তি প্রসন্নতা লাভ করুক। কুঠার ত্যাগ কর।

---

* মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাশ্চিত্তপ্রসাদনীর্ভাবনাঃ।

(পাতঞ্জল ১।৩৩)।

যথোক্তং বাচস্পতিমিশ্রৈঃ—

সুখিতেষু মৈত্রীং সৌহার্দ্দং ভাবয়তঃ ঈর্ষ্যাকালুষ্যং নিবর্ত্ততে চিত্তস্য। দুঃখিতেষু চ করুণামাত্মনীব পরস্মিন্ দুঃখপ্রহাণেচ্ছাং ভাবয়তঃ পরাপকারচিকীর্ষাকালুষ্যং চেতসো নিবর্ত্ততে। পুণ্যশীলেষু প্রাণিষু মুদিতাং হর্ষং ভাবয়তঃ অসূয়াকালুষ্যং চেতসো নিবর্ত্ততে। অপুণ্যশীলেষু চোপেক্ষাং মাধ্যস্থ্যং ভাবয়তোঽমর্ষকালুষ্যং চেতসো নিবর্ত্ততে। ততশ্চাস্য রাজসতামসধর্ম্মনিবৃত্তৌ সাত্ত্বিকঃ শুক্লো ধর্ম্ম উপজায়তে ইতি।

তোমার নিত্যসত্যপূর্ণ উর্জ্জ্বল ও অন্তর্জ্যোতিঃপ্রকাশক প্রজ্ঞা লাভ হউক। এই প্রজ্ঞাধিগম দ্বারা তোমার সর্ব্বশক্তিমত্ত্বলাভ হইবে; কোন কার্য্যসম্পাদনেই বহিঃসাধনের প্রয়োজন হইবে না। মলাবরণরহিত হওয়ায়, তোমার প্রজ্ঞা কখনও বিপরীত দিকে প্রধাবিত হইবে না। ব্রাহ্মণের এইরূপ আচরণ করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ দ্বারা ব্রাহ্মণ মৃত্যু ও পাপের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হন।

উত্তরচরিতের ৪র্থ অঙ্কে প্রকাশিত আছে, মহর্ষি জনক পরাক,* সান্তপন† প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধ্য তপোনিচয়ের অনুষ্ঠান করিতেন।

বীরচরিতের ১ম অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায়, জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। উত্তরচরিতের ২য় অঙ্কে লিখিত আছে, লব ও কুশ বাল্মীকির সন্নিধানে ত্রয়ীবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

আত্রেয়ীর দাক্ষিণাত্যে আগমনের প্রয়োজন কি—ইহা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি বনদেবতাকে বলিতেছেন :—

অস্মিন্ অগস্ত্যপ্রমুখাঃ প্রদেশে
ভূয়াংস উদ্গীথবিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং
বাল্মীকিপার্শ্বাদিহ পর্য্যটামি॥

উত্তর। ২।

এই প্রদেশে অগস্ত্যপ্রভৃতি অনেক সামবেদবিদ ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহাদিগের নিকট উপনিষদ্ বিদ্যা শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে বাল্মীকির আশ্রম হইতে এস্থলে আগমন করিয়াছি।

বস্তুতঃ এই সময়ে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় গুরু ও শিষ্য সকলেই ব্যাপৃত থাকিতেন। ভবভূতি দাক্ষিণাত্যের লোক, সুতরাং তিনি কাবেরী নদীর তীরভূমির সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। এই কাবেরীর তীরে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করেন, যাঁহারা নিরন্তর তপশ্চরণ ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন এবং ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া শত শত মন্বন্তর অতিবাহিত করিয়াছেন। বীরচরিতের ৭ম অঙ্কে লিখিত আছে :—

রামঃ। অয়ং বারাং রাশিঃ কিল মকরভূদ্ বহ্নিলসিতৈ
রয়ং বিন্ধ্যো যেনাহৃতবিহৃতিরাধ্মানমজহাৎ।

---

* দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। ৩।৩২০।

† পঞ্চগব্যং গোক্ষীরদধিমূত্রশকৃদ্ঘৃতম্।
জগ্ধ্বা পরেঽহ্ন্যুপবসেদেষ সান্তপনো বিধিঃ॥ [অত্রিসংহিতা, ১১৬।]

বিলিল্যে যৎকুক্ষিস্থিতশিখিনি বাতাপিবপুষা
স কাসাং বাণীনাং মুনিরকলিতাত্মাস্তু বিষয়ঃ ॥

বীর । ৭ ।

যাঁহার চেষ্টায় মহাসমুদ্র মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, যাঁহার প্রভাবে বিন্ধ্যপর্ব্বত বৃদ্ধিরহিত হইয়া স্বীয় গর্ব্ব ত্যাগ করিয়াছিল, যাঁহার জঠরাগ্নিতে বাতাপি দানবের দেহ জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেই অচিন্তামাহাত্ম্য মহর্ষি অগস্ত্য এই কাবেরীর তীরে বাস করিতেন।

যে শান্তশীল মনীষিগণ সংসারের প্রতি বিরক্তচিত্ত হইয়া, অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা নদীতীরে, বৃক্ষতলে বা পর্ব্বতকন্দরে কি ভাবে নীবারৌদন ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করিতেন, তাহা উত্তরচরিতের ১ম অঙ্কে সুচারুরূপে বর্ণিত আছে। ঋষ্যশৃঙ্গের সোমযাগ ও রামচন্দ্রের অশ্বমেধের ইতিবৃত্ত উল্লিখিত করিয়া, কবি প্রাচীন সমাজের অনেক অবস্থা আমাদের চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন।

রাজার কুশাসনে কিরূপে রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হয়, বীরচরিতের ৩য় অঙ্কে দশরথমুখে উহা প্রকটীকৃত হইয়াছে। উত্তরচরিতের ১ম অঙ্কে বর্ণিত আছে, "পবিত্র গঙ্গাজলের সংস্পর্শে সগরের ষষ্টিসহস্র তনয় উদ্ধার লাভ করেন"। বীরচরিতের ১ম অঙ্কে রামের মাহাত্ম্য-বর্ণনস্থলে বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন, "রামের পাদস্পর্শে অহল্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হন"। বীরচরিতের ৭ম অঙ্কে অলকার মুখে কবি রামের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অলকা লঙ্কাকে বলিতেছেন :—

ইদং হি তত্ত্বং পরমার্থভাজাম্
অয়ং হি সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্রিধা বিভিন্না প্রকৃতিঃ কিলৈষা
ত্রাতুং ভুবি স্বেন সতোঽবতীর্ণা ॥

বীর। ৭।

পরমার্থদর্শিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, রামচন্দ্রই পরমেশ্বর এবং সীতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, সাধুদিগকে ত্রাণ করিবার উদ্দেশ্যে ইহাঁরা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ভবভূতি প্রাচীন সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, উহার সূক্ষ্মবর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। এস্থলে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, আহ্নিককৃত্যে উহা কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়, উহাই দেখাইবার নিমিত্ত বীরচরিত ও উত্তরচরিত রচিত হইয়াছে। বেদ, উপনিষদ্, ধর্ম্মসংহিতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ হইতে আখ্যায়িকা ও মত উদ্ধৃত করিয়া, ভবভূতি বৈদিক সমাজের আদর্শনির্ম্মাণ করিয়াছেন। বৈদিকসমাজের আচার

ব্যবহার অনুবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য, কি ভবভূতির সমসাময়িক সমাজের * আচার প্রতিপালনীয় -এ বিষয়ে কবি স্বয়ং কিছু বলেন নাই। রঙ্গপ্রেক্ষকগণ উভয় সমাজের আদর্শ অবলোকন করিয়া, স্ব স্ব কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। †

ভবভূতি চৈতন্যজ্যোতির্ব্রহ্মকে নমস্কারপূর্ব্বক বীরচরিত আরম্ভ করিয়াছেন ‡। বীরচরিত ও মালতীমাধবের প্রস্তাবনায় সূত্রধারমুখে কবি আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বীরচরিতের ১ম অঙ্কে লিখিত আছে :—

ভবভূতির পরিচয়।

অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরম্। তত্র কেচিৎতৈত্তিরীয়িণঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনাঃ পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিনঃ উড়ম্বরা ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি। তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো বাজপেয়যাজিনো মহাকবেঃ পঞ্চমঃ সুগৃহীতনাম্নো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্ত্তের্নীলকণ্ঠস্য আত্মসম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনো ভবভূতির্নাম জাতুকর্ণপুত্রঃ কবির্মিত্রধেয়মস্মাকমিত্যত্র ভবন্তো বিদাংকুর্ব্বন্তু।

---

* ভবভূতি কামন্দকীর বৌদ্ধোচিত বাহ্যপরিচ্ছদ পরাইয়াছেন :—

চীরচীবর কামন্দকীর পরিচ্ছদ, রক্তপট্টিকা তাঁহার আভরণ, এবং তিনি পিণ্ডপাতমাত্র ভক্ষণ করেন :—

অব। অচ্চরীঅং অচ্চরীঅং জং দাণিং চীরচীবরপরিচ্ছদং পিণ্ডবাদমেত্ত পাণঅত্তীং ভঅবদীং ঈদিসে আআসে অমচ্চ ভূরিবসূ নিওএদি।

(মালতী।১)

ততঃ পরিবৃত্য রক্তপট্টিকানেপথ্যো কামন্দক্যবলোকিতে প্রবিশতঃ। (মালতী ১)।

† মন্তব্য প্রকাশকালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু মহাশয় বলিলেন :—

কবিবর ভবভূতি যে বৈদিকধর্ম্মে জনসাধারণকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রাচীন বৈদিকসমাজের এবং তাঁহার সমসাময়িক অধঃপতিত বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকসমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? কাব্য লিখিতে গেলেই সমসাময়িক সমাজচিত্র আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে।

তদুত্তরে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন :—

ভবভূতি যে বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকধর্ম্ম হইতে জনসমাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বৈদিকমার্গে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তাঁহার নাটকত্রয় রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ—তাঁহার কাব্যত্রয়ের সমাজচিত্র হইতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি বৈদিক সমাজের চিত্রটী এমন পবিত্র ও মহৎ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে লোকের চিত্তবৃত্তি সহজেই সেই পথে ধাবিত হয়। আবার মালতীমাধব প্রকরণে তিনি তান্ত্রিকক্রিয়া-কলাপের এমন ভীষণ নীতিভ্রষ্টতা এবং হিংসাপ্রবণভাব বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে কিঞ্চিন্মাত্র বিচারশক্তি যাঁহার আছে তিনি ঐরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠা প্রবৃত্ত হওয়া দূরের কথা, তাহা হইতে বিরত না হইয়া পারেন না।

‡ অথ স্বস্তায় বেদায় নিত্যায় হুতপাপ্মনে।
আনন্দব্রহ্মবিদ্যায় চৈতন্য-জ্যোতিষে নমঃ॥ (বীরচরিত।)

শ্রেষ্ঠঃ পরমহংসানাং মহর্ষীণামিবাঙ্গিরাঃ।

যথার্থনামা ভগবান্ যস্য জ্ঞাননিধির্গুরুঃ॥ (বীর ১।)

দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বিদর্ভদেশে পদ্মপুর নগর অবস্থিত। ঐ নগরে যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয়—শাখাধ্যায়ী, কাশ্যপগোত্রসম্ভূত, ধর্ম্মানুষ্ঠানরত, পংক্তিপাবন, পঞ্চাগ্নিক ও সোমযজ্ঞকারী সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। তাঁহাদের বংশে বাজপেয়যজ্ঞ-সম্পাদনকারী পূজ্য মহাকবি গোপালভট্টের জন্ম হয়। তাঁহার পৌত্র এবং পবিত্রকীর্ত্তি নীলকণ্ঠের পুত্র ভবভূতি শ্রীকণ্ঠ উপাধিতে সমলঙ্কৃত। ভবভূতির মাতার নাম জাতুকর্ণী এবং গুরুর নাম ভগবান্ জ্ঞাননিধি।

উত্তরচরিতের টীকায় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন, ভবভূতির মাতা জাতুকর্ণ-গোত্রে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া, জাতুকর্ণী নামে অভিহিত ছিলেন *। হরিবংশের ৪২ অধ্যায়ে জাতুকর্ণ-নামক একজন ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়।

নবমে দ্বাপরে বিষ্ণোরষ্টাবিংশে পুরাভবৎ।

বেদব্যাসস্তথা জজ্ঞে জাতুকর্ণপুরঃসরঃ॥ (হরি ৪২)।

এই ঋষি গোত্রপ্রবর্ত্তক ‡ ছিলেন কি না, অবগত হওয়া যায় না। স্মার্ত্ত হেমাদ্রি ইহাঁকে একজন উপস্মৃতিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

ব্যাঘ্রঃ কাত্যায়নশ্চৈব জাতুকর্ণঃ কপিঞ্জলঃ।

উপস্মৃতয় ইত্যেতাঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ (হেমাদ্রিঃ)।

দিব্যাবদান নামক প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থের ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে বেদের বিভাগ বর্ণনস্থলে লিখিত আছে:—

অধ্বর্য্যূণাং মতে ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বে তে অধ্বর্য্যবো ভূত্বা একবিংশতিধা ভিন্নাঃ। তদ্যথা কঠাঃ কণিমা বাজসনেয়িনো জাতুকর্ণাঃ প্রোষ্ঠপদা ঋষয়ঃ। ইতীয়ং ব্রাহ্মণাধ্বর্য্যূণাং শাখা। একবিংশত্যধ্বর্য্যবো ভূত্বা একোত্তরং শতধা ভিন্নম্।

(Cowell's Edition, দিব্যাবদান XXxIII, p. 633).

এই গ্রন্থ অনুসারে যজুর্ব্বেদের ৬টী শাখা ও ১০১টী প্রশাখা। জাতুকর্ণ ঐ ছয়টী শাখার অন্যতম। সুতরাং দিব্যাবদান গ্রন্থের মতে অনুমান হয়, ভবভূতির মাতামহ যজুর্ব্বেদের জাতু-কর্ণ-শাখার অন্তর্ভূত ছিলেন এবং সেই জন্যই ভবভূতির মাতা জাতুকর্ণী নামে প্রসিদ্ধা হন।

ভবভূতির জন্মস্থান।

ভবভূতির জন্মভূমি বিদর্ভদেশবর্ত্তমান সময়ে বেরার নামে অভিহিত। মালতীমাধব প্রকরণে দেখিতে পাওয়া যায়, ভবভূতির সময়ে বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিনপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু এক্ষণে ঐ রাজধানী বিদার

---

* জাতুকর্ণগোত্রসম্ভবত্বাৎ ভবভূতিজনয়িত্রী জাতুকর্ণীইত্যভ্যধায়ি।

(উত্তরচরিতটীকা ১।)

‡ মন্তব্যপ্রকাশকালে শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল, মহোদয় বলিলেন, তাঁহার মাতামহবংশ জাতুকর্ণ গোত্রসমুদ্ভূত।

নামে খ্যাত। যে পদ্মপুরে ভবভূতি জন্মগ্রহণ করেন, উহা এক্ষণে জনশূন্য ও ঘোর অরণ্যদ্বারা সমাকীর্ণ।

মালতীমাধবের ৯ম অঙ্কে ভবভূতি পদ্মাবতী নগরীর বর্ণন করিয়াছেন। এই পদ্মাবতী-

মালতীর-মাধবের ঘটনাস্থল।

তেই মালতী ও মাধবের পরিণয়-কার্য্য সংঘটিত হয় এবং ইহারই সন্নিধানে শ্মশানপ্রদেশে চামুণ্ডার মন্দির অবস্থিত ছিল। পারা, লবণা ও মধুমতী নামক নদীত্রয় * এই পদ্মাবতী নগরীতে প্রবাহিত হইত এবং মধুমতীর তীরে সুবর্ণবিন্দু নামধেয় শিবের মন্দির অবস্থিত ছিল। শ্রীযুক্ত ভি, এস্, আপ্তে মহোদয় বলেন, "মালবের অন্তর্গত সিন্ধুনদীতীরস্থিত বর্ত্তমান নারওয়ার প্রদেশই ভবভূতির সময়ে পদ্মাবতী নামে প্রসিদ্ধ ছিল"। ভবভূতির বর্ণিত পারা, লবণা ও মধুমতী অধুনা যথাক্রমে পারা, লুণ ও মধুবর নাম ধারণ করিয়াছে।

মালতীমাধবের ১০ম অঙ্কে অপর একটী নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়; উহার নাম পাটলাবতী †। উহা পদ্মাবতী নগরীর সান্নিধ্যে প্রবাহিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে ঐ নদীর অস্তিত্ব আছে কি না, জানা যায় না। ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দীর তিব্বতীয় পুস্তক-সমূহে যে পাটলবতী নদীর বর্ণনা আছে, উহাই বোধ হয়, ভবভূতির পাটলাবতী। তিব্বতীয় ভাষায় ঐ নদীকে (Skya-nar-ldan-ma) ক্যনর-দন্ম বলে। ক্যনর অংশের অর্থ পীতরক্তাভ, এবং দন্ম ভাগের অর্থ জল। অতএব ঐ তিব্বতীয় শব্দের আবয়বিক অর্থ পীতরক্তাভজলবিশিষ্ট।

এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সম্যক্ বিচারপূর্ব্বক ঐতিহাসিক-

ভবভূতির প্রাদুর্ভাব কাল।

গণ স্থির করিয়াছেন, ভবভূতি অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার গ্রন্থত্রয় প্রণয়ন করেন। রাম ও সীতার চরিত্র অবলম্বনে বহু-

---

* সৌদামিনী। পদ্মাবতীবিমলবারিবিশালসিন্ধু
পারাসরিৎপরিকরচ্ছলতো বিভর্ত্তি।
উত্তুঙ্গসৌধসুরমন্দিরগোপুরাট্ট-
সংঘট্টপাটিতবিমুক্তমিবান্তরীক্ষম্॥

অপিচ। সৈষা বিভাতি লবণা ললিতোর্ম্মিপঙ্‌ক্তি
রত্নাগমে জনপদপ্রমদায় যস্যাঃ।
গোগর্ভিণীপ্রিয়নবোলপমালভারি...
সেব্যোপকণ্ঠবিপিনাবলয়ো বিভান্তি॥

*　　*　　*

অয়ঞ্চ মধুমতীসিন্ধুসম্ভেদপাবনো ভগবান্ ভবানীপতিঃ অপৌরুষেয়প্রতিষ্ঠঃ সুবর্ণবিন্দুঃ ইত্যাখ্যায়তে।
(মালতী। ৯।)

† মকরন্দঃ। ভবতু অমুষ্মাদেব গিরিশিখরাৎ পাটলাবত্যাং নিপত্য মাধবস্য মরণাগ্রেসরো ভবামি। (মালতী। ৯)

সংখ্যক সংস্কৃত নাটক বিরচিত হইয়াছিল। সাহিত্যদর্পণকার যে কয়েকখানির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

বীরচরিত	কুন্দমালা
উত্তরচরিত	জানকীরাঘব
মহানাটক	রাঘবাভ্যুদয়
প্রসন্নরাঘব	কৃত্যারাবণ
অনর্ঘরাঘব	রামাভিনন্দ
বালরামায়ণ	রামাভ্যুদয়
উদাত্তরাঘব	রাঘবানন্দ
ছলিতরাম	রাঘববিলাস

এতদ্ভিন্ন উইল্‌সন্‌ সাহেব অভিরামমণি নামক একখানি নাটকের উল্লেখ করিয়াছেন। হল্‌ সাহেবের গ্রন্থে অমোঘরাঘব ও মহাবীরানন্দ নামক অপর দুইখানি নাটকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত আনন্দরাম বড়ুয়া মহোদয় নানা যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ভবভূতির প্রণীত বীরচরিত ও উত্তরচরিত এই সকল নাটকমধ্যে প্রাচীনতম।

কালিদাস ও ভবভূতি এতদুভয়ের কাব্যের পরস্পর তুলনা করিলে, নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারা যায়, এই দুই কবি দুই বিভিন্ন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাসের সরল ও স্বাভাবিক কবিতা পাঠ করিলে, অনুমান হয়, তিনি ভবভূতির অনেক পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন *। ভবভূতির কাব্যে দীর্ঘসমাসের বহুল প্রয়োগ দেখিয়া বোধ হয়, বাণভট্ট ও দণ্ডী যে যুগে জীবিত ছিলেন, সেই সময়ে বা তাহার কিয়ৎকাল পরে তিনি প্রাদুর্ভূত হন।

রাজতরঙ্গিণীর ৪র্থ তরঙ্গের ১১৪ শ্লোকে লিখিত আছে:—

কবির্ব্বাক্‌পতিরাজশ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্ম্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাম্‌॥

বাক্‌পতিরাজ ও ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ-সেবিত কবি যশোবর্ম্মা ললিতাদিত্য-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, বিজেতার স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন।

এই শ্লোক অনুসারে জ্ঞাত হওয়া যায়, ভবভূতি কান্যকুব্জের অধিপতি যশোবর্ম্মার

---

* যচ্চ কিল কৌশিকী শকুন্তলা দুষ্মন্তম্‌, অপ্সরাঃ পুরূরবসককমে, ইত্যাখ্যানবিদ আচক্ষতে, বাসবদত্তা চ রাজ্ঞে সঞ্জয়ায় পিত্রা দত্তমাত্মানমুদয়নায় প্রাযচ্ছৎ ইত্যাদি, তদপি সাহসিক্যম্‌ ইত্যমুপদেষ্টব্যকল্পম্‌। (মালতী। ২।)

এই স্থল পাঠ করিয়া বোধ হয়, ভবভূতি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল ও বিক্রমোর্ব্বশীর প্রতি লক্ষ করিয়াছেন।

সভায় বিদ্যমান ছিলেন। * যশোবর্ম্মা কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক পরাজিত হন। জেনারেল্ কানিংহামের মতে ললিতাদিত্য ৬৯৩ খৃঃঅব্দ হইতে ৭২৯ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। অতএব ভবভূতি অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে কান্যকুব্জরাজ-সভায় বর্ত্তমান ছিলেন *

রাজতরঙ্গিণীর মতে বাক্‌পতিরাজ নামক অপর একজন কবি যশোবর্ম্মার সভাসদ্ ছিলেন। পরলোকগত ডাক্তার জর্জ বূলার বাক্‌পতিরাজকৃত গৌড়বহ নামক একখানি প্রাকৃত কাব্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বোম্বের এস্ প্যাণ্ডুরাঙ্ এই গ্রন্থের একখানি উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। এই কাব্যে যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে, তদনুসারে জানা যায়, যশোবর্ম্মা একজন গৌড়রাজকে পরাজিত করেন। বাক্‌পতিরাজ স্বীয় পরিচয়প্রদানকালে বলিয়াছেন, "ভবভূতি-সমুদ্র হইতে যে কাব্যামৃত মন্থন করা হইয়াছে, উহার কয়েকটী বিন্দু তাঁহার গৌড়বহ কাব্যে স্পষ্ট লক্ষিত হইবে"। ভবভূতি যে ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন, গৌড়বহ কাব্যের প্রমাণ দ্বারা উহা দৃঢ়ীকৃত হইল।

বালরামায়ণ নাটকে রাজশেখর লিখিয়াছেন :—

বভূব বল্মীকভবঃ কবিঃ পুরাঃ
ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্ত্তৃমেন্থতাম্।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতিরেখয়া
স বর্ত্ততে সংপ্রতি রাজশেখরঃ॥ (বালরামায়ণ)।

প্রথমে কবি বাল্মীকির জন্ম হয়, তদনন্তর ভর্ত্তৃহরি ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হন। পুনশ্চ যিনি ভবভূতি এই নামে পরিচিত ছিলেন, তিনিই সংপ্রতি রাজশেখর-রূপে বর্ত্তমান আছেন।

এই শ্লোক পাঠে অবগত হওয়া যায়, বালরামায়ণপ্রণেতা রাজশেখর প্রাদুর্ভূত হইবার পূর্ব্বে ভবভূতি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। মাধবাচার্য্য শঙ্করদিগ্বিজয়গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বালরামায়ণপ্রণেতা রাজশেখর শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক"। এই মত অনুসারে নির্ণীত হয়, ৮ম শতাব্দীর শেষ ও ৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজশেখর জীবিত ছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভবভূতির পরলোকগমনের পর রাজশেখর প্রাদুর্ভূত হন। অতএব ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভবভূতির প্রাদুর্ভাবকাল নির্ণয় অসঙ্গত নহে।

---

* মন্তব্য-প্রকাশকালে ডাক্তার রজনীকান্ত সেন এম, ডি, মহোদয় বলিলেন, "ললিতাদিত্যের সমসাময়িক কান্যকুব্জের অধীশ্বর যশোবর্ম্মা ৮ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন নাই; তিনি ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, হর্ষবর্দ্ধন ও শিলাদিত্য এক ব্যক্তি নহেন; তাঁহারা যথাক্রমে যশোবর্ম্মার পূর্ব্বে ও পরে কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। হুয়েনসাঙ শিলাদিত্যের সময়ে ভারতে আগমন করেন"।

" ভারতের মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত ইন্দোর হইতে একখানি মালতীমাধবের হস্তলিপি * পাওয়া গিয়াছে, তাহার ৩য় অঙ্কের শেষে ' ইতি কুমারিল শিষ্যকৃতে ' এবং ৬ষ্ঠ অঙ্কের শেষে 'ইতি কুমারিলস্বামিপ্রসাদপ্রাপ্তবাগ্বৈভবশ্রীমদুম্বেকাচার্য্যবিরচিতে মালতীমাধবে ষষ্ঠোঽঙ্কঃ'। আবার ১০মের শেষে 'ইতি ভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে দশমোঽঙ্কঃ' লিখিত আছে। ইহাতে কোন কোন পণ্ডিত ভবভূতিকে কুমারিলের শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।" V. S. Pandurang's Gaudavaho, Introd. p. 206). কুমারিল ভট্ট ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন, অতএব তাঁহার শিষ্য শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বীয় গ্রন্থত্রয় বিরচন করেন। †

মালতীমাধবের ভূমিকায় ডাক্তার ভাণ্ডারকর লিখিয়াছেন, "পণ্ডিতসমাজে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভবভূতি কালিদাসের সমসাময়িক। এই প্রবাদের মূলতত্ত্ব নিম্নে লিখিত হইল। ভবভূতি উত্তরচরিত নাটক সমাপন করিয়া কালিদাসের নিকট গমন করেন এবং ঐ গ্রন্থসম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন। কালিদাস তৎকালে চতুরঙ্গক্রীড়ায় নিরত থাকায় ঐ নাটকখানি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবার নিমিত্ত ভবভূতিকে আদেশ করেন। আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া কালিদাস সন্তোষসহকারে বলিলেন, কাব্যখানি অত্যন্ত মনোরম হইয়াছে, কিন্তু—

"কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা-
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিলপরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো-
রবিদিতগতযামা রাত্রিরেবং ব্যরংসীৎ ॥ (উত্তর ১।)

এই শ্লোকের ৪র্থ চরণে 'এবং' শব্দে একটি অনুস্বার অধিক হইয়াছে। ভবভূতি কালিদাসের উপদেশ অনুসারে 'রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ' পাঠ লিখিলেন। এস্থলে যে প্রবাদ উল্লিখিত হইল, কেবল উহারই উপর নির্ভর করিয়া ভবভূতিকে কালিদাসের সমসাময়িক বলিতে পারা যায় না। পরন্তু উত্তরচরিতের কোন কোন হস্তলিপিতে ' রাত্রিরেবং ' অন্যত্র ' রাত্রিরেব ' এইরূপ পাঠ আছে।

ভোজপ্রবন্ধে লিখিত আছে :—

"বারাণসীদেশাদাগতঃ কোঽপি ভবভূতির্নাম কবির্দ্বারি তিষ্ঠতীতি।"

বারাণসীদেশ হইতে আগত ভবভূতি নামক কোন কবি দ্বারদেশে বর্ত্তমান আছেন।

---

* শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত বিশ্বকোষ, কুমারিলভট্ট প্রস্তাব।

† শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভার মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইয়া বলিলেন, তিনি আজিমগঞ্জে কতকগুলি জৈন গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন,তদনুসারে জানা যায়, বঙ্গদেশীয় জৈনপণ্ডিত বপ্‌পভট্টের সহ ভবভূতির সাক্ষাৎ হয়। বপ্‌পভট্ট ভবভূতিকে জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। ভবভূতিও বঙ্গরাজধানীতে আসিয়াছিলেন।

মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম ভোজদেব এবং এই ভোজদেবের রাজ্যে যদি ভবভূতি আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক হইয়া পড়েন। কিন্তু ভোজদেবের পিতৃব্য যে সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, ঐ সময়ে দশরূপক নাবক অলঙ্কারগ্রন্থ বিরচিত হয়, এবং ঐ গ্রন্থে ভবভূতির নাটক হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। শেষোক্ত কারণে ভবভূতিকে মুঞ্জের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। সুতরাং ভোজ-প্রবন্ধের মত নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ভোজ-প্রবন্ধকে সকলেই অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কালিদাস, মাঘ ও মল্লিনাথকে যে প্রবন্ধ একসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে, তাহার বিচারনিষ্ঠা কত দূর, সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ভোজ একটি বংশনাম, সুতরাং কোন একটি প্রাচীন ভোজরাজের রাজ্যে ভবভূতি আগমন করিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নহে। এই সকল কারণে ভবভূতিকে একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। *

ভবভূতির কাব্য-সমূহ অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার সময়ে উপনিষদ্ ইত্যাদির সম্যক্ আলোচনা চলিতেছিল। উত্তরচরিতের ৬ষ্ঠ অঙ্কে কবি একটি সামান্য উপমাচ্ছলে সমগ্র বেদান্তের সারমর্ম্ম পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

বেদান্তদর্শন :

বিদ্যাকল্পেন মরুতা মেঘানাং ভূয়সামপি।
ব্রহ্মণীব বিবর্ত্তানাং ক্বাপি বিপ্রলয়ঃ কৃতঃ॥ (উত্তর ৬।)

যে রূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে বিবর্ত্তসমূহ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বায়ুর প্রবাহে মেঘসমূহ কোথায় বিলীন হইয়া গেল।

যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যকে বিবর্ত্তবাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া অবগত আছেন তাঁহারা উত্তর-চরিতে বিবর্ত্তমতের এইরূপ সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিয়া মনে করিতে পারেন ভবভূতি শঙ্করা-চার্য্যের* পরে প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু সম্যক্ আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে বৌধায়ন ঋষি †

---

* মন্তব্যপ্রকাশকালে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বিএল মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধলেখক অতি সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে ভবভূতির আবির্ভাব-কাল নিরূপণ করিয়াছেন।

* শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বিএল্ মহাশয় বলিলেন রামানুজ নিজের মত সংস্থাপন ও শঙ্করের মতখণ্ডনের বৌধায়নের ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব তাঁহার অনুরোধ এই বৌধায়নভাষ্য শঙ্করভাষ্যের সমর্থক কি না, ইহা যেন প্রবন্ধলেখক অনুসন্ধান করেন।

† ১৩০৫ সালের বৈশাখমাসে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে দ্বারকার সারদামঠস্বামী জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের সহ আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি বলেন :—

সার্দ্ধদ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে আদিগুরু শঙ্করাচার্য্যে বৌদ্ধপ্রভৃতি নাস্তিক সম্প্রদায়কেপরাজয় করিয়া, বৈদিকধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। প্রথম শঙ্করাচার্য্যের মতে "প্রত্যক্ষ প্রমাণের" অর্থ "শ্রুতি" এবং "অনুমান প্রমাণের" অর্থ "শিষ্টাচার"। জগদ্গুরু কয়েকখানি তাম্রফলক আনিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি স্থির করিয়াছেন, শঙ্কর বিক্রমাদিত্যের একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করিলে, শঙ্করাচার্য্য ৫ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে।

শঙ্করাচার্য্যের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া:ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্যপ্রণয়ন করিয়াছিলেন, উহাতে বিবর্ত্তমত অন্তর্নিহিত ছিল। বস্তুতঃ বিবর্ত্তশব্দ শঙ্করাচার্য্যের উদ্ভাবিত নহে, ঐ শব্দটি তাঁহার আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ঐরূপ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল।

মনোযোগ সহকারে উত্তরচরিত নাটক পাঠ করিলে প্রতীয়মান হইবে, ভবভূতি শঙ্ক-

শঙ্করাচার্য্য যে ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। (বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দোবের বৈশেষিক সূত্রের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

বিবর্ত্তবাদ শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত নহে, তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই উহা এদেশে প্রচলিত ছিল। বেদান্তসূত্র ও উপনিষদ্‌সমূহে বিবর্ত্তমতের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধগণের মধ্যেও ঐ মত খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। প্রজ্ঞাপারমিতা, মাধ্যমিকসূত্র প্রভৃতি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে বিবর্ত্তমত বিশদরূপে বর্ণিত আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মতেও বিবর্ত্তবাদ শঙ্করের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর আমাকে লিখিয়াছেন :—

JAN. 22-99.

DEAR SIR,

Accept my best thanks for the numbers of the Journal of the Buddhist Text Society which you kindly sent me. I have been a reader of your Journal from the beginning, because it really contained important original contributions. Your articles on the Madhyamika philosophy were full of interest to me, but you may imagine what a disappointment it is when the numbers of your Journal suddenly stop in the midst of a most interesting subject. The numbers IV., 2, 3, 4, have never reached me, and I shall feel much obliged if you would send them to me. I need not tell you that I read what you gave us of the Madhyamika Sutras with the greatest interest. We have no Mss. in England of these Sutras, and they were just new to me. As far as I can judge these Sutras presuppose the existence of the Vedanta philosophy, not exactly the Sutras of Badarayana, such as we have them, but in some from or other, and always founded on the Upanishads. But you must not attribute too much weight to my opinion in this matter, as I have had no time yet to read the Madhyamika Sutras carefully and critically. When the Padmapurana speaks of the Mayavada, he meant teaching of Sankara rather than that of Badarayana. The Upanishads do not mention Maya in place of Avidya. Pracchanna Bouddha is a Crypto-Buddhist, a man who calls himself a Vedantist, but really teaches the extreme view of the Bouddhas.

You should certainly publish your articles on the Madhyamika Sutras separately, as a complete edition. Your article on Nirvana too is excellent and exhaustive, and reflects the greatest credit on your scholarship. You have great advantages in India, and I am glad to see that you know how to avail yourself of them.

I am myself hard at work with six systems of Indian philosophy, and hope soon to publish a book on them. But it will be very imperfect, I know; a more beginning, and there is plenty of works left to do for younger scholars.

With best thanks and wishes,

Yours Sincerely,

F. Max Muller.

রাচার্য্যের অনেক পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। উত্তরচরিতের ৪র্থ অঙ্কে লিখিত আছে :—

অন্ধতামিস্রা হ্যসূর্য্যা নাম তে লোকাঃ তেভ্যঃ প্রতিবিধীয়ন্তে যে আত্মঘাতিন ইত্যেবং ঋষয়ো মন্যন্তে। (উত্তর ৪।)

ঋষিগণ বলিয়াছেন যাহারা আত্মহত্যা করে, তাহাদিগকে সূর্য্যোদয়রহিত ও গাঢ় অন্ধকারদ্বারা আবৃত লোকসমূহে বাস করিতে হয়।

এ স্থলে উত্তরচরিত হইতে যে বাক্যটী উদ্ধৃত হইল, উহা ভবভূতি বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোক অবলম্বন পূর্ব্বক লিখিয়াছিলেন :—

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥
(বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্।)

To

Satis Chandra Acharya, Vidyabhusana, M. A.,
Professor of Sanskrit, Krishnagar College,
Buddhist Text Society,
86 2, Jaunbazar Street, Calcutta.

সার মনিয়র উইলিয়মস্ লিখিয়াছেন :—

Nov. 4-98.

I have been much interested in your view of the derivation of the Vedanta philosophy. It is well worthy of attention and I trust you will proceed to treat the subject at full length, as you tell me you think of doing.

* * * *

Believe me sincerely
yours
M. Monier Williams.
এম, মনিয়র উইলিয়ামস্।

To

Pandit Satis Chandra Acharya, Vidyabhusana, M. A.
Professor of Sanskrit, Krishnagar College,
Buddhist Text Society,
86 2, Jaunbazar Street, Calcutta.

বাজসনের সংহিতার শ্লোকটীর সামান্যতঃ অর্থ এই যে, যাহারা আত্মহত্যা করে, তাহারা মরণান্তর সূর্য্যোদয়রহিত ও গাঢ় অন্ধকার দ্বারা আবৃত লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

ভবভূতিউদ্ধৃত উপনিষদ্‌বাক্যের এই সহজ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বাজসনেয়োপনিষদের যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন তদনুসারে উল্লিখিত শ্লোক নিম্নলিখিত ভাবে অনুবাদিত হইতে পারে:—

যাহারা অবিদ্যাদ্বারা আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা দেহত্যাগানন্তর ঘোর অন্ধকারে আবৃত অসুরাদি লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

শঙ্করাচার্য্যের মতে যাঁহারা আত্মার অজরত্ব, অমরত্ব ইত্যাদি স্বরূপ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা তাঁহাদের কর্ম্মের ক্ষয়, জন্মের নিবৃত্তি ও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। আর যে সকল লোক তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন না

DEAR SIR,

I am very happy to have received this morning your kind letter and I beg to congratulate yon for the gentle sending of three fasc. of ;he J. of B. T. S.

I have read with much pleasure and profit your translation of the madhyamika Sutras, with extracts of the *Tika* of Chandra Kirtti, and it is a pity of your intention of publishing this translation in a complete volume, dose prevent you of publishing the same work in the Journal. I hope your work shall promptly come to ; and no body will read it with more attention than myself

As the little paper I send you by the same mail shall show, I believe *that it is not impossible* that the Buddhist specultaion went for a part, as a ferment, in the development of the doctrine of Maya. But it seems to me very audacious to say more, or to try a more precise explanation. It is not definitely settled that the doctrine of Maya was unknown to the prehistoric authors of th: Upanishads. But of course Brahma or Sunyata, that seems to be quite the same.

It is only by the special researches, that facts can be established.

Your article on Nirvana is one of the best essays on the subject. You quote so many authorities whih were unknown to every orintal scholar ; your contribution to the life of Nagarjuna is very new and useful.

* * * *

Believe me, Dear Sir,
Yours very faithfully
Louis de la Vallee Poussin

শঙ্করাচার্য্য বিবর্ত্তবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক কিনা এই বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ আছে তৎসমুহ সংগ্রহ করিয়া বিগত জানুয়ারী মাসে আমি অধ্যাপক মনিঅর উইলিয়ম্‌স্‌কে একখানি পত্র লিখি, কিন্তু তিনি ঐ বিষয়ের উত্তর প্রেরণের পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা আমরা ৭ই এপ্রিল ১৮৯৯ এর টেলিগ্রামে জানিতে পারিলাম। তাঁহার শেষ পত্রখানি নিম্নে মুদ্রিত হইল:—

করিয়া নিরন্তর অবিদ্যাদোষে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারাই আত্মঘাতী। আত্মঘাতী বা অবিদ্বান্ লোকসমূহ যত দিন আত্মার যথার্থভাব প্রত্যক্ষ করিতে না পারিবেন, ততদিন স্বস্বকর্ম্মবশে অসুরাদি নানা যোনি পরিভ্রমণ করিবেন *

ভবভূতির ব্যাখ্যা ও শঙ্করের ব্যাখ্যা এতদুভয়ের ঘোর বৈসাদৃশ্য দেখিয়া অনুমান হয়, যে সময়ে ভবভূতি উত্তরচরিত নাটক প্রণয়ন করেন, তখন বাজসনেয় উপনিষদের শঙ্করভাষ্য বিদ্যমান ছিল না; যদি ভবভূতি শঙ্করচার্য্যের মনোরম ব্যাখ্যা দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে, তিনি উল্লিখিত উপনিষদ্‌বাক্যটির আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিতেন না। অপিচ এই আক্ষরিক ব্যাখ্যায় পুনরুক্তিদোষ দৃষ্ট হয়। "অন্ধকারদ্বারা আবৃত" এই বিশেষণ দ্বারাই 'সূর্য্যোদয়রহিত' এইরূপ অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং "অন্ধকার দ্বারা আবৃত" এই বিশেষণ-বাক্যের পর পুনরায় "সূর্য্যোদয়রহিত" এইরূপ বিশেষণ-প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন।

উল্লিখিত যুক্তিসমূহদ্বারা প্রতীত হইল, ভবভূতি অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ও স্বসময়ে কোন্ কোন্ গ্রন্থকার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা অনুসন্ধান করা একান্ত কর্ত্তব্য। ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে সুবন্ধু নামক কবি বাসবদত্তা প্রণয়ন করেন। হর্ষচরিত, কাদম্বরী ও চণ্ডিকাশতক প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট এই ৭ম শতাব্দীতে কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্দ্ধনের সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। যে সময়ে চীনপরিব্রাজক হুয়েন্-সাঙ্ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পর্য্যটন করিতেছিলেন, ঐ সময়ে অর্থাৎ ৬২৯ খৃঃঅব্দ হইতে ৬৪৫ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত সমগ্র সময়েই হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন।

সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থকারগণ।

Jan. 27 1899 :—I am on the Continent and do not expect to return to Engl' and till the end of April or beginning of May. Nothing, except letters and cards are forwarded to me, but I thank you sincerely by anticipation for sending me the missing numbers of yor Journal, which I shall no dout find at my house awaiting my return home. I shall value them highly. Present my kind remembrances to my old friend Rai Sarat Chandra Das, Bahadur C.I.E. and believe me to be Sincerely Yours.

M. MONIER WILLIAMS.

ম, মোনিয়রবিলিয়মস্।

মাননীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন, শঙ্করের পূর্ব্বে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবর্ত্তবাদ প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

* অথ ইদানীম্ অবিদ্বন্নিন্দার্থোঽয়ং মন্ত্র আরভ্যতে। অসুর্য্যাঃ পরমাত্মভাবমদ্বয়মপেক্ষ্য দেবাদয়োঽপি অসুরাস্তেষাং চ অসুর্য্যাঃ। নামশব্দোঽনর্থকো নিপাতঃ। তে লোকাঃ কর্ম্মফলানি লোক্যন্তে দৃশ্যন্তে ভুজ্যন্তে ইতি জন্মানি। অন্ধেন অদর্শনাত্মকেন অজ্ঞানেনতমসা আবৃত আচ্ছাদিতাস্তান্ স্থাবরান্তান্ প্রেত্য ত্যক্ত্বা ইমং দেহম্ অভিগচ্ছন্তি যথা-কর্ম্ম যথাশ্রুতম্। যে কে চাত্মহনঃ। আত্মানং ঘ্নন্তীতি আত্মহনঃ। কে তে যে অবিদ্বাংসঃ। কথংতেআত্মানং নিত্যং হিংসন্তি। অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানস্য আত্মনস্তিরস্করণাৎ। বিদ্যমানস্য আত্মনো যৎ কার্য্যং ফলম্ অজরামরত্বাদিসংবেদনাদিলক্ষণং তৎ হতস্যেব তিরোভূতং ভবতীতি প্রাকৃতা অবিদ্বাংসো জনা আত্মহন উচ্যন্তে। তেন হি আত্মহননদোষেণ সংসরন্তি তে ॥ ৩॥ (শঙ্করভাষ্যম্।)

সুতরাং তাঁহার সভাসদ্ বাণভট্ট যে ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। বাণভট্টের শ্বশুর ময়ূর কবি * এই সময়েই কুষ্ঠরোগ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সূর্য্যশতক প্রণয়ন করেন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্যের মতে দশকুমার ও কাব্যাদর্শ প্রণেতা দণ্ডী বাণভট্টের সমসময়ে প্রাদুর্ভূত হন। মিঃ টেলাঙের মত অনুসারে মুদ্রারাক্ষস-প্রণেতা বিশাখদত্ত ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন, সুতরাং তিনি ভবভূতির সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের গ্রন্থকার।

এই ৭ম শতাব্দীতে যে সকল গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দীর্ঘসমাসপ্রিয় ছিলেন। দণ্ডী স্বীয় কাব্যাদর্শনামক অলঙ্কারগ্রন্থে স্পষ্টই লিখিয়াছেন :—

কাব্যের প্রকৃত শক্তি সমাসবাহুল্যের উপর নির্ভর করে।

ভবভূতি এই সকল কবির কিঞ্চিৎ পরে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের রীতি ত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই, এই জন্যই ভবভূতির কাব্যে বহুল পরিমাণে দীর্ঘ সমাস দৃষ্ট হয়।

ভবভূতির কাব্যত্রয় অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হয়, তাঁহার সমসাময়িক লোক মধ্যে তাঁহার কাব্যের যথোপযুক্ত সমাদর হয় নাই। তাঁহার পরবর্ত্তিকালে মালতীমাধব ও উত্তরচরিত নাটক পাঠ করিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বসময়ে তদীয় কাব্যের তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল। উত্তর-চরিতের ১ম অঙ্কে ভবভূতি লিখিয়াছেন :—

ভবভূতির লোকরঞ্জকতা।

সর্ব্বথা ব্যবহর্ত্তব্যং কুতোহ্যবচনীয়তা।
যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ॥ (উত্তর ১।)

নির্ভয়ে ও স্বীয় অভিলাষ অনুসারে কবিতা রচনা করা কর্ত্তব্য। কবিতা যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন, নিন্দার হাত হইতে কবির পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা নাই। জনগণ স্ত্রীলোকের সতীত্ব ও বাক্যের সাধুত্ব উভয় বিষয়েই কুৎসাপ্রবণ হইয়া থাকে।

মালতীমাধবের ১ম অঙ্কে তিনি লিখিয়াছেন :—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষযত্নঃ।
উৎপৎস্যতেহস্তি মম কোহপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা, চ পৃথ্বী॥ (মাল ১।)

যাঁহারা আমার এই কাব্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাঁহারাই তাহার কারণ জানেন; তাঁহাদের নিমিত্ত আমি এই যত্ন করি নাই। আমার কাব্যের ভাবগ্রহণসমর্থ কোন ব্যক্তি কালে উৎপন্ন হইতে পারেন অথবা কোথায়ও বিদ্যমান আছেন, কারণ কালের অবধি নাই এবং পৃথিবীও বহুবিস্তীর্ণা।

এই সকল বাক্য দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, সমালোচকগণের কঠোর আঘাত সহ্য করিয়াও, ভবভূতি স্বীয় উদ্যম ত্যাগ করেন নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার বিলক্ষণ কবিত্বশক্তি ছিল, এই হেতু তিনি প্রতিপক্ষগণের মন্তব্যে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, বরঞ্চ আত্মাভিমান প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা এস্থলে শান্তিদেব নামক একজন বৌদ্ধকবির উল্লেখ করিতেছি। তিনি শিক্ষাসমুচ্চয়, বোধিচর্য্যাবতার, রাষ্ট্রপালপরিপৃচ্ছা প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন

* এ স্থলে ভি, এস্ আপ্তে মহোদয়ের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।
নবদ্বীপনিবাসী মদীয় অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি ময়ূর কবি বঙ্গদেশীয় বারেন্দ্র শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছিলেন। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোঁড়কদী গ্রামনিবাসী ৺রামধন তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি কোঁড়কদীর ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ ময়ূর ভট্টের সন্তান বলিয়া পরিচিত।

করেন; কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে বোধ হয়, তাঁহার গ্রন্থ সমাদরে পরিগৃহীত হয় নাই। সমালোচকগণের দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়াও তিনি স্বীয় বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন :—

নহি কিঞ্চিদপূর্ব্বমত্র বাচ্যং
ন চ সংগ্রন্থনকৌশলং মমাস্তি।
অতএব ন মে পরার্থযত্নঃ
স্বমনো ভাবয়িতুং কৃতং ময়েদম্॥
মম তাবদনেন যাতি বৃদ্ধিং
কুশলং ভাবয়িতুং প্রসাদবেগঃ।
অথ মৎসমধাতুরেব পশ্যেদ্
অপরোঽপ্যেনমতোঽপি সার্থকোঽয়ম্॥

(বোধিচর্য্যাবতার ১।)

আমি এই গ্রন্থে কোন অপূর্ব্ব কথা বলিব না এবং ভাবসংগ্রহ করিবার কৌশলও আমার নাই, অতএব পরের নিমিত্ত আমার এই যত্ন নহে; স্বীয় চিত্তের তৃপ্তিসম্পাদনই এই গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য। যদি আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি কোনও ব্যক্তি এই গ্রন্থ অবলোকন করিয়া কিঞ্চিৎ উপকার লাভ করেন, তাহা হইলে, আমার হৃদয়ের প্রসন্নতা আরও বৃদ্ধি হইবে।

যথোপযুক্ত স্থলে প্রযুক্ত হইলে অহঙ্কারও সমধিক শোভা পাইয়া থাকে। ভবভূতি যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন ও তাঁহার যেরূপ কবিত্বশক্তি ছিল, উহা বিবেচনা করিলেই তাঁহার অহঙ্কারের অতিশয় সুখ্যাতি করিতে হয়। *

ভবভূতির তিনখানি নাটকই ভগবান্ কালপ্রিয়নাথের সম্মুখে অভিনীত হইয়াছিল,

কালপ্রিয়নাথ। এই কালপ্রিয়নাথ কোন্ দেবতা, কোন্ দেশে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা সবিশেষ নির্দ্ধারিত হয় নাই। মালতীমাধবের প্রাচীন টীকাকার জগদ্ধর যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, উহার অনুসরণপূর্ব্বক, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তরচরিতের টীকায় লিখিয়াছেন, "কালপ্রিয়নাথ বিদর্ভদেশের অন্তর্গত পদ্মনগরে প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিবিশেষ।" কিন্তু মিঃ উইল্‌সন্ ও মিঃ আনন্দরাম বড়ুয়া প্রভৃতির মতে কালপ্রিয়নাথ উজ্জয়িনী নগরীতে প্রতিষ্ঠিত মহাকালের নামান্তরমাত্র। বড়ুয়া মহাশয় বালরামায়ণ হইতে "অয়মুজ্জয়িনীনিবাসো ভগবান্ মহাকালনাথঃ" এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, এই মহাকালনাথই ভবভূতির কাব্যে কালপ্রিয়নাথ নামে অভিহিত হইয়াছেন কথাসরিৎসাগরে উজ্জয়িনীনগরীর বর্ণনাস্থলে লিখিত আছে :—

যস্যাং বসতি বিশ্বেশো মহাকালবপুঃ স্বয়ম্।
শিথিলীকৃতকৈলাসনিবাসব্যসনোহরঃ॥

---

* বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সভ্য মদীয় ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, বলিলেন :—

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাকবি ভবভূতি সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা," আমার কাব্যের ভাবগ্রহণসমর্থ কোন ব্যক্তি কালে উৎপন্ন হইতে পারেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় শিক্ষসমাজে সেই কবির কাব্যের উপযুক্ত সমালোচনা দেখিয়া আমরে মনে করিতে পারি, আজ তাঁহার সাহঙ্কার ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থই কার্য্যে পরিণত হইল।

এই শ্লোকে মহাকালবপুঃ দ্বারা শিবকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অসৌ মহাকালনিকেতনস্য
বসন্নদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ।
তমিস্রপক্ষেঽপি সহ প্রিয়াভিঃ।
জ্যোৎস্নাবতো নির্বিশতি প্রদোষান্॥
(রঘু।৬।৩৪)

রঘুবংশের এই শ্লোকে কালিদাস উজ্জয়িনী নগরীর শিবকে মহাকালনিকেতন এই বিশেষণদ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন।

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ। (মেঘদূত ১।৩৫)

মেঘদূতের এই শ্লোকে কালিদাস উজ্জয়িনীর শিবকে মহাকালরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

স্কন্দপুরাণের "তথা পুণ্যতমং দেবি মহাকালবনং শুভম্।
যত্রাস্তে শ্রীমহাকালঃ পাপেন্ধনহুতাশনঃ॥

এই বচনে শিব ও মহাকাল অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

উদ্ধৃত শ্লোকসমূহ অবলোকন করিয়া বোধ হয়, মহাকাল, মহাকালনিকেতন মহাকালবপুঃ, মহাকালনাথ ও কালপ্রিয়নাথ এই সকল নাম পরমার্থতঃ পরস্পর বিভিন্ন নহে, উজ্জয়িনীনগরীর শিবমূর্ত্তিই * বিভিন্ন গ্রন্থে এই সকল নামে অভিহিত হইয়াছেন,

বশিষ্ঠ প্রথম সংহিতাকার। আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস এই যে, মনুই সর্ব্বপ্রথমে সংহিতা প্রণয়ন করেন, এবং বশিষ্ঠপ্রভৃতি ঋষিগণ মানবধর্ম্ম শাস্ত্রের মত সঙ্কলন পূর্ব্বক স্বস্ব সংহিতা বিরচন করেন। কিন্তু ভবভূতির মত অন্যরূপ। ভবভূতির মতে বশিষ্ঠ সর্ব্বপ্রথম সংহিতাকার, মনু প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহার পরে প্রাদুর্ভূত হন। বীরচরিতের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

জাম। প্রাগ্‌ধর্ম্মস্য ভবন্ত এব পরমদ্রষ্টার আসন্
গুরোর্লব্ধা জ্ঞানমনেকধা প্রবচনৈর্ম্মন্বাদয়ঃ প্রাণয়ন্।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক পরশুরাম বলিতেছেন, "আপনারাই প্রথম ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ছিলেন, পরে গুরুর সন্নিধানে বহুপ্রকার জ্ঞান লাভ, করিয়া মনুপ্রভৃতি ঋষিগণ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন।"

বাল্মীক। বাল্মীকি ও ব্যাস এতদুভয়ের মধ্যে কে অধিকতর প্রাচীন এই বিষয় লইয়া রাবিদ্‌গণ বিগত কয়েক বৎসর হইতে ঘোর তর্ক বিতর্ক করিয়া আসিতেছেন। অধ্যাপক লেথব্রিজ ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে ব্যাসের প্রাচীনত্ব অঙ্গীকার করিয়া মহাভারতের পরে রামায়ণের রচনা-কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস, সি, আই, ই,

---

* মদীয়মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় "দক্ষিণাপথভ্রমণ" নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৯৮) লিখিয়াছেন উজ্জয়িনী নগরীতে সিপ্রানদীর পূর্ব্বতীরস্থ পিশাচমুক্তেশ্বর ঘাটের পূর্ব্বদক্ষিণাংশে মহাকালেরপ্রকাণ্ড মন্দির অবস্থিত।

† ভবভূতি বশিষ্ঠসংহিতার ভাষা অনেক স্থলে অনুকরণ করিয়াছেনঃ—

ভাণ্ডায়ন। সমাংসো মধুপর্ক ইত্যাম্নায়ং বহুমন্যমানাঃ শ্রোত্রিয়ায় অভ্যাগতায় বৎসতরীং মহোক্ষং বা মহাজং বা নির্বপন্তি গৃহমেধিন ইতি হি ধর্ম্মসূত্রকারাঃ সমামনন্তি (উত্তরচরিত। ৪।)

অথাপি ব্রাহ্মণায় রাজন্যায় বা অভ্যাসতায় মহোক্ষং বা মহাজং বা পচেদেবমস্যাতিথ্যং কুর্ব্বন্তীতি। বসিষ্ঠসংহিতা। ৪।)

মহোদয় বাল্মীকি ও ব্যাসের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন "রামায়ণ রচিত হইবার পূর্ব্বে মহাভারত বিদ্যমান ছিল কিনা, ইহা সকলেরই প্রণিধান করিবার বিষয়"। সুপ্রসিদ্ধ কবি গোরেসিও ইটালী ভাষায় রামায়ণের যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় লিখিত আছে, রামায়ণে অতিপ্রাচীন হিন্দুসমাজের অবস্থা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে এবং ঐ কাব্য মহাভারত রচিত হইবার বহু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। আমাদের দেশে যে সকল কিম্বদন্তী প্রচারিত আছে ঐ সকলের তথ্য অনুসন্ধান করিলেও প্রাগুক্ত বিষয়ের কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাচীনেরা বলিয়াছেন ;—

জাতে জগতি বাল্মীকে কবিরিত্যভিধাভবৎ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥

জগতে বাল্মীকি প্রাদুর্ভূত হইলে "কবি" এই এক বচনান্ত পদের প্রথম প্রয়োগ হইয়াছিল, তদনন্তর ব্যাস জন্মগ্রহণ করিলে 'কবী' এই দ্বিবচনান্ত পদ প্রযুক্ত হইতে লাগিল এবং দণ্ডীর আবির্ভাবের পর হইতে "কবয়ঃ" এই বহুবচনান্ত পদের সৃষ্টি হইল। এই প্রাচীন উক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে, বাল্মীকিকে ব্যাসের অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এদেশে অপর একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

একোঽভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাৎ বল্মীকতশ্চাপরঃ।
তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরবস্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে॥

প্রথমতঃ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে, দ্বিতীয়তঃ ব্যাস নদী পুলিন হইতে, তৃতীয়তঃ বাল্মীকি বল্মীক হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই কবি ও ত্রিলোকের শিক্ষাদাতা, তাঁহাদিগকে আমরা নমস্কার করি।

এই মতের অনুসরণ করিলে ব্যাসকে বাল্মীকির অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক আমাদিগের আলোচ্য কবি ভবভূতি এ বিষয়ে কি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। উত্তরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে ভবভূতি লিখিয়াছেন :—

"বনদেবতা। চিত্রমাম্নায়াদন্যো নূতনশ্ছন্দসামবতারঃ।

আত্রেয়ী। তেন খলু পুনঃ সময়েন তং ভগবন্তম্ আবির্ভূতশব্দব্রহ্মপ্রকাশম্ ঋষিম্ উপগম্য ভগবান্ ভূতভাবনঃ পদ্মযোনিরবোচৎ ঋষে প্রবুদ্ধোঽসি বাগাত্মনি ব্রহ্মণি, তদ্ ব্রূহি রামচরিতম্ অব্যাহতজ্যোতিরার্ষং তে প্রাতিভং চক্ষুঃ আদ্যঃ কবিরসি ইত্যুক্ত্বা অন্তর্হিতঃ। অথ ভগবান্ প্রাচেতসঃ প্রথমং মনুষ্যেষু শব্দব্রহ্মণস্তাদৃশং বিবর্ত্তমিতিহাসং রামায়ণং ঋষিঃ প্রণিনায়। (উত্তর। ২।)

উদ্ধৃত স্থলে স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে, বাল্মীকি আদি কবি ও রামায়ণ সর্ব্বপ্রথম লৌকিক কাব্য এবং বাল্মীকিই সর্ব্বাগ্রে লৌকিক ছন্দের সৃষ্টি করেন। *

---

* আত্রেয়ী। অথ স ব্রহ্মর্ষিরেকদা মধ্যন্দিনসময়ে নদীং তমসামনুপ্রপন্নঃ তত্র চ যুগ্মচারিণোঃ ক্রৌঞ্চয়োরেকং ব্যাধেন বিধ্যমানম্ অপশ্যৎ, আকস্মিক প্রত্যবভাসাঞ্চ দেবীং বাচম্ অব্যতিকীর্ণাম্ অনুষ্টুপ্-ছন্দসা পরিচ্ছিন্নাম্ অভ্যুদৈরয়ৎ।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

অনেকে বলেন রামায়ণের এই শ্লোকটীই সর্ব্বপ্রথম লৌকিক শ্লোক এবং ভবভূতির মতও বোধ হয় তাহাই ছিল। বনদেবতা এই শ্লোক লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া ছিলেন "আশ্চর্য্য! বৈদিক ছন্দের অতিরিক্ত নূতন ছন্দের অবতার দেখিতেছি"।

বীরচরিতের প্রথম অঙ্কেও ভবভূতি বাল্মীকিকে প্রথম কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বীরচরিতে লিখিত আছে :—

স্ত্র। প্রাচেতসো মুণিবৃষা প্রথমঃ কবীনাং
যৎ পাবনং রঘুপতেঃ প্রণিনায় বৃত্তম্। (বীর।১)
ইত্যাদি।

আন্বীক্ষিকী বিদ্যা।

মালতীমাধবের ১ম অঙ্কে বর্ণিত আছে, দেবরাতের পুত্র মাধব আন্বীক্ষিকী শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কুণ্ডিনপুর হইতে পদ্মাবতী নগরীতে আগমন করেন। ২য় অঙ্কে উল্লিখিত আছে, মাধব স্বসুহৃদ্ মকরন্দের সহ মিলিত হইয়া পদ্মাবতী নগরীতে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখা যাউক, এই আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ কি এবং ভবভূতির সময়ে ঐ বিদ্যার কিরূপ প্রচার ছিল।

কেহ কেহ অনুমান করেন, বৈদিক বাক্যসমূহের সমন্বয় সাধনের জন্য পূর্ব্বমীমাংসায় জৈমিনি যে সকল তর্ক ও তাহার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, উহা ন্যায় নামে অভিহিত। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে ন্যায় শব্দের প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা এবং ঐ অধ্যায়ে ন্যায়বিৎশব্দ মীমাংসক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য পূর্ব্বমীমাংসার যে সারসংগ্রহ করিয়াছেন তাহার নাম 'ন্যায়মালাবিস্তর।' এইরূপে প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ অনুসন্ধান করিলে জ্ঞাত হওয়া যায়, জৈমিনিকৃত বৈদিক মীমাংসাই ন্যায়শব্দ-বাচ্য। বেদের অর্থ বিশদ করিবার অভিপ্রায়ে, জৈমিনি যে সকল ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন ঐ সকল ন্যায় পরস্পর সুশৃঙ্খলার সহিত বিন্যস্ত হইয়া যে শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ জৈমিনির উদ্ভাবিত তর্কসমূহই আন্বীক্ষিকী বিদ্যার বীজ এবং ঐ তর্কসমূহ ন্যায় নামে অভিহিত হইত বলিয়া আন্বীক্ষিকী বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্র নামে খ্যাত ছিল। শব্দের নিত্যানিত্যত্ব, জীবাত্মার স্বরূপ, মুক্তি ইত্যাদি তত্ত্বসমূহকে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করিয়া গোতম যে দার্শনিক মতের প্রবর্ত্তন করেন, উহাই কালক্রমে ন্যায়শাস্ত্র নামে প্রচলিত হইতে লাগিল। আন্বীক্ষিকী শব্দের প্রকৃত অর্থ তর্কবিদ্যা এবং ন্যায় শব্দের যথার্থ অর্থ বৈদিকমীমাংসা হইলেও, ভবভূতি বোধ হয়, এস্থলে আন্বীক্ষিকী শব্দে গোতম-প্রবর্ত্তিত ন্যায়-দর্শনকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

ভবভূতি যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, তাহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বহইতে ভারতে ন্যায়শাস্ত্রের সমধিক চর্চ্চা চলিতে ছিল। অধ্যাপক কাউএল সাহেবের মতে পক্ষিলস্বামী বা বাৎস্যায়ন ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়া ন্যায়সূত্রের ভাষ্য * প্রণয়ন করেন

* জৈন হেমচন্দ্র অভিধান-চিন্তামণি নামক কোষগ্রন্থে চাণক্য ও বাৎস্যায়নকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

৬ষ্ঠশতাব্দীর মধ্যভাগে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধদার্শনিক দিঙ্‌নাগ ন্যায়সূত্রের অপর একখানি ভাষ্য সঙ্কলন করেন এবং প্রমাণসমুচ্চয়াদি বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের পুষ্টিসাধন করেন। সকলেই বিদিত আছেন, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে উদ্যোতকর ন্যায়সূত্রের বার্ত্তি বিরচন করেন। ন্যায়বার্ত্তিকের প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন :—

যদক্ষপাদঃ প্রবরো মুনীনাম্, শমায় শাস্ত্রং জগতো জগাদ।
কুতার্কিকধ্বান্তনিরাসহেতোঃ, করিষ্যতে তত্র ময়া নিবন্ধঃ॥ (ন্যায়বার্ত্তিক)।

মুনিপুঙ্গব অক্ষপাদ জগতে শান্তি সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে যে শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কুতার্কিকগণের মোহ নিবারণের নিমিত্ত আমি সেই শাস্ত্রের বার্ত্তিক রচনা করিব।

বাসবদত্তাগ্রন্থে সুবন্ধু লিখিয়াছেন "ন্যায়স্থিতিমিবোদ্যোতকরস্বরূপাম্," ন্যায়শাস্ত্রের সংস্থাপনের জন্য উদ্যোতকর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে সুবিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থকার ধর্ম্মকীর্ত্তি দিঙ্‌নাগকৃত ন্যায়ভাষ্যের বার্ত্তিক বিরচন করেন। দিঙ্‌নাগের বার্ত্তিককার ধর্ম্মকীর্ত্তি, ন্যায়বার্ত্তিক, ন্যায়বিন্দু, প্রমাণবার্ত্তিক, ধর্ম্মসংগীতি প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। বাসবদত্তা-প্রণেতা সুবন্ধু ধর্ম্মকীর্ত্তির বৌদ্ধসংগীতি নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিলভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, সুরেশ্বরাচার্য্য, প্রভৃতি মীমাংসকগণ দিঙ্‌নাগ ও ধর্ম্মকীর্ত্তির মত উদ্ধৃত ও নিরাকৃত করিয়াছেন। এইরূপে যখন হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময়ে ভবভূতি জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং মাধব ও মকরন্দ তৎকাল প্রচলিত আন্বীক্ষিকী বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে মালবের অন্তর্গত পদ্মাবতী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন, ইহা অসঙ্গত নহে।

ভবভূতির বর্ণিত প্রাচীন স্থান।

অঞ্জন।—বীরচরিতের ৭ম অঙ্কে সুগ্রীব কৈলাস ও অঞ্জন এই দুই পর্ব্বতকে পৃথিবীর স্তনদ্বয়রূপে বর্ণন করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে বোধ হয়, উঁহাই নীলপর্ব্বত * নামে উক্ত হইয়াছে। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ৩৭-৩৯ শ্লোকে অঞ্জন পর্ব্বতের উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

ঋষ্যমূক।—বীর।৫। উত্তর।১। পম্পাসরোবরের নিকটস্থিত পর্ব্বত। রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডের ৭৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ৫ম অধ্যায় অনুসারে জানা যায়, ঋষ্যমূক ও মলয়গিরি এতদুভয়ের পরস্পর দূরত্ব অধিক নহে। †

বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কুটিলশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ॥
(অভিধান-চিন্তামণি)।

নানাবিধ কারণে আমরা চাণক্যকে ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বিএল, মহাশয় কি যুক্তি অবলম্বন করিয়া কুটনীতিকুশল চাণক্যকে ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বলিতে চাহেন, তাহাও অবধারণ করা সহজ নহে।

* নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্ব্বতাঃ। (বিষ্ণু ২।২।১০)

† বর্ত্তমান মান্দ্রাজপ্রদেশের অন্তর্গত ত্রিবাঙ্কুড় নামক রাজ্যে পম্পা নামে একটী নদী প্রবাহিত

কাঞ্চন।—বীর।৭। কেহ কেহ ইহা সুমেরু পর্ব্বতের নামান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। রামায়ণে ইহা ঋষভ পর্ব্বত নামে অভিহিত হইয়াছে। *

কাবেরী।—বীরচরিতের ৭ম অঙ্কে বর্ণিত আছে, যে ঐ নদীর অনতিদূরে অগস্ত্যের আশ্রম সংস্থিত ছিল। রামায়ণের ৪র্থ কাণ্ডের ৪১ অধ্যায়ে কাবেরীর বর্ণনা দ্রষ্টব্য। ইহা দক্ষিণাপথের একটী প্রধান ও পুণ্যতোয়া নদী। ইহা কুর্গ রাজ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া মান্দ্রাজ প্রদেশের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

কিষ্কিন্ধ্যা।—বীর।৫। কপিরাজ বালির রাজ্য। কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান বেল্লারীর উত্তরে পর্ব্বতশ্রেণীমধ্যে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী অবস্থিতা ছিল। বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যার অন্তর্গত ছিল। বস্তুতঃ দক্ষিণাত্য ও মধ্যভারতের অনেক স্থান কিষ্কিন্ধ্যা নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

কুঞ্জবান।—বীরচরিতের ৫ম অঙ্ক ও উত্তর চরিতের ১ম অঙ্ক অনুসারে অবগত হওয়া যায়, এখানে দনু নামক শিরোগ্রীবাশূন্য দানবের অধিষ্ঠান ছিল। ইহা জনস্থানের পশ্চিমস্থিত দণ্ডকারণ্যের অংশবিশেষ।

কৈলাস।—বীর।৭। হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতদেশে অবস্থিত। †

কৌশিকী।—বীর।১। বর্ত্তমান কুশী নদী। নেপালরাজ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া চম্পানগরীর নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। (সিদ্ধাশ্রম শব্দ দ্রষ্টব্য)

গন্ধমাদন।—বীরচরিতের ৭ম অঙ্কে সুগ্রীব বলিয়াছেন, গন্ধমাদন পর্ব্বত কৈলাস ও সুমেরু হইতেও দূরে অবস্থিত, গন্ধমাদনের পরে কোন স্থান বিদ্যমান, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। বিষ্ণুপুরাণ মতে সুমেরুর দক্ষিণদিকে গন্ধমাদনের অবস্থান। ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে (গোলাধ্যায়ে) যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদনুসারে জানা যায়, গন্ধমাদন মানসসরোবরের সমীপে বিদ্যমান আছে।

গোদাবরী।—উত্তর।২। সুপ্রসিদ্ধ নদী; পশ্চিমঘাট হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বঘাটের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

হইতেছে। ঐ নদী যে পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পর্ব্বতকে কেহ কেহ পশ্চিমঘাট এবং দেশীয়েরা অনমলয় বলে। ঐ নদীই রামায়ণোক্ত পম্পা নদী বলিয়া অনায়াসেই স্বীকার করা যায় এবং ইহার উৎপত্তি স্থানই ঋষ্যমূক পর্ব্বত, এক্ষণে অনমলয় অর্থাৎ হস্তিগিরি নামে বিখ্যাত। (শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত বিশ্বকোষ, ঋষ্যমূক শব্দ)।

* ততঃ কাঞ্চনমত্যুগ্রম্ নাম পর্ব্বতম্।
কৈলাস শিখরঞ্চৈব দ্রক্ষ্যসান্তুতবিক্রম॥ (রামায়ণ ৬।৫৩)।

† The Kailash mountain believed to be the abode of Siva, the tutelary God of the snowy range of Central Asia, and of the Wealth-God Kuvera, was to the north of the Himalayas. It would appear to correspond with the Kiunlun range, which extends northwards and connects with the Altai Chain. (Babu Nabin Chandra Das's Ancient Geography of Asia p. 66.)

চিত্রকূট।—বীর।৪। উত্তর।১। এক্ষণে লোকে ইহাকে আমতা ও চিতোরকোট উভয় নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। উহা বর্ত্তমান বান্দা জেলার মধ্যে অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে প্রয়াগ সন্নিহিত ভাগীরথী-তীরস্থিত পর্ব্বত চিত্রকূট নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং কেহ কেহ বলেন, উহা বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত। * ইহারই ১০ ক্রোশ ব্যবধানে ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল †

জনস্থান।—বীর।৪। উত্তর।১।২। উহা খর নামক রাক্ষসের আলয়। দণ্ডকার পূর্ব্বে জনস্থান অবস্থিত। যখন রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন জটায়ু এই জনস্থানে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। (রামায়ণ ৪।৬০।২১ দ্রষ্টব্য)। ‡

তমসা।—উত্তর।২। রাম অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সমভিব্যাহারে তমসা নদীতীরে রাত্রি যাপন করেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ নদী টোন্স নামে খ্যাত। ইহা আজিমগড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বালিয়া জেলায় গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। §

---

* শ্রীযুক্ত আনন্দরাম বড়ুয়া মহোদয়ের মত।

† দশক্রোশ ইতস্তাত গিরির্যস্মিন্ নিবৎস্যসি।
মহর্ষিসেবিতঃ পুণ্যঃ পর্ব্বতঃ শুভদর্শনঃ॥
গোলাঙ্গুলানুচরিতো বানরর্ক্ষনিষেবিতঃ।
চিত্রকূট ইতি খ্যাতো গন্ধমাদনসন্নিভঃ॥

(রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৪ অধ্যায়)।

A *Krosh* probably indicated a longer distance than what it is understood to mean at present. Mr. Griffith renders it by "league." Ten *Kroshes* approximately gives the distance of Chitrakuta, in asouth-westerly direction, from Allahabad *i e* about 60 miles. Padmanabha Ghosae in his "Indian Travels" P. 124, describes this hill from his personal experience. It is 12 miles from Markanda station on the Jubbulpur Railway, in Hamirpur, west of Banda. The Mandakini flows on one side, On the top of the hill are stone-figures of Rama, Lakshana and Sita. (Nabin Chandra Das's Ancient Geography of Asia, p. 29.)

‡ শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত দক্ষিণাপথভ্রমণের ১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

বাল্মীকিরামায়ণে বর্ণিত দণ্ডকারণ্যের একাংশ নাগপুর নামে পরিচিত। এখান হইতে নাসিক পর্য্যন্ত উত্তরদক্ষিণব্যাপী বিস্তৃত ভূভাগ দণ্ডকারণ্য ও জনস্থান নামে প্রসিদ্ধ ছিল। অদ্যাপি নাগপুরবাসী ব্রাহ্মণেরা কোন বৈধ কার্য্যের সঙ্কল্প পাঠ কালে "দণ্ডকারণ্যান্তর্গত প্রদেশ" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

Janasthan was the tract which forms a part of Central Bombay divicion including Nasika (wherein was Panchavats), Poona, Satara aud Konkan, and also Aurangabad, in which are the caves of Eliora, the city of Illval, who was conquered by Agastya. Ancient Geography of Asia, P. 50).

§ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়বালরাজ্য ও দেরাদুন জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। (বিশ্বকোষ, তমসা শব্দ)।

শ্রীযুক্ত গ্রিফিথ সাহেবের মত অনুসারে দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশ দণ্ডকারণ্য নামে খ্যাত ছিল।

দণ্ডকারণ্য।—বীর ৪। উত্তর ১। গোদাবরীর উত্তরে ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত ‡ (জনস্থান শব্দ দ্রষ্টব্য)।

নন্দীগ্রাম।--বীর ৪। অযোধ্যার পূর্ব্বে অবস্থিত।

পঞ্চবটী।—বীর ৫। উত্তর ১।২ গোদাবরীর তীরে ও জনস্থানের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাসিক। *

পম্পা।—বীর।৫।৭। উত্তর।১। ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সন্নিকটস্থিত সরোবর। রঘুবংশের ১৩শ সর্গের ৩০ শ্লোকে পম্পার উল্লেখ আছে। (ঋষ্যমূক শব্দ দ্রষ্টব্য)।

প্রস্রবণ।—বীর।৫।, উত্তর।১। ২। গোদাবরী সমীপে ও জনস্থানের মধ্যভাগে অবস্থিত পর্ব্বত। পূর্ব্বঘট্টের রাজমহল্ল সন্নিহিতাংশ।

মলয়াচল।—বীর।৫। কাবেরী নদীর তীরস্থিত নীলগিরি পর্ব্বত।

মাতঙ্গাশ্রম।—বীর।৫।, উত্তর।১। ঋষ্যমূক পর্ব্বতে অবস্থিত। রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, ইহা পম্পাসরোবরের পশ্চিম তীরে বিদ্যমান ছিল।

মহেন্দ্রদ্বীপ।—বীর।২। ইহা ভারতবর্ষের অংশ বিশেষ, বিষ্ণুপুরাণ ২।৩।৬ দ্রষ্টব্য। রঘুবংশ ৪।৩৮—৪৩ শ্লোক অনুসারে জানা যায়, কলিঙ্গপ্রদেশ ও মহেন্দ্রদ্বীপ পরস্পর অভিন্ন। বস্তুতঃ আধুনিক বিজয়পত্তনের সন্নিহিত পূর্ব্বঘট্টের উত্তরাংশই মহেন্দ্র পর্ব্বত। মহাভারতে বর্ণিত আছে, পরশুরাম সমগ্র পৃথিবী কাশ্যপকে দক্ষিণারূপে প্রদান করেন। তদনন্তর সাগরের নিকট যাচ্ঞা করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বত প্রাপ্ত হন এবং তথায় অবস্থিতি করিয়া তপশ্চরণ করিতে থাকেন।

মাল্যবান্।—উত্তর ১। প্রস্রবণ পর্ব্বত হইতে কিয়দ্দূরে মাল্যবৎ পর্ব্বত অবস্থিত। রামায়ণ ৪।৭৭ ও রঘুবংশ ১৩.২৬ দ্রষ্টব্য।

মুরলা।—উত্তর ৩। বর্ত্তমান সময়ে যে মুলানাম্নী নদী নাসিকের দক্ষিণ দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গোদাবরীতে পতিত হইতেছে উহাই বোধ হয় ভবভূতির মুরলা।

বাল্মীকির আশ্রম।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কাণপুর হইতে ফরেক্কাবাদ অভিমুখে যে রেলপথ গিয়াছে, উহার বিঠুর নামক ষ্টেশনের সন্নিহিত স্থানে বাল্মীকির আশ্রম ছিল।

---

* *Panchavati*—a place in the great Southern forest near the sources of the Godavari, believed to be the modern *Nasik*, so called from the incident that Surpanakha's nose (*Nasika*) was cut off by Lakshman there—*Dowson's Hindu Mithology*,

The town of Nasik is 6 miles from Nasik Road Station, the G. I. P. Railway, and its *ghat* extends for nearly half a mile on the Godavari, whose sources are at Trayambokanath (Trimebak) 20 miles higher up. Here is a temple of Raghunath at Panchavati.—Padmanabha Ghosal's *Indian Travels*.

শৃঙ্গবেরপুর—বীর।৪। উত্তর।১। নিশাদপতি গুহের আলয়। গঙ্গার সমীপে অবস্থিত। বর্ত্তমান মীর্জাপুরের সন্নিহিত প্রদেশ।*

শ্যামবট।—উত্তর।১। যমুনার তীরে, ভরদ্বাজের আশ্রম ও চিত্রকূট পর্ব্বত এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত। রামায়ণ ২।৫৫ ও রঘু ১৩। দ্রষ্টব্য। উহাই বোধ হয় এক্ষণে অক্ষয়বট নামে প্রসিদ্ধ।

সাঙ্কাস্ত—বীর।১। রামায়ণের আখ্যায়িকা অনুসারে অবগত হওয়া যায়, সুধন্বার বধসাধন করিয়া জনক স্বীয় অনুজ কুশধ্বজকে ইক্ষুমতী নদীতীরে সর্গসন্নিভ সাঙ্কাস্ত নগর সংস্থাপন করিতে আদেশ করেন। জেনারেল কানিংহামের মতে কনৌজের (কান্তকুব্জের) ৩৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত বর্ত্তমান সংকিস নগরই ভবভূতির সময়ে ও পূর্ব্বে সাঙ্কাস্য নামে অভিহিত ছিল। চীনপরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্ ইহাকে সেঙ্কিয়াসি ও ক্যাপি (কপিথ) উভয় নামেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সিদ্ধাশ্রম—বীর।১।, বিশ্বামিত্রের আশ্রম। উহা প্রয়াগের সন্নিধানে ভোজকট নগরে অবস্থিতি এবং কৌশিকী নদীদ্বারা পরিব্যাপ্ত। কৌশিকী ভাগীরথীর একটী শাখানদী, ইহা মগধের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বন গমন পথ।

রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যানগরী ত্যাগ করিয়া সরযূনদীর তীরে উপনীত হন। তাহার পর সরযূ উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হন। অনন্তর পবিত্রসলিলা ভাগীরথী সমুত্তীর্ণ হইয়া কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক নিষাদপতি গুহকের সহিত তদীয় রাজধানী শৃঙ্গবেরপুরে মিলিত হন। গুহকের রাজধানী বর্ত্তমান নাম চণ্ডালগড় অথবা চুনার দুর্গ। মুসলমান রাজত্বের সময়ে এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ইংরেজেরা উহার সংস্কার করিয়া ব্যবহার করিতেছেন। ঐ স্থানে অনেক ইউরোপীয় সৈন্য অবস্থান করে। এখানে ই, আই রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে। উহার নাম চুণারগড়। ঐ স্থানটী মোগলসরাই ষ্টেসনের অনতিদূরে অবস্থিত। তাহার পর তাঁহারা ঐ স্থান হইতে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া গুহের আনীত নৌকায় পুনরায় জাহ্নবীর দক্ষিণতীরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তত্রত্য কোন ন্যগ্রোধ তরুতলে নিশা যাপন করিয়া পুনরায় দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে যাইতে যাইতে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে উপনীত হন। এই স্থানের নাম প্রয়াগক্ষেত্র। এখানে ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল, তাঁহারা ঐ ঋষির আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া তাঁহার পরামর্শক্রমে যমুনাতীরস্থ কাননপথে গমন করিতে করিতে পুনরায় যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার পর লক্ষ্মণ এক ভেলা নির্ম্মাণ করিলে

---

* Sringaverapnr is the modern *Sungroor*, in Allahabad district. (Nabin Chandra Das's Ancient Geograpoy of Asia, P. 27.)

তাহাতে আরোহণ করিয়া তাঁহারা যমুনার দক্ষিণতটে উপনীত হন। তাহার পর তাঁহারা শ্যামবট প্রাপ্ত হন, পুনরায় যমুনার তীরবর্ত্তী বনপথে যাইতে যাইতে প্রয়াগের ১০ ক্রোশ দক্ষিণে চিত্রকূট পর্ব্বতে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া কিছুকাল অবস্থিতি করেন। ভরত অযোধ্যা হইতে আগমন করিয়া * ঐস্থানে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই স্থানটীর বর্ত্তমান নাম বিঠুর, ইহা কাণপুর সহরের দক্ষিণপশ্চিমে ভাগীরথী তীরে অবস্থিত। সেখান হইতে তাঁহারা অত্রিমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন এবং কয়েক দিবসের মধ্যেই দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন ও বিরাধ নামক রাক্ষসকে বধ করেন। দণ্ডকারণ্য বর্ত্তমান জব্বলপুরের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী বিস্তৃত ভূভাগ। তাহার পর তাঁহারা দণ্ডক কাননের সংলগ্ন জনস্থানে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। জনস্থানে বহুসংখ্যক তপস্বী ও ঋষির আশ্রম ছিল। তাহার পর তাঁহারা গোদাবরী-তীরস্থ রমণীয় পঞ্চবটী কাননে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া অনেক দিন বাস করিয়া ছিলেন। এই স্থানটী বোম্বে হইতে নাগপুর অভিমুখে যে রেলপথ আসিয়াছে, উহার নাসিক রোড্ ষ্টেসনের সন্নিহিত। এখানে একটী ক্ষুদ্রসহর আছে, উহার নাম নাসিক। এখানে রাবণকর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হইলে, তাঁহারা জনস্থান হইতে তিনক্রোশ দূরে ক্রৌঞ্চারণ্যে গমন করেন ও সেখানে অয়োমুখী নামক এক রাক্ষসীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। তাহার পর চিত্রকুঞ্জবান পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া রাম কবন্ধকে সংহার করিয়াছিলেন। তাহার পর পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া পম্পা সরোবরে উপস্থিত হন। উহার অনতিদূরে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীব হনুমান প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। পম্পার পশ্চিমতীরে মাতঙ্গাশ্রম অবস্থিত ছিল, এখানে সিদ্ধশবরীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার পর সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ঋষ্যমূক হইতে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর বর্ষাগমে কিষ্কিন্ধ্যার নিকটবর্ত্তী প্রস্রবণ পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন। উহার অনতিদূরে মাল্যবান পর্ব্বত অবস্থিত। দক্ষিণদিকে বহু নদী, দেশ ও অরণ্য অতিক্রম করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও বানরসৈন্য সহ লঙ্কায় উপস্থিত হন।

অনুরূপ কবিতা।

ভবভূতির কবিতায় যে সকল ভাব অনুভূত হয়, তাহার অনুরূপ কোন কোন ভাব তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কবিগণের গ্রন্থেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটী অনুরূপ কবিতা উদ্ধৃত হইল ;—

ভবভূতি।	কালিদাস।
স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং	নিশ্চিত্য চানন্তনিবৃত্তিবাচ্যং
যদি বা জানকীমপি।	ত্যাগেন পত্ন্যাঃ পরিমাষ্টু মৈচ্ছৎ।

* এই বিবরণ রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইল।

আরাধনায় লোকস্য
মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥
(উত্তর।১।)

অপি স্বদেহাৎ কিমুতেন্দ্রিয়ার্থাৎ
যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ॥
(রঘুবংশ ১৪।৩৫)

গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু
নচ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ॥ (উত্তর।৪।)

গুণৈর্হি সর্ব্বত্র পদং নিধীয়তে
(রঘুবংশ।৩।)

কলাশেষা মূর্ত্তিঃ শশিন ইব
নেত্রোৎসবকরী।
(মালতী।২।

পর্য্যায়-পীতস্য সুরৈর্হিমাংশোঃ
কলাক্ষয়ঃ শ্লাঘ্যতরো হি বৃদ্ধেঃ॥
(রঘুবংশ।৫।)

সন্তানবাহীন্যপি মানুষাণাং
দুঃখানি সদ্ববিয়োগজানি।
দৃষ্টে জনে প্রেয়সি দুঃসহানি
স্রোতঃসহস্রৈরিব সংপ্লবন্তে॥
(উত্তর।৪।)

তমবেক্ষ্য রুরোদ সা ভৃশং
স্তনসম্বাধমুরো জঘান চ।
স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো
বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে॥
(কুমার সম্ভব ৪।২৬)

যথেন্দাবানন্দং ব্রজতি
সমুপোঢ়ে কুমুদিনী।
(উত্তর।৫।)

অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী
মে দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা।
(শকুন্তলা।৪।)

মনোরথস্য যদ্বীজং
তদ্দৈবেনাদিতো হৃতম্।
লতায়াং পূর্ব্বলূনায়াং
প্রসূনস্যাগমঃ কুতঃ॥
(উত্তর।৫।)

মনোরথায় নাশংসে
কিং বাহো স্পন্দসে বৃথা।
পূর্ব্বাবধীরিতং শ্রেয়ো
দুঃখং হি পরিবর্ত্ততে॥
(শকুন্তলা।৭।)

কটাক্ষৈর্নারীণাং
কুবলয়িতবাতায়নমিব।
(মালতী।২।)

কুবলয়িতগবাক্ষাং
লোচনৈরঙ্গনানাম্।
(রঘুবংশ।১১।)

সৌন্দর্য্য-সার-সমুদায়-
নিকেতনং বা।
(মালতী।১।)

একস্থ সৌন্দর্য্য দিদৃক্ষয়েব।
(কুমার সম্ভব।১।)

তস্যাঃ সখে নিয়তমিন্দুসুধা
মৃণাল-জ্যোৎস্নাদিকারণ
মভূন্মদনশ্চ বেধাঃ।
(মালতী।১।)

অস্যাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতির
ভূচ্চন্দ্রোনু কান্তিপ্রদঃ।
শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো মাসো নু
পুষ্পাকরঃ॥

বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্ত-
কৌতূহলঃ।
নির্ম্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিদং
রূপং পুরাণো মুনিঃ ॥
(বিক্রমোর্ব্বশী)

মোহাদভূৎ কষ্টতরঃ প্রবোধঃ ॥
(রঘুবংশ ১৪।)

অথ মোহপরায়ণা সতী
বিবশা কামবধূর্বিবোধিতা।
বিধিনা প্রপিতাদয়িষ্যতা
নববৈধব্যমসহ্যবেদনম্ ॥
(কুমার।৪।

শূদ্রক।

নহ্যাকৃতিঃ সুসদৃশং বিজহাতি
বৃত্তম্।
(মৃচ্ছকটীক।৯।).

দুঃখসংবেদনায়ৈব রামে
চৈতন্যমাহিতম্।
মর্ম্মোপঘাতিভিঃ প্রাণৈর্বজ্র-
কীলায়িতং স্থিরৈঃ ॥
(উত্তর।১।)

ভবভূতি।

শরীরনির্ম্মাণসদৃশো নমু অস্য
অনুভাবঃ।
(বীর চরিত।১।)

ভিদ্যেত বা সদ্বৃত্তমীদৃশস্য নির্মাণস্য
(উত্তর।৪।)

ভবভূতি

বজ্রাদপি কঠোরাণি
মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি
কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥
(উত্তর।১।)

সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গঃ
কথমপি হি পুণ্যেন ভবতি।
(উত্তর।২।)

অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈ

ক্ষেমেন্দ্র *

কুসুমাৎ সুকুমারস্য
ক্রূরস্য ক্রকচাদপি।
কো জানাতি পরিচ্ছেদং
স্ত্রীণাং চিত্রস্য চেতসঃ ॥
(অবদানকল্পলতা।৮।৬৪।)

স্মরণং শ্রবণং বাপি দর্শনং বা
মহাত্মনাম্।
সেয়ং কুশলবল্লীনাং মহতী
ফলসন্ততিঃ ॥
(অবদানকল্পলতা ১০।১১।)

সত্তা সদসদোর্নাস্তি রাগঃ

* কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধকবি ক্ষেমেন্দ্র অবদানকল্পলতা নামক যে সুবৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, উহা ১২০২ খৃঃঅব্দে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়।

দুঃখান্তপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য
প্রিয়োজনঃ॥

(উত্তর।৬।)

রাজাপচারমন্তরেণ প্রজাসু
অকাল মৃত্যুন চরতি।

(উত্তর।২।)

পশ্যতি রম্যতাম্।
স তস্য ললিতো লোকে যো যস্য
দয়িতো জনঃ॥

(অবদানকল্পলতা ১০।৯৯)

লোকঃ সুখানি কিল পুণ্যফলানিভুঙ্‌ক্তে।
হতো ন চেৎ
কুনৃপতের্বিনিপাতবাতৈঃ॥

(অবদানকল্পলতা।৯।৭২।)

বালরামায়ণ, অনর্ঘরাঘব প্রভৃতির অনেক শ্লোক ভবভূতির বীরচরিত ও উত্তরচরিতের ভাব অবলম্বনে লিখিত। এইরূপ শ্লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া এই সকল শ্লোক এস্থলে উল্লিখিত হইল না।

ভবভূতির উপজীব্য গ্রন্থ।

বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম ছয়কাণ্ড হইতে বীরচরিতের ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড ও পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড হইতে বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া ভবভূতি উত্তররামচরিত বিরচন করিয়াছেন। ভবভূতির সমসাময়িক কোন ঘটনা অবলম্বনে মালতীমাধব লিখিত হইয়াছে।

রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঞ্চদশবর্ষব্যাপিনী ঘটনা বীরচরিতের প্রথম অঙ্কে এক দিনে নিষ্পন্ন করাইতে যাইয়া ভবভূতি স্থানে স্থানে মূল ইতিবৃত্তের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। বিদেহরাজের নিমন্ত্রণ ও তাঁহার ভ্রাতার বিশ্বামিত্রযজ্ঞে আগমন, রামায়ণে বর্ণিত নাই। সভামধ্যে সীতা ও রামের সমাগম ও পরস্পর প্রণয়সূত্রে বন্ধন ব্যাপার ভবভূতির স্বরচিত। রাবণকর্ত্তৃক প্রেরিত দূতের আগমন বর্ণন করিয়া ভবভূতি নাটকীয় ঘটনার বৈচিত্র রক্ষা করিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্কের ঘটনা কবির উদ্ভাবিত। রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের ঘটনা বীরচরিতের চতুর্থ অঙ্কে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণে বর্ণিত আছে, কৈকেয়ী মন্থরার পরামর্শে নিজভবনে দশরথের নিকট বরপ্রার্থনা করেন; কিন্তু ভবভূতি কৈকেয়ীর দোষক্ষালন করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, শূর্পনখাই মন্থরার বেশে দশরথের নিকট গমন করেন ও একখানি পত্র দেখাইয়া বরদ্বয় যাচ্‌ঞা করেন। রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, রামের নির্ব্বাসন ব্যাপার অযোধ্যায় সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু ভবভূতি ঐ ব্যাপার মিথিলায় নিষ্পন্ন করিয়াছেন। রামায়ণে বর্ণিত আছে, রামের নির্ব্বাসন কালে ভরত মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, দশরথের মৃত্যুর পর তথা হইতে প্রত্যাগমন করেন এবং চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইয়া রামের পাদুকা প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, রামের অরণ্যগমনের পূর্ব্বেই ভরত অযোধ্যায় আগমন করেন ও রামের পাদুকা প্রাপ্ত হন। ভবভূতি বীরচরিতের ৫ম অঙ্কে বর্ণন করিয়াছেন, সুগ্রীবের সহ বালীর

সৌহার্দ্দ্য ছিল এবং মাল্যবানের পরামর্শেই বালী রামের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ করেন; ষষ্ঠ অঙ্কে ভবভূতি বর্ণন করিয়াছেন, রাম কুম্ভকর্ণের সৈন্যগণকে ভস্মীভূত করেন। এই সকল ঘটনা রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। মেঘনাদের মৃত্যুও নূতন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

উত্তর চরিতের প্রথম অঙ্কের প্রধান প্রধান ঘটনা রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে; কিন্তু ভবভূতি ঘটনাগুলি নূতন ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের আত্রেয়ীর উপাখ্যান ভবভূতির উদ্ভাবিত।

পঞ্চম অঙ্কে ভবভূতি অশ্বমেধীয় অশ্বের গমন বর্ণন করিয়াছেন। ঐ ঘটনা রামায়ণে বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু সেখানে তুরঙ্গম রক্ষয়িতা লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের পুত্রের সৈন্যাধ্যক্ষত্ব অথবা লবের সহ যুদ্ধ সংঘটন রামায়ণে বর্ণিত নাই। সপ্তম অঙ্কে সীতার সহ রামের পুনর্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। ইহা রামায়ণ বিরুদ্ধ। রামায়ণের মতে সীতা উপস্থিতজনগণ-সমক্ষে পাতালে প্রবেশ করেন।

ভবভূতির নাটকত্রয়ের কোন কোন অংশের সহিত অন্য কবির গ্রন্থের কোন কোন অংশের সৌসাদৃশ্য আছে। ঐরূপ কতিপয় স্থল নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বীরচরিত, ৭ম অঙ্ক, শেষদৃশ্য। — রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের শেষ আট অধ্যায় হইতে সংগৃহীত। কিন্তু সেখানে আকাশ পথে সঞ্চরণ বর্ণিত নাই। কালিদাস রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে* আকাশপথে সঞ্চরণ বর্ণন করিয়াছেন। ভট্টিকাব্যের ২২শ সর্গ শ্লোক ২৪-২৮, ইহার সহিত ও ভবভূতির সৌসাদৃশ্য আছে।

উত্তর চরিত, ৫ম অঙ্ক। — এই স্থলে ভবভূতি চন্দ্রকেতুর সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, উহা পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড হইতে সংগৃহীত।

৬ষ্ঠ অঙ্ক। — আগ্নেয়, বারুণ ইত্যাদি অস্ত্রের প্রয়োগ ও সম্প্রহার কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের ১৬শ সর্গের বর্ণনার সুসদৃশ।

মালতী মাধব, ২য় অঙ্ক। — বাসবদত্তার উপাখ্যানাংশ বৃহৎকথা হইতে সংগৃহীত।

৩য় অঙ্ক। — মালতীমাধবের ব্যাঘ্রযুদ্ধ, মৃচ্ছকটিকের দ্বিতীয় অঙ্কে বর্ণিত হস্তিবিদ্রাবণের অনুরূপ। এই ব্যাঘ্রযুদ্ধই মালতীর সহ মাধবের ও মদয়ন্তিকার সহ মকরন্দের বিবাহের প্রকারন্তরে সহায়তা করে।

৫ম অঙ্ক। — কন্যারত্ন উপহারপ্রদান ও বধ, দশকুমার চরিতের ৭ম আখ্যায়িকার অনুরূপ।

৮ম অঙ্ক। — মালতী ও মাধবের সমাগম, অভিজ্ঞান-শকুন্তলের তৃতীয় অঙ্কে বর্ণিত দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সমাগমের অনুরূপ।

৯ম অঙ্ক। — বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কের অনুরূপ।

---

* ক্বচিৎ পথা সঞ্চরতে সুরাণাং ক্বচিদ্ ঘনানাং পততাং ক্বচিচ্চ।
যথাবিধো মে মনসোঽভিলাষঃ প্রবর্ত্ততে পশ্য তথা বিমানম্॥
(রঘু।১৩)

বীরচরিত, উত্তরচরিত ও মালতীমাধব এই তিনখানি নাটকই যে এক কবির লেখনী-প্রসূত তাহাতে কোন সংশয় নাই। কতকগুলি শ্লোক এই তিনখানি নাটকেই অবিকল একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কতকগুলি শ্লোক দুই খানি নাটকে একভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে নির্ণীত হয়, বীরচরিত সর্ব্বপ্রথমে বিরচিত হইয়াছিল, তদনন্তর মালতীমাধব ও উত্তররামচরিত লিখিত হয়। উৎকর্ষানুসারে বিচার করিলে উত্তরচরিতকে সর্ব্বপ্রথম স্থান প্রদান করিতে হয়। মালতীমাধব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। ভবভূতির মতে মালতীমাধবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বস্তুতঃ মালতীমাধবের ঘটনায় বিশেষ বৈচিত্র লক্ষিত হয়। উত্তরচরিত নাটকের ঘটনা অতি সামান্য, তাহাতে সবিশেষ বৈচিত্র নাই। কিন্তু ইহার বিষয়টী মনোহর, ভাষা মধুর ও ভাব উন্নত।

নাটকত্রয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য ও আপেক্ষিক উৎকর্ষ্য।

ভবভূতি বীরচরিত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

মহাপুরুষসংরম্ভো যত্র গম্ভীরভীষণঃ।
প্রসন্নকর্কশা যত্র বিপুলার্থা চ ভারতী॥
অপ্রাকৃতেষু পাত্রেষু যত্র বীরঃ স্থিতো রসঃ।
ভেদৈঃ সূক্ষ্মৈরভিব্যক্তৈঃ প্রত্যাধারং বিভজ্যতে॥

(বীর। ১।)

এই বীরচরিত নাটকে মহাপুরুষগণের গম্ভীর ও ভীষণ কার্য্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাতে যে সকল বাক্ প্রযুক্ত হইয়াছে উহা স্থানে স্থানে প্রসাদগুণবিশিষ্ট কোথায়ও বা কর্কশ এবং সর্ব্বত্রই অর্থগৌরবযুক্ত। ইহাতে মহাপুরুষগণের চরিত্রে বীররসের সূক্ষ্মতম ভেদসমূহ ও প্রকটিত হইয়াছে।

মালতী-মাধব সম্বন্ধে ভবভূতি লিখিয়াছেন, বিশাল বিশ্বমধ্যে যে সকল অসাধরণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন বা উৎপন্ন হইবেন, তাঁহারাই কেবল মালতী-মাধবের যথার্থ ভাব গ্রহণ করিবার অধিকারী।

তিনি আরও লিখিয়াছেন ;—

যদ্বেদাধ্যয়নং তথোপনিষদাং সাংখ্যস্য যোগস্য চ
জ্ঞানং তৎকথনেন কিং নহি ততঃ কশ্চিদ্ গুণো নাটকে।
যৎ প্রৌঢ়ত্বমুদারতা চ বচসাং যচ্চার্থতো গৌরবং
তচ্চেদস্তি ততস্তদেব গমকং পাণ্ডিত্যবৈদগ্ধ্যয়োঃ॥

(মালতী। ১।)

বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, যোগ ইত্যাদির অধ্যয়নজনিত জ্ঞান নাটকে প্রকাশ

করাইবার বিশেষ অবসর নাই। বাক্যের প্রৌঢ়ত্ব ও ঔদার্য্য এবং অর্থের গুরুত্ব ইহা যদি বিদ্যমান থাকে তাহা হইলেই পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের প্রতিপাদন হইতে পারে।

উত্তরচরিতে লিখিত আছে;—

যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্ বশ্যেবানুবর্ত্ততে।
উত্তরং রামচরিতং তৎপ্রণীতং প্রযুজ্যতে॥

(উত্তর। ১।)

যে ব্রাহ্মণ ভবভূতিকে বাগ্দেবী-বশগা কামিনীর ন্যায় অনুসরণ করেন, তাঁহারই প্রণীত উত্তররামচরিত নাটক অদ্য অভিনীত হইতেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে ভয়ানক রসের বর্ণনা অতিবিরল; কিন্তু ভবভূতি মালতীমাধবের পঞ্চম অঙ্কে পদ্মাবতীনগরীস্থিত শ্মশান বর্ণন করিতে যাইয়া, এই রসের যে প্রকার সমাবেশ করিয়াছেন, জগতের কোন কবিই বোধ হয়, এপর্য্যন্ত ঐরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এই শ্মশানবর্ণনের কিয়দংশ নিম্নে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইল;—

ভবভূতির বর্ণিত শ্মশান।

মাধব। হায় সংপ্রতি প্রেতসমূহের ইতস্ততঃ সঞ্চরণবশতঃ শ্মশানভূমির কি মহাভীষণ ভাব হইয়াছে।

এখানে সীমানির্দ্দেশক সান্দ্র প্রাচীরের মধ্যে উদ্দীপ্ত চিতাগ্নির ঔজ্জ্বল্য চতুর্দ্দিকস্থ অন্ধকার নিচয়কে ভীষণ ঘনীভূত করিতেছে। চপলক্রীড়ানিরত উদ্ধত কটপুতনা প্রভৃতি হর্ষবশতঃ কিল্ কিল্ কোলাহল করিয়া ভয়ানক ধ্বনি উৎপাদন করিতেছে।

যাহা হউক চীৎকার করি। হে শ্মশানবাসিকটপূতনাগণ! শস্ত্রাঘাতশূন্য পুরুষের দেহবিচ্যুত এই অকৃত্রিম মহামাংস বিক্রীত হইতেছে, গ্রহণ কর গ্রহণ কর।

[পুনরায় নেপথ্য হইতে কল্ কল্ ধ্বনি উত্থিত হইল।]

মাধব। কি ভয়ানক! আমি চীৎকার করিতে না করিতেই ভূতগণের আবির্ভাবে শ্মশানভূমি ভয়ঙ্কর হইয়া পড়িল। উহার সর্ব্বপ্রদেশে সহসা অস্থির বেতাল সমূহের তুমুল ও অব্যক্ত কল কল ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

আশ্চর্য্য।

যাহাদের আকর্ণবিস্তৃত ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়ের ব্যাদানে শ্মশানাগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে, যাহাদের দুর্ব্বল ও দীর্ঘদেহের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর ও অপর অংশ অদৃশ্য রহিয়াছে, যাহাদের কেশ, নয়ন, ভ্রূ ও শ্মশ্রুজাল বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, বিশাল দন্তাগ্রভাগ বহিঃপ্রকাশিত হওয়ায় যাহাদিগকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে, তাদৃশ নিয়ত ইতস্ততঃ ধাবনশীল অসংখ্য উল্কামুখের মুখসমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইতেছে।

অপিচ।

নিশীথবিহারী প্রেতসকল আপন আপন মুখ হইতে পরিভ্রষ্ট অর্দ্ধভুক্ত নরমাংসের দ্বারা

মাংস লোভে রোরুদ্যমান আরণ্য কুক্কুরদিগকে পরিপুষ্ট করিতেছে। খর্জ্জুর তরুর ন্যায় জঙ্ঘাযুক্ত, কৃষ্ণত্বকৃপরিব্যাপ্ত ও দৃঢ়াস্থিপঞ্জর বিশিষ্ট প্রেত সকল জীর্ণকঙ্কালের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।

[চতুর্দ্দিকে অবলোকন ও হাস্য করিয়া।]

অহো পিশাচদিগের কি ভীষণতা!

বিবর্ণ ও স্থূলদেহ পিশাচ সকল সুদীর্ঘ-জিহ্বাগ্র-পরিব্যাপ্ত উগ্র মুখবিবর ব্যাদান পূর্ব্বক চঞ্চল অজগর কর্ত্তৃক অধিষ্টিত ভীষণ কোটর বিশিষ্ট দগ্ধ ও পুরাতন রোহিণবৃক্ষের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছে।

[কিঞ্চিৎ পদসঞ্চালন করিয়া।] অহো! সম্মুখে কি বীভৎস ঘটনা বর্ত্তমান।

দ্রুতগমনশীল, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তনেত্র ও প্রকটিতদন্ত প্রেতাধম প্রথমে অস্থি হইতে চর্ম্ম নির্ভিন্ন ও ছিন্ন করিয়া অতি বিপুল উচ্ছোপে স্কন্ধ কটি পৃষ্ঠ ও জঘনাদিপ্রদেশের উচ্ছূন ও উৎকটদুর্গন্ধবিশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করিতেছে; অনন্তর শবকপাল অঙ্কপ্রদেশে আনয়ন পূর্ব্বক অস্থিস্থিত নিম্নোন্নত বিষম স্থানের মাংস ও অনাকুল হইয়া গ্রাস করিতেছে।

অপিচ।

অগ্নির ঈষৎসংযোগে শবদেহসমূহ রক্ত ও মেদ ক্ষরণ করিতেছে, এবং পিশাচগণ ধূমসংসক্ত শবদেহ সমূহকে চিতাস্থান হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক উহাদের সন্ধিপরিমুক্ত জঙ্ঘাস্থি হইতে মাংসাবরণ ছিন্ন করিয়া মজ্জাসকল পান করিতেছে।

[ঈষৎ হাস্য করিয়া।]

অহো! এখানে পিশাচরমণীগণের কি বীভৎস সান্ধ্য আমোদ!

প্রত্যেক পিশাচাঙ্গনা স্বীয় কান্তের সহিত মিলিত হইয়া শবদেহের অন্ত্রসমূহদ্বারা কঙ্কন, হস্তাঙ্গুলি দ্বারা কর্ণভূষণ, হৃৎপদ্ম দ্বারা মালা ও শোণিতপঙ্কদ্বারা কুঙ্কুম বিরচন করিয়া স্বীয় দেহ বিভূষিত করিতেছে, ও প্রীতি সহকারে কপালরূপপানপাত্রে মজ্জামদ্য পান করিতেছে।

[কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া "শস্ত্রাঘাতশূন্য" ইত্যাদি পুনরুচ্চারণ করিয়া।]

একি! অতিপ্রশান্ত ও ভীষণ বিভীষিকা প্রদর্শন পূর্ব্বক পিশাচগণ সহসা অপগত হইল। অহো! বুঝিলাম পিশাচগণের কোন যথার্থ সত্তা নাই।

[আর ও কিয়দ্দূরে গমন করিয়া ও সমস্ত দেখিয়া বৈরাগ্য প্রকাশ পূর্ব্বক।] হায়! শ্মশানভূমির সর্ব্বদিক্ পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। দেখিতেছি আমার পুরোভাগেই শ্মশানপ্রান্তে নদী প্রবাহিত হইতেছে। কুঞ্জকুটীরের অভ্যন্তরস্থিত গুন গুন কারী পেচকসমূহের ঘুৎকার ও রোরুদ্যমান শৃগাল সমূহের ডাৎকার শব্দ দ্বারা নদীতীর পরিপূরিত ও ভীষণ হইয়াছে। জলমধ্যে পতিত শীর্ণ শবকপালসমূহ ভগ্নপ্রস্তরসমূহের ন্যায় বিদ্যমান থাকিয়া সন্তরণশীল লোকদিগকে প্রতিরোধ পূর্ব্বক কূলবিদারক স্রোতের সংসর্গে ঘোর ঘর্ঘরশব্দ উৎপাদন করিতেছে।

বাক্যের প্রৌঢ়ত্ব ও ভাবের ঔন্নত্য এই দুই বিষয়ে ভবভূতি জগতে অতুলনীয়। সংস্কৃত ভাষার উপর তিনি যেরূপ অখণ্ড্য প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন অপর কোন কবি বা দার্শনিকের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

ভবভূতির কাব্য-রচনাকৌশল।

যে শব্দের যেখানে সন্নিবেশ হওয়া উচিত তিনি সেই শব্দ সেই স্থানে বিন্যস্ত করিয়াছেন। তাহার সমাবেশ কৌশলে শব্দসমূহ আশ্চর্য্যশক্তি সমন্বিত হইয়া তাঁহার কাব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠনিসৃত কবিতাপ্রবাহ কোথায়ও স্খলিতগতি হয় নাই। স্থানে স্থানে নূতনভাবের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কবিতার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বটে কিন্তু এইরূপ গতিপরিবর্ত্তনে কাব্যের অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। বীরচরিতের ৪র্থ অঙ্কে বিশ্বামিত্র বলিতেছেন ;—

রঘুজনক গৃহেষু গর্ভভরূপ
ব্যতিকর মঙ্গলবৃদ্ধয়োঽনুভূতাঃ।
ভৃগুপতিদমন ইত্যর্দ্ধোক্তে। বিরম্য।
ভৃগুপতিবিদিতোন্নতিং চ বৎসং
প্রিয়মভিনন্দ্য সুখীগৃহানুপেয়াম্॥

(বীরচরিত। ৪।)

আমরা রঘুনন্দন ও জনককন্যাগণের বিবাহমঙ্গল দর্শন করিয়াছি ইদানিং ভৃগুপতি-দমন [বিরত হইয়া] ভৃগুপতিবিদিতোন্নতি রামচন্দ্রকে দেখিয়া গৃহে প্রতিগমন করিব।

এস্থলে বিশ্বামিত্র "ভৃগুপতিদমন', এই বিশেষণ উচ্চারণ করিতে না করিতেই পাছে পরশুরাম ক্রোধান্বিত হন এই বিবেচনা করিয়া ক্ষণকাল বিরত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে " ভৃগুপতিবিদিতোন্নতি " এই নূতন বিশেষণ প্রয়োগ করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বামিত্র পরশুরামের সমক্ষে রামচন্দ্রকে "ভৃগুপতিদমন" বা ভার্গববিজয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং কিয়ৎকাল পরে "ভৃগুপতিবিদিতোন্নতি" অর্থাৎ পরশুরাম যাঁহার মাহাত্ম্য বিদিত আছেন এইরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত করিয়া পরশুরামের ক্রোধ নিবারণ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে "ভৃগুপতিদমন" বিশেষণ স্থলে "ভৃগুপতিবিদিতোন্নতি" বিশেষণ সন্নিবিষ্ট করিয়া কবি অনন্য সাধারণ বাক্‌শক্তি ও আশ্চর্য্য বিচারকৌশল প্রকাশ করিয়াছেন অথচ তাঁহার কবিতা ছন্দোভঙ্গদোষে দূষিত হয় নাই।

বীরচরিতের ৬ষ্ঠ অঙ্কে মাল্যবান্ রাবণের ক্ষমতা বর্ণন করিতে যাইয়া বলিতেছেন :—

দুর্গোঽয়ং চিত্রকূটস্তদুপরি নগরং সপ্তধাতুপ্রকার
প্রাকারং দুস্তরৈর্বা নিরবধিপরিখাপ্যব্ধিরভ্রংকষোর্ম্মিঃ।
দোর্দ্দণ্ডা এব দৃপ্যদ্রিপুদলমহাসত্রদীক্ষাঃ প্রতীক্ষ্যা
রক্ষোনাথস্য (বামাক্ষিস্পন্দনং সূচয়ন্ সব্যথম্)—
কিং নো বিধিরিহ বচনেঽপ্যক্ষমো দুর্বিপাকঃ॥

(বীর।৬।)

চিত্রকূট পর্ব্বত দুর্গম। এই পর্ব্বতের উপর সপ্তধাতুনির্ম্মিত প্রাকারাযুক্ত নগর অবস্থিত। গগনস্পর্শী তরঙ্গমালা বিশিষ্ট জলধি এই নগরকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। নগরের পরিখা সমূহ অতীব দুস্তর। এই সকলেরই বা প্রয়োজন কি! রক্ষোনাথের পূজনীয় ভুজসমূহই দৃপ্তরিপুগণের সংহাররূপ মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছে। তদনন্তর বাম-নেত্রস্পন্দন সূচিত করিয়া অতিকষ্টে মাল্যবান্ বলিলেন, অথবা এই সকল শ্লাঘাপূর্ণ বাক্য শ্রবণাক্ষম বিধি আমাদিগের কি দুষ্পরিণাম সংঘটন করিবেন বলা যায় না।

এইস্থলে লঙ্কানগরীর নিরাপদ্ অবস্থা ও রাবণের অসামান্য ভুজবল বর্ণন করিতে করিতে অকস্মাৎ ভাবের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। শ্লোকের প্রথম তিন চরণে যে ভাব প্রকাশিত ছিল চতুর্থ চরণে হঠাৎ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব নিহিত হইয়াছে বটে কিন্তু ইহাতে শ্লোকের বেগবত্তা ও সামর্থ্যের হানি হয় নাই। এইরূপ ইচ্ছানুসারে শ্লোকের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া কবি অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্কে বাসন্তী বলিতেছেন ঃ—

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ॥

(উত্তর।৩।)

তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি আমার চক্ষুর কৌমুদী ও অঙ্গে অমৃতলেপ স্বরূপ। এই প্রকারে বহুবিধ চাটুবাক্য দ্বারা প্রীত করিয়া পরিশেষে সেই সরলহৃদয়া সীতাকেই...........অথবা আমার আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

রামচন্দ্র সীতাকে কিরূপ ভালবাসিতেন বাসন্তী তাহাই প্রথমে সবিস্তর বর্ণন করিলেন। পরিশেষে সেই সীতাকে রামচন্দ্র অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়াছেন এইরূপ বলিতে যাইতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ বাসন্তীর বাক্যনিবৃত্তি ও মোহ উপস্থিত হইল। যে সীতা রামচন্দ্রের সমধিক প্রেমাস্পদ ছিলেন তিনিই আবার রামচন্দ্রকর্ত্তৃক অরণ্যে পরিত্যক্ত হইয়াছেন এই সম্পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিলে পাঠকের মনে যতদূর আক্ষেপ হইত "সেই সীতাকে রামচন্দ্র অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়াছেন" এই অংশ অপ্রকাশ রাখিয়া কবি তদপেক্ষা অধিকতর আক্ষেপ উৎপাদন করিয়াছেন। ভবভূতির এবম্প্রকার অসাধারণ রচনাকৌশল অবলোকন করিয়া মনে হয় তিনি বৃথা গর্ব্বিত ছিলেন না, বাগ্‌দেবী যথার্থই বশগা কামিনীর ন্যায় * তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতেন।

---

* যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্‌বশ্যেবানুবর্ত্ততে।
উত্তরং রামচরিতং তৎপ্রণীতং প্রযুজ্যতে॥
(উত্তর। ১।

দৃশ্যকাব্য নির্ম্মাণ করিতে হইলে যে সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত ভবভূতির নাটকে তাহা পূর্ণমাত্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার গ্রন্থে নাটকীয় বস্তুর আশ্চর্য্য সন্নিবেশ-কৌশল দেখিয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি তিনি নাটকপ্রণেতৃগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। উত্তরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় বনদেবতা নেপথ্য হইতে বলিতেছেন "স্বগেতং তপোধনায়াঃ"। তাপসীর শুভাগমন হউক। বনদেবতার বাক্যদ্বারা অধ্বগবেশা তাপসী আত্রেয়ীর আগমন সূচিত হইয়াছে। রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই যবনিকার মধ্য হইতে কোন নাটকীয় ব্যক্তি যদি বিষয়-বিশেষ সূচিত করিয়া দেন তাহাহইলে ঐ সূচনক্রিয়াকে নাটকীয় পরিভাষায় চূলিকা বলা যায়। এখানে তাপসীর আগমন-সূচক বনদেবতার বাক্যটী চূলিকার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। বীরচরিতের ৪র্থ অঙ্কের প্রারম্ভেও ভবভূতি এই চূলিকার ব্যবহার করিয়াছেন। *

উত্তরচরিতের ৬ষ্ঠ অঙ্কের একস্থানে রামচন্দ্র লবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা কে? রামচন্দ্রের প্রশ্ন সমাপ্ত হইবা মাত্র নেপথ্য হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উচ্চারিত হইল;—

ভাণ্ডায়ন ভাণ্ডায়ন
আয়ুষ্মতঃ কিল লবস্য নরেন্দ্রসৈন্যৈ
রাযোধনং ননু কিমাৎথ সখে তথেতি।
অদ্যাস্তমেতু ভুবনেষধিরাজশব্দঃ
ক্ষত্রস্য শস্ত্রশিখিনঃ শমমদ্য যান্তু।

(উত্তর।৬।)

হে ভাণ্ডায়ন, রাজসৈন্যগণের সহিত আয়ুষ্মান লবের যুদ্ধ আরব্ধ হইয়াছে তুমি কি এইকথা বলিতেছ? যদি যুদ্ধ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে তাহাহইলে অদ্য জগতে সম্রাট্ সংজ্ঞা অস্তগত হউক এবং ক্ষত্রিয় জাতির শস্ত্রাগ্নি নির্ব্বাণলাভ করুক।

রামচন্দ্র লবের নিকট যাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই কুশই ভাণ্ডায়নেরসহ কথোপকথনচ্ছলে অকস্মাৎ রঙ্গদর্শকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভবভূতি রঙ্গভূমিতে ভাণ্ডায়নের প্রবেশ পরিহার করিবার জন্য তাঁহার বাক্য আকাশ-বচনদ্বারা পরিব্যক্ত করিয়াছেন। কুশ জিজ্ঞাসা করিলেন রাজসৈন্যগণের সহ লবের যুদ্ধ ঘটিয়াছে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তর করিবার নিমিত্ত ভাণ্ডায়নকে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া বলিতে হইত "যথার্থই যুদ্ধ ঘটিয়াছে"। কিন্তু এই একটি মাত্র কথা বলিবার জন্য ভাণ্ডায়নকে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিতে হইলে নাটকীয় ব্যক্তিগণের সংখ্যা সমধিক বৃদ্ধি হইয়া পড়ে এই আশঙ্কা করিয়া কবি ভাণ্ডায়নের বাক্য আকাশবাণী দ্বারা প্রকাশ করিয়া তাঁহার রঙ্গভূমিতে প্রবেশ পরিহার করিয়াছেন। যদিও ভাণ্ডায়ন রঙ্গভূমিতে বিদ্যমান নাই তথাপি কুশশূন্য হইতে শুনিতে

* অন্তর্যবনিকাস্থৈর্চূলিকার্থস্য সূচনম্।

পাইলেন "যথার্থই যুদ্ধ ঘটিয়াছে"। এই রূপে কৌশল পূর্ব্বক কোন ব্যক্তির বাক্য শূন্যে আরোপ করার নাম আকাশভাষিত। *

উত্তরচরিতের ১ম অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায় রামচন্দ্র সীতাকে অরণ্যে প্রেরণ করিবার আয়োজন করিতেছেন এবং সীতাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার বিরহ কিরূপে সহ্য করিবেন এইরূপ চিন্তায় অনুক্ষণ আকুল আছেন এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া তাঁহাকে সহসা নিবেদন করিল "দেঅ উঅথিদো," হে দেব উপস্থিত হইয়াছে। রামচন্দ্র অবিরত সীতার বিরহের বিষয় ভাবিতেছিলেন অতএব "উপস্থিত হইয়াছে" এই কথা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল বিরহই উপস্থিত হইয়াছে। পরে যখন তিনি প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অয়ি কঃ?" ওহে কে উপস্থিত হইয়াছে? তখন জানিলেন পুর ও জনপদসমূহ হইতে সংবাদ লইয়া দুর্ম্মুখনামক দূত উপস্থিত হইয়াছে। সীতার সম্বন্ধে প্রজাবর্গের মন্তব্য কিরূপ ইহাই জানিবার জন্য রাম দুর্ম্মুখকে রাজ্যমধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন সুতরাং দুর্ম্মুখের আগমন সীতার বনগমনব্যাপারের বিরুদ্ধ নহে। রামচন্দ্র সীতার দোহদ পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে, বনে পাঠাইতেছিলেন এমন সময় দুর্ম্মুখ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম যে বিষয় অবিশ্রান্ত চিন্তা করিতেছিলেন দুর্ম্মুখ আসিয়া তাঁহাকে উহার সদৃশ বিষয়ের কথাই বলিল। কিন্তু দুর্ম্মুখের আগমন ভবভূতি এমন ভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছেন যাহাতে উহা অত্যন্ত অতর্কিত বলিয়া বোধ হইল। রাম ও লক্ষ্মণ সীতাকে অরণ্যে ত্যাগ করিবার জন্য যে রথাদি সজ্জিত করিতেছিলেন উহার সহিত দুর্ম্মুখের আগমনের সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিয়া কবি নাটকীয় অংশবিশেষের সংযোজন-কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, এই প্রকার কৌশলকে নাটকীয় পরিভাষায় গণ্ড বলে। উদ্ধৃত স্থলটী গণ্ডের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। †

---

* কিং ব্রবীষ্যেবমিত্যাদি বিনাপাত্রং ব্রবীতি যৎ।
শ্রুত্বেবানুক্তমপ্যেকস্তৎ স্যাদাকাশভাষিতম্॥
(দশরূপক)

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের ৩য় অঙ্কে আকাশভাষিতের উদাহরণ যথা :—
প্রিয়ংবদে কস্যেদমুশীরানুলেপনং মৃণালবন্তি চ নলিনীপত্রাণি
নীয়ন্তে আকর্ণ্য। কিং ব্রবীষি আতপলঙ্ঘনায় বলবদস্বস্থা শকুন্তলা।
(অভিজ্ঞান শকুন্তল।৩।)

† গণ্ডং প্রস্তুতসংবন্ধি ভিন্নার্থং সত্বরং বচঃ। (সাহিত্য দর্পণ।)
বেণীসংহার নাটকে গণ্ডের আর একটী দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় ;—
রাজা। অধ্যাসিতুং তব চিরাজ্জঘনস্থলস্য।
পর্য্যাপ্তমেব করভোরু মমোরুযুগ্মম্।
অনন্তরং প্রবিশ্য কঞ্চুকী—দেব ভগ্নং ভগ্নম্ ইত্যাদি।
(বেণীসংহার)

মালতীমাধব প্রকরণের ৩য় অঙ্কের শেষভাগে দেখিতে পাওয়া যায়; মাধব ব্যাঘ্রযুদ্ধে অহত হইয়া কামন্দকীকে বলিতেছেন " ভগবতি মাং পরিত্রায়স্ব," ভগবতি আমাকে রক্ষা করুন। কামন্দকী বলিতেছেন "অতিকাতরোঽসি তদেহি তাবৎ পশ্যামঃ"। বৎস তুমি অতি কাতর হইয়াছ অতএব এখানে আগমন কর আমরা দেখি। এইরূপ কথোপকথনেই ৩য় অঙ্কের সমাপ্তি হইল। ৪র্থ অঙ্কের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় মদয়ন্তিকা, অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতা শোকাকুল হইয়া কামন্দকীর সমীপে নিবেদন করিতেছেন "ভগবতি মহাভাগ মাধবকে রক্ষা করুন"। এখানে স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে ৩য় অঙ্কের শেষভাগে কামন্দকী ও মাধব ঐ অঙ্কের সহিত পরবর্ত্তী অঙ্কের সম্বন্ধ সূচিত করিয়া রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে যেস্থানে অঙ্কের অন্তভাগে নটগণ ছিন্নাঙ্কের প্রয়োজন সূচিত করিয়া দেয় উহাকে নাট্যকারগণ অঙ্কান্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন। উদ্ধৃতস্থলে ভবভূতি অঙ্কাস্তের উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন।*

নাট্যসূত্রকারগণ রঙ্গভূমিতে যুদ্ধের অভিনয় নিষেধ করিয়াছেন এই হেতু ভবভূতির উত্তরচরিতে বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীর মুখে লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। †

ভবভূতির উত্তরচরিত গ্রন্থ স্বয়ং একখানি নাটক, ইহার ৭ম অঙ্কে কবি আর একখানি নাটকের অভিনয় নিষ্পন্ন করিয়াছেন। নিরপরাধা সীতাকে অরণ্যে ত্যাগ করা ঘোর অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, রঙ্গপ্রেক্ষকগণের অন্তঃকরণে এই বিশ্বাস উৎপাদনই দ্বিতীয় অভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। এস্থলে ভবভূতি যে কৌশল অবলম্বন করিয়া রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে তাঁহাদের অন্যায্যানুষ্ঠান বোঝাইয়া দিয়াছিলেন, অবিকল ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াই পাশ্চাত্য কবি সেক্সপীয়র হ্যামলেটের খুল্লতাতের হৃদয়ে তীব্র অনুতাপ উৎপাদন করিয়াছিলেন। ভবভূতি নাটকের অন্তভাগে রাম সীতা, লব কুশ প্রভৃতির মিলন সংঘটন করিয়া দ্বিতীয় অভিনয়ের সমধিক সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই মিলন সংসাধিত না হইলে উত্তরচরিতের ঘটনা শোকাবহ ব্যাপার মাত্রে পর্য্যবসিত হইত এবং উত্তরচরিত গ্রন্থ নাটক শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইতে পারিত না।

ভবভূতি স্থলবিশেষে যে সকল বিদ্রূপবাক্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও তাঁহার লেখার গুণে গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে। উত্তরচরিতের ৫ম অঙ্কে লব চন্দ্রকেতুকে বলিতেছেন :—

বৃদ্ধাস্তে ন বিচারণীয়চরিতাস্তিষ্ঠন্তু কিং বর্ণ্যতে
সুন্দস্ত্রীদমনেঽপ্যখণ্ডযশসো লোকে মহান্তো হি তে।

---

* অঙ্কান্তপাত্রৈরঙ্কাস্যং ছিন্নাঙ্কস্যার্থসূচনাৎ।
(সাহিত্য দর্পণ)

† দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যুরতস্তথা॥
(সাহিত্য দর্পণ)

যানি ত্রীণ্যপরাঙ্মুখাণ্যপি পদাণ্যাসন্ খরায়োধনে
যদ্বা কৌশলমিন্দ্রসূনুনিধনে তত্রাপ্যভিজ্ঞো জনঃ॥

(উত্তর।৫।)

হে চন্দ্রকেতু রঘুপতির মহিমা কে না জানে? তাঁহারা প্রাচীন, সুতরাং তাঁহাদের চরিত্র সমালোচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে, তাঁহারা থাকুন তাঁহাদের চরিত বর্ণনায় প্রয়োজন নাই। তাড়কাকে দমন করিয়াও তাঁহারা স্ত্রীবধ জনিত পাপে কলঙ্কিত হন নাই পরন্তু ভুবনে তাঁহাদের যশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং তাঁহারাই প্রধান লোক বলিয়া পরিচিত। খর ও দূষণের সহ যুদ্ধকালে তিনি যে ত্রিপাদভূমি পশ্চাদ্ভাগে বিচলিত হন নাই এবং বালীবধ কালে তিনি যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও সকলেই জানে।*

ভবভূতি স্বীয় নাটকের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রসের সঞ্চার করিয়াছিলেন। কোথায়ও বীর, কোথায়ও করুণ, এবং কোথায়ও বা বীভৎস প্রভৃতি রস সঞ্চারিত হওয়ায় তাঁহার নাটকত্রয় রঙ্গদর্শকগণের সবিশেষ আস্বাদ্যমান হইয়াছিল। পাঠক ও শ্রোতৃগণ তাঁহার কাব্যে বিভিন্নরস আস্বাদন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বীর রসের উদাহরণ স্বরূপে বীরচরিতের ২য় অঙ্ক হইতে নিম্নলিখিত স্থলটী উদ্ধৃত হইল:—

কৈলাসোদ্ধারসারত্রিভুবনবিজয়োর্জ্জিত্যনিষ্কানদোষ্ণঃ
পৌলস্ত্যস্যাপি হেলোপহতরণমদো দুর্দ্দমঃ কার্ত্তবীর্য্যঃ।
যস্য ক্রোধাৎ কুঠারপ্রবিঘটিতমহাস্কন্ধবন্ধস্থবীয়ো
দোঃশাখাদণ্ডমুণ্ডস্তরুরিব বিহিতঃ কুণ্যকন্দঃ পুরাভূৎ॥
সোঽয়ং ত্রিঃসপ্তবারানবিকলবিহতক্ষত্রতন্ত্রপ্রসারো
বীরঃ ক্রৌঞ্চস্য ভেদাৎ কৃতধরণিতলাপূর্ব্বহংসাবতারঃ।
জেতা হেরম্বভৃঙ্গিপ্রমুখগণচমূচক্রিণস্তারকারে।
স্ত্বাং পৃচ্ছন্ জামদগ্ন্যঃ স্বগুরুহরধনুর্ভঙ্গরোষাদুপৈতি॥

(বীর।২।)

ভুজসমূহ দ্বারা অনায়াসে কৈলাস পর্ব্বতের উত্তোলন ও ত্রিভুবনের বিজয় সাধন করিয়া যিনি অবহেলাক্রম রাবণের রণমদ বিনষ্ট করিয়াছিলেন সেই দুর্দ্দম কার্ত্তবীর্য্য পুরাকালে যাঁহার ক্রোধপ্রেরিত কুঠারের আঘাতে স্কন্ধ, বাহু ও মস্তকবিহীন হইয়া মূলাবশেষ বৃক্ষের ন্যায় অস্থিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিলেন, যিনি একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়জাতির প্রসার সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, ক্রৌঞ্চপর্ব্বত বিদারিত করিয়া যিনি ধরণীতলে অপূর্ব্ব

---

* তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং কৃতাস্ত্রো রুধিরপ্লুতম্।
অপসর্পদ্ ভিন্নপদং কিঞ্চিত্ত্বরিতবিক্রমঃ॥
(রামায়ণম্)

হংসগণের আগমন দ্বার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, হেরম্বভৃঙ্গিপ্রমুখসেনামণ্ডলপরিশোভিত কার্ত্তিকেয় যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন সেই বীর জামদগ্ন্য স্বগুরু মহেশ্বরের ধনুর্ভঙ্গজনিত ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া রামচন্দ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে উপস্থিত হইতেছেন।

করুণরসের দৃষ্টান্ত স্বরূপে উত্তরচরিতের ৩য় অঙ্ক হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

হাহা দেবি স্ফুটতি হৃদয়ং স্রংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তর্জ্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা
বিষ্বগ্মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি॥

(উত্তর।৩।)

রাম সীতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

হা দেবি আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, দেহবন্ধন শিথিল হইল, জগৎ শূন্য দেখিতেছি, অন্তঃকরণে অবিরত দাহ অনুভব করিতেছি, শোকাভিভূত অন্তরাত্মা নিরতিশয় অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া অতিগাঢ় অন্ধকারেই যেন নিমগ্ন হইতেছে, মোহ চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থসমূহকে আবৃত করিতেছে। এবম্প্রকার অবস্থাপন্ন হইয়া এই হতভাগ্য কিরূপে জীবনধারণ করিবে।

শৃঙ্গার রসের উদাহরণ স্বরূপে মালতীমাধবের ৮ম অঙ্ক হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

দগ্ধং চিরায় মলয়ানিলচন্দ্রপাদৈঃ
নির্ব্বাপিতন্তু পরিরভ্য বপুর্ন্ন নাম।
আমত্তকোকিলরুতব্যথিতা তু হৃদ্যা
মদ্য শ্রুতিঃ পিবতু কিন্নরকণ্ঠি বাচম্॥

মাধব মালতীকে বলিতেছেন :—

বহুদিন পর্য্যন্ত মলয়ানিল ও চন্দ্রকিরণ দ্বারা দগ্ধ আমার এই দেহ তুমি আলিঙ্গন করিয়া নির্ব্বাপিত কর নাই। হে কিন্নরকণ্ঠি মালতি আমত্ত কোকিলের রব শ্রবণ করিয়া আমার যে শ্রবণেন্দ্রিয় উপতপ্ত হইয়াছে অদ্য সেই শ্রবণেন্দ্রিয় তোমার কণ্ঠনিঃসৃত হৃদয়সন্তর্পণ বাক্য পান করুক।

নিম্নে স্বভাবোক্তির একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল :—

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্।
বহোর্দৃষ্টং কালাদপরমিব মন্যে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং দ্রঢ়য়তি॥

(উত্তর।৩।)

পূর্ব্বে যেখানে নদী ছিল এখন সেখানে কান্তার; পূর্ব্বে যেখানে নিবিড় বৃক্ষরাজী বিদ্যমান ছিল, এখন সেখানে বৃক্ষের বিরল সন্নিবেশ দৃষ্ট হইতেছে; আবার যেখানে পূর্ব্বে বৃক্ষের বিরলভাব ছিল এখন সেখানে ঘনসন্নিবিষ্ট তরুরাজী বিরাজমান; বহুকাল পরে দৃষ্ট হওয়ায় এই বন নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে; কেবল এখানকার পর্ব্বতসমূহ সেই এই বন এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিতেছে।

ভবভূতি সরলভাষায় ও সুমধুর শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। নিম্নে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইল উহাতে অনুপ্রাস অলঙ্কার ও প্রসাদগুণ উভয়ই বর্ত্তমান আছে :—

অসারং সংসারং পরিমুষিতরত্নং ত্রিভুবনং
নিরালোকং লোকং মরণশরণং বান্ধবজনম্।
অদর্পং কন্দর্পং জননয়ননির্ম্মাণমফলং
জগজ্জীর্ণারণ্যং কথমসি বিধাতুং ব্যবসিতঃ॥

(মালতী।৫।)

তুই কেন আজ সংসারকে অসার করিয়া ত্রিভুবন হইতে মালতীরত্ন অপহরণ করিতে উদ্যোগ করিতেছিস্। মালতীর অভাবে লোক আলোক শূন্য হইবে, বন্ধুজন মৃত্যুর আশ্রয় লইবেন, কন্দর্পের দর্প বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, লোকের চক্ষুঃ বিফলনির্ম্মাণ হইবে, বস্তুতঃ নিখিল জগৎ জীর্ণারণ্যে পরিণত হইবে।

রাম কিরূপ দুঃসহ শোক ভোগ করিতেছিলেন তাহা বর্ণন করিতে যাইয়া ভবভূতি লিখিয়াছেন।

অনির্ভিন্নগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো † রামস্য করুণো রসঃ॥

(উত্তর।২।)

রুদ্ধমুখ পাত্রের অভ্যন্তরে সংস্থাপিত কুষ্মাণ্ডাদি দ্রব্য যেরূপ অন্তঃপাক প্রাপ্ত হয় অথচ বহির্দগ্ধ হয় না, সেইরূপ স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য রামকে ত্যাগ করে নাই বলিয়া তিনি অন্তরে গূঢ়ভাবে যে ব্যথা অনুভব করিতেছিলেন বাহিরে তাহার কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই।

যাঁহাদের অপত্য জন্মিয়াছে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন ভবভূতি নিম্নলিখিত শ্লোক লিখিয়া কিরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

অন্তঃকরণতত্বস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশ্রয়াদ্।
আনন্দগ্রন্থিরে কোঽয়মপত্যমিতিবধ্যতে॥

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই তুল্যরূপ স্নেহভাজন বলিয়া জাত অপত্য উভয়েরই অন্তঃকরণকে এক আনন্দ গ্রন্থিদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করে।

---

† পুটপাকঃ—বহির্মৃদাদিলিপ্তস্য অন্তঃস্থস্য কুষ্মাণ্ডস্য পাকঃ।

মালতী ও মাধবের বিরহ কালে কামন্দকী একটী মাত্র শ্লোকে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর সম্বন্ধ সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন ;—

কাম। প্রিয়ো মিত্রং বন্ধুতা বা সমগ্রা
সর্ব্বে কামাঃ শেবধির্জীবিতঞ্চ।
স্ত্রীণাং ভর্ত্তা ধর্ম্মদারাশ্চ পুংসাম্
ইত্যন্যোন্যং বৎসয়ো র্জ্ঞাতমস্তু॥

(মালতী।৬।)

বৎসদ্বয়, তোমাদের জানা থাকুক যে স্ত্রীর পক্ষে স্বামী ও পুরুষের পক্ষে স্ত্রী প্রিয়তম মিত্র, সমগ্র বন্ধুতা, সমস্ত আশা ভরসা সর্ব্ব রত্ন, এমনকি একের জীবন অন্যের সাপেক্ষ।

আলঙ্কারিকগণ ভবভূতির কাব্যে স্থানে স্থানে দোগর ও আবিষ্কার করিয়াছেন। বীরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে পরশুরাম ও রামচন্দ্রের পরস্পর যুদ্ধালাপ চলিতেছে, পরশুরাম রামচন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন ইত্যবসরে কঞ্চুকী আসিয়া নিবেদন করিল "রাজন! কঙ্কণমোচনের নিমিত্ত রামচন্দ্রকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করুন"। পরশুরামের অনুমতি লইয়া রামচন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট এইরূপ স্থলকে অকাণ্ডচ্ছেদ নামক দোষের উদাহরণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। *

সংস্কৃতসাহিত্যে ভবভূতির কাব্য যে অত্যুচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে তাঁহার ভাষা পারিপাট্যই ইহার একমাত্র কারণ নহে। ঐতিহাসিকগণ তাঁহার কাব্য হইতে সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবেন। ভূবৃত্তান্বেষিগণ তাঁহার তিনখান নাটকেই প্রাচীন ভারতের অনেক দেশ, নগর, নদী ও পর্ব্বতের অবস্থান জানিতে পারিবেন। বিভিন্ন প্রকার অবস্থায় নিপতিত হইলে নরনারীর চিত্তে সে সকল বিকার উপস্থিত হয় তাহা তাঁহার কাব্যে পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি যে কেবল করুণরসের বর্ণনদ্বারা লোকহৃদয় দ্রবীভূত করিয়াছেন এরূপ নহে, প্রকৃতির ভীষণ ও রুদ্রমূর্ত্তিও মনোরম ভাষায় ব্যক্ত করিয়া পাঠকবর্গের চিত্তে একাগ্রতা উৎপাদন করিয়াছেন। রামের বিলাপ শ্রবণ করিয়া অনেক সহৃদয় ব্যক্তি অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন। আন্তরিক প্রেম উদারবাক্যে কিরূপে প্রকাশ করিতে হয় ইহা শিক্ষা করিয়া প্রণয়িগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ করিবেন। সংসার বিরক্ত লোকসমূহ তাঁহার বাক্যে প্রশান্ত গম্ভীর ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া শান্তিলাভ করিবেন। কালের সর্ব্বসংহারিণী শক্তি ব্যর্থ করিয়া ভবভূতির কাব্যত্রয় আজিও বিদ্যমান আছে এবং যতদিন জগতে সংস্কৃত ভাষার সমাদর থাকিবে ততদিন তাঁহার কাব্য কোন ক্রমেই বিলুপ্ত হইবে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলী

---

* প্রবিশ্য কঞ্চুকী।
দেব্যঃ কঙ্কণমোক্ষণায় মিলিতা রাজন্। বরঃ প্রেষ্যতাম্॥
রামঃ। এবম্। (বীর।২।)

ভবভূতির প্রতি সমুচিত মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কোল্‌ব্রুক্ সাহেবের মতে মালতীমাধব নাটক অনুপম। শ্রীযুক্ত উইল্‌সন সাহেব ভবভূতির কবিত্বশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত এল্‌ফিনষ্টোন্ সাহেব বলেন ওজোগুণের বর্ণনায় ভবভূতি হিন্দুকবিগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইবার যোগ্য।

কালিদাস ও ভবভূতির তুলনা।

বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত যে সকল নাট্যকারের প্রশংসা সমগ্র ভারতে প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে তাঁহাদিগের মধ্যে কালিদাস ও ভবভূতি সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু এই দুই কবির আপেক্ষিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে চিরদিনই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েই প্রথম শ্রেণীর কবি এবং উভয়েই লিপিকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কালিদাসের কল্পনা অনন্ত, চিত্তবৃত্তি-বর্ণনায় ভবভূতির সমকক্ষ কেহ নাই। কালিদাসের রচনা-প্রণালী সরল ও আড়ম্বর বর্জ্জিত, ভবভূতির লেখনভঙ্গী বিস্তৃতিপূর্ণ ও দীর্ঘসমাস বহুল। কালিদাসের ভাষা মৃদু ও কোমল, ভবভূতির ভাষা সতেজ ও উদাত্ত। কালিদাসের নাটকে যে ব্যক্তিগণের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে তাঁহারা সকলেই আদর্শজগতের লোক, এই পৃথিবীতে তাঁহারা কখনও প্রকৃত প্রস্তাবে বিচরণ করেন নাই। কিন্তু ভবভূতি যে সকল মানবের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহারা যথার্থই এই পৃথিবীর লোক, মনুষ্য সমাজের রীতি নীতি আচার ব্যবহার সভ্যতা ইত্যাদি সমুদায়ই তাঁহাদের চরিত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আদিরসবর্ণনে কালিদাস অদ্বিতীয়, বীর ও করুণরসবর্ণনে ভবভূতির অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচীনেরা বলিয়াছেন "কারুণ্যং ভবভূতিরেব তনুতে।" করুণরস প্রকৃত প্রস্তাবে ভবভূতিই বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহারা আর ও বলিয়াছেন "উত্তরে রামচরিতে ভবভূতি র্বিশিষ্যতে।" উত্তররামচরিতপ্রণেতা ভবভূতি কালিদাসকেও অতিক্রম করিয়াছেন। গোবর্দ্ধনাচার্য্য আর্য্যাসপ্তশতী গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

ভবভূতেঃ সম্বন্ধাদ্ ভূধরভূরেব ভারতী ভাতি।
এতৎকৃতকারুণ্যে কিমন্যথা রোদিতি গ্রাবা ॥

(আর্য্যাসপ্তশতী)

অধিক কি বলিব ভবভূতির করুণরস আস্বাদন করিয়া প্রস্তরও রোদন করে।

কালিদাস লক্ষ্য ও ব্যঙ্গার্থদ্বারা রস অভিব্যক্ত করিয়াছেন কিন্তু ভবভূতির কাব্যে বাচ্যার্থেই রস প্রকটিত হইয়াছে। কালিদাস রসের সূচনামাত্র করিয়াছেন কিন্তু ভবভূতি উহা সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান-শকুন্তলের ৩য় অঙ্কে আমরা দেখিতে পাই মদনবাণাহত দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে অবলোকন করিয়া সহর্ষে বলিতেছেন :—

অয়ে লব্ধনির্ব্বাণম্। এষামে মনোরথপ্রিয়তমা সকুসুমাস্তরণং শিলাপট্ট মধিশয়ানা সখিভ্যামন্বাস্যতে।

অয়ে, চক্ষুর পরিতৃপ্তি লাভ হইল, এই আমার মনোরথপ্রিয়তমা শকুন্তলা পুষ্পময় শিলাতলে শয়ন করিয়া আছেন এবং সখীদ্বয় তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে।

এই দৃশ্যের সহিত ভবভূতি প্রণীত মালতী মাধবের ৩য় অঙ্কে মালতীকে দেখিয়া মাধবের যে অবস্থা হইয়াছে তাহার তুলনা করা যাউক। মাধব বলিতেছেন :—

অবিরলমিব দাম্না পৌণ্ডরীকেন নদ্ধঃ
স্নপিত ইবচ দুগ্ধস্রোতসা নির্ভরেণ।
কবলিত ইব কৃৎস্নশ্চক্ষুষা স্ফারিতেন
প্রসভমমৃতবর্ষেণেব সান্দ্রেণ সিক্তঃ ॥

(মাল।৩।)

যেন আমি পদ্মদলে অবিরল বদ্ধ হইয়াছি, নিরতিশয় দুগ্ধ স্রোতেই যেন আমি স্নান করিলাম, আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষুদ্বারা মালতী যেন আমাকে নিরবশেষ রূপে গ্রাস করিলেন, ঘন অমৃত বৃষ্টিদ্বারাই যেন আমি বেগে অভিষিক্ত হইলাম।

শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত কিরূপ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন তাহা কালিদাস স্পষ্টাক্ষরে কিছু বলেন নাই, 'নেত্রনির্ব্বাণ' এই কথা দ্বারাই দুষ্মন্তের আন্তরিক ভাব অনুমান করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু মালতীকে দেখিয়া মাধবের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। ভবভূতি সতেজ ভাষায় ঐ অবস্থা আমাদের নেত্রপথে উপস্থিত করিয়াছেন। কমলদলে আবৃত হইলে যে অবস্থা ঘটে উহা প্রত্যক্ষযোগ্য।

ভবভূতির শব্দতত্ত্ব।

ভবভূতি যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন উহার পরীক্ষা দ্বারা অনেক রহস্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। অভিনিবেশ সহকারে তাঁহার গ্রন্থসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় তিনি অমরকোষ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অমরসিংহ অস্থি, রক্ত, যুদ্ধ ক্রকচ ইত্যাদি অর্থবাচক যতগুলি পর্য্যায়শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, ভবভূতির কাব্যে তাহার সমস্তই ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকন্তু ভবভূতি এমন অনেক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা অমরকোষে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অমরকোষে যে সকল শব্দের উল্লেখ নাই অথচ ভবভূতির কাব্যে যাহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ কয়েকটী শব্দ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

শব্দ	অর্থ	গ্রন্থ
আকূত	অভিপ্রায়	উত্তর। ৫।
উৎপীড়	বৃদ্ধি	উত্তর। ৩।
কুট্টাক	ছেদক	বীর। ২।
কণ্ডরা	স্নায়ু	বীর। ৫।
কন্দল	সমূহ	উত্তর। ৩।

কুম্ভীনস	সর্প	উত্তর। ২।
খুরলী	নিপুণ, অভ্যাস	বীর। ২।
নলক	দীর্ঘ অস্থি	বীর। ৫।
প্রচলাকিন্	ময়ূর	উত্তর। ২।
প্রতিসূর্য্যক	কৃকলাস	উত্তর। ২।
প্রাগ্ভার	১। শিখর	মাল। ৯।
	২। অগ্রতট	মাল। ৫।
	৩। রাশি	মাল। ৫।
মৌকলি	কাক	উত্তর। ২।
রণরণক*	উদ্বেগ	মাল। ১।
রুণ্ড	কবন্ধ	উত্তর। ৫।
ব্যাতিকর	সম্পর্ক	উত্তর। ৫।
সংস্ত্যায়	১। গৃহ	মাল। ১।
	২। বিশ্রম্ভালাপ	বীর। ১।

"স্যাৎ শরীরাস্থি কঙ্কালঃ" ইত্যাদি বচনে অমরসিংহ কঙ্কাল শব্দের পুংলিঙ্গতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু বীরচরিতের ৫ম অঙ্কে ভবভূতি ঐশব্দ ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন।

বৈদিকসাহিত্যে ভবভূতির অতিগভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। অমরকোষের শব্দ অপেক্ষা

বৈদিক শব্দ। বৈদিক শব্দ তাঁহার অধিকতর আয়ত্ত ছিল। তিনি অনেক বৈদিক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা লৌকিক ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে কোন ক্রমেই সিদ্ধ হইতে পারেনা। বীরচরিত ও মালতীমাধবের ১ম অঙ্কে ভবভূতি যে সোমপীথিন্ * শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন উহা সোমপীথের উত্তর ইন্ প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই সোমপীথ শব্দ কেবল বৈদিক ভাষায় ব্যবহৃত ছিল, লৌকিক ভাষায় উহার প্রয়োগ নাই এবং লৌকিক ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে ঐ শব্দ সিদ্ধ হইতে পারেনা। ঋগ্বেদের টীকায় শ্রীমৎসায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন বৈদিক ব্যাকরণের "পাতৃ তুদি বচি" ইত্যাদি সূত্র অনুসারে পা ধাতুর উত্তর থক্ প্রত্যয় করিয়া পীথশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১ম অধ্যায়ের ৫১ মণ্ডলের ৭ম সূক্তে "তব রাধঃ সোমপীথায় হর্ষতে" ইত্যাদি ঋকে সোমপীথ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* রণরণকো বিয়োগতরুরিতি মালতীমাধব টীকায়াং জগদ্ধরঃ
উৎসুক্যো রণরণকঃ স্মৃত ইতি হলায়ুধঃ।

* সূত্র। সোমপীথিনঃ উড়ম্বরা ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি।
(বীর। ১।)

সূত্র। সোমপীথিনো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি স্ম।
(মাল। ১।)

বীরচরিতের ১ম অঙ্কে সূনৃত * শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এ শব্দটী ও বৈদিক। সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন :—সূতরাং উনয়তি অপ্রিয়ম্ ইতি সূন্ তচ্চেদং ঋতঞ্চেতি সূনৃতম্। যাহা অপ্রিয়কে দূরীভূত করে তাহাই সূন্। সূন্‌প্রিয় এরূপ যে ঋত সত্য তাহাকে সূনৃত বলে। সূনৃত শব্দের অর্থ প্রিয়সত্য।

ভবভূতি বীরচরিতের ১ম অঙ্কে অরিষ্টতাতি † ও মালতী মাধবের ৯ম অঙ্কে শিবতাতি ‡ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন ঐ শব্দদ্বয় কেবল বৈদিক সাহিত্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের ১০ম অধ্যায়ের ১৩৭ মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তে অরিষ্টতাতি শব্দের ব্যবহার আছে। পাণিনীয় বৈদিক প্রকরণের ৪র্থ অধ্যায়ের ষট্‌চত্বারিংশ সূত্রে লিখিত আছে "শিবশমরিষ্টস্য করে" ৪।৪৬, কর অর্থে শিবশম্ ও অরিষ্ট শব্দের উত্তর তাতি প্রত্যয় হয়। বৈদিক তাতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন অরিষ্টতাতি শব্দের অর্থ শুভকর।

ভবভূতির গ্রন্থে বৈদিকশব্দের এইরূপ বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বৈদিক শব্দ ও বৈদিক ভাব তাঁহার স্মৃতি পথে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত। এই হেতু তাঁহার কাব্যে বেদের পূর্ণ প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পালি শব্দ।

ভবভূতির কাব্যে পালিভাষার § ও সম্পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়। মালতীমাধব ও উত্তরচরিতের প্রস্তাবনায় সূত্রধার অপর নটকে মারিষ শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন। মৃচ্ছকটিক, অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রভৃতি নাটকে আর্য্যশব্দ কর্ত্তৃক এই মারিষ শব্দের স্থান অধিকৃত হইয়াছে। ভরতসূত্রে লিখিত আছে "কিঞ্চিদূনস্তু মারিষঃ" কিঞ্চিন্নিম্নপদস্থ ব্যক্তিকে মারিষশব্দে সম্বোধন করিতে হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক সংস্কৃত নাটকে এই মারিষশব্দ কোথা হইতে আসিল। পালিগ্রন্থসমূহে দন্ত্য সকার বিশিষ্ট মারিস শব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। নাট্যসূত্রকার ভরত যে অর্থে মূর্দ্ধন্য ষকারবিশিষ্ট মারিষশব্দের ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন অবিকল ঐ অর্থেই পালিভাষায় দন্ত্য সকার যুক্ত

মারিষ।

---

* রাজা। সাধু ভোঃ সাধু! সূনৃতংহি সূত ভাষসে।

† রাজা। তদত্রভবতা নিষ্পন্নাশিষাং কামমরিষ্টতাতিম্ আশাস্মহে সিদ্ধ এব তু রঘূণাং প্রসূতেরুৎকর্ষঃ।

(বীর।১।)

‡ মাধ। মা পূতনাত্বমুপগাঃ শিবতাতিরেধি।

(মাল।৯।)

§ সূত্র। [নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য।] মারিষ! সুবিহিতানি রঙ্গমঙ্গলানি সন্নিপতিতশ্চ ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রাপ্রসঙ্গেননানাদিগন্তবাস্তব্যো মহাজনসমাজঃ।

(মাল ১।)

সূত্র। মারিষ সর্ব্বথা ব্যবহর্ত্তব্যং কুতো হ্যবচনীয়তা।

(উত্তর।১।)

মারিস পদের ব্যবহার হইয়া থাকে। অধ্যাপক Frankfurter তাঁহার Hand Book of Pali নামক গ্রন্থের ১৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন সম্ভ্রমপূর্ব্বক সম্বোধন করিতে হইলে মারিসপদের প্রয়োগ করিতে হইবে। "আটানাটীয় স্থত্তে" যক্ষপতি বৈশ্রবণ উলাড়া নামক যক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

নং এসো, মারিস, অমন্থসেসা লভেয্য গমেস্থ বা নিগমেস্থ বা সক্কারং বা গরুকারং বা।

নং এসো, মারিস, অমনুসেসা লভেয্য আলকমন্দায় রাজধানিয়া বৎথুং বা ব্াসং বা।

নং এসো, মারিস, অমনুসেসা লভেয্য যক্খানম্ সামিতিং গন্তুং।

(আটানাটিয় স্থত্ত)

পালিভাষার সকার বিশিষ্ট মারিসশব্দ হইতে সংস্কৃত নাটকের ষকার যুক্ত মারিষশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ অনুমান বোধ হয় অন্যায্য নহে। পালি বর্ণমালায় তালব্য শ ও মূর্দ্ধন্য ষকারের অস্তিত্ব নাই এই জন্য পালিভাষায় দন্ত্য স সংযুক্ত মারিসশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ শব্দই আবার সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট হইবার সময়ে ষত্ববিধির বশবর্ত্তী হইয়া ষকার বিশিষ্ট হইয়াছে। পালি ভাষা দক্ষিণ দিকেই সম্যক্ বিস্তারলাভ করিয়াছিল, কবি ভবভূতিও দাক্ষিণাত্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন অতএব তাঁহার কাব্যে পালি ভাষার প্রভাব অবলোকন করিয়া আমাদের বিস্মৃত হইবার কারণ নাই।

পালিভাষার মারিসশব্দ কোন্ সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে ইহাই আমাদের সবিশেষ দ্রষ্টব্য। ললিতবিস্তর, জাতকমালা, অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ অনুসন্ধান করিলে অবগত হওয়া যায় বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের মার্ষশব্দই পালি-ভাষার মারিস পদে পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থে ব্যবহৃত মার্ষশব্দের বিশেষত্ব * এই যে উহা কিঞ্চিন্ন্যূন ব্যক্তির প্রতি বহুল পরিমাণে প্রযুজ্যমান হয় বটে কিন্তু উচ্চতর ব্যক্তি ও অত্যন্ত নীচব্যক্তির সম্বোধন কালে সময়ে সময়ে উহার প্রয়োগ করিয়া থাকেন ললিতবিস্তরের ১৫শ অধ্যায়ে ইন্দ্র দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন :—

অদ্য মার্ষা বোধিসত্ত্বোঽভিনিষ্ক্রমিষ্যতি। (ললিতবিস্তর।১৫।) হে পূজনীয় দেবগণ আজ বোধিসত্ত্ব গৃহত্যাগ করিবেন। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার ৩য় বিবর্ত্তে দেবগণ ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন ঃ—

উদ্গৃহীতব্যা মার্ষ প্রজ্ঞাপারমিতা। ধারয়িতব্যা মার্ষ প্রজ্ঞাপারমিতা। বাচয়িতব্যা মার্ষ প্রজ্ঞাপারমিতা। পর্য্যবাপ্তব্যা মার্ষ প্রজ্ঞাপারমিতা। প্রবর্ত্তয়িতব্যা মার্ষ প্রজ্ঞা-

---

* মার্ষশব্দ সম্বোধন ভিন্ন অন্যস্থলে ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে :—চতুঃষষ্ঠ্যাকারৈর্মার্ষৈঃ সম্পন্নং কুলং ভবতি যত্র চরমভবিকো বোধিসত্ত্বঃ প্রত্যাজায়তে। (ললিতবিস্তর ৩য় অধ্যায়) যে কুলে বোধিসত্ত্ব চরম জন্ম লাভ করেন এ কুল চতুঃষষ্টি গুণ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পারমিতা। দেশয়িতব্যা মার্ষ প্রজ্ঞাপারমিতা। উপদেষ্টব্যা মার্ষ প্রজ্ঞাপারমিতা। উদ্দেষ্টব্যা মার্ষ প্রজ্ঞাপারমিতা। স্বধ্যেতব্যা মার্ষ প্রজ্ঞাপারমিতা।

(প্রজ্ঞাপারমিতা, ৩য় বিবর্ত্ত পৃঃ।)

হে পূজনীয় দেবেন্দ্র পরম জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, ধারণ করিতে হইবে, প্রচার করিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে, প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, আদেশ করিতে হইবে, উপদেশ করিতে হইবে, উদ্দেশ করিতে হইবে ও সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিতে হইবে।

বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর সংস্করণ ললিত বিস্তরের ৫৫৮ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায় বুদ্ধ কোন নাবিককে মার্ষপদে সম্বোধন করিতেছেন :—

অথ খলু ভিক্ষব স্তথাগতো নাবিকসমীপমুপাগমৎ পারসন্তরণায়। স প্রাহ। প্রযচ্ছ গৌতম তরপণ্যম্। ন মেঽস্তি মার্ষ তরপণ্যং ইত্যুক্ত্বা তথাগতো বিহায়সা সর্ব্বাতীরাৎ পরংতীর-মগমৎ। (ললিতবিস্তর, পৃঃ ৫২৮)

তদনন্তর তথাগত নদীপার হইবার জন্য নাবিক সমীপে গমন করিলেন। নাবিক বলিল হে গৌতম তরপণ্য প্রদান করুন। হে নাবিক মহাশয় আমার তরপণ্য নাই এই কথা বলিয়া তথাগত আকাশপথে নদীর একতীর হইতে অপরতীরে গমন করিলেন।

জাতকমালা গ্রন্থে বুদ্ধ কন্দর্পকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন :—

বোধিসত্ব। মার্ষ মর্ষয়তু ভবান্। মহাশয় আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

করুণা পুণ্ডরীক গ্রন্থে সপ্ততি সহস্র যক্ষ, বৈশ্রবণ ও অন্যান্য যক্ষগণকে বলিতেছেন :—

সপ্ততির্যক্ষসহস্রাণি কথয়ন্তি বয়ং মার্ষা ভগবতোঽর্থায়াহারং সজ্জীকরিষ্যামো ভিক্ষুসংঘস্য চ।

(করুণাপুণ্ডরীকম্, তৃতীয়ঃ পরিবর্ত্তঃ।)

হে মহাশয়গণ আমরা ভগবান্ বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের নিমিত্ত আহার সংগ্রহ করিব।

আমরা উদ্ধৃতস্থল কয়েকটীতে দেখিতে পাইলাম ইন্দ্র দেবগণকে দেবগণ ইন্দ্রকে, বুদ্ধ কন্দর্প ও নাবিককে এবং যক্ষগণ বৈশ্রবণ ও অন্যান্য যক্ষকে মার্ষপদে সম্বোধন করিয়াছেন। উল্লিখিত বাক্যসমূহ ও অন্যান্য যে সকল স্থানে মার্ষশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ঐ সকল স্থল পর্য্যালোচনা করিয়া প্রতীয়মান হয় নাট্য সূত্রকার ভরত ষকার বিশিষ্ট মারিষশব্দের ব্যবহার বিষয়ে যে নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন অথবা পালিগ্রন্থে সকার বিশিষ্ট মারিসপদের যে প্রয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রাচীন বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থসমূহে মার্ষশব্দের প্রয়োগ বিষয়ে ঐরূপ কোন বিশেষ নিয়ম প্রচলিত ছিল না। যে প্রকারে সংস্কৃতভাষার আর্য্যশব্দ পালিভাষায় অরিয় এইরূপ ধারণ করিয়াছে প্রায় ঐ প্রকারেই সংস্কৃত মার্ষশব্দ পালিভাষার সুকোমল মারিসপদে পরিণত হইয়াছে। রেফ্‌যুক্ত ষকারের উচ্চারণ সহজ নহে এই জন্যই পালিভাষায় ইকারদ্বারা রেফ ও ষকারের পরস্পর ব্যবধান করা হইয়াছে।

আবুত্ত।

ভবভূতি উত্তররাম-চরিতের ১ম অঙ্কে আবুত্তশব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। উত্তরচরিতের টীকাকারগণের মতে ঐ শব্দের অর্থ ভগিনীপতি। রামচন্দ্র অষ্টাবক্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ—

রামঃ। নির্ব্বিঘ্নঃ সোমপীতী আবুত্তোমে ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গঃ।

(উত্তর। ১।)

আমার আবুত্ত ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ নির্ব্বিঘ্নে সোমযজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন ত? এই স্থলে আবুত্তশব্দের ভগিনীপতি অর্থ অসঙ্গত নহে এবং সাহিত্যদর্পণকার ও বলিয়াছেন নাটকে যে আবুত্তশব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে উহার অর্থ ভগিনীপতি।

কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের ৬ষ্ঠ অঙ্কের প্রবেশকে আবুত্ত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। নগরের রক্ষিদ্বয় (Constables) রাজশ্যালককে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতেছেঃ—

উভৌ। জং আবুত্ত আনবেই কহেদু। (অভিজ্ঞানশকুন্তল। ৬।) আবুত্তের যাহা আজ্ঞা হয় তাহাই বলুন।

পুনরায় যখন শ্যালক মহারাজের সম্মুখে গমন করিতেছেন তখন রক্ষিদ্বয় বলিতেছে ঃ—

উভৌ। পবিশদু আবুত্তে শামিপশাদশ। (অভিজ্ঞানশকুন্তল। ৬।)

মহারাজকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আবুত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করুন। ষষ্ঠ অঙ্কের প্রবেশকে এইরূপ ছয়টি স্থলে আবুত্তশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল স্থলে ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। অভিজ্ঞান শকুন্তলের কোন কোন টীকাকার লিখিয়াছেন এই সকল স্থলে ও আবুত্ত শব্দের অর্থ ভগিনীপতি। রাজশ্যালককে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত নগরের রক্ষিদ্বয় তাঁহাকে আবুত্ত বা ভগিনীপতি পদে সম্বোধন করিয়াছিল। কিন্তু এই ব্যাখ্যা আমাদিগের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না কারণ রাজ্যশ্যালকের অনুপস্থিতিতে ও রক্ষিদ্বয়ের একজন অন্যতরকে বলিতেছে ঃ—

প্রথমতঃ। জাণুঅ চিলাঅই কু আবুত্তে। (অভিজ্ঞান শকুন্তল। ৬।) হে জানুক আবুত্তের আগমনে বিলম্ব হইতেছে।

যদি রাজশ্যালকের পরিতোষ উৎপাদনই রক্ষিদ্বয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে উহারা কখনই তাঁহাকে আবুত্তনামে অভিহিত করিত না। প্রাচীন কবি কালিদাসের গ্রন্থে এই সকল প্রয়োগ দেখিয়া আমাদিগের অনুমান হয় আবুত্ত শব্দের মৌলিক অর্থ ভগিনীপতি নহে। সংস্কৃত ভাষায় আবুত্ত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত কোন বিশিষ্ট অর্থ পাওয়া যায় না। পালিভাষায় যে আবুসো পদের প্রয়োগ আছে উহার অর্থ বন্ধু, বৃদ্ধ ও মাননীয়। সচ্চবিভংগ নামক পালিগ্রন্থে সারিপুত্র ভিক্ষুকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতেছেন ঃ—

কতমা চ আবুসো দুক্খং অরিয়সচ্চম্।

কতমা চ আবুসো জাতি।

কতমা চ আবুসো জরা।

কতমা চ আবুসো মরণম্।

কতমা চ আবুসো সোকো।

হে মাননীয় ভিক্ষুগণ দুঃখ এই আর্য্যসত্যের অর্থ কি? জাতি, জরা, মরণ ও শোক কাহাকে বলে?

এই স্থলে মাননীয় অর্থে যে আবুসো পদের ব্যবহার দৃষ্ট হইল উহা আয়স্মা শব্দের সম্বোধন বিভক্তি যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার আয়ুষ্মৎ শব্দই বোধ হয় পালি-ভাষার আয়স্মা শব্দে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সংস্কৃত আয়ুষ্মৎ শব্দের মৌলিক অর্থ দীর্ঘায়ু-বিশিষ্ট, বৃদ্ধ বা প্রাচীন। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় বৃদ্ধবাচক আয়ুষ্মৎ শব্দ ও পালিভাষায় মাননীয় বাচক আয়স্মা শব্দ পরস্পর বিভিন্ন নহে। এই আয়স্মা শব্দের সম্বোধন বিভক্তিতে আবুসো পদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পালিভাষার আয়স্মা বা আবুসো পদ হইতেই কালিদাস ও ভবভূতির আবুত্ত পদ জন্মলাভ করিয়াছে। আয়ুষ্মৎ, আয়স্মা, আবুসো ও আবুত্ত এই কয়েকটী পদের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। সুতরাং এই আবুত্ত শব্দের মৌলিক অর্থ বৃদ্ধ বা মাননীয়। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে রক্ষিদ্বয় রাজশ্যালকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই আবুত্ত পদের প্রয়োগ করিয়াছিল, ভগিনীপতি পদে সম্বোধন করিয়া রাজশ্যালকের অযথা পরিতোষ উৎপাদন তাহাদের অভিপ্রায় ছিলনা। বৃদ্ধ অর্থ বাচক আয়ুষ্মৎ শব্দ হইতে মাননীয় অর্থ বাচক আয়স্মা শব্দের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে কিন্তু মাননীয় ও বন্ধুবাচক আয়স্মা বা আবুসো পদ হইতে ভগিনীপতি বাচক আবুত্ত শব্দের* কিরূপে উৎপত্তি হইল ইহাই চিন্তনীয়। *

দোহদ। উত্তরচরিতের ১ম অঙ্কে ভবভূতি দোহদ শব্দের † পুংলিঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু অমরকোষে ঐ শব্দ নপুংসক লিঙ্গান্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধ্যাপক উইল্‌সন সাহেবের মতে দোহদ শব্দ সংস্কৃত নহে, দৌহৃদ এই সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃত ভাষায় দোহদ এই আকৃতি ধারণ করিয়াছে। রঘুবংশের ৩য় সর্গে

---

* কয়েক মাস পূর্ব্বে নবদ্বীপনিবাসী মদীয় অন্যতম অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অজিত-নাথন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে আমার কথোপকথন হয়। তিনি বলেন শ্যালক ও ভগিনীপতি এই দুইটী শব্দ পরস্পর বিপর্য্যস্তভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

† অষ্টাবক্রঃ। ইদং ভগবত্যা অরুন্ধত্যা দেবীভিঃ শান্তয়া চ ভূয়োভূয়ঃ সন্দিষ্টম যঃ কশ্চিদ্ গর্ভদোহদোঽস্যাঃ সোঽচিরাৎ সম্পাদয়িতব্যঃ।

(উত্তর।১।)

কালিদাস 'সুদক্ষিণা দৌহৃদলক্ষণং দধৌ" এই বাক্যে দৌহৃদ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং উহার টীকাকার মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথ লিখিয়াছেন, স্বহৃদয়েন গর্ভহৃদয়েন চ দ্বিহৃদয়া গর্ভিণী তৎসম্বন্ধিত্বাৎ গর্ভো দৌহৃদমিত্যুচ্যতে" নিজের হৃদয় ও উদরস্থ শিশুর হৃদয় এই দুই হৃদয় বিশিষ্ট বলিয়া গর্ভিণীকে দ্বিহৃদয়া বলে এবং ঐ দ্বিহৃদয় শব্দের উত্তর যত প্রত্যয় করিয়া দৌহৃদ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই দৌহৃদ শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে দোহদ শব্দের ও অবিকল ঐ অর্থ; অতএব যে সময়ে দোহদ এই প্রাকৃত শব্দ সংস্কৃত ভাবাপন্ন হইয়া দৌহৃদের স্থান অধিকার করিয়াছিল সেই সময়ে উহা উহার স্বাভাবিক নপুংসক লিঙ্গ ত্যাগ করে নাই। অমর সিংহের সময়ে দোহদ শব্দ নপুংসক লিঙ্গান্ত ছিল বটে কিন্তু ভবভূতির সময়ে উহা একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃত শব্দ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং দৌহৃদ এই নপুংসকলিঙ্গান্ত শব্দ হইতে দোহদ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল এরূপ বিশ্বাস দূরীভূত হয়। পুংলিঙ্গান্ত শব্দের ন্যায় অবয়ব দেখিয়া ভবভূতি এই দোহদ শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন।

কদন

উত্তর চরিত নাটকের ৫ অঙ্কে "তৎ কিং নিজে পরিজনে কদনং করোষি" ইত্যাদি বাক্যে যুদ্ধ ও হত্যা অর্থে কদন শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অমরকোষে এই কদন শব্দের উল্লেখ নাই। পাণিনীয় ধাতুপাঠে যে কাদি বা কন্দ্ ধাতুর উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় উহার উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিলে কন্দন পদ সিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু কদন পদ নিষ্পন্ন হয় না। কেহ কেহ বলেন কদ্ ধাতুর উত্তর ণিচ প্রত্যয় করিয়া কাদি ধাতু নিষ্পন্ন হয়। ঐ কাদি ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিয়া কদন পদ সিদ্ধ করা যায়। ঘটাদিত্ব হেতু কাদির স্বর হ্রস্ব হইয়াছে। অন্যেরা কদ্ ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিয়া কদন পদ নিষ্পন্ন করেন। আমাদের বোধ হয় কদন শব্দ স্কন্দন শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। পালি বা প্রাকৃত ভাষার প্রভাবে স্ক এর সকার এবং ন্দ এর নকার লুপ্ত হয়। অমরসিংহ ও "মৃধমাস্কন্দনং সাংখ্যং সমীক সম্পরায়কম্" ইত্যাদি যুদ্ধ বাচক শব্দ সমূহের মধ্যে আস্কন্দন শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। অমরকোষের আস্কন্দন বা স্কন্দন শব্দই ভবভূতির কদন শব্দের মূল এইরূপ অনুমান হয়।

ঝাম্।

উত্তরচরিতের ২য় অঙ্কে "স্থানে স্থানে মুখর ককুভো ঝাংকৃতৈ নির্ঝরাণাং" এই শ্লোকে ভবভূতি ঝাংকৃতি বা ঝাং শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। ঝাংশব্দের অর্থ নির্ঝর বা পার্ব্বতীয় বারিপ্রবাহের পতনধ্বনি। এই ধ্বনির সাধারণ নাম ঝাং ঝাং বা ঝাঁ ঝাঁ। এক্ষণে দেখা যাউক এই ঝাংকৃতি শব্দ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল। সংস্কৃত ধ্মাধাতুর অর্থ শব্দ করা বাদন করা বা বাজান এবং উত্তরচরিতের ৫ম অংক "জ্যানির্ঘোষমমন্দদুন্দুভি-রবৈরাধ্মাতমুজ্জৃম্ভয়ন্" ইত্যাদি স্থলে ভবভূতি স্বয়ং যে ধ্মা ধাতুর ব্যবহার করিয়াছেন সেই ধ্মা ধাতুই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ঝাং বা ঝাঁ শব্দে পরিণত হইয়াছিল। পালিভাষার প্রভাবে অথবা প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে যে কোন

প্রকারেই হউক না কেন যে সময়ে ধ্যাশব্দ ঝাঁশব্দে ও উপাধ্যায় শব্দ ওঝাশব্দে পরিণত হইয়াছে সেই সময়ে নিশ্চয়ই সংস্কৃতভাষা জরাজীর্ণ ও মারহাট্টা, হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া ত্রৈলঙ্গী, প্রভৃতি উপভাষা সমূহের সূত্রপাত হইয়াছে।

মড় মড়। উত্তরচরিতের ৪র্থ অঙ্কে অস্থির মর্দ্দনধ্বনি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ভবভূতি মড়-মড়ায়িত পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। মড়মড়ায়িত শব্দের মড়্ অংশ মৃদ্ধাতু বা মর্দ্দ্ধাত্ববয়ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পালি-ভাষার প্রভাবে মর্দ্দের রেফ্ বিলুপ্ত হয় এবং সংস্কৃতভাষার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হওয়ায় মর্দ্দের দকার ডকারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালে মর্ম্মরশব্দ যে যে স্থলে ব্যবহৃত হইত পরবর্ত্তীকালে উহার কতিপয়স্থল নবগ্রথিত মড়মড় কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। যে মৃধাতু পূর্ব্বে মর্দ্দন অর্থেও প্রযুক্ত হইত এবং "মৃণাতি মর্দ্দয়তি যঃ সঃ মরুৎ," মর্দ্দন করে যে সে মরুৎ এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া যাহা হইতে মরুৎ-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই সকর্ম্মক মৃধাতু কালক্রমে সামান্যতঃ মরণঅর্থে অকর্ম্মকরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই সময়ে মর্দ্দনধ্বনি প্রকাশ করিবার জন্য মৃদ্ধাতু হইতে উৎপন্ন মড়্মড়্শব্দ প্রচার লাভ করিল। অধুনা মর্ম্মর ও মড়মড়্ উভয়শব্দই স্থলবিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

গুণগুণায়মান। উত্তরচরিতের ৬ষ্ঠ অঙ্কে ভবভূতি যে গুণগুণায়মান শব্দের * ব্যবহার করিয়াছেন উহার গুণভাগ গুঞ্জনশব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে সময়ে সংস্কৃত গুঞ্জনশব্দ সর্ব্বসংহারক কালের প্রভাবে গুণ এইরূপ শীর্ণাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে সেই সময়ে গুণগুণায়মান এই শব্দের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া বোধহয়।

ঝঙ্কার, ঝনঝন ঝঞ্ঝা। ভবভূতি মালতীমাধব প্রকরণের প্রথম অঙ্কে ঝঙ্কার, ৬ষ্ঠ অঙ্কে ঝন্‌ঝন্ ও ৯ম অঙ্কে ঝঞ্ঝা † শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সকল সংস্কৃত শব্দের ঝন্‌ভাগ ধ্বন্ ধাতুর অপভ্রংশে উৎপন্ন হইয়াছে। ঝন্ শব্দের দ্বিত্বে ঝন্‌ঝন্ শব্দ এবং ঝন্‌ঝন্ শব্দের সংকোচনে ঝঞ্ঝাশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ঝন্‌ঝন্ বিশিষ্ট অর্থাৎ ধ্বনিবিশিষ্ট বায়ুকে ঝঞ্ঝাবাত বলে।

উপরি উদ্ধৃত কয়েকটী শব্দের পরিণাম বিবেচনা করিলে অনুমিত হয়, ভবভূতি যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন তখন সংস্কৃত ভাষার জরা উপস্থিত হইয়াছিল এবং উহার অস্থি মাংস, হিন্দী, মারহাট্টি, বাঙ্গালা প্রভৃতি উপভাষার সৃষ্টি ও পুষ্টি করিতেছিল। যে সকল

---

* বিদ্যাধরঃ। হন্ত হন্ত সর্ব্বমতিমাত্রং দোষায় যৎ প্রবলবাতাবলিক্ষোভ-
গম্ভীরগুণগুণায়মানমেঘ-মেদুরান্ধকারনীরন্ধ্রনিবদ্ধম্।
(উত্তর। ৬।)

† মাধব। উৎফুল্লার্জ্জুনসর্জ্জবাসিতবহৎপৌরস্ত্যঝঞ্ঝানিল-
প্রেঙ্খোলৎস্খলিতেন্দ্রনীলশকলস্নিগ্ধাম্বুদশ্রেণয়ঃ। (মাল। ৯।)

ভাষাবিৎ পণ্ডিত অব্যক্ত দ্যোতক শব্দসমূহকে আদিম অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাঁহাদিগের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে এস্থলে কিছুই উল্লিখিত হইল না। যে সংস্কৃতভাষার যথাসম্ভব প্রাচীনতম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত শব্দসমূহের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই ভাষার শৈশব বা যৌবন অবস্থায় যে পুনঃ পুনঃ গুঞ্জন অর্থে গুণগুণায়মান পুনঃ পুনঃ অস্থির মর্দ্দন অর্থে মড়মড়, নিশীথ সময়ের বা নির্ঝরের গম্ভীরধ্বনি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ঝাঁ ঝাঁ শব্দ এবং ধ্বনির সহিত প্রবাহিত বায়ু বোঝাইবার জন্য ঝঞ্ঝাশব্দের প্রয়োগ হইত না, তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারা যায়। বর্ত্তমানকালে যদি কোন সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত অতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কাব্য লিখিয়া তাহাতে পত্রের স্খলন অর্থ খস্ খস্ শব্দ অথবা স্ফূর্জ্জথু অর্থে ফুঁশব্দ ব্যবহার করেন তাহা হইলে তিনি কখনই প্রাচীন কবি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারিবেন না। অব্যক্ত দ্যোতক শব্দসমূহ প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুবাদ মাত্র, অব্যক্ত বা প্রকৃতির অনুকরণে ঐ সকল শব্দের জন্ম হইয়াছে। কোন সংস্কৃত মৌলিক শব্দের অপভ্রংশে উহাদের উৎপত্তি হয় নাই, যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যদি অব্যক্ত দ্যোতকশব্দনিষ্ঠ স্বাভাবিক ধর্ম্মই ঐ শব্দ সমূহের প্রযোজক হইত তাহা হইলে প্রাচীনতম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারত হইতে ইউরোপ পর্য্যন্ত সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে অব্যক্ত দ্যোতক শব্দসমূহের আকৃতি একরূপ হইত। বৈদিক যুগের সংস্কৃত ঋষিগণ যে শব্দ দ্বারা ঐ স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রকাশ করিতেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রাকৃত মনুষ্যগণও অবিকল ঐ শব্দ দ্বারাই উক্ত ধর্ম্মের অভিব্যক্তি করিতেন। শ্বেতদ্বীপ ও জম্বুদ্বীপ উভয়ত্রই অব্যক্তদ্যোতক শব্দ তুল্যাকৃতি হইত। কিন্তু দেশভেদে ও কালভেদে অব্যক্ত দ্যোতক শব্দসমূহের আকৃতি ভেদ ঘটিয়া থাকে, অতএব ইহারা কেবল প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণ নহে। ভবভূতির ঝাংকৃতি, গুণ্ গুণ্, মড়্মড়্, ও ঝঞ্ঝা শব্দ তত্তৎশব্দবাচ্য প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন হয় নাই। ভবভূতি আদ্যোপান্ত বেদ আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং বৈদিক আদর্শে তাঁহার কাব্যত্রয় বিরচন করিয়াছিলেন যথার্থ; কিন্তু তিনি তাঁহার সমসাময়িক সংস্কৃত ও পালিভাষার প্রকৃত অবস্থা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যে কেবল বেদের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ নহে, পালিভাষারও সম্পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে এবং তাঁহার সময়ে সংস্কৃত ভাষা যে জরাগ্রস্ত হইয়াছিল ইহাও তাঁহার কাব্য হইতেই অনুমিত হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয়।

গত জ্যৈষ্ঠমাসে গদাধর দাসের জগন্নাথমঙ্গল নামক একখানি পুঁথি কিছুদিনের জন্য আমার হাতে আইসে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু কুচবিহার কলেজের গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ঐ পুঁথিখানি তাঁহার এক প্রতিবেশীর নিকট সংগ্রহ করিয়া দেখিতে দিয়াছিলেন। ঐ প্রতিবেশীর নিবাস আমার স্বগ্রাম জেমো; মুরশিদাবাদ জেলায় কান্দির অন্তর্গত। এই পুঁথিকে বর্ত্তমান প্রবন্ধে জেমোর পুঁথি বলিয়া উল্লেখ করিব।

এই পুঁথি দেখিয়া আমি জানিতে পারি গ্রন্থকার গদাধর দাস মহাভারতপ্রণেতা কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পুঁথির মধ্যে গদাধর বংশপরিচয় ও গ্রন্থরচনারকাল বিস্তৃত-ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আষাঢ় মাসের প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া ১৩০৬ বৈশাখের সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা পাইয়া দেখিলাম, পত্রিকায় বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে সংগৃহীত যে পুঁথির তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই পুঁথির উল্লেখ আছে। পত্রিকার ৫৭ পৃষ্ঠে ২৬০ সংখ্যক পুঁথি গদাধর দাস কৃত 'জগৎমঙ্গল' ও পূর্ব্বোক্ত 'জগন্নাথমঙ্গল' অভিন্ন গ্রন্থ। গ্রন্থের মধ্যে কোথাও 'জগন্নাথমঙ্গল' কোথাও বা সম্ভবতঃ ছন্দের অনুরোধে 'জগৎমঙ্গল' এই নামের ব্যবহার আছে। গ্রন্থের বিষয় উৎকলখণ্ডানুসারে জগন্নাথদেবের ইতিবৃত্ত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা।

বিশ্বকোষ আফিসের পুঁথি হইতে যে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সহিত জেমোর পুঁথির তত্তৎ অংশের কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। এক আধটুকু যা প্রভেদ আছে, তাহা লিপিকারের দোষে উৎপন্ন।

বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের পুঁথির তারিখ সন ১১৬৫ সাল ২২ শে আষাঢ়, লেখকের নাম অনুপচন্দ্র ঘোষ, সাকিম ঝেঞ্রা, পরগণে বারহাজারী, চৌকি কোতলপুর।

জেমোর পুঁথির বিবরণ এইরূপ 'ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণোক্ত উৎকলখণ্ডে শ্রীজগন্নাথমঙ্গল সংপূর্ণঃ॥ সন ১২০৯ বারসত্ত নয় সাল তারিখ ২৪ য়াশাঢ় মোকাম মামুদপুর পরগণে নলদী চাকলে ভূসনা॥ জিলা জসহর লিখিতং শ্রীনবকিশোর সিংহ সাকীম বহড়ান পরগণে মোনহরসাহী জিলা বর্দ্ধমান।'

পুঁথিখানি অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষিত থাকায় কোথাও খণ্ডিত ছিন্ন বা অসম্পূর্ণ হয় নাই। পত্র সংখ্যা ১০২; প্রতি পত্র দুই পৃষ্ঠে লেখা। শ্লোক সংখ্যা আনুমানিক ছয় হাজার।

"ইন্দ্রাণী নামেতে গ্রাম পূর্ব্বাপর স্থিতি। দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥ ইত্যাদি" বহুকালপ্রচলিত বর্ণনা হইতে আমরা জানি মহাভারতপ্রণেতা কাশীরাম দাসের নিবাস সিঙ্গিগ্রাম গঙ্গাতীরে ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত। [ঐগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকট অদ্যাপি বর্ত্তমান। কাশীরাম সম্পৃক্ত কেশে পুকুর প্রভৃতির অস্তিত্বও শুনিতে পাওয়া যায়।] কাশীরাম দাস কায়স্থ কুলে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহারা তিন ভাই। প্রিয়ঙ্কর দাসের পুত্র

সুধাকর; সুধাকরের পুত্র কমলাকান্ত; কমলাকান্তের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস, মধ্যম কাশীদাস, ও কনিষ্ঠ গদাধর। "তৎপুত্র কমলালান্ত কৃষ্ণদাস পিতা। কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠভ্রাতা" ইত্যাদি শ্লোক অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে।

জগন্নাথমঙ্গলের রচয়িতা এই গদাধর। জগন্নাথমঙ্গল হইতে আরও বিস্তৃত বংশ-পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। উভয় পুঁথি হইতে যাহা পাইলাম, ঐ অংশ উদ্ধৃত করা গেল। জেমোর পুঁথির বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন চেষ্টা করি নাই। অন্য পুঁথির বর্ণনা পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইল।

জেমোর পুঁথি	বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের পুঁথি।
ভাগিরথি তিরে বাস ইন্দ্রায়নি নাম।	অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বামপদ তলে।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠীত গণি সিঙ্গি গ্রাম ॥	নিবাস আমার সেই চরণকমলে ॥
অগ্রদ্রপ গোপীনাথ বামপদ তলে।	তাহাতে শাণ্ডিল্যগোত্রে দেব যে দৈত্যারি।
নিবাস আমার সেই চরণকমলে ॥	দামোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি ॥
তাহাতে সাণ্ডিল্যগোত্র দেব জে দৈত্যারি।	ভুবরাজা সুররাজা তাহার নন্দন।
দামোদর পুত্র তার সদা সেবে হরি ॥	ভুবরাজ পুত্র হৈল মিলএ যতন ॥
ভুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্দন।	তাহার নন্দন হয় নাম ধনঞ্জয়।
ভুবরাজ পুত্র হৈল মিন জে কেতন ॥	তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয় ॥
তাহার নন্দন হৈল নাম ধনঞ্জয়।	রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি।
তাহা হৈতে জন্ম হৈল এ তিন তনয় ॥	রঘুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি ॥
রঘুপতি ধনপতি নাম নরপতি।	প্রসন্ন রঘু দেবেশ্বর কেশব সুন্দর।
রঘুপতি পঞ্চ পুত্র প্রতিষ্ঠীত মতি ॥	চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর ॥
প্রিয়ঙ্কর রঘুশ্বর কেশব সুন্দর।	প্রিয়ঙ্কর হৈতে এ পঞ্চ উদ্ভব।
চতুর্থে শ্রীমুখদেব পঞ্চমে শ্রীধর ॥	অনু সুধাকর মধু রাম যে রাঘব ॥
প্রিয়ঙ্কর হৈতে হৈল পঞ্চ উদ্ভব।	সুধাকর নন্দন যে এ তিন প্রকার।
অনু সুধাকর মধু রাম জে রাঘব ॥	ভুমীন্দ্র কমলাকান্ত এ তিন কুমার ॥
সুধাকর নন্দন জে এ তিন প্রকার।	প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
শ্রীমন্ত কমলাকান্তের এতিন কোঙর ॥	রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর ॥
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্করণ।	দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে।
দ্বিতিয়ে শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান ॥	রচিলা পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণে ॥
ত্রিতিএ কনেষ্ঠ দিন গদাধর দাস।	জগত মঙ্গল কথা করিলা প্রকাশ।
জগৎ মঙ্গল কথা করিল প্রকাশ ॥	তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস ॥
ভাগীরথী তীরে বটে ইন্দ্রানী নাম।	
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গি গ্রাম ॥	

নামগুলির সম্বন্ধে উভয় পুঁথিতে স্থানে স্থানে একটু পাঠভেদ আছে। জেমোর পুঁথি খানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও উহার পাঠ অধিক সঙ্গত বোধ হইতেছে। কাশীরামের বংশ তালিকা এইরূপ দাঁড়ায়।

কাশাদাসের বংশের এত সুবিস্তৃত পরিচয় ইহার পূর্ব্বে সাধারণের অগোচর ছিল।

কাশীরাম দাস কোন্ সময়ের কবি, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহা নির্দ্ধারণের বড় সুবিধা ছিলনা। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন কেবল অনুমানমাত্রবলে কাশীদাসের সময় ১০৭৫ সনের নিকটবর্ত্তী স্থির করেন। শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তৎকৃত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যগ্রন্থে কাশীদাসের আনুমানিক সময় নির্ণয়ে চেষ্টা করিয়াছেন। জগন্নাথ মঙ্গল গ্রন্থে দেখা যাই-তেছে, ইহাদের উভয়ের নির্দ্ধারিত কাল কাশীদাসের প্রকৃত সময় হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন :—

"কাশীরাম কবির প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর; পিতামহের নাম সুধাকর, ও পিতার নাম কমলাকান্ত দেব; কমলাকান্তের ৩ পুত্র ছিল, কৃষ্ণদাস কাশীদাস ও গদাধর। এই হস্ত লিখিত সমগ্র মহাভারত রাইপুর রাজবাড়ীতে এখনও আছে, তাহা ১০৩৯ সালের লেখা, সে আজ ২৬৩ বৎসরের কথা। গদাধর কাশীদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; সুতরাং কাশীদাস

ন্যূনাধিক ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন; এবং সম্ভবতঃ ২৭০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের অনুবাদ সাঙ্গ করেন। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহোদয় বলেন কাশীরাম দাসের পুত্র আপন পুরোহিতদিগকে যে বাস্তুভিটা দান করেন, সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে; তাহা ১০৮৫ সালের লিখিত, বলা বাহুল্য এই দানপত্রোক্ত সন আমাদের সনের অনুকূল।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৩১০-৩১১)

পর পৃষ্ঠে দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, "গদাধর লিখিত পুথি আমরা দেখি নাই।" কিন্তু জগন্নাথমঙ্গলে যে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ঐ পুঁথির অস্তিত্বে ও তাহাতে নির্দ্দিষ্ট তারিখে অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ থাকিতেছে না। গ্রন্থের শেষাংশে যেখানে গ্রন্থ রচনার তারিখ আছে, তাহা উভয় পুঁথি হইতে উদ্ধৃত হইল।

জেমোর পুঁথি

স্কন্দ পুরান মত শুনিয়া রচিত্র।
কথা ব্রহ্মপুরাণের প্রস্তাব বিচীত্র॥
না পুজে পুরান ইহ সত্যাদি লোকেতে
তে কারনে করিলাম পাঁচালির মতে॥
ইহা শুনি কৃতার্থ হইব সর্ব্বজন।
ইহলোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ন॥
চতুঃসষ্টী সকাব্দা সহস্র পঞ্চ শত।
সহস্র পঞ্চাস সন দেখা লিখা মত॥
মরসিংহ দেব নামে উৎকলের পতি।
পরম বৈষ্ণব জগন্নাথে ভজে নিতি॥
জগন্নাথ সেবা বিনে নাহি জানে আন।
রাজ্য তৃণবত হরি কার্য্যে পণপ্রাণ॥
অনেক করিল কর্ম্ম প্রিয় জগন্নাথ।
দুষ্ট জন দমন দুঃখিত জন ত্রাণ॥
পুত সম করে সদা প্রজার পালন।
জিনিয়া চম্পক পুষ্প অঙ্গের বরন॥
রাজ চক্রবর্ত্তি সহি জেন দীলীপতি!
ধর্ম্ম ন্যায় তোসন করিল বসুমতি॥
রাজ্যের হইল পতি সঁন পঞ্চদস।
মহাসু প্রতাপী হয় বৈরী গায় জস॥
উৎকলে অনেক গনি নিকট নিগর।
মাখনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর॥
বিসএর বাড়ি স্থিতি সেই ব স্থান।
দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তি পড়িল পুরান॥
সুনিয়া পুরান বড় ইৎসা হইল মনে।
পাচালির মত রচি শ্রীহরি কির্ত্তনে॥
নাহি সন্ধ্যা জ্ঞান নাহি পড়ি ব্যাকরন।
কেবল মুর্খের মতে করিল রচন॥
পণ্ডিত যে জন দোষ ইহার না লবে।
যদি বা অসুদ্ধ হরিপ্রসঙ্গ জানিবে॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ পদপঙ্কজ অভয়।
ভব নারদাদী জাহা মাগয়ে আশ্চয়॥
দিনহীন মতি চাহে সে পায় স্বরন।
চন্দ্র পরসিতে জেন মণ্ডুকের মন॥
সভে মাত্র ভরোশা আছএ এক আর।
পতিত পাচনদিনবন্ধু নাম সার॥
সেই নাম বিনে নাহিক আমার নিস্তার।
গদাধর বসিয়াছে ভরসায় তার॥

বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের পুঁথি

নরসিংহ নামে দেবি উৎকলের পতি।
পরম বৈষ্ণব জগন্নাথে ভজে নিতি॥
স্কন্দপুরানের মত শুনিয়া বিচিত্র।
কত ব্রহ্ম পুরাণের প্রভুর চরিত্র॥
না বুঝয়ে পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে
তে কারণে রচিলাম পাঁচালীর মতে॥

ইহা শুনি কৃতার্থ হইব পঞ্চজন।
ইহ লোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ণ॥
সপ্তষষ্টি শকাব্দা সহস্র পঞ্চশতে।
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখ লেখা মতে॥
মহালয়া তাপী হয় বেরিজ সহর।
উৎকল উত্তম শুনি নিকট নগচর॥
মাখন পুরেতে ঘর তাহার ভিতর।
বিশ্বেশ্বর বাটী চিহ্নিত সেই স্থানবর॥
দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পড়িল পুরাণে।
শুনিয়া পুরাণ বড় হইল মনে॥
পাঁচালির মত রচি শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন।
নাহি সন্ধিজ্ঞান মোর না পড়ি ব্যাকরণ
আমি অতি মূঢ় মতি করিব রচন।
ভাগবত গ্রন্থ করি শ্রীহরি কীর্ত্তন॥
পণ্ডিত যেজন দোষ ইহার না লবে।
যদি বা অশুদ্ধ হরি প্রশংসা জানিবে॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম যে করে আশ্রয়।
ভবআদি পাদপদ্ম মাগয় অভয়॥
দীন হীন চাহি আমি সে পদ স্মরণ।
চন্দ্র পরশিতে যেন মণ্ডূকের মন॥
সবে মাত্র ভরসা আছয়ে এক আর।
পতিত পাবন দীনবন্ধু নাম যার॥
সেই নাম বিনে নাহি আমার নিস্তার
গদাধর করিয়াছে ভরসা যাহার॥
তার মন * * কষ্টেতে বিস্তার।
জগৎ মঙ্গল কহে গদাধর দাস॥

জগন্নাথ মঙ্গল রচনার তারিখ সন ১০৫০ সাল। ঐ সনে শকাব্দ ১৫৬৫ হয়। কিন্তু একখানি পুঁথিতে ১৫৬৪ অন্য খানিতে ১৫৬৭ দেখা যাইতেছে; সম্ভবতঃ ইহা লিপিকরের প্রমাদ। আর এক কথা, উৎকলের রাজা নরসিংহ দেবের রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। এই নরসিংহ দেবের সম্বন্ধে হণ্টার সাহেবের উড়িষ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত উড়িষ্যার রাজগণের তালিকায় কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে।

হণ্টার সাহেবের তালিকানুসারে নরসিংহ দেবের রাজত্ব ১৬২৮ খৃঃ অব্দে আরম্ভ ধরিলে তাহার পঞ্চদশ বর্ষ ১৬৪৩ হয়। ইংরাজী ১৬৪৩ খৃঃ অব্দ বাঙ্গালা ১০৫০ সাল। ঐ সময়েই জগন্নাথ মঙ্গল রচিত হয়।

বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের পুঁথি অনুসারে ইহার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণদাস "কৃষ্ণের গুণ" রচনা করেন, ও শ্রীকাশীদাস "ভারত পুরাণ" রচনা করেন। জেমোর পুঁথিতে এই উল্লেখটা নাই। রাইপুরের রাজবাড়ীর পুঁথি প্রকৃত হইলে তাহাই সমর্থিত হয়। মহাভারত রচনার সময় যাহাই হউক, কাশীদাসের কাল সম্বন্ধে আর সংশয় রহিল না।

কাশীদাস মহাভারত রচনা অসম্পূর্ণ করিয়া পরলোকে যান এইরূপ একটা প্রবাদ আছে। জগন্নাথ মঙ্গলে গ্রন্থকার ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের নামের পূর্ব্বে "শ্রী" যোগ থাকায় তিন ভ্রাতাই ১০৫০ সালে বর্ত্তমান ছিলেন এরূপ বুঝায় কিনা পাঠকগণের বিবেচ্য। তাহা হইলে ঐ প্রবাদ অমূলক।

কাশীদাসেরা তিন ভ্রাতাই বৈষ্ণব ও কাব্যামোদী ছিলেন। কৃষ্ণদাসের রচিত গ্রন্থের নাম কি তাহা জানা গেল না। গদাধরের নাম বঙ্গ সাহিত্যে ইহার পূর্ব্ব হইতেই পরি-

চিত্ত ছিল; তাঁহার গ্রন্থের কথা এত দিনে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থ খানির একটু পরিচয় দিব।

গ্রন্থকার সম্ভবতঃ উৎকলে বাস করিতেন। দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তীর নিকট স্কন্দ পুরাণান্তর্গত উৎকলের কথা শুনিয়া তদবলম্বনে এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থে মহর্ষি জৈমিনি (জয়মুনি) বক্তা নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ শ্রোতা। আরম্ভে নারায়ণ, জগন্নাথ, চৈতন্যদেব, দশাবতার, গুরু ও বৈষ্ণব, ইঁহাদের বন্দনার পর গ্রন্থকারের পূর্ব্বোদ্ধৃত পরিচয় ও তৎপরে জৈমিনি মুখে কথারম্ভ। গ্রন্থোক্ত বিষয়ের নির্ঘণ্ট কতকটা এইরূপ। নীলাদ্রি মাহাত্ম্য। ইন্দ্রদ্যুম্নের উপাখ্যান। ইন্দ্রদ্যুম্নের পুণ্যক্ষেত্র অন্বেষণ। সমুদ্র তীরে শবর বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক অর্চ্চিত নীলমাধবের আবিষ্কার। ইন্দ্রদ্যুম্নের উৎকল গমন ও নীলমাধবের অন্তর্দ্ধান। ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধ যজ্ঞ। শ্বেত দ্বীপ হইতে আগত সমুদ্র জলে ভাসমান দারু প্রাপ্তি। দারু হইতে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্রের নির্ম্মাণ। ইন্দ্রদ্যুম্নের ব্রহ্মলোক যাত্রা। ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া জগন্নাথাদির প্রতিষ্ঠা করেন। রথযাত্রার উৎপত্তি ও বিবরণ। বিবিধ যাত্রার বর্ণনা। ক্ষেত্র মাহাত্ম্য। মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য। কলির বর্ণনা। গ্রন্থ শেষে গ্রন্থের উৎপত্তি বর্ণনা।

গ্রন্থের কবিত্ব প্রাঞ্জল ও সরস। রচনার গুণে তীর্থ মহাত্ম্য বর্ণনাও নীরস হয় নাই। আগাগোড়া পড়িয়া শেষ করা যায়। কবিতার নমুনা স্বরূপ নিম্নে দুইটা স্থান উদ্ধৃত করিলাম।

একদিন মেনকা পার্ব্বতী প্রতি বলে।
কহ ঝিঝ্র ওই হেতু তপস্যা করিলে॥
কনক বরণ সব শরীরের জ্যোতি।
এ দেহে ভূষণ হয় সদাএ বিভূতি॥
চাঁচর চিকুর তোর চামর নিন্দিত।
জটাধর সহ হয় কেমনে পিরীত॥
বদনকমল তোর কোটি চান্দ জিনি।
পাকা দাড়ি দন্তসে এ মুখ শূলপাণি॥
মণি মুকুতার হার তড়িত তপনে।
হাড়মালা আলিঙ্গন করুহ কেমনে॥
মাছি অঙ্গে লাগিলে কস্তুরী দিয়া ধোয়।
এবে অঙ্গে সর্পগণ সদা মারে ছোয়॥
অম্লান বসনেসেজে নিদ্রা নাহি আস্তে।
কেমতে কাঁথায় প্রাণ থাক হর পাশে॥
বৃদ্ধ হইয়া শিবের তিলেক নাহি লাজ।
উলঙ্গ হইয়া থাকে ভূত প্রেত মাঝ॥
অনুক্ষণ দুই চক্ষু ভাঙ্গ খাঞা রাঙ্গা।
শ্মশানে নাচিয়ে বোলে বাজাইয়া শিঙ্গা॥
কভু বাঘাম্বর থাকে কভু দিগম্বর।
লাজে কেহ পড়শিনী না আইসে ঘর॥
ইত্যাদি।

বেদান্ত (বেদজ্ঞ?) ব্রাহ্মণ সঙ্গে করিয়া বিস্তর।
জলে হৈতে দারু ব্রহ্ম তুলিল উপর॥
উপরেতে ছায়া কৈল পীত পটাম্বর।
লক্ষ লক্ষ চারি ভিতে ঢুলায় চামর॥
হেমরত্ন বসন করিল নির্ম্মঞ্ছন।
মুহুমুহু কৈল দান গো অন্ন কাঞ্চন॥

বিচিত্র বিমানে দারু করি আরোহণ।
আপনে চলিল রাজা চরণে গমন॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সরী গায় দুন্দুভি বাজনা।
স্থানে স্থানে যুথে যুথে নাচে বরাঙ্গনা॥
পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে মহা কলরব।
প্রলয় কালেতে যেন উছল অর্ণব॥
ঢাকঢোল ভেরী বাজে দামামা দগড়া।
পট্টিকা মৃদঙ্গ বাজে বাজে ঘোযকাড়া॥
ঢেমচা খেমচা বাজে ডেম্ফ কোটি কোটি
লিখনে না যায় বাদ্যের পরিপাটী॥
শঙ্খ করতাল বাজ ঘণ্টিকা ঝাঝর।
মন্দিরা বিচিত্র বাজে শব্দ ঘোরতর॥
বেণু বংশী শঙ্খ শিঙ্গা বাজএ মুহরি।
অসংখ্য কাহাল বাজে বর্ণিতে না পারি॥
রবাব পিণাক বাজে বিনাক পিনাথ।
স্বর মণ্ডলের শব্দে পরশে আকাশ॥
হস্তী অশ্ব বৃষ নর মুখের নিস্বন।
শ্রবণে লাগিল তালা এ তিন ভুবন॥
মত্ত হঞা নাচে যত ক্ষেত্র বাসী জন।
হরি হরি শব্দ সভে করে ঘনেঘন॥

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ ইহাতেই তৃপ্ত হইবেন আশা করি।

গ্রন্থরচনা সম্বন্ধে প্রস্তাব।

প্রায় ছাব্বিশ বৎসর হইল, মহামতি বীমস্ সাহেব বঙ্গীয় সাহিত্যসাজসম্বন্ধে একখানি অনুষ্ঠান পত্র প্রচার করেন। এই পত্রে তিনি ইউরোপের প্রধান ভাষাগুলির আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন জন্য একটি সভাস্থাপনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডে বীমস্ সাহেবের উক্ত অনুষ্ঠান-পত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। যাহাহউক, উপস্থিত প্রস্তাব অপেক্ষাকৃত বিশদ করিবার জন্য বীম্স্ সাহেবের কথার সারাংশ এই স্থলে পরিগৃহীত হইতেছে। ইউরোপীয় ভাষাসম্বন্ধে বীম্স্ সাহেব এই ভাবে আপনার মত পরিব্যক্ত করিয়াছেন ;—

ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে সংস্কার বিশিষ্ট পাঁচটি ভাষা প্রধান—ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মান, ইতালীয় এবং স্পেনীয়। এই পাঁচ ভাষার মধ্যে যে ভাষা যে দেশে প্রচলিত, সেই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাঠযোগ্য গ্রন্থাদির জন্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট ভাষা আছে। সুশিক্ষিত ইংরেজ ইংলণ্ডের যে বিভাগ হইতেই পুস্তকাদি লিখুন না কেন, এক ভাষাতেই লিখিবেন। এইরূপে বলটিক্ হইতে আল্প পর্য্যন্ত সমগ্র জর্ম্মান জাতি, সাবায় হইতে পালামো পর্য্যন্ত সকল ইতালীয়, লিলে হইতে মার্সেল পর্য্যন্ত সমগ্র ফরাসী, কাটালান, গালিসিয়ান্ প্রভৃতি সমুদয় স্পেনীয় এক একটি সুনির্দ্দিষ্ট সাধুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কিন্তু খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে এইরূপ এক একটি সুনির্দ্দিষ্ট ভাষা ছিল না। প্রদেশ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিত হইত। একটি সর্ব্বজনমান্য সুনির্দ্দিষ্ট ভাষার

সহিত তুলনা না করিলে, কোন ভাষাকে প্রাদেশিক বা অপভ্রষ্ট ভাষা বলিয়া মনে করা যায় না। প্রাচীনকালে এইরূপ সুনির্দ্দিষ্ট ভাষার অভাব ছিল। সপ্তম হেন্‌রির পর অনেক অনেক গুণশালী পুরুষ লণ্ডন মহানগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। এইরূপ শ্রীবৃদ্ধির সহিত তৎস্থানের ভাষাও ক্রমে উন্নতি পথে পদার্পণ করে। এলিজাবেথের রাজত্বকালে কতিপয় চিরস্মরণীয় লেখকচূড়ামণি কর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি প্রণীত হওয়াতে ইংরেজী ভাষা স্থিরীকৃত হয়। সেক্সপীয়র যে ভাষায় অতুল্য নাটকাদি লিখিয়া, অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহার সহিত অপর কোন স্থানীয় ভাষার তুলনা হয় না; সুতরাং তদবধি ইংরেজী ভাষা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ফ্রান্সের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে সেই রাজ্য যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত ছিল, ভাষাও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রচলিত হইয়াছিল। ফলতঃ তৎকালে উক্ত দেশে বহুসংখ্য ভাষা ছিল। সকল ভাষাই লাতিন হইতে উৎপন্ন, এবং কেণ্ট ও জর্ম্মান ভাষার সহিত মিশ্রিত। যদিও এই সকল ভাষার ক্রমে একতা সাধিত হইতেছিল, তথাপি ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত উহার উচ্চারণ, বর্ণবিধান এবং ব্যাকরণের বিশুদ্ধাবস্থা হয় নাই। ১৫৫৯ অব্দে এলিয়ট এবং ১৫৮০ অব্দে মণ্টেন ফরাসী ভাষার একতা সাধন করেন। ১৬৩৫ অব্দে কার্দিনাল্ রিশিলু ফ্রেঞ্চ একাডেমি স্থাপনপূর্ব্বক ভাষার সংশোধনে ও একতা স্থাপনে কৃতকার্য্য হয়েন।

জর্ম্মণি অধিকতর বিস্তৃত রাজ্য; সুতরাং উহাতে ভাষাভেদেরও আধিক্য ছিল। চিরপ্রসিদ্ধ লুথর ১৫০৪ অব্দে বহুপরিশ্রম ও যত্নসহকারে সাধুভাষায় ধর্ম্মপুস্তকের অনুবাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করেন। এই সাধুভাষা ক্রমে প্রাদেশিক ভাষা সমূহকে বিলুপ্ত করিয়া, জর্ম্মণরাজ্যের ভদ্রসমাজের ভাষা হইয়াছে।

ইতালীও এইরূপ নানা প্রাদেশিক ভাষায় পূর্ণ ছিল। এই দেশে যদিও বহুশত বৎসর হইতে লাতিন ভাষা ব্যবহৃত হইত, তথাপি সাধারণ লোকে আপন আপন স্থানীয় ভাষা কখনও ত্যাগ করে নাই। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইতালীতে বিদ্যানুশীলন বিলুপ্ত হয়। পরবর্ত্তী পাঁচশত বৎসরকাল ইতালী উৎকৃষ্ট সাহিত্যালোকের অভাবে ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে। একাদশ শতাব্দী হইতে এই অন্ধকার ধীরে ধীরে তিরোহিত এবং আলোকের সূত্রপাত হইতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রভাত তারাস্বরূপ দান্তে এবং পেত্রার্কার উদয় হয়। এই কবিদ্বয়ের অসামান্য প্রতিভায় ইতালীয় ভাষার একতা সাধিত হইতে থাকে। তদ্দেশের "একাডেমি" দ্বারা উহার স্থায়িত্ব ও সুনির্দ্দিষ্ট অবস্থা ঘটে।

ইতালীর সমস্ত একাডেমির মধ্যে ফ্লোরেন্স নগরের একাডেমি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এই পরিষদ্ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই সময়ে ইতালীয় ভাষা টস্‌কান্ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ফ্লোরেন্সের পরিষদ টস্‌কান্ ভাষার সংশোধনে উদ্যত হয়েন। উত্তরকালে এই পরিষদের কতিপয় সদস্য মূলসভা পরিত্যাগপূর্ব্ব আর একটি সভা স্থাপন করেন। উহার

নাম "একাদামি দেলা ক্রুস্‌কা।" চালুনির মত দোষ ছাঁকিয়া ফেলা উহার উদ্দেশ্য, সেই জন্য ঐ নাম। স্বদেশে যে সকল পুস্তকাদি প্রকাশিত হইত, তৎসমুদয়ের দোষগুণ বিচার করা এই পরিষদের সদস্যদিগের কার্য্য ছিল। রচনাসমূহের গুণের প্রশংসা এবং দোষের উল্লেখ করিয়া, তাঁহারা স্বদেশীয়দিগের বিচারশক্তির উন্মেষ এবং রসগ্রাহিতার উৎকর্ষসম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিষদ্ হইতে "বকেবলেরিয়া দিলা ক্রুস্‌কা" নামক প্রথম পরিশুদ্ধ ইউরোপীয় অভিধান প্রকাশিত হয়।

সথদিগের আক্রমণের পর বহুকাল পর্য্যন্ত স্পেন্ অজ্ঞানান্ধকারে পরিপূর্ণ ছিল। রাজ্যের কিয়দংশ আরবগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত বটে, কিন্তু অপরাপর অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হওয়াতে সহজেই নানা প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত হইয়াছিল। পঞ্চম চার্লস্ এবং দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকালে যে সকল মহাত্মা স্বদেশকে প্রভাবশালী ও শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কাষ্টিলিয়ান্। কবিতা ও প্রবন্ধাবলীর জন্য স্পেনের সাতিশয় প্রসিদ্ধি আছে। স্পেনের প্রাচীন কবিতা প্রায়ই কাষ্টিলিয়ান্ ভাষাতে লিখিত; সুতরাং কাষ্টিলিয়ান্ স্পেনের সাধুভাষার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্পেনে ফ্রেঞ্চ একাডেমির ন্যায় একটি "সাহিত্য পরিষদ" আছে। তদ্দ্বারাও স্পেনীয় ভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বতোভাবে হিতসাধিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় প্রধান ভাষা-পঞ্চকের উৎপত্তি ও উন্নতির ইতিহাস এইরূপ। অতি সংক্ষেপে ও অস্পষ্টভাবে এই ইতিহাস লিখিত হইল। পূর্ব্বে যে সকল একাডেমির উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রধানতঃ তৎসমুদয় দ্বারা এই সকল ভাষার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব বিধান হইয়াছে।

ফ্লোরেন্সের একাডেমি এবং তদনুকরণে যে সকল একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎসমুদয়ের সদস্যগণ পেত্রার্কার গ্রন্থসমূহ আদর্শস্বরূপ গ্রহণপূর্ব্বক অপরাপর কবিদিগের গ্রন্থ সকলের সমালোচনা ও পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। স্বদেশীয় সাহিত্যের এবং ভদ্রসমাজের কথোপকথনের ভাষা নির্ণয় করা সদস্যদিগের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে সদস্যগণ একত্র হইয়া, প্রধান প্রধান গ্রন্থকারের ব্যবহৃত শব্দ ও ব্যাকরণপদ্ধতির বিচার করিতেন। যে যে শব্দ নিয়মসঙ্গত ও উত্তম বোধ হইত, তৎসমুদয় গ্রাহ্য এবং যাহা অবিশুদ্ধ ও অসামাজিক বিবেচিত হইত, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, সদস্যগণ মতামত প্রকাশ করিতেন। এইরূপ উৎকর্ষের এক আদর্শ ধার্য্য হইলে লেখকেরা আপন আপন গ্রন্থ আদর্শের অনুরূপ হইয়াছে কি না, দেখিয়া বিচারার্থ একাডেমিতে সমর্পণ করিতেন। সদস্যগণকর্ত্তৃক সংশোধিত হইলে গ্রন্থ প্রকাশিত হইত। এইরূপ বিচারে যদিও মধ্যে মধ্যে বাগাড়ম্বর ও বৃথা তর্ক-বিতর্ক হইত, তথাপি এতদ্দ্বারা সামাজিক সাহিত্যের মার্জ্জিত অবস্থা ঘটিয়াছিল।

ইতালীয় একাডেমি অপেক্ষা ফরাসী একাডেমি অধিকতর গৌরবান্বিত ও প্রসিদ্ধ ছিল। ফরাসী পরিষদের সদস্যগণ কেবল শব্দের ও সমকালিক গ্রন্থের সমালোচনায় পরিতৃপ্ত হয়েন নাই। তাঁহারা প্রথমেই অভিধান ও ব্যাকরণপ্রণয়নে যত্নশীল হইয়াছিলেন। ফ্রান্সের

সর্ব্বোত্তম গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট শব্দসঙ্কলন এবং অশুদ্ধ, অসামাজিক, দূরকল্পিতভাব বোধক শব্দ পরিত্যাগ তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা ভদ্রসমাজে সাধারণ বাক্যালাপে যে কথা ব্যবহৃত হইত, তাহা গ্রহণ করিতেন, ইতর লোকের ব্যবহৃত শব্দে যদি প্রাঞ্জলতা ও ভাবব্যক্তি গুণ থাকিত, তাহা হইলে তৎপ্রতিও উপেক্ষা দেখাইতেন না। বহুপরিশ্রমে এই অভিধান ১৬৯৪ অব্দে প্রকাশিত এবং ১৭০০ অব্দে সংশোধিত হয়। সাহিত্যসমাজে উহার এমন সম্মান ছিল যে, কখন কোন গ্রন্থকার উহার প্রতি অবহেলা করেন নাই। যে সময়ে ফরাসী ভাষা এইরূপ নির্ণীত হয়, তখন মালেব্রান্স্ প্রভৃতি সুলেখকগণ পরিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহ লিখিয়া, স্বদেশের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, যেমন পদার্থের স্বাভাবিক নিয়মাদি মানুষের বুদ্ধিকৌশলে সুফলদায়ক এবং তৎপ্রতি বিদ্রোহাচরণ করা বিফল হয়, সেইরূপ ব্যাকরণের নিয়মাদির গতিরোধ করা কাহারও সাধ্য নয়। কোন গ্রন্থকার, বিশেষ গদ্যলেখক আপন মাতৃভাষার নির্দ্দিষ্ট নিয়মাদি ভঙ্গ করিতে পারেন না।

ফ্রান্সে যাহা ঘটিয়াছে, ইংলণ্ডে তাহা ঘটে নাই। ফ্রন্সের ভাষাগত প্রণালী সাধারণের ঐক্যে ও যত্নে নির্ণীত হইয়াছে। ইংলণ্ডে সময়ানুসারে ব্যক্তিবিশেষের চর্চ্চায় উহার উন্নতি ঘটিয়াছে। ফ্রান্সে যাহা সাধারণের সমবেতচেষ্টায় সম্পাদিত, ইংলণ্ডে তাহা স্বতঃসৃষ্ট। কিরূপে ইহা ঘটিল, তাহা সহসা বোধগম্য হয় না। ইউরোপীয়গণ জ্ঞানসংগ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করিতে কাতর হয়েন না। ইংরেজ ফ্রান্সে এবং ইতালীতে পর্য্যটন করিয়া, আপনাদের ভাষার সৌন্দর্য্যবিধানে মনোযোগী হয়েন। প্রাচীন কবি চসর, স্বকীয় কবিতামালা মনোহারিণী করিবার জন্য অনেক ফরাসীশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই প্রথা অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। অপর দেশের ভাষার প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত ব্যক্তি-বিশেষের অসামান্য প্রতিভা ইংরেজী ভাষার একতা-বিধান ও উৎকর্ষ-সম্পাদনের সহায় হয়। মহাকবি মিল্টনের "আরিওপেজিটিকা" ইংরেজীপদ্যের অদ্বিতীয় আদর্শ। পরশতাব্দীতে মহাজ্ঞানী জন্‌সন্ অভিধান প্রণয়ন পূর্ব্বক ভাষার স্থায়িত্ব সম্পাদন ও অর্থ-নির্ণয় করেন। এলিজাবেথের সময়ের লেখকদিগের ব্যবহৃত অনেক কঠিন লাতিন শব্দ সাধারণের বোধগম্য ছিল না। জন্‌সন্ তৎসমুদয় এবং অপরাপর লেখকের প্রাদেশিক রূঢ় শব্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকীয় অভিধানে কেবল বিশুদ্ধ-অর্থবোধক ইংরেজী শব্দের সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

এইভাবে ইতিহাস বিবৃতির পর বীম্‌স্ সাহেব প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, একটি বিশেষ সভাদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালা ভাষার স্থিরতা বিধান আবশ্যক। ইউরোপীয় একাডেমিতে প্রায় পঞ্চাশ জন করিয়া সদস্য থাকেন। বঙ্গদেশ বহুবিস্তৃত এবং স্থানীয় ভাষাও অনেক। অতএব বঙ্গীয় একাডেমির শতাধিক সদস্য হইলেও ক্ষতি নাই। অভিধান প্রস্তুত করাই সভার প্রধান কর্ম্ম। ঐ বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠাদি এবং তর্ক বিতর্ক হইবার বাধা নাই। গ্রন্থকারেরা আপন আপন গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে সভায় পাঠ করিবেন এবং সমবেত

পণ্ডিতমণ্ডলীর পরামর্শে উহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে যত্নশীল হইবেন। এইরূপে ক্রমে সাহিত্যের নির্ম্মলতা ও প্রভা বৃদ্ধি হইবে।

২৬ বৎসর পূর্ব্বে দূরদর্শী বীম্‌স্‌ সাহেব এইরূপে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্যের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। একদিকে বঙ্গদর্শনদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ যুগান্তর ঘটিয়াছে, অপর দিকে বান্ধব, ভারতী, আর্য্যদর্শন প্রভৃতিদ্বারাও উহার পরিপুষ্টি হইয়াছে। যাহাহউক, যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগঠনে উদ্যত হয়েন, তাঁহারা বোধহয়, বীম্‌স্‌ সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে একটি সঙ্কলিত আদর্শ আপনাদের সম্মুখে ধরিয়া ছিলেন। অভিধান ও ব্যাকরণ প্রণয়ন করা তাঁহাদেরও প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য ছিল। যখন পরিষদ পুনর্গঠিত হয়, এবং ইংরেজীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষায় যখন উহার প্রস্তাবাদি আলোচিত ও প্রবন্ধাদি লিখিত হইতে থাকে, তখন পরিষদ্‌ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ঘটিত বিষয়ের আলোচনাতেই ব্যাপৃত ছিলেন। সাহিত্য সংসারে যে যে বিষয়ের একান্ত অভাব আছে, সেই সকল বিষয় সুনির্দ্দিষ্ট করিতেই পরিষদের যত্ন ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এখনও পরিষদের এরূপ যত্ন ও আগ্রহ বিলুপ্ত হয় নাই।

অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভাষা ও সাহিত্যকে আপনার পথে লইয়া গিয়া থাকেন। অপর লেখকগণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, তাঁহাদের পদাঙ্কের অনুসরণ করেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত নিয়ম পরবর্ত্তী সময়ে কোন কোন অংশে অপ্রয়োজিত হইলেও কেহই তদ্বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হয়েন না। সেক্‌স্‌পীয়র বা মিল্টন, বেকন্‌ বা জন্সনের ন্যায় অলোক-সাধারণ প্রতিভাশালী মহাপুরুষ ইংরেজী সাহিত্য ও ভাষাকে এইরূপে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়াগিয়াছেন। আমরা, জাতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ প্রভাবশালিনী প্রতিভার ফলভোগ করি নাই। ঈদৃশী প্রতিভায় যে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র অলোকিত হইবে, আমরা সে আশাও করি না। যে অমানুষী শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া, ইংরাজি সাহিত্য অবারিত-বিক্রমে ও প্রবলবেগে উন্নতি-পথে প্রধাবিত হইয়াছে, নিয়তির অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে বোধহয়, আমাদের সাহিত্যে সেইরূপ শক্তির সঞ্চার হইবে না; কিন্তু ইহাতে আমাদের হতাশ্বাস হইবার কারণ নাই। দীর্ঘকালের পরাধীনতায় আবদ্ধ, পরদলিত ও পরনিগৃহীত জাতির সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিভার বিকাশ যে, একবারে হয় নাই, এমন নহে। পদ্যাংশে আমাদের সাহিত্য চির-গৌরবান্বিত। গদ্যাংশে প্রতিভাশালী লেখকদিগের যত্ন ও পরিশ্রম বিফল হয় নাই। রাম-বসুর রচনা, রাজীব লোচনের চেষ্টায় প্রাঞ্জল হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা রামমোহনের প্রতিভায় অভিনব পথে প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের প্রতিভায় উহা সৌন্দর্য্য-শালিনী এবং ওজস্বিনী হইয়া, সাহিত্যে আপনার অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্ত্তীকালে বঙ্কিমবাবু প্রভৃতির প্রতিভায় উহা ভিন্নমুখী হইয়া আত্মপ্রাধান্য অপ্রতিহত ভাবে রাখিয়াছে। ব্যক্তিগত প্রতিভার যতটুকু ফল আমাদের অদৃষ্টে ছিল, তাহা আমরা ভোগ করিয়াছি।

এখন জাতীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তি-সমষ্টির চেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রধানতঃ এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন ইংরেজীর আলোচনা করেন, তাঁহারা ইংরেজী প্রণালীতে ভাষাকে নিগড়বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে সংস্কৃতভক্তগণ শ্রুতিকঠোর সংস্কৃত শব্দমালায় ভাষাকে ভারাক্রান্ত করিতে যত্নশীল হইয়া থাকেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এমন কোন সর্ব্বজনমান্য প্রতিভাশালী পুরুষ নাই, যাঁহার অনুশাসনে এই সকল লেখক সংযত ভাবে থাকিতে পারেন। "বক্তৃতা দান" "চা-বাটীর মধ্যে তুফান উঠিয়াছে" প্রভৃতি ভাষা ইঁহাদের অসামান্য যত্ন সহকৃত সাধনার অপূর্ব্ব ফল। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু রাজনারায়ণ বসু একবার পরিষদকে এই সকল লেখকপুঙ্গবের মোহ ভঙ্গ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। পরিষদ ইঁহাদের লিপি প্রণালীর সমালোচনা করুন বা নাই করুন, তাঁহার সমক্ষে অন্যরূপ কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে। সর্ব্বদা এক শ্রেণীর লেখকের দোষ প্রদর্শন না করিয়া, যদি তাঁহাদের নিকটে উৎকৃষ্ট আদর্শ উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা শিক্ষালাভ করিতে পারেন। সমাজে অন্যান্য বিষয়ের উচ্ছৃঙ্খল ভাবের ন্যায় ভাষাতেও উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিবে। কেবল উপদেশ না দিয়া, মাতৃভাষাদ্রোহীদিগকে ক্রমাগত উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখাইলে, ইঁহারা সেই আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া, ক্রমে সংযতভাব অবলম্বন করিতে পারেন।

মাতৃভাষার পঙ্কোদ্ধার এবং মাতৃভাষাকে উন্নত আদর্শে সৌন্দর্য্যশালিনী করিতে হইলে ভিন্ন দেশীয় পরিষদের প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভাষার সঙ্কীর্ণ ভাব কিরূপে বিশাল ভাবে পরিণত হইয়াছে, যে সূক্ষ্ম জল ধারার প্রতি লোকে একবারও দৃক্পাতও করে নাই, যাহার অন্তর্নিহিত মহাশক্তির বিষয় একবারও ভাবে নাই, কিরূপে তাহা শক্তিসংগ্রহ পূর্ব্বক অপরাপর ক্ষুদ্র জলস্রোতকে আপনার বক্ষঃস্থলে চাপিয়া রাখিয়া বিশাল তরঙ্গিণী আকার ধারণ করিয়াছে এবং স্নিগ্ধ সলিলদ্বারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহিত লোকের হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতেছে, তাহা মনে রাখিতে হইবে। পূর্ব্বে ইউরোপীয় ভাষার যে ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে, তদ্দারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ফরাসী, জর্ম্মান, ইতালীয় প্রভৃতি ভাষা ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ভাষার প্রাধান্য বিলুপ্ত করিয়া, আপনাদের তেজোমহিমার পরিচয় দিয়াছে। তদ্দেশীয় পরিষদ এইরূপ তেজস্বিতাবৃদ্ধির কারণ। কেবল জ্ঞানসংগ্রহের জন্য এই সকল পরিষদের সৃষ্টি হয় নাই। ভাষাকে সুনির্দ্দিষ্ট এবং সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করা পরিষদগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার সামান্য বুদ্ধিতে বোধ হয়, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদেরও এইরূপ উদ্দেশ্য। সংগৃহীত জ্ঞান স্তূপাকারে না রাখিয়া, জাতীয় ভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তৎসমুদায়ের বিনিয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। জ্ঞানসংগ্রহের পথ আমাদের সমক্ষে উন্মুক্ত রহিয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের কোনরূপ অভাব দেখা যায় না। আমাদের দক্ষিণে সংস্কৃত সাহিত্যের

অক্ষয়ভাণ্ডার বিদ্যমান আছে, বামে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সুবিস্তৃত ও বহু সম্পত্তিপূর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে। যে কোন ভাষাতেই জ্ঞানরাশি নিবদ্ধ হউক না কেন, তাহা সভ্যসমাজের নিকট অজ্ঞাতভাবে থাকিতেছে না। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী কোন্ সময়ে কি ভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্য্যাটক চিরদিন দরিদ্রভাবে থাকিয়াও কিরূপে আপনার সংগৃহীত জ্ঞানরত্নে অদ্বিতীয় ধনী বলিয়া, প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক কি পদ্ধতিতে দর্শনের জটিল তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি। এখন কেবল জ্ঞানসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, সংগৃহীত জ্ঞানে জাতীয় সাহিত্যের অভাবমোচন করা কর্ত্তব্য হইতেছে। কোন্ স্থানে অশোকের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইল, এই লিপি কোন্ সময়ে কি উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়াছিল, গবেষণাকুশল লেখক যদি কেবল এই বিষয়টুকুর আলোচনাতেই আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিসমাপ্তি না করিয়া, অশোকের সুসম্বদ্ধ জীবনী বা মগধ সাম্রাজ্য ও মৌর্য্যবংশীয় ভূপতিদিগের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ অভিনব উপাদানে জাতীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টির সহিত উহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইতে পারে। দেবপ্রতিমার হস্ত, পদ, মুণ্ড পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে থাকিলে উহার সৌন্দর্য্য অনুভূত হয় না। কিন্তু ঐ গুলি যদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত, সুরঞ্জিত ও সুসজ্জিত হয়, তাহাহইলে দর্শকের যেরূপ আনন্দ জন্মে, দেবায়তনও সেইরূপ শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যরূপ দেবগৃহের মাতৃভাষারূপিণী দেব-প্রতিমাকেও এইরূপে সুসজ্জিত করিতে হইবে। বিষয়গুলি বিচ্ছিন্নভাবে রাখিয়া, ভবিষ্যবংশীয়দিগের উপর উহার সংযোজনভার সমর্পণপূর্ব্বক নিশ্চিন্তভাবে থাকা সঙ্গত নহে। এই মহত্তর কর্ম্মে আমাদিগেরই আত্মোৎসর্গ করা উচিত। সংক্ষেপে তত্ত্বদর্শী স্যার উইলিয়ম্ জোন্সের পদাঙ্কের পরিবর্ত্তে আমাদিগকে মনস্বী কার্দিনাল রিশিলু প্রভৃতির অবলম্বিত পথের অনুসরণ করিতে হইবে।

এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমে উচ্চ আদর্শ অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ে কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করা উচিত। আমি এস্থলে বিনীতভাবে গ্রন্থরচনার প্রস্তাবই উপস্থিত করিতেছি। আমাদের সাহিত্যে কাব্য ও উপন্যাসের অভাব নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য কিয়দংশে পাশ্চাত্য সাহিত্যেরও গৌরবস্পর্দ্ধী হইতে পারে। কিন্তু দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমালোচনা প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্য দরিদ্র। অতএব সর্ব্বপ্রথম এই দারিদ্র্যমোচনে চেষ্টা করা উচিত। আমার প্রস্তাবের স্থূল বিষয় এই যে, পরিষদ উপযুক্ত লেখকগণের উপর বিশেষ বিশেষ গ্রন্থরচনার ভার সমর্পণ করিবেন। সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলীর বিচারে যে পুস্তকের রচনার যেরূপ আদর্শ নির্দ্ধারিত হইবে, তদনুসারে সেই পুস্তক রচনা করিতে হইবে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য আদর্শও উপেক্ষিত হইবে না। পরিষদের মীমাংসা অনুসারে পারিভাষিত শব্দগুলির প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নির্দ্দিষ্ট সদস্যগণ গ্রন্থের বিষয় ইত্যাদির সংগ্রহ করিয়া দিয়া লেখকের সাহায্য করিবেন।

কেহ কোন গ্রন্থের সম্পাদনভারও গ্রহণ করিতে পারিবেন।—রচনাপ্রণালীর স্থায় বিষয়গুলি সাজাইবার যেরূপ প্রণালী অবধারিত হইবে, লেখককে সেই প্রণালীর অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রথমে বৃহৎ গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ না করিয়া, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে গ্রন্থ প্রকাশ করা ভাল বোধ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মর্লির সম্পাদিত English men of letters বা স্যার উইলিয়ম হণ্টারের সম্পাদিত Rulers of India নামক গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংরেজীতে যেমন সেক্সপীয়র প্রভৃতি সম্বন্ধে গ্রন্থ আছে, সেইরূপ লেখকগণ জাতীয় ভাষায় কালিদাস বা বাঙ্গালার কবিগণ সম্বন্ধে সমালোচনা পুস্তক লিখিবেন। এইরূপে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে খণ্ড গ্রন্থ লিখিত হইবে, যেমন দর্শনে বিশেষ বিশেষ দার্শনিক মতের বিচার, বিজ্ঞানে জড়পদার্থ বা তাপতাড়িত প্রভৃতির আলোচনা, ইতিহাসে বাঙ্গালা প্রভৃতির ঐতিহাসিক বিবরণ প্রভৃতি খণ্ড গ্রন্থ রচনার পর বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নের সুবিধা আপনা হইতেই ঘটিবে। তখন বৃহৎ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা দুঃসাধ্য হইবে না। এইরূপ গ্রন্থরচনার আর একটি সুফল আছে। অভিধান প্রস্তুত করা পরিষদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি প্রণীত ও প্রকাশিত হইলে পরিভাষা প্রভৃতির একটা মীমাংসা হইবে, অধিকন্তু সমালোচনা পুস্তকে প্রাচীন কবি-দিগের ব্যবহৃত শব্দগুলিরও আলোচনা থাকিবে, তখন অভিধান প্রণয়ন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া উঠিবে। যিনি যে যে গ্রন্থের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে সেই সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় পরিষদের গোচর করিতে হইবে।

পরিষদের অধিবেশনে এই সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রবন্ধ পাঠ করা যাইতে পারে। যেমন দার্শনিক গ্রন্থ সম্বন্ধে দর্শন সম্বন্ধীয় শব্দতত্ত্বের বিচার যে ভাবে দার্শনিক গ্রন্থে লিখিত হয়, তদ্বিষয়ক আলোচনা প্রভৃতি। এইরূপে লেখকগণ বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধেও প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। প্রবন্ধগুলি পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে।

মনোনীত সংস্কৃত বা ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদও হইতে পারে। অনুবাদে অনেক ইউ-রোপীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি হইয়াছে। ইংরেজী সাহিত্য অনেক বিষয়ে ফরাসী সাহিত্যের নিকটে ঋণী। লাতিনের সাহায্যে জর্মানসাহিত্য উন্নতিলাভ করিয়াছে। অনুবাদ উপেক্ষণীয় নহে। পরিষদের নির্দ্দেশ অনুসারে গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ হইবে।

গ্রন্থলেখকের অভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির প্রধান সহায়, তাঁহারা সকলেই পরিষদের অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। পরিষদের সাহিত্যক্ষেত্রে গৌর-বস্থান উৎকৃষ্ট কবি, উৎকৃষ্ট দার্শনিক, উৎকৃষ্ট সমালোচক প্রভৃতি আছেন, ইঁহারা যত্ন করিলে এই কার্য্য যতই কঠিন হউক না কেন অসম্পন্ন থাকিবে না। অধিকন্তু পরিষদের বহির্ভাগে যে সকল দূরদর্শী পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের উপরেও কার্য্য বিশেষের ভার সমর্পিত হইতে পারে।

এই কার্য্যে টাকার প্রয়োজন। পূর্ব্বতন সভাপতি মহোদয়ের চেষ্টায় পরিষদের গ্রন্থ

প্রকাশের জন্য মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে। চেষ্টা করিলে আরও অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। যেরূপ যতীন্দ্র নাথ পুরস্কার ও কৃষ্ণভাবিনী পুরস্কার আছে, যত্ন করিলে সেইরূপ পুরস্কারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে পারে। পারিতোষিক ঘোষণা করিয়া নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিলে সেই চেষ্টা সকল সময়ে ফলবতী হয় না। একবার কৃষ্ণভাবিনী পুরস্কারে পুরস্কার দাতা ভারতবর্ষের একটি বিশেষ বিষয়ের ইতিহাস সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট রচনার জন্য পাঁচ শত টাকা পারিতোষিক দিবার ঘোষণা করিয়াছিলেন। রচনার পরীক্ষার ভার উপস্থিত ক্ষুদ্র প্রস্তাব লেখকের উপর সমর্পিত হইয়াছিল। যে কতিপয় ব্যক্তির রচনা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজনের রচনাও পারিতোষিক যোগ্য বোধ হয় নাই। এইরূপ পারিতোষিক পরিষদের গ্রন্থপ্রণয়নের জন্য দিলে অধিকতর কার্য্যকর হইতে পারে।

'পরিষদ' এই কথাটি আমাদের স্মৃতিপটে অনেক অতীত গৌরবের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেয়,—এক সময়ে পরিষদে আর্য্যঋষিগণ অসামান্য জ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ বেদ বেদান্তাদির আলোচনা করিতেন। ভারতের অতুলনীয় সভ্যতা এই ত্রিকালদর্শী ঋষিদিগের পরিষদে নির্দ্ধারিত এবং পরিষদ হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরাক্রান্ত সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে যে পরিষদ হইত, তাহাতে সমবেত হইয়া তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ একবৎসর কাল চিন্তা ও আলোচনা পূর্ব্বক যে সকল বিষয় লোকসমাজের হিতকর বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেন, তৎসমুদয় সম্রাট্‌কে জানাইতেন। প্রাচীনকালে ভারতের পরিষদে এইরূপ গৌরবকর, এইরূপ মহত্তর কর্ম্ম সম্পন্ন হইত। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সমক্ষেও মহৎ কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে। মাতৃভাষার উন্নতি বিধান এবং সৌন্দর্য্য সাধনের ন্যায় মহৎ কর্ম্ম আর নাই। এই কর্ম্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই আপনাদের সমক্ষে আমার প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি। আমরা মাতৃভাষার সেবকরূপে পরিষদে সমবেত হইয়াছি; আমাদিগকে আজ্ঞাবহ ও পরমভক্ত সেবকের ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া, যদি আমরা এই মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনে কিয়দংশেও সমর্থ হই তাহা হইলেই সেই পরিশ্রম সার্থক হইবে বলিয়া, মনে করিব এবং মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি দানে চরিতার্থ হইয়া, পরিষদের পবিত্রভাবে আপনা দিগকেও পবিত্র বোধ করিতে থাকিব। *

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

* গত ১৩০৫ সালের, ২৬ অগ্রহায়ণ সপ্তম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের পরিপোষণে ঐদিন গ্রন্থরচনা সমিতি নামে একটি শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ গত বর্ষের ৭ম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীতে দ্রষ্টব্য।—সং।

৬ষ্ঠ ভাগ]   [৩য় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

সম্পাদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম. এ.

১৩৭।১ গ্রে ষ্ট্রীট

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

সূচী।

কলিকাতা

২৬নং স্কট্‌স্ লেন, ভারত মিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৬।

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।   প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ আনা।

১৫ই পৌষ প্রকাশিত হইল।

৬ষ্ঠ ভাগ] [৩য় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

অলঙ্কার-শাস্ত্র।

ভাষা ভাবপ্রকাশের দ্বার। মানবজাতি একমাত্র ভাষার সাহায্যে হৃদয়গত নিখিল-চিন্তা অভিব্যক্ত করিয়া সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ভূমণ্ডল যেমন অসংখ্য মানবজাতির আবাস, তেমন অসংখ্য ভাষার লীলাভূমি। যে জাতির ভাষা যত সুশ্রী ও বিভবশালিনী, সে জাতি তত পরিমাণে সভ্য ও জ্ঞানী বলিয়া ধরাতলে পরিচিত। এই যে ভাষার বিভব ও সৌন্দর্য্য, যাহা মানবজাতির গৌরবের কারণ, উহার মূল অলঙ্কার। ভাষায় যদি অলঙ্কার না থাকিত তাহা হইলে ভাষা এতদূর মর্য্যাদান্বিত হইত না। অতএব ভাষার সৌন্দর্য্যসাধক অলঙ্কার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলাই এই প্রবন্ধ অবতারণার উদ্দেশ্য। বিষয়টি এতই ব্যাপক ও গুরুতর যে, এ বিষয়ে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তির হস্তক্ষেপ ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে আমার সানুনয় বিজ্ঞাপন, তাঁহারা যেন মনে না করেন, আমি অলঙ্কার-শাস্ত্র সংক্রান্ত উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বস্তুতঃ বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় উচ্চ অঙ্গের সভায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের তাদৃশ চর্চ্চা হয় না দেখিয়া উহার সূচনা করিবার অভিলাষে অদ্য আমি এই প্রবন্ধ পাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

কতকাল পূর্ব্বে কি উপায়ে অলঙ্কার-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে সমুদিত হয়; কিন্তু উক্ত জিজ্ঞাসার উত্তর নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। প্রথম ভাষার সৃষ্টি, তাহার পর অলক্ষিতভাবে ক্রমে ক্রমে তাহাতে অলঙ্কারের আবির্ভাব, ইহা কার্য্য কারণ ভাব দ্বারা এক প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, জগতে এ পর্য্যন্ত যত গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ঋগ্‌বেদ-সংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঈদৃশ প্রাচীনতম ঋগ্বেদেও অলঙ্কারের অসদ্ভাব নাই। পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য নিম্নে একটী ঋক্ উদ্ধৃত হইল।

> এষা দিবো দুহিতা প্রত্যদর্শি জ্যোতির্বসানা সমনা পুরস্তাৎ।
> ঋতস্য পংথামন্বেতি সাধু প্রজানতীব ন দিশো মিনাতি।—(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১২৪ সূক্ত)

উষা স্বর্গের দুহিতা। তিনি জ্যোতিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পূর্ব্বদিকে ক্রমে দেখা দেন।

সূর্য্যের অভিপ্রায় জানিয়াই যেন তাঁহার পথে সম্যক্‌রূপে পরিভ্রমণ করেন এবং কখনও দিক্‌সমূহের হিংসা করেন না। *

যদৃচ্ছাক্রমে একটীমাত্র ঋক্ উদ্ধৃত হইল, ইহাও দেখুন কেমন সুন্দর অলঙ্কারদ্বারা সুসজ্জিত। বেদের পর মহর্ষি বাল্মীকি কর্ত্তৃক বিরচিত রামায়ণ ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-সঙ্কলিত মহাভারত কিপ্রকার মনোহর অলঙ্কারদ্বারা সুশোভিত পদ্যগদ্যের আকর তাহা বোধ হয় কাহারই অবিদিত নহে। আবার আমরা যখন মহাকবি কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, মাঘভট্ট, ভট্টি প্রভৃতির কাব্যনাটকাদি পাঠ করি, তখন বিবিধ বৈচিত্র্যশালিনী অলঙ্কার-সমষ্টির অতুল্যসম্পদ্ বিলোকন করিয়া মুগ্ধ হই। কোন্ সময় হইতে সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন মূর্ত্তিবিশিষ্ট অলঙ্কারসমূহের নামকরণ ও উহার সূত্রনিচয় বিরচিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক নির্ণয় করা অসাধ্য। ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষায় যে সকল অলঙ্কার গ্রন্থ বিদ্যমান, তন্মধ্যে "ভরতসূত্র"ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই ভরতসূত্র নাট্য-শাস্ত্রের আবিষ্কারক ভরতমুনির প্রণীত কি অপর কোন ভরত কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। ভারতবর্ষে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের কোন ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত নাই। পাশ্চাত্য মনীষিগণ অনুসন্ধানদ্বারা অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছেন, নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

এডিন্‌বরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক জে ঈগ্‌গেলিং মহোদয় বলেন ;—সংস্কৃত সাহিত্যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ বর্ত্তমান। সংস্কৃত কাব্যে নানাবিধ সূক্ষ্মতম বিভাগ, বিষয়, ভাব, রস, ভঙ্গী প্রভৃতির বর্ণনা লক্ষিত হয়। ভারতবাসিগণের মস্তিষ্কের শক্তি ঐ সকল সূক্ষ্মতম ভেদনির্দ্দেশে তৎপর এবং ঐ সকল ভেদ ভারতীয় মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ও অনুকূল শক্তির ফল। অধ্যাপক হোরেস্ উইলসন্ "থিয়েটার্ অব্ দি হিন্দুজ্" নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ঐ গ্রন্থে নাটকাভিনয়ের বিবিধ বৈচিত্র্য, কাব্যের নানাপ্রকার ভেদ প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্য-বিভাগে ভরতসূত্রের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এ পর্য্যন্ত যত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম। আর একখানি অলঙ্কার গ্রন্থের নাম কাব্যাদর্শ। ইহা দশকুমার-চরিত-প্রণেতা দণ্ডী কর্ত্তৃক বিরচিত। দণ্ডী কালিদাসের কিঞ্চিৎ পরেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যেহেতু তিনি কালিদাসের "সেতুবন্ধ" নামক প্রাকৃত কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যাদর্শে তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে গৌড়ীয় রীতি ও বৈদর্ভী রীতি বর্ণিত আছে। পরবর্ত্তী সমালোচকগণ পাঞ্চালী, মাগধী, লাটী ও আবন্তিকী রীতির বর্ণন করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাব্যের গুণ ও অলঙ্কার বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কাব্যের দ্বাদশ প্রকার দোষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

আর একখানি প্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। অনেকে বলেন উহা বামন কৃত।

* মিঃ রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদসংহিতার বঙ্গানুবাদ ১ম মণ্ডল ১২৪ সূক্ত।

কাব্যালঙ্কারবৃত্তিনামক উহার এক খানি ভাষ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক ক্যাপেলার্ এই গ্রন্থের একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এই গ্রন্থ দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা তদপেক্ষাও প্রাচীন হইতে পারে। কাশ্মীরীয় রুদ্রট যে কাব্যালঙ্কার নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, উহা নিশ্চয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। যেহেতু নমি নামক পণ্ডিত ১০৬৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে লিখিয়াছেন, তাঁহার টীকায় প্রাচীনতর ভাষ্য ও টীকার মত অনুসৃত হইয়াছে।

"দশরূপক" গ্রন্থ-প্রণেতা ধনঞ্জয় দশম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের শেষ শ্লোকে লিখিত আছে, তিনি মুঞ্জের সভায় অধিষ্ঠানকালে ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মুঞ্জ বোধ হয় প্রসিদ্ধ ধাররাজ ভোজের পিতৃব্য। দণ্ডিক দশরূপকের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। দণ্ডিক ও ধনিক উভয়েরই পিতার নাম বিষ্ণু। ধনিক রাজশেখরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; অতএব তিনি দশম শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালে জন্ম গ্রহণ করেন।

"সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা অতিশয় মনোরম ও সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট। অনেকে বলেন (একাদশ শতাব্দীতে) ভোজ-রাজ কর্তৃক উক্ত গ্রন্থ বিরচিত হয়। আমাদের বোধ হয় ভোজরাজের সভাসদ্ কোন উপ-কৃত পণ্ডিত ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়া ভোজরাজের নামে প্রচার করিয়াছিলেন।

"কাব্যপ্রকাশ" দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহা বোধ হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিরচিত হয়। ইহার প্রণেতা কাশ্মীরীয় পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ মম্মটভট্ট। ইনি নৈষধচরিত-প্রণেতা শ্রীহর্ষের মাতুল।

"সাহিত্য দর্পণ" খঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। এই গ্রন্থের প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে বাস করিতেন।

এতদ্ভিন্ন অস্মদ্দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, মহোদয় বিগত ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যপ্রকাশের একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। উহার ভূমিকায় তিনি অলঙ্কারগ্রন্থনিচয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণ করিবার জন্য যত্ন করিয়া-ছেন। তাঁহার আলোচিত বিষয়ের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইতেছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, "তিনি যে সকল অলঙ্কার গ্রন্থ দেখিয়াছেন তন্মধ্যে শৌদ্ধোদনিসূত্র, বাভটালঙ্কার, বামনসূত্রবৃত্তি, দণ্ডিকৃত কাব্যাদর্শ, ভোজদেবকৃত সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, মহিমভট্টকৃত ব্যক্তি-বিবেক, অভিনবগুপ্তকৃত আলোচন গ্রন্থ, কাব্যপ্রকাশের পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। আর পীযূষবর্ষকৃত চন্দ্রালোক, অপ্যদীক্ষিতকৃত চিত্রমীমাংসা এবং কুবলয়ানন্দ, বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ, গোবিন্দ ঠক্কুরকৃত কাব্যপ্রদীপ, জগন্নাথকৃত রসগঙ্গাধর, কেশবমিশ্রকৃত অলঙ্কারশেখর, প্রভাকরকৃত অলঙ্কাররহস্য, এই কয়খানি গ্রন্থ কাব্যপ্রকাশরচনার পরবর্ত্তী কালে প্রণীত হইয়াছে।"

ভারতবর্ষ যে সময় জ্ঞানবিজ্ঞানের মহিমায় সভ্যতার সমুন্নত শিখরে অধিষ্ঠিত, তখন গ্রীস

এবং রোমজনপদও নানাবিদ্যার সমুজ্জ্বল আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। অতএব পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শক্ষেত্র গ্রীস ও রোমজনপদে কি প্রকারে অলঙ্কার বিদ্যার সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছিল, এস্থলে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় অসাময়িক নহে। এ বিষয়ে বহু গ্রন্থাবলী বিদ্যমান আছে সে সমুদয়ের আলোচনা সাধ্যাতীত। অতএব একটিমাত্র উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের যৎকিঞ্চিৎ সারমর্ম্ম এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।

গ্ল্যাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক্‌-ভাষার অধ্যাপক ডাঃ আর্‌ সি জেব্ব্‌ মহোদয় বলেন ;—ডায়োজিনিস্‌ লেয়ার্‌টিয়াস্‌ আরিষ্টোটলকৃত একখানি অলঙ্কার গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন * খৃঃ পূর্ব্ব ৪৭২ অব্দে এম্‌পিডক্লিস্‌ অলঙ্কারবিদ্যার প্রথম আবিষ্কার করেন। এগ্রি-গেণ্টম্‌ নগরে রাজার অত্যাচার দূরীকরণের নিমিত্ত তিনি উপমা রূপক প্রভৃতি নানাবিধ বাগ্‌ভঙ্গীর অবতারণা করিয়া রাজকীয় অত্যাচার নিবারণ ও অলঙ্কারবিদ্যার প্রথম সূচনা করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৪৬৬ অব্দে সাইরেকিউস্‌ নগরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোরেক্‌স কর্ত্তৃক অলঙ্কারনামক একটি পৃথক্‌ বিদ্যার প্রথম ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৪৬৬ অব্দে সাইরেকিউসের অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা থ্র্যাসিবিউলাস্‌ রাজ্যচ্যুত হন এবং প্রজা-তন্ত্র-প্রণালী সংস্থাপিত হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই প্রজাগণ স্বীয় ভূমিবিত্তের পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত নানাবিধযুক্তি ও অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যদ্বারা নিজের দাওয়া প্রকাশ করে। স্বীয় স্বীয় অধিকার প্রমাণ করিবার জন্য অনেককেই অলঙ্কার বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সরল অধিবাসিবর্গ ধর্ম্মাধিকরণে আপন আপন মনোভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত অলঙ্কার বিদ্যা অবলম্বন করিয়াছিল। প্রজারা যদি সকলেই এক প্রকার কথায় বলিত যে "মহাশয়! পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে রাজা থ্র্যাসিবিউলাস্‌ আমার ভূমি গ্রহণ করিয়াছিলেন," তাহা হইলে বিচারকেরা পুনঃ পুনঃ এক প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে মনোযোগ করিতেন না এবং প্রজারাও সুবিচার প্রাপ্ত হইত না। এই হেতু বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার বাগ্‌ভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় মনোগতভাব অতি নৈপুণ্যের সহিত প্রকাশ করিত। কোরাক্‌স বাক্যসমূহকে সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বাক্যকে কতিপয় ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম বাক্যভেদ, দ্বিতীয় সম্ভাবনা। নিম্নে সম্ভাবনার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কোন দুর্ব্বল ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রহার করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইলে সে ধর্ম্মাধিকরণে গিয়া বলিত যে "মহাশয়! ইহা কি সম্ভব হয় যে আমার ন্যায় দুর্ব্বল ব্যক্তি উহাকে আহত করিতে পারে।" এইরূপ বাক্যরচনাই প্রাচীন গ্রীক্‌ভাষায় প্রধান অলঙ্কারপূর্ণবাক্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এই শ্রেণীর বাগস্ত্রপ্রয়োগেই প্রতিপক্ষগণ পরাভূত হইত। কোরাক্‌সের শিষ্য টিয়িশাস্‌ অলঙ্কার-বিদ্যার সমধিক উন্নতিসাধন করেন। আরিষ্টোটল্‌ কোরাক্‌স ও টিসিয়াসের অলঙ্কারের

* অনেকে বলেন পূর্ব্বোক্ত অলঙ্কার গ্রন্থ আরিষ্টোটল কৃত নহে, তাঁহার কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মনীষিকর্ত্তৃক বিরচিত।

অনেক দোষ আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন যে "সামান্য সম্ভাবনা ও বিশেষ সম্ভাবনা, সম্ভাবনার এই দুই প্রকার ভেদ নির্দ্দেশ না করায় কোরাক্সের গ্রন্থ অলঙ্কারগ্রন্থ না হইয়া দোষগ্রন্থ হইয়াছে। যদি সম্ভাবনার ভেদ নির্দ্দেশ না করা যায় তাহা হইলে তোমার গ্রন্থ হইতেই অনেক অসম্ভব ঘটনার সম্ভাবনা হইবে।"

খৃঃ পূর্ব্ব ৪২৭ অব্দে লিয়ন্টিনিনগরের সুপ্রসিদ্ধ জর্জিয়াস্ অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যদ্বারা আথেন্সবাসী লোকদিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্যে বিষমালঙ্কারের ভাগই সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত। কোথায়ও কোন কথা বলিবার আবশ্যক হইলে জর্জিয়াস্ কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যরচনা করিতে আরম্ভ করিতেন এবং উহা বারংবার আবৃত্তি করিয়া হৃদ্গত করিয়া রাখিতেন। প্রকাশ্য সভায় পূর্ব্বাভ্যস্ত কয়েকটি কথা বলিয়াই তিনি স্বীয় বাগ্মিতার পরিচয় প্রদান করিতেন। নূতন বিষয়ের অবতারণা হইলে তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। কথা অলঙ্কারবিহীন হইবে এই ভয়ে তিনি উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হইতেন না।

খৃঃ পূঃ ৪২১ অব্দে আথেন্স নগরের এণ্টিফন অলঙ্কারবিদ্যার নিয়ম অনুসরণপূর্ব্বক ঐ নিয়মের নানা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া যে অলঙ্কার গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন তাহা বিদ্যমান আছে। তাঁহার প্রথম গ্রন্থের নাম "টেট্রালজি" অথবা চতুঃস্তবক। ইহার এক এক স্তবকে চারিটি করিয়া বাক্য আছে। ঐ বাক্যগুলি নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির ধর্ম্মাধিকরণে আত্মসমর্থনের নিমিত্ত উক্তি। এণ্টিফনের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বহুলোক ধর্ম্মাধিকরণে নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতেন। যে সরল ব্যক্তি এটিফনের উদ্ভাবিত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসারে বাগস্ত্র প্রয়োগে অসমর্থ হইতেন, তিনি আনন্দ সহকারে অলঙ্কার-বিদ্যানিপুণ কোন ব্যক্তিকে স্বীয়পক্ষ সমর্থনের মিমিত্ত ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত করিতেন। যে যুগে এণ্টিফন চতুঃস্তবক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সেই সময় হইতে ইহা একটি বিদ্যামাত্রে বদ্ধ এবং লোকব্যবহারের নিমিত্ত অতি উন্নত কৃতবিদ্যগণের সমাজে আবদ্ধ না থাকিয়া সাধারণ জনগণ ও বিচারালয়ের ব্যবহারে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। প্রতি স্তবকে চারিটি বাক্য কি প্রণালীতে বিন্যস্ত হইত তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

১ম। বাদী নিজের অভিযোগ বর্ণন করেন।

২য়। প্রতিবাদী আত্মরক্ষার নিমিত্ত বাক্‌প্রয়োগ করেন।

৩য়। বাদী উত্তর প্রদান করেন।

৪র্থ। প্রতিবাদী প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

প্রত্যেক অভিযোগের স্থূল স্থূল কথাগুলি বাদী প্রতিবাদীর উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রকাশিত থাকিত। আলঙ্কারিক ব্যবহারাজীবগণ বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যসমূহের সূক্ষ্মতম মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া অতিতেজস্বিতার সহিত স্বীয়পক্ষ সমর্থন করিতেন। ইহাদ্বারা প্রাচীন গ্রীসের যুক্তিপূর্ণ বাক্যপ্রয়োগের একটি মানচিত্র প্রদর্শিত হইল।

আমরা আরও দেখিতে পাই কোরাক্স ও টিশিয়াসের সম্ভাবনা নামক অলঙ্কারাধ্যায় হইতে কিরূপে যথার্থ অলঙ্কারবিদ্যার সৃষ্টি হইতে থাকে। এণ্টিফনের অলঙ্কার গ্রন্থ বিরচিত হইবার পর হইতে আথেন্সনগরীর গদ্য সাহিত্যের রীতি-পরিবর্ত্তন ও গুরুত্ব এবং আড়ম্বর-বৃদ্ধি হয় আর বিষম বাক্যপ্রয়োগের মনোহর বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইতে থাকে। লেখকগণের চিন্তা-শক্তি ও সাহস পূর্ণ হয়। বাক্যের আকৃতি জটিল হইলেও উহা ওজস্বিতাপূর্ণ এবং হৃদয়-স্পর্শী হইতে থাকে।

কথিত আছে আইসোক্রেটিস্ একখানি উৎকৃষ্ট অলঙ্কারগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অলঙ্কারের নিম্নলিখিত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে বিদ্যার সাহায্যে লোককে বিষয় বিশেষে প্ররোচিত করা যায় তাহাকে অলঙ্কারবিজ্ঞান বলে। তিনি খৃঃ পূঃ ৩৯০ অব্দ হইতে ৩৪০ অব্দ পর্য্যন্ত অলঙ্কার-শাস্ত্রের আলোচনা করেন। আইসোক্রেটিস্ যে আলঙ্কারিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন তন্মধ্যে টাইমোথিনিস্, লিয়োডেমস্, লাইকরগস্, হাইপিরীডিস্ প্রভৃতি রাজনৈতিক, পেন্‌সিপ্‌পস্, আইসিয়াস্ প্রভৃতি দার্শনিক, ইফোরস্, থিয়োপম্পাস্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ প্রধান।

খৃঃ পূঃ ৩৩০ অব্দ হইতে ৩২২ অব্দ পর্য্যন্ত আট বৎসর মধ্যে আরিষ্টোটল্ অলঙ্কারগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বলিয়াছেন, "আইসোক্রেটিসই সর্ব্বপ্রধান আলঙ্কারিক ছিলেন।" সাহিত্যরূপে বিচার করিতে হইলে আরিষ্টোটলের গ্রন্থ জগতে অতি নীরস বলিয়া প্রতীত হইবে। বৈজ্ঞানিক ভাবে বিচার করিলে উহা অত্যন্ত মনোহর ও চমৎকারজনক বোধ হয়। আরিষ্টোটলের অলঙ্কারগ্রন্থ তর্কবিদ্যা অপেক্ষা ব্যাকরণ-বিদ্যার সহিত অধিকতর সংশ্লিষ্ট। একমাত্র যুক্তি কত প্রকার বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় আরিষ্টোটল্ তাহা সুন্দর রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ প্রকার বিভিন্ন বাক্যসমূহের পরস্পর তুলনা করিয়া তিনি কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেন। ঐ নিয়মসমূহ সংগৃহীত করিয়া আরিষ্টোটল স্বীয় অলঙ্কারসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কারবিদ্যার যেরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ বিস্ময়কর ও সর্ব্বথা অনুপযুক্ত। আলঙ্কারিকগণ দয়া, ক্রোধ, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি চিত্তবিকার উৎপাদন করিয়া ব্যক্তি-বিশেষকে বিষয়বিশেষে কিরূপে প্ররোচিত করিতে হয় তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, এইরূপ চিত্তবিকৃতি উৎপাদন করিলে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত বিষয়ের যৌক্তিক প্রমাণ প্রদর্শিত হয় না।" তাঁহার মতে কতকগুলি তর্কপূর্ণ বাক্যের সৃষ্টি করিয়া সেই তর্কজালে বিচারক ও প্রতিপক্ষকে জড়িত করিয়া বাধ্য করিতে পারাই অলঙ্কারবিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বিচারকের চিত্তবৃত্তিকে আকৃষ্ট করিয়া স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধি অপেক্ষা তর্কপূর্ণবাক্যে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় অনুকূলে আনয়ন করিতে পারিলেই অলঙ্কার বিদ্যার যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল মনে করিতে হইবে।

আরিষ্টোটলের মতে অলঙ্কার-শাস্ত্র অতিপ্রয়োজনীয়। তিনি বলেন, "অন্যায় ও অসত্য হইতে ন্যায় ও সত্যকে রক্ষা করিতে হইলে অনেক স্থলে অলঙ্কারবিদ্যার প্রয়োজন। সত্য ও ন্যায় অসত্য ও অন্যায় হইতে স্বভাবতঃ বলবত্তর, কিন্তু উপযুক্ত বিচারের অভাবে অনেক সময় সত্য ও ন্যায়কে পরাভূত হইতে হয়। ইহার প্রতীকার হওয়া উচিত। অলঙ্কারবিদ্যার প্রয়োগে ইহার যথেষ্ট প্রতীকার হইতে পারে।" আরিষ্টোটল বলেন, "লোককে প্ররোচিত করিবার নিমিত্ত যে সকল উপায় ব্যবহৃত হইতে পারে, সেই সকল উপায়ের উদ্ভাবনী শক্তিই অলঙ্কার। যে উপায় বা তর্ক উদ্ভাবিত হইল উহা ন্যায়সঙ্গত কিনা তাহা দেখিও না। উদ্দেশ্য নীতিসঙ্গত কি নীতিবিরুদ্ধ তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন কি? আলঙ্কারিক যদি লোককে প্ররোচিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহার কৃতার্থতা হইল।"

আরিষ্টোটল্ যুদ্ধ, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক বহুপ্রকার অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে ঐ সকল বিষয়ের বর্ণনে প্রবৃত্ত না হইয়া তিনি ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। তাঁহার মতে মনোরম শব্দের যোজনা এবং যে শব্দ যে অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই শব্দকে সেই অর্থে ব্যবহৃত করাই আলঙ্কারিকগণের কর্ত্তব্য। আলঙ্কারিকগণ যে সকল বাক্য ব্যবহার করিবেন তাহার অর্থ যেন কোন প্রকারেই অস্পষ্ট না হয়। ভাষা অত্যন্ত গ্রাম্য অথবা অতিশয় উন্নত হওয়া বিধেয় নহে, উহা সর্ব্বথা বিষয়োপযোগী হওয়া উচিত। ঈউরিপিডিস্ দৈনিক জীবনের ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া যে কাব্য রচনা করেন তাহা পাঠ করিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিল। আরিষ্টোটল বলেন, গদ্য সাহিত্যকে বিভূষিত ও চিত্তাকর্ষক করিবার যাঁহার অভিলাষ, তিনি যেন সুবিবেচনার সহিত রূপক ব্যবহার করেন। এই রূপক ব্যবহার কিরূপে করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ট নিয়ম আবিষ্কার করা তত সহজ নহে; তবে ঐ সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ ও সঙ্কেত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে বিশেষণ-যোজনার তারতম্যের উপরেই রূপকের উৎকর্ষ নির্ভর করে। এখানে বিশেষণ-যোজনা সম্বন্ধে একটি গল্প উল্লিখিত হইতেছে। যেমন এ দেশে ঘোড়-দৌড় হয়, এইরূপ পূর্ব্বকালে গ্রীসদেশে অশ্বতরীর দৌড় হইত। একদা কোন ব্যক্তি উহাতে জয়লাভ করিয়া মহাকবি সাইমোনিডিজের নিকট গমন করিয়া বলে "মহাশয়! আপনাকে কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক প্রদান করিতেছি, আপনি এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া একটি কবিতা রচনা করুন।" সাইমোনিডিজ্ উহাতে অসম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "তিনি অর্দ্ধগর্দ্দভী সম্বন্ধে কবিতা রচনা করিবার জন্য লেখনীকে নিয়োজিত করিতে পারেন না।" যখন ঐ ব্যক্তি পারিশ্রমিকের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে চাহিল তখন সাইমোনিডিজ্ নিম্নলিখিত ভাবে একটি সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন;—হে বায়ুর ন্যায় বেগশালী অশ্ব কন্যাগণ ইত্যাদি।

আরিষ্টোটাল্ রীতিদোষ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—"অদ্ভুদ্যসমাসযুক্ত শব্দ, অপ্রচলিত শব্দ

এবং বিশেষণ যোজনার ত্রুটী প্রভৃতি হইতে সাহিত্যের রীতিদোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।” তিনি রূপক ও উপমার ভেদ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—ব্যাখ্যাবিশিষ্ট রূপকই উপমা। যদি কেহ মহাবীর একিলিজের বর্ণনা করিতে গিয়া বলে যে, “সিংহ যেমন বেগে আক্রমণ করে তিনিও তদ্রূপ যোদ্ধবর্গকে আক্রমণ করিয়াছিলেন” তাহা হইলে এই বাক্যটি উপমার দৃষ্টান্ত হইবে। কিন্তু এরূপ ভাবে বাক্য প্রয়োগ না করিয়া যদি কেহ বলে “সেই সিংহ সেই যোদ্ধৃগণকে বেগে আক্রমণ করিয়াছিল”, তাহা হইলে এই বাক্যটি রূপকের দৃষ্টান্ত হইবে। বৃদ্ধ বয়স না বলিয়া জীবনের সন্ধ্যা এই রূপ বাক্য ব্যবহার করিলে রূপক হইবে। শ্রোতৃবর্গের চিত্তাবস্থা, বক্তার স্বভাব, বিষয়ের সঙ্গতি এই সমুদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিলে ঔচিত্য অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত হয়। রূপক, বৈষম্য ও বৈশদ্য এই তিনের অবলম্বন পূর্ব্বক বর্ণিত বিষয় শ্রোতৃবর্গের নেত্রপথে আনয়ন করাই প্রতিভান অলঙ্কার।

আলঙ্কারিক আইসোক্রেটিস্ বাক্যকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম পূর্ব্বাভাস, দ্বিতীয় বিবৃতি, তৃতীয় প্রমাণ, চতুর্থ বাগ্মিতা।

আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে অগষ্টসের রাজত্ব পর্য্যন্ত কয়েক শতাব্দী মধ্যে অলঙ্কার বিদ্যার ভাগ্য গ্রীসদেশের নূতন নূতন অবস্থান্তরের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। এই সময় গ্রীকৃগণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগমন করিয়া এসিয়া-মহাদেশের নানা স্থানে অবস্থিতি করেন। গ্রীকৃগণের মধ্যে অলঙ্কার বিদ্যার যে সকল নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা এসিয়া-মহাদেশে আগমন করায় বহু জাতির সংসর্গে নানাপ্রকারে রূপান্তরিত ও দূষিত হয়। এসিয়া-মহাদেশে অলঙ্কারের যে সকল নূতন নিয়ম আবিষ্কৃত হইল, তাহার অনুকরণ করিয়া খৃঃ পূঃ ১৯৫ অব্দে হোর্‌টেন্‌সিয়াস্ প্রভৃতি বক্তৃগণ রোমপ্রদেশে অলঙ্কার-শাস্ত্রের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন।

খৃঃ পূঃ ১১০ অব্দে ইয়োলিস্ দ্বীপে হারমেগোরস্ নামক কোন পণ্ডিত অলঙ্কার-বিদ্যার সমুন্নতি সাধন করেন। তিনি আরিষ্টোটলের প্রবর্ত্তিত অলঙ্কার সূত্রসমূহ এবং আরিষ্টোটলের পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিকগণের নিয়মাবলী এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া এক নূতন আলঙ্কারিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। আইসোক্রেটিস্ আথেন্স নগরে অলঙ্কার বিদ্যার যেরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, রোমনগরের অলঙ্কারবিদ্যাও হার্‌মেগোরস্‌কর্ত্তৃক তদ্রূপ উন্নতির পথে আনীত হইয়াছিল। তিনি এসিয়া মহাদেশে প্রবর্ত্তিত অলঙ্কারসূত্র-সমূহের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। মহামতি শিশিরো রোমনগরের অলঙ্কারবিদ্যার উন্নতির জন্য বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তিনি তাহাতে কৃতকার্য্যও হন। ৯০ খৃষ্টাব্দে কুইন্‌টিলিয়ান্ “অরেটিয়া” নামক যে সুবৃহৎ অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে লিখিয়াছেন, ছাত্রগণের অলঙ্কারবিদ্যার অধ্যয়নের দ্বারাই হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের শক্তিসমূহের সম্পূর্ণ বিকাশ হওয়া উচিত।

১৭০ খৃষ্টাব্দে হারমোজিনিস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অলঙ্কারবিষয়ে কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং অলঙ্কারবিদ্যার একটি ইতিহাস লেখেন। ২৬০ খৃষ্টাব্দে লঞ্জাইনস্ অলঙ্কার সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ৩১৫ খৃষ্টাব্দে এপথোনিয়াস্ "একসাসাইজেস্" নামক যে অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক আলঙ্কারিকের গ্রন্থকে অতিক্রম করিয়াছিল। যীশুখৃষ্টের তিরোভাবের পর ৪০০ বৎসর মধ্যে আথেন্স, স্মার্ণা, রোডস্, টার্সস্, এণ্টিয়ক্, আলেকজেন্ড্রিয়া (অলিসন্দর), ম্যাসেলিয়া এবং অন্যান্য বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে অলঙ্কারবিদ্যার সম্যক্ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয় এবং আলঙ্কারিকগণই পরমবিদ্বান্ ও সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপকরূপে পরিগণিত হন। এস্থলে উল্লেখ করা উচিত ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমসম্রাট্ ভেস্পেসিয়ান্ অলঙ্কার বিদ্যার অনুশীলনের নিমিত্ত প্রত্যক্ষভাবে প্রচুরপরিমাণে আর্থিক সাহায্য করেন। তদনন্তর ১১৭ হইতে ১৮০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে হাড্রিয়ান্, এণ্টোনাইন্ প্রভৃতি সম্রাট্গণের সময়ে অলঙ্কারবিদ্যার প্রচারের সাহায্য করাই অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। মধ্যযুগে (রোমের ধ্বংসের পর ইংরেজ-প্রভৃতি জাতির উত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা ও অলঙ্কার-শাস্ত্রই ছাত্রগণের প্রথম চারি বৎসরের পাঠ্য ছিল। তৎপর তিন বৎসর ছাত্রগণ সঙ্গীত-বিদ্যা, অঙ্ক-শাস্ত্র, জ্যামিতি ও জ্যোতিঃ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বি, এ, এম্, এ, উপাধি লাভ করিতেন। উল্লিখিত সাতটিই উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত ছিল। ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে লিয়োন্সান্কক্স, ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে টমাস্ উইলসন্, ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে টল্কুইলিন্, ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে কোর্কেন্সস্ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ বহুসংখ্যক অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। তদনন্তর লর্ড বেকন্ যে অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাই ১৮শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় কৃতবিদ্যসমাজে সমধিক গৌরব লাভ করে। তাহার পর ক্যাম্পবেলের "অলঙ্কারদর্শন", হোয়েট্লির "অলঙ্কারমঞ্জরী" বা "এলিমেন্‌স অফ্ রেটরিক্" প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত হওয়ায় নব্য সমাজে অলঙ্কারবিদ্যার সমধিক আলোচনা হইতে আরম্ভ হয়।

বিদেশীয় অলঙ্কার-বিদ্যার সৃষ্টি ও উন্নতির বিষয় যৎকিঞ্চিৎ উক্ত হইল; এখন দেশীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রের স্বরূপ ও অবয়বের বিষয় কিঞ্চিৎ বিবৃত করিব। কাব্যের লক্ষণ, বাক্যের স্বরূপ, রস, ভাব, ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য, দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার প্রভৃতি প্রধানতঃ অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। কিন্তু এই সকল বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। অনেক স্থলেই তাঁহাদের পরস্পর ঐকমত্য দৃষ্ট হয় না, সে সমুদয়ের সূক্ষ্ম রূপ ভেদ প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন।

শব্দই ভাষা-সৃষ্টির উপাদান। দার্শনিক ও আলঙ্কারিকগণ ভাষার সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার তর্ক ও জটিল প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন, এখানে সে সমুদয়ের আলোচনা করা অসম্ভব। প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী শব্দেরপ্রশংসা উপলক্ষে লিখিয়াছেন;—

"এই সংসারে পূর্ব্বঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রকৃতিপ্রত্যয়ভেদে সংসাধিত সংস্কৃত উক্তি ও দেশ-

কাল প্রচলিত প্রাকৃত, মহারাষ্ট্রী, কর্ণাটী, শৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতি ভাষার সাহায্যেই সর্ব্বতোভাবে লোকযাত্রা সম্পন্ন হইতেছে। যদি শব্দনামক মহাজ্যোতিঃ জগৎ ব্যাপিয়া দীপ্তি প্রদান না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় ভুবন গাঢ় মোহান্ধকারে আবৃত থাকিত। কেবল শব্দের সাহায্যেই প্রাচীন ভূপাল মনু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতির কীর্ত্তি-কলাপ ভাষারূপ আদর্শে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তাঁহাদের অবিদ্যমানেও ঐ সকল আমাদের নয়ন-পথে বিরাজ করিতেছে, কখনও হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় না।" *

অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে শব্দের অর্থ তিন প্রকার যথা;—বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ, ব্যঙ্গ্যার্থ।

১ম। বাচ্যার্থ।—সাক্ষাৎ সঙ্কেতিত অর্থকে বাচ্যার্থ বলে। যেমন বানর শব্দের অর্থ লোমলাঙ্গুল-বিশিষ্ট প্রাণী। বানর শব্দের ঐরূপ সাঙ্কেতিক অর্থ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল উহা নির্ণয় করা দুরূহ। নৈয়ায়িকগণ বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছাই শব্দের সঙ্কেত অর্থাৎ কোন্ শব্দে কি পদার্থ বুঝাইবে ঈশ্বরই তাহা নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছেন, মানুষের সহস্র চেষ্টায়ও বানর শব্দের অর্থ গো অথবা অন্য কিছু হইতে পারে না। অপর দার্শনিকগণ বলেন, যদৃচ্ছাই শব্দের শক্তি। অনেক মানব সমবেত হইয়া বানর শব্দের ঐরূপ অর্থ অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া বানর শব্দের অর্থ লোমলাঙ্গুল-বিশিষ্ট প্রাণী হইয়াছে। মনুষ্যের ইচ্ছা অন্যরূপ হইলে বানর শব্দের অর্থ অন্যরূপ হইতে পারিত; অতএব যদৃচ্ছাই শব্দের শক্তি।

২য়। লক্ষ্যার্থ।—যদি শব্দের মুখ্যার্থ দ্বারা অর্থ প্রতীতির প্রতিবন্ধক ঘটে, প্রসিদ্ধি এবং প্রয়োজন বশতঃ মুখ্যার্থ যোগে অন্য অর্থের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে তাহাকে লক্ষ্যার্থ বলে। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" গঙ্গায় ঘোষ বাস করে। এস্থলে গঙ্গার স্রোতোবিশিষ্ট জলে ঘোষের বাস অসম্ভব বলিয়া গঙ্গাশব্দের স্রোতোবিশিষ্ট জলরূপ মুখ্যার্থের বাধা হইল, কিন্তু গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে ইত্যাদির প্রসিদ্ধি আছে এবং গঙ্গাতীরে বাস করিলে দেহ পবিত্র হয় এই প্রয়োজনও সিদ্ধ হইল বলিয়া গঙ্গা শব্দের অর্থ গঙ্গাতীর করা হইল।

৩য়। ব্যঙ্গ্যার্থ।—অনেকার্থ-বিশিষ্ট শব্দের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ ব্যতীত সংযোগ, বিপ্রযোগ, সাহচর্য্য, বিরোধিতা, অর্থ, প্রকরণ, লিঙ্গ, সন্নিধি, সামর্থ্য, ঔচিত্য, দেশ, কাল, ব্যক্তি, স্বর ইত্যাদি বশতঃ যে অন্য অর্থের প্রতীতি হয় তাহার নাম ব্যঙ্গ্যার্থ। যেমন "সশঙ্খ-চক্রো হরিঃ" শঙ্খচক্রবিশিষ্ট হরি। এখানে শঙ্খ ও চক্রের সংযোগে হরি শব্দে ভেক,

---

* ইহ শিষ্টানুশিষ্টানাং শিষ্টানামপি সর্ব্বথা।
বাচামেব প্রসাদেন লোকযাত্রা প্রবর্ত্ততে॥
ইদমন্ধং জগৎ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ং।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে॥
আদিরাজযশোবিম্বমাদর্শং প্রাপ্য বাঙ্ময়ং।
তেষামসন্নিধানেঽপি ন স্বয়ং পশ্য নশ্যতি॥
(কাব্যাদর্শ, ১ম পরিচ্ছেদ)

বানর, অশ্ব প্রভৃতি না বুঝাইয়া বিষ্ণুকে বুঝাইল। "রামলক্ষ্মণৌ" রামলক্ষ্মণ বলিলে লক্ষ্মণের সাহচর্য্য প্রযুক্ত রাম শব্দে পরশুরাম না বুঝাইয়া দাশরথিকে বুঝাইল।

শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ করিলে পদ নিষ্পন্ন হয়। বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট পদসমূহই বাক্য। অনেকগুলি বাক্য লইয়া প্রবন্ধ বা কাব্য বিরচিত হইয়া থাকে। প্রাচীন আলঙ্কারিক ভোজরাজ লিখিয়াছেন ;—

"নির্দ্দোষ, গুণবিশিষ্ট, অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত, রসযুক্ত কাব্য রচনা করিয়া কবি কীর্ত্তি এবং প্রীতি লাভ করেন।" *

অপর আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট কাব্যের ঐরূপ লক্ষণ স্বীকার করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"দোষহীন গুণযুক্ত শব্দ এবং অর্থ, অলঙ্কারযুক্তই হউক অথবা অলঙ্কারবিহীনই হউক উহাই কাব্য" †। মম্মটভট্টের মতে কাব্য তিন প্রকার যথা ;—ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও অধমকাব্য।

১ম। ধ্বনিকাব্য।—যেখানে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য দৃষ্ট হইবে তাহাকে ধ্বনিকাব্য বলে। যথা ;—

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে॥

(ভারতচন্দ্র—অন্নদামঙ্গল)

এখানে বাচ্যার্থ কুলীনকন্যার স্বামিরূপ অর্থ অপেক্ষা শিবরূপ ব্যঙ্গ্যার্থের অধিক চমৎকারিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে সুতরাং ইহা ধ্বনি বা উত্তমকাব্য।

২য়। গুণীভূতব্যঙ্গ্য।—যেখানে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ উভয়ই তুল্যরূপ চমৎকারিত্ব প্রকাশ করে, অথবা বাচ্যার্থ ব্যঙ্গ্যার্থ অপেক্ষা সমধিক চমৎকারিত্ববিশিষ্ট, তাহাকে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য কিংবা মধ্যম কাব্য বলে। যথা ;—

এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষঃ-কুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকুল-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী ; করে শোভিল কঙ্কণ ;
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।
দেউল দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগরতরঙ্গ যথা পবনতাড়নে দ্রুতগামী।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদ বধ)

---

* নির্দোষং গুণবৎ কাব্যমলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্।
রসান্বিতং কবিঃ কুর্ব্বন্ কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ বিন্দতি॥
(সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

† তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি।
(কাব্যপ্রকাশ)

এখানে বাচ্যার্থ লক্ষ্মী ও ব্যঙ্গ্যার্থ রক্ষঃকুলবালা এই উভয়েরই তুল্যরূপ চমৎকারিত্ব প্রকাশিত হওয়ায় গুণীভূত ব্যঙ্গ্য হইয়াছে।

৩য়। অধম কাব্য :—যেখানে কেবল শব্দবিন্যাসের ছটা, অর্থের কোনই চমৎকারিত্ব নাই, তাহাকে অধম কাব্য বলা যায়; যথা ;—

দ্রুহিণ-বাহন সাধু অনুগ্রহনিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশল-বলে শকুন্ত দুর্জ্জয়—
পললাশী বজ্রনখ আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিল ?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর-প্রহারে
যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।

অর্কস্মারুহের তলে বিদ্রুত গমনে—
অন্তরীক্ষ-অধ্বে যথা কলঙ্কলাঞ্ছিত,
(সু-আশুগইরম্মদ গমে সন্‌সনে ;)
চতুষ্পাদ ছুচ্ছুন্দরী মর্ম্মরিয়া পাতা,
অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ সম
নড়িছে পশ্চাৎ ভাগে।

(ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য)

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ কাব্যের ঐরূপ লক্ষণ অঙ্গীকার করেন না। তিনি বলেন :—

"রসাত্মক বাক্যই কাব্য *।"

রস না থাকিলে বাক্যের কাব্যত্ব অঙ্গীকার করা যায় না।

"দোষ সকল কাব্যের অপকৃষ্টতা সম্পাদন করে †।"

যেমন কীট-বিদ্ধ মণির মণিত্ব বিদূরিত হয় না, তদ্রূপ শ্রুতিদুষ্ট প্রভৃতি দোষও কাব্যের কাব্যত্ব নষ্ট করিতে পারে না, তবে উহার উপাদেয়ত্বের তারতম্য সংঘটিত করিয়া থাকে।

"গুণ, অলঙ্কার, রীতি এই সমুদয় কাব্যের উৎকর্ষ সাধনের উপায় ‡।"

যেমন শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য মানবহৃদয়কে বিভূষিত করে; হার, বলয় প্রভৃতি দেহকে অলঙ্কৃত করে; সেইরূপ ওজঃ, মাধুর্য্য, প্রসাদ প্রভৃতি গুণনিচয়, বৈদর্ভী, আবন্তী পাঞ্চালী প্রভৃতি রীতি সমূহ ও অনুপ্রাস যমক উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার সকল কাব্যের উৎকর্ষ বিধান করিয়া থাকে।

সাহিত্যদর্পণকারের মতে রসবিহীন বাক্যনিচয় কাব্যই নহে। তিনি আরও বলেন, বেদশাস্ত্রবিমুখ সুকুমারমতি রাজকুমার প্রভৃতিকে নানারসের আস্বাদন করাইয়া নীতিমূলক কাব্যশাস্ত্রে প্রবর্ত্তিত করানই কাব্যপ্রণয়নের উদ্দেশ্য। অতএব দেখা উচিত রস পদার্থটা কি ? সূত্রকার ভরত বলেন ;—

---

* বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।
(সাহিত্যদর্পণ ১ম পরিচ্ছেদ)

† দোষাস্তস্যাপকর্ষকাঃ।
(সাহিত্যদর্পণ ১ম পরিচ্ছেদ)

‡ উৎকর্ষহেতবঃ প্রোক্তা গুণালঙ্কাররীতয়ঃ।
(সাহিত্যদর্পণ ১ম পরিচ্ছেদ)

"বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী এই তিনের সম্বন্ধ বশতঃ রতি, উৎসাহ, শোক প্রভৃতির অভিব্যক্তির নাম রস *।"

যেমন সর্প বিদ্যমান না থাকিলেও রজ্জু দেখিয়া সর্পজ্ঞানে দর্শকের মনে ভয়ের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ কোন দৃশ্য কাব্যের অভিনয়দর্শন অথবা শ্রব্যকাব্যের পাঠ কালে যথার্থ নায়ক নায়িকা উপস্থিত না থাকিলেও নাট্যনৈপুণ্যবশতঃ অভিনেতৃগণকেই আপাততঃ নায়ক নায়িকা বলিয়া বোধ হয় এবং ঐ অভিনেতৃগণে রতি, উৎসাহ, শোক প্রভৃতি বিদ্যমান আছে মনে করিয়া দর্শকের অন্তঃকরণে একটি চমৎকার উৎপন্ন হয়, উহাই রস। ধর্ম্মদত্ত নামক একজন আলঙ্কারিক বলেন ;—

† "চমৎকারিত্বই সকল রসের সার, উহা সমুদয় রসেই অনুভূত হইয়া থাকে। অতএব চমৎকারিত্বই সকল রসের কারণ ; সুতরাং চমৎকারিত্ব ভিন্ন রস অন্য কিছু নহে।" তিনি নারায়ণ নামক অপর একজন আলঙ্কারিকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, কৃতী নারায়ণের মতেও চমৎকারিত্বই রস। ধর্ম্মদত্ত আরও বলিয়াছেন, কাব্যের রস উপভোগ করিবার অধিকারী সকলে নহে।

‡ "যাঁহারা বাসনাদ্বারা তন্ময়চিত্ত তাঁহাদেরই রসের আস্বাদন ঘটে ; বাসনাশূন্য অন্যমনস্ক সভ্যগণ কাষ্ঠখণ্ড কিংবা পাষাণস্তূপের ন্যায় রঙ্গালয়ে বিরাজ করেন। তাঁহারা ঈষন্মাত্রও রস অনুভব করিতে সমর্থ হন না।" কাব্যপ্রকাশকারের মতে রস আট প্রকার যথা ;—

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত।

তিনি আরও একটি রস স্বীকার করিয়াছেন উহার নাম শান্ত। এতদ্ভিন্ন সাহিত্যদর্পণে বৎসল নামে অপর একটি অতিরিক্ত রস স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব সমুদয়ে রসের সংখ্যা দশ।

রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, ঘৃণা ও বিস্ময় এই কয়টি যথাক্রমে শৃঙ্গারাদি রসের স্থায়ী ভাব। শান্তরসের স্থায়ী ভাব বৈরাগ্য, আর বৎসল রসের স্থায়ী ভাব স্নেহ।

যাহারা রতি, হাস, শোক প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের উদ্বোধক উহাদিগকে বিভাব বলা যায়। ঐ বিভাব দুই প্রকার, আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। যাহাকে অবলম্বন করিয়া রসের অভিব্যক্তি হয় উহাই আলম্বন বিভাব ; যেমন নায়ক নায়িকা। আর রসকে যাহারা

---

* বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ।
(কাব্যপ্রকাশ)

† রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্ব্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারহেতুত্বে সর্ব্বত্রাপ্যদ্ভুতোরসঃ॥
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্।
(সাহিত্যদর্পণ)

‡ সবাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ।
নির্ব্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ॥
(সাহিত্যদর্পণ)

উদ্দীপিত করে উহাদিগকে উদ্দীপন বিভাব বলিতে পারা যায়; যথা শরৎকালের পূর্ণ-শশধর, মধুমাসের যামিনী, কোকিলের মধুরালাপ, ভ্রমরঝঙ্কার, শূন্যগৃহ ইত্যাদি।

স্ব স্ব কারণে সমুদ্দীপ্ত নায়ক নায়িকাদিগের অবস্থা-বিশেষকে অনুভাব বলে। যেমন ঘর্ম্ম, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, অশ্রুবিসর্জ্জন প্রভৃতি।

নায়ক নায়িকার চিত্তে স্থায়ী ভাব বিরাজ করিলেও অপর কতকগুলি ভাব কখন উৎপন্ন হয় কখন বা বিলয় প্রাপ্ত হয়; উহাদিগকে ব্যভিচারী ভাব বলে। উহার অপর নাম সঞ্চারী ভাব। যেমন বৈরাগ্য, দীনতা, আবেগ, শ্রান্তি, গর্ব্ব, জড়তা, উগ্রতা, মোহ, জাগরণ, স্বপ্ন প্রভৃতি।

১ম। আদিরস। এই রসের স্থায়ী ভাব রতি অথবা অনুরাগ। উহা দুইভাগে বিভক্ত যথা ;—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ।

পরস্পর অনুরক্ত নায়ক নায়িকার দর্শন কিংবা গুণ-শ্রবণ হেতু যে বিশেষ অবস্থা হয় উহাই সম্ভোগ আদিরস বা পূর্ব্বরাগ।

এখানে নায়ক নায়িকার পরস্পর দর্শনহেতু অনুরক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব এখানে উহাই পূর্ব্বরাগ। কাব্যপ্রকাশ মতে বিপ্রলম্ভ আদিরস—অভিলাষ, বিরহ, ঈর্ষ্যা, প্রবাস, শাপ প্রভৃতি কারণ নিবন্ধন পাঁচ প্রকার *। যথা ;—

অভিলাষ হেতু ;—

হে সুন্দরি এ বয়সে শুনেছি অনেক
কামিনীর কণ্ঠস্বর পীযূষ লহরী,
শ্রবণ কুহর ভরে পিয়াসা জুড়ায় ;
দেখেছি নিমেষশূন্য নয়নে অনেক
রমণীর অপরূপ রূপের মাধুরী ;
কিন্তু আহা নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল এমন
একধারে সর্ব্বগুণ চক্ষে দেখি নাই ;
রূপে গুণে সকলেরি কলঙ্কের লেশ
আছে কিছু ; তুমি প্রিয়ে স্বর্গের প্রতিমা !
প্রাণেশ্বরি ! প্রজাপতি গঠিলা তোমায়
ব্রহ্মাণ্ডের রূপ গুণ একত্র করিয়া।
(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নলিনীবসন্ত)

বিরহ হেতু ;—

কাদম্বরী শুনিবা মাত্র নিমীলিত নেত্র ও সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। অনেকক্ষণের পর নয়ন উন্মীলন করিয়া মদলেখাকে কহিলেন, মদলেখে! চন্দ্রাপীড় যে কর্ম্ম করিয়াছেন, আর কেহ কি এরূপ করিতে পারে! এই মাত্র বলিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। তদবধি কাহারও সহিত কোন কথা কহেন নাই।

(তারাশঙ্কর তর্করত্ন—কাদম্বরী)

ঈর্ষ্যা হেতু ;—

মাধব! না কহ আদর বাণী
না কর প্রেমের নাম!
জানয়ি মুঝকো অবলা সরলা
ছলনা না কর শ্যাম!

* অপরস্তু অভিলাষবিরহের্ষ্যাপ্রবাসশাপহেতুক ইতি পঞ্চবিধঃ।
(কাব্যপ্রকাশ)

কপট। কাহ তুঁহু ঝুট বোলসি
পীরিত করসি তু মোয় ?
ভালে ভালে হম্ অলপে চিহ্নুনু
ন পতিয়াব রে তোয় !
তুঁহু ন জানসি প্রেমক ধারা
কঠিন হৃদয় মধুভাষী—

পরশি দেহ মম সাঁচি বোল অব
নহ তুঁহু রূপ-পিয়াসী ?
যাও শ্যাম তব মিলবে শত শত
হমসে রূপসী নারী।
তুচ্ছ বালি হম্ কাহ টুটাওসি
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হমারি ?

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কৈশোরক)

প্রবাস হেতু ;—

কাটালাম এতকাল সন্তাপে সন্তাপে,
সে নাম দেখিবা মাত্র তবু চিত্ত কাঁপে।
কাঁপিতে কাঁপিতে নাথ খুলি এ লিখন,
প্রতি ছত্রে করিতেছি অশ্রু বিসর্জ্জন।
… … …
যত পার হেন লিপি লিখ তবে নাথ,
করিব তোমার সঙ্গে শোক অশ্রুপাত।
মিশাইব দীর্ঘশ্বাস তোমার নিশ্বাসে,
কাঁদিব তোমার সঙ্গে চিত্তের উল্লাসে ;
ঘুচাইতে এ যন্ত্রণা সাধ্য নাই কার,
তাই নিবেদন করি লিখ যত পার।
অনাথা দুঃখীর দুঃখ করিতে সান্ত্বনা,

হয়েছে লিপির সৃষ্টি বিধির বাসনা।
বুঝি কোন নির্ব্বাসিত পুরুষ প্রেমিক,
অথবা রমণী কোন প্রেমের পথিক,
ঘুচাতে বিচ্ছেদ-জ্বালা আরাধনা করে
শিখেছিল এ কৌশল বিধাতার বরে।
প্রাণ ভোরে অন্তরের কথা প্রকাশিতে
এমন উপায় আর নাই এ মহীতে।
নাসা, কণ্ঠ, চক্ষু কিম্বা ওষ্ঠে যাহা নয়,
লিপির অক্ষরে ব্যক্ত হয় সমুদয়।
খুলে দেয় একেবারে প্রাণের কপাট,
ধারেনা লজ্জার ধার থাকে না ঝঞ্ঝাট।

(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মদনপারিজাত)

শাপ হেতু ;

* ধাতুরাগে শিলাতলে করিয়া যতন
মান ভাঙ্গিবার ছলে তোমার চরণতলে
আপনায় নিপতিত করিব যেমন।
অমনি অশ্রুর ভর্ করি নেত্র দর্ দর্
একেবারে দৃষ্টিপথ আচ্ছাদিয়া রয়।
এ রূপেও সমাগম তোমার সহিত মম
কুটিল দৈবের হৃদে সহ্য নাহি হয়॥ ৪৪॥

(মেঘদূত)

যথাক্রমে আদিরসের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল, এখন উক্ত-রসের বিভাবাদি বর্ণন করা যাউক।

ফলতঃ মুনিকুমারের রূপ যতবার দেখি ততবারই অভিনব বোধ হয়। এইরূপ তাঁহার রমণীয় রূপের পক্ষপাতিনী হইয়া ক্রমে ক্রমে কুসুমশরের শর সন্ধানের পথবর্ত্তিনী হইলাম। কি মুনিকুমারের রূপসম্পত্তি, কি যৌবনকাল, কি বসন্তকাল, কি সেই প্রদেশ, কি অনুরাগ, জানি না কে আমাকে উন্মাদিনী করিল।

(তারাশঙ্কর তর্করত্ন—কাদম্বরী)

---

* ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াং আত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ॥

(কালিদাস—মেঘদূত)

এখানে নায়ক মুনিকুমারকে দেখিয়া নায়িকা মহাশ্বেতার অনুরাগ অথবা রতির উৎপত্তি হইয়াছে অতএব এ স্থলে মুনিকুমার পুণ্ডরীক আলম্বন বিভাব।

উদ্দীপন বিভাব যথা ;—

জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ, শীতল উজ্জ্বল,
বিকাশি লোহিত নীল সুস্নিগ্ধ কিরণ ;
আতর-গোলাপ-গন্ধে হইয়া বিহ্বল,
বহিতেছে ধীরে গ্রীষ্ম নৈশ সমীরণ।
শোভে পুষ্পাধারে স্তম্ভে, কামিনীকুন্তলে,
কোমল কামিনীকণ্ঠে কুসুমের হার ;
দেখেছ কেমন ওই সুন্দরীর গলে
শোভিয়াছে মালা, আহা দেখ একবার !
দীপমালা, পুষ্পমালা, রূপের কিরণ
করিয়াছে যামিনীর উজ্জ্বল বরণ।

মিলাইয়া সপ্তস্বর সুমধুর বীণা
বাজিতেছে, বিমোহিত করিয়া শ্রবণ ;
মিলাইয়া সেই স্বরে শতেক নবীনা,
গাইতেছে, সপ্তস্বর ব্যাপিছে গগন।
... ...
সুকোমল মকমল চুম্বিছে চরণ
তালে তালে ; কামে পুনঃ জীবন বিতরি
খেলিছে বিজলী প্রায় কটাক্ষ চঞ্চল
থেকে থেকে দীপাবলী হতেছে উজ্জ্বল।

(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ)

এ স্থলে দীপমালা, পুষ্পমালা, পুষ্পাধার, নৈশ সমীরণ, কামিনীর সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রভৃতি প্রণয়ী ও প্রণয়িনীদিগের রতিকে উদ্দীপিত করিতেছে ; অতএব ঐ সমুদয় আদিরসের উদ্দীপন বিভাব রূপে বর্ণিত হইল। স্থায়ীভাবের কার্য্যকে অনুভাব বলা যায়। যথা ;—

অথবা অঙ্গনা অঙ্গ স্নিগ্ধ পরশনে
কাঁপিছে অনঙ্গ-বাণে অবশ হইয়া।

আকর্ণ টানিয়া তবে কটাক্ষের বাণ
এক সঙ্গে যত ধনী করলো সন্ধান॥

(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ)

এখানে নায়ক নায়িকার হৃদয়ে রতি উৎপন্ন হওয়ায় শরীরে কম্প এবং কটাক্ষপাত প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবগুলি প্রকাশিত হইতেছে ; অতএব এস্থলে ঐ সমুদয় আদিরসের অনুভাব।

ওই পুনঃ সুমধুর কোমল নিক্কণে,
কমল দলের মধ্যে ভ্রমরী গুঞ্জরে।
এই বোধ হয় নব প্রণয় সঞ্চারে

হইল বামার আহা ! সলজ্জ বদন :
এই হাসিরাশি দেখ অধর ভাণ্ডারে,—
প্রণয় কুসুম হ'লো বিকচ এখন।

(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ)

এখানে নায়িকার অন্তঃকরণে রতি উৎপন্ন হইতে হইতে পরক্ষণে হাস্যের সঞ্চার হইল ; সুতরাং এস্থলে নায়িকার হাস্যই আদিরসের সঞ্চারীভাব হইয়াছে।

২য় বীররস। বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ, প্রতিদ্বন্দ্বী আলম্বন বিভাব ও প্রতিপক্ষের চেষ্টা উদ্দীপন বিভাব। সহায় অন্বেষণ প্রভৃতি অনুভাব এবং ধৈর্য্য, গর্ব্ব, বিতর্ক, স্মৃতি, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সঞ্চারীভাব। বীররস দয়া, ধর্ম্ম, দান ও যুদ্ধ ভেদে চারি প্রকার। এই রস উৎকৃষ্ট পুরুষে বর্ণনীয় যথা ;—

রুদ্রপীড় ক্রোধে দহে,
বাসবনন্দনে কহে,
তুই কি জানিবি বল সমরের প্রথা ?

বীরের উচিত ধর্ম্ম
বীরের উচিত কর্ম্ম,
বৃত্রের নন্দনে কভু না হবে অন্যথা॥

সংগ্রামে জিনেছি স্বর্গ,
সমূহ অমরবর্গ,
এখন সে অতি তুচ্ছ অমরের দাস ;
ইন্দ্রের বনিতা যেই,
দাসের বনিতা সেই,
উচিত নহে সে ছাড়ে প্রভু-পত্নী-পাশ ॥

কি যুদ্ধ আমায় দিবি,
যুদ্ধ কি তা কি জানিবি,
জানে সে জনক তোর বাসব কিঞ্চিৎ ;
জানে সে অমরগণ,
অসুরের কিবা রণ,
আছিল পাতালে প'ড়ে হারায়ে সম্বিৎ ॥
(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বৃত্রসংহার)

এখানে নায়ক রুদ্রপীড়ের বাক্যে অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব ইহা বীররস।

অথবা ক্ষুধার্ত্ত-ব্যাঘ্র, কুরঙ্গ কাননে
করে যদি দরশন,
দলি গুল্ম লতাবন,
তীরবৎ ছুটে বেগে মৃগ আক্রমণে।
তেমতি নবাব সৈন্য বীর অনুপম,
আম্রবন লক্ষ্য করি
একস্রোতে অস্ত্র ধরি
ছুটিল সকলে যেন কালান্তক যম।
অকস্মাৎ একবারে শতেক কামান,
করিল অনল বৃষ্টি,

ভীষণ সংহার দৃষ্টি,
কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হ'ল তিরোধান।
অস্ত্রাঘাতে সুপ্তোত্থিত শার্দ্দূলের প্রায়,
ক্লাইব নির্ভয় মন,
করি রশ্মি আকর্ষণ
আসিল তুরঙ্গোপরে রক্ষিতে সেনায়।
সম্মুখে সম্মুখে বলি সরোষে গর্জ্জিয়া ;
করে অসি তীক্ষ্ণধার ;
ব্রিটিশের পুনর্ব্বার,
নির্ব্বাপিতপ্রায় বীর্য্য উঠিল জ্বলিয়া।
(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ)

এখানে বিপক্ষ নবাব-সৈন্য আলম্বন বিভাব এবং কামান দ্বারা অগ্নিবৃষ্টি উদ্দীপন বিভাব ও ক্লাইবের উৎসাহবাক্য এবং অগ্রসর হওয়া প্রভৃতি অনুভাব।

ফিরে যাব? কোথা যাব? স্বদেশে আমার?
বৎসরের পথ বল যাইব কেমনে?
ওই ভাগীরথী নদী না হইতে পার,
আক্রমিবে কালসম দুরন্ত যবনে ;
জনে জনে নিজ হস্তে বধিবে জীবনে,

অথবা করিবে বন্দী রাজকারাগারে ;
কাঁদি যদি দীনভাবে পড়িয়া চরণে
জীবন্ত নির্দ্দয় নাহি ছাড়িবে কাহারে।
কি কাজ পলায়ে তবে শৃগালের প্রায়,
যুঝিব শুইব রণে অনন্ত শয্যায়।
(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ)

এখানে নায়ক ক্লাইবের ধৈর্য্য, বিতর্ক প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব।

৩য়। করুণ রস। প্রিয় ব্যক্তি বিনাশ ও অনিষ্ট সংঘটন হেতু করুণরসের উৎপত্তি হয়। শোক এই রসের স্থায়ী ভাব। শোচ্য আলম্বন বিভাব। শোচ্যব্যক্তির দাহাদি অবস্থা উদ্দীপন বিভাব। দৈবনিন্দা, ভূপতন, ক্রন্দন প্রভৃতি অনুভাব। বৈরাগ্য, মোহ, গ্লানি, স্মৃতি, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। যথা ;—

উত্তরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দন কাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহ স্থানে রক্ষোদল ; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন আভরণ, বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুর ভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা ;—লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলা-স্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে।
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি। মায়েরে মোর হায়রে বহিল
সহসা নয়নজল। নীরবিলা সতী ;
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদবধ)

এস্থলে প্রমীলার প্রিয়পতি মেঘনাদের বিনাশে করুণরসের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রমীলার শোক করুণ রসের স্থায়ী ভাব। মৃত মেঘনাদ আলম্বন বিভাব এবং তাঁহার দাহাদি অবস্থা উদ্দীপন বিভাব। প্রমীলার মরণের সঙ্কল্প, বিষাদ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব।

৪র্থ। হাস্যরস। বিকৃত আকার, বিকৃত বেশ এবং বিকৃত চেষ্টা জন্য হাস্যরসের উৎপত্তি হয়। ইহার স্থায়ী ভাব হাস। বিকৃত আকার, বিকৃত বেশ এবং বিকৃত চেষ্টা দেখিয়া লোকে যে হাস্য করে, উহাই আলম্বন বিভাব। আর তাহাদের কার্য্য উদ্দীপন বিভাব। চক্ষুঃসঙ্কোচ, দন্ত-বিকাশ প্রভৃতি অনুভাব। নিদ্রা, আলস্য, অবহিত্থা (ন্যাকামী) প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। যথা ;—

তখন হোল মহাতর্ক
পণ্ডিতেরা পক্ব,
দিলেন নানান্ মত সবে নানান্ শাস্ত্র দেখে,
আওড়ালেন বহু শ্লোক বেদ পুরাণ থেকে ;
বিদ্যারত্ন খুঁজিলেন ব্যাস ; তর্করত্ন তিনি
খুঁজেন বোপদেব ; খুঁজেন গোস্বামী পাণিনি ;
শিরোমণি অলঙ্কার ; আর ন্যায়রত্ন
খুঁজেন ন্যায়শাস্ত্র খানি করে অতি যত্ন ;
স্মৃতিরত্ন খোঁজেন পুরাণ ; শ্রুতি বৃহস্পতি ;
জ্যোতিষশাস্ত্র খুঁজেন ব্রজনাথ সরস্বতী ;
—লাগিলেন ক্রমেই সে সভার প্রতি সভ্য,
প্রকাশ করিতে স্বীয় স্বীয় যা মন্তব্য।
সে যজ্ঞে সে কর্ম্মে
সে তর্কে সে হর্ম্ম্যে.
পণ্ডিতেরা মৎস্যবৎ হয়ে গের্লেন ঘর্ম্মে
ক্রমেই সে তর্ক হয়ে উঠলো চরম,
ক্রমেই সবার মেজাজ হলো গরম।
ক্রমেই সবাই পরস্পরের অজ্ঞতা সম্বন্ধে
কল্লেন ব্যক্ত তথা,
বহু উদার কথা ;
ক্রমে সবার টিকি ঘোর আন্দোলিত স্কন্ধে ;
... ...
পরিধেয় পশ্চাতের বা সম্মুখের অংশ,
(কাছাকোঁচা) অনেকেরই হইল ত ভ্রংশ ;
পরস্পরের কেশে,
ধোরে অবশেষে,
করে দিলেন পরস্পরের চুলেরও নির্ব্বংশ ;
(—যদিও তাঁহাদের কেশ করিবারে ছিন্ন,
ছিলনা বড় বেশী কিছু এক এক টিকি ভিন্ন,
তবু সে প্রসঙ্গ
হয়ে গেল ভঙ্গ,
বেড়ে গেল অনেকেরই টাকের চাক্‌চিক্য,
মস্তকে বাড়িল আরো চুলের দুর্ভিক্ষ।)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়—ভাটপাড়ার সভা।

এখানে পণ্ডিতগণের বিকৃত আকার, বিকৃত বেশ ও বিকৃত চেষ্টায় হাস্যরসের উৎপত্তি হইয়াছে। দর্শকগণ আলম্বন বিভাব। টিকিসঞ্চালন, পরিধেয় বসনের সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগের ভ্রংশ প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। দন্তবিকাশ, চক্ষুঃসঙ্কোচ আদি ব্যভিচারী ভাব।

৫ম। রৌদ্ররস। রৌদ্ররসের স্থায়ী ভাব ক্রোধ। শত্রু আলম্বন বিভাব এবং শত্রুর উদ্যোগ, মুষ্টিপ্রহার প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। ভ্রূভঙ্গ, ওষ্ঠনির্দ্দংশন, বাহু-স্ফোটন, তর্জ্জন প্রভৃতি অনুভাব। মোহ, অমর্ষা আদি ব্যভিচারী ভাব।

ত্যজি ধনুঃ নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন ! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থর থরি কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু। ভৈরব আরাবে
সহসা পূরিল বিশ্ব। ত্রিদিবে পাতালে,
মর্ত্ত্যে মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে।　…　…　…
…　…　…
অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি রিপু,
রাক্ষস-কুলভরসা, পরুষবচনে
কহিলা লক্ষ্মণশূরে ;—বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন আমি, না ডরি শমনে।
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে।
(মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদবধ)

এখানে লক্ষ্মণ আলম্বন বিভাব। তাঁহার অসি নিষ্কোষিত করা উদ্দীপন বিভাব। মেঘনাদের তর্জ্জন গর্জ্জন অনুভাব ; আর তাঁহার রণক্ষেত্রে পতন, পরুষ বাক্য প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব।

৬ষ্ঠ। অদ্ভুতরস। অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দর্শনে অথবা অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্যশ্রবণে অদ্ভুতরস হয়। বিস্ময় এই রসের স্থায়ী ভাব। অলোকসামান্য বস্তু আলম্বন বিভাব এবং সেই বস্তুর গুণাদির মহিমা উদ্দীপন বিভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদ্‌গদ স্বরে কথন, সম্ভ্রম, নেত্র-বিকাশ প্রভৃতি কার্য্য অনুভাব। বিতর্ক-আদি ব্যভিচারী ভাব। যথা ;—

আসিছে অনল ব্রহ্মাণ্ড উজলি,
(দেখেছে শূন্যেতে পণ্ডিতমণ্ডলী)
জগৎব্রহ্মাণ্ড করিবে গ্রাস।
একি ভয়ঙ্কর—বিশ্ব চরাচর,
সোম, শুক্র, বুধ, মহী, শনৈশ্চর,—
বিদ্যুৎ অনলে হবে বিনাশ।
আকাশের গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলী,
অনলে পুড়িয়া পড়িবে সকলি ;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড হবে শূন্যময়,
সমুদ্র, পবন, প্রাণী সমুচ্চয়,—
এমন পৃথিবী হবে বিনাশ।
(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রলয়)

সূর্য্যমণ্ডল হইতে এক অদ্ভুত বিদ্যুদাকৃতি জ্যোতি নির্গত হইয়া পৃথিবীর দিকে আসিতেছে, এই অশ্রুতপূর্ব্ব সংবাদ শ্রবণে অদ্ভুতরসের প্রকাশ হইয়াছে। সেই অলোক-সামান্য জ্যোতির রেখাই আলম্বন বিভাব এবং তাহার জগৎবিধ্বংসী গুণের মহিমাই এখানে উদ্দীপন বিভাব। ঐ বিষয়ের জন্য সম্ভ্রম, কথন প্রভৃতি অনুভাব ; আর উহা লইয়া বিতর্ক আদি ব্যভিচারী ভাব।

৭ম। ভয়ানক রস।—ভয়ানক রসের স্থায়ী ভাব ভয়। স্ত্রীলোক অথবা নীচপ্রকৃতি পুরুষে এই রস বর্ণনীয়। যাহা হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয়, উহাই আলম্বন বিভাব। ঘোরতর চেষ্টা উদ্দীপন বিভাব। বিবর্ণতা, গদ্গদস্বরে কথন, মূর্চ্ছা, রোমাঞ্চ, কম্প, চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ, ঘৃণা, আবেগ, সম্মোহ, সন্ত্রাস, গ্লানি, দীনতা, শঙ্কা, সম্ভ্রম, মৃত্যু প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। যথা;—

ভূমে রাখি সীতারে সে উঠিল আকাশে।
সম্বরেণ বস্ত্র সীতা পলাবার আশে॥
পলাইতে চান সীতা নাহি পান পথ।
চতুর্দ্দিকে মহাবন বেষ্টিত পর্ব্বত॥
ভয়েতে কান্দেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা॥
(কৃত্তিবাস—রামায়ণ)

এখানে ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সীতার মনে ভয়ের উদ্রেক হওয়াতে ভয়ানক রস হইয়াছে। সীতার ভয় ইহার স্থায়ী ভাব। রাবণের ঘোরতর চেষ্টা উদ্দীপন বিভাব। সীতার পলায়নের চেষ্টা, সন্ত্রাস, সম্ভ্রম প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব।

৮ম। বীভৎস রস।—বীভৎস রসের স্থায়ী ভাব ঘৃণা। দুর্গন্ধ মাংস মেদ প্রভৃতি আলম্বন বিভাব। ঐ সকল বস্তুতে কৃমিপাতাদি উদ্দীপন বিভাব। নিষ্ঠীবন ত্যাগ প্রভৃতি অনুভাব। মোহ, আবেগ, ব্যাধি, মরণ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব।

অজীর্ণ ভোজনদ্রব্য উগারি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য। ... ...
... ...
তার পাশে দুষ্ট কাম বিগলিত দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
... ...
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগারে,
কাশি কাশি দিবানিশি হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া। বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি;
মুখ মলদ্বারে বহে লোহের লহরী।
(মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদ বধ)

এখানে অজীর্ণ ভোজনদ্রব্যাদির বর্ণনায় বীভৎস রস হইয়াছে। উদ্গার, বিগলিত দেহ, শোণিত প্রবাহ প্রভৃতি আলম্বন বিভাব। উদ্গার করিয়া পুনরায় ভক্ষণ প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব।

৯ম। শান্তরস। শান্তরসের স্থায়ী ভাব শম। ইহা উত্তমপ্রকৃতি ব্যক্তিতে বর্ণনীয়। অনিত্যতাহেতুক সংসারে অসারতাজ্ঞান এবং পরমাত্মস্বরূপ ইহার আলম্বন বিভাব। পুণ্যাশ্রম, তীর্থক্ষেত্র, রম্যকানন, মহাপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। রোমাঞ্চ আদি কার্য্য অনুভাব। বৈরাগ্য, হর্ষ, স্মরণ, সুমতি, জীবে দয়া প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। যথা;—

দেখ হে ভাবিয়া পাবে ভবপরিচয়,
অসার সংসার মাঝে কেউ কারু নয়;
কোথায় তোমার এবে সেই পুত্রবর?
অন্তর হইতে যে না হইত অন্তর।
সন্তোষদায়িনী তব রমণী কোথায়?
নয়নে নয়নে সদা রাখিতে যাহায়।
দেখিলে জানিলে এবে সে জনার গুণ,
বিমুখে ও মুখে জ্বেলে দিয়াছে আগুন।

একত্রে যে মিত্রগণ থাকিত তোমার,
পবিত্র প্রণয়-রস-পানে অনিবার।
আর কি ভাবিবে তারা তোমায় মনেতে?
ক'দিন হয়েছ ছাড়া তাদের সনেতে?
যেই বিধি করিয়াছে এ বিধি সৃজন,
অতএব লও সদা তাঁহার শরণ।
(শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—সদ্ভাবশতক)

এখানে শান্তরস হইয়াছে। শম উহার স্থায়ী ভাব। অনিত্যতাহেতু সংসারের নশ্বরতা-জ্ঞান আলম্বন বিভাব। শব-দর্শন উদ্দীপন বিভাব। রোমাঞ্চ আদি অনুভাব। বৈরাগ্য, স্মৃতি, সুমতি প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব হইয়াছে।

কাব্যপ্রকাশে যে নয়টি রসের বিষয় উক্ত হইয়াছে, উহা ব্যতীত সাহিত্য-দর্পণকার বৎসল নামক আর একটি অতিরিক্ত রস স্বীকার করিয়াছেন।

১০ম। বৎসল রস।—সন্তানাদির প্রতি পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের যে স্বভাবসিদ্ধ বাৎসল্য তাহাকেই বৎসল রস বলে। স্নেহ ইহার স্থায়ী ভাব। পুত্রাদি আলম্বন বিভাব। উহাদের চেষ্টা, বিদ্যা, শৌর্য্য প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। আলিঙ্গন, অঙ্গস্পর্শ, মস্তকচুম্বন, দর্শন, পুলক, আনন্দ, বাষ্প প্রভৃতি অনুভাব এবং ঐ পুত্রাদির অনিষ্টাশঙ্কা, হর্ষ, গর্ব্ব আদি ব্যভিচারী ভাব। যথা;—

মহিষী।　　　　কে তোমার বোঝে
মা আমার! কথা শুনে জানিনা কেন যে
চক্ষে আসে জল! যে দিন আসিলি কোলে
বাক্যহীন মূঢ় শিশু, ক্রন্দনকল্লোলে
মায়েরে ব্যাকুল করি, কে জানিত তবে
সেই ক্ষুদ্র মুগ্ধ মুখে এত কথা কবে,
দুই দিন পড়ে থাকি তোর মুখ চেয়ে।
(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মালিনী)

এখানে রাজমহিষী রাজকন্যা মালিনীর জননী। তাঁহার স্বীয় কন্যার প্রতি বাৎসল্য এখানে বৎসল রসের স্থায়ী ভাব। কন্যা মালিনী আলম্বন বিভাব এবং তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও জ্ঞানবৈরাগ্যের কথা উদ্দীপন বিভাব, বাষ্পবারিত্যাগ প্রভৃতি অনুভাব।

উপরিভাগে রসের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, উহা ব্যতীত ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস, ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশবলতা প্রভৃতিও অন্তঃকরণে রসের উদ্রেক করে বলিয়া ইহারাও রস নামে অভিহিত।

ভাব।

যে স্থলে সঞ্চারী ভাব স্থায়ী ভাব অপেক্ষা প্রধানরূপে বর্ণিত হয়, কিংবা দেবতা, গুরুজন, রাজা প্রভৃতির প্রতি যেখানে সাতিশয় অনুরাগ প্রকাশিত হয়, অথবা যেখানে স্থায়ী ভাবেরই উদ্বোধ হয়, বিভাবাদি সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় না, এরূপ স্থলকে ভাব বলে। যথা;—

কোথায় ভাসিয়া গেল; হৃদয় কেবল
রমণীর রূপে স্বরে হইল মগন।
…　…　…　…
আবার সে শব্দ, ভেদি সঙ্গীত তরঙ্গ
গেল নবাবের কাণে বজ্রনাদ করি;
ঘুরিল মস্তক, ভয়ে কাঁপিতেছে অঙ্গ,
শিরস্ত্রাণ প'ড়ে ভূমে দিল গড়াগড়ি।
(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ)

এ স্থলে নবাব আমোদে প্রমত্ত ছিলেন; হঠাৎ কামানের শব্দে তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল; অতএব এখানে আদিরসের স্থায়ী ভাব রতির মধ্যে উহার বিরোধী ভয়ানক রস তদপেক্ষা প্রধানরূপে বর্ণিত হওয়ায় ভাব হইয়াছে।

ডাক বীণা উচ্চৈঃস্বরে ডাক রে আনন্দভরে
নারদ ভুলে না যেন সে তত্ত্ব এ জীবনে।
সকলের মূলাধার সকল মঙ্গল সার,
নারদের চিত্ত যেন থাকে সেই চরণে॥

জড় জীব দেহ মন যা হইতে প্রকটন
অনুক্ষণ সেই রূপ হৃদি মাঝে জাগ রে।
পাই যেন পুনরায় পুজিতে সে রাঙ্গা পায়
জগৎ মধুর করি তারা নাম শুনা রে॥

(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—দশমহাবিদ্যা)

এখানে দেবতা বিষয়ে নারদের অত্যন্ত অনুরাগ (রতি) প্রকটিত হইয়াছে অতএব ইহাও ভাবের অন্যতম উদাহরণ।

শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে॥
পাদুকায় অভিষেক করিয়া যথায়।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের আজ্ঞায়॥

কৃত্তিবাস—রামায়ণ।

এখানে ভরতের গুরুজন জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং ইহাও ভাবশব্দবাচ্য।

শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়া অযোধ্যায়।
বাসনা করিয়া সবে চলিল তথায়॥
চল সবে দেখি গিয়া রামের চরণ।
যুড়াইব নয়ন সুতৃপ্ত হবে মন॥
মাতঙ্গ ছত্রিশ কোটি আইল দন্তাল।
বানর ছত্রিশ কোটি বিক্রমে বিশাল॥

... ...
... ...
বহু পুণ্যে পাই প্রভু তোমা হেন রাজা।
জন্মে জন্মে রঘুনাথ করি তব পূজা॥

(কৃত্তিবাস—রামায়ণ)

এই স্থলে রাজা রামের প্রতি জনসাধারণের অতিশয় রতি (অনুরাগ) বর্ণিত হওয়ায় ভাব হইয়াছে।

এক ভুজবল্লী শোভে পতিকণ্ঠতলে,
অন্ত করে মুছে নাথ-বদন-মণ্ডল;
থেকে থেকে তিতি বালা নয়নের জলে,
প্রেমভরে পতিমুখ চুম্বিছে কেবল।

(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ)

এখানে বিভাবাদি কিছু সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে না, কেবল স্থায়ী ভাবেরই কার্য্য প্রকটিত হইতেছে অতএব ইহাও ভাব*

রসাভাস ও ভাবাভাস।

অনুচিত বিষয়ে রসের বর্ণনা করিলে রসাভাস হয় এবং ভাবের বর্ণনা করিলে ভাবাভাস হয়। অনুচিত বিষয় যথা;—

(১) উপনায়কে, গুরুপত্নীতে, বহুনায়কে এবং প্রতিনায়কে রতির বর্ণনা।

(২) অধম পাত্র তির্য্যক্‌জাতি প্রভৃতিতে আদি রসের বর্ণনা।

(৩) গুরুজনকে লক্ষ্য করিয়া রৌদ্ররসের বর্ণনা।
(৪) হীন ব্যক্তিতে শান্তরসের বর্ণনা।
(৫) গুরু প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া হাস্যরসের বর্ণনা।
(৬) ব্রহ্মবধ ও নিরপরাধ ব্যক্তির বধে উৎসাহ।
(৭) অধম পাত্রে বীররসের বর্ণনা।
(৮) নীচ ব্যক্তিতে বীররসের বর্ণনা।

ভাবশান্তি।

যেখানে পূর্ব্বোদিত ভাবের নিবৃত্তি হয় তাহাকে ভাবশান্তি বলে।

ভাবোদয়।

যে স্থলে এক ভাবের পর অন্য ভাবের উদয় হয় উহাকে ভাবোদয় বলে।

ভাবসন্ধি।

যেখানে দুই ভাবের পরস্পর মিলন হয় তাহাকে ভাবসন্ধি বলে।

ভাবশবলতা।

বহু ভাবের একত্র মিলনকে ভাবশবলতা বলা যায়।

রসের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল এখন কাব্যের রীতি বর্ণিত হইতেছে।

রীতি।

কাব্যে পদনিচয়ের সংস্থানপ্রণালীই রীতি নামে অভিহিত। ইহা অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। যে সময়ে দণ্ডী কাব্যাদর্শ নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার-গ্রন্থ রচনা করেন, তখন কাব্য রচনার দুইটি রীতিই প্রধানরূপে প্রচলিত ছিল। যথা;— বৈদর্ভী ও গৌড়ী। * কিন্তু বামন পাঞ্চালী নামক আর একটী রীতি স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার মতে রীতি তিনটি। ভোজরাজ তাঁহার সরস্বতীকণ্ঠাভরণে আবন্তী, লাটী, মাগধী নামে আরও অতিরিক্ত তিনটি রীতির বর্ণন করিয়াছেন অতএব তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে রীতির সংখ্যা ছয়। † কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট রীতিবিষয়ে বামনের মত অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে রীতি চারি

---

* অস্ত্যনেকো গিরাং মার্গঃ সূক্ষ্মভেদঃ পরস্পরম্।
তত্র বৈদর্ভগৌড়ীয়ৌ বর্ণ্যেতে প্রস্ফুটান্তরৌ॥
(দণ্ডী—কাব্যাদর্শ)

তত্রাসমাসা নিঃশেষশ্লেষাদিগুণগুম্ফিতা।
বিপঞ্চীস্বরসৌভাগ্যা বৈদর্ভী রীতিরিষ্যতে॥
(ভোজরাজ—সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

বিদর্ভ বর্ত্তমান নাগপুরপ্রদেশ।

প্রকার যথা ;—বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটিকা। আমরা এস্থলে সরস্বতীকণ্ঠাভরণের মত অনুসরণ করিয়া যথাক্রমে ছয় প্রকার রীতিরই উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

১। বৈদর্ভী রীতি।

যে রচনায় সমাসবিহীন, শ্লেষগ্রথিত, মাধুর্য্যগুণবিশিষ্ট পদের প্রয়োগ থাকে তাহার নাম বৈদর্ভী রীতি। বোধ হয় বিদর্ভ প্রদেশে এইরূপ লেখন-ভঙ্গী সমধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল, সুতরাং ইহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। (১)

২। পাঞ্চালী রীতি।

যে রচনায় সমাসযুক্ত এবং ওজঃ ও কান্তিগুণ বিবর্জ্জিত মধুর সুকোমল পদের প্রয়োগ থাকে, উহাই পাঞ্চালী রীতি নামে অভিহিত (২)। পঞ্চাল দেশে (৩) এইরূপ রচনা পদ্ধতি সমধিক পরিমাণে প্রচলিত থাকায় উহা পাঞ্চালী রীতি নামে বিশ্রুত হইয়াছে।

৩। গৌড়ী রীতি।

যে রচনায় অধিক পরিমাণে সমাসযুক্ত ওজঃ ও কান্তিগুণযুক্ত পদের প্রয়োগ থাকে তাহাই গৌড়ী রীতি নামে অভিহিত (৪)। গৌড়দেশে (৫) এই প্রকার রচনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল তজ্জন্য ইহা গৌড়ী রীতি নামে অভিহিত।

৪। আবন্তী রীতি।

পাঞ্চালী ও বৈদর্ভী রীতির মিশ্রণকে আবন্তী রীতি বলা যায়। এই রীতিতে যে সকল গদ্য পদ্য লিখিত হয় উহাতে দুই কিংবা তিন পদে সমাসযুক্ত পদের ব্যবহার থাকে (৬)। অবন্তী প্রদেশে (৭) এইরূপ রচনা-ভঙ্গী প্রচলিত ছিল বলিয়া এইরূপ রচনা-পদ্ধতি আবন্তী রীতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

---

(১) যে কবির জন্মভূমি যে দেশে, তিনি যে সেই রীতিরই অনুসরণ করিয়া কাব্য লিখিতেন তাহা নহে। এক দেশের কবি স্বেচ্ছাক্রমে অন্য দেশের রীতিরও অনুসরণ করিতেন। মহাকবি কালিদাসের লীলাক্ষেত্র অবন্তী; কিন্তু তিনি বিদর্ভ দেশের রীতি অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।

(২) সমস্ত পঞ্চষপদামোজঃকান্তিবিবর্জ্জিতাম্।
মধুরাং সুকুমারাঞ্চ পাঞ্চালীং কবয়ো বিদুঃ॥
(সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

(৩) পঞ্চালদেশ—বর্ত্তমান কান্যকুব্জ।

(৪) সমস্তাত্যুদ্ভটপদামোজঃকান্তিগুণান্বিতাম্।
গৌড়ীয়েতি বিজানন্তি রীতিং রীতিবিচক্ষণাঃ॥
(সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

(৫) গৌড়দেশ—বঙ্গদেশ। মতান্তরে অযোধ্যা কান্যকুব্জ প্রভৃতি প্রদেশকে বুঝায়।

(৬) অন্তরালে তু পাঞ্চালীবৈদর্ভ্যোর্যাবতিষ্ঠতে।
সাবন্তিকা সমস্তৈঃ স্যাদ্দ্বিত্রৈস্ত্রিচতুরৈঃ পদৈঃ॥
(সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

(৭) অবন্তীপ্রদেশ—মালব অর্থাৎ মধ্যভারতবর্ষ; উহার রাজধানী উজ্জয়িনী।

৫। লাটী রীতি।

পূর্ব্বোক্ত সমুদয় রীতি যাহাতে আংশিকরূপে বিরাজমান, তাহাকে লাটী রীতি বলা যায় *। পূর্ব্বকালে লাটদেশে † এইরূপ রীতিতে লেখা হইত বলিয়া ইহা লাটী রীতি নামে কথিত হইয়া থাকে।

৬। মাগধী রীতি।

যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত রীতি সকল ব্যতীত কোন নূতনতর রীতি অবলম্বিত হয়, তাহাকে মাগধী রীতি বলে। পূর্ব্বে মগধ প্রদেশে ঐরূপ রচনাভঙ্গী প্রচলিত ছিল, সুতরাং উহা মাগধী রীতি নামে অভিহিত হইয়াছে।

প্রকৃত ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমান সময়ে কোন বঙ্গীয় লেখকই কোন নির্দ্দিষ্ট রীতির অনুসরণ করেন না, তাঁহাদের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে শব্দ বিন্যাস পূর্ব্বক অবাধে লেখনী পরিচালনা করিয়া থাকেন। সংস্কৃত কবিদের সময়ে ঐরূপ প্রথা প্রায় ছিল না; তাঁহারা প্রথম হইতেই আপন রুচিসম্মত একটী পন্থা নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া চিরকাল অভ্যস্ত পদবীর অনুসরণে প্রবৃত্ত থাকিতেন। তজ্জন্য আমরা কালিদাস, বাণভট্ট, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণের স্বস্ব বিশেষত্বযুক্ত নানা বৈচিত্র্যময় পদ্য গদ্যের অসাধারণ সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারি।

কাব্যের দোষ।

যাহারা কাব্যের অপকৃষ্টতা সম্পাদন করে, তাহারা দোষ নামে অভিহিত ‡। কাব্যাদর্শ প্রণেতা দণ্ডীর মতে কাব্যের দোষ দশটী §; তন্মধ্যে সর্ব্বশেষ দোষটি দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত; সরস্বতীকণ্ঠাভরণ গ্রন্থকর্ত্তা ভোজরাজ প্রথমেই কাব্যের দোষের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। তিনি পদগত বাক্যগত এবং বাক্যার্থগত ষোড়শ ¶ প্রকার দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণকারের মতে দোষের সংখ্যা অশীতি প্রকারেরও অধিক। শেষোক্ত আলঙ্কারিক কালিদাস হইতে তাঁহার সমসাময়িক কবিগণ পর্য্যন্ত সকলেরই দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ সকল দোষবর্জ্জিত কাব্য যে সর্ব্বোত্তম তদ্বিষয়ে সংশয় নাই; তবে কবিরা কাব্য নির্ম্মাণকালে রস ও ভাবে এতদূর বিভোর হইয়া পড়েন যে, সকলের পক্ষে ঐ সকল দোষের সংস্পর্শ হইতে বিমুক্ত থাকা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। সংস্কৃতভাষার আদর্শ ও উপকরণ

---

* সমস্তরীতিব্যামিশ্রা লাটী যা রীতিরিষ্যতে। (সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

† লাটদেশ—গুর্জ্জর বা গুজরাট প্রদেশ।

‡ দোষাস্তস্যাপকর্ষকাঃ। (সাহিত্য-দর্পণ)

§ ইতি দোষা দশৈবৈতে বর্জ্যাঃ কাব্যেষু সূরিভিঃ। (কাব্যাদর্শ—৩য় পরিচ্ছেদ)

¶ দোষাঃ পদানাং বাক্যানাং বাক্যার্থানাঞ্চ ষোড়শ।
হেয়াঃ কাব্যে কবীন্দ্রৈর্যে তানেবাদৌ প্রচক্ষ্মহে॥ (সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

লইয়া বঙ্গভাষা নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব আমরা সংস্কৃতভাষার দোষ গুণ রীতি অলঙ্কার প্রভৃতি সমুদয়ই বঙ্গভাষায় প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে যে সকল দোষের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি দোষ বঙ্গভাষায় থাকা একান্ত গর্হিত। কতক গুলি থাকিলেও তত অধিক হানি হয় না।

যে সকল দোষ থাকিলে বঙ্গভাষার কাব্যগুলিও নিতান্ত হেয় ও অপ্রীতিকর হয়, আমরা প্রধানতঃ সেই সকল দোষের মধ্যে কয়েকটি দোষের উল্লেখ করিতেছি।

১। দুঃশ্রবত্ব। কঠোর বর্ণের প্রয়োগ নিবন্ধন যাহা শুনিতে অতিশয় ক্লেশ বোধ হয়, উহাকে দুঃশ্রবত্ব দোষ বলে। চলিত বাঙ্গালাভাষায় উহার নাম শ্রুতিকটুতা দোষ। যথা ;—

(ক) সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর আভরণে।
(খ) বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ প্রক্ষ্বেড়নধারী।
(গ) যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।
(ঘ) লক্ষ রক্ষঃ শিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া।

উদ্ধৃত স্থল সমূহে কঠোর বর্ণের প্রয়োগ প্রযুক্ত দুঃশ্রবত্ব বা শ্রুতিকটুতা দোষ ঘটিয়াছে।

২। অশ্লীলতা। যে রচনা পাঠকালে লজ্জা ঘৃণা ও অমঙ্গলের জনক বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে অশ্লীলতা দোষ বলা যায়।

আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী,
... ...
চুরি করে যে বসন নিল নীলমণি।
* * * দুকূল রাখিতে গিয়ে,
অকূলে ডুবিলি বৃথা কাঞ্চনতরণি।
ক্ষুদ্র ও কমলপাতে, পর্ব্বত ঢাকে কি তাতে?
বৃথা যত্ন বৃথা চেষ্টা ওরে অবোধিনি!

উদ্ধৃত স্থলটি লজ্জাজনক অশ্লীলতা দোষের উদাহরণ। এইরূপ ঘৃণা ও অমঙ্গল জনক অশ্লীলতা দোষের উদাহরণও বিস্তর আছে, বাহুল্য প্রযুক্ত এখানে উহা উদ্ধৃত হইল না।

৩। চ্যুতসংস্কৃতি। ব্যাকরণ-দুষ্ট পদপ্রয়োগে চ্যুতসংস্কারতা বা চ্যুতসংস্কৃতি দোষ হয়।

ক। ঐশ্বর্য্যশালিনী পূরব প্রদেশ।
খ। আমোদে পূর্ণিত হ'ত সঙ্গীত হিল্লোল।
গ। অভাগিনী বঙ্গ প্রতি বলিতে না পারি।
ঘ। পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী
স্বাধীন নরক বাস।
ঙ। দোষী বিধি, দোষী মন্দভাগিনী ভারত।

৪। অপ্রযুক্ততা। যে শব্দ অভিধানে পরিগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু কবিরা প্রায় ব্যবহার করেন নাই, উক্ত শব্দের প্রয়োগে অপ্রযুক্ততা দোষ হয়। যথা ;—

ঈশাক্ষের উষর্বুধে মারা গেল মার।
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার॥

উষর্বুধ (অগ্নি), নাক (স্বর্গ), নির্জ্জর (দেবতা), এই তিনটি অভিধানে আছে ; কিন্তু বাঙ্গালা কবিতায় প্রায় প্রযুক্ত দেখা যায় না। অতএব এস্থলে ঐ কয়টি শব্দের প্রয়োগ-নিবন্ধন অপ্রযুক্ততা দোষ হইয়াছে।

৫। অসমর্থতা। যে শব্দে যে অর্থ বুঝায় না, সেই শব্দ সেই অর্থে প্রয়োগ করিলে অসমর্থতা দোষ হয়

আমার বাক্যেতে দেহ রাধার নন্দন।
বিরাট-তনয় বুঝি কর বিতরণ॥

এখানে রাধার নন্দন অর্থে কর্ণবীর, শ্রবণেন্দ্রিয় নহে; এবং বিরাটতনয় অর্থে মৎস্যরাজের পুত্র, কিন্তু কথার উত্তর নহে; অতএব এস্থলে অসমর্থতা দোষ হইয়াছে।

৬। ক্লিষ্টতা। দীর্ঘ সমাস অথবা দুরান্বয় প্রযুক্ত অর্থবোধের ব্যাঘাত ঘটিলে ক্লিষ্টতা দোষ হয়।

ক্ষীরোদতনয়াপতিবাহনের ডরে।

ক্ষীরোদ—ক্ষীর সমুদ্র, তাহার তনয়া—লক্ষ্মী, তাঁহার পতি—বিষ্ণু, তাঁহার বাহন—গরুড়। এস্থলে দীর্ঘ সমাস প্রযুক্ত ক্লিষ্টতা দোষ হইয়াছে।

৭। নিরর্থকতা। যে পদের কোন সার্থকতা নাই, এরূপ পদের প্রয়োগে নিরর্থকতা দোষ হয়। যথা;—

সকলেই সমভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ। আমার হৃদয়সুখ করিছে সাধন॥

এখানে সদা সর্ব্বক্ষণ এই পদের একটি পদ নিরর্থক প্রযুক্ত হইয়াছে।

৮। পুনরুক্ততা। ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা এক বিষয়ের উপর্য্যুপরি বর্ণন করিলে পুনরুক্ততা দোষ হয়। যথা;—

সে শোভা তাহারি, রূপের মাধুরী, বচন চাতুরী, হেরিয়া উথলে ভাব।

এস্থলে এক শোভার বিষয় উল্লেখ করিয়া পুনরায় রূপের মাধুরী এই শব্দটি প্রয়োগ করায় পুনরুক্ততা দোষ ঘটিয়াছে।

৯। নিহতার্থতা। নানাঅর্থবিশিষ্ট শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করিলে নিহতার্থতা দোষ হয়।

তোমার গোরসে গো পাইব করতলে।

এখানে প্রথম গো শব্দের অর্থ বাক্য; দ্বিতীয় গো শব্দের অর্থ স্বর্গ। গো শব্দের এই দুইটি অর্থই বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রসিদ্ধ, সুতরাং এখানে নিহতার্থতা দোষ ঘটিয়াছে।

১০। সন্দিগ্ধতা। যে স্থলে কোন পদের অর্থ এইরূপ কি অন্যরূপ বলিয়া সন্দেহ জন্মে, তাহার নাম সন্দিগ্ধতা।

কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে। ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥

এক অর্থ—কামদেব নিজ ধনুর প্রতি রাগ অর্থাৎ অনুরাগ বা পক্ষপাত হেতুক যে ফুলিয়া গর্ব্বিত হন, তাহা নিষ্ফল। অন্য অর্থ—ফুল দ্বারা কামধনুর যে রাগ অর্থাৎ ফুল

নির্ম্মিত কামধনুর যে বক্রতা, তাহাতে কোন ফল নাই। এইস্থলে এতদুভয়ের কোন্ অর্থ প্রকৃত এরূপ সন্দেহ হওয়ায় সন্দিগ্ধতা দোষ ঘটিয়াছে।

১১। **খ্যাতিবিরুদ্ধতা।** প্রাচীন কবিদিগের সময় হইতে কতকগুলি বিষয় খ্যাত আছে, ঐ সকল বিখ্যাত বিষয়ের বর্ণনাকে খ্যাতিবিরুদ্ধতা দোষ বলা যায়। কবি-সময় খ্যাত বিষয় যথা—আকাশ ও পাপে মালিন্য, যশঃ হাস্য এবং কীর্ত্তিতে শুভ্রতা, ক্রোধ ও রাগে রক্তবর্ণতা, নদী এবং সাগরে পদ্ম ও নীলপদ্ম প্রস্ফুটিত হওয়া, সমুদয় জলাশয়েই মরাল প্রভৃতি পক্ষি-সমূহের বিচরণ, চকোর ও চকোরীর জ্যোৎস্নাপান, বর্ষাকালে হংসগণের মানস সরোবরে প্রস্থান, যথাক্রমে যুবতীগণের পদাঘাতে ও মুখমদ্যের অভিষেকে অশোক এবং বকুল কুসুমের বিকাশ, বিরহতাপে যুবকগণের অঙ্গের হার ফুটিয়া যাওয়া, কন্দর্পের ভ্রমরপংক্তিরূপ বাণ ও পুষ্পময় ধনুর্ব্বাণ, যুবতীর কটাক্ষে যুবকগণের হৃদয় ভেদ হওয়া, দিবসে পদ্ম ও রজনীতে কুমুদ পুষ্প বিকসিত হওয়া, শুক্লপক্ষে জ্যোৎস্না, মেঘ গর্জ্জনে ময়ূরের নৃত্য, অশোকে ফল পুষ্পের অভাব, বসন্তকালে জাতীকুসুমের অনুৎপত্তি,চন্দনবৃক্ষে ফলপুষ্পের অসদ্ভাব ইত্যাদি ও অন্যান্য অনেক বিষয় সৎকবিদিগের প্রবন্ধে চিরকাল বর্ণিত হইয়া আসিতেছে।

চন্দ্রের উদয়ে নলিনী নিচয়ে বিকাশে সরসী জলে।

চন্দ্রের উদয়ে কুমুদেরই বিকাশ হইয়া থাকে; নলিনীর বিকাশ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; অতএব এখানে খ্যাতিবিরুদ্ধতা দোষ ঘটিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ের রুচি অনুসারে খ্যাতিবিরুদ্ধতা দোষ সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

প্রাচীন কবিগণের সময় হইতে যে সকল বিষয় খ্যাত আছে, কেহ উহার অন্যথা করিতে পরিবে না, একথা বলিলে কবিগণের নিতান্তই হস্তপদ বন্ধন করিয়া দেওয়া হয়; তাহা হইলে তাঁহাদের আর নিজ নিজ উদ্ভাবিত পদবীতে বিচরণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। কবিতা পদার্থটিই যখন নূতন নূতন চিন্তার ফল, তখন ঐরূপ স্বেচ্ছা বিচরণীয় পথে কণ্টক নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখা উচিত নহে। আমরা এখানে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

শুক্লপক্ষে জ্যোৎস্না বর্ণনাই প্রাচীন কবিদিগের সময় হইতে খ্যাত আছে; কিন্তু যদি কোন কবি অথবা ঔপন্যাসিক কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় চন্দ্রোদয় কিংবা জ্যোৎস্না বর্ণন করেন তাহা হইলে তাঁহার সেই বর্ণনা কি খ্যাতিবিরুদ্ধতা দোষে নিন্দিত হইবে! এইরূপ আরও দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১২। **অনৌচিত্য।** দেশ, কাল পাত্র, রস, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির বিরুদ্ধ বর্ণনাকে অনৌচিত্য দোষ বলে। যথা;—

পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়ে ছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রাখিতে কৌরবে।

এখানে বীরবাহুর পতন ত্রেতাযুগের ঘটনা, আর কর্ণ কর্ত্তৃক ঘটোৎকচ বধ দ্বাপর যুগের ব্যাপার; অতএব পরবর্ত্তী ঘটনার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার উপমা বর্ণিত হওয়ায় কালবিরুদ্ধ অনৌচিত্য দোষ ঘটিয়াছে।

১৩। গ্রাম্যতা। অপভাষার ব্যবহার কিংবা ইতরজনোচিত ভাব বিন্যাসে গ্রাম্যতা দোষ হয়। যথা;—

চাঁদে দেখি সোহাগে শালুক ফুটে জলে। আখু আশে মার্জ্জার যেমন মুখ মেলে॥

এখানে প্রথমার্দ্ধে উত্তম ভাব প্রকাশিত হইলেও অপভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে সাধু ভাষায় ইতর জনোচিত ভাব বিন্যস্ত হইয়াছে।

আমরা যে কয়টি দোষের বিষয় উল্লেখ করিলাম ইহা ব্যতীত ছন্দোভঙ্গ, দূরান্বয় প্রভৃতি অনেক গুরুতর দোষ আছে।

কাব্যের গুণ।

যে প্রকার শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি আত্মার উৎকর্ষসাধক বলিয়া দেহীর গুণ নামে পরিচিত, তদ্রূপ মাধুর্য্য ওজঃ প্রভৃতি রসের উৎকর্ষ সম্পাদন করে, সুতরাং ইহারা কাব্যের গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। * গুণ প্রধানতঃ তিন প্রকার; মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ।

১। মাধুর্য্য। যে গুণ থাকিলে কাব্য শ্রবণ মাত্র চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহাকে মাধুর্য্য গুণ বলে। আদিরস, করুণরস ও শান্তরসে এই গুণের আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ট ঠ ড ঢ ব্যতীত স্বীয় স্বীয় বর্গের অন্ত্য বর্ণের অন্ত্য বর্ণের সহিত অগ্রভাগে সংযুক্ত স্পর্শবর্ণ ও লঘুভাবাপন্ন অল্পপ্রাণ বর্ণ এবং সমাসবিহীন অথবা অল্পসমাসযুক্ত রচনাই এই গুণের ব্যঞ্জক। যথা;—

কালিন্দীর কাল জলে কমলের শ্রেণী!
কেহ ভাসে কেহ ডুবে, যেন চন্দ্র থুবে থুবে,
নীল সিন্ধু ভেদি আহা উঠিছে এখনি।
সে লাবণ্যমুক্ত বক্ষে কে পারে সহিতে চক্ষে,
নগন জঘনে কাম মগন আপনি।
যমুনার মত বয়ে, কে না যায় জল হয়ে,
দেখিলে সে মোহময় নয়নে চাহনি!
(শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস—কস্তুরী)

বিমল শরৎ-শশী,
অতি নিরমল নিশি,
জোছনায় রূপরাশি
দেখেছিনু তার গো!
বিকসিত ফুলবনে,
সুবাসিত সমীরণে,
সেই চারু চন্দ্রাননে
বিষাদ আঁধার গো!
পা দুটি ছড়ায়ে বসি,
আঁচল প'ড়েছে খসি,
শিথিল কুন্তল-রাশি
লুটিছে ভূতল গো।

---

* যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্ম্মাঃ শৌর্য্যাদয় ইবাত্মনঃ।
উৎকর্ষহেতবস্তে স্যুরচলস্থিতয়ো গুণাঃ॥ (কাব্যপ্রকাশ—৮ম উল্লাস)

চাহিয়া চাঁদের দিকে
কি দেখিছে অনিমিখে ?
অধর উঠিছে কেঁপে,
নয়ন সজল গো !

(শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—অশ্রুকণা)

২। ওজঃ। যে গুণ থাকিলে কাব্যের শ্রবণ বা পাঠমাত্র হৃদয় বিস্তৃত অর্থাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তাহার নাম ওজোগুণ। বীর, বীভৎস এবং রৌদ্ররসে ইহার আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এই গুণবিশিষ্ট রচনায় রেফ ট ঠ ড ঢ শ ষ প্রভৃতি বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং ইহাতে সমাস বাহুল্য থাকা ও ঘটনা ঔদ্ধত্যশালিনী হওয়া আবশ্যক। যথা ;—

গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে ; লঙ্কাপুরে, শুনলো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
যাইব তাঁহার পাশে পশিব নগরে
বিকট কণ্টক কটি, জিনি ভুজবলে
রঘু শ্রেষ্ঠ।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদ বধ)

ভীমা লম্বোদরা ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরা,
খর্ব্ব আকৃতি বামা নৃমুণ্ডমালিনী।
জটাবিভূষণা পিঙ্গলবরণা—
জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী॥
খড়্গ কর্ত্তরী করে কপাল উৎপল ধরে
রক্তিম রবিচ্ছবি দৃশ্য ত্রিনয়নে।
জ্বলন্ত চিতা মাঝে পদ্মে দ্বিপদ সাজে,
লোলরসনা বামা ঘোর হাসি বদনে॥
জ্ঞানের অঙ্কুর ধরি জীব হৃদয় ভরি
বিরাজেন শঙ্করী সতী অই ভুবনে॥

(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—দশমহাবিদ্যা)

৩। প্রসাদ। যে রচনার পাঠ বা শ্রবণমাত্র অর্থ বোধ হয় এবং অগ্নি যে প্রকার শুষ্ক কাষ্ঠে অতি শীঘ্র প্রবেশ করে তদ্রূপ যে রচনার মর্ম্ম অতি সহজে সমস্ত হৃদয় অধিকার করে, তাহাকে প্রসাদ গুণ বলে। শ্রবণমাত্র যাহার অর্থবোধ হয় তদ্রূপ শব্দ এই গুণের ব্যঞ্জক।

আয়লো, সরলে, প্রাণের প্রতিমা,
আয়লো হৃদয়ে রাখি,
কত দিন হতে রয়েছি আশায়,
বলিব কি বল সখি ?
আয় আয় ভাই তেমনি করিয়ে,
গানালো মধুর গান,
কি মোহিনী গুণ আছে ঐ গানে
পাই যেন নব প্রাণ।

(শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।)

একাকী নির্জ্জনে এক তরুর ছায়ায়,
একটি উপলখণ্ডে করিয়া শয়ন,
চাহি অনন্তের শান্ত দীপ্ত নীলিমায়,
ভাবিতেছি জীবনের ভাবনা প্রথম,
একই মানব সব একই শরীর,
একই শোণিত মাংস ইন্দ্রিয় সকল ;
জন্ম মৃত্যু একরূপ তবে কি কারণ
নীচ গোপজাতি আর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ ?

(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—রৈবতক)

অলঙ্কার।

সম্প্রতি এই প্রবন্ধের মুখ্য বিষয় অলঙ্কার সংক্রান্ত দুই চারি কথা বলিয়াই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। মহাকবি কালিদাসের জন্মগ্রহণের পরই কাব্যাদর্শরচয়িতা

দণ্ডী প্রাদুর্ভূত হন, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার সময়েও অলঙ্কার সকল আবিষ্কৃত হইতেছিল। তিনি বলিয়াছেন, * কাব্যের সৌন্দর্য্যবিধায়ক ধর্ম্মবিশেষকে অলঙ্কার বলে; অদ্যাপি অলঙ্কার সকল উদ্ভাবিত হইতেছে, অতএব কে ঐ সকল অলঙ্কারের বিষয় নিঃশেষরূপে বলিতে পারে। সাহিত্যদর্পণকার বলেন;—অঙ্গদ, বলয়, হার প্রভৃতি যেমন শরীরের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে, তদ্রূপ অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি রসাদির উপকারক এবং শব্দার্থের শোভাসম্পাদক; কিন্তু এই সকল অলঙ্কার যে গুণের ন্যায় অবশ্যই কাব্যে থাকিবে তাহা নহে, না থাকিলেও কবিত্বের হানি হয় না তবে ওজঃ মাধুর্য্য প্রসাদ প্রভৃতি গুলি থাকা একান্তই প্রয়োজনীয়।

শব্দালঙ্কার। অলঙ্কার প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত যথা;—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ শব্দালঙ্কারের বিষয়ই প্রথমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব এখানেও শব্দালঙ্কারই প্রথমে বর্ণিত হইতেছে। যে গুণের দ্বারা শব্দের বৈচিত্র্য সংসাধিত হয় তাহার নাম শব্দালঙ্কার।

১। **অনুপ্রাস।** এক জাতীয় ব্যঞ্জন বর্ণের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণকে অনুপ্রাস অলঙ্কার বলা যায়। অনুপ্রাস পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথা;—ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, লাটানুপ্রাস। বাহুল্য প্রযুক্ত প্রত্যেক অনুপ্রাসের লক্ষণ উল্লিখিত হইল না। এখানে আমরা কেবল বৃত্ত্যনুপ্রাসের উদাহরণটি উদ্ধৃত করিতেছি।

অনেক ব্যঞ্জনবর্ণের এক প্রকারে একবার কিংবা বহুবার উচ্চারণ ও এক ব্যঞ্জনবর্ণের অনেক প্রকারে একবার কিংবা বহুবার উচ্চারণকে বৃত্ত্যনুপ্রাস বলে যথা;—

চূতমুকুলকুলসঙ্কুলদলিকুল   মদকলকোকিলকলরবসঙ্কুল
গুণগুণরঞ্জনগানে,   রঞ্জিত বাদন তানে।

উদ্ধৃত স্থলে চ, ক, ল, গ, ণ, ন প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ হওয়ায় বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কার হইয়াছে।

২। **যমক।** পৃথক্ পৃথক্ অর্থবিশিষ্ট একপ্রকার স্বরব্যঞ্জনবর্ণবিশিষ্ট শব্দের যথাক্রমে উচ্চারণ হইলে যমক অলঙ্কার হয়। সংস্কৃত কাব্যসমূহে, বিশেষতঃ ভট্টিকাব্যের দশম সর্গে, যুক্পাদযমক, পাদান্তযমক, পাদাদিযমক, পাদমধ্যযমক, চক্রবালযমক, সমুদ্গযমক, কাঞ্চীযমক, যমকাবলী, অযুগ্মপাদযমক, পাদাদ্যন্তযমক, মিথুনযমক, বৃন্তযমক, পুষ্পযমক, পাদাদিমধ্যযমক, বিপথযমক, মধ্যান্তযমক, গর্ভযমক, সর্ব্বযমক, মহাযমক, আদ্যন্তযমক প্রভৃতি বহু প্রকার যমকের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালাভাষায় আদ্যযমক, মধ্যযমক, অন্ত্যযমক এবং মিশ্রযমক এই চারিটি যমকই প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়। যমক অলঙ্কারে কোন

---

* কাব্যশোভাকরান্ ধর্ম্মানলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে।
তে চাদ্যাপি বিকল্প্যন্তে কস্তান্ কাৎর্স্নে্যন বক্ষ্যতি। (দণ্ডী)

স্থলে এক আকারবিশিষ্ট শব্দদ্বয়ের মধ্যে একটি নিরর্থক, অপরটি সার্থক, কোথায়ও বা দুইটিই নিরর্থক বা দুইটিই সার্থক হইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে দুইটিই সার্থক, তথায় উহাদের পরস্পর ভিন্নার্থবোধক হওয়া আবশ্যক। যথা,—

আদ্যযমক।

ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।
রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র প্রায় তাহার বর্ণনে॥

মধ্যযমক।

পাইয়া চরণ তরি তরি ভবে আশা।
তরিবারে সিন্ধুভব ভব সে ভরসা॥

অন্ত্যযমক।

আট পণে আদ সের আনিয়াছি চিনি
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥

মিশ্রযমক।

মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয়।
অদৃষ্ট অদৃষ্ট কভু তুষ্ট নয় নয়॥

৩। শ্লেষ। যেখানে এক শব্দ দুই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়, তাহাকে শ্লেষ অলঙ্কার বলে। সংস্কৃত ভাষায় কোন আলঙ্কারিকের মতে শ্লেষ আট প্রকার। বাঙ্গালায় শ্লেষের অত সূক্ষ্মভেদ সম্ভব নহে, সুতরাং একটি মাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে। যথা;—

গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিল মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥

(ভারতচন্দ্র—অন্নদামঙ্গল)

এস্থলে গোত্র—পর্ব্বত ও বংশ। মুখবংশ—শ্রেষ্ঠ কুল ও মুখুটী বংশ। কুলীন—বেদে অনুরক্ত ও উচ্চকুলসম্ভূত। বন্দ্যবংশ—বন্দনীয় দেব বংশ ও বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। বাম—মনোহর ও বিমুখ। এস্থলে এক একটি শব্দ দুই দুই অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় শ্লেষ অলঙ্কার হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন পুনরুক্তবদাভাস, ভাষাসম, বক্রোক্তি প্রভৃতি কয়েকটি শব্দালঙ্কার দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালাভাষায় ঐ সকল অলঙ্কারের উদাহরণ বিরল, সুতরাং এখানে উল্লিখিত হইল না।

ইহা ব্যতীত পদ্মবন্ধ, ছত্রবন্ধ, নৌকাবন্ধ, সর্পবন্ধ, প্রভৃতি বহুবিধ চিত্রালঙ্কার আছে। সংস্কৃত ভাষাই ঐ সকল চিত্রালঙ্কারের উপযোগিনী, বাঙ্গলায় কদাচিৎ উহাদের প্রয়োগ

যে সময়ে কাব্যাদর্শপ্রণেতা দণ্ডী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বোধ হয় তখন কবিসমাজে শব্দালঙ্কারের অত্যন্ত সমাদর ছিল। তিনি বহুবিধ যমক ও অনুপ্রাস প্রভৃতি বর্ণন করিয়াও তৃপ্ত হন নাই; পাঠকগণকে অন্যান্য অলঙ্কার গ্রন্থ এবং কাব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আর তিনি প্রহেলিকা বা হেঁয়ালিকে অলঙ্কার শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিয়াছেন। বাক্যার্থকে যে গোপন করে তাহার নাম প্রহেলিকা। দণ্ডী বলেন, কোন আমোদ প্রমোদের সভায় প্রহেলিকা দ্বারা লোকদিগকে উৎসুক অথবা বিমোহিত করা যায়, অতএব প্রহেলিকারও প্রয়োজন আছে। তিনি বঞ্চিতা, প্রমুষিতা, পরুষা, প্রকল্পিতা, নিভৃতা, সংমূঢ়া, পরিহারিকা, একচ্ছন্না, সংকীর্ণা প্রভৃতি কতিপয় প্রহেলিকার লক্ষণ নির্দ্দেশ ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক রুচিবিশিষ্ট আলঙ্কারিক সাহিত্যদর্পণপ্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রহেলিকার বিরোধী। তিনি বলেন, যেহেতু প্রহেলিকা রসের পরিপন্থী, অতএব উহা অলঙ্কারই নহে *। যদি আধুনিক পাঠকগণের রুচি পরিবর্ত্তিত না হইত, তাহা হইলে সপ্তম খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্ব হইতে যে প্রহেলিকা অলঙ্কারের স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিল, বিশ্বনাথ কবিরাজ একটি মাত্র হেতু দেখাইয়াই তাহাকে অলঙ্কারের শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইতেন না। বর্ত্তমান সময়ের ভাব ও রুচি লইয়া বিচার করিতে গেলে প্রহেলিকাকে কোনরূপেই অলঙ্কার বলিতে পারা যায় না।

অর্থালঙ্কার।

যে গুণদ্বারা অর্থের সৌন্দর্য্য সংসাধিত হয়, তাহার নাম অর্থালঙ্কার. অর্থালঙ্কার অনেক; তন্মধ্যে কতিপয় প্রধান অলঙ্কারের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে.

১। উপমা। অলঙ্কার শাস্ত্রে যত প্রকার অলঙ্কারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উপমাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

কাব্যপ্রকাশকার দণ্ডী বলেন, যে কোন প্রকারে সাদৃশ্য প্রতীতি হইলেই উপমালঙ্কার হইবে। তিনি এক উপমা অলঙ্কারের দ্বাত্রিংশৎটি নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা;—ধর্ম্মোপমা, বস্তূপমা, বিপর্য্যাসোপমা, অন্যোন্যোপমা, নিয়মোপমা, অনিয়মোপমা, সমুচ্চয়োপমা, অতিশয়োপমা, উৎপ্রেক্ষিতোপমা, অদ্ভুতোপমা, মোহোপমা, সংশয়োপমা, নির্ণয়োপমা, শ্লেষোপমা, সমানোপমা, নিন্দোপমা, প্রশংসোপমা, আচিখ্যাসোপমা, বিরোধোপমা, প্রতিষেধোপমা, চটূপমা, তত্ত্বাখ্যানোপমা, অসাধারণোপমা, অভূতোপমা, অসম্ভাবিতোপমা, বহূপমা, বিক্রিয়োপমা, মালোপমা, বাক্যার্থোপমা, প্রতিবস্তূপমা, তুল্যযোগোপমা, হেতূপমা। অন্যান্য আলঙ্কারিকের মতে ইহার অনেকগুলিই অন্য অলঙ্কার।

* রসস্য পরিপন্থিত্বান্নালঙ্কারঃ প্রহেলিকা। (সাহিত্যদর্পণ)

প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে দেখা যায়, অর্থালঙ্কারের অনেকগুলিতেই সাদৃশ্য অন্তর্নিহিত থাকে, অতএব উহাদিগকে ভিন্ন অলঙ্কার না বলিয়া দণ্ডীর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপমা বলা একান্ত অসঙ্গত নহে। কিন্তু কাব্যপ্রকাশকার ও সাহিত্যদর্পণকারের মত ভিন্ন। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন;—পরস্পর সমানধর্ম্মবিশিষ্ট বাক্যদ্বয়ের সাদৃশ্য কথনের নাম উপমা। এক উপমাই বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা প্রভৃতি ভেদে সপ্তবিংশতি প্রকার হইয়াছে। উপমার উদাহরণ যথা;—

সর্ব্ব সুলক্ষণবতী ধন্নাধামে যে যুবতী
লোকে বলে পদ্মিনী তাঁহারে।
সেই নাম নাম যার, সেরূপ প্রকৃতি তাঁর,
কতগুণ কে কহিতে পারে॥

পতিব্রতা পতিরতা অবিরত সুশীলতা
আবির্ভূতা হৃৎপদ্মাসনে।
কি কব লজ্জার কথা লতা লজ্জাবতী যথা
মৃতপ্রায় পরপরশনে॥

(রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—পদ্মিনী উপাখ্যান)

এস্থলে পদ্মিনী উপমেয় ও লজ্জাবতী লতা উপমান, উভয়েই তুল্য ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়ায় পরস্পরের সৌসাদৃশ্য-কথন হইয়াছে।

ক। **মালোপমা।** যদি একটি উপমেয়ের বহু উপমানের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে মালোপমা অলঙ্কার হয়। যথা;—

যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘনদরশনে,
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী হিমাংশুমিলনে,
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থাকে,

শেষে দিবসে বিকাশে আকাশে ভাস্কর দেখে;
হলো তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়।

(মদনমোহন তর্কালঙ্কার)

খ। **উপমেয়োপমা।** যদি পর্য্যায়ক্রমে উপমেয় উপমানরূপে ও উপমান উপমেয়রূপে বর্ণিত হয়, তাহা হইলে উপমেয়োপমা-অলঙ্কার হয় যথা;—

বিভবে মহেন্দ্র যথা এ পুর তেমতি।
এ পুর বিভবে যথা মহেন্দ্র তেমতি॥

এ শুদ্ধান্ত রম্য যথা সুরবধূ তথা।
সুরবধূ যথা রম্য এ শুদ্ধান্ত তথা॥

(নিবাতকবচবধ)

গ। **রসনোপমা।** যেখানে প্রথম উপমেয় দ্বিতীয় উপমেয়ের উপমান এবং দ্বিতীয় উপমেয় তৃতীয় উপমেয়ের উপমান ইত্যাদি ক্রমে বর্ণনা করা হয়, তাহাকে রসনোপমা বলে। যথা,—

লক্ষ্মীর হৃদয়ে যেন শোভে নারায়ণ।
তাঁহার হৃদয়ে শোভে কৌস্তভ যেমন॥

কৌস্তভের হৃদে যথা উজ্জ্বল কিরণ।
সাগরের হৃদে শোভে এ পুর তেমন॥

(নিবাতকবচ বধ)

আমরা যে কয় প্রকার উপমার উল্লেখ করিলাম, ইহা ব্যতীত পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা প্রভৃতি উপমার যে সকল ভেদ আছে, বাহুল্যভয়ে ঐ সকল বিভিন্ন প্রকার উপমা উপেক্ষিত হইল।

২। রূপক। উপমেয়ে উপমানের আরোপ করার নাম রূপকালঙ্কার। রূপকে উপমানের উল্লেখ থাকা আবশ্যক। যথা;—

"নয়ন কেবল নীল উৎপল　　　মুখ শতদল দিয়া গঠিল।
কুন্দে দন্তপাঁতি　রাখিয়াছে গাঁথি
অধরে নবীন পল্লব দিল।"

সে সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার ছায়ারূপী দেহের ছায়ারূপী অঙ্কস্থিত শতদলপদ্মসদৃশ এক শিশুর দেহে অর্পিত হইয়াছে।　　　　(শ্রীচন্দ্রনাথ বসু—ত্রিধারা)

এখানে নয়ন, মুখ, দন্তপংক্তি, অধর, দেহ, শিশু প্রভৃতি উপমেয়ে নীলোৎপল, শতদল, কুন্দ, নবীনপল্লব, ছায়া, শতদল প্রভৃতি উপমান আরোপিত হওয়ায় রূপকালঙ্কার হইয়াছে।

৩। উৎপ্রেক্ষা। উৎকট সাদৃশ্য হেতু উপমানকে উপমেয় বলিয়া সম্ভাবনা করার নাম উৎপ্রেক্ষালঙ্কার। উৎপ্রেক্ষা প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত;—বাচ্য এবং প্রতীয়মানা। যে স্থলে যেন বুঝি, বোধ হইল, ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ থাকিবে, সেস্থলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা বুঝিতে হইবে। অন্যত্র প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

ক। বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

দিবা অবসানে যবে মরালের গণ;
সারি সারি হয়ে যায় উড়ি তব কোলে।
মনে হয় যেন কত দিব্যাঙ্গনাগণ
গলার মুকুতামালা ফেলিছে ভূতলে।
(শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পদ্যপাঠ)

দুরন্ত শিশুর মত খেলা অবসানে,
ঘুমায়ে পড়েছে যেন বিশাল তটিনী।　　(শ্রীসরোজকুমার দেবী—নদীতীরে)

যেন আমি পদ্মদলে অবিরল বদ্ধ হইয়াছি, নিরতিশয় দুগ্ধ স্রোতেই যেন আমি স্নান করিলাম, আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষুদ্বারা মালতী যেন আমাকে নিরবশেষরূপে গ্রাস করিলেন, ঘন অমৃতবৃষ্টিদ্বারাই যেন আমি বেগে অভিষিক্ত হইলাম।　　(শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—ভবভূতি)

খ। প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

"সুন্দর হেন সময়
সুড়ঙ্গ হইতে　　উঠিল ত্বরিতে
ভূমিতে চাঁদ উদয়।　　(ভারতচন্দ্র রায়)

৪। অতিশয়োক্তি। উপমেয়ের একবার উল্লেখ না করিয়া যদি উপমানকেই উপমেয় রূপে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে উহাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলা যায়। যথা;—

কতই কুসুম আরো　আছে বঙ্গ আগারে—
মালতী কেতকী জাতী
বাঁধুলি কামিনী পাঁতি,
টগর মল্লিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভা রে।
কে করে গণনা তার—
অশোক কিংশুক আর,
কত শত ফুলকুল ফোটে নিশিতুষারে—
সুধার লহরীমাখা বঙ্গগৃহ মাঝারে।
(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কামিনীকুসুম)

এখানে উপমেয় বঙ্গীয় কামিনীর উল্লেখ না করিয়া উপমানভূত নানাজাতীয় কুসুমকেই বঙ্গললনারূপে নির্দ্দেশ করায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

বড় আশা ছিল মনে বসি তব পদতলে,
শিখি সেই দিব্য মন্ত্র যাহার মোহন বলে।
ধনী হতে ধনী তুমি যাহার অভাবে মম
প্রভাহীন রূপরাশি আঁখি দুটি অন্ধসম॥
(শ্রীমতী কামিনী সেন——আলো ও ছায়া)

এখানেও প্রস্তুত বিষয় বিদ্যা, তাহার একেবারে উল্লেখ না করিয়া তাহার উপমান স্বরূপ কোন দিব্যমন্ত্রকে বিদ্যারূপে বর্ণনা করায় এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

৫। ব্যতিরেক। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনকে ব্যতিরেক অলঙ্কার বলা যায়।

উপমেয়ের উৎকর্ষ। যথা ;—কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥

উপমেয়ের উৎকর্ষ। যথা ;—দিনে দিনে শশধর, দেখা যায় তনুতর, পুন তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর তনু, হইলে ক্রমশ তনু, আর ত নূতন নাহি রয়॥

৬ নিদর্শনা। সাদৃশ্য-হেতু যদি কাহারও উপরে যদি কোন অবাস্তবিক ধর্ম্ম কিংবা অসম্ভব কার্য্য কল্পনা করা যায় তাহা হইলে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। যথা ;—

নিশার স্বপন-সম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজ বলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?
(মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদবধ)

এখানে ফুলদল দিয়া শাল্মলী তরুর ছেদন রূপ অবাস্তবিক ধর্ম্মের কল্পনা করায় নিদর্শনা অলঙ্কার হইয়াছে।

৭। দৃষ্টান্ত। বর্ণনীয় বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ ভিন্ন বাক্যে তৎসদৃশ বিষয়ান্তরের বর্ণনকে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার বলে। যথা ;—

জানিনা স্নেহেতে ভরা কেন যে অন্তর ;
ভালবেসে সুখ পাই
এত ভালবাসি তাই,
চাহিনাক প্রতিদান চাহি না আদর।
চাহিনা পরশ তার
শুধু চাই অনিবার
অবাক্ হইয়া হেরি মুখ-শশধর।
নলিনী বিভল প্রাণে
চেয়ে থাকে নভোপানে,
কত দূর দুরান্তরে রহে দিনকর।
(শ্রীনগেন্দ্রবালা মুস্তোফী—ভালবাসা)

এখানে বর্ণনীয় বিষয় বিহ্বল অন্তঃকরণে প্রণয়ীকে দেখা ; সেইটি নলিনী যে তাহার প্রণয়ী নভোমণ্ডলস্থ দিনকরের প্রতি বিহ্বলপ্রাণে চাহিয়া থাকে, এই বিষয়ান্তর বর্ণন দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে।

৮। বিভাবনা। যে স্থলে কবির প্রৌঢ়োক্তিনিবন্ধন হেতুব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তথায় বিভাবনা অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা ;—

ভূষণ ব্যতীত শোভে তনু সুকোমল।
ভয় নাহি তবু আঁখি সতত চঞ্চল॥

৯। অসঙ্গতি। কার্য্য ও কারণ ভিন্ন ভিন্ন আধারে অবস্থিত হইলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়। যথা ;—

মহাত্মারে সমাদরে পূজয়ে সকলে,
কিন্তু লঘুচিত্ত জন গরবেতে ফুলে।

এখানে গর্ব্বের হেতু মহাত্মাতে অবস্থিত হইলেও গর্ব্বের কার্য্য লঘুচিত্ত ব্যক্তিতে বর্ণিত হওয়ায় অসঙ্গতি অলঙ্কার হইয়াছে।

১০। উল্লেখ। একমাত্র পদার্থের বিবিধ প্রকারে উল্লেখ করিলে উল্লেখ অলঙ্কার হয়। যথা ;—

বিদ্যা নামে তার কন্যা　　আছিল পরম ধন্যা,
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

এস্থলে বিদ্যাকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী রূপে উল্লেখ করায় উল্লেখ অলঙ্কার হইয়াছে।

১১। স্মরণ। কোনও বস্তু দেখিয়া সাদৃশ্য হেতু পূর্ব্বদৃষ্ট সদৃশ পদার্থের স্মরণ হইলে স্মরণালঙ্কার হয়। যথা ;—

প্রফুল্ল নলিনে অলি খেলিতেছে হেরি,
বাছার চঞ্চল আঁখি সদা মনে করি।

১২। ব্যাজস্তুতি। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি ও স্তুতিচ্ছলে নিন্দা সূচিত হইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়। যথা ;—

সভাজন শুন　　জামাতার গুণ,　　মান অপমান　　সুস্থান কুস্থান,
　　বয়সে বাপের বড়।　　　　　　অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
কোন গুণ নাই　　যেথা সেথা ঠাঁই　　নাহি জানে ধর্ম্ম　　নাহি জানে কর্ম্ম,
　　সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।　　　　　　চন্দনে ভস্মজ্ঞেয়ান।

এখানে নিন্দাচ্ছলে মহাদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি গুণের উল্লেখ পূর্ব্বক স্তব করা হইয়াছে।

১৩। বিষম। বিসদৃশ বস্তুদ্বয়ের সংযোগ হইলে বিষমালঙ্কার হয়। যথা ;—

রত্নাকর ভাবি পশিনু জলধিজলে,
কোথা রত্ন উদর পূরিল লোনা জলে।

১৪। আক্ষেপ। বর্ণনীয় বিষয়ের বিশেষ চমৎকারিত্ব সম্পাদন-মানসে তদ্বিষয়ের নিষেধাভাস অথবা বিধিকে আক্ষেপালঙ্কার বলে। যথা ,—

তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমিই আমার চক্ষুর কৌমুদী ও অঙ্গে অমৃতলেপ স্বরূপ। এই প্রকার বহুবিধ চাটুবাক্য দ্বারা প্রীত করিয়া পরিশেষে সেই সরলহৃদয়া সীতাকেই————অথবা আমার আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

(শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—ভবভূতি)

১৫। অপহ্নুতি। প্রস্তুত বিষয়ের প্রতিষেধ করিয়া তৎসদৃশ অপ্রস্তুত বিষয়ের স্থাপনকে অপহ্নুতি অলঙ্কার কহে।

এ নহে নভোমণ্ডল কিন্তু সরিৎপতি।
তারকাস্তবক নহে উহা ফেণপাঁতি॥

১৬। অর্থান্তরন্যাস। সাধারণ বস্তু দ্বারা বিশেষ ও বিশেষ বস্তু দ্বারা সামান্যের সমর্থন করাকে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার বলে। যথা;—

সহসা কর না কার্য্য ধৈর্য্য বাঁধ হৃদে,
বিবেক বিরহে কষ্ট ঘটে পদে পদে।

এখানে সামান্য দ্বারা বিশেষের সমর্থন করা হইয়াছে।

দশে মিলে করিলে মহৎ কার্য্য হয়,
তৃণের সমূহ রজ্জু হোয়ে বাঁধে হয়।

এখানে বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন করা হইয়াছে।

১৭। বিরোধ। যে স্থলে পাঠমাত্র বিরোধের প্রতীতি হয়, কিন্তু পর্য্যবসানে উহার ভঞ্জন হয়, তাহার নাম বিরোধালঙ্কার। যথা;—

অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি;
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন সুমতি কুমতি।

পরমেশ্বরের পক্ষে সমুদয়ই সম্ভব; সুতরাং এখানে পর্য্যবসানে বিরোধের ভঞ্জন হইয়াছে।

১৮। দীপক। যে স্থলে কতকগুলি প্রস্তুত ও কতকগুলি অপ্রস্তুত পদার্থের এক ধর্ম্ম অর্থাৎ এক গুণ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ বর্ণিত হয়, অথবা অনেক ক্রিয়ার এক মাত্র কর্ত্তৃকারক থাকে, তথায় দীপক অলঙ্কার হয়। যথা;—

জগজ্জিগীষু শিশুপাল অদ্যাপি পূর্ব্ব জন্মের বলাবলেপে অবলিপ্ত হইয়া জগতের যাবতীয় জীবকে উৎপীড়িত করিতেছে; সতী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি জন্মান্তরেও পুরুষের অনুগামিনী হয়।

এখানে প্রস্তুত "নিশ্চলা প্রকৃতি" ও অপ্রস্তুত "সতী স্ত্রী" উভয়েরই এক অনুগমন ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে।

ভাই তুমি এখানে নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, কিন্তু তোমার প্রণয়িনী তোমার সংবাদ পাইয়া দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উঠিতেছেন, পড়িতেছেন, তোমার শয়নগৃহের দিকে দৌড়িতেছেন, হাঁসিতেছেন, কাঁদিতেছেন; অতএব আর তোমার বিদেশে থাকা উচিত নহে।

এখানে এক প্রণয়িনী কয়েকটি ক্রিয়ার কর্ত্তৃকারক হওয়ায় দীপকালঙ্কার হইয়াছে।

১৯। অপ্রস্তুতপ্রশংসা। অবস্থার বৈসাদৃশ্য বা সৌসাদৃশ্য হেতু অথবা কার্য্য কারণভাবনিবন্ধন অপ্রস্তুত বস্তু দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি হইলে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হয়। যথা;—

হৃদয়ে চাপিনু ধরি এ কাল মালায়,
না হরিল অভাগার এ পোড়া পরাণ;
অমৃত গরল হয় বিধির ইচ্ছায়
বিষ পুন ভাগ্যগুণে অমৃত সমান।

(শ্রীনবীনচন্দ্র দাস—রঘুবংশ)

বিধির ইচ্ছা হইলে, তৃণাঙ্কুরেও ভীমগিরি ছিন্নভিন্ন হয়; মশক পদাঘাতে রক্ষঃ বক্ষ বিদারিত হয়; গণ্ডুষে বারিধি শুকাইয়া যায়; ফুৎকারে সূর্য্যতাপ নিবিয়া যায়।

(শ্রীবিহারিলাল সরকার—ইংরাজের জয়)

এই উভয় স্থলেই অসম্ভবও কদাচিৎ সম্ভব হয় এই অর্থ প্রতীতি হইতেছে।

২০। **বিশেষোক্তি।** কারণসত্ত্বেও কার্য্যের অনুৎপত্তি হইলে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা;—

জ্ঞানে মৌনী দানে তিনি শ্লাঘা-বিরহিত,
বৈরনির্যাতন-ক্ষম হয়ে ক্ষমাপর;—
এরূপে বিরোধভাব ত্যজি পরস্পর
গুণচয় রাজদেহে ছিল সম্মিলিত।

(শ্রীনবীনচন্দ্র দাস—রঘুবংশ)

২১। **ভ্রান্তিমান্।** অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য জানাইবার উদ্দেশে সদৃশ বস্তুতে সদৃশ বস্তুর কাল্পনিক অর্থাৎ কবিপ্রতিভা সমুত্থিত ভ্রমকে ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার বলে। যথা;—

দেখ সখে উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি
প্রতিবিম্ব করি দরশন,
জলে কুবলয়ভ্রমে বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করয়ে যতন।

এই বর্ণিত ভ্রমটি কবিকল্পনাসম্ভূত, বাস্তবিক নহে।

২২। **সন্দেহ।** যদি প্রস্তুত বিষয়কে অপ্রস্তুত বলিয়া সংশয় কবির প্রতিভা দ্বারা উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে সন্দেহালঙ্কার হইয়া থাকে। যথা;—

দেব কি দানব, নাগ কি মানব,
কেমন এল এখানে।

২৩। **প্রতিবস্তূপমা।** পদার্থদ্বয়ের সাদৃশ্য প্রণিধান দ্বারা বোধগম্য ও সাধারণ ধর্ম্ম তাৎপর্য্যতঃ একরূপ হইলেও পৃথক্ আকারে বিন্যাস স্থলে প্রতিবস্তূপমালঙ্কার হয়। যথা;—

ধন্য দময়ন্তি! ধন্য ধর গুণাবলি,
যার বলে হরিলে নলের মন অলি।
আকর্ষে যে জলধির লহরী প্রবল
তার চেয়ে চন্দ্রিকার কিবা শ্লাঘাবল॥

এখানে মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে দময়ন্তী ও চন্দ্রিকার সাদৃশ্য স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে; আর নলের মন হরণ ও জলধির লহরী আকর্ষণ রূপ সাধারণ ধর্ম্ম বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, কেবল পৃথক্ শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অতএব এখানে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইয়াছে।

২৪। **সমাসোক্তি।** যদি সমান কার্য্য, সমানলিঙ্গ, সমান বিশেষণ দ্বারা প্রস্তুত অচেতন বস্তু তির্য্যগাদি প্রভৃতি বিষয়ে অপ্রস্তুত পদার্থ অর্থাৎ মনুষ্যোচিত (নায়ক

নায়িকাদির) ব্যবহারাদির সমারোপ করা যায়, তাহা হইলে উহা সমাসোক্তি অলঙ্কার নামে অভিহিত হয়। যথা ;—

নবজাত মলয় হিল্লোল,
জনমিয়া বসন্ত প্রভাতে।
খেলিতেছে আনন্দে বিভোল,
কুসুম বালিকাদের সাথে।
দোলনায় দিতেছে দোলায়ে,
নবজাতা শাখা কুমারীরে।
গোলাপেরে আদরে ভুলায়ে
চুমে তার রাঙা মুখ ধীরে।
হোথা লয়ে সাগর বালিকা,
খল খল করি হাসিতেছে।
অমনি সে বালক ছুটিয়া,
বালিকার কাছে চলে গেছে।

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার—কবিতা)

এই স্থলে প্রস্তুত বিষয় মলয় বায়ু, কুসুম, নবশাখা, গোলাপ, সাগর ; তাহাতে কার্য্য এবং বিশেষণ দ্বারা বালকবালিকাত্বের ব্যবহার আরোপ করায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

উদ্ধৃত কবিতার লেখক কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত, সুতরাং পাশ্চাত্যবিদ্যায় শিক্ষিত অন্যান্য কবিদের ন্যায় সংস্কৃত ব্যাকরণোক্ত লিঙ্গাদির নিয়ম পরিপালনে সম্মত নহেন। অতএব এখানে কুসুমে ও সাগরে বালিকাত্বের আরোপ করা সংস্কৃত আলঙ্কারিক-গণের মতবিরুদ্ধ হইলেও ইংরেজী সাহিত্যের প্রথা অবলম্বনে বোধ হয় করিয়াছেন। অথবা "নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ।"

ক। মুরলীর রবে তরঙ্গিণী হিল্লোল উড়াইয়া কল্লোল সাগর পানে দৌড়ায়। সেও নব অনুরাগিণী। প্রবীণ মলয় ধীরে ধীরে অতিধীরে স্বর্ণলতার কোমল হাত খানি ধরিয়া ধীরে অতিধীরে একটি বার দুটি বার নাড়াইয়া দেয়।

খ। মুরলীর আকর্ষণে শ্যামা ধরণী কাঞ্চনকান্তি দিবাকরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, চাঁদকে দেখিলে কুমুদিনী একগাল হাসিয়া ফেলে।

(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী—সুধা না গরল)

ক চিহ্নিত উদাহরণে কার্য্য লিঙ্গ ও বিশেষণ দ্বারা তরঙ্গিণীতে নায়িকাত্বের আরোপ করা হইয়াছে, আর মলয় পবনে নায়কত্বের এবং স্বর্ণলতায় নায়িকাত্বের আরোপ করা হইয়াছে। এখানে কার্য্য মলয় বায়ু কর্ত্তৃক স্বর্ণলতার করমর্দ্দন।

খ চিহ্নিত অংশে কার্য্য লিঙ্গ ও বিশেষণ দ্বারা ধরণীতে ও কুমুদিনীতে নায়িকাত্ব ও দিবা-করে ও চন্দ্রে নায়কত্বের আরোপ করা হইয়াছে। এই উভয় অংশই অতি মধুর। সংস্কৃত কবিদের অধিকার কালে মর্ত্ত্য ভূমিতে নলিনীই একমাত্র দিবাকরের প্রণয়িণী ছিলেন ; এই কবির ইঙ্গিতে ধরণী তাঁহার সপত্নী স্থান গ্রহণ করিলেন ; সুতরাং বৈজ্ঞানিক ভাবেরও অসদ্ভাব ঘটিল না।

২৫। **স্বভাবোক্তি।** পদার্থবিশেষের প্রকৃত অবস্থার বর্ণন যদি চমৎকার জনক হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার বলে। যথা ;—

মুকুলিত আম্রবন ছায়া ঘন বাঁকা
গ্রাম পথ দিয়ে
জলকে সাঁঝের বেলা চলে বধূ, কাঁখে
কলসীটি নিয়ে ;
সহসা আড়াল থেকে,
কি কুহু উঠিস্ ডেকে ;
স্বপনে ফেলে সে যেন আপনা হারিয়ে।
(শ্রীবিনয়কুমারী ধর—কোকিল)

শোভিছে গগনে মেঘ রঞ্জিত বরণে ;
বিহগ ফিরিছে নীড়ে শুদ্ধ কলধ্বনি।
আর্দ্র বায়ু অলসেতে বহিছে সুধীরে,
শ্যাম সিক্ত বৃক্ষ হতে ঝরে বারিকণা
সপ্তমীর অর্দ্ধচাঁদ আকাশ উপরে,
একটি তারকা হায় হারায় আপনা।
(শ্রীসরোজকুমারী দেবী—নদীতীরে)

উদ্ধৃত অংশ সমূহে পদার্থের প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা চমৎকারজনক হওয়ায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ায় আমরা এখানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। আমরা যে কয়টি অর্থালঙ্কারের উল্লেখ করিলাম, ইহা ব্যতীত বহুসংখ্যক অর্থালঙ্কার আছে। এই প্রবন্ধ যেরূপ হওয়া উচিত, সময়ের অভাবে নানা কার্য্যের ব্যস্ততায় তদনুরূপ করিতে পারিলাম না। অর্থালঙ্কার গুলির বিশ্লেষণ করিয়া পরস্পর ভেদ নির্দ্দেশ করা মোটেই হয় নাই। পাঠকবর্গ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। *

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন বঙ্গজন-সমাজে কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার অমৃত-নিঃস্যন্দিনী গীতাবলী বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রতিনিয়ত গীত হইয়া থাকে। তৎপ্রণীত কালী-কীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্য, শিক্ষিতসমাজে সুবিদিত। এইক্ষণে তৎ-সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে ; এমন কি তাঁহার জাতি পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি হইতেছে ; এই জন্য আমরা কবিরঞ্জনের সবিস্তার বংশাবলী প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

---

* কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি এই প্রবন্ধের দোষ ও অলঙ্কার পরিচ্ছেদ লিখিবার সময় পরম শ্রদ্ধা-স্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যারত্ন এম্. এ., বি. এল. মহোদয়ের তৃতীয় ভাগ পদ্যপাঠ হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। অনেক গুলি উদাহরণ তাঁহার পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি।

অপিচ উল্লিখিত বিদ্যারত্ন মহাশয় নৈষধচরিতের যে শ্লোকটির [illegible] করিয়া দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন, আমি ঐটি প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারের উদাহরণ রূপে গ্রহণ করিয়াছি। ঐ শ্লোকটির অলঙ্কার লইয়া পূর্ব্ব হইতেই মতভেদ আছে ; কাব্যপ্রকাশকারের মতে ঐটী দৃষ্টান্ত অলঙ্কার ও সাহিত্য-দর্পণকারের মতে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার। কিন্তু আমি যে পূজনীয় মহামহোপাধ্যায়ের নিকট অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তিনি অতি প্রবল যুক্তি সহকারে ঐটি যে প্রতিবস্তূপমা তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়াছিলেন ; সুতরাং উহা আমি বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

ধনহেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল গুণবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণান্বিত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥

পাঠক, আপনারা সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের এই উক্তিটী বোধ হয় অবগত আছেন। কত কত মহাত্মা তাঁহার কত জীবনী বাহির করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই "কৃত্তিবাস" কে, "শুদ্ধমূল"ই বা কি, তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই; এই মাত্র বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, "কৃত্তিবাস" রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। তাঁহার ধন ও কুল উভয়ই ছিল। এতদ্ব্যতীত আর কেহ কিছু অধিক বলিতে পারেন নাই। প্রয়োজন বশতঃ আমরা এইস্থলে রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে বাধ্য হইলাম।

রামপ্রসাদ সেন যে মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করেন, বৈদ্যসম্প্রদায় মধ্যে সেই কুলের সম্মানের ইয়ত্তা নাই। একজন রাজোপাধিধারী মহাপুরুষ সেই কুলতরুর স্রষ্টা। তাঁহার নাম শ্রীহর্ষ সেন; সেই সময়ে চিকিৎসা ব্যবসায়ে তৎসদৃশ লোক অতি বিরল ছিল। নবাব ফকিরুদ্দীন শাহ এই সময়ে (১৩৩৮—১৩৫০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত) বঙ্গের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর মৃতবৎসা দোষনিবন্ধন সন্তান হইয়া তৎক্ষণাৎ কালগ্রাসে পতিত হইত। পরে চিকিৎসকপ্রবর শ্রীহর্ষ সেনের ঔষধপ্রভাবে নবাব-পত্নী নিরাময় হইয়া অচিরে একটী পুত্ররত্ন লাভ করেন। এইজন্য নবাব ফকিরুদ্দীন পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীহর্ষকে * সেনভুম প্রদেশের জমিদারী ও রাজা উপাধি প্রদান করেন।

রাজা শ্রীহর্ষ সেনের পুত্র প্রথম কমল সেন, দ্বিতীয় বিমল সেন। ভরত মল্লিকের মতে পিতার মৃত্যুর পর বিমল রাজা হন, কিন্তু রামকান্ত কবিকণ্ঠহার কমলকে রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বিমল পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়প্রদেশে আগমন করেন। এই বিমল সেনের পুত্র বিনায়ক সেন। তৎসম্বন্ধে ভরত মল্লিক বলেন—

বঙ্গে কায়ুস্তথাপ্যাদৌ বঙ্কো ধন্বন্তরেঃ কুলম্। অনন্তগুণসংযুক্তো ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ॥
যো বিনায়কসেনোঽভূদ্বিনায়ক ইবাপরঃ॥ মহাবংশোঽগ্রজন্মা হি সতীকুক্ষিসমুদ্ভবঃ।
রাঢ়বঙ্গেষু বিখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ। প্রথমে প্রকরণস্তস্য ক্রিয়তে সর্ব্বতো যথা॥

---

* সেনভূমাবভূদ্রাজা ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
শ্রীহর্ষস্তস্তনয়ঃ কমলো বিমলস্তথা॥
(কণ্ঠহারকৃত কুলপঞ্জিকা, ৪৬ পৃঃ)

তোগলক সাহার পরবর্ত্তী ফকিরুদ্দীন সলাদার।
গ্রহণ করিল রাঢ়াদির রাজভার॥
সে সময়ে ধন্বন্তরি গোত্র পুণ্যবান্।
সেনভূমে শ্রীহর্ষ সেনের অধিষ্ঠান॥
(অম্বষ্ঠকুলসম্পাদিকা)

সেনভুম বীরভুম জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা, পঞ্চকোটী সমাজের অন্তর্গত।

কুলীনানাং প্রসঙ্গেঽপি তন্নামোচ্চারণং পুরঃ। দদৌ বহূনি মালঞ্চে স্থিতঃ শ্রেষ্ঠো ভিষক্কুলে॥
স চ গৌড়মহীপালাৎ পূর্ব্বং লেভে নিদেশতঃ। বিনায়কস্য সেনস্য জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ।
গজং কনকছত্রঞ্চ ধনং বহুবিধং তথা॥ রোষসেনস্তদীয়াদ্যো ধন্বন্তরিরথাপরঃ॥
অসৌ ব্রাহ্মণবৈদ্যেভ্যো গজবাজিধনানি চ। (বিনোদলাল সেনগুপ্ত প্রকাশিত চন্দ্রপ্রভা—২২ পৃঃ)

এই মহাপুরুষ বিনায়ক সেনের বংশে শতাধিক পণ্ডিত ও বিষয়ী লোক জন্মগ্রহণ করিয়া তৎকুলকে সমধিক চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন; এখন রাঢ়ে ও বঙ্গে তাঁহার বংশধরেরা বাস করিতেছেন; তাঁহারা পরিচয়স্থলে আপনাদিগকে "বিনায়ক-ধন্বন্তরি" বলিয়া উল্লেখ করেন।

পূর্ব্বতন সময়ে এই মহাকুলে কবিরাজ হরিচরণ কণ্ঠাভরণ (১), মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক (২), গোবিন্দ সেন (৩), রবি সেন মহামণ্ডল (৪), মহেশ্বর সেন (সুবুদ্ধিখান) (৫), সদাশিব কবিরাজ (৬), এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ব্বে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন, মহারাজ রাজবল্লভ সেন, জপসার সাধক কবি লালা রামগতি *, কবি জয়নারায়ণ, কবি

---

(১) নাম্না শ্রীহরিচরণো মল্লিকোঽসৌ সুশীলভৃৎ।
জ্ঞাতব্যাকৃতিকাব্যঃ পিঙ্গলবেত্তা বিশেষতঃ॥
কৃত্বা কাব্যং দশগুণযুতং প্রোল্লসদ্‌ভূরিভাবম্
সানুপ্রাসং যমকরুচিরং সংস্কৃতং প্রাকৃতঞ্চ।
সদ্বক্তাসৌ বুধগণমনঃকৈরবাহ্লাদচন্দ্রঃ
শ্রীমান্ কণ্ঠাভরণপদবীং প্রাপ হুসেনখানাৎ॥
(চন্দ্রপ্রভা—২৪ পৃঃ)

বৈদ্যানামাজ্ঞয়া যোঽমুং কুরুতে কুলপঞ্জিকাম্॥
চকার চাপরান্ গ্রন্থান্ দ্রুতবোধাদিকান্ বহূন্।
(চন্দ্রপ্রভা—৭২ পৃঃ)

(২) গৌরাঙ্গমল্লিকস্যাসী অভবংস্তনুজাস্ত্রয়ঃ।
অগ্রজো হরিমল্লীকো দাতা ভোক্তা মহাশয়ঃ॥
পরঃ প্রসাদমল্লীকঃ সদাচাররতঃ সদা।
পরো ভরতমল্লীকো দ্বিজ-বৈদ্যাঙ্‌ঘ্রিসেবকঃ॥
ভূরিশ্রেষ্ঠমহীপালসভাপণ্ডিতবিশ্রুতঃ।

(৩) গোবিন্দসেনো মৃদুমিষ্টভাবী
সয়েফখানস্য চ কর্ম্মচারী।
(চন্দ্রপ্রভা—৪২ পৃঃ)

(৪) তোষুসেনস্য তনয়ো রবিসেনস্তদগ্রজঃ।
মহামণ্ডল ইত্যেব খ্যাতো নৃপতিবল্লভঃ॥ (১০৫পৃঃ)

(৫) অথ ভৈরব সেনস্য চত্বারস্তনয়া অমী।
*　　*　　*
পরো মহেশ্বর সেনো বিশ্বাসঃ সুচিকিৎসকঃ।
সুবুদ্ধিখান ইতি যো বিখ্যাতো গৌড়মণ্ডলে॥

বৈষ্ণব গ্রন্থোল্লিখিত নবাব হুসেন সাহ কি এই সুবুদ্ধিখানের নিকট চাকরি করিতেন? সুবুদ্ধি রায় গৌড় প্রদেশে সুবিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার ধন ও বিদ্যাখ্যাতি ছিল। সুবুদ্ধি ও হরিচরণ মল্লিক এক পুরুষ ব্যবধান। হুসেন এই হরিচরণ মল্লিককে কণ্ঠাভরণ উপাধি দিয়াছিলেন।

(৬) সম্বরারেঃ সুতো জাতঃ কবিরাজঃ সদাশিবঃ। পুরুষোত্তমসেনো যো বিষ্ণুপারিষদোপমঃ।
সদাশিবস্য পুত্রো দ্বাবগ্রজঃ পুরুষোত্তমঃ। স ঠাকুর ইতি খ্যাতো বিশ্ববিশ্রুতসদ্‌যশাঃ॥
(চন্দ্রপ্রভা—৭৪ পৃঃ)

সদাশিব কবিরাজ নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতার গুরু ছিলেন। এই বংশের অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য আছে।

* নব্যভারত ১৩০৪ ভাদ্র ও আশ্বিন। মৎপ্রকাশিতপ্রবন্ধ।

রাজনারায়ণ, বিদুষী আনন্দময়ী * ও গঙ্গামণি, সোমরার রাজকল্প রামচন্দ্র সেন (৭) ও রামভদ্র রায় (৮) প্রভৃতি বিখ্যাত মহাত্মারা জন্মলাভ করিয়া গিয়াছেন।

বিনায়ক সেনের পুত্র রোষ সেন, তৎপুত্র নারায়ণ সেন, তৎপুত্র সাঙ্গুসেন ও † তৎপুত্র সরণি সেন; এই সরণি সেনের পুত্র কৃত্তিবাস সেন। মহাত্মা ভরত মল্লিক এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

যঃ কৃত্তিবাসাঃ সরণেস্তনূজস্তস্যাত্মজাঃ পঞ্চ বভূবুরেতে।
মৌড়েশ্বরীয়স্ত চ শূলপাণের্দাসস্ত পুত্রীজঠরপ্রসূতাঃ॥
ত এব পূর্ব্বং ধলহণ্ডগোষ্ঠীং সমাশ্রিতাস্তত্র তদীয়বংশ্যাঃ।
স্থিতাশ্চিরং তে কুলশীলভাজস্তন্নামতোঽদ্যাপি মতাশ্চ সর্ব্বে॥
আদ্যঃ পশুপতির্জাতো দ্বিতীয়ো রঘুনন্দনঃ।
রত্নাকরস্তৃতীয়োঽভূন্মুরারিস্তু চতুর্থকঃ॥

(চন্দ্রপ্রভা—৫০ পৃঃ)

কৃত্তিবাস সেন ধলহণ্ড গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার বংশধরেরা ধলহণ্ডীয় নামে প্রসিদ্ধ হয়।

মল্লিক মহাশয় তদ্বিরচিত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে আপনার পৌত্র কৃষ্ণরামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সাঙ্গুসেন হইতে দশম পুরুষে কৃষ্ণরাম যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন উক্ত সাঙ্গুসেন হইতে একাদশ পুরুষে রামেশ্বর সেন বর্ত্তমান ছিলেন। ভরত মল্লিক রামেশ্বরের বিবাহ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্ততি জন্ম গ্রহণ করে নাই। এখন দেখা যাউক রামেশ্বরের বিবাহ হইতে তৎপৌত্র রামপ্রসাদ সেন কত বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মল্লিককৃত চন্দ্রপ্রভা নাম্নী বৈদ্যকুলপঞ্জিকা ১৫৯৭ শকের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। ভরত মল্লিকের স্বহস্তলিখিত পুস্তকে উক্ত শক দেওয়া রহিয়াছে। উহা গ্রন্থসমাপ্তিকালের শক। কবি রামপ্রসাদ সেন ১৬৪৪ শকের

---

* ভারতী ১৩০৪ জ্যৈষ্ঠ দ্বিতীয় সংখ্যা। মৎপ্রকাশিত প্রবন্ধ।

(৭) এইরূপ শুনা যায় যে, রামচন্দ্র দিল্লির বাদসাহ ও মুর্শিদাবাদের নবাবের সাহায্যে পিতার অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কৃষ্ণনগর হইতে গুপ্তিপাড়ার নিকট বাস করেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান থাকায় নবাব ও কোম্পানী সরকারে অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৭৭৯ খৃঃ অঃ গঙ্গাগোবিন্দের পদচ্যুতি ঘটিলে, রামচন্দ্র ফিলিপ্ ফ্রান্সিসের যত্নে তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। (মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ৪৭৯—৪৮০ পৃঃ)

(৮) রামভদ্র রায় হাবেলি সিমলাবাদ পরগণার জমিদার ছিলেন। ইনি ১৭৪৮ খৃঃ অঃ মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত একটী যুদ্ধে জয়লাভ করেন। (বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস—১২৪ পৃঃ)

† রোষসেনাদজায়ন্ত ষট্‌পুত্রাঃ স্বকুলোজ্জ্বলাঃ।
নারায়ণঃ পশুপতি র্দাণ্ডুসেনস্তৃতীয়কঃ॥
যো নারায়ণসেনোঽসৌ নানাশাস্ত্রবিশারদঃ।
ধর্ম্মকর্ম্মরতো বাগ্মী বদান্যো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
নারায়ণাদজায়েতাং দ্বৌ পুত্রৌ বিশ্ববিশ্রুতৌ।
সাঙ্গুসেনোঽথভরতো ব্রহ্মদত্তসুতাসুতৌ॥
সাঙ্গুসেনস্য চত্বারস্তনয়া বিনয়ান্বিতাঃ।
কুমারসেনঃ কাকুস্থঃ সরণিঃ শ্রীনিবাসকঃ॥

(চন্দ্রপ্রভা ২২—২৩ পৃঃ)

(১৭২৩ খৃঃ অঃ) সমসাময়িক কালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ৪৭ বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহার পিতামহ রামেশ্বরের বিবাহ হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে রামেশ্বরের পুত্র রামদুলালের ও তৎপুত্র রামপ্রসাদের জন্ম হওয়া অসম্ভব ও অসঙ্গত অনুমান হয় না। অনেক ভাগ্যবানের পক্ষে চল্লিশের পূর্ব্বেও পৌত্রমুখসন্দর্শন ঘটিয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক কৃত্তিবাস হইতে কত পুরুষে রামেশ্বর সেন জন্ম গ্রহণ করেন। ভরতমল্লিককৃত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থ হইতে শ্লোকাবলি উদ্ধৃত করিয়া এতদ্বিষয়ের সম্যক্ বিবরণ প্রদান করিব। রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে কিরূপ সর্ব্বগুণান্বিত লোক ছিলেন, তাহা শ্লোকাবলি পাঠের সহিত সহজেই অনুভূত হইবে। তৎসম্বন্ধে অধিক বাক্যবিন্যাস নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্ব শ্লোকে পাওয়া গিয়াছে কৃত্তিবাস সেনের পুত্র রত্নাকর সেন।

তস্য রত্নাকরস্যৈতে জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ।
আদ্যো নিত্যানন্দসেনঃ সর্ব্বানন্দস্ততঃ পরঃ॥
নিত্যানন্দস্য সেনস্য পুত্রোঽভূদ্‌বিনয়ান্বিতঃ।
পবিত্রঃ পরমঃ শান্তো নানাগুণসমন্বিতঃ॥
যো জগন্নাথসেনোঽসৌ জগন্নাথপরায়ণঃ।
জগন্নাথস্য সেনস্য জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ॥
যদুনন্দনসেনোঽগ্র্যো বৃষধ্বজ ইতঃ পরঃ।
যদুনন্দনসেনস্য জজ্ঞাতে তনয়াবুভৌ॥
আদ্যো রঞ্জনসেনোঽভূৎ দ্বিতীয়ঃ পুরুষোত্তমঃ।
অথ রঞ্জনসেনস্য ষট্‌পুত্রা অভিজজ্ঞিরে॥
গোপীনাথো লোকনাথস্ততো রাজীবলোচনঃ।

*   *   *

পুত্রো রাজীবসেনস্য গোপালজয়কৃষ্ণকৌ॥
জয়কৃষ্ণস্য সেনস্য পুত্রৌ দ্বৌ রাঘবোঽগ্রজঃ।
রামেশ্বরঃ পরো দৈবাৎ গোস্বামিদাসসন্নুজো॥
তৎপক্ষে কন্যকা জাতা দত্তা দুর্দৈবদৈস্ততঃ।
জগদীশায় দাসায় কুমারহট্টবাসিনে॥
রাঘবো দৈস্ততোঽগূঢ়াৎ হুসেনপুরবাসিনঃ।
প্রথমং রামকৃষ্ণস্য সরকারস্য কন্যকাম্॥
ততশ্চায়ুকুলে রামেশ্বরকন্যাং কুলোচিতম্।
রামেশ্বরোঽপি জগ্রাহ চায়ুরামেশ্বরাত্মজাম্॥

(চন্দ্রপ্রভা, ৫৩—৫৫ পৃঃ)

দেখা গেল কৃত্তিবাসের পুত্র রত্নাকর, তৎপুত্র নিত্যানন্দ, তৎপুত্র জগন্নাথ, তৎপুত্র যদুনন্দন, তৎপুত্র রঞ্জন, তৎপুত্র রাজীব, তৎপুত্র জয়কৃষ্ণ, তাঁহার পুত্র রামেশ্বর। অতএব কৃত্তিবাস হইতে নবম পুরুষে রামেশ্বর সেনের জন্ম হয়। প্রয়োজন না হওয়ায় মল্লিক কৃত শ্লোকাবলি হইতে কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কেবল রামপ্রসাদের বংশাবলী ঠিক রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় উদ্ধৃত করিলাম। কৃত্তিবাসের পর অনেক মহাত্মা জন্মিলে তৎপর যে রামেশ্বরের জন্ম হয়, তাহা রামপ্রসাদও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

সেই বংশসমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণযুত,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনতির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥

চন্দ্রপ্রভামতে রামপ্রসাদের বংশলতা এইরূপ দাঁড়ায়।

রাজা শ্রীহর্ষসেন।
(খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী)
|
বিমল
|
বিনায়ক
|
রোষ
|
নারায়ণ
|
সাণ্ডু
|
সরণি
|
কৃত্তিবাস
|
রত্নাকর
|
নিত্যানন্দ
|
জগন্নাথ
|
যদুনন্দন
|
রঞ্জন
|
রাজীবলোচন
|
জয়কৃষ্ণ
|
রামেশ্বর
|
রামরাম
|
রামপ্রসাদ
(খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী)

এখন দেখা আবশ্যক, কি সূত্র অবলম্বন করিয়া রামেশ্বর ধলহণ্ড পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টবাসী হইয়াছিলেন।

উল্লিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে বোধ হয় এই বিপুল বংশ মধ্যে প্রথমে জয়কৃষ্ণ হীনাবস্থায় পতিত হন। কারণ তিনি আপন কন্যাগুলিকে নীচবংশে সম্প্রদান করিতে বাধ্য হয়েন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কুমারহট্টবাসী জগদীশ দাসের সহিত বিবাহ দেন। আবার দরিদ্রতা বশতঃ জয়কৃষ্ণের পুত্র রাঘবও নীচ বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে যেমন অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া যেখানে ইচ্ছা পুত্র বিবাহ দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বিশেষতঃ ধনীর পুত্রের বরপণ অতি উচ্চ হারে গৃহীত হইয়া থাকে, তৎকালে সেরূপ প্রথার প্রচলন ছিল না। দরিদ্রেরা পুত্র ও কন্যার উপর পণ গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু তাহারও একটা হার নির্দ্দিষ্ট ছিল। কে কাহার নিকট কি হারে টাকা পাইতে পারে, তাহা ঘটকেরা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। আবার অনেক স্থলে টাকার পরিবর্ত্তে লিখিতপত্রে পণ লিখিয়া

দিলেও কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত। ধনীর পক্ষে টাকা গ্রহণ করা বড়ই লজ্জার কথা ছিল। বিশেষতঃ নীচ ঘরের সহিত আদান প্রদান ততোধিক অপমানজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। অবশ্য নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়াই রাঘবের ও তাহার ভগিনীদিগের আদান প্রদান নিম্ন ঘরে হইয়াছিল। জয়কৃষ্ণ বর্ত্তমান থাকিতে কি তাঁহার মৃত্যুর পর এই কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা অবধারণ করা যায় না। হীনাবস্থায় পতিত হইয়া, হয় জয়কৃষ্ণ কি তাঁহার পুত্রেরা, কুমারহট্টে কুটুম্বাশ্রয়ে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জগদীশ দাস সম্পন্ন লোক না হইলে কখনও উচ্চ ঘরে বিবাহ করিতে পারিতেন না। ধনীর পক্ষে কুটুম্ব পরিপোষণ করাও অস্বাভাবিক কার্য্য নয়। "শিশুকালে পিতা মৈল রাজ্য নিল চোরে" রামপ্রসাদ যে এইরূপ একটী কথার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, সাধারণতঃ উহা পাঠে বোধ হয় যেন রামপ্রসাদের পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দৈন্যের বিষয়ে তাঁহার প্রপিতামহ জয়কৃষ্ণের সময় হইতেই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামপ্রসাদ সেন কুমারহট্ট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্যই বলিয়া গিয়াছেন "ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম"।

এখন দেখা যাউক "পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল" কথা কেন স্ববংশের সহিত যোজনা করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্য সম্প্রদায় মধ্যে সিদ্ধ ও সাধ্য, এই দুইটি থাক আছে। ধন্বন্তরি, শক্তি, মৌদ্গল্য ও কাশ্যপ এই চারিটি সিদ্ধ গোত্র; কিন্তু কর্ম্মের হীনতা প্রযুক্ত সিদ্ধবংশ হইতে অনেকে সাধ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা মধ্যবিধ, তাহারা মৌলিক বলিয়া পরিগণিত হয়। বিনায়ক বংশ মহাকুলীন হইলেও কার্য্যতঃ তন্মধ্যে কেহ কুলীন, কেহ মৌলিক, কেহ সন্মৌলিক বলিয়া পরিগণিত হয়। রামপ্রসাদের বংশ এই সন্মৌলিক বাচ্য ছিল। সাধ্যবৎ ভাবনা হওয়া প্রযুক্ত এবং মূলবংশের শুদ্ধতা হেতু তিনি স্ববংশকে শুদ্ধমূল বলিয়া উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বলা বাহুল্য রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ধনী ও কুলীন ছিলেন। তৎসময়ে শ্রেষ্ঠত্বের যে কয়েকটি লক্ষণ ছিল, তন্মধ্যে কুলকার্য্যপরায়ণতাও একটী। কবিরঞ্জনের প্রপিতামহ পর্য্যন্ত সে প্রথাটি রক্ষিত হওয়ায় তাঁহারা যে সম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করা যায়। পরে দীনতা প্রযুক্ত সেই নিয়মের উল্লঙ্ঘন হয়।

আমরা এই খানেই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম। আজকাল জাতিগত ও বংশগত বিষয় লইয়া যেরূপ নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে সাধক কবিরঞ্জনের এই পরিচয় প্রদান করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নহে। পাঠক এতৎপাঠে আরও পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন যে, পূর্ব্বকালে বৈদ্যেরা কেবল জাতীয় চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রাজকর্ম্মচারী ও ভূম্যধিকারী ছিলেন। আমরা ধন্বন্তরি-বিনায়কবংশের কথামাত্র এই স্থলে উল্লেখ করিলাম। অন্যান্য গোত্র হইতেও এতাদৃশ অনেক দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতে পারে।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

শূদ্র পণ্ডিত ও কাশীখণ্ড।

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে—বঙ্গদেশে যখন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রবল প্রভাবের সময়—; তখন এক প্রতিভাশালী কায়স্থসন্তান আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে বঙ্গের একাংশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের আসন অধিকার করিয়া 'শূদ্রপণ্ডিত' খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অদ্য আমরা সেই 'শূদ্র পণ্ডিত' ও তদীয় কীর্ত্তি 'স্কন্দউক্ত সুধাভাণ্ড' কাশীখণ্ডের পরিচয় পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত আটীয়াপরগণার কেদারপুর গ্রামে এই শূদ্র পণ্ডিতের জন্ম হয়। ইহাঁর নাম কেবলকৃষ্ণ বসু। কেবলকৃষ্ণ স্বপ্রণীত কাশীখণ্ডের শেষভাগে গ্রন্থরচনার কাল নির্দ্দেশস্থলে লিখিয়াছেন—"অশ্বরাম জলনিধি চন্দ্রের উদয়।" ইহাতে জানা যায় তিনি ১৭৩৭ শকে অর্থাৎ ১২২২ সাল (বর্ত্তমান সময়ের ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে) গ্রন্থ রচনা করেন। কেদারপুরে এখন যে দুই একটী ৭০।৭২ বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই কেবলকৃষ্ণ বসুকে দেখেন নাই। কিন্তু কেবলকৃষ্ণ যে দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন এবং জীবনের শেষাবস্থায় কাশীখণ্ডের রচনা করেন, একথা তাঁহারা বাল্যে পিতা ও পিতৃস্থানীয়দিগের মুখে শুনিয়াছেন। কেবলকৃষ্ণের পাণ্ডিত্যখ্যাতি ও তৎসম্বন্ধীয় বিবিধ গল্প ইহাঁরা বিশেষ অবগত আছেন। ইহাতে বোধ হয় বৃদ্ধাবস্থায় কাশীখণ্ড রচনা করিয়া কেবলকৃষ্ণ অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন, এজন্য ৭০ বৎসর বয়সে কাশীখণ্ড রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ধরিলে তাঁহার জন্ম ১৬৬৭ শকে (১১৫২ সাল) হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কেবলকৃষ্ণের পুত্রকন্যা জন্মে নাই। নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি পরলোক গমন করেন (১)। এক্ষণে তাঁহার ভিটায় তদীয় ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত ধরণীনাথ বসু বাস করিয়া 'বংশে বাতি' দিতেছেন। ইহাঁর বয়স ৪০ বৎসর।

কেবলকৃষ্ণের পিতার নাম বিজয়রাম বসু (২)। কেবল কৃষ্ণের বাল্যাবস্থায় কেদারপুরের তদানীন্তন নৈয়ায়িক পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ রামনিধি বাচস্পতির পাণ্ডিত্যের বড়ই খ্যাতি ছিল। কেবলকৃষ্ণ ইহাঁরই নিকটে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে গুরুর হৃদয়ের সমগ্র শিষ্যবাৎসল্য ইনি অধিকার করিয়াছিলেন। কেবলকৃষ্ণ যখন শাস্ত্রপারদর্শী যুবক, বাচস্পতি তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। কিন্তু প্রধান পণ্ডিত বলিয়া তখনও চতুঃপার্শ্বের

---

(১) সুতাসুতহীন কেবলকৃষ্ণ দুর্ম্মতি।
ভবার্ণবে পরিত্রাণ কর পশুপতি॥
কাশীখণ্ড। ২৫২ পাতার প্রথম পৃষ্ঠা।

(২) কুলজী গ্রন্থানুসারে কেবলকৃষ্ণের বংশপত্রিকা এইরূপ—

বহুলোক তাঁহার নিকট ব্যবস্থা লইতে আসিত। বাচস্পতি ব্যবস্থাপ্রার্থীদিগকে প্রিয়শিষ্য কেবলকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। কেবলকৃষ্ণ ব্যবস্থা দিয়া যাহা পাইতেন, সমস্তই গুরুকে দিতেন। এইরূপে ব্যবস্থা দেওয়ায় চতুর্দ্দিকে তাঁহার 'শূদ্র পণ্ডিত' খ্যাতি প্রচারিত হয়। কেবলের শাস্ত্রজ্ঞান এত গভীর ছিল যে, তৎকালে শূদ্রপণ্ডিতের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত কিছু বলিতে সাহসী হন নাই।

কেবলকৃষ্ণ বসু শৈব ছিলেন। শিবমাহাত্ম্য প্রচার জন্য বৃদ্ধ বয়সে (অনুমান ৭০ বৎসরে) স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ড পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদিত করেন। তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইতঃপূর্ব্বে সংস্কৃত পুরাণ বা কাব্য অবলম্বনে রচিত আমরা যত গ্রন্থ দেখিতেছি, প্রায় তৎসমুদয়ই গীত বা পাঁচালী। বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত কাব্য বা পুরাণের যেরূপ বিশুদ্ধ পদ্য বা গদ্য অনুবাদ দেখা যায়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পূর্ব্বকবিগণ গান করিবার জন্যই গ্রন্থ রচনা করিতেন। কেবল পাঠ করিবার জন্য কেহ কিছু রচনা করেন নাই। কিন্তু কবি কেবলকৃষ্ণ বসু পাঠের জন্য পুরাণাবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার কাশীখণ্ড গীত নহে। বর্ত্তমান কালের ন্যায় পাঠোপযোগী সরল পদ্যগ্রন্থ।

কেবলকৃষ্ণ স্বয়ং বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তথাপি কেবল নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থরচনা সঙ্গত বোধ করেন নাই। ঢাকা জেলার অন্তর্গত (বর্ত্তমানে ঢাকা, পূর্ব্বে রাজসাহী) রৌহা গ্রাম (১) নিবাসী প্রসিদ্ধ পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের

কান্যকুব্জাগত দশরথ বসু হইতে অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ

বিশ্বম্ভর বসু ১৪
|
প্রভাকর বসু ১৫
|
* রামানন্দ বসু ১৬
|
রতিনাথ বসু ১৭
|
লক্ষ্মীকান্ত বসু ১৮
|
রামবল্লভ বসু ১৯
|
বিজয়রাম বসু ২০
|
কেবলকৃষ্ণ বসু ২১

* মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত থলসী গ্রামের ভূম্যধিকারী শ্রীবৎস রায় ইঁহাকে চন্দ্রদ্বীপ হইতে আনিয়া বিক্রমপুরে স্থাপিত করেন। ইঁহার বংশীয় বিজয়রাম বসু (২০শ পুরুষ) কেদারপুরে বাস করেন।

(১) রৌহাগ্রাম সেকালে বিদ্যাবিষয়ে বড় বিখ্যাত ছিল। যখন ছাপাখানার নূতন পঞ্জীতে দেশ ছাইয়া ফেলে নাই, তখন রৌহার জ্যোতির্বিদগণের পঞ্জীই এ দেশে প্রামাণ্য ছিল। জ্যোতিষ বিষয়ে রৌহার প্রাধান্য সর্ব্বসম্মত ছিল। জ্যোতিষ ব্যতীত, ন্যায়, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি বিবিধশাস্ত্রবেত্তা বহুপণ্ডিত রৌহাতে বসতি করিতেন। কিন্তু এখন আর রৌহার সে গৌরব নাই।

সাহায্যে তিনি কাশীখণ্ড রচনা করিয়াছিলেন। কাশীখণ্ডের শেষভাগে গ্রন্থ-রচনার বিবরণ স্থলে এ কথা লিখিত আছে :—

ভট্টাচার্য্য গঙ্গাপ্রসাদের স্থিতিবাস।
ক্ষিতি মধ্যে রৌয়া গ্রাম সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
পুরাণে জ্যোতিষে শ্রেষ্ঠ বিখ্যাত মহীতে।
রাজসাহী মধ্যেতে গ্রাম সিন্দুরী চাকলাতে॥
তাহান শ্লোকার্থ শিরে বন্দি সাবহিতে।
কহিছে কেবলকৃষ্ণ বসু পয়ারেতে॥

গ্রন্থমধ্যে ভণিতাতেও এক স্থলে এ কথার উল্লেখ আছে :—

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ নাম, সর্ব্বশাস্ত্রে অনুপান,
ভট্টাচার্য্য খ্যাতি দেশে দেশে।
তাহান শ্লোকার্থ মতে, কাশীখণ্ড পয়ারেতে,
কহিছে কেবলকৃষ্ণ দাসে॥

১৭৩৭ শকের চৈত্র মাসের বৃহস্পতিবার দিবা বার দণ্ডের সময় কাশীখণ্ডের রচনা সমাপ্ত হয়। এই দিন শুক্লা দ্বাদশী তিথি, শ্রবণা নক্ষত্র ছিল। সুতরাং কাশীখণ্ডের বয়স ৮৪ বৎসর বলিয়া জানা যাইতেছে। (১)

কেবলকৃষ্ণের রচনা প্রসাদগুণবিশিষ্টা ও সর্ব্বত্র মূলানুসারিণী। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, খর্ব্বছন্দ (২) প্রভৃতি ছন্দ তাঁহার গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া অর্থবোধের জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না। কাশীখণ্ডে ছন্দোদোষ এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। মধ্যে বিচিত্র রসালঙ্কারে তদীয় কবিতা অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে। পূর্ব্ব কবিগণের ন্যায় কেবলকৃষ্ণও গ্রন্থমধ্যে বহু ভণিতা লিখিয়াছেন; আমরা তাহার দুই একটী উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। কহে ইন্দ্র শুন সবে, ব্রহ্মপুরে চল তবে,
নিবেদেই ব্রহ্মার সম্পাশে।
স্কন্দপুরাণের সার, ত্রিপদী করিয়া তার,
কহে কেবলকৃষ্ণ বসু দাসে॥

২। কাশীখণ্ড মহাপোতা ব্যাসের রচিত।
পয়ারে কেবলকৃষ্ণ কহিছে কিঞ্চিত॥

---

(১) অশ্বরাম জলনিধি চন্দ্রের উদয়।
শকের আখিরি পরে কহি নিরণয়॥
* * * মধুমাসে।
শুকলা দ্বাদশী তিথি * দিবসে॥
বৃহস্পতিবার শ্রেষ্ঠ শ্রবণা নক্ষত্রে।
সমাপন হৈল বেলা বারয় দণ্ডেতে॥
কাশীখণ্ড, ২৫২ পাতা।

(২) কাশীরাম দাসের 'দেখ দ্বিজ, মনসিজ, জিনিয়া মূরতি।' এই ছন্দকে কবি কেবলকৃষ্ণ বসু খর্ব্বছন্দ আখ্যা দিয়াছেন।

৩। স্কন্দপুরাণের কথা শুনিতে মধুর।
পয়ারে কেবল কহে ভাবি চন্দ্রচূড় ॥
৪। চতুর্দ্দশ বর্ণে রস সুছন্দ হইছে।
কাশীখণ্ড সুধাভাণ্ড কেবল কহিছে ॥

কবি গুরু, গণেশ, নারায়ণ, মহাদেব, ব্রহ্মা, ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি বহু দেব দেবীর বন্দনা করিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের খর্ব্ব হওয়ার উপাখ্যান হইতে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। বন্দনার মধ্যে সরস্বতীর বন্দনাই বড় দীর্ঘ, দুই বারে উহা সমাপ্ত হইয়াছে। বন্দনার কোন কোন চরণ আটীয়া পরগণায় প্রচলিত শতানন্দী সত্যনারায়ণের পুঁথির বন্দনার সহিত অবিকল মিলে। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা বন্দনা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

গুরু-বন্দনা—

বন্দে কাশীং গুহং গঙ্গাং ভবানীং মণিকর্ণিকাম্।
বিশ্বেশং মাধবং ঢুণ্ডিং দণ্ডপাণিঞ্চ ভৈরবম্ ॥
অগ্রে গুরু পাদপদ্ম বন্দো সাবহিতে।
তব সমতুল্য নাহি এ ভব ঘোরেতে ॥
ত্রৈলোক্যদুর্লভ মোক্ষ নাহি তব পর।
হরিহর ব্রহ্মা আদি ভাবে নিরন্তর।
ব্রহ্মরুদ্রে স্থিতি সদা কি তুলনা তার।
সদায়ে আনন্দ রসে করয়ে বিহার ॥
দীক্ষা হৈলে পুনর্জ্জন্ম জানহ কারণ।
এ দেহ পবিত্র হয় শাপ বিমোচন ॥
গুরু মন্ত্র দেবতা যে এক ভাবে মনে।
তারে গুরু নিস্তারয়ে এ ভবশাসনে ॥

নারায়ণের বন্দনা—

বন্দো দেব নারায়ণ জগতের সার।
লক্ষ্মী সরস্বতী দ্বয় বনিতা যাঁহার ॥
সুদর্শনচক্রধারী গরুড়বাহন।
বৈকুণ্ঠের নাথ প্রভু কমললোচন। ইত্যাদি।

মহাদেব বন্দনা—

বৃষভবাহনে বন্দো দেব পঞ্চানন ॥
বিভূতি ভূষণ অঙ্গে অভয় বর করে।
বাঘাম্বর পরিধান হাড়মালা গলে ॥
ফণীয়ে বেষ্টিত অঙ্গ শিরে তরঙ্গিণী।
ললাটেত সাধাবৃন্দ শোভিছে অমনি ॥
ভৈরবী পিশাচ সব কলরব করে।
করেতে ত্রিশূল সদা শ্মশানেতে ফিরে ॥

করুণাময়ী বন্দনা—(১)

করুণাময়ীর পদে প্রণতি আমার।
কেদারপুরে অংশরূপেত প্রচার ॥
ব্রহ্মচারী প্রতি অতি হইয়া সদয়।
বিরাজ করেন মা তাহান আলয় ॥
হৃদয়ে তুমাকে বান্ধিয়াছে ব্রহ্মচারী।
ভুবনমোহন রূপ চতুর্ভুজধারী ॥
কালোরূপে আলো করে বামে মুণ্ড অসি।
দক্ষিণে অভয় বর যমভয়নাশি ॥
ত্রিনেত্র উজ্জ্বলমুখ পূর্ণশশধর।
তেজ অতিশয় জিনি কোটী দিবাকর ॥
শোণিতের ধারা বহে মুণ্ডমালা গলে।
কিরীটেতে সার্দ্ধচন্দ্র কত মণি দোলে ॥

---

(১) করুণাময়ী—কেদারপুরস্থিত পাষাণময়ী চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তির নাম। ৺ রাধাচরণ ব্রহ্মচারী এই মূর্ত্তি স্থাপন করেন। এখনও তদীয় বংশধরগণের দ্বারা এই মূর্ত্তি প্রত্যহ পূজিত হইতেছেন। প্রতি অমাবস্যায় সমারোহের সহিত পূজা হয়।

কুন্দ জিনি দন্ত কুম্ভ জিনি পয়োধর।
হৃদয়ে দুর্লভ পদ রাখে দিগম্বর॥
যত্ন করি হৃদে পদ রাখে ত্রিলোচন।
হেন পদ পাবে নরে করি কি সাধন॥
অপার মহিমা গুণ ভুবনে তোমার।
মূর্খে কি কহিতে পারে করিয়া বিচার॥

গ্রন্থারম্ভে বক্তা ব্যাস—শ্রোতা সূত। নিম্নলিখিতরূপে গ্রন্থারম্ভ করা হইয়াছে :—

সত্যবতীসুত মহামুনি বেদব্যাস।
বেদাঙ্গ পুরাণ শাস্ত্র করিলা প্রকাশ॥
ব্যাসের নিকট সূত মুনি সর্ব্বক্ষণ।
নানাশাস্ত্র আলাপনে থাকয়ে দুজন॥
একদিন সূত জিজ্ঞাসয়ে ব্যাসস্থানে।
বিন্ধ্যাগিরি অতি খর্ব্ব হৈল কি কারণে॥
মুনির প্রধান তুমি পুজিত সবার।
অজ্ঞাত নাহিক কিছু ভুবনে তোমার॥
বর্দ্ধমান হৈয়া বিন্ধ্য খর্ব্ব কি কারণ।
বিবরিয়া কহ মুনি সে সব কথন॥
ব্যাস বুলে সূত শুন কহি যে তুমারে।
যেমতে হইল খর্ব্ব বিন্ধ্য দুরাচারে॥
বর্দ্ধমান হৈয়া খর্ব্ব হৈল যে কারণ।
বিস্তারিয়া কহি সূত করহ শ্রবণ॥ ইত্যাদি।

কেবলকৃষ্ণ কাশীর মাহাত্ম্য স্থলে লিখিয়াছেন :—

মাংস ত্যাগে ব্যাধে মৎস্য বকে নাহি খায়।

কাশীখণ্ডে গো-মাহাত্ম্য নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

মাতৃসমতুল্য গাবী শুন দেবগণ।
যাহার গৃহেতে থাকে ধন্য সেহি জন॥
যেহি জনে গাবী দান করে পৃথিবীত।
তার পিতা পিতামহ আনন্দমোহিত॥
নৃত্য করে পিতৃলোক হইয়া পুলকিত।
দেব ঋষি মুনিগণ শুনি হরষিত॥
গাবী দানে তার তাপ হয় পলায়ন।
ব্যাধির নাশক হয় কহিল কারণ॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল তার গাবী গৃহে যার।
খুররেণু গঙ্গাতুল্য কহিলাম সার॥
শৃঙ্গ গৃহে সর্ব্ব তীর্থ মধ্যে গৌরীহরে।
বিরাজে থাকয়ে বিষ্ণু তাঁহান অন্তরে॥
গোময়ে নর্ম্মদা আর গোমূত্রে যমুনা।
সে স্থান পবিত্র যথা পড়ে বিন্দুকণা॥
দুগ্ধ গঙ্গাতুল্য হয় শুন দেবগণে।
গাভীর অধিক আর নাহিক ভুবনে॥
তাহার পুচ্ছের বাড়ি লাগে যার গায়।
পাপ নহে থাকে সর্ব্বরোগ ত্যাগ পায়॥

কেবলকৃষ্ণ সতী ও বিধবার নিম্নলিখিত কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

সতীধর্ম্ম।—

যেহি নারী পতিসেবা করয়ে সতত।
তাহার শরীরে কিছু না হয় আপদ॥
পতি-আজ্ঞা পালন করিবে সর্ব্বক্ষণ।
আজ্ঞা লঙ্ঘনে হয় নরকে গমন॥
পতিকে খাওয়াবে অগ্রে করাবে শয়ন।
বাতাস করিবে অঙ্গে সতীর লক্ষণ॥
পতির ভোজন শেষ প্রসাদ পাইবে।
পতিপাদোদক নিত্য গ্রহণ করিবে॥

বিধবার ধর্ম্ম।—

বিধবা হইলে বৃথা তাহার জীবন।
মাতা বিনা অন্যের না দেখিবে বদন॥
বৈধব্যোক্ত কেশ নহে করিবে বন্ধন।
বন্ধনেত তার পতি থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
কেশ রাখিবেক শিরে না যায় বন্ধন।
সদাচার মতে কিছু করিবে ভোজন॥
হবিষ্যান্ন দিনান্তরে কিঞ্চিত আহার।
* * * *

একদিন উপবাস পরেত পারণ। হবিষ্যাদি ত্যাগ যে করিবে তদপরে॥
তিন রাত্রি অনাহারি পশ্চাৎ ভক্ষণ॥ আত্মঘাতী হৈলে গতি নাহিক তাহার।
ক্রমে নবরাত্রি মাসেক অন্তরে। সেহি হেতু ফলমূল কিঞ্চিত আহার॥

প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে অনেকেই স্বস্ব গ্রন্থের শ্রবণ কীর্ত্তন ফল বর্ণনা করিয়া গ্রন্থের মাহাত্ম্য বাড়াইয়া গিয়াছেন। কবি কেবলকৃষ্ণ বসুও গ্রন্থশেষে কাশীখণ্ড শ্রবণ ও পাঠের বহু ফল বর্ণনা করিয়াছেন :—

ব্যাস কহে শুন সূত কহি পুনর্ব্বার। কাশীখণ্ড হৈলা মহা ধর্ম্মের জনক।
স্কন্দ উক্ত পুরাণ যে কাশীখণ্ড সার॥ বিরূপ ভাবিবে যেহি ভুঞ্জিবে নরক॥
কায়-মন-চিত্তে যেহি শ্রবণ করয়। কাশীখণ্ড হৈলা চতুর্ব্বর্গফলদাতা।
সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ ফল প্রাপ্তি হয়॥ সর্ব্ব অর্থ দেওয়াবেন নাহিক অন্যথা॥
চতুর্ব্বেদ পাঠ আর সর্ব্ব তপস্যাতে। মনানিষ্ট হৈয়া যেহি করায়ে শ্রবণ।
যে পুণ্য তাহাতে হয় সে পুণ্য ইহাতে॥ সমস্ত পারয়ে কিংবা অর্দ্ধেক কথন॥
গয়াপিণ্ডদানে পিতৃলোক পুলকিত। নতুবা তাহার সাধ্য কিংবা একাধ্যায়।
কাশীখণ্ড পাঠ করা তেঁহ আনন্দিত॥ কিংবা এক উপাখ্যান ইহা যে শুনায়॥
কাশীখণ্ড শ্রবণ করিলে যেহি জন। পারায়ণ করি কিংবা শ্লোকার্থ দ্বারায়।
সমস্ত পুরাণ সেহি করিলে শ্রবণ॥ তাহাকে জানিবা ইষ্ট দেবতার প্রায়॥
স্থিরবুদ্ধি হইয়া শুনিবে সর্ব্বজনে। যে স্থানেতে কাশীখণ্ড করয়ে পঠন।
এক উপাখ্যান যদি কায়মনে শুনে॥ সে স্থানেতে অমঙ্গল না হবে কখন॥
সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন সর্ব্বধর্ম্ম আর। বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হন যার প্রতি।
যে পুণ্য তাহাতে সেহি পুণ্য হয় তার॥ কাশীখণ্ড শুনিতে তাহার হয় মতি॥ ইত্যাদি।

কিন্তু এত প্রলোভনেও তাঁহার গ্রন্থের অধিক প্রচার হয় নাই। একখানি মাত্র গ্রন্থ তাঁহার প্রতিবেশীর গৃহে কাষ্ঠফলকাবদ্ধ রহিয়া তদীয় পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের শেষ চিহ্ন বহন করিতেছে। কেবলকৃষ্ণের গ্রন্থ রচনার পরই মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবের কাল উপস্থিত হওয়ায় বোধ হয় এরূপ হইয়াছিল।

আমরা কাশীখণ্ডের যে হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছি, উহা ১২৪৭ সনের ২২শে ফাল্গুন লিখিত। লেখক কবির প্রতিবেশী শ্রীরাজেশ্বর রায়। পত্র সংখ্যা ২৫২।

কাশীখণ্ড ব্যতীত কেবলকৃষ্ণবসু রচিত সত্যনারায়ণের একখানি সংক্ষিপ্ত পাঁচালী আছে।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।
কেদারপুর।

জ্যোতিষিক পরিভাষা।

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত, রঙ্গনাথকৃত গূঢ়ার্থপ্রকাশক নামক ভাষ্য এবং ভাস্করাচার্য্যকৃত গোলাধ্যায় হইতে সঙ্কলিত)

Aldebaran (*α Tauri*)	রোহিণী (যোগতারা)
Altitude of Sun	উন্নতি
Altitude of Sun, sine of	মহাশঙ্কু, শঙ্কুজীবা
Do. do. when on meridian.	মধ্যশঙ্কু
Altitude of Sun, sine of, when on Prime Vertical	সমমণ্ডলশঙ্কু
Altitude of Sun, sine of, when on the vertical passing through N. E. and S. W. points or N. W. and S. E. points	কোণশঙ্কু
Angle between Ecliptic and small circle through a body parallel to Prime Vertical (or angle between Ecliptic and Prime Vertical)	বলন
Angle between small circles through a body parallel to Prime Vertical and Equator (or angle between Equator and Prime Vertical)	আক্ষবলন
Angle between Ecliptic and small circle through a body parallel to Equator (or angle between Ecliptic and Equator)	আয়নবলন
Annual parallax of a superior planet	শীঘ্রফল
Antares (*α Scorpionis*)	জ্যেষ্ঠা (যোগতারা)
Antipodal	সমসূত্রস্থ, কুদলান্তরস্থ

Aphelion	মন্দোচ্চ
Aphelion, angular distance from (or True Anomaly)	মন্দকেন্দ্র
Apogee	মন্দোচ্চ
Apside	মন্দ, মন্দোচ্চ
λ *Aquarii*	শতভিষজ্; শতভিষা (যোগতারা)
Aquarius	কুম্ভ
α *Aquilæ*	শ্রবণা (যোগতারা)
Arcturus (α *Bootis*)	স্বাতী (যোগতারা)
Aries	মেষ, অজ
α, β and γ *Arietis* (β *Artietis* is the যোগতারা)	অশ্বিনী
35, 39 and 41 *Arietis* (35 *Arietis* is the যোগতারা)	ভরণী
Armillary Sphere	ভূভগোল
Ascending point	লগ্ন
Asterism	ধিষ্ণ্য, নক্ষত্র, ভ
Asterism, principal star in an	যোগতারা
Asterism, portion of Ecliptic included in an	ভোগ
δ *Aurigæ*	প্রজাপতি
Cancer	কর্ক, কর্কট
δ *Cancri*	পুষ্যা, তিষ্য)যোগতারা)
Canopus (α *Argolis*)	অগস্ত্য
Capella (α *Aurigæ*)	ব্রহ্মহৃদয়
Capricornus	মকর, মৃগ
Celestial Sphere	খগোল
Clepsydra	কপাল যন্ত্র
Coincidence of observed and calculated positions	দৃক্‌তুল্যতা
Colatitude	লম্ব
Colatitude, sine of	লম্বজ্যা

Conjunction	মেলক, যুতি, যোগ, সমাগম
Correction in astronomical calculation	বীজ
Corvus (γ or δ *Corvi* is the যোগতারা)	হস্তা
Cosine	কোটিজ্যা
Culminating point	মধ্যলগ্ন, মধ্যভ, মধ্যম
Ditto, zenith distance of	নতাংশ
Ditto, sine of	মধ্যজ্যা
Day, solar	সৌর অহোরাত্র
Day, sidereal	নাক্ষত্র অহোরাত্র
Day, lunar	তিথি
Day, civil	সাবন অহোরাত্র
Deelination (portion of Declination Circle of a body intercepted between Equator and Ecliptic) *	ক্রান্তি, অপক্রম
Declination, sine of	ক্রান্তিজ্যা
Declination, having the same	একায়নগত
Declination Circle perpendicular to meridian	উন্মণ্ডল
Degree	অংশ, ভাগ
Delphinus or the *Dolphin* (β *Delphini* is the যোগতারা)	ধনিষ্ঠা, শ্রবিষ্ঠা
Descending point	অস্তলগ্ন
Diagram	পরিলেখ,
Difference between periods of rising of a Sign in a given latitude and at the Equator under same meridian	চরখণ্ড
Difference between the right	চরজ্যা

* So used in the Suryya Siddhanta. In the Goladhyaya, *declination* is taken in the modern sense.

and oblique ascensions of a planet (i. e. portion of Equator intercepted between Declination Circle and secondary to Prime Vertical passing through the planet)	চর, চরদল
Difference between right and oblique ascensions, sine of	চরজ্যা
Direct motion	ঋজুগতি
Earth	ভূগোল
East and West line	প্রাচ্যপরা
Eclipse	গ্রহণ
„ , first contact in	প্রগ্রহ, গ্রাস, স্পর্শ
„ , middle of	মধ্যগ্রহণ
„ , last contact in	মোক্ষ
„ , duration of	স্থিতি
Eclipsed body, total disappearance of	নিমীলন, বিমর্দ্দ
Eclipsed body, reappearance of	উন্মীলন
Ecliptic	অপমণ্ডল, ক্রান্তিবৃত্ত, ক্রান্তিমণ্ডল
Elongation of an infeior planet	শীঘ্রফল
Epicycle	পরিধি, বৃত্ত
Epoch	দ্যুগণ, অহর্গণ
Equation of time due to obliquity of Ecliptic	উদয়ান্তর
Equation of time due to unequal motion in Ecliptic	ভুজান্তর
Equator, terrestrial	নিরক্ষ, ব্যক্ষ
Equator, celestial	বিষুবন্মণ্ডল, বিষুবদ্বৃত্ত
Equatorial (Instrument)	নাড়ীবলয়
Equation of centre	মন্দফল
Equation of centre, process for finding	মন্দকর্ম্ম

Equinoctial points	বিষুবৎ, বিষুব
Equivalent in *pranas* (period of 4 seconds) of the part of a Sign already traversed	ভুক্তাসব:
Equivalent in *pranas* of part of a Sign to be traversed	ভোগ্যাসব:
Equivalent of a Sign in right ascension	লগ্নাসব:, লঙ্কোদয়া:, লঙ্কোদয়াসব:
Equivalent of a Sign in oblique ascension (i e. portion of Equator intercepted between two secondaries to the Prime Vertical passing through extremities of the Sign)	উদয়াসব:, উদয়প্রাণা:
Gemini	মিথুন
α and β *Geminorum* (*Castor* and *Pollux*)	পুনর্বসু
Gnomon	নরযন্ত্র, শঙ্কু
Gnomon, shadow of	ছায়া, প্রভা, ভা
Gnomon shadow of, when the Sun is on the meridian at either equinox	বিষুবদ্ভা, পলভা
Heavenly body	জ্যোতি:
Heliacal rising of a body	উদয়
Heliacal setting of a body	অস্ত
Horizon	ক্ষিতিজ
Hour angle	নত
Hour-angle, sine of	নতজ্যা
Hyades	রোহিণী
Hydra (ϵ *Hydræ* is the যোগতারা)	অশ্লেষা
Instrument for taking the Sun's altitude and zenith distance	চক্রযন্ত্র
Intercalary month	অধিমাস
Interval of time by which the	দৃশ্যাংশ, অস্তাংশ, কালাংশ, কালভাগ

rising of a planet precedes or its setting follows that of the sun (or portion of Equator intercepted between the secondaries to the Prime Vertical, passing through the sun and planet)	
Intervals between the middle of an eclipse and the moments of of contact and separation	মধ্যস্থিত্যর্দ্ধ
Interval of time during which the sum of the longitudes of the sun and moon increases by 13°20′ (one lunar mansion)	যোগ
Jupiter	অমরেজ্য, গুরু, জীব, বৃহস্পতি
Jupiter's cycle of 60 years	বার্হস্পত্যমান
Latitude, terrestrial	অক্ষ
Latitude, celestial (portion of Declination Circle intercepted between a heavenly body and Ecliptic) *	বিক্ষেপ, ক্ষেপ, শর
Leo	সিংহ
β Leonis	উত্তরফল্গুনী (যোগতারা)
δ Leonis	পূর্ব্বফল্গুনী (যোগতারা)
Libra	তুলা
α, β, γ and *ν Libræ* (*ν Libræ* is the যোগতারা)	বিশাখা
Line joining rising and setting points	উদয়াস্তসূত্র
Longitude, terrestrial (reckoned from the meridian of Lanka)	দেশান্তর

* So used in the Suryya Siddhanta. The term শর is used in the Goladhyaya to denote celestial latitude in the modern sense.

Longitude, correction to be applied to the place of a planet for	দেশান্তরফল
Longitude, polar (portion of Ecliptic intercepted between the first point of Aries and the declination circle)	ধ্রুব, ধ্রুবক
Lunar day, half of	করণ
Lune (figure bounded by two circular arcs)	তিমি, মৎস্য
Mars	অঙ্গারক, কুজ, ভূমিপুত্র, ভৌম
Mean solar time	সাবনমান
Mean anomaly, sine of	ভুজজ্যা
Mercury	বুধ, জ্ঞ, শশিজ, সৌম্য
Meridian	যাম্যোত্তর বৃত্ত, ঊর্দ্ধ যাম্যোত্তরবৃত্ত
Meridian, prime, terrestrial	মধ্যরেখা
Miles, about five	যোজন
Minute of arc	কলা, লিপ্তিকা, লিপ্তা
Minutes, twenty-four	ঘটিকা, নাড়ী, নাড়িকা
Moment of conjunction or opposition	পর্ব্বনাড্যঃ, পর্ব্ববিনাড্যঃ
Month, civil	সাবন মাস
Month, lunar (new moon to new moon)	মুখ্য চান্দ্র মাস
Month, lunar (full moon to full moon)	গৌণ চান্দ্র মাস
Month, sidereal	নাক্ষত্র মাস
Month, solar	সৌর মাস
Moon	ইন্দু, অনুষ্ণাংশু, শীতাংশু, শীতদীধিতি হিমদীধিতি
Moon, full	পূর্ণিমা, পৌর্ণমাসী
Moon, new	অমাবাস্যা
Moon, cusps of	শৃঙ্গ

Motion, daily	কালগতি, ভুক্তি
Motion, retrograde	বক্রগতি
Node	পাত
Node, moon's ascending *	রাহু
Nonagesimal	ত্রিভোনলগ্ন
Nonagesimal, sine of altitude of	দৃগ্‌গতি, দৃগ্‌গতিজ্যা
Nonagesimal, sine of zenith distance of	দৃক্‌ক্ষেপ
Obliquity of Ecliptic	পরমক্রান্তি, পরমাপক্রম
Orbit of a planet	কক্ষা
Orbit of a planet, furthest point from the earth in	শীঘ্রোচ্চ
Orbit, circumference of	পরিণাহ
α Orionis	আর্দ্রা
λ Orionis	মৃগশিরাঃ, মৃগশীর্ষ (যোগতারা)
Parallax in altitude or zenith distance	দৃগ্‌লম্বন
Parallax in latitude	অবনতি, নতি
Parallax in longitude	হরিজ, লম্বন
α Pegasi	পূর্ব্বভাদ্রপদা (যোগতারা)
γ Pegasi or *α Andromedæ*	উত্তরভাদ্রপদা (যোগতারা)
Pegasus, square of	পূর্ব্বভাদ্রপদা এবং উত্তরভাদ্রপদা
Pisces	মীন
Zeta Piscium	রেবতী (যোগতারা)
Planet	গ্রহ, খচর, খচারী
Pleiades (*Alcyone* is the যোগতারা)	কৃত্তিকা
Pole of earth	মেরু
Pole, elevation of celestial	অক্ষোন্নতি
Pole of the Ecliptic	কদম্ব
Pole Star	ধ্রুবতারা

* The word কেতু denoting the moon's descending node does not occur in the Suryya Siddhanta and the Goladhyaya.

Point of intersection of declination circle of a planet and ecliptic	অয়নগ্রহ
Portion of Ecliptic intercepted between two secondaries to the Prime Vertical, passing through the sun and a planet respectively	ক্ষেত্রাংশ
Portion of Ecliptic intercepted between the great circles through a body drawn through the poles of the Equator and the Ecliptic	অয়নকলা
Precession	অয়ন, অয়নাংশ
Prime Vertical	সমমণ্ডল
Process of finding the portion of the Ecliptic intercepted between the secondaries to the Ecliptic and the Prime Vertical passing through a planet	দৃক্‌কর্ম্ম
Process of finding the portion of the Ecliptic intercepted between the Declination Circle and the secondary to the Prime Vertieal drawn through a planet	আক্ষদৃক্‌কর্ম্ম
Process of finding the portion of the Ecliptic intercepted between the secondaries to the Equator and Ecliptic drawn through a planet	আয়নদৃক্‌কর্ম্ম
Projection	ছেদ্যক
Quadrant	পদ
Radius of a great circle of the celestial sphere	ত্রিজ্যা, ত্রিজীবা, ত্রিভজীবা, ত্রিভজ্যা, ত্রিভমৌর্ব্বিকা
Radius of diurnal circle of a planet	দিনব্যাসদল, দ্যুজ্যা

Regulus (*α Leonis*)	মঘা (যোগতারা) *
Revolution	ভগণ
Sagittarius	ধনুঃ
δ *Sagittarii*	পূর্ব্বাষাঢ়া (যোগতারা)
ε *Sagittarii*	উত্তরাষাঢ়া (যোগতারা)
Sandclock	রেণুগর্ভ
Saturn	অর্কজ, আর্কি, শনৈশ্চর, মন্দ
Scorpio	অলি, বৃশ্চিক
δ *Scorpionis*	অনুরাধা (যোগতারা)
λ *Scorpionis*	মূল (যোগতারা)
Second of arc	বিকলা
Second, $\frac{1}{33750}$ of a	ত্রুটি
Second, $\frac{2}{675}$ of a	তৎপর
Second, $\frac{4}{45}$ of a	নিমেষ
Seconds, two	কাষ্ঠা
Seconds, four	প্রাণ, অসু
Seconds, twenty-four	বিনাড়ী
Sign of the Zodiac	রাশি
Sine	জ্যা, জীবা, জ্যার্দ্ধ, মৌর্ব্বিকা
Sines, Table of	জ্যাপিণ্ড, জ্যার্দ্ধপিণ্ড
Sine of the arcual distance of ascending point from East point	উদয়জ্যা, অগ্রজ্যা
Sine of the arcual distance between the East point or West point and the point at which a planet rises or sets	অগ্রা
Sine of that arc of the diurnal circle of a body which is intercepted between the horizon and the Dec-	কুজ্যা, ক্ষিতিজ্যা

* The coustellation মঘা is what is familiarly known as the *Sickle*, a minor constellation in Leo.

lination Circle perpendicular to meridian	
Sine of the arc of the diurnal circle of a body intercepted between the horizon and the Prime Vertical	তদ্ধৃতি
Sine of the arc of the diurnal circle of a body intercepted between the horizon and the meridian	হৃতি
Sirius (*α Canis Majoris*)	মৃগব্যাধ, লুব্ধক
Solstice	অয়নান্ত
Solstice, summer	দক্ষিণায়ন
Solstice, winter	উত্তরায়ণ
Solsticial points	অয়ন
Sphere	গোল
Spica (*α Virginis*)	চিত্রা
Staff (intrument for ascertaining the time of the day)	যষ্টি যন্ত্র
Sun	অর্ক, তিগ্মাংশু, তীক্ষ্ণাংশু
β Tauri	হুতভুক্
Taurus	বৃষ, বৃষন্
Time taken by a Sign of the zodiac in rising above the horizon	উদয়প্রাণাঃ, উদয়াসবঃ
Time when the Sun and Moon have equal declination on the same side of the Equator	ব্যতীপাত
Time when the Sun and Moon have equal declinations on opposite sides of the Equator	বৈধৃতি, বৈধৃত
Ursa Major (Charles's Wain)	সপ্তর্ষি
Vega (*α Lyræ*)	অভিজিৎ (যোগতারা)
Venus	শুক্র, ভার্গব

Versed sine	উৎক্রমজ্যা
Versed sines, Table of	উৎক্রমজ্যার্দ্ধপিণ্ডক
Vertical circle	দৃগ্বৃত্ত
δ *Virginis*	আপঃ
θ *Virginis*	অপাংবৎস
Virgo	কন্যা
Year, civil	সাবন বর্ষ
Year, lunar	চান্দ্রবর্ষ
Year, sidereal	সৌরবর্ষ *
Zenith	খমধ্য, সম
Zenith-distance, meridian	নত, নতভাগ, নতাংশ
Zenith distance of a body in any other position	দৃক্
Zenith distance, sine of	দৃগ্জ্যা
Zodiac	ভচক্র, রাশিচক্র

শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ।

১। রাগমালা—নরোত্তম দাস।

বিষয়—শ্রীরাধাকৃষ্ণের রসবর্ণন। গদ্য ও পদ্যে লিখিত।

গ্রন্থকারের পরিচয় নাই। প্রেমভক্তিগ্রন্থকার এই গ্রন্থের রচয়িতা নহেন ইহাই বিশ্বাস। তারিখ বাঙ্গালা ১১৬২ সালের ১লা ফাল্গুন। শ্রীরামশঙ্কর দাস কর্ত্তৃক লিখিত। পত্র সংখ্যা ৮। মঙ্গলাচরণের কোন শ্লোকাদি নাই।

আরম্ভ—অথ উদ্দীপন কৃষ্ণগুণ নির্ণয়। রাধাকৃষ্ণ গুণ নিরূপণ। শব্দ, গন্ধ, রূপ, রস ও স্পর্শ এবং পঞ্চবিধ এবং রাধিকায়াঃ পঞ্চবিধা। কর্ণে শব্দগুণ ১। নেত্রে রূপগুণ ২। নাসাতে গন্ধগুণ ৩। অধরে রসগুণ ৪। অঙ্গে স্পর্শগুণ ৫।

শেষ—

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিলা কিছু এ সব আখ্যান॥
প্রভুর সম্মতে কৈল রাগমালা প্রকাশ।
এ রস আখ্যানে কহে নরোত্তম দাস॥

ঠিকানা—শ্রীহরিপদ গোস্বামী—যশোড়া, পোঃ চাকদহ, নদীয়া।

---

* In the Suryya Siddhanta, the so-called সৌর বর্ষ is not the Tropical Year, but the Sidereal Year.

২। উপাসনা-সারসংগ্রহ—শ্যামানন্দ দাস।

বিষয়—ভক্তি ও প্রেমতত্ত্ব নিরূপণ, শ্লোকসংখ্যা অনুমান ৫০০।

গ্রন্থ করিলা বহু রাগ বৈধী ভেদ।
বৈধী রাগানুগা আর বিধি নিষেধ॥
রসের ভজন আর আশ্রয় নির্দ্দেশ।
বৃন্দাবনে কুঞ্জ নির্ণয় দেখাইব শেষ॥
রতি নাম ভেদ আর আশ্রয় উদ্দীপন।
লীলা ভক্তি ভেদ আর আশ্চর্য্য কথন॥

পরিচয়—ধারেন্দা নিবাসী দুখীকৃষ্ণ দাস—নামান্তর শ্যামানন্দ প্রভু—এই গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়াই বোধ হয়। গ্রন্থে এইরূপ পরিচয় আছে—

সেই শ্রীজীব গোসাঞি প্রভু যে আমার।
কত দিনে কৃপা করি করিবেন কিঙ্কর॥
নাহি জানি ছন্দোবন্ধ না জানি শ্লোকার্থ।
গোসাঞির চরণপদ্ম এই ভরসা মাত্র॥

আরম্ভ—শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোক।

জয় জয় শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু মোরে।
করহ করুণা প্রভু তবে বাঞ্ছা পূরে॥
আপনার গণমধ্যে গণনা করিবে।
কিঙ্কর করিয়া আপন সঙ্গেতে রাখিবে॥
কত দিনে হেন দশা আমার হইব।
শ্রীরূপের কৃপাধন আমি সে পাইব॥
শ্রীরূপ চরণপদ্ম শিরোপর ধরি।
আরম্ভিল গ্রন্থ ভরসা চরণ মাধুরী॥

শেষ— শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর পাদপদ্ম আশ।
উপাসনাসার কহে শ্যামানন্দ দাস॥

ইতি উপাসনা-সারসংগ্রহ তত্ত্বনিরূপণ সম্পূর্ণ॥

৩। জগদীশচরিত্রবিজয়—আনন্দ দাস।

বিষয়—জগদীশ পণ্ডিতের জীবন-চরিত। ১৭৩৭ শকাব্দায় মুদ্রিত; বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত; মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকও আছে।

পরিচয়—গ্রন্থকার জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্যানুশিষ্য গণনায় ষষ্ঠ পর্য্যায়। যথা—জগদীশ পণ্ডিত, তৎশিষ্য রঘুনাথ মিশ্র, তৎশিষ্য ভাগবতানন্দ, এই ব্যক্তির নামান্তর শ্রীকৃষ্ণ। ভাগবতানন্দের শিষ্য প্রেমানন্দ, তৎশিষ্য রাধাচরণ। এই রাধাচরণের শিষ্য গ্রন্থকার আনন্দ দাস। গ্রন্থের ভিতর গ্রন্থ রচনার কাল নির্দ্দেশ নাই। ২৯ ভাদ্র তারিখে

ভাগবতানন্দের স্বপ্নাদেশে গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ অনুমান কিঞ্চিন্ন্যূন দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত হইয়া থাকিবে।

আরম্ভ— জগজ্জনাজ্ঞানহরা করোতি কৃপা যদীয়া ভবসিন্ধুপারম্।
নমামি তস্যাঙ্ঘ্রি সরোজযুগ্মং গুরোর্ব্রজেশাত্মজরূপকস্য॥

শেষ— প্রভু ভাগবতানন্দ, ভবের আনন্দকন্দ,
ভবভয় করহ মোচন।
পড়ি ভব পারাবারে, ডাকিতেছি বারে বারে,
এইবার করহ রক্ষণ॥
গৌরাঙ্গের আজ্ঞামতে, অবতরি অবনীতে,
বহু পাপী করিলে উদ্ধার।
মো হেন অধম জনে, দেখা দিলে আসি স্বপ্নে,
পুনঃ কি দর্শন পাব আর॥
তাহাতে যে আজ্ঞা হৈল, সেই মত গ্রন্থ কৈল,
দীন হীন এ আনন্দ দাস।
আর কিছু নাহি চাই, গৌরগুণ সদা গাই,
পূর্ণ কর এই অভিলাষ॥

ঠিকানা—শ্রীহরিপদ গোস্বামী—যশোড়া, পোঃ চাকদহ, নদীয়া।

৪। ভজনমালিকা—কৃষ্ণরাম দাস।

বিষয়—কৃষ্ণভক্তির প্রাধান্য স্থাপন। বাঙ্গালা ভাষা পদ্য—হস্ত লিখিত।

পরিচয়— নরহরি মধুমতী, গৌরাঙ্গ পিরীতি অতি,
স্থিতি যার শ্রীখণ্ডধাম।
সেই পঁহু পরাৎপর, গুরুদেব হয় মোর,
তছু পদে কোটি পরণাম॥
তাঁহার কৃপার পাত্র, ঠাকুর গোপাল মাত্র,
ক্ষিতি মাঝে খ্যাতি অতিশয়।
স্মরণ নাহিক কভু, কর্ণে মোর প্রভু প্রভু,
তেঁহ সে পরম গুরু হয়॥
ইষ্টদেব শ্রীহরি, চরণ আখ্যান ধরি,
অবতরি অবনী ভিতর। ইত্যাদি।

আরম্ভ—বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলম্ ইত্যাদি শ্লোক।

ভণিতা— হেন দিন হবে মোর, সেবন করিব তোর,
বাঞ্ছাকল্পবল্লী তুয়া নাম।
তৃণগুচ্ছ ধরি দন্তে, নিবেদন তুয়া পদে,
কহে দীন দাস কৃষ্ণরাম॥

শেষ— পদ্মপুরাণ আর বিশেষ ভাগবতে।
শ্লোকার্থ বিচারিয়া কহি ভাগবতে॥
ইতি ভজনমালিকা গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

ঠিকানা—শ্রীহরিপদ গোস্বামী—যশোড়া, পোঃ চাকদহ, নদীয়া।

৫। প্রহ্লাদচরিত্র—বিপ্র পরশুরাম।

হস্তলিখিত—লেখার কাল বাঙ্গালা ১১৫৯ সাল, ২০ শ্রাবণ। পরিচয় নাই।

আরম্ভ— ধুয়া—ওরে ভাই হরি বড় দয়াময় দেখি।
শুনহ ভকত সব কৃষ্ণের গুণান।
কৃষ্ণ বিনে মনে কিছু না ভাবিহ আন॥

শেষ— এত বলি নৃসিংহদেব হৈল অন্তর্দ্ধান।
গোপাল কৃপায় বিপ্র পরশুরাম গান॥

ঠিকানা—শ্রীহরিপদ গোস্বামী—যশোড়া, পোঃ চাকদহ, নদীয়া।

৬। বৈষ্ণববন্দনা—শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর।

বিষয়—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক বৈষ্ণবগণের বন্দনা। বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত।

পরিচয়— অবশেষ ভৃত্য শ্রীবৃন্দাবন দাস।
অবশেষ পাত্র নারায়ণীর গর্ভবাস॥
জ্ঞানেতে পণ্ডিত হৈলা দাস পদ পাই।
জন্মে জন্মে বৃন্দাবনচন্দ্র গুণ গাই॥
শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য দুই মহাজন।
জন্মজন্ম ভজি দুই প্রভুর চরণ॥
নবধা প্রকারেতে করিব ভজনা।
এই দান দেহ প্রভু মাগে নিজ জনা॥

বাঙ্গালা ১০৮৮, শকাব্দ ১৬০৩, হরিচরণ দাস কর্ত্তৃক লিখিত।

আরম্ভ— আজানুলম্বিতভুজৌ ইত্যাদি শ্লোক।

শেষ— শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা সমাপ্ত। ইতি শাক ১৬০৩ সন ১০৮৮ তারিখ ভূমিসুত বারে নিবাড়িল। শ্রীহরিচরণ দাসের সাক্ষরমিদং ইতি শ্রীবৈষ্ণব দাসের পুস্তকমিদং পরগণা উখড়া গ্রামস্থ পুখরিকোন।

ঠিকানা—গোপালদাস মহান্ত—চান্দুড়ে, পোঃ চাকদহ, নদীয়া।

৭। গোবিন্দবিলাস—যদুনন্দন ঠাকুর।

বিষয়—কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত সংস্কৃত গোবিন্দলীলামৃত নামক শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলাবর্ণনাত্মক গ্রন্থের পদ্য বঙ্গানুবাদ।

আরম্ভ—　　শ্রীগোবিন্দব্রজানন্দম্ ইত্যাদি শ্লোক।
এই সব শ্লোকার্থ সংক্ষেপ করিয়া।
লিখি মাত্র আপনার মন বুঝাইয়া॥

শেষ—　　রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ।
গোবিন্দচরিত কহে যদুনন্দন দাস॥

ঠিকানা—শ্রীদোকড়ি চট্টরাজ—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারিআবাদ, মুর্শিদাবাদ।

৮। ভক্তিউদ্দীপন—নরোত্তম দাস।

বিষয়—রাগানুগ ভজনক্রম। বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত।

আরম্ভ—　　প্রথমে বন্দিব শ্রীশচীর নন্দন।
যাহার কৃপায় জীব পাইল প্রেমধন॥

শেষ—　　পূর্ব্বাপর বিচারিতে যদি হয় মন্দ।
তথাপিও এই গ্রন্থ বৈষ্ণব আনন্দ॥
লোকনাথ গোসাঞির পদধূলি আশ।
ভক্তি উদ্দীপন কহে নরোত্তম দাস॥

ঠিকানা—বিপিন দা মহান্ত—ঝামটপুর, পোঃ নলিয়াপুর, বর্দ্ধমান।

৯। মণিহরণ—গুণরাজ খান।

পরিচয়—কুলীনগ্রামবাসী শ্রীকৃষ্ণবিজয়কর্ত্তা। বাঙ্গালা পদ্য হস্তলিখিত। ইহাও ঐ গ্রন্থের এক অংশ মাত্র। ১২৪২ সালের ৯ই মাঘ মাণিকচন্দ্র রুদ্র কর্ত্তৃক লিখিত।

আরম্ভ—　　কৃষ্ণের চরিত্র লোক শুন একচিতে।
সত্যভামা বিবাহ করিলেন যে মতে॥

শেষ—　　অদ্ভুত অমৃত কথা শুনিলে না মরি।
গুণরাজ খাঁ বলেন বন্দিয়া শ্রীহরি॥
যেবা শুনে যেবা করে কৃষ্ণের অর্চ্চন।
বিষম সঙ্কটে সেই পায় পরিত্রাণ॥
অহিকে পরম সুখ অন্তে বিষ্ণুপুরী।
বদন ভরিয়া ভাই সবে বল হরি॥
মণিহরণের কথা হৈল সমাপন।
ঐকান্তিকে ভজ সর্ব্বে কৃষ্ণের চরণ॥

ইতি ভাগবতে মহাপুরাণে মণিহরণ কথা সম্পূর্ণ।

ঠিকানা—লালবিহারী দাস মহান্ত—ঝামটপুর, পোঃ নলিয়াপুর, বর্দ্ধমান।

১০। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সূচক—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ।

বিষয়—শ্রীরঘুনাথ দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী। সংস্কৃত মূল ও বাঙ্গালা পদ্য; পত্র সংখ্যা ছয়।

পরিচয়—শ্রীচরিতামৃতলেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

আরম্ভ— বন্দিব শ্রীগুরুপদ চিন্তামণিসার।
অভীষ্ট মিলয়ে মোরে চিন্তা মাত্র যার॥

শেষ— যে সুকৃতি পড়ে ইহা গাঢ় শ্রদ্ধা করি।
সেই হবে রাধাকৃষ্ণ কৃপাপাত্র ভারি॥

ঠিকানা—বিপিনদাস মহান্ত—ঝামটপুর, পোঃ নলিয়াপুর, বর্দ্ধমান।

১১। আগম—যুগলদাস।

বিষয়—শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীগৌরাবতার বর্ণন। বক্তা মহাদেব, শ্রোতা পার্ব্বতী। বাঙ্গালা পদ্য, ১১৬৪ সালে লিখিত।

আরম্ভ— জয় জয় শ্রীচৈতন্যপ্রেমরসসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু॥

শেষ— শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম করি আশ।
এই তত্ত্ব বিচারিল যুগলের দাস॥

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১২। স্মরণদর্পণ—রামচন্দ্র কবিরাজ।

বিষয়—বৃন্দাবনস্থ লীলাস্থান স্মরণ প্রভৃতি।

পরিচয়—প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, নিবাস বুধরি, শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুরের প্রধান শিষ্য।

আরম্ভ— প্রথমে বন্দিব গুরু, বাঞ্ছাকল্পতরু
কৃষ্ণাপ্ত্যে যেহ হন মূল।
অজ্ঞানতিমির নাশ, দীপ্তি করে পরকাশ,
বন্দে সেই চরণ রাতুল॥

শেষ— কেহ না করিহ রোষ, ক্ষমহ সকল দোষ,
যেন কহি বালকের ভাষে।
শুন রে শুন রে ভাই, স্মরণদর্পণ যেই,
যে কহিল রামচন্দ্র দাস॥

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৩। প্রার্থনা—লোচনদাস ঠাকুর।

পরিচয়—প্রসিদ্ধ চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকার। বাসস্থান কোগ্রাম। পদের সংখ্যা ১৩টী।

আরম্ভ— পাইয়া দুল্লর্ভ জন্ম, না বুঝিলাম সাধু মর্ম্ম,
স্বকর্ম্ম সকলি পরমাদ।
সকাম সহেতু ধরি, প্রাতিকূল্য বাঞ্ছা করি,
ধিক মোর বাঁচিবার সাধ॥

শেষ— হাহা নিতাই ফাটে হিয়া, তোমা রত্ন হারাইয়া,
হয়ে আছি দুষ্কর্ম্মেতে ভোগী।
জন্মে জন্মে নাথ তুই, ছি ছি ছার জীব মুই,
ধিক লোচনদাস ভব-রোগী।

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৪। সাধনোপায়—মুকুন্দদাস।

বিষয়—বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিশেষের সাধনতত্ত্ব।

পরিচয়—কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য।

আরম্ভ— জয় জয় শ্রীচৈতন্য প্রভু দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ হাড়াই পণ্ডিত তনয়॥

শেষ— কৃষ্ণদাস কবিরাজ পদে যার আশ।
সাধন উপায় রচে সে মুকুন্দ দাস॥

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৫। গোবিন্দবিলাস—যদুনন্দন দাস।

বিষয়—কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ, হস্ত লিখিত; ১৫৯৩ শকাব্দা ভাদ্রস্য সপ্তদশ দিবসে সম্পূর্ণঃ।

ইহার আরম্ভ ও শেষ ৭ সংখ্যা দেখ।

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৬। রাগরত্নাবলী—মুকুন্দ গোস্বামী।

বিষয়—রাধাকৃষ্ণরস বর্ণন। ভাষাপদ্য।

পরিচয়—শ্রীকৃষ্ণদাস করিবাজের শিষ্য।

আরম্ভ— জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
নিত্যানন্দ প্রভু মোরে হইবে সদয়॥

শেষ— বীজ নব প্রোথিত গ্রন্থের বর্ণন।
শ্রীমুকুন্দ গোসাঞি গ্রন্থ করিল রচন॥

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

১৭। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি।—গ্রন্থকারের নাম নাই। এখানি পদসংগ্রহ গ্রন্থ। প্রথম পত্র খানি পাওয়া যায় নাই। ত্রিশ দণ্ডের লীলা বর্ণিত আছে।

শেষ— ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে রাসবর্ণনাময়ী ত্রিংশত্তম ক্ষণদা সম্পূর্ণা।

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

১৮। দুর্ল্লভসার—লোচনদাস ঠাকুর।

বিষয়—দাস্য সখ্য মধুর প্রভৃতি ভাবের বর্ণনা। ভাষাপদ্য, হস্তলিখিত।

পরিচয়—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ লোচনদাস ঠাকুর।

আরম্ভ—চারিটী সংস্কৃত শ্লোক পরে—

এক নিবেদন মোর শুন সর্ব্বজন।
বাচাল করয়ে গোরা শুণে মূক জন॥

শেষ— আমার বচনে তো করহ বিশ্বাস।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

১৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা—হৃদয়ানন্দ দাস।

বিষয়—কবিকর্ণপুরকৃত মূল সংস্কৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ গ্রন্থ।

পরিচয়—গ্রন্থকার খণ্ডবাসী রঘুনন্দনবংশীয়।

আরম্ভ— নামাবলীগ্রহণতাণ্ডবভাগ্ রসজ্ঞং
শ্রীমদ্গদাধরতনুং কলিকল্মষঘ্নম্।
বন্দে প্রভুং ভুবনলোকসুখপ্রদঞ্চ
স্বীয়েন রূপসকলেন সুশীলকেন॥

শেষ— শ্রীগুরুচরণকঞ্জ যুগে যার আশ।
গণোদ্দেশ কহয়ে হৃদয়ানন্দ দাস॥

ঠিকানা—পঞ্চানন কবিরাজ—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২০। কিরণদীপিকা—দীনহীন দাস।

এটী গ্রন্থকারের নাম নহে; ইহা দীনতাসূচক বাক্য।

বিষয়—কবিকর্ণপুরকৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ।

আরম্ভ— অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ইত্যাদি শ্লোক।

শেষ— শ্রীগুরুপাদাম্বুজ করিয়া চিন্তন।
কিরণদীপিকা দীন হীন করিল বর্ণন॥

ঠিকানা—পঞ্চানন কবিরাজ—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২১। রসমঞ্জরী—পীতাম্বর দাস।

বিষয়—অভিসারিকা হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা পর্য্যন্ত অষ্টবিধ নায়িকার ভাব বর্ণন। ভাষা পয়ারে লিখিত, স্থানে স্থানে উদাহরণ গুলি সংস্কৃত শ্লোকে লিখিত আছে।

পরিচয়— শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
শ্রীখণ্ড মহাস্থানে বসতি যাঁহার ॥

অন্যত্র এক স্থানে আছে—

রসকল্পবল্লী গ্রন্থের অষ্টম কোরকে।
তাহা সূক্ষ্ম করিতে পিতা আজ্ঞা দিলা মোকে ॥
তাহার কড়চা কিছু আছিল বর্ণন।
গ্রন্থবিস্তার ভয়ে না কৈল লিখন ॥
সেই অষ্টদলের মঞ্জরী কথক পাইল।
রসমঞ্জরী বলি তবে গ্রন্থ জানাইল ॥

এই গ্রন্থকার রসবল্লীপ্রণেতা রামগোপাল দাসের পুত্র; ইঁহার বিশেষ বিবরণ রসবল্লী গ্রন্থ বিবরণে দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ— মঙ্গলাচরণের শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ—

বন্দো আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গদাধর।
বন্দো নিত্যানন্দ আর অদ্বৈত ঈশ্বর ॥
তবে বন্দো নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
বন্দো গুরু বৈষ্ণব আর মহাজন ॥ ইত্যাদি।

শেষের একটী পত্র নাই।

ঠিকানা—পঞ্চানন কবিরাজ—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২২। প্রহ্লাদচরিত্র—কবিচন্দ্র।

বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত; গ্রন্থকারের পরিচয়াদি নাই। ভাগবত সাহা কর্ত্তৃক ১২৩৮ সালে লিখিত।

আরম্ভ— প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দ চরণ।
অজ্ঞান তিমির নাশ কৈল যেই জন ॥

শেষ— সপ্তম স্কন্ধের কথা কবিচন্দ্রে গায়।
এতদূরে প্রহ্লাদ চরিত্র হৈল সায় ॥

ঠিকানা—রাধিকানন্দ ঠাকুর—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২৩। প্রেমতরঙ্গিণী—রঘুনাথ মিশ্র ভাগবতাচার্য্য।

বিষয়—শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের পদ্যানুবাদ। শ্লোকসংখ্যা অনুমান ৭০০০, পত্রসংখ্যা ২৬৮।

পরিচয়—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহনগরে গ্রন্থকারের বাসস্থান; ইঁহার বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে। অনুমান ১৪৫০ শকাব্দায় লিখিত।

গ্রন্থ-লেখকের পরিচয় ও সময়নিরূপণ এইরূপ আছে—শ্রীনন্দলাল দাস দেবস্ত সাং তেসলিয়া পরগণা খাট্টা শকাব্দা ১৭১৮ সন ১২০৪ সাল মোকাম মৃজাপুর তারিখ ২৮ পৌষ একদণ্ড বেলা থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত হইল। হস্তাক্ষর নিজের সমস্ত কিঞ্চিৎ শ্রীগোপীনাথ সান্যাল তথা শ্রীরামগোপাল লাহিড়ি।

আরম্ভ— নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি শ্লোক।
নমোনম গুরুর চরণে নমস্কার।
যাহার কৃপায় খণ্ডে ভব অন্ধকার॥
*　*　*　*
পুরুষ পুরাণ হরি অনাদিনিধন।
লীলা অবতার করেন ভকত কারণ॥
চরণপঙ্কজে তাঁর করিয়া প্রণাম।
কথাছলে ভাগবত করিব বাখান॥

শেষ— শ্রীযুক্ত গদাধর চরণ ভরসা।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা॥

ইতি শ্রীভাগবতোত্তরে পূর্ব্বদশমস্কন্ধে প্রেমতরঙ্গিণী নবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

ঠিকানা—রাধিকানন্দ ঠাকুর—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২৪। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-সংবাদ—বৃন্দাবন দাস।

বিষয়—ভক্তিসিদ্ধান্ত; বাঙ্গালা পদ্য।

আরম্ভ— চিরদিনে দুই ভাই একত্র হইলা।
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে কহিলা॥

শেষ— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রেম আশ।
ভক্ত বুঝিবারে লেখে বৃন্দাবন দাস॥
এই পঞ্চ পরিচ্ছেদ শুনে যেই জন।
কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ববেত্তা বুঝয়ে কারণ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি পুছিলা বিবরণে।
ভক্তগণের বিরোধ ভাঙ্গিবার কারণে॥

ঠিকানা—রাধিকানন্দ ঠাকুর—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২৫। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড—দ্বিজ মাধব।

পরিচয়—কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থকার। ১১৬৯ সালে জগদানন্দ দাস কর্ত্তৃক লিখিত।

বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা ও নৌকাবিহার লীলা।

আরম্ভ— এই সব কথন কহিয়া গোপীগণ।
আপনা আপনি কিছু পাতিয়ার মন॥

মধ্য— বড়াই পাঠাইয়া করি আনহ সত্বরে।
মানে মাধব এই দানীর উত্তরে॥

শেষ— বড়াই বলেন যশোদার বালা।
ছাওয়াল হয়্যা জান এত কলা॥
তোমা বই নাহি কহি তরে।
কত রূপ পার ধরিবারে॥
এই সব হাস্য পরিহাসে।
গোপীগণে কানু লৈয়া আইসে॥
নিজ ঘাটে লাগাইল নায়।
নৌকা হৈতে নাবি সবে নিজ ঘরে যায়॥
ইতি দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড সমাপ্ত।

ঠিকানা—লালবিহারী দাস—ঝামটপুর, পোঃ নলিয়াপুর, বর্দ্ধমান।

২৬। সরকার-ঠকুর-শাখাবর্ণন—রামগোপাল দাস।

বিষয়—নরহরি সরকারের শিষ্যদিগের বিবরণ।

পরিচয়—রসকল্পবল্লী গ্রন্থের বিবরণ দেখ। বাঙ্গালা পদ্য, হস্তলিখিত।

আরম্ভ— জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
কল্পবৃক্ষ রূপে প্রেমশাখার বিস্তার॥

শেষ— শাখা উপশাখা যত ভুবন ভিতরে।
কাহার শকতি তাহা কহিবারে পারে॥
প্রাচীন সেবক মুখে করিয়া শ্রবণ।
অল্পমাত্র শাখাগণের করিল বর্ণন॥
রতিপতি চরণে করিয়া অভিলাষ।
সরকার ঠাকুরের শাখা কহে রামগোপাল দাস॥

ঠিকানা—উপেন্দ্রবিলাস ঠাকুর—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২৭। স্বরূপ বর্ণন—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

বিষয়—গৌরভক্তদিগের কৃষ্ণলীলার নাম ধাম বর্ণন।

দেবীপ্রসাদ শর্ম্মকর্ত্তৃক ১৭৩৬ শকাব্দার ২৪শে পৌষ লিখিত।

আরম্ভ— জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রোতৃগণ শুন হয়ে একমন।
গৌরচন্দ্র অবতার হৈলা যে কারণ॥

শেষ— শ্রীরূপের আজ্ঞা তাহা রাধাকৃষ্ণ লীলা।
সুখে গৌড়বাসী তাহা সব আস্বাদিলা॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
স্বরূপবর্ণনা কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥

ঠিকানা—উপেন্দ্রবিলাস ঠাকুর—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২৮। ভক্তিরসালিকা—অকিঞ্চন দাস।

বিষয়—গৌরভক্তিপ্রচার। ভাষাপদ্য। ১১৮৩ সাল ১৬ই জ্যৈষ্ঠ কার্ত্তিকদাস কর্ত্তৃক লিখিত।

আরম্ভ— জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিত পাবন হেতু জয় মহাশয়॥

শেষ— শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ভক্তির প্রকাশ।
ভক্তিরসালিকা কহে অকিঞ্চন দাস॥

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২৯। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত—বলরাম দাস।

বিষয়—শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন। ভাষাপদ্য।

আরম্ভ— প্রথমে বন্দিব শ্রীগুরুর চরণ।
যাহা হৈতে হৈল মোর অজ্ঞান নাশন॥

শেষ— ব্রজেন্দ্রনন্দন পাদপদ্ম মোর আশ।
কৃষ্ণলীলামৃত কহে বলরাম দাস॥

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

৩০। শাখাবর্ণন—রসিক দাস।

বিষয়—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্যদিগের বিবরণ। বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত।

পরিচয়—নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য গৌরাঙ্গ ঘোষাল; ইঁহার বাসস্থান ঘেটুগড়িয়া। গৌরাঙ্গ ঘোষালের পুত্র শ্রীরাম ঘোষাল; তাঁহার শিষ্য রসিক দাস এই গ্রন্থের প্রণেতা।

আরম্ভ— জয় জয় প্রেমদাতা ঠাকুর নরহরি।
বন্দো সেই পাদপদ্ম শিরে কর জোড়ি॥
ভূখণ্ডে শ্রীখণ্ড স্থান তাতে অবতরি।
শাখায় উপশাখায় যার ভুবন বিস্তারি॥

শেষ— অন্য তৃষ্ণা পরিহরি, এই যেন মনে করি,
রাধাকৃষ্ণ সেবা অনুক্রম।
ব্রজে বাস যোগ্য হও, এইমাত্র মুক্তি চাও,
রসিক দাস করে নিবেদন॥

ঠিকানা—উপেন্দ্রবিলাস ঠাকুর—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

৩১। সারসংগ্রহ—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

বিষয়—সাধারণের এই গ্রন্থ পাষণ্ডদলন নামে পরিচিত। পৌরাণিক প্রমাণ দ্বারা কৃষ্ণভক্ত ও ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন। ১১৮৫ সালের ৫ ভাদ্র হস্তে লিখিত।

আরম্ভ— শ্রীকৃষ্ণ ভজনে ভাই সবে অধিকারী।
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী॥

শেষ— শ্রীরূপ রঘুনাথ দাস যার আশ।
সারসংগ্রহ কহে এই কৃষ্ণদাস॥

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

৩২। চৈতন্যচন্দ্রামৃত—গ্রন্থকারের নাম নাই।

বিষয়—প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত সংস্কৃত চৈতন্যচন্দ্রামৃতের ভাষা পদ্য; লেখক গোপীচরণ দাস।

আরম্ভ— গাওরে গৌরাঙ্গ গুণ মজাইয়া চিত।
বড় অপরূপ হয় গৌরাঙ্গচরিত॥

শেষ— শ্রীপ্রবোধানন্দ এই গৌরলীলা।
লিখিয়াছেন শ্লোকবন্দে মনোহরলীলা॥
তাঁহার চরণে আমি করিয়া প্রণাম।
প্রাকৃত যোটনে তবে কিছু কৈল গান॥

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি-আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

৩৩। চমৎকারচন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস।

বিষয়—ভজন-সাধন ও ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব বিচার। ১২৪৫ সালে লিখিত।

আরম্ভ— শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

শেষ— শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আশ।
চমৎকারচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি-আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

৩৫। প্রেমামৃত—গুরুচরণ দাস।

বিষয়—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর লীলা বর্ণন। এই গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম আদিলীলা, ইহাতে আচার্য্য প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনগমনের পূর্ব্ব কালের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবন গমন হইতে গ্রন্থসহ যাজীগ্রাম আগমন পর্য্যন্ত দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ মধ্যলীলা। শিষ্যকরণাদি ও গতিগোবিন্দের জন্ম পর্য্যন্ত তৃতীয় খণ্ড অর্থাৎ শেষ লীলা।

পরিচয়—গ্রন্থকারের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে গ্রন্থকার এক স্থানে লিখিয়াছেন—

আর এক নিবেদন মোর শুন মহাশয়।
আমা হৈতে নহে ইহা জানিবা নিশ্চয়॥
আমার ঈশ্বরীর হয় গৌরপ্রিয়া নাম।
কৃপা করি তেঁহ মোরে দিলা আজ্ঞা দান॥
আমার প্রভুর লীলা গান কর তুমি।
গ্রন্থমতক্রমে কহ আজ্ঞা দিল আমি॥

এই গৌরপ্রিয়া ঠাকুরাণী শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কনিষ্ঠ পত্নী, শ্রীগতিগোবিন্দ ঠাকুরের মাতা।

গ্রন্থারম্ভের শেষ অংশ—

নিত্যানন্দ দাসের পদধূলি শিরে নিল।
যাঁর গ্রন্থ মতে লীলার অনুসার পাইল॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমামৃত গায় সুখে গুরুচরণ দাস॥

অন্যত্র— জাহ্নবার আজ্ঞা বলে, নিত্যানন্দ দাস কৈলে,
শেষ লীলার বিস্তার বর্ণন।
তাঁর সূত্র মত লয়ে, গুরুপদ স্পর্শ পাঞা,
গায় কিছু এ গুরুচরণ॥

শেষ— মো সম অধম আর নাহিক সংসারে।
গুরু আজ্ঞা দিলা প্রভুর লীলা গাইবারে॥
গুরু কৃষ্ণ ভক্ত তিন এক স্বরূপ হয়।
আজ্ঞা শিরে ধরি যেবা হইল উদয়॥
নিত্যানন্দ দাসের পদে শরণ লইল।
তাঁর কৃপায় সূত্র লীলার অনুসার পাইল॥
সেই মত গাই কেহ দোষ না লইবা।
ভৃত্যানুভৃত্য জ্ঞানে মোরে কৃপা যে করিবা॥
* * * * *
এই মত প্রভুর লীলা যেই স্ফূর্ত্তি হৈল।
শ্রীগুরুচরণ স্পর্শে তাহাই গাইল॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমামৃত গায় সুখে গুরুচরণ দাস॥

এই গ্রন্থের লিখিত নিত্যানন্দ দাস প্রেমবিলাসগ্রন্থকার; ইনিই শ্রীনিবাস চরিত্রের আদি লেখক; ইহার পরেই গুরুচরণ এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার শ্লোক সংখ্যা ৪৪০০, পত্র সংখ্যা ১৪৭।

ঠিকানা—শ্রীশশিভূষণ ঠাকুর—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি-আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

৩৬। **শ্রীগীতগোবিন্দরতিমঞ্জরী—ঘনশ্যাম দাস।**

পরিচয়—প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র এবং দিব্যসিংহের পুত্র। এই কবি শ্রীনিবাসপুত্রে গতিগোবিন্দের শিষ্য ছিলেন।

মঙ্গলাচরণ শ্লোক—শ্রীগোবিন্দগতিং নত্বা শ্রীচৈতন্যরসপ্রদম্।
শ্রীকৃষ্ণমনুসেবেঽহং গোবিন্দরতিমঞ্জরী॥

অন্যত্র পরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোকাংশ দেখা যায়।
শ্রীবৃন্দাবনকেলিবর্ণনবিধৌ শ্রীদিব্যসিংহাত্মজঃ।

বিষয়—সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন; ইহাতে কীর্ত্তন গান অনুসারে প্রথমতঃ গৌরকীর্ত্তন, পরে কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিত হইয়াছে; ইঁহার কৃত পদ পদকল্পতরু নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আরম্ভ—
সিন্ধুর্বিন্দুমহো প্রযচ্ছতি ন হি স্বৈরী ন ধারাধরঃ
সংকল্পেন বিনা দদাতি ন কদাপ্যল্পঞ্চ কল্পদ্রুমঃ।
সচ্ছন্দোঽপি বিধুঃ সুধাবিতরণে রাত্রিন্দিবাপেক্ষতে
দাতা কোঽপি ন দৃশ্যতে বিনিয়মঃ শ্রীগৌরচন্দ্রং বিনা॥

ইহার অনুরূপ পদ—

কো কহ অপরূপ　　প্রেম-সুধানিধি
কোই কহত রসমেহ।
কোই কহত ইহ,　　সোই কল্পতরু
মঝু মনে হোয়ত সন্দেহ॥
পেখলু গৌরচান্দ অনুপাম।
যাচত থাক　　মূল নাহি ত্রিভুবনে,
ঐছে রতন হরিনাম॥
যে এক সিন্ধু　　বিন্দু নাহি বিতরই,
পরবশ জলদ সঞ্চার।
মানস অবধি,　　রহত কল্পতরু,
কো অছু করুণা অপার॥
বছু চরিতামৃত　　শ্রুতি পথে সঞ্চরু
হৃদয় সরোবর পুর।
উথড়ই অধম　　নয়ন মরুভূম হি
হোয়ত পুলক অঙ্কুর॥
নামহি যাক　　তাপ সব মেটই
তাহে কি চাঁদ উপামে।
কহ ঘনশ্যাম দাস　　নাহি হোয়ত,
কোটি কোটি একু ঠামে॥

শেষ শ্লোক— গোবিন্দঃ শরণং স ** গোবিন্দ মীড়েমুদা
গোবিন্দেন বিধাস্তুতে ** স্তস্মৈনমঃ সর্ব্বথা।।
গোবিন্দাৎ পরমো ন বন্ধুরভিতস্তস্তৈব হেতোরতি
গোবিন্দং খিলকার * স্তমিতি চেদ্ গোবিন্দকামাৎ ক্রিয়া।

ঠিকানা—শ্রীশশিভূষণ ঠাকুর—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি-আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ।

অলঙ্কারশাস্ত্র প্রবন্ধ।

অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব বর্ত্তমান সংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া আমাদের প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন; ও বহু যত্নে বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। রীতিপ্রকরণ মধ্যে প্রবন্ধলেখক মহাশয় বৈদর্ভী রীতি, মাগধী রীতি প্রভৃতির স্বরূপ বুঝাইবার জন্য কতকগুলি বাঙ্গলা রচনার দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিয়াছিলেন। বৈদর্ভী মাগধী প্রভৃতি নাম গুলি পারিভাষিক অর্থে নির্দ্দিষ্ট গুণবিশিষ্ট রচনায় প্রযুক্ত হইলেও সমস্ত ভারতবর্ষ মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যেই উহাদের উদাহরণ মিলিতে পারে। বাঙ্গালা রচনায় সেই সেই গুণবিশিষ্ট রচনার প্রতি সেই সকল নাম প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না। এই কারণে লেখক মহাশয়ের সঙ্কলিত উদাহরণ গুলি পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিভিন্ন রীতির সংজ্ঞামাত্র প্রকাশ করা গেল।

ইংরাজী সাহিত্যের সংস্রবে আসিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নূতন নূতন রস, নূতন নূতন গুণ ও নূতন নূতন দোষ ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শে বাঙ্গালা রচনা মধ্যেও প্রবেশ করিতেছে। সাহিত্যের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সৌন্দর্য্যবুদ্ধির ও রুচিবোধেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য অলঙ্কারশাস্ত্র গঠন করিতে হইলে কেবল সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। বাঙ্গালা ভাষার এখন গঠনক্রিয়া চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ রচনার সহিত কালে বাঙ্গালা সাহিত্যে অলঙ্কারশাস্ত্র রচনার আবশ্যকতা আসিবে।

তথাপি সংস্কৃত ভাষার সহিত বাঙ্গালাভাষার সম্বন্ধ চিরস্থায়ী। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকবর্গের প্রীতিপ্রদ হইবে আশা করা যায়।

পত্রিকা সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণ।

১৩০৫ সালের বার্ষিক অধিবেশন।

বিগত ৪ঠা বৈশাখ (১৮৯৯, ১৬ই এপ্রেল) রবিবার অপরাহ্ন ছয় ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য ও অন্যান্য ভদ্র মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ মনোমোহন বসু
„ বীরেশ্বর পাঁড়ে
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম. এ বি. এল
„ প্রমথনাথ দত্ত এম. এ বি. এল
„ রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
„ কুঞ্জলাল রায়
„ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়
„ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ অতুলচন্দ্র গোস্বামী
„ যাদবকিশোর গোস্বামী
„ নগেন্দ্রনাথ বসু
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ বিহারীলাল সরকার
„ জগবন্ধু মোদক
„ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম. এ
„ কালিদাস নাথ

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ
„ রমেশচন্দ্র বসু
„ রাধানাথ মিত্র
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্. এ
„ কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ রামেশ্বর মণ্ডল বি. এল
„ বাণীনাথ নন্দী
„ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম. এ
„ কানাইলাল ঘোষাল
„ বসন্তকুমার বসু
„ রামগোপাল সেন গুপ্ত
„ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম. এ. বি. এল
„ গোবিন্দলাল দত্ত
„ চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর এম. বি
„ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ বি. এল (সম্পাদক)
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় }
„ প্রতুলচন্দ্র বসু } সহকারী সম্পাদক দ্বয়।

অন্যান্য ভদ্র মহোদয়গণ—

শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন
„ সতীশচন্দ্র সমাজপতি
„ মন্মথমোহন বসু

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু
„ মন্মথমোহন দাস দত্ত
„ ভুবনেশ্বর মিত্র

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস
„ হরিপদ চন্দ্র

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ।

২। সভ্যনির্ব্বাচন।

৩। সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ষশেষে পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা বা বর্ষ শেষে সভাপতির অভিভাষণ।

৪। ১৩০৬ সনের কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির জন্য সভ্য নির্ব্বাচনের ফল।

৫। ১৩০৫ সালের আয়ব্যয়ের বিবরণ।

৬। ১৩০৫ সালের বার্ষিক বিবরণী।

৭। পরিষদের আগামী বর্ষের কর্ম্মচারিনিয়োগ।

৮। বিবিধ বিষয়।

১। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "বর্ষশেষে সভাপতির অভিভাষণ" শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করিলেন। উক্ত প্রবন্ধে পরিষদের উদ্দেশ্য, কার্য্যপ্রণালী ও কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ বিষয়ে অনেক সারগর্ভ ও সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ ব্যক্ত হইল।

৩। অনন্তর যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম ও ধাম যথাক্রমে লিখিত হইল।

প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল
নূতন সভ্য শ্রীযুক্ত যতীশ চন্দ্র সমাজপতি
৫০ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট

প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল
নূতন সভ্য
শ্রীব্রজমল গোএনকা
৫৭ নং বড়তলা ষ্ট্রীট্

প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল
নূতন সভ্য শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর
১৩।৩ নং বড়তলা ষ্ট্রীট

প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

প্রঃ। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল
নূতন সভ্য শ্রীযুক্ত জলধর সেন
৯৬ নং বীডনষ্ট্রীট্
„ যতীন্দ্রনাথ বসু
নড়াল, যশোর
„ প্রসাদদাস গুঁই
১৩।১ নং হৃদেরাম বাঁড়ুয্যের লেন
„ সুবোধচন্দ্র বসু
৫৫ নং মসজিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট্

প্রঃ। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বি এল
সঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী
নূতন সভ্য শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বসু এম.এ
৫ নং বাদুড়বাগান লেন।

সঃ। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল	প্রঃ। শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু
নূতন সভ্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ	সঃ। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল
৯৬ নং বীডন ষ্ট্রীট্	নূতন সভ্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ
	৭৫ নং বীডন ষ্ট্রীট

৪। অতঃপর ১৩০৬ সালের জন্য পরিষদের কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রস্তাব আলোচিত হইল। সম্পাদক এ সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির অভিমত সভার গোচর করিলেন। পরে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ১৩০৬ সালের জন্য নিম্নোক্ত কর্ম্মচারিগণ নিয়োজিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	সভাপতি
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ	সহকারী সভাপতি
" যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ	সহকারী সভাপতি
" প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	সহকারী সভাপতি
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ ...	পত্রিকাসম্পাদক
" বাণীনাথ নন্দী	আয় ব্যয় পরীক্ষক
" চারুচন্দ্র ঘোষ	আয় ব্যয় পরীক্ষক
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল ...	ধনরক্ষক
" প্রতুলচন্দ্র বসু	গ্রন্থরক্ষক
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল ...	সম্পাদক
হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বি এ	সহকারী সম্পাদক
" ব্যোমকেশ মুস্তফি	সহকারী সম্পাদক

৫। সম্পাদক ১৩০৬ সালের কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির জন্য সভ্যনির্ব্বাচনের ফল সভার গোচর করিলেন।

১৩০৫ সালের কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি যাঁহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম যথা—

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
" রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ	" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির যে আটজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয়গণ যথাক্রমে সম্পাদক, সহ-সভাপতি ও সহ-সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়াতে তাঁহাদের পদ শূন্য হইল। সুতরাং নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা নবম, দশম, একাদশ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ঐ ঐ শূন্যপদে নির্ব্বাচিত হইলেন। নির্ব্বাচিত সভ্যগণের নাম যথা—

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু
,, গোবিন্দলাল দত্ত
,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল
,, কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া
,, ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ
,, চারুচন্দ্র ঘোষ

৬। সম্পাদক ১৩০৫ সালের বার্ষিক বিবরণী সভার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বলিলেন যে, উহা পাঠ করিবার প্রয়োজন নাই। বার্ষিক বিবরণী অনুমোদিত হইল।

৭। সম্পাদক ১৩০৫ সালের আয়ব্যয়বিবরণ সভায় উপস্থিত করিলেন; উহা অনুমোদিত হইল।

৮। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে সভা ১৩০৫ সালের কর্ম্মচারিগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে সভা পরিষদের গ্রন্থালয়ে যাঁহারা গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

গ্রন্থোপহারদাতার নাম ও প্রাপ্তগ্রন্থের তালিকা নিম্নে লিখিত হইল।

১। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু—এই ১৫ খানি হস্তলিখিত পুঁথি।

পুঁথির নাম—(১) হরিশ্চন্দ্রের পালা (২) প্রহ্লাদচরিত্র (৩) মদনমোহনের পালা (৪) কৈলাসের পালা (৫) রাধার মানভঞ্জন (৬) গঙ্গার বন্দনা (৭) নাগপাশ পালা (৮) কর্ণ বধ (৯) স্বর্গারোহণ পর্ব্ব (১০) শ্রীবৃন্দাবনধ্যান (১১) কংসবধ পালা (১২) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (১৩) রাধিকামঙ্গল (১৪) গীতগোবিন্দ (১৫) বিদগ্ধমাধবের অনুবাদ।

২। শ্রীবিজয়কেশব মিত্র বি এল—সঞ্জয় কবীন্দ্রের লিখিত সম্পূর্ণ মহাভারত (হস্তলিখিত পুঁথি) ১২২৩ সনের নকল।

৩। নবীনচন্দ্র সেন—গোবিন্দদাসের পদাবলী (হস্তলিখিত পুঁথি)।

৪। পরিষৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত পুঁথি—জগদানন্দের পদাবলী।
(সংগ্রাহক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ)

৫। শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়—চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী।

৬। পরিষৎকর্ত্তৃক ক্রীত—(ক) Encyclopædia Britannica, 25 Vols.
(খ) দুর্গেশনন্দিনী (গ) জন্মভূমি ২য় ভাগ ১২৯৯ সাল (ঘ) Directory of India 1899 or 1306 B. S.

৭। শ্রীমনোমোহন রায়—রিজিয়া।

৮। শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ—প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি।

৯। শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত—(ক) কল্যাণী (খ) শাক্তোৎসব।

১০। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত—আর্য্যকীর্ত্তি, কানাড়ী ভাষায় অনুবাদ।

১১। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রেখাক্ষর বর্ণমালার পাণ্ডুলিপি।

১২। শ্রীরাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর—National Magazine Vol XII 1898.

১৩। ১৩০৩ সালে পরিষৎ কর্ত্তৃক সংগৃহীত—(ক) শ্রীরামমোহনের রামায়ণের পাণ্ডুলিপি (১ম ও ২য় অংশ) শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সম্পাদিত। (খ) কাশীদাসী মহাভারতের পাণ্ডুলিপি—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীমনোমোহন বসু
সম্পাদক	সভাপতি
	১৩০৬ সাল ১লা জ্যৈষ্ঠ।

১৩০৬ সালের প্রথম অধিবেশন।

সন ১৩০৬, ১লা জ্যৈষ্ঠ। ১৪ই মে, ১৮৯৯। রবিবার ৫॥০ ঘটিকা অপরাহ্ণ।

উপরোক্ত দিবসে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমাধিবেশন হইয়াছিল। রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে অধিবেশন হয়। ঐ দিন নিম্নোক্ত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু (সভাপতি)
রাজা „ বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ বি. এল (ধনরক্ষক)
„ নগেন্দ্রনাথ বসু
„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম. এ
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি. এ
„ বসন্তকুমার বসু
„ রমেশচন্দ্র বসু
„ বাণীনাথ নন্দী
„ প্রতুলচন্দ্র বসু (গ্রন্থরক্ষক)
„ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী (নূতন সভ্য)
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম.এ বি.এল (সম্পাদক)
„ ব্যোমকেশ মুস্তফি (সহকারী সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের "অলঙ্কার শাস্ত্র" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।

৪। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের "সঞ্জয়কৃত মহাভারত" নামক প্রবন্ধ পাঠ।

৫। বিবিধ বিষয়।

অতঃপর সভার কার্য্যারম্ভ হইলে সম্পাদক মহাশয় সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুপস্থিতিজ্ঞাপক পত্র পাঠ করিলে নগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে এবং হীরেন্দ্র বাবুর সমর্থনে মনোমোহন বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ সম্পাদককর্তৃক পঠিত হইলে তাহা গৃহীত হইল

২। নিম্নোক্ত নূতন সভ্যগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলেন—

নূতন সভ্যের নাম ও ঠিকানা।

১। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে বি. এল
৪০ নং দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীট
প্রঃ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ বি.এল
সঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফি

২। শ্রীযুক্ত রামদয়াল দে বি. এ
৩১নং কৃষ্ণসিংহের লেন
প্রঃ। শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
সঃ। „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

৩। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্ত
৭নং রামমোহন সাহার লেন
প্রঃ। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। „ নগেন্দ্রনাথ বসু

৪। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ জমীদার
চৌগাছা, যশোহর।
প্রঃ। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। নগেন্দ্রনাথ বসু

৫। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট
প্রঃ। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
সঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফি

৬। কবিরাজ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল
শ্রীনাথ রায়ের লেন, চোরবাগান
প্রঃ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ বি. এল
সঃ। „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

৭। শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ চৌধুরী
২০নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট
প্রঃ। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি
সঃ। নগেন্দ্রনাথ বসু

৩। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধলেখক বহু পরিশ্রমে ও বহু গবেষণায় গ্রীক ও ইংরাজ প্রাচীন ও নব্য আলঙ্কারিকগণের ইতিহাস আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রবন্ধের অবতারণিকা অংশ লিখিয়াছেন। তৎপরে ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রাচীন আলঙ্কারিকের নাম, গ্রন্থ ও টীকাদির বিষয় আলোচনা করিয়া সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি দৃষ্টান্তের সহিত সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। অনেক স্থলেই বাঙ্গালা গ্রন্থাদি হইতে উদাহরণ এবং সংস্কৃত উদাহরণের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা স্থলে নিজকৃত বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়া প্রবন্ধটী মনোরম করিয়াছেন।

প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রবন্ধলেখক জানাইলেন, তাঁহার প্রবন্ধ শেষ হয় নাই। তিনি বাঙ্গালা গ্রন্থাদি হইতে সকল প্রকার উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া পরে প্রবন্ধটী শেষ করিয়া দিবেন। কেবল সূত্র তদ্ব্যাখ্যা এবং উদাহরণ শুনিতে শুনিতে বিরক্তি হইতে পারে ভাবিয়া তিনি অদ্য সমগ্র প্রবন্ধ উপস্থিত করেন নাই।

তৎপরে হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন—প্রবন্ধলেখক শাস্ত্রী মহাশয় বহু পরিশ্রমে ও বহু গবেষণায় আজ অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের এ দেশে কাব্যাদর্শ ও সাহিত্যদর্পণই বিশেষ চলিত ও আমরাও তাহা পাঠ করিয়াছি; শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুসন্ধান বলে আমরা অনেকগুলি প্রাচীন আলঙ্কারিক ও তাঁহাদের বিষয় জানিতে

পারিয়াছি। এতদ্ভিন্ন তিনি গ্রীক ও ইংরাজ আলঙ্কারিকদিগের প্রাচীন ও নব্য অলঙ্কার শাস্ত্রের অল্প বিস্তর আলোচনা করিয়া প্রবন্ধটীকে অতি উপাদেয় করিয়াছেন। ঐতিহাসিক অংশ বেশ হইয়াছে। মূল বিষয়ও সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা উদাহরণাদির যোগে বেশ বিশদ হইয়াছে। তবে ভাব অনুভাব ধ্বনি ইত্যাদির লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় উদাহরণ দেন নাই। যাঁহারা অলঙ্কার-শাস্ত্র আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা যাহাতে এই প্রবন্ধ পড়িয়া মোটামুটি সমস্ত কথা জানিতে পারেন তজ্জন্য শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সকল বিষয়ের উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়। আমার প্রস্তাব এই প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হউক।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—প্রবন্ধ সম্বন্ধে হীরেন্দ্র বাবু যাহা বলিলেন, আমি তাহা সমর্থন করিতেছি। বাস্তবিকই প্রবন্ধ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কেবল ঐতিহাসিক অংশে প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের বিবরণ আশানুরূপ সম্পূর্ণ হয় নাই। তিনি যে ভাবে গ্রীক আলঙ্কারিকদিগের আলোচনা করিয়াছেন এবং তদ্দেশে অলঙ্কারশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন, সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের আলোচনায় সেরূপ হয় নাই। সংস্কৃতে আরও অনেক আলঙ্কারিক ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। আমার মতে ঐতিহাসিক অংশ যত পূর্ণাঙ্গ হয়, ততই ভাল। শাস্ত্রী মহাশয় ইচ্ছা করিলে আমি তাঁহাকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

যতীন্দ্র বাবু বলিলেন—প্রবন্ধ সকল বিষয়েই প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তবে আমি অনুরোধ করিতেছি যে শাস্ত্রী মহাশয় গ্রীক ও ইংরেজ আলঙ্কারিকদিগের ইতিহাস যেমন সংগ্রহ করিয়াছেন, সেইরূপ রোমক আলঙ্কারিকদিগের বিষয়ও সংগৃহীত হওয়া ও এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হওয়া আবশ্যক, কারণ রোমানেরা ঐ বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন।

ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন—শাস্ত্রী মহাশয় রস ও অলঙ্কারের উদাহরণাদি বাঙ্গালা পুস্তক হইতে দিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ী, বৈদর্ভী রীতির একটী মাত্র উদাহরণ দিয়াছেন; আমার অনুরোধ তিনি যেন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে অন্যান্য রীতির উদাহরণ ও ব্যাখ্যা দিয়া তাঁহার প্রবন্ধ সুসজ্জিত করেন; কারণ উহাই তাঁহার প্রবন্ধের বিশেষত্ব ও নূতনত্ব জ্ঞাপক। রস ও অলঙ্কারের উদাহরণ বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে স্কুলপাঠ্য পুস্তকাদিতে কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল রচনার রীতি লইয়া কোন আলোচনা ইতিপূর্ব্বে হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—বিষয়টি যত বিশদ হয়, প্রবন্ধ ততই রুচিকর হয়। কতকগুলি দেশী বিদেশী আলঙ্কারিকের নাম ও গ্রন্থের তালিকা এবং তাহাদের আলোচনা দ্বারা প্রবন্ধের ঐতিহাসিক অংশ ভারী করিলে প্রবন্ধ বোধ হয় সকলের রুচিকর হয় না। তবে অল্প বিস্তর থাকা উচিত। ঐ সকল বিষয় সংক্ষেপে দিয়া যাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীরা

অল্পের মধ্যে সহজে অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সকল কথা বুঝিতে পারেন, দৃষ্টান্তাদি দ্বারা তাহা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত করিয়া লিখিলেই ভাল হয়। ঐতিহাসিক অংশ লইয়া দেশ বিদেশের শাস্ত্র অবলম্বনে আলোচনা করিলে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়, অনেক জ্ঞাতব্য এবং উপকারী কথাও জানা যায় বটে, কিন্তু অত পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ সাধারণের রুচিকর হওয়ায় সন্দেহ হয়। উহাতে প্রবন্ধ অতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে, সুতরাং পড়িতে বা শুনিতে ধৈর্য্য থাকে না। যাহা হউক লোকের মনোরঞ্জন বিষয়ে প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধটিকে সরস রুচিকর করিয়া যে দিকে যতটা বাড়াইতে কমাইতে পারেন, তাহা করিবেন। তাঁহার অদ্যকার প্রবন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধান, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, গবেষণা দেখা গেল। তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তাঁহার প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া সম্বন্ধে হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব আমি সমর্থন করিতেছি।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ "সঞ্জয় কৃত মহাভারত" পাঠের প্রস্তাব হইলে নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—উহা তেমন সারগর্ভ প্রবন্ধ হয় নাই। আর সঞ্জয় সম্বন্ধে নূতন কথাও বিশেষ কিছু প্রবন্ধলেখক জানাইতে পারেন নাই। অসম্পূর্ণ পুঁথি দৃষ্টে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে প্রায় সে সমস্ত কথা আছে। আমার মতে উহা পড়িবার আবশ্যকতা নাই। কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির পূর্ব্বের এক অধিবেশনে উহা পঠিত হইবে না বলিয়া স্থির হইয়াছিল। সভা নগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন।

৫। বিবিধ বিষয়ের মধ্যে—সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় জানাইলেন যে, আজ পাঁচ বৎসর যে বিষয়ের জন্য চেষ্টা হইতেছিল, গত বর্ষের শেষ ভাগে তাহা সম্পাদিত হইয়াছে, আমাদের পরিষৎ রেজিষ্টরি হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণের সম্পত্তি; সাধারণে ইহাতে এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা আগ্রহসহকারে যোগ দিলে আমরা পরম আহ্লাদিত হইব। সভাপতি মহাশয় শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক প্রস্তাব করিলেন যে, এই সংবাদে অদ্যকার সভা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। ইহা লিপিবদ্ধ হউক। নগেন্দ্র বাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় আরও জানাইলেন যে, সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর স্বীয় জমীদারী ত্রিপুরাতে গিয়া স্বীয় বিপুল বৈষয়িক কার্য্যের মধ্যেও ক্ষুদ্র পরিষদকে যে ভুলিয়া জান নাই, তাহার নিদর্শন স্বরূপ তিনি কয়েক খানি বাঙ্গালা পুঁথি সে দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং পরিষদকে দান করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর সেখানে আরও পুঁথি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, ইহাও জানাইলেন। এই সংবাদে সভা বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিয়া রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

ব্যোমকেশ বাবু আরও জানাইলেন যে পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বিজয়কেশব মিত্র মহাশয় একখানি সঞ্জয়কৃত মহাভারত সম্পূর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করিয়া পরিষদকে উপহার দিয়াছেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অদ্য রসিক বাবুর প্রবন্ধ ছিল। কিন্তু রসিক বাবু কি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণেতা দীনেশ বাবু কেহই এ পর্য্যন্ত সঞ্জয় মহাভারত সম্পূর্ণ পান নাই। পরিষদের সৌভাগ্যবশতঃ অদ্য তাহা বিনা মূল্যে সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। এই সংবাদে পরিষৎ বিজয়কেশব বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে গ্রন্থোপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। *

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফি
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি
৮ই জ্যৈষ্ঠ।

বিশেষাধিবেশন।

সন ১৩০৬। ৮ই জ্যৈষ্ঠ। ২১এ মে। ১৮৯৯। রবিবার। ৬ ঘটিকা অপরাহ্ণ।

উপরোক্ত দিনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে অধিবেশন হয়। ঐ দিন পরিষদের সদস্য ভিন্ন অন্যান্য সাহিত্যসেবিগণকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ এক শতের উপর শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে—

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)

মাননীয় বিচারপতি
শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ ডি.এল
" চন্দ্রনাথ বসু এমএ বিএল
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ বিএল
" রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম. এ.
" মনোমোহন বসু
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি. এল.
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" রমেশচন্দ্র বসু
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম.এ.

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" অতুলচন্দ্র গোস্বামী
" হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ বিএল
" রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়
" যাদবকিশোর গোস্বামী
" রাধানাথ মিত্র
" যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
" মতিলাল হালদার বি.।এল.
" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

---

* ১। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত—(ক) Hindu Theism. (খ) Mahabharata, Epic of Ancient India, condensed into English Verse.

২। শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি. এল.—বঙ্গেশ্বর।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র
„ জগবন্ধু মোদক
„ রজনীকান্ত গুপ্ত
„ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ কানাইলাল ঘোষাল
„ গোবিন্দলাল দত্ত
„ প্রতুলচন্দ্র বসু
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বিএল
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ বাণীনাথ নন্দী
„ রামেশ্বর মণ্ডল বি.এল.
„ রুড়মল গোয়েনকা
শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর (হিতবাদীর সহকারী সম্পাদক)
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, (বসুমতী সম্পাদক)
„ জলধর সেন } (বসুমতীর সহ-
„ পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত } কারী সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (নির্ম্মাল্য সম্পাদক)
„ জ্ঞানেন্দ্রলাল দাস এম এ বি.এল. (সময় সম্পাদক)
„ শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী (প্রতিবাসী সম্পাদক)
„ রামগোপাল সেনগুপ্ত (বীণাপাণি সম্পাদক)
„ তীর্থনাথ চৌধুরী (কম্বুলিয়াটোলা লাইব্রেরীর সহকারীসম্পাদক)
„ গৌরহরি সেন (চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক)
„ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ যতীশচন্দ্র সমাজপতি
„ অশ্বিনীকুমার ঘোষ
„ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
নবাব বাহাদুর কুমার
„ শ্যামকুমার ঠাকুর
„ রসময় লাহা
„ মুনীন্দ্রনাথ সংখ্যাকাব্যতীর্থ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফি (সহকারী সম্পাদক)

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইবে, স্থির ছিল। যথাসময়ে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তিনি প্রবন্ধে প্রথমে সাহিত্যই যে জাতীয়তা বন্ধনের ও একতা সম্পাদনের একতম প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা যে দিন দিন উহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়িতেছে, তাহার আলোচনা করেন; তাঁহার মতে বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন প্রগল্‌ভতা, গ্রাম্যতা, ব্যাকরণহীনতা, ইংরাজী ভাষানুকরণপ্রিয়তা, প্রভৃতি ভাবগত ও ভাষাগত দোষই বর্ত্তমান সাহিত্যকে অতিমাত্র দুষিত করিয়াছে। আলোচনার মুখে তিনি ঐ সকল দোষের কিছু কিছু উদাহরণ দিয়া তন্নিবারণের উপায়ও অল্প বিস্তর প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রবন্ধ পড়া শেষ হইলে সভাস্থ সকলেই বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সভাস্থ বিদ্বন্মণ্ডলী উক্ত প্রবন্ধের আলোচনা করেন। প্রথমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—সুলেখক পরম শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বাবু যে মনোরম প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, উহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি বিশেষ চিন্তা সহকারে গ্রাম্যতা ও ব্যাকরণদুষ্টতা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই এখনকার সাহিত্যে বিস্তর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সকল দোষের যে সংশোধন আবশ্যক

তাহাও ঠিক। প্রাচীন সংস্কৃতানুসারিণী রচনা প্রণালী হইতে ইংরাজীশিক্ষিত লোকদিগের দ্বারা যে বিভিন্ন প্রণালীর রচনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, তাহারই আতিশয্যে বা শৃঙ্খলার অভাবেই যে এ সকল দোষের বহুল প্রচার হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। যাঁহারা এই প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহাদের অগ্রণী বঙ্কিম বাবুও যে কালে ইহার কুফল উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতানুযায়ী সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন, নিজেও যে ভবিষ্যতে সেইরূপ লিখিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমার শুনা আছে। প্রবন্ধকার যে ভাষার অস্থানবাহুল্য ও অল্পবাহুল্য দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল লেখকদিগের চরিত্রগত বা নীতিগত দোষের ফল নহে, ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শেও কতকটা দোষ স্পর্শিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনাতে এরূপ দোষের প্রভাব দেখা যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত যখন বৌদ্ধ সাহিত্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখন গাথা ভাষার সৃষ্টি হইল। পূর্ব্বে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রাদিতে দেখা যায় তাঁহারা সুপ্রযুক্ত অল্প শব্দ দ্বারা ভাষা রচনা করিতেন। মহাভাষ্যে সংক্ষিপ্ত অথচ বহুভাবপ্রকাশক অল্পাক্ষর শব্দ ব্যবহারের বিশেষ প্রশংসা ও বিধি দেখা যায়। অল্প কথায় মনোভাব প্রকাশের জন্য তাঁহারা শব্দের নামার্থ প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে ভিন্নার্থ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, ইহাও অতিমাত্র সংক্ষেপপ্রিয়তার ফল বলিতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইলে বৌদ্ধেরা সাধারণ লোককে স্ত্রী শূদ্রকে বুঝাইবার জন্য একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল। উহা বিস্তৃত ভাষা—এক কথা এক ভাব বহু কথা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা হইতে উহার উৎপত্তি। এই চেষ্টার ফলে সূত্রের ভাষা কেবল মনীষিগণের আলোচ্য হইয়া পড়িল এবং আপামর সাধারণে গাথা, প্রাকৃত, মাগধী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বিস্তার সম্পন্ন ভাষা গ্রহণ করিল। শেষে বৌদ্ধ ব্যাখ্যার অনুকরণে সংস্কৃত ভাষাতেও রচনা কালে বিস্তৃতি দোষ (যদি দোষ বলা যায়) প্রবেশ করিল। সাধারণ অশিক্ষিতের জন্য ভাষা কিছু বাগ্‌জাল পূর্ণ না করিলে চলে না। একটা গভীর তত্ত্ব সামান্য বুদ্ধির লোকের মনে প্রবেশ করাইতে হইলে বহুকারের সাহায্যে নানারূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাকে যেন বহুশব্দে অনুবাদ করিয়া না বলিলে চলে না। এজন্য অনেক স্থলে ভাষায় বাহুল্য দূষণীয় নহে বরং সদিচ্ছাপ্রণোদিত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়। তবে একটা কথা এই যে ব্যাখ্যার উদ্দেশে ভাষাকে বিস্তৃতি দিতে গিয়া অনেকে আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছেন। এক দিকে সাবধান হওয়া আবশ্যক। ব্যাকরণ দোষ সম্বন্ধে প্রবন্ধকার যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূলে আরও একটী কারণ আছে। অনেকের বিশ্বাস, ব্যাকরণের বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে চলিলে ভাষার উন্নতির পথ রুদ্ধ করা হয়। এই কুসংস্কার ব্যাকরণ না জানার জন্য নহে, ব্যাকরণের প্রতি ঘৃণা হইতেই উৎপন্ন। ঐরূপ ধারণাবিশিষ্ট লোকেরা বলেন, ব্যাকরণের নিগড়ে বাঙ্গালা ভাষাকে বাঁধিলে তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকিবে কিসে? সংস্কৃতের সহিত তাহার পার্থক্য থাকিবে কেন? এরূপ অজ্ঞতা বা ভ্রান্ত ধারণা অনুকম্পার যোগ্য। এ দোষ বেশী দিন আলোচনায় বহুদর্শিতায় কাটিতে পারে।

ইংরাজী বাগ্‌ধারা অনুসারে বাঙ্গালা ভাষায় বাক্য রচনা যে কতদূর দূষিত, তাহা বলা যায় না। উহার সমালোচনায় প্রবন্ধকারের ভাষা যতটা তীব্র হওয়া উচিত, তাহা হয় নাই। ইংরাজী হইতে অনুবাদ বা ভাবগ্রহণ সর্ব্বত্র দুষণীয় হইতে পারে না। ধাতুগত ভেদ না হইলে অন্যভাষার লিপিচাতুর্য্য বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গে বেশ মিশাইয়া লইতে পারিলে উপকার ব্যতীত অপকার নাই। পণ্ডিত সমাজের প্রতি প্রবন্ধকার যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহারও মূল আছে, তবে তাঁহারাও আর ততটা পুরাতনপ্রিয় নহেন; সংবাদ পত্রাদি, পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তাঁহারাও রচনাপ্রণালী ক্রমশই পরিবর্ত্তন করিতেছেন। উদাহরণ স্বরূপ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের ফেলোশিপের বক্তৃতা পুস্তকে এবং মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের প্রকৃত কথা ও পঞ্জিকার ইতিবৃত্তের কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশেষে বক্তব্য প্রবন্ধকার এরূপ প্রবন্ধে যেরূপ সাবধানতা সহকারে সমস্ত দোষাবলীর আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অতীব সুন্দর। তাঁহার রচনায় ব্যক্তিগত কটাক্ষ নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য অতীব সৎ, অতীব মহৎ। তিনি আমার এবং সাহিত্যসেবিমাত্রেরই ধন্য-বাদার্হ।

তাঁহার পর মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ শুনিয়া আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। উহাতে জানিবার, শিখিবার প্রচুর বিষয় আছে। তিনি দোষগুলির উল্লেখ কালে সাহিত্য-সেবীদিগের প্রতি যে সকল তীব্র কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, আমি তাহার বাহিরে, কারণ তাঁহার কথা লেখকদিগের সঙ্গে, পাঠকদিগের সঙ্গে নহে; আমি পাঠক মাত্র, আমি তাঁহার ভর্ৎসনার মধ্যে নহি, অত-এব আমি দুকথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। বাঙ্গালা সাহিত্যের দিন দিন পুষ্টি হইতেছে, দিন দিন নানাগ্রন্থ রচিত হইতেছে। এই সময়ই তাহার ব্যাকরণাদি দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করাও যেমন আবশ্যক, সমালোচনাদি দ্বারা তাহার মার্জ্জনাও তেমনি আবশ্যক। অনেক জিনিষ অন্যের অনুকরণে আমাদের সাহিত্যে নূতন প্রবেশ লাভ করিয়াছে বলিয়াই যে আমরা অপর জাতির অপেক্ষা হেয় বা মন্দ তাহা নয়। এমন অনেক ভাল জিনিষ আমাদের মধ্যে আছে, যাহা অপরের নিকট খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবেপ্রবন্ধ পাঠক যাহা বলিয়াছেন, যে অমিশ্র উত্তম যেমন পাওয়া যায় না, সেইরূপ আমিও বলি অমিশ্র অধমও কোথায় নাই। যাক্ মানুষের কাজে সমালোচনার আবশ্যক, সংশোধন আবশ্যক, কার্য্য বড় হইলেও আবশ্যক, ছোট হইলেও আবশ্যক। শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বাবু যে ভাবে তাঁহার প্রবন্ধটী গঠিত করিয়াছেন, উহাতে উহার নাম "বর্ত্তমান বঙ্গভাষার প্রকৃতি" না হইয়া "বর্ত্তমান বঙ্গভাষার সমালোচনা" হইলেই ভাল হইত। তিনি ভাষার বর্ত্তমান প্রকৃতি কি, অবস্থা কি, গতি কোন্ দিকে, এ সকল তত দেখান নাই। তিনি ভাষার বর্ত্তমান কুরীতি গুলি যেরূপ তীব্র কঠোর ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন, বাস্তবিক সমালোচনার ভাষা ঠিক সেইরূপ হওয়া আবশ্যক। তবে একটী কথা আমাকে বলিতে হইতেছে, যে এই তীব্র

কঠোর ভাষায় ব্যক্তিগত কুৎসা বা শ্লেষ প্রকাশ পায় নাই, উদ্দেশ্য মন্দভাবে যায় নাই। এই কুরীতি বর্জ্জনের জন্য তিনি যে কয়েকটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায় আমার মতে এইরূপ সমালোচনা। উপদেশ দিয়া "করিবেন" বলিলে যতটা কাজ হইবার সম্ভাবনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলে, উপহাসে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িলে সংশোধন তদপেক্ষা বেশী হয়; উদাহরণ স্বরূপ বঙ্গদর্শনের সমালোচনার উল্লেখ করিতে পারি। সেই সমালোচনার টীট্‌কারীর ভয়ে সে সময়ে গ্রন্থের ভাষায় এতটা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিতে পারে নাই। সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় মধ্যে মধ্যে এইরূপ প্রবন্ধ আবশ্যক। প্রবন্ধকার সমস্ত কুরীতি গুলিকে ভাবগত ও ভাষাগত দোষজাত বলিয়া দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন, তাহা ঠিক হইয়াছে। এটি স্বীকার্য্য যে ভাবগত দোষগুলি লেখকের মনের দোষে ও শিক্ষার দোষে জন্মে। আত্মশ্লাঘার জন্যই লোকে পাঁচ কথা কহিয়া থাকে, বলিয়া থাকে ও লিখিয়া থাকে, আর আজকাল তাহা মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় সাধারণে প্রচারিত হয়। মুদ্রাযন্ত্রের এত সুলভতা উপকারক কি অপকারক তাহাও ভাবিবার কথা বটে। পূর্ব্বে যখন স্বল্প কথায় লিখিবার প্রথা ছিল, তখন ছোট ছোট পুস্তকে অনেক বেশী জ্ঞানের কথা, চিন্তার কথা থাকিত, পাঠকের পক্ষে সুবিধা হইত, অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তক পড়া হইয়া যাইত, অথচ বিষয়টা চিন্তার যথেষ্ট সময় থাকিত! এখন একটা কুরুচি দাঁড়াইয়াছে, বড় বই লিখিব, বড় বই পড়িব। এই লেখা ও পড়ায় সখ মিটাইতে কাজেই গ্রন্থের মধ্যে অনেক অবান্তর কথা পুরিতে হয়। ক্রমে এই দোষটিকে পরিপোষণের জন্য অর্থাৎ বৃহৎ গ্রন্থের অসার কথাগুলিকে পাঠকের চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য গ্রন্থে আরও অনেক কুরুচি, অশ্লীলতা প্রবেশ করিয়াছে ইহা হইতেই আজকালকার ভাবগত এবং ভাষাগত কুরীতির উৎপত্তি হইয়াছে। প্রবন্ধকার এক স্থানে বলিয়াছেন যে, আজকাল সহোদরে সহোদরে প্রেম হয় না। কিন্তু লেখায় পড়ায় বিশ্বপ্রেমের কথা ছড়াছড়ি। তাহাতে আপত্তি কি? ভাল মন হইতেই ভাল ভাব আসে, ভাল ভাবে ভাল কথা বাহির হয়, আর সেই ভাল কথা হইতে আবার ভাল ভাব শিক্ষা হয়। এরূপ স্থলে যদি লেখকের গৃহকথা গৃহছিদ্র পাঠকের জানা থাকে, তবেই পাঠকের মনে বিদ্রূপ ভাব জাগে, আর তাহাতে তো ভাল কথাগুলার দাম কিছু কমিতেছে না। প্রবন্ধকার ইংরাজী ভাব ও ভাষার অনুকরণ প্রিয়তা দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমার মতে উক্ত উভয়দোষাশ্রিত। ভাষার বাগ্‌ধারা বজায় রাখিয়া লিখিতে পারিলেই ভাল হয়, কিন্তু একবারে নূতন লইব না বলিলে কেবল পুরাতনে আবদ্ধ থাকিতে হয়। তাহাতে উন্নতি হয় না।

যে ভাষাটা লইয়া কার্য্য করিতে হইবে, তাহাকে, অতটা গণ্ডীর মধ্যে আটকাইয়া রাখিলে চলে না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে অত সুন্দর ভাষা সংস্কৃত মরিয়া গেল কেন? ছন্দ অলঙ্কার ব্যাকরণ সংস্কৃতের অতি সুসম্বদ্ধ, তবু সে ভাষা গিয়াছে। সবই পরিবর্ত্তনশীল; ভাষাও তাহাই। ভাষাকে অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত, সম্মুখে তাহার গতি অবিরাম হইতে

দিতে হয়, ভাষাকে দৌড়াইয়াতে দিতে হয়, তবে ব্যাকরণাদির ঈষৎ বাঁধন দিয়া তাহার আশে পাশে এমন ভাবে ঠেকো দিতে হয়, যেন সে পথ ছাড়িয়া কুপথে না পড়ে। দুর্ব্বোধ না হইলে বিজাতীয় ভাব বাঙ্গালা ভাষায় গ্রহণ করিতে ক্ষতি কি, দোষ কি ? শব্দের চিরপ্রচলিত অর্থ ব্যতীত যদি কেহ নূতন অর্থে উহা ব্যবহার করে, আর তাহা সমীচীন হয়, তাহা হইলেই ক্ষতি কি ? একটা ভাব প্রকাশের দশটা উপায় থাকা ভাল। সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার খুঁজিলে এরূপ শব্দ প্রচুর পাওয়া যায়, অনেক অর্থের জন্য অনেক শব্দের মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যেমন হরি অর্থে সাপ ও ভেক। এরূপ স্থলে অনেক সময় প্রয়োগ কর্ত্তার দোহাই দিয়া সারিতে হয়। শব্দ একটু বিকৃত হইয়াও যদি ভাব প্রকাশে সমর্থ হয়, তাহাও এইরূপে নামাইয়া লইতে পারা যায়। এই সকল যুক্তিতে বোধ হয় ভাবগত দোষের ভাগ অনেকটা বর্জ্জন করিতে পারা যায়। ইংলণ্ডে লোকে বলে ভগবান্ বোধ হয়, তাহার শোকে শীতল বারি সিঞ্চন করিবেন না। ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ, শাতই সেখানকার কষ্টের বিষয়, শীতল বারি সিঞ্চনে সেখানে কষ্টের বৃদ্ধি হয়, কাজেই সেখানে কষ্টের বৃদ্ধি হয়, কাজেই সেখানে লোকে শীতল বারি সিঞ্চনকে কোনক্রমে প্রার্থনীয় মনে করে না। আর আমাদের দেশে শীতকালেও পাখার বাতাস আবশ্যক হয়। এদেশে শীতলবারি সিঞ্চন অমৃততুল্য প্রার্থনীয়। ঠিক ঐ ভাবের কথা বলিতে হইলে এদেশে বলে, তার শোকের আগুনে ভগবান্ যেন জল ঢেলে দিলেন। সুতরাং এদেশে ঠিক বিলাতী ভাষার ভাব বুঝিয়া অনুকরণ করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। গ্রাম্যতা দোষের বর্জ্জন একান্ত প্রার্থনীয়; তবে প্রবন্ধকার বাগ্‌ধারা—বাগ্‌ধারা বলিব না—আমার উহা ভাল বোধ হইতেছে না—idiom ই বলি—idiom সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আমার ভাল বোধ হয়। পশ্চিম বাঙ্গালায় বেশী গ্রন্থ-রচনা হইয়াছে বলিয়া যে পূর্ব্ববাঙ্গালার idiom ভাষা হইতে বর্জ্জন করিতে হইব, তাহা ঠিক নহে। পশ্চিম বাঙ্গালায় গ্রন্থরাশির মধ্যে প্রয়োজনীয় উপকারী গ্রন্থের সংখ্যার একটা মোট ধরিয়া লওয়া আবশ্যক। বেশী গ্রন্থ হইলেই যে বেশী কাজের গ্রন্থ হইবে, এমন নহে। সুতরাং কেবল সংখ্যার আধিক্যে যে গুণের পরিমাণ করিতে পারা যায়, তাহা নহে; যে লোকহিতের জন্য তিনি পশ্চিম বাঙ্গালার idiom এর পক্ষপাতী, সেই লোকহিত হয়ত পূর্ব্ব বাঙ্গালার গ্রন্থে বেশী হইতে পারে। উহা এখনও অনির্দ্দেশ্য। গ্রাম্যতারও আবার আবশ্যকতা বুঝিয়া ব্যবহার ও বর্জ্জন করা উচিত, তাহারও স্থান বিশেষে আবশ্যকতা, উপযোগিতা ইত্যাদি আছে। প্রবন্ধকার যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে কেবল লেখকেরই দোষেই ঘটে তা নয়, পাঠকের দোষেও ঘটে। পাঠক যেরূপ বিষয় চাহেন, লেখক সেইরূপ বিষয় লেখেন। যদি কেহ না পড়ে, তবে লিখিয়া লাভ কি ? ইহাও সমস্যার কথা। তবে কথা এই পাঠকের মুখ চাহিয়া লেখা সহিত্য সেবীর উচিত নহে। সংবাদপত্রে এই মুখাপেক্ষিতা বড় বেশী হইয়াছে। পাঠকের লোভ অর্থের লোভ তাঁহাদের একটু সংবরণ করা আবশ্যক।

যে সে ব্যবসায় তাঁহাদের নহে। তাঁহারাই লোকশিক্ষক, তাঁহারাই লোকের রুচি গড়িবেন, তাঁহারাই লোকের কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিবেন, এরূপ স্থলে লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা দুধে জল মিশাইয়া লোককে বলহীন করিয়া ফেলিলে দুর্ব্বলের দেশ টিঁকিবে কেন? তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র লোকের দেহটা লইয়া নহে, মন লইয়া; এরূপ স্থলে তাঁহারা সাহিত্যে ভেজাল কম দিলেই ভাল হয়।

ইহার পর প্রতিবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, আমাদের পক্ষে এইরূপ প্রবন্ধ এবং তাহার এইরূপ সমালোচনাই উপকারী। সংবাদপত্র পরিচালনে সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা নবীন পথিক, আমাদিগকে কেবল দোষ ধরিয়া তিরস্কার করিলে চলিবে না, সে সকল দোষবর্জ্জনের উপায় দেখাইয়া দিতে হইবে। আমার বিশ্বাস সাহিত্যপরিষদে মধ্যে মধ্যে এইরূপ প্রবন্ধের অবতারণা হইলেই তাহা আংশিক সফল হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধ যেমন সারগর্ভ, মাননীয় গুরুদাস বাবুর বিশ্লেষণ ক্ষমতাও তেমনি চমৎকার। তাঁহারা যে সকল দোষের উল্লেখ করিলেন, তাহা এইরূপ সমালোচনার অভাবেই দিন দিন পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। ভাষাগত ও ভাবগত দোষের বিষয়ে আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নবীন লেখককে একবারে নানা নূতন বিষয়ের মধ্যে পড়িয়া অনেক প্রতিকূল শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হয় বলিয়াই ঐ সকল দোষের অনেকগুলি জন্মে। দেশীয় ভাষায় ইতিহাসাদির সংখ্যা কম, অথচ পাশ্চাত্য ভাষায় ইতিহাস নামে অনেক অপূর্ব্ব গ্রন্থ পড়িয়া ভাব সংগ্রহ লিখিতে গেলে সেগুলা স্বভাবতই বাহির হইয়া পড়ে এবং কিছু ইংরাজী ভাবেই হইয়া পড়ে। এ দোষ সংশোধন করিতে হইলে সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়; এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম প্রবন্ধকার চন্দ্রনাথ বাবুর ন্যায় বা মাননীয় গুরুদাস বাবুর ন্যায় মনীষীরা নবীন লেখকদিগকে দোষ ধরিয়া কেবল তিরস্কার না করিয়া নিরুৎসাহ না করিয়া, যদি দোষবর্জ্জনের সৎপথ প্রদর্শন করেন, তবেই যথার্থ উপকার করা হয়; ক্রমাগত সমালোচনা করিলে, উপহাস বিদ্রূপ নহে—সমালোচনা করিলে, ফল পাওয়া যাইতে পারে।

তৎপরে প্রবন্ধকার শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, আমার প্রথম কথা—মাননীয় গুরুদাস বাবু আমার প্রবন্ধের নামকরণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমার উদ্দেশ্য নহে। এখন বাঙ্গালাভাষায় প্রকৃতি কি দাঁড়াইয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। ভাবগত দোষ অন্য জাতির সাহিত্যেও আছে, কেবল আমাদেরই আছে, অন্যের নাই, এরূপ তুলনায় সমালোচনা আমি করি নাই। তুলনায় সমালোচনা আমার ভাল লাগে না। দোষের সংশোধন আবশ্যক, আমি দেখাইয়া দিলাম মাত্র। আমিই যে সংশোধন করিব, তাহা আমার উদ্দেশ্য নহে। প্রেমভক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে এমন কোন কথা নাই, যাহাতে সাহিত্যের সমস্ত প্রেমভক্তি দূষিত হইয়া পড়িবে। সব মিথ্যা নহে, সব ভাল হইতে পারে না। ভাল যাহা আছে, তাহার কথা বলি নাই—সাজান,

আন্তরিকতাহীন কেবল বাক্যাড়ম্বর পূর্ণ কথাগুলি সম্বন্ধেই আমি বলিয়াছি। উদাহরণ দিতে পারিলে বুঝাইতে পারিতাম, আমি কিরূপ প্রেমভক্তির ভাষাকে লক্ষ্য করিয়া আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছি। পরিষৎ আমার হাত পা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, আমি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম। পরিষদের নিয়ম জীবিত গ্রন্থকারদিগের সমালোচনা এখানে হইবে না। রাজেন্দ্র বাবুর কথার উত্তরে এই বলিতে পারি যে, যেরূপ কথাবাহুল্যকে আমি দোষ দিয়াছি, তাহা প্রাচীন রীত্যনুসারে স্ত্রী শূদ্রের বোধগম্য করিবার জন্য বাড়াইয়া লেখা নহে। সে কিরূপ দেখাইতে পারিব না, নমুনা উদ্ধৃত করিতে আমি নিষিদ্ধ, সুতরাং আমি বুঝাইতে অক্ষম। নূতন ভাবানুকরণে আমার আপত্তি নাই। আমি একান্ত পুরাতন প্রিয় নহি, তবে আমার কথা এই, যে ভাব আমায় বিদেশীয় অনুকরণে লইতে হইবে সে ভাব যদি বাঙ্গালায় প্রকাশের উপায় থাকে তবে অনুকরণ করিব কেন, ধার করিব কেন, ভিক্ষা করিব কেন। আর ভাব লওয়া সম্বন্ধে আমি কিছু বলি নাই। সাহিত্যের পুষ্টির জন্য কেবলই পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমার মতে আত্মাভিমান থাকা ভাল, নতুবা জাতীয়তা যায়। অভিমান রাখিয়া উদার হইতে পারিলে আমি বলি ক্ষতি নাই।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধ অতি উপাদেয় হইয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য খুব ভাল, অভিপ্রায়ও সৎ, মোটের উপর তাহার প্রস্তাব সফল হইলে বড় ভাল হয়। ভাষার ভাব বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক, ইহা করিয়া তুলিতে পারিলে মহৎ কার্য্য করা হয়। আগে ভাষা বিশুদ্ধ করিয়া ভাব প্রকাশ করা যায় কিনা আমি বলিতে পারি না; সে ভাষার আকার কেমন হইবে তাহাও ভাবিয়া পাইতেছি না। আমার মনে হয়, ভাব আগে, পরে ভাষা। বিজ্ঞানাদির ভাষায় সৌষ্ঠব দেখিবার যতটা প্রয়োজন হয়, ভাব প্রকাশের প্রয়োজন তাহার অনেক বেশী বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান সময়ের লোক বর্ত্তমান সময়ের ভাষা পাইলে যেমন সহজে তাহার ভাব বুঝিতে পারে, তাহার ব্যত্যয় হইলে তেমনটী পারে না। এইজন্য ভাষার আকার কালোপযোগী না হইলে তাহা তেমন ফলোপদায়ক হয় না। আকার ত্রিবিধ হইতে পারে—মৃত হইয়াছে, ইহা সাধু ভাষা; মারা গিয়াছে, ইহা চলিত ভাষা; আর শাতে কুঁকেছে, ইহা গ্রাম্য বা অপভাষা। ইংরাজীতে slang যাহা, আমাদের গ্রাম্যতা দোষ বলিতে তাহাই বুঝিতে হইবে, ইংরাজীতে colloquial যাহা, তাহা গ্রাম্য নহে। ভদ্র সমাজে অর্থাৎ দেশের যে শ্রেণীর লোক স্বভাবতঃ লেখা পড়ার চেষ্টা রাখে, সেই সমাজে যাহা colloquial আমার বোধ হয়, তাহাই বিশুদ্ধ ভাষা; তাহা সাধু ভাষা না হইতে পারে, কিন্তু তাহা গ্রাম্যও নহে। মনের ভাব সহজে প্রকাশ করিতে হইলে আমার বোধ হয়, অনেক স্থলে বাঁধা রাস্তার নিয়ম খাটে না। ভাষা ভাল কাহাকে বলা যায়—না যাহাতে সমস্ত মনের ভাবটী ঠিক ফুটিয়া উঠে—ভাব আসিলে তাহা খোলসা করিয়া লিখিবার জন্য

পরিপাটী শব্দের চেষ্টায় শব্দভাণ্ডার হাতড়াইতে গেলে ভাব উড়িয়া যায়। পুঁথিগত সাধু ভাষাকে আদর্শ করিলে অনেক স্থলে ঐ অসুবিধায় পড়িতে হয়। আধুনিক জর্ম্মানভাষীরা এই কারণেই High German ভাষার ব্যবহার ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। তর্জ্জমা করিলেই যে অমনি তাহাকে বৈদেশিকতা দোষ দুষ্ট বলিতে হইবে, তাহা নহে; বিজ্ঞানাদিতে ঐ দোষ অপরিহার্য্য। প্রবন্ধকার এই দোষের উল্লেখ স্থলে আমার একটী তর্জ্জমা ধরিয়াছেন। আমি survival of the fittest এর বাঙ্গালা করিয়াছিলাম "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" (এই স্থলে চন্দ্রবাবু, উহা সভাপতি মহাশয়ের কোন প্রবন্ধ হইতে লইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করেন; সভাপতি মহাশয় বলেন, উহা আমারই রচনা, হয়ত অপর লেখক সুবিধা বা সমীচীন বুঝিয়া তাঁহার নিজ রচনার মধ্যে ব্যবহার করিয়াছেন) Survival এর ঠিক প্রতিশব্দ উজ্জীবন; তাহা না বলিয়া আমি বলিয়াছি, উদ্বর্ত্তন; ইহাতে দেশী ভাষায় ইংরাজী বৈজ্ঞানিক ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে—ইংরাজীভাষার সহিত কোন সম্পর্কই রাখা হয় নাই। ইংরাজী কথাটা জানা না থাকিলে উহাতে কি বিদেশী গন্ধ আছে, আমি তাহা ধরিতে পারিতেছি না। উদ্বর্ত্ত কথাটা অবশিষ্ট থাকা অর্থে আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করি; আর "যোগ্যতম" কথাটাও যে অপরিচিত তাহা নহে; অথচ ঐ দুটা শব্দের একত্র ব্যবহারে ইংরাজী বাক্যটীর যথার্থ অর্থ "যোগ্যতমের অবশিষ্ট থাকা" প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া চন্দ্রবাবুর লক্ষ্য হইয়াছি; যদি তর্জ্জমা ঠিক না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিন্দনীয় বটে; ফলে যেরূপে আমি যাহা করিয়াছি, তাহা বলিলাম। কালের প্রভাবে ভাষায় যে দোষ ঢুকিয়াছে, তাহা এড়াইবার উপায় কখনই করিতে পারা যাইবে না; তবে অপব্যবহার সম্বন্ধে কঠিন নিয়ম হওয়া ভাল। তাহাও কতদূর কালে দাঁড়াইবে বলিতে পারি না। Chaucer এর সময়ে formed, hanged, dragged প্রভৃতির শেষে syllable "ed" অংশ "এড" এইরূপ উচ্চারিত হইত, কিন্তু এখন ঐ "e"র উচ্চারণ লোপ হইয়া গিয়াছে, কালে সেইরূপ "করিতেছিলাম" যে সংক্ষিপ্ত হইয়া "কচ্ছিলুম" হইবে না এবং পুস্তকাদিতে স্থান পাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে। তবে ভাষার এখন অন্যান্য পুষ্টি আবশ্যক। সেগুলি হইবার পূর্ব্বে শব্দ সংক্ষেপের চেষ্টা বড় তাড়াতাড়ি হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে সংযত হওয়া ভাল।

ইহার পর শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া হইলে রাত্রি নয়টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

১৩০৬ সাল ২৯এ জ্যৈষ্ঠ।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

১৩০৬ সাল ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১১ই জুন, ১৮৯৯, রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা।

উপরোক্ত দিনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ত্তমান বৎসরের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ দিন নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
„ নগেন্দ্রনাথ বসু
„ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম. এ.
„ প্রতুলচন্দ্র বসু
„ অম্বিকাচরণ গুপ্ত
„ প্রমথনাথ দত্ত এম. এ. বিএল
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ রাখালদাস সান্যাল

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে বিএল
„ যতীশচন্দ্র সমাজপতি
„ প্রসাদ দাস গুঁই
„ প্রমথনাথ মিত্র
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ. } সম্পাদক

অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ।
২। সভ্য নির্ব্বাচন
৩। প্রবন্ধ পাঠ—
(ক) কবিরাজ শ্রীহেমচন্দ্র দে—মেঘ ও বৃষ্টি বিচার
(খ) শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত—বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামের পুরাতত্ত্ব।
৪। বিবিধ বিষয়।

সম্পাদক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সহকারী সম্পাদকেরা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত নূতন সভ্যগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলেন।

প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। „ প্রমথনাথ মিত্র
নূতন সভ্য—
শ্রীযুক্ত রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর বর্দ্ধমান।

প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
নূতন সভ্য—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু

প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী
নূতন সভ্য—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
২৫/৯ নং মটস্ লেন।

প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। কবিরাজ শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
নূতন সভ্য—কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট।

প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। „ নগেন্দ্রনাথ বসু
নূতন সভ্য—
শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এল গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর

প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। „ নগেন্দ্রনাথ বসু
নূতন সভ্য—শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ
সম্পাদক "বরিশাল হিতৈষী" বরিশাল।

প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সঃ। „ গোবিন্দলাল দত্ত
নূতন সভ্য—শ্রীসতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি. এ. রাণাঘাট।

প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি. এ.
নূতন সভ্য—শ্রীতিনকড়ি ঘোষ, উলুবেড়িয়া।

৩। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে কবিরাজ শ্রীহেমচন্দ্র দেব মহাশয়ের "মেঘ ও বৃষ্টি বিচার" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়। লেখক মহাশয় বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করেন যে, পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মেঘ ও বৃষ্টি বিচার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি নানা প্রমাণ সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, ভারতবর্ষের প্রচীন গ্রন্থের সাহায্যেও মেঘ ও বৃষ্টি বিচার সম্বন্ধে, নানা কথা অবগত হওয়া যায়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী বলেন—প্রবন্ধে অনেক নূতন কথা জানা গেল, আমাদের ঋষিরাও ইংরাজী হিসাবে আবহাওয়া বিচার কতকটা জানিতেন, কখন ঝড় উঠিবে, কখন মেঘের অবস্থার প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন কি হইবে। Meteorology র অস্তিত্ব ছিল, ইহা বড় প্রীতিকর। আমি প্রস্তাব করি, ইহা পত্রিকায় মুদ্রিত হইলে বড় ভাল হয়। লেখককেও অনুরোধ এই শাস্ত্রের সংস্কৃত পরিভাষাগুলি তিনি ব্যাখ্যার সহিত স্বতন্ত্র করিয়া ধরিয়া দিলে বড় উপকার হইবে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে, প্রবন্ধকার মহাশয় বহুদিন হইতে প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তিনিও সে বিষয়ে তাঁহাকে যথা সম্ভব উৎসাহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস জলবিজ্ঞান শাস্ত্রে ঋষিরা যেরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এখনও অনেক পশ্চাতে। ভৃগু ও পরাশর পাঠে এ বিষয়ে প্রভুত জ্ঞান সঞ্চয় করা যাইতে পারে। কোন আধুনিক ফরাসী বৈজ্ঞানিক যাহা লিখিয়াছেন, বহুকাল পূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকারও সেই কথা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে মেঘ ও বৃষ্টি বিচার সম্বন্ধে নানা কথা আছে। সে সকলের আলোচনায় ও তৎসহ নবপ্রচারিত বিজ্ঞানানুমোদিত ইয়ুরোপীয় প্রথার আলোচনায় বৃষ্টিপ্রধান বঙ্গদেশের যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস সান্ন্যাল মহাশয় প্রবন্ধকার মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব করেন।

ইহার পর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, প্রবন্ধ গভীর গবেষণাপূর্ণ। প্রাচীন কালের পরীক্ষিত সত্য সকল ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। বিজ্ঞান গঠিত হইবার পূর্ব্বে এইরূপে উপাদান সংগ্রহ করা বড়ই আবশ্যক। ইয়ুরোপেও এইরূপে সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তির উপর বিজ্ঞান রচিত হইয়াছে। সেখানেও বিজ্ঞান রচিত হইবার পূর্ব্বে নানা পুস্তকে অবৈজ্ঞানিকরূপে লিপিবদ্ধ অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য পাওয়া যাইত। সেই সকল একত্র করিয়া ও গুছাইয়াই প্রথম বিজ্ঞান রচনা। প্রবন্ধকার মহাশয়ও সেই চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও তিনি শ্রেণীবদ্ধভাবে সব লিপিবদ্ধ করেন নাই, গুণানুসারেও সব সাজান নাই, তথাপি

বিজ্ঞানরচনার সোপানসংগ্রহ কার্য্যে তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। বহু কবিতায় জলবিজ্ঞান সম্বন্ধে নানাকথা বিক্ষিপ্ত আছে। বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে, এমন কি প্রচলিত নানা প্রবাদেও সেই সকল সত্য আছে, সে সকলের সংগ্রহ হইলে বৈজ্ঞানিকের বিশেষ সুবিধা হইবে। উপাদান সংগ্রহ বিজ্ঞানের জন্য অত্যাবশ্যক। উপাদানের উপরই বিজ্ঞান রচিত হইবে। ক্রমে সেই সকল উপাদান শ্রেণীবদ্ধরূপে সুসজ্জিত হইয়া বিজ্ঞানের আকার ধারণ করিবে। প্রবন্ধকার মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত সত্য সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাইবার চেষ্টা করিলে বড় ভাল হয়। প্রবন্ধকার মহাশয় যে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, সে জন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। সে সকল উপাদান বড় মূল্যবান—আশা করা যায়, সে সকল উপাদান সংগ্রহ বৃথা যাইবে না। স্বাধীন ভাবে এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে আমরা বিজ্ঞান গঠনে সক্ষম হইব। কেহ উপাদান সংগ্রহ করিবেন, কেহ সেই সকল উপাদান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাইবেন। এইরূপে বিজ্ঞান রচিত হইবে। প্রবন্ধ বড় মনোরম। ইহাতে এক বিষয়ের প্রথম পথ প্রদর্শিত হইল। লেখক আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

সময়ের অভাবে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ পঠিত হইল না।

৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের চিরসুহৃৎ রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনি অনেকগুলি মূল্যবান প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছেন। তাহার মধ্যে তিন শত কি সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত গীতার এক খানি বঙ্গানুবাদ আছে। পরিষৎ হইতে সেই সকল পুঁথির মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ও রাজা বাহাদুর বহন করিবেন, বলিয়াছেন।

পরিষৎ রাজা বাহাদুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ইহার পর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

সন ১৩০৬ সাল, ১লা শ্রাবণ। ১৬ই জানুয়ারি ১৮৯৯। রবিবার অপরাহ্ন ৬টা।

উপরোক্ত দিনে বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ দিন নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ. (সভাপতি)
„ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর
„ প্রমথনাথ দত্ত এমএ বিএল
„ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ বিএল
„ কুঞ্জবিহারী বসু বিএ
„ চুণিলাল বসু রায় বাহাদুর এম. বি.

কুমার „ শরৎকুমার রায় বিএ
„ অমরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী বিএ
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বসন্তকুমার বসু
„ রমেশচন্দ্র বসু বিএ
„ জগবন্ধু মোদক
„ বীরেশ্বর পাঁড়ে
„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম এ বি এল
„ গোবিন্দলাল দত্ত
„ বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
„ কালিদাস নাথ
„ অশ্বিনীকুমার ঘোষ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ অমৃতলাল বসু
„ অমৃতলাল দে বিএল
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ
„ রামদয়াল দে বিএ
„ রামেশ্বর মণ্ডল বি এল
„ প্রতুলচন্দ্র বসু
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল (সম্পাদক)
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ } সম্পাদক

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয় সকল আলোচ্য ছিল।

(১) পূর্ব্বাধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ।

(২) সভ্য নির্ব্বাচন।

(৩) শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সংগৃহীত পুঁথি প্রদর্শন ও তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্য।

(৪) প্রবন্ধ পাঠ—

ক। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীলের লিখিত "দুর্ল্ভচন্দ্র মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্র গীত" নামক প্রবন্ধ।

খ। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্তের "বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামের পুরাতত্ত্ব নামক প্রবন্ধ।

(৫) প্রস্তাব—

ক। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে, বি এল মহাশয়ের ষাণ্মাসিক উদ্যান সম্মিলনের প্রস্তাব।

খ। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের কবিবর হেমচন্দ্র সম্বন্ধীয় প্রস্তাব।

গ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল মহাশয়ের বাঙ্গালা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাব।

(৬) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

নূতন সভ্য—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
দীঘাপতিয়া পোষ্ট আফিস জেলা রাজসাহী।
প্রঃ। শ্রীকুমার শরৎকুমার রায়।
সঃ। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ।

নূতন সভ্য—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দে,
মুরশিদাবাদ।
প্রঃ। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
সঃ। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বিএল

নূতন সভ্য—শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত
২৩/৩ নং চক্রবেড়েরোড, দক্ষিণ ভবানীপুর।
প্রঃ। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু
সঃ। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধরী এ মএ বি এল

নূতন সভ্য—মৌলবী আবদুল করিম
১৩/১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার
প্রঃ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
সঃ। „ চুণিলাল বসু রায় বাহাদুর এম বি
নূতন সভ্য—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার বসু
২৭ নং চুনাপুকুর লেন।

প্রঃ। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত এমএ বিএল
সঃ। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বি এল
নূতন সভ্য—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন
৫ নং কুমারটুলি লেন
প্রঃ। শ্রীযুক্ত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
সঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সংগৃহীত পুঁথিগুলি প্রদর্শন করিয়া বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক দার্শনিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি শ্রেণীভেদে উহাদের সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

নগেন্দ্র বাবু মন্তব্য শেষে প্রকাশ করিলেন, রাজা বাহাদুর এই সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রকাশের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই শেষোক্ত সংবাদে সভাস্থ সকলেই রাজাবাহাদুরের বদান্যতার ও বিদ্যানুরাগিতার অশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন—রাজা বাহাদুরের অনেক দান আছে, সে সকলের তুলনায় এই পুস্তকরাশি দান বক্ষের রক্তদানের সমান। ইহার উপর আবার তিনি মুদ্রণ ব্যয় দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন, অতএব তাঁহার দান অপরিমেয়; এই সকল লুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধার হইলে জগৎ তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিবে।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বলিলেন—নগেন্দ্র বাবু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে প্রাচীন বঙ্গানুবাদ পুঁথির উল্লেখ করিলেন, উহার ভাষা প্রাঞ্জল বটে, কিন্তু নবীন; এবং মূলের সহিত ঈষৎ পার্থক্য আছে। এই বলিয়া তিনি চতুর্থ অধ্যায়ের দুইটী শ্লোকের অনুবাদের উল্লেখ করিয়া দৃষ্টান্ত দিলেন। তাহার পর রাজা বাহাদুরের ছাপাইবার প্রস্তাব সম্বন্ধে বলিলেন, তাঁহার যে সদ্বংশে জন্ম, তিনি নিজে যেরূপ মহৎ, এ কার্য্যও সেইরূপ মহান্।

তাহার পর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি মহাশয় বলিলেন—পরিষদের চেষ্টায়, বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতার চেষ্টায় আজকাল বাঙ্গালা লুপ্ত গ্রন্থরাশির উদ্ধার ও সংগ্রহ হইতেছে, আর গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধার হইতেছে। এ জন্য গবর্ণমেণ্টের অনেকগুলি লোক নিযুক্ত আছে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে অনেক রাজার ঘরে, অনেক পণ্ডিতের ঘরে অনেকানেক সংস্কৃত পুঁথির সংগ্রহ দেখা গিয়াছে। সে সকল গ্রন্থের যতদূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালা দেশে তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ অনেক পাওয়া যায়, ন্যায় দর্শনের গ্রন্থ পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য কোন দর্শন শাস্ত্রের বিশেষতঃ বেদান্তের কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় না; বৈদিক গ্রন্থেরও অভাব। বাঙ্গালা দেশে একমাত্র ঢাকা রমণার কালীমন্দিরে কতকগুলি বৈদান্তিক গ্রন্থ আছে; তাহার কারণ ঐ দেবালয়ের মোহান্ত হিন্দুস্থানী এবং ঐ গ্রন্থগুলিও নাগরী

অক্ষরে লেখা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালায় যে শাস্ত্রের একবারে অভাব দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ নবকৃষ্ণ সেই শাস্ত্রের এত গুলি গ্রন্থ ও টীকা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এক শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে বেদান্ত শাস্ত্রের মূলেই প্রচার ছিল না। ব্রাহ্ম সমাজের চারি জন লোক কাশীতে প্রথম বেদান্ত শিক্ষা করিয়া আসিয়া এ দেশে উহা প্রথম প্রচার করেন। ইহাদের পূর্ব্বেও মহারাজ নবকৃষ্ণের এই বেদান্ত-সংগ্রহ বিশেষ প্রশংসার কথা এবং তাঁহার দর্শনশাস্ত্রপ্রিয়তার পরিচায়ক। আরও বিস্ময়ের কথা, যে সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার ও পারসী শিক্ষার আদর পূর্ণ মাত্রায় ছিল, বাঙ্গালা গ্রন্থের বা বাঙ্গালা ভাষার কোনরূপ চর্চ্চা ছিল না, সেই সময়ে মহারাজ নবকৃষ্ণ বাঙ্গালা পুঁথিও সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এই বেদান্ত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ ও বাঙ্গালা গ্রন্থ সংগ্রহ হইতেই মহারাজ নবকৃষ্ণের বিশাল দৃষ্টি ও উন্নত হৃদয়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়; তিনি যে তখনকার কালে অতি তুচ্ছ বাঙ্গালা গ্রন্থেরও এতটা আদর করিয়া গিয়াছেন, ইহা কম বিচক্ষণতার কার্য্য নহে। নগেন্দ্র বাবুর বক্তব্যের উপর বেশী কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই, বলিতে গেলে কেবল বিদ্যা প্রকাশ করা হইবে মাত্র। নগেন্দ্র বাবু যে নারায়ণ ভট্টের উল্লেখ করিলেন, তিনি সামান্য লোক নহেন। কাশীর বিশ্বেশ্বরের দ্বিতীয় মন্দির ইহাঁরই নির্ম্মিত। প্রথম মন্দির আরঙ্গজেবের সময়ে কাশীর সুবাদার কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। লোকের বিশ্বাস আছে, আরঙ্গজেবই আদেশ দিয়া ঐ মন্দির ভাঙ্গাইয়া দেন। উহা ভুল, বরং তিনি কাশীর সুবাদারকে ঐ অপকর্ম্মের জন্য বিশেষ রূপে তিরস্কৃত করিয়াছিলেন, তাহার পরওয়ানা মুদ্রিত আছে। কাশীকলেজের প্রকাণ্ড পাথরে ঐ সকল বিষয় খোদিত আছে। নারায়ণ ভট্ট কাশীর দ্বিতীয় মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ঐ প্রস্তরে ইহাঁর বংশাবলী আছে। নারায়ণ ভট্ট কেবল গ্রন্থকার ছিলেন না।

তাহার পর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ শুনিয়া প্রবন্ধের নূতনত্ব বুঝিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় পরিষদের সভ্য নহেন। অথচ তিনি পরিশ্রম করিয়া এরূপ একখানি প্রাচীন লুপ্ত পুঁথির উদ্ধার করিয়া এরূপ নূতনবিষয়ক প্রবন্ধ শুনাইয়া আমাদিগকে যেরূপ অনুগৃহীত করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

আমাদের অদ্যকার সভাপতি মহাশয় ধর্ম্মের গান অবলম্বন করিয়া এ দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে রূপান্তরের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, এই পুঁথিখানি তাহারই সমর্থক। এই পুঁথিখানি দ্বারা তাঁহার সন্দেহ সপ্রমাণ হইবে। ইহার যৎসামান্য যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে ইহার হাড়ে হাড়ে বৌদ্ধ মত ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের গীত এই পুঁথির বিষয়, সেই গোবিন্দচন্দ্র বোধ হয় অনৈতিহাসিক নহেন। এই পুঁথিতে যে হাড়িপা কানুপা উহুনা পহুনার কথা পাওয়া যাইতেছে, উহা এসিয়াটিক সোসাইটীর

পত্রিকার প্রকাশিত রাজা মাণিকচাঁদের গানেও পাওয়া যায়। ১০২৩ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোলি বাঙ্গালায় এক রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তিরুমল্ল পাহাড়ের শিলালিপিতে এই যুদ্ধ বিবরণ খোদিত আছে। এতদ্ভিন্ন নালন্দ বড়গাঁও অঞ্চলে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিক রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও এই পুঁথির গোবিন্দচন্দ্র এক হইতে পারেন। বাস্তবিক এই রাজা এক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। হিন্দুর সংশ্রবে বৌদ্ধের সংঘর্ষ হইয়া হঠযোগীদিগের আবির্ভাব, তাহাদেরই মধ্যে হাড়ীসিদ্ধা প্রভৃতির উৎপত্তি অনুমিত হইতে পারে। এরূপ মৌলিক প্রবন্ধের উৎসাহ দান একান্ত আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—পুস্তকের সাহিত্যাংশ অপেক্ষা ঐতিহাসিকত্ব বড় বেশী; বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের পুরাতন গ্রন্থ বিশেষ আদরণীয়। ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ যদিও লুপ্ত অবস্থায় থাকে, তবু কম আছে বলিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় পরিষৎ হইতে ইহা প্রকাশিত হওয়া উচিত। লেখককে এই পুঁথি ও প্রবন্ধের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া আবশ্যক। ইহা মুদ্রণযোগ্য কিনা তদ্বিবেচনার্থ ইহা গ্রন্থপ্রকাশক সমিতিকে ভার দেওয়া হউক।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—প্রবন্ধ লেখককে এক গুণ ধন্যবাদ দিলে হইবে না, শত-গুণ দেওয়া উচিত। আমি এত দিন যে অট্টালিকা নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছি, শীল মহা-শয় আজ তাহার খিলানের পাথর সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াই যে এদেশের বৌদ্ধমত নিরসন করিয়া হিন্দু মতের পুনঃস্থাপন করেন, তাহা স্থির। এক সময়ে এই উভয় দলের বিচারে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণ পণ রাখা হইত। খুব বেশী দিনের কথা নহে, আমার এক পূর্ব্ব পুরুষ উদয়নাচার্য্যের পিতা জিন্মানি নামক এক বৌদ্ধাচার্য্যের সহিত বিচারে প্রাণ পণ রাখেন, শেষে পরাস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরে উদয়ন কৃতবিদ্য হইয়া বিচারে জিম্মানির সহিত প্রাণ পণ রাখেন। এবার জিন্মানি পরাস্ত ও মৃত হন। তত্ত্বচিন্তামণিতে পাষণ্ডতমস্তিতীর্ষা প্রবৃত্তি বাক্যে ঐ সকল বিষম বিচারের আভাস পাওয়া যায়। সকলেই বলেন বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার জন্মভূমি হইতে একবারে চিহ্নহীন হইয়া লোপ হইয়াছে; "stampted out of the soil" হইয়াছে বলিয়া ইংরাজ ঐতিহাসি-কেরা বর্ণনা করেন। আমার ধারণা তাহা হইতে পারে না। সেই ধারণায় আজ ১২।১৪ বৎসর হিন্দুর উপাস্য নিম্ন স্তরের দেব দেবীর পূজাদির ব্যাপার অনুসন্ধান করিতেছি। ধর্ম্মঠাকুরের প্রতি প্রথম দৃষ্টি পড়ে। অস্পৃশ্য জাতি হাড়ী, ডোম, জুগী, ইহার পূজক; দু এক স্থানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ পূজক আছে। ইহার পূজার মন্ত্রাদিতে শূন্যবাদের কথা দেখিয়া ইহাকে বৌদ্ধ মতের অপভ্রংশ বলিয়া বুঝিলাম। মহাযানীদিগের মতে শূন্যতাই সব। ধর্ম্মের উৎসব উপবাস বৈশাখী পূর্ণিমায় হয়, আর ঐ দিনটিই বুদ্ধদেবের জন্ম দিন, ইহা দেখিয়াই বুঝিলাম বৌদ্ধধর্ম্ম "stamped out" না হইয়া বরং stamped in হইয়াছে।

নবদ্বীপে এক ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মকে নিরংশ বলিয়া পূজা করে, অথচ এক থালে তাহার প্রধান নৈবেদ্য মাঝামাঝি চিরিয়া মাথায় দুইটা মোণ্ডা দিয়া পূজা করা হয়। জিজ্ঞাসা করিলে বলে ইনি শিবও বটে, ধর্ম্মরাজও বটে। ইঁহার দুর্দ্দশা কেন এমন হইল, তাহার ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। হজসনের নেপালের বিবরণ পাঠ করিয়া জানিলাম বৌদ্ধ মন্দিরে শূকর বলি ও মুরগী বলি হয়! বৌদ্ধ পুরোহিতেরা যত বড় পণ্ডিত, তত বেশী মদ খান। এদেশের পান তামাকের ন্যায় নেপালে বৌদ্ধ পুরোহিতের মধ্যে মদ দিয়াই আদর অভ্যর্থনা করা হয়। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের সংশ্রবে যে মিশ্রিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, হজসন তাহাকে নাথধর্ম্ম বা Nathism নাম দিয়াছেন। ছয় জন নাথ উপাধিধারী আচার্য্য দ্বারা ইহার পরিপুষ্টি হইয়াছে। তান্ত্রিক যন্ত্রাদির ন্যায় এই ছয় নাথের ছবি ও যন্ত্র পূজা হয়। এই নাথেরা যোগী। গোরক্ষনাথ শৈব ছিলেন; এজন্য তিনি তাদৃশ খাতির পান না। নাথ ধর্ম্মের শাখা প্রশাখা হইতেই তিব্বতের লামা ধর্ম্মের (Lamaism) উৎপত্তি। আমাদের মধ্যেও তান্ত্রিক গুরু গিরির যে প্রথা আছে, তাহা উহারই এক প্রকার বহুদূর সংস্করণ। যাহা হউক এই গ্রন্থখানি আমার মত সমর্থনের অতি সুন্দর সোপান স্বরূপ হইল। আমি প্রস্তাব করি, ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হউক।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাবু শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃত বাবু প্রস্তাব করিলেন ঐ পুস্তকে শাস্ত্রী মহাশয় ভাল করিয়া আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিয়া একটী বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া দিবেন এবং নগেন্দ্র বাবু প্রবন্ধলেখকের সহিত একযোগে উহা সম্পাদন করিবেন।

শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু বলিলেন, পুস্তকের বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন মূলে না করিয়া প্রতি পৃষ্ঠায় শেষাংশে করিয়া দিতে হইবে।

সভার অনুমোদনে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল।

তৎপরে দ্বিতীয় প্রবন্ধ উপস্থিত না থাকায় তাহা পঠিত হইল না।

তৎপরে হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রণালী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলিলেন—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কমিটী এ সম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কলিকাতা গেজেটে ছাপা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট উহার সম্বন্ধে ১লা অক্টোবরের মধ্যে সাধারণের মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। পরিষদের সম্পাদক ঐ মতামত প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই উহার আলোচনার্থ উহা পাইবার আশায় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি যথাসময়ে তাহার উত্তর দেন নাই। এক্ষণে আমার প্রস্তাবটী এই যে গবর্ণমেণ্ট যখন মতামত জানিতে চাহিয়াছেন, তখন পরিষৎ এ সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র সমিতি করিয়া উহার আলোচনা পূর্ব্বক আপন মতামত পাঠাইয়া দিন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ইহার সমর্থন করিয়া বলিলেন, ব্যাপার বড় গুরুতর। এই দুই মাস অনবরত পরিশ্রম করিয়া এ সম্বন্ধে কার্য্য করা উচিত।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় গবর্ণমেণ্টের কমিটির প্রস্তাব বুঝাইয়া দিলে কথা উঠিল, কাহাদিগকে লইয়া সভা গঠিত হইবে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু জানাইলেন, গবর্ণমেণ্ট ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা দিগের মতামত তাঁহারা চাহেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ অবস্থাভিজ্ঞ লোক আছেন, তাঁহাদিগকে সমিতিতে লইতে পারিলে উপকার হইত বটে, কিন্তু তাঁহাদের লইবার উপায় নাই।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু বলিলেন নাম থাকিলে দোষ কি ?

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কথা গ্রাহ্য করিবেন না। কিছু কাজ হইবে না।

শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু বলিলেন—শাখা সমিতি যে মতামত দিবেন, তাহা যখন পরিষদের নামে যাইবে, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে উহাতে যে পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা সভ্যগণের মতামত নাই, তাহা প্রমাণিত হইবে কিরূপে ?

শ্রীযুক্ত চণ্ডী বাবু বলিলেন, তবে কাহাদিগকে সভ্য করা হইবে ? আমি বলি যাঁহারাই সভ্য হউন, চন্দ্রনাথ বাবুর ন্যায় পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতাদিগের ও অভিজ্ঞ হেডপণ্ডিতদিগের মতামত লওয়া কর্ত্তব্য।

এতদনুসারে স্থির হইল—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া শিক্ষাসমিতি গঠিত হইবে।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল
" উমেশচন্দ্র দত্ত বি এ (সিটি কলেজ)
" গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ ডি এল
" রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ
" রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" অমৃতলাল বসু

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম এ ডি এল
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল (সম্পাদক)
" আনন্দমোহন বসু এম এ (ব্যারিষ্টার)
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (ব্যারিষ্টার)
" শারদাচরণ মিত্র এম এ বি এল
" শারদারঞ্জন রায় এম এ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে বি এল মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলিলেন পরিষদের সকল প্রকার সভ্যগণের পক্ষে পরস্পর দেখা শুনা করিয়া বন্ধুত্ব বা জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার ঠিক সুযোগ মাসিক অধিবেশনে হয় না। অতএব আমি প্রস্তাব করিতেছি, সভ্যগণের সদ্ভাব হইলে সাহিত্যপরিষৎ বৎসরে দুইবার কোনরূপ উদ্যান সম্মিলনাদির ব্যবস্থা করুন।

কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইহার সমর্থন করিয়া বলিলেন—ইহা অতি সাধু

প্রস্তাব। আমার ন্যায় নগণ্য লোকে পরিষদের ন্যায় সভায় কোন দিন মুখ খুলিয়া কথা কহিতে পারে না, অথচ অনেক বিষয় জানিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তাহা মিটাইবার আর কোন সুযোগ হয় না।

শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু বলিলেন আমি এই প্রস্তাবের বিরোধী। প্রথমতঃ, পরিষদের অর্থা-ভাব। দ্বিতীয়তঃ, প্রতি ছয় মাসে একটা অতিরিক্ত চাঁদা দিতে অনেকের আপত্তি হইবে। তৃতীয়, মাসিক অধিবেশনে চেষ্টা করিয়া আলাপ করিলেই চলিতে পারে; অনুগ্রহ করিয়া সকলে উপস্থিত হইলে অনেকটা সুবিধা হয়। চতুর্থ, ছয় মাস পরে চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইলেও অনেকের নিকট আদায় হইবে না।

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় ইহার সমর্থন করিয়া বলিলেন—অতিরিক্ত চাঁদা বা অর্থ পাওয়া দায় হইবে। এনসাইক্লোপিডিয়ার চাঁদা অনেকের নিকট বাকী; মহাভারত অনেকে লইতে প্রস্তুত নহেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন টাকা আদায়ের কথা বিকল্প বিধি দ্বারা চালাইতে পারা যায়। টাকা উঠে ত হবে। এইরূপ নিয়মে প্রস্তাব গ্রহণ করিলেই চলিতে পারে। প্রস্তা-বটী ভাল। নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যচর্চ্চা ভাল লাগে না। বেঙ্গাল পার্টিতে অল্প বিস্তর আমোদ ছিল, অনেক সভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গল্প, প্রাচীন কবির গান, নাটকা-ভিনয় ইত্যাদির সংশ্রব রাখিয়া ঐরূপ সম্মিলনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু বলিলেন—তিন বৎসর বার্ষিক অধিবেশনে তেমন কিছু আমোদের ব্যবস্থা না থাকায় আমি পরিষদে পত্র লিখিয়া এখানে বিজয়া সম্মিলনের ব্যবস্থা করিব ভাবিয়া-ছিলাম। ইংরাজের বাণিজ্যের সভা আছে, তাহাতেও কনসার্ট খাওয়া দাওয়া হয়। শতকরা নিরনব্বইটায় খাওয়া দাওয়া হয়। আমোদ হ্রাস হওয়ায় মনের স্ফূর্ত্তি গিয়াছে। তাস খেলাও আজকাল বন্ধ হইয়া আসিতেছে। কোন রূপে হাত পা মন নাড়া চাড়া পাইলেই ভাল। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় আমরা আমোদ পাই, তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত, তাঁহার সাহিত্যিক গল্প শুনিতে বেশ ভাল লাগে। একদিন সকলের জন্য মিলিলে ভালই হয়। চাঁদা আদায়ের আয়োজন তিন মাস পূর্ব্বে করিলেই চলিতে পারে।

শ্রীযুক্ত চণ্ডী বাবু বলেন এরূপ সম্মিলনে পরিষদের অর্থকষ্ট দূর হইতে পারে। চক্ষু লজ্জায় চাঁদা আদায়ও হইতে পারে। আত্মীয়তাসূত্রে পরিচয় হইলে অনেক উপকার হইবে।

তাহার পর শ্রীব্যোমকেশ বাবু বলিলেন প্রস্তাবক পত্রে জানাইয়াছেন, ইহার ব্যয়ের জন্য পরিষদের তহবিল হইতে কিছু ব্যয় করিয়া কাজ নাই। যাঁহারা এরূপ সম্মিলনে যোগ দিতে সম্মত হইবেন, তাঁহারা অন্যূন এক টাকা চাঁদা দিবেন। যেরূপ টাকা উঠিবে, সম্মিলনে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা সেইরূপই হইবে। অতএব আমার মতে এরূপভাবে এ প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি নাই। অর্থ অল্প হয়, সম্মিলন হইবে না। তবে উহা উদ্যানেই যে করিতে হইবে, এমন নহে; প্রীতি সম্মিলন স্বরূপ যেখানে ইচ্ছা হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু ইহার সমর্থন করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তাহার পর শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবু উপস্থিত না থাকায় সহকারী সম্পাদক কবিবর হেমচন্দ্রের সাহায্য জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতিতে স্থির হইয়াছে, পরিষৎ হইতে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া হেম বাবুকে কোনরূপ রাজবৃত্তি দেওয়াইবার ব্যবস্থা করা হউক, গবর্ণমেণ্টের সহিত এ সম্বন্ধে কার্য্য করিবার ভার রাজা বাহাদুরের উপর অর্পিত হউক।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু মহাশয় বলিলেন—রাজদ্বারে চেষ্টা হউক, ইতিমধ্যে পরিষদের প্রত্যেক সভ্যের নিকট কিছু করিয়া লইয়া তাঁহাকে পাঠাইবার প্রস্তাব করিতেছি। এক টাকা করিয়া লইলেও আমরা তিন শত পঞ্চাশ টাকা পাঠাইতে পারি।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু বলিলেন—এরূপ ভিক্ষার ধন লইতে তাঁহার মনে আঘাত লাগিতে পারে। তাঁহার পুস্তক খরিদ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিলে তাঁহার মান রাখা হয়।

চুণি বাবু বলিলেন কোন পুস্তকের কাপিরাইট তাঁহার নাই, সেরূপে তাঁহার কোন সাহায্য হইবে না।

সভাপতি বলিলেন—তাঁহার দুইখানি পুস্তক এণ্ট্রান্স ও ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সকলে এ জন্য টেক্‌স্‌ট বুক কমিটির সদস্যগণের প্রশংসা করিলেন।

তৎপরে পরিষৎ হইতে হেম বাবুকে কি উপায়ে সাহায্য করা যাইতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য চণ্ডী বাবুর প্রস্তাবে হীরেন্দ্র বাবুর সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী শাখাসমিতি গঠন করা হইল।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ বিএল
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বিএল
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

তৎপরে বিবিধ বিষয়ের মধ্যে সহকারী সম্পাদক সার রমেশচন্দ্র মিত্রের জন্য শোক প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, তাঁহার জন্য একটা বিশেষ সভা করিয়া শোক প্রকাশ করিলে ভাল হয়। এ বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির পরামর্শ মতে কার্য্য করিতে সহকারী সম্পাদকের উপর ভার দেওয়া হইল। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ
সভাপতি
১৩০৬, ২৯শে শ্রাবণ।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

বিগত ২৯শে শ্রাবণ (১৮৯৯।১৩ই আগষ্ট) রবিবার অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (সভাপতি)
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল
„ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ অতুলচন্দ্র গোস্বামী
„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ অমৃতলাল বসু
„ যাদবকিশোর গোস্বামী
„ রমেশচন্দ্র বসু
„ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
„ নগেন্দ্রকুমার বসু

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে বি এল
„ যতীশচন্দ্র সমাজপতি
„ যতীন্দ্রচন্দ্র বসু
„ নগেন্দ্রনাথ বসু
„ বাণীনাথ নন্দী
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল (সম্পাদক)
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহকারী সম্পাদক)

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ কর্ত্তৃক একখানি প্রাচীন পুঁথি প্রদর্শন ও তৎসম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য।

৪। প্রবন্ধ পাঠ—

(ক) শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্তের "বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামের পুরাতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ।

৫। প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের "পরিষদের পাঠ্যপ্রবন্ধাদি লিখিত হইয়া পঠিত হইবে" এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব।

৬। বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে বিবিধ বিষয়ের মধ্য হইতে সার রমেশচন্দ্রের মৃত্যু জন্য শোকপ্রকাশার্থ কার্য্যটি সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হইবে, স্থির হইল।

কার্য্যবিবরণাদি পাঠ হইলে শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এমএ
সমর্থক—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
নূতন সভ্য—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ
প্রঃ। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এমএ
সঃ। ব্যোমকেশ মুস্তফী

নূতন সভ্য। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়
„ „ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়
প্রঃ। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
সঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী
নূতন সভ্য। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র শেঠ

অতঃপর বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিলেন।

সভাপতি রাজা বাহাদুর বলিলেন, সার রমেশচন্দ্রের কার্য্যে ও গুণে আমরা গৌরবান্বিত। বাঙ্গালা ভাষায় তিনি কোন পুস্তকাদি রচনা করেন নাই বটে, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি তাঁহার অতুল স্নেহ ছিল। তিনি বার্ষিক পঁচিশ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন, মধ্যে মধ্যে সৎপরামর্শ দিতেন। তাঁহাকে হারাইয়া সাহিত্যপরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। আজ সকলে উপস্থিত নাই; আজ এ জন্য মিলিত হইতে হইবে, ইহাও সকলে জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ বাঙ্গালার গ্রন্থকার ও লেখকগণের সভা। প্রধানতঃ তাঁহারাই ইহার সদস্য। মহানুভাব ব্যক্তিগণের জীবনী লিখিতে হইলে, এই শ্রেণীর লোকে অগ্রণী হন। সুতরাং আজ তাঁহাদেরই সভা যে মহাত্মার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার জীবনী লিখিতে ইঁহাদেরই মধ্যে কেহ অগ্রসর হইলে আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব। অতএব আমি সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করিতেছি, যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন সার রমেশচন্দ্র মিত্র নাইট মহাশয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশে সর্ব্ব প্রকারে যে অভাব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার স্মরণার্থ সাধারণের কোন সভা হইলে, তাহাতে পরিষৎ যোগদান করিবেন।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন, সার রমেশের মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশ মস্তকশূন্য হইয়াছে। এক হিসাবে যে তিনি আমাদের দেশের অগ্রণী স্বরূপে আমাদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, অপর দিকে সুবিজ্ঞ চিন্তাশীল ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের তিনি মুখপাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশের মস্তক শূন্য হইয়াছে। এ অভাব দূর হইবার নহে। এরূপ ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করা আমাদের কর্ত্তব্য। তিনি আমাদের আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃতানুরাগ, বিদ্যানুরাগ, স্বদেশানুরাগ অতুলনীয়। পেন্‌শন লইয়া তিনি বেদান্তাদি পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আমারও মত যে কোন সাধারণ সভা হইলে পরিষৎ যোগ দিবেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তিনি নানা গুণে গুণী ছিলেন। রাজকার্য্যে তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। হাইকোর্টে জজিয়তীতেও তাঁহার অতুল সুখ্যাতি আছে। তাঁহার অভাবে হাইকোর্ট শ্রীহীন হইল। দেশের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষার ফল তিনি নিজ জীবনে অনেকটা প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন। Dawn পত্রিকায় তাঁহার ধর্ম্মজীবনের বেশ একটী সুন্দর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার জন্য বিশেষরূপে সন্তপ্ত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন, এ বিষয়ে বেশী লোক সমাগম হইলে শোকের গভীরতাটা উপলব্ধি করা যাইত। আমার বিশ্বাস রমেশ বাবুর সহিত এক যুগে এক

জাতিতে এক দেশে জন্মিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। আমিও তাঁহার ধর্ম্মভাবের কথা জানি। মালা জপের কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, এখন মালা জপের জন্য মালা জপ হয় না, মালাকে অনুগৃহীত করিবার জন্যই মালা জপ হয়।

চণ্ডী বাবু বলিলে, আমি নিজে দেখিয়াছি, কথা কহিয়াছি, তাঁহার স্বাভাবিক উদারতার পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার জন্ম আমার স্বগ্রামের নিকট। তিনি স্বগ্রামে বিদ্যালয় ও ডিস্‌পেন্‌সারি করিয়া দিয়াছেন। আমাদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় কৃতী পুরুষ আরও দুই চারিটী জন্মাইলে গৌরব বাড়ে। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অনুকরণীয়। তাঁহার মতের স্বাধীনতা ইলবার্ট বিল প্রভৃতির আন্দোলনে সুস্পষ্ট জানা গিয়াছে।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তৎপরে তাঁহার চতুষ্পাঠীর ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলে পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এই শোক প্রকাশ প্রস্তাব রমেশ বাবুর পুত্রগণের নিকট প্রেরিত হইবে, স্থির হইল।

তাহার পর অম্বিকা বাবুর প্রবন্ধ ব্যোমকেশ বাবু পাঠ করিলে সভা প্রবন্ধ শুনিয়া তৃপ্ত না হওয়ায় উহা পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে না, স্থির হইল। পল্লীগ্রামের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে হইলে কি কি বিষয় আলোচনা করা উচিত, তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি অনেকে অনেকরূপ মতামত প্রকাশ করিলেন।

রাজেন্দ্র বাবু উপস্থিত না হওয়ায় তাঁহার প্রস্তাব স্থগিত রহিল।

অতঃপর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীমনোমোহন বসু
সম্পাদক। সভাপতি।

১লা আশ্বিন, ১৩০৬।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

গত ১লা আশ্বিন (১৮৯৯। ১৭ই সেপ্টেম্বর) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু (সভাপতি)
" রজনীকান্ত গুপ্ত
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিএল
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
" নগেন্দ্রকুমার বসু
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এমএ
" বসন্তকুমার বসু
কুমার " শরৎকুমার রায়
" সতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ বিএল
„ নগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু রায় বাহাদুর এম বি
„ কালিদাস নাথ
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বিএল (সম্পাদক)
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহকারী সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল ;—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্ত্তৃক "সঙ্গীত তরঙ্গ" নামক প্রাচীন পুস্তক প্রদর্শন ও তদ্বিষয়ে বক্তব্য।

৪। প্রবন্ধ পাঠ—

(ক) শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়ের "কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বংশ পরিচয়" নামক প্রবন্ধ।

(খ) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীর "আদিশূর ও জয়ন্ত" নামক প্রবন্ধ।

৫। প্রস্তাব—

(ক) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ মহাশয়ের "পরিষদে পাঠ্য প্রবন্ধাদি লিখিত হইয়া পঠিত হইবে", এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব।

(খ) শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের "নির্ব্বাচিত সভ্যের চাঁদা নির্ব্বাচনের মাস হইতে আদায় করা কর্ত্তব্য" এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব।

৬। বিবিধ বিষয়।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে সভার অনুমোদনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

তৎপরে গত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত সদস্যগণ নূতন নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র
সমর্থক— „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিএল
নূতন সভ্য—শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র এমএ
হেডমাষ্টার হিন্দু স্কুল।

প্রঃ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ বিএল
সঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী
নূঃ সভ্য। „ এস, কে, এম, মহম্মদ রওসানআলী
"কহিনুর" সম্পাদক, পাংশা, ফরিদপুর।

প্রঃ। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এমএ
সঃ। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বিএল
নূতন সভ্য। „ চন্দ্রকুমার সরকার
৩০নং গোপীমোহন দত্তের লেন, শ্যামবাজার।

প্রঃ। শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
সঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী
নূঃ সভ্য। „ সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫০নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট।

প্রঃ। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
সঃ। „ নগেন্দ্রনাথ বসু
নূঃ সভ্য। „ বেণীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এমবি
২।২নং বাগবাজার ষ্ট্রীট।

প্রঃ। শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
সঃ। „ নগেন্দ্রনাথ বসু
নূঃ সভ্য। „ আনন্দনাথ রায়
৩১নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।

তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু "সঙ্গীত তরঙ্গ" নামক একখানি অতি প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ প্রদর্শন করিয়া বলেন, এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম শ্রীযুক্ত রাধামোহন সেন। গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ১২২৫ সালে (ইং ১৮১৮ সালে) মুদ্রিত হয়। ইহাতে সঙ্গীত সংক্রান্ত যাবতীয় কথা আছে। পুস্তকখানি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ লাইব্রেরীতে ছিল। এক হকারের নিকট আমি ৸০ আনা মূল্য দিয়া কিনিয়াছি। এই পুস্তক যখন প্রকাশিত হয়, তখন সহরের সকল গণ্য মাণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই ইহার গ্রাহক হইয়াছিলেন; অনেকগুলি সাহেবও গ্রাহক হইয়াছিলেন; অনেকে ৫ হইতে ১০ খণ্ড পুস্তকও লইয়া গ্রন্থকারকে উপকৃত করিয়াছিলেন; তাঁহাদের নাম সমস্ত পুস্তকের শেষে ছাপা আছে। এক খানি পুস্তকের মূল্য বোধ হয় ৫৲ টাকা ছিল; কারণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই পুস্তক খানি ৫৲ দিয়া কেনা হয়, তাহা লিখিত আছে, এবং বাঁধাই (সমস্ত চামড়া মোড়া বাঁধাই) খরচা ৸৵ আনা মাত্র লাগিয়াছিল।

তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু পুস্তক খানি প্রথম পৃষ্ঠ পড়িলেন; তাহাতে জানা গেল, পুস্তক খানির রচয়িতা "শ্রীরাধামোহন সেন দাস" এইরূপে নিজ নাম লিখিয়াছেন, অতএব তিনি কায়স্থ ছিলেন। ছাপাখানার নাম লেখা আছে এইরূপ,—"কলিকাতা বাঙ্গালা প্রেসে বাঙ্গালা বর্ণযন্ত্রে ছাপা হইল"। তাহার পর পুস্তকের মেস্কার সূত্র হইতে ভূমিকাংশ পঠিত হইল। উহা হইতে বুঝা গেল, ইহার পূর্ব্বে সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত বিবরণাদি এবং তৎকাল প্রচলিত ওস্তাদগণের উপদেশ সকল বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্যই এই পুস্তক লিখিত হয়। তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন সঙ্গীত সম্বন্ধে ইহাতে অনেক কথা আছে। ইহাতে গোপাল নায়ক ও আমীর খসরু নামক দুইজন প্রাচীন সঙ্গীতবেত্তার বিবরণ আছে। আমাদের অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গ্রন্থই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া ভূতপূর্ব্ব "সমীরণ" মাসিক পত্রিকায় গোপাল নায়ক ও আমীর খসরুর বিবরণ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধে হিতেন্দ্র বাবুও এই "সঙ্গীত তরঙ্গ" পুস্তকের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তক খানি প্রাচীন সঙ্গীতানুরাগীদিগের মধ্যে যে অপরিচিত ও অপরিজ্ঞাত তাহা নহে। এখনকার কালে অনেকে এই গ্রন্থ জানেন না, অনেকে জানিলেও দেখেন নাই বলিয়াই আজ আমি ইহা উপস্থিত করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন ক্রমশঃ ইহাও দুষ্প্রাপ্য হইয়া লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, এসময় একখণ্ড আমাদের হস্তগত হওয়া সৌভাগ্য বলিতে হইবে। পুস্তক খানিতে সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, রাজা সার্ শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর, অধ্যাপক ৺ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রভৃতির যত্নে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকল বর্ত্তমানে অবশ্য সে সকল কথা লোপ হইবে না বটে; কিন্তু এখানি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে বাঙ্গালার প্রথম কিনা বলিতে পারি না, তবে পুরাতন গ্রন্থ বলিয়া এখানির পুনর্মুদ্রণ হওয়া আশা করি।

তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু পুস্তকের নানা স্থান হইতে সোলতান হোসেন কৃত রাগ বিবরণ,

আমীর খোসরো কৃত রাগ বিবরণ, মিশ্রিত রাগ রাগিণীর বিবরণ, ওস্তাদগণের গীত সূত্রে বিবৃত ভাষা ও শব্দের বিবরণ, প্রসিদ্ধ গায়কগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ইত্যাদি সম্বন্ধে কতক কতক পাঠ করিলেন। পুস্তক খানিতে রামচাঁদ রায়ের খোদিত সীসা পাতের কয়েকখানি ছবি আছে, তাহা দেখান হইল : তাহার পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন, "সঙ্গীত-তরঙ্গ" সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্গীতশাস্ত্রীয় প্রথম গ্রন্থ নহে। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসকৃত "সঙ্গীতসাগরোক্ত রাগকল্পদ্রুম" পুরাতন গ্রন্থ। ইহাতে যাবতীয় ভারতীয় ভাষার গান সংগৃহীত আছে। পুস্তক ছয় খণ্ড পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। উহা ৺ রাজা সার্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পুস্তকালয়ে আছে।

তাহার পর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, আমার নিকট "রাগমালা" নামে এক খানি মুদ্রিত বাঙ্গালা সঙ্গীত গ্রন্থ আছে, সেখানি ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ; কারণ সেখানি ১২২০ সালে ছাপা। তাহাতে রাগ রাগিণীর বিবরণ আছে।

সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু বলিলেন, সে কালে সঙ্গীতের বড় আদর ছিল। সকলেই সঙ্গীতের অল্প বিস্তর আলোচনা করিতেন। সে কালে গান বাজনা জানা ভদ্রতার অঙ্গীভূত ছিল। মুদ্রাযন্ত্র প্রচারিত হইবা মাত্র কাজেই সেকালে অনেকগুলি সঙ্গীত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সঙ্গীত তরঙ্গ তাহারই মধ্যে একখানি। মহারাজা সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের বাড়ী হইতেও অনেক দিন হইল, রাগ রাগিণীর চিত্র সম্বলিত একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ব্যোমকেশ বাবুর অনুসন্ধান ও চেষ্টাকে ধন্যবাদ। যাহাই হউক তিনি আজ অনেকের অজানা একখানা পুরাতন বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং আদরণীয় গ্রন্থ খুঁজিয়া আনিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় তাঁহার "কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধপাঠক পরিষদের সভ্য নহেন, অথচ তিনি পরিষদে আসিয়া প্রাচীন কবি সম্বন্ধে যে সকল নূতন কথা জানাইলেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন সম্বন্ধে অনেক মাসিক পত্রে বিস্তর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কাহারও হস্তে তিনি বৈদ্য, কাহারও হস্তে তিনি কায়স্থ, কাহারও হস্তে তিনি ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত হইয়াছেন।

আনন্দ বাবু কুলপঞ্জিকা দ্বারা তাঁহার পরিচয় যেরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এখন আর আমাদের তাঁহার বৈদ্যত্ব সম্বন্ধে ভিন্নমত হইবার আবশ্যক নাই। এত বিশিষ্ট পরিচয়ও আর কেহ দিতে পারেন নাই। আমার মতে এই প্রবন্ধ পত্রিকায় ছাপা হউক।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মুদ্রণ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলি-লেন, প্রবন্ধটি সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিবার জন্য উহাতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন,

পরিবর্জ্জন আবশ্যক। প্রবন্ধলেখক নগেন্দ্র বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা করিলে ভাল হয়।

সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবের পোষকতা করিয়া বলিলেন, নিষ্প্রয়োজনীয় কথা বাদ দিয়া সার কথা প্রকাশ করাই আবশ্যক। প্রবন্ধ লেখককে তাঁহার যত্ন ও চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ। তাঁহার মত লোকের এইরূপ সাহিত্যালোচনা বিশেষ আদরের বস্তু।

ইহার পর কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী ও প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় উভয়ে প্রবন্ধোক্ত বৈদ্য-কৌলীন্য ব্যবস্থা লইয়া কিছু আলোচনা করেন।

তাহার পর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ নাথ চৌধুরী মহাশয় ব্যোমকেশ বাবুর কৃত "সঙ্গীত তরঙ্গ" মুদ্রণের প্রস্তাবের কথা তুলিলে সভাপতি বলিলেন, যাহা কিছু পুরাতন পাওয়া যাইবে তাহাই ছাপাইতে হইবে, পরিষদের এত অর্থ কোথা? ব্যোমকেশ বাবুরও বোধ হয় সেরূপ উদ্দেশ্য নহে।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন, না, আমার উদ্দেশ্য তাহা নহে। পুরাতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে, নষ্ট না হয়, এই উদ্দেশ্যে যদি ইহার পুনঃ প্রচার কোন রূপে হয় ত হউক। পরিষৎ উহা মুদ্রিত করিবে, এরূপ বলা আমারও উদ্দেশ্য নহে। আরও এক কথা, গ্রন্থ খানা যেমনই হউক না, এতদিন অনেকের অজানা ছিল, এখন আর অজানা রহিল না, ইহাতেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার প্রস্তাব স্থগিত রহিল।

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসুর প্রস্তাব সম্বন্ধে সহকারী সম্পাদক উপস্থিত প্রচলিত ব্যবস্থা জানাইলে স্থির হইল, নূতন সভ্য যে মাস হইতে আপনাকে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত করিতে লিখিবেন বা তাহা না লিখিয়া যে তারিখে স্বীকার পত্র সহি করিয়া পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে সেই সেই সময় হইতে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে।

বিবিধ বিষয়ের মধ্যে সহকারী সম্পাদক পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ জানাইলে সভাস্থ সকলেই তাঁহার অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন। অনেকেই তাঁহার অল্প বয়সে গবেষণাপূর্ণ সুচিন্তিত প্রবন্ধ রাশির এবং ভাষার মাধুরী প্রাঞ্জলতা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া যথেষ্ট আক্ষেপ করিলেন।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহ-সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি।

১৩০৬, ১১ই অগ্রহায়ণ।

পরিশিষ্ট।

গ্রন্থোপহার দাতার এবং প্রাপ্ত ও ক্রীত গ্রন্থের তালিকা।

(মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ হইতে সঙ্কলিত)

১৩০৬ সাল। প্রথম মাসিক অধিবেশন।

১। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত—(ক) Hindu Theism. (খ) Mahabharata, Epic of Ancient India, condensed into English Verse.

২। শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি. এল—বঙ্গেশ্বর।

৩। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব—পুঁথি (ক) ব্রহ্ম পুরাণের সত্যনারায়ণের কথা। (খ) নারদীয় পুরাণের অংশ। (গ) সাবিত্রী উপাখ্যান। (ঘ) একাদশীর মাহাত্ম্য। (ঙ) রামায়ণের অংশ (লঙ্কাকাণ্ড)। (চ) চৈতন্যচরিতামৃত। (ছ) বাসুঘোষের নিমাই সন্ন্যাস। (জ) রামাভিষেক।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

১। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত—Directory of India 1899 or 1306 B.S.

২। শ্রীঅমৃতলাল দে বি. এল—(ক) Students History of Rajputana. (খ) The Pocket Botany. (গ) Choyinch Manab.

৩। শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল—বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ।

৪। কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন এম. এ—(ক) "প্লেগ" সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মত। (খ) The Hindu Medical Writers on Plague.

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

১। রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ—(ক) শ্রীচৈতন্যভাগবত (খ) শ্রীলঘু ভাগবতামৃত (গ) Victoria Charitam (ঘ) A brief Summary of the Proceedings of the Public Meeting to protest against the Calcutta Municipal Bill.

২। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম. এ. বি. এল.—প্রীতিগীতি।

৩। যতীন্দ্রনাথ পুরস্কার—অদ্বৈতবাদ প্রবন্ধ (শ্রীপ্রিয়নাথ সেন এম. এ. বি. এল. প্রণীত) ২৫ খণ্ড।

৪। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—পুঁথি (ক) নরোত্তম দাসের প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (খ) বৃন্দাবন দাসের বৈষ্ণবমাহাত্ম্য (গ) লোচন দাসের সন্ন্যাস ছন্দ (ঘ) অদ্বৈতের বাল্য লীলা (খণ্ডিত) (ঙ) বৃন্দাবন লীলা (খণ্ডিত)।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

১। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত।

২। রাজা শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর—Proceedings of the Public Meeting on the Currency Question.

৩। শ্রীললিতকৃষ্ণ বসু—কবিকঙ্কণের চণ্ডী।

৪। শ্রীঘনেন্দ্রনাথ বসু—(ক) রামপ্রসাদ (খ) নাট্যবিকার (গ) বারবাহার (ঘ) পৌরাণিক পঞ্চ রঙ্।

৫। শ্রীশ্যামসুন্দর দাস, বি, এ—(ক) ষষ্ঠ বার্ষিক বিবরণ, কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা। (খ) রাজা হরিশ্চন্দ্র।

৬। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল—আত্মবোধ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন।

১। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ—(ক) বিপত্নীক (খ) উচ্ছ্বাস (গ) অধঃপতন

২। শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়, বি, এ—সৎসঙ্গ ৫ম ভাগ ৮ খণ্ড ৯ম সংখ্যা।

৩। শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল—বঙ্গীয় সমাজ।

৬ষ্ঠ ভাগ] [৪র্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

সম্পাদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম. এ.

১৩৭।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

সূচী।

কলিকাতা

২৬ নং স্কটস্ লেন, ভারত মিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৬।

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ আনা।

২৮এ ফাল্গুন প্রকাশিত।

---o---

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

ষষ্ঠ ভাগ।

সম্পাদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম. এ.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

২৬ নং স্কট্‌স্ লেন, ভারত মিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৬।

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৬০ আনা।

সূচী।

ষষ্ঠ ভাগ] [চতুর্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

গোবিন্দচন্দ্রের গীত।

আমার নিকট দুর্লভ মল্লিককৃত গোবিন্দচন্দ্রগীত নামক একখানি পুরাতন পুঁথি আছে। যত দূর জানি, তাহাতে বোধ হয় এ গ্রন্থ কখনও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। এই পুঁথি কোথায় পাইলাম তাহা লিখিতেছি। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রসুলপুর বৈদ্যডাঙ্গার নিকট-বর্ত্তী গৌঁরাঘাট নিবাসিনী হরিদাসী নামে এক বৈষ্ণবী আমাদের বাটিতে কখন কখন আসিতেন; সে বহু কালের কথা। তিনি সময়ে সময়ে কতকগুলি পুঁথি আমার বড় পিসী মার নিকট রাখিয়া যান। আমার এক পিসতুতা ভগিনী, যাঁহার বয়স "২২ গণ্ডা" হইয়াছে, তিনি ঐ বৈষ্ণবীকে অনেক বার দেখিয়াছিলেন; তখন দিদির বালিকা অবস্থা। হরিদাসী লিখিতে পারিতেন। তাঁহার নামবিশিষ্ট কতকগুলি পুঁথি আমার নিকটে আছে; উক্ত পুঁথি যে হরিদাসীর রক্ষিত পুঁথিগুলির অন্যতম, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের সমাপ্তিবাক্যের কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

দুর্ল্লভ মল্লিকে কহে শ্রীগুরুর পায়॥ ইতি শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গীত পুস্তক সমাপ্ত॥ * * * লিখিতং শ্রীরামপ্রসাদ সেন গুপ্ত সাং জামনা এই পুস্তক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কবিরাজ মহাশয়ের সাং হালাড়া পুস্তক সমাপ্ত হইল ইটীলার বাটীতে * * * * ইতি তাং ২৯ মাঘ এক প্রহর রাত্রের সময় সমাপ্ত হইল। সন ১২০৬ সাল॥

গ্রন্থ খানির পত্র সংখ্যা ২৭; দুই ভাঁজ করা বাঙ্গালা কাগজের দুই পৃষ্ঠে লেখা। প্রতি-পৃষ্ঠায় দশ ছত্র। সমগ্র গ্রন্থ প্রায় পয়ার ছন্দে লিখিত। বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম লোপের পর ইহা বাঙ্গালা ভাষায় হিন্দুত্বপ্রাপ্ত প্রচ্ছন্নবৌদ্ধধর্ম্মমূলক এক আশ্চর্য্য গ্রন্থ। যোগ দ্বারা মনুষ্য অলৌকিক ক্ষমতা লাভ ও অমরত্ব লাভ করিতে পারে ইহা প্রতিপন্ন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। প্রত্নতত্ত্বের জন্য, ঐতিহাসিক তত্ত্বের জন্য, ইহার প্রকাশ আবশ্যক বিবেচনা করি।

এই গ্রন্থে লিখিত বৃত্তান্তের সহিত ইতিহাসের সংস্রব আছে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকায় ইহার প্রকাশে যত্নবান্ ছিলাম না। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর ইং ১৮৯৮ সালের এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালের প্রথম ভাগের প্রথম সংখ্যায় *Antiquities of Chittagong* শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ইহার প্রকাশে উৎসাহিত হইয়াছি। দেখিলাম যে লামা তারানাথ তিব্বত দেশে বসিয়া বাঙ্গালায় বৌদ্ধসিদ্ধবিশেষের প্রভাব ও তৎসংক্রান্ত কথা যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, দুর্লভ মল্লিক বাঙ্গালায় বসিয়া সেই সেই কথাই বলিয়াছেন। তারানাথের বিবরণ যে স্থলে সংক্ষিপ্ত, দুর্লভের বিবরণ সে স্থলে বিস্তৃত। তারানাথের বিবরণের লিখিত ব্যক্তিগত ও স্থানগত নামের সহিত এই পুস্তকের স্থানগত ও ব্যক্তিগত নামের অনেক স্থানে একতা নাই। তারানাথ ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বা খ্রীষ্টাব্দের অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। দুর্লভ মল্লিকও বোধ হয় সেই সময়ের লোক ও জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।

গ্রন্থারম্ভ হইতে গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। অধিকাংশ বর্ণাশুদ্ধি সংশোধিত করিয়াছি। ব্যক্তিগত ও স্থানগত নাম যথাদৃষ্ট উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ প্রথমে বন্দিলাম ধর্ম্ম[১] আদ্যের গোসাঞী।
যার অগোচর কিছু ত্রিভুবনে নাঞী ॥
দেবগুরু বিষ্ণু বন্দো বেদ ব্রহ্ম মুনি।
জ্ঞান-গুরু শিব বন্দো ত্রিজগতে জানি ॥
দয়া-গুরু ভগবতী বন্দো আদ্যাদেবী।
সরস্বতী দেবী বন্দো যাহা হইতে কবি ॥
হাড়িপা কানুপা বন্দিলাম জ্ঞানবিন্দ[২]।
গুক্ষ্যরাজ[৩] বন্দো আর রাজা গোবিন্দচন্দ ॥
সুরপুরে ইন্দ্র বন্দো যত দেবগণ।
দেবদেবী চরণে আমার নিবেদন ॥
জন্মদাতা পিতা মাতা জঠরধারিণী।
দীক্ষাগুরু বন্দিলাম লোটায়্যা ধরণী ॥

১ প্রথমে ধর্ম্মকে বন্দনা করা হইয়াছে, লক্ষিতব্য। বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রথমে বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘকে নমস্কার করা হইয়া থাকে।

২ জ্ঞানিবৃন্দ।

৩ গোরক্ষনাথ। তারানাথ গোরক্ষকে বৌদ্ধ যোগী বলিয়াছেন, এবং তদীয় কতক-

পাতালে বাসুকি বন্দো চন্দ্র সূর্য্য আদি।
গ্রহ তারা বসুন্ধরা বন্দো নদ নদী ॥
মহাবিদ্যা মহাজ্ঞান দিয়াছেন কাণে।
দুর্ল্লভ মল্লিকে কহে শ্রীগুরুচরণে ॥
যোগসিদ্ধা হাড়িপা কানুফা গোক্ষ[৪] মীন[৫]।
সাতসিদ্ধা[৬] অবতার গৃহবাসহীন ॥
ধর্ম্ম অবতার হইল সিদ্ধা সাতজন।
গুরুশাপে হাড়িপা যান পাটীকা ভুবন ॥

গুলি শিষ্যকে নির্ব্বোধ বলিয়াছেন। ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শৈব সন্ন্যাসী হইয়াছিল।

৪ গোরক্ষ।

৫ মীন বা পশ্চাদুক্ত মীননাথ। মীননাথকৃত স্মরদীপিকা নামে এক খানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। এ মীন বা মীননাথ ও স্মরদীপিকা কর্ত্তা মীননাথ এক ব্যক্তি কি না জানি না। পশ্চাতে উক্ত হইয়াছে মীননাথের শিষ্য গোক্ষ (গোরক্ষ) নাথ গুরুর অন্বেষণে ফিরিতেছিলেন। হঠদীপিকায় মীনের পরই গোরক্ষের নাম আছে। যথা—

শ্রীআদিনাথমৎস্যেন্দ্রসারদানন্দভৈরবাঃ।
চৌরঙ্গীমীনগোরক্ষবিরূপাক্ষবিলেশয়াঃ॥

৬ অর্থাৎ উল্লিখিত হঠদীপিকার শ্লোকোক্ত আদিনাথ হইতে গোরক্ষ পর্য্যন্ত এই সাত সিদ্ধ। হাড়িপা মীনের ও কানুফা গোরক্ষের বিশেষণ স্বরূপ। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগ ১৪১ পৃষ্ঠায় কাণিপা নামক এক প্রকার যোগীর নাম লিখিত আছে। কানুফা ও কাণিপা একই। গোরক্ষনাথ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন; ইঁহার পিতার নাম মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মচ্ছন্দ্রনাথ, পিতামহের নাম আদিনাথ। ইং ১৮৯০ সালের ২রা জানুয়ারি তারিখে হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত ইলরার গুম্ফা বা গুহামন্দির সকল দেখিতে গিয়াছিলাম। কয়েকটি মন্দির দেখা হইলে পাণ্ডা একটি গুহা মন্দির দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, ইহার নাম মচ্ছেন্দ্রনাথ সভা, ঐ সভার প্রধান বিগ্রহ বুদ্ধদেব। প্রাচীন কীর্ত্তি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন মচ্ছেন্দ্রনাথের নামে কিরূপে খ্যাত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

৭ জৈনদিগের বীরবিক্রমাদিত্যচরিত্রম্ নামক গ্রন্থে এক পাটিকা নগরের নাম আছে। ঐ পাটিকা ও এই পাটিকা বা পাটীকা এক নহে। চাটিগ্রামের নামান্তর চাটিকা স্বীকার করিলে চাটিকা ও পাটিকা প্রায় অভিন্ন হইয়া উঠে।

গুরুশাপে মীননাথ কদলীর বনে।
ফঁাফর হইল জোগী[৮] হারায়্যা মহাজ্ঞানে॥
পাটীকানগরে রাজা গোবিন্দচন্দ্র[৯] ভূপ।
জলন্দরি[১০] হাড়িপা হইল হাড়িরূপ॥
সিষুপা[১১] কুমার এক সঙ্গে করি নিল।
নগর বাহিরে হাড়ি আশ্রম করিল॥
পাইসালে[১২] খাটে হাড়ি রাজার আওয়াসে।
বার বৎসর শাপ হইল অবশেষে॥
রজনী প্রভাতে মুখ করিয়া পাখাল।
রাজপুরে গেল হাড়ি ঝুড়িয়ে কোদাল॥
গুপ্তবেশে হাড়িপা আছয়ে তথায়।
সিষুপা[১১] কুমার তার পশ্চাতে গোড়ায়॥

৮ যোগী।

৯ পশ্চাতে উক্ত হইয়াছে গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম মাণিকচন্দ্র, পিতামহের নাম ধাড়িচন্দ্র। ধাড়িচন্দ্রের পিতার নাম সুবর্ণচন্দ্র। গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গের রাজা এবং এক স্থানে কলিঙ্গের রাজা বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন। তারানাথ বাঙ্গালার রাজার নাম গোপীচন্দ্র ও তাঁহার পিতার নাম রাজা বিমলচন্দ্র বলিয়াছেন। গোপীচন্দ্র চাটিগ্রামে থাকিতেন। গোপী-চন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র এক ব্যক্তি এবং মাণিকচন্দ্র ও বিমলচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে।

১০ তারানাথ বলিয়াছেন, সিদ্ধ বালপাদ জালন্ধর নামক স্থানে বহুকাল বাস করিয়া-ছিলেন বলিয়া জালন্ধরের সিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শরৎ বাবু বলেন কাশ্মীর ও নেপালের মধ্যে কোন স্থানের নাম জালন্ধর। প্রস্তর ও জলের মধ্য হইতে অগ্নিশিখা নির্গ-মের বর্ণনায় ইহা জ্বালামুখী বলিয়া বোধ হয়। উত্তর পঞ্জাবের অন্তর্গত ত্রিগর্ত্ত দেশের নামান্তরও জালন্ধর। জালন্ধরস্ত্রিগর্ত্তশ্চ ইতি হেমচন্দ্র। তারানাথ যাঁহাকে সিদ্ধ বালপাদ ও জালন্ধরের সিদ্ধ বলিয়াছেন, দুর্ল্লভ মল্লিক তাঁহাকে হাড়িপা মীননাথ ও গুরু জলন্দরি বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সভার প্রকাশিত বৌদ্ধদিগের বৃহৎ স্বয়ম্ভুপুরাণে জালন্ধরের সিদ্ধদিগের অস্তিত্ব দেখা যায়:—"লক্ষ্মীবস্ত শ্মশানঞ্চ জাম্বুভিশ্চ পূরিতং। চিল্লিচিল্লিকাভিঃ পূর্ণং সিদ্ধাপি জালন্ধরিপা॥"

১১ শিশুপা।

১২ পাইশালে।

বাহড় বাহড় তারে বলে জলন্দরি।
এখনি আসিব পুত্র তোর বরাবরি॥
ছাওয়াল চরিত্র তোমার নারিবে যাইতে।
প্রবোধ না মানে শিশু লাগিল কান্দিতে॥
বিকল হইল হাড়িপা ক্রন্দন দেখিয়া।
প্রবোধ করিলা শিশু নাড়ু কলা দিয়া॥
সমুখেতে রম্য বন তাহে দিব্য ফল।
একে একে জলন্দরি চাহিল সকল॥
প্রথমে মাটির গড় লঙ্ঘিল ত্বরায়।
দ্বিতীয়ে লঙ্ঘিল গড় বংশীবট তায়॥
তৃতীয়ে লঙ্ঘিল গড় ফটিক রচিত।
চতুর্থে লঙ্ঘিল গড় হীরায় জড়িত॥
পঞ্চমে লঙ্ঘিল গড় লোহার গঠন।
ষষ্ঠমে ধবল গড় শতেক যোজন॥
সপ্তমে দেখিল গড় নানাজাতি ফল।
আম্র কাঁঠাল গুবাক নারিকেল॥
হরীতকী জায়ফল এলাচ লবঙ্গ।
মধুর কুকিলানাদ করয়ে সুরঙ্গ॥
নানাজাতি পক্ষ[১৩] গাছে করে কোলাহল।
পক্ষ্য[১৩] রব শুনি চিত্ত হইল চঞ্চল॥
চারি দিকে চাহি জোগী ধ্যান আরম্ভিল।
হুঙ্কারে বৃক্ষ সব ভূমেতে ঠেকিল॥
হেট মুণ্ড হইল গাছ লোটে ভূমিতল।
ছিণ্ডিয়া পুত্রের হাতে দিল নানা ফল॥
হুহুঙ্কার দিয়া পুন চারি পানে চায়।
ততক্ষণে বৃক্ষ ডাল উঠিয়া দাণ্ডায়॥
বালাখানায় বসিয়া দেখিল রাজার মা।
হাড়ি নয় জানিলাম এই হাড়িপা॥

১৩ পক্ষী।

গুপ্তবেশে বাউল[১] রূপে আছে এই ঠাই।
ইহার চেলা করিবা রাজা গোবিন্দাই॥
বসিয়াছে গোবিন্দচন্দ্র আপনার পুরী।
ছয় কুড়ি রাণী কাছে উদুনা সুন্দরী॥
উদুনা পুদুনা লয়্যা করিছে বিলাস।
শ্বেত চামরে কেহ করিছে বাতাস॥

শ্রীশিবচন্দ্র শীল
চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বরতলা।

ঠাকুর নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন ঠাকুর।

আমরা এ পর্য্যন্ত অনেক সাধক বৈষ্ণব কবিগণের নাম ও গুণগান শ্রবণ করিয়া পবিত্রচিত্ত হইয়াছি সত্য বটে, কিন্তু সেই সকল মহাত্মাদিগের ধারাবাহিক বংশাবলী অবগত হইতে না পারায় মনের এক প্রান্তে যেন একটা কিছুর অভাব থাকিয়া গেল, এইরূপ অতৃপ্তি সর্ব্বদাই প্রতীয়মান হইতেছিল। অথচ উহার প্রতিবিধান চেষ্টা করিতেও কাহাকেও বড় অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই নাই, তাই এতদ্বিষয়ে ক্রমে ক্রমে একরূপ হতাশ্বাস হইতেছিলাম। কিন্তু অনেক ভাবিয়া দেখিয়া পরে এইরূপ স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে, বঙ্গবাসী কি ব্রাহ্মণ, কি বৈদ্য, কি কায়স্থ, যাঁহারা বিশুদ্ধ বংশাবতংস বলিয়া পরিচিত, চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের ধারাবাহিক বংশাবলী সংগ্রহ করিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। এই সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা বৈদ্যজাতীয় কবি মহাত্মাদিগের বংশাবলী সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হই, এবং তাহাতে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের বংশাবলী উহার প্রথম দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাহিত্য-পরিষৎ সভায় উপস্থিত করা হয়। ক্রমে তদনুসরণে বর্ত্তমান দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইতেও সাহসী হইয়াছি; তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না।

বঙ্গদেশে কবিতার প্রথম পরিস্ফুরণ বৈষ্ণব কবিবৃন্দের অমৃতময়ী উদ্ভাবনী শক্তি হইতেই আরব্ধ হয়। শত শত বৈষ্ণব কবি এইরূপ স্বীয় কীর্ত্তিকলাপ বর্ত্তমান রাখিয়া কতকাল হইল ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন; কিন্তু আমরা আজিও উহার মধুরাস্বাদন পরিগ্রহ করিয়া কতই না পরিতৃপ্ত হইতেছি, আবার এইরূপ কত মহাত্মার লুপ্ত নাম ও পদাবলী

১৪ বাতুল শব্দের অপভ্রংশে বাউল। কাশ্মীর ভাষায় বাতুলু শব্দের অর্থ নীচ লোক; বঃ এঃ সোঃ জর্ণাল ১ম ভাগ ১ম সং ৩২ পৃঃ।

সংগ্রহ করিয়া শিক্ষিত পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহোদয়েরা বঙ্গসমাজে কতই না যশস্বী এবং কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতেছেন। এই হীন লেখক তাঁহাদের নিকট যথার্থই ঋণী।

বৈষ্ণব কবিকুল মধ্যে খণ্ডবাসী নরহরি সরকার একজন পদকর্ত্তা এবং চৈতন্য দেবের পারিষদ ছিলেন। নরহরি ও তদীয় শিষ্য-ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর বৈষ্ণব সমাজে দুই জন প্রসিদ্ধ লোক এবং পদকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত। এই জন্য আমরা তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় সভ্য মহোদয়গণের অবগতির জন্য এস্থলে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সিদ্ধ বৈদ্যকুলে সেন, দাস, গুপ্ত, এই তিনটি উপাধিধারী মহাশয়েরা প্রসিদ্ধ *। দাস বংশে যে দশটী শাখা আছে তন্মধ্যে চায়ু দাস ও পম্বদাস, এই দুই জন শ্রেষ্ঠ। একদা যদিও তাহাদের বংশসম্ভূত সকলেই কৌলীন্যমর্য্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে ঘটনাক্রমে তন্মধ্য হইতে অনেকের কুলচ্যুতি হইয়া সন্মৌলিক, মৌলিক, প্রভৃতি সম্প্রদায়ে অবনতি হয়। পূর্ব্বতন সময়ে পম্বদাসবংশ কুলীন বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু পরে তাঁহারা ন্যূনভাবাপন্ন হইয়া কেহ বা কুলজ আর কেহ কেহ সন্মৌলিক ও মৌলিক সংজ্ঞাতে পরিগণিত হয়। এই পম্বদাস সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক যাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

মৌদ্গল্যগোত্রে কথিতো দ্বিতীয়ো
বীজী মহাত্মার্জ্জিতশুদ্ধকীর্ত্তিঃ।
যঃ পম্বদাসঃ প্রতভূরিবংশঃ
তস্যান্বয়ং শ্রীভরতো ব্রবীতি ॥
সংগ্রামদক্ষো হতবৈরিপক্ষো
গৌড়েশসেবার্জ্জিতপৌরুষশ্রীঃ।
দাতা বিনীতঃ পরিপাল্য লোকান্
স বালিনাছ্যাং বসতিং চকার ॥
পম্বদাসস্য পুত্রৌ দ্বৌ নীলকণ্ঠোঽগ্রজঃ কৃতী।
পরো দেবলিদাসোঽসৌ স্ববংশাম্ভোজভাস্করঃ ॥
চিকিৎসাকুশলাবেতৌ বিনীতৌ শীলসংযুতৌ।
আশ্বিনেয়াবিব খ্যাতৌ যশাস্ত্রনিপুণাবুভৌ ॥

চন্দ্রপ্রভা, ৩১৫ পৃঃ

উল্লিখিত কবিতা পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট অনুভূত হয় যে পম্ব কিংবা তৎপুত্র নীলকণ্ঠ ও দেবলী দাস বহুগুণসম্পন্ন বিদ্বান্ ও যশস্বী মনুষ্য ছিলেন। পম্বদাস স্বয়ং যুদ্ধক্ষম ছিলেন, এবং গৌড়প্রদেশাধিপতির সেবা করিয়া পৌরুষ ও শ্রী এই উভয় লাভ করিতে সমর্থ

* সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ সিদ্ধানাং পদ্ধতিঃ স্মৃতা। শক্তি ধন্বন্তরী সেনো মৌদগল্যো দাসপদ্ধতিঃ ॥ কাশ্যপস্তু ভবেদ্ গুপ্ত ইতি সিদ্ধনিরূপণম্ ॥ (রামকান্ত কবিকণ্ঠহার কৃত কুলপঞ্জিকা)

হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশপরম্পরা বালিনাছী গ্রামে বাস করিত। ভরত মল্লিক পদ্মপুত্র দেবলীদাসের বহুগুণের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাহার উল্লেখ করা হইল না। দেবলীর যথাক্রমে চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ; যথা—

যঃ পদ্মদাসস্য সুতঃ কনিষ্ঠো
ভিষঙ্মুনির্দেবলিদাসনামা।
পরং চিকিৎসাভিজনাদ্ বিনেয়োঽ-
নবদ্যবিদ্যাগুণবান্ বিনীতঃ।
চতুস্তনুজা অপি তস্য জাতা-
স্তেষগ্রজোঽভূদথ শূলপাণিঃ।

*　　*　　*

শূলপাণেঃ সুতো জাতো নাম্না ডোমনদাসকঃ।
অপরা কন্যকা গুপ্তকৌতুকায় দদাবিমাম্।
ডোমনস্য সুতৌ জাতাবুমাপতিহরী উভৌ।

চন্দ্রপ্রভা, ৩৩৪ পৃঃ

আমরা এই প্রবন্ধে দেবলী দাসের চারিপুত্র মধ্যে মাত্র শূলপাণির নাম ও তৎপুত্র ডোমনের নাম উল্লেখ করিলাম। কারণ অন্যান্য সন্তানগণের সহিত বর্ত্তমান প্রস্তাবের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। ডোমনের কনিষ্ঠ পুত্র হরি। তদ্‌বংশের পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়। যথা—

হরিদাসসুতাবেতৌ জজ্ঞাতে বিশ্ববিশ্রুতৌ।
ঈশানদাসঃ প্রথমস্তৎপরঃ পরমেশ্বরঃ।
ঈশানদাসতনয়ৌ নাকদাসবিভাকরৌ।
পুত্রৌ নায়কদাসস্য যাবিমৌ মিত্রবামনৌ।

চন্দ্রপ্রভা, ৩৩৫ পৃঃ

পদ্মদাসের বংশ পরিচয় এপর্য্যন্ত এইরূপ পাওয়া গেল ; পদ্মদাস বীজ পুরুষ, তৎপুত্র দেবলী, তৎপুত্র শূলপাণি, তৎপুত্র ডোমন, তৎপুত্র হরি, তৎপুত্র ঈশান, তৎপুত্র নাক বা নায়ক, তৎপুত্র বামন। এই আট পুরুষের পর এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

যো বামনো বামনবদ্ দ্বিতীয়ঃ
অতঃ সুতাস্তস্য বভূবুরেতে।
ত্রিবিক্রমারম্ভইব ত্রিপাদাঃ
যঃ কালিদাসোঽখিলনীতিবাসাঃ।
তস্যানুজঃ কার্ত্তিকদাসনামা
স্ববংশপঙ্কেরুহচণ্ডধামা।

চন্দ্রপ্রভা, ৩৩৬ পৃঃ

আসীৎ কার্ত্তিকদাসো যঃ সুতো বামনদাসজঃ।
লোকবিদ্ধার্ম্মিকো বিদ্বানাতিথেয়ো নরপ্রিয়ঃ ॥
চত্বারস্তনয়াস্তস্য চতুর্দ্দিক্ষিব সাগরাঃ।
কৌলীন্যরত্নসৌজন্যগাম্ভীর্য্যপরিশীলিতাঃ ॥
বিদ্যাবিদ্যাধরীহৃদ্যো গদ্যপদ্যানবদ্যধীঃ।
পরো নারায়ণো যোঽভূৎ সোঽস্তরঙ্গঃ কবীশ্বরঃ ॥
অয়ন্তু নারায়ণদাসনামা
স্ববংশচন্দ্রো সুধিশীতধামা।
বক্তা বদান্যো বহুলোকমান্যঃ
কুলেন ধন্যঃ সুজনাগ্রগণ্যঃ ॥

চন্দ্রপ্রভা, ৩৪৫ পৃঃ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পন্থবংশের কুলগৌরব ছিল। কার্ত্তিক দাসের পুত্রচতুষ্টয়ের বিশেষণে "কৌলীন্যরত্ন" এই পদটি থাকায় আমাদের সেই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। কার্ত্তিক দাসের পুত্র নারায়ণ দাসকে "কুলেন ধন্যঃ" বলিয়া লিখিত হওয়ায় তৎকাল পর্য্যন্ত যে তাঁহাদের কুল ছিল তাহা বেশ প্রতীতি হয়। বোধ হয় কোন কারণে তৎপর হইতে পন্থবংশের কুলচ্যুতি ঘটে। রাঢ়ীয় সমাজে তাঁহারা মৌলিক ভাবে এবং বঙ্গ সমাজে তাঁহারা কুলজ (মধ্যম) এবং মৌলিক এই উভয় ভাবে গৃহীত হন। বামন দাসের পুত্র কার্ত্তিক দাস, তৎপুত্র নারায়ণ দাস; এই নারায়ণ দাসের পুত্র আমাদের প্রবন্ধোক্ত ঠাকুর নরহরি সরকার। তাঁহারা তিন সহোদর ছিলেন। তাঁহাদের পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়; যথা—

অথাস্য নারায়ণদাসকস্য
খানাস্তরঙ্গস্য সুতাস্ত্রয়োঽমী।
মুকুন্দদাসঃ সুকৃতৈকবাসঃ
স রাজবৈদ্যঃ সুজনাভিলাষঃ ॥
অস্যানুজো মাধবদাসনামা
বিশ্বাসরত্নং পরমাতিথেয়ঃ।
মহাযশাঃ সর্ব্বগুণৈর্ব্বরেণ্যঃ
সুধীরধীতাখিলনীতিশাস্ত্রঃ ॥
অনয়োরনুজো নরহরিদাসঃ
কৃষ্ণপদার্চ্চন-বিহিত-বিলাসঃ।
মুনিরিব ভিষজাং মধ্যে জাতঃ
সংসারে সরকারঃ খ্যাতঃ ॥

চন্দ্রপ্রভা, ৩৫০ পৃঃ

নারায়ণ দাসের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ, মধ্যম মাধব, কনিষ্ঠ নরহরি। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও কতকগুলি কন্যাসন্ততি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। মুকুন্দ দাসের পুত্র রঘুনন্দন দাস, যথা—

সুতো মুকুন্দদাসস্য রাজবৈদ্যস্য জাতবান্।
রঘুনন্দনদাসো যঃ কৃষ্ণসেবনতৎপরঃ॥
বৈষ্ণবো জগতি খ্যাতঃ কৃষ্ণপারিষদোপমঃ।

* * * *
* * * *

রঘুনন্দন দাসস্য শ্রীকৃষ্ণস্তনয়োঽজনি।
বৈষ্ণবঃ পরমঃ শান্তো নানাগুণসমন্বিতঃ॥
পুত্রৌ শ্রীকৃষ্ণদাসস্য জজ্ঞাতে বিনয়ান্বিতৌ।
কামদেবস্তদীয়াদ্যো বংশীবদনকঃ পরঃ॥

চন্দ্রপ্রভা, ৩৫১ পৃঃ।

নারায়ণ দাসের পুত্র মুকুন্দ দাস, তৎপুত্র রঘুনন্দন, তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহার দুই পুত্র, কামদেব, ও বংশীবদন। * কামদেব এবং বংশীবদনের বংশ বৃত্তান্ত ও রঘুনন্দনের মহত্ত্বের কথা পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে। মাধব দাসের বংশে কেহ ততটা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই; এই কারণে তাঁহার বংশ-বৃত্তান্ত পরিহার করা গেল। সর্ব্ব কনিষ্ঠ নরহরি ঠাকুর আমাদের আলোচ্য বিষয়; অতএব সর্ব্বাগ্রে তাঁহার বৃত্তান্ত উল্লেখ করাই সঙ্গত বোধ করিলাম। নরহরি স্পষ্টতঃ চৈতন্যশাখাভুক্ত ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন, যথা—

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস চিরঞ্জীব সুলোচন॥
এই সব মহা শাখা চৈতন্য কৃপাধাম।
প্রেম ফুল ফল করে যাঁহা তাঁহা দান॥

আদি লীলা

---

* ৮ম বর্ষের ৭ম সংখ্যা বিষ্ণুপ্রিয়াতে লিখিত হইয়াছে, রঘুনন্দনের পুত্র কানাই ঠাকুর; তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মদন, কনিষ্ঠ বংশীবদন; বাস্তবিক এই উক্তি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ আমরা কুলপঞ্জিকা পাঠ করিয়া জানিতেছি রঘুনন্দনের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র কামদেব ও বংশীবদন এবং বংশীবদনের পুত্র বিনোদ ও কানু (কানাই)। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় রঘুনন্দনের প্রপৌত্র কানাই, পুত্র নয়।

আবার বংশীবদনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কামদেব নামের পরিবর্ত্তে মদন নাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভাবগত একত্ব থাকিলেও এইরূপ পরিবর্ত্তন সমুচিত বোধ হয় না।

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার ৮ম বর্ষের ৩০৭ পৃষ্ঠায় নারায়ণ সরকারের দুই পুত্রের নাম মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু শ্লোকাবলী পাঠ করিয়া জানিতে পাই নারায়ণের তিন পুত্র ছিল, তন্মধ্যে ১ম মুকুন্দ ২য় মাধব ৩য় নরহরি। কিন্তু মাধব দাসের নাম লেখক অবগত হইতে পারেন নাই।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে নরহরি শ্রীরাধিকার প্রিয়সখী মধুমতী ঠাকুরাণী। গৌরাঙ্গের প্রিয়তম যদি কেহ থাকেন এই দুই জন; প্রথম গদাধর, দ্বিতীয় নরহরি। রঘুনন্দন, পরম ভাগবত চিরঞ্জীব সেনের পুত্র প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ, * ও চৈতন্যমঙ্গলপ্রণেতা লোচনদাস † প্রভৃতি নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণবগণের মতে নরহরি সরকার আজীবন কুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন; ‡ এ জন্য ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রাপ্ত

---

* নরহরির শিষ্য গোবিন্দ সেন খণ্ডনিবাসী প্রসিদ্ধ কবি, জ্যোতির্ব্বিৎ ধন্বন্তরি গোত্র সম্ভূত দামোদর সেনের দৌহিত্র ছিলেন, দামোদরের কন্যা সুনন্দার সহিত আদ্য গোত্রীয় চিরঞ্জীব সেনের পরিণয় হয়, চিরঞ্জীবের দুই পুত্র রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ সেন। কবিকণ্ঠহার সাধ্য বংশের কথা একেবারে উল্লেখ করেন নাই। ভরত মল্লিক যদিও উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও অসম্পূর্ণ। এই জন্য চিরঞ্জীব সেনের বংশ পরিচয় পাইবার উপায় নাই; সিদ্ধবংশোদ্ভব বলিয়া দামোদরের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাঁহার জামাতা বলিয়া চিরঞ্জীবের নাম উল্লেখ আছে। দামোদরের সম্বন্ধে ভরত মল্লিক এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা—

দামোদরো রাজবৈদ্যঃ পরঃ কবিমহীপতিঃ।
সুধাকরঃ কবিনৃপঃ পরো জ্যোতির্ব্বিদুত্তমঃ॥
দামোদরসুতৌ জাতৌ চিরঞ্জীবসুলোচনৌ।
যৌ নীলাম্বরগুপ্তস্য কায়ুবংশস্য সুস্মুজৌ॥
দ্বিতীয়পক্ষে সঃ পুত্রো লোকানন্দ ইতীরিতঃ।
স সেনভূমিরাজস্য চন্দ্রসেনস্য স্বনুজঃ॥
তৎপক্ষে কন্যকা জাতা সা দত্তা সময়োচিতম্।
চিরঞ্জীবায় সেনায় আদ্যগোত্রকুলোদ্ভবে॥

চন্দ্রপ্রভা, ১৯৫—৯৬ পৃঃ।।

† লোচনদাস ১৪৪৫ শকে (১৫২৩ খৃঃ অব্দে) বৈদ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেন; ইহার পূর্ণ নাম ত্রিলোচন দাস; লোচন দাসের বাড়ী কোগ্রাম বর্দ্ধমানের ১৫ ক্রোশ উত্তরে—গুস্করাষ্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে। দুর্লভসার ও চৈতন্যমঙ্গলের ভূমিকায় তিনি এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন:—

বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কো গ্রামে বাস।
মাতা শুদ্ধমতি মহানন্দী তাঁর নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ নাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥
মাতৃ-কুল পিতৃ-কুল, হয় এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়া দেবী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
সর্ব্বতীর্থপূত তিঁহ তপস্যায়াতৃপ্ত॥

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৯৮ পৃষ্ঠা।

‡ বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৫৮ পৃষ্ঠা। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৭৩ পৃষ্ঠা।

হন। বাস্তবিক এই কথাটি ঠিক নয়। কুলপঞ্জিকাতে উল্লেখ আছে, নরহরি দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং যথাক্রমে চারিটি কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করে, যথা—

নরহরিদাসতনুজাশ্চত্বার এতে কুলোজ্জ্বলা জাতাঃ।
বৈতরবংশসমুদ্ভব গরুড়ধ্বজসেনকন্যকাকুক্ষৌ॥
মালঞ্চবংশজনুষে দত্তৈকা সুপ্রভাতায়।
অপরে দ্বে খানায়াং তয়োস্তু মল্লীকমাধবায়াগ্র্যা॥
অন্যা অপি যা চরমা দত্তা মল্লীকবিষ্ণুসেনায়।
অন্যা বরাহনগরে শ্রীরমাকান্তায় সেনায়॥

চন্দ্রপ্রভা ৩৫৫ পৃঃ।

উল্লিখিত কবিতা পাঠে অবগত হওয়া যায়, নরহরি সরকার বৈতরকুলসম্ভব গরুড়ধ্বজ সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তৎপক্ষে তাঁহার যথাক্রমে চারিটি কন্যা সন্ততি জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে প্রথমাকে ধন্বন্তরিগোত্রীয় মালঞ্চবাসী সুপ্রভাত সেনের সহিত, দ্বিতীয়াটিকে খানাগ্রামবাসী মাধব মল্লিকের সহিত, তৃতীয়াকে ঐ গ্রামবাসী বিষ্ণু মল্লিকের সহিত এবং চতুর্থাটিকে বরাহনগরনিবাসী রমাকান্ত সেনের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন।

কিন্তু নরহরির কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল না; এজন্য তদীয় প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রাপ্ত হন।

নরহরি চৈতন্য দেবের সমসাময়িক লোক ছিলেন। রথযাত্রা উপলক্ষে তিনি প্রতি বর্ষে জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠে এই সমস্ত বিষয় জানা যায়। যথা—

নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী।
শিবানন্দ সঙ্গে মিলিলা সবে আসি॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ।
সবা লঞা কৈলা প্রভু গুণ্ডিকা মার্জ্জন॥

চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা।

চৈতন্যদেব একদা সাত দলে বিভক্ত হইয়া পুরীতে মহা সঙ্কীর্ত্তন করেন, তন্মধ্যে নরহরি সরকার খণ্ডদলের নেতা, এবং রঘুনন্দন ঐ দলের নর্ত্তক ছিলেন। যথা—

খণ্ডসম্প্রদায়ে করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাহে শ্রীরঘুনন্দন॥
জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পাশে দুই পাশে এক সম্প্রদায়॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইলা পাগল॥

চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য লীলা

সুপ্রসিদ্ধ পন্থদাস-বংশে নরহরির জন্ম হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বালিনাছি গ্রামে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করিতেন। কিন্তু যখন খণ্ডগ্রাম বহু বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হইয়া এক প্রধান সমাজ রূপে পরিগণিত হইল, তখন ভিন্ন ভিন্ন সমাজ হইতে কুটুম্বিতাদি সূত্রে শ্রেষ্ঠ বংশ হইতেও অনেকে আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ বালিনাছিবাসী পন্থদাসবংশ হইতেও অনেক লোক আসিয়া খণ্ডগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। এই জন্য খণ্ডগ্রাম নরহরির পিতা পিতামহাদিরও বাসস্থান হইয়া পড়ে। পরে বৈষ্ণব সাধকগণের প্রাদুর্ভাবে ঐ স্থান শ্রীখণ্ড নাম ধারণ করিয়া বৈষ্ণববৃন্দের তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। নরহরি সরকার ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে চান্দ্র কার্ত্তিক দ্বাদশী তিথিতে লোকান্তরিত হন। খণ্ডগ্রামে প্রতি বৎসর ঐ তিথিতে, তাঁহার স্মরণার্থ মেলা হইয়া থাকে।

"পদকল্পতরু" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে নরহরি সরকার কৃত বহুল পদাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুধী পণ্ডিতমণ্ডলী পর্য্যন্ত উহার মধুরাস্বাদনে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। আমরা কেবল তাহার বংশ কীর্ত্তন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। এ জন্য তৎকৃত পদাবলী এ স্থলে অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। দুইটি কবিতা মাত্র নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

প্রথম গৌরস্তোত্র।

তথা রাগ।

দেখ শচীনন্দন, জগত জীবন ধন,
অনুক্ষণ প্রেমধন জগমন যাচে।
ভাবে বিভোর রব, গৌরতনু পুলকিত,
সঘনে বোলাঞা হরি গোরা পহুঁ নাচে॥
সব অবতার সার গোরা অবতার।
হেমবরণ জিনি, নিরুপম তনুখানি
অরুণ নয়নে বহে প্রেমক ধার॥ ধ্রু॥
বৃন্দাবন গুণ শুনি, লুঠত সে দ্বিজমণি
ভাব-ভরে গর গর পহুঁ মোর হাসে।
কাশীশ্বর অভিরাম, পণ্ডিত পুরুষোত্তম
গুণ গান কর তহিঁ নরহরি দাসে॥

পদকল্পতরু ৪ শাখা ১৭ পল্লব ৪০৩ শ্লোক।

ভাটিয়ারি।

ত্রিভুবন মনোহর, শচীর নন্দন মোর
নদীয়া নগরে যার বাস।
সকল সম্পদ হারি, সন্ন্যাস গ্রহণ করি
নীলাচলে জগন্নাথ পাশ॥

যে চাচর কেশ দেখি, মোহ যায় রতিপতি
মুণ্ডন করিলা হেন কেশ।
কনক অঙ্গদ বালা, মণি মুকুতার মালা
তেয়াগিয়া সে মোহন বেশ॥
জীবে হৈয়া দয়াবান, সভে দিয়া হরি নাম,
পরম পাতকী উদ্ধারয়ে।
দেবের দুর্লভ যে, লক্ষ্মী আদি বাঞ্ছে যে,
সে প্রেম পতিতে বিতরয়ে॥
সকল ভকত সঙ্গে, সংকীর্ত্তন মহারঙ্গে,
বিহার করয়ে সিন্ধু তীরে।
স্বরূপ রামানন্দ, গোবিন্দ পরমানন্দ,
মিলিলা সকল সহচরে॥
কহে দাস নরহরি, আমার গৌরহরি,
রাধার পিরীতে হৈল হেন।
এমন প্রেমের বন্যা, জগত হইল ধন্যা,
বঞ্চিত হইনু মুই কেন॥

পদকল্পতরু ৪ শাখা ২১ পল্লব ৫৮০ শ্লোক।

পদকল্পতরু গ্রন্থে, সরকার মহোদয় প্রণীত কতকগুলি পদ সংগৃহীত হইয়াছে; আমরা তন্মধ্য হইতে মাত্র দুইটী কবিতা নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম। আশা রহিল ভবিষ্যতে ঠাকুর সরকারের সম্যক পদাবলী সংগ্রহ করিয়া পাঠক মহোদয়গণকে উপহার প্রদান করিব। নরহরি সরকার যে কিরূপ প্রেমিক ও গৌরপরায়ণ ছিলেন, তাহা তৎকৃত পদাবলী পাঠ করিলেই স্পষ্ট অনুভূতি হয়। ভক্তির কথা, সরস পদাবলীর সহিত বিরচিত হওয়ায়, উহা মধুর হইতে মধুরতর হইয়াছে।

বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু নরহরি কৃত "নামামৃত সমুদ্র" নামে একখানা গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন, উহাতে ২৯০ টী শ্লোক আছে। গ্রন্থ পরিসমাপ্তি কালের পরিচয় এইরূপ জানা যায়, যথা—

সবে মোর প্রভু মুই সবাকার দাস।
করুণা করিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ॥
আর কি বলিব গৌর প্রিয় পরিবার।
নরহরি অনাথের কেহ নাহি আর॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে ভক্তগণের মহিমা বর্ণন স্থলে ঠাকুর নরহরি সরকার সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

ভূখণ্ডমণ্ডল মাঝে, তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে,
মধুমতী যাহে পরকাশ।

ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে, বিলসয় রাত্রি দিনে
নাম ধরে নরহরি দাস ॥
শ্রীরাধিকার সহচরী, রূপে গুণে আগোরি
মধুর মাধুরী অনুপাম।
অবনীতে অবতরি, পুরুষ আকৃতি ধরি
পূর্ণ কৈল চৈতন্যের কাম ॥
মধুমতী মধু দানে, ভাসাইলা ত্রিভুবনে
মত্ত কৈল গৌরাঙ্গ নাগর।
মাতিল নিত্যানন্দ, আর সব ভক্তবৃন্দ
বেদ বিধি পড়িল ফাঁপর ॥
যোগ পথ করে নাশ, ভকতির পরকাশ
করিল মুকুন্দ সহোদর।
জাগিয়া শেখর রায়, বিকাইল রাঙ্গা পায়
শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর ॥

পদকল্পতরু ২৫ পল্লব ৭১২ শ্লোক।

এখন রঘুনন্দনের কথা বলা যাইতেছে। তিনি খুল্লতাতের শিষ্য ও ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তদনুবর্ত্তী ছিলেন। যথায় নরহরি তথায় রঘুনন্দনকে দেখা যায়। এই মহাত্মা রঘুনন্দনকে চৈতন্যদেব স্বহস্তে সমুদয় বৈষ্ণবগণ সমক্ষে মাল্য চন্দন পরাইয়া দিয়াছিলেন। রঘুকে বৈষ্ণবেরা মহাপ্রভুর পুত্র তুল্য বিবেচনা করিতেন। সাধারণের ধারণা ছিল যে তিনি কৃষ্ণাবতারে তৎপুত্র প্রদ্যুম্ন ছিলেন। পরে গৌরলীলাতে রঘুনন্দন রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। রঘু এরূপ ক্ষমতাশালী ও চৈতন্যের অনুগৃহীত ছিলেন যে, অভিরাম গোস্বামী শ্রীখণ্ড যাইয়া তৎসহ সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমরা পদকল্পতরু হইতে সেই অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

প্রকট শ্রীখণ্ড বাস, নাম শ্রীমুকুন্দ দাস,
ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি।
গেলা কোন কার্য্যান্তরে, সেবা করিবার তরে,
শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি আনি ॥
ঘরে আছে কৃষ্ণ সেবা, যত্ন করি খাওয়াইবা,
এত বলি মুকুন্দ চলিলা।
পিতার আদেশ পাঞা, সেবার সামগ্রী লৈয়া,
গোপীনাথের সম্মুখে আইলা ॥
শ্রীরঘুনন্দন অতি, বয়ঃক্রম শিশুমতি,
খাও বলে কান্দিতে কান্দিতে।
কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে, না রাখিয়া অবশেষে,
সকল খাইলা অলক্ষিতে ॥

আসিয়া মুকুন্দ দাস, কহে বালকের পাশ,
প্রসাদ নৈবেদ্য আন দেখি।
শিশু কহে বাপু শুন, সকলি খাইলা পুনঃ,
অবশেষ কিছুই না রাখি॥
শুনি অপরূপ হেন, বিস্মিত হৃদয়ে পুনঃ,
আর দিন বালকে কহিয়া।
সেবা অনুমতি দিয়া, বাড়ীর বাহির হইয়া,
পুনঃ আসি রহে লুকাইয়া॥
শ্রীরঘুনন্দন অতি, হই হরষিত মতি,
গোপীনাথে লাড়ু দিয়া করে।
খাও খাও বোলেন, অৰ্দ্ধেক খাইতে হেন,
সময়ে মুকুন্দ দেখি দ্বারে॥
দেখাইল রহে তেন, আর না খাইল পুনঃ,
দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর।
নন্দন করিয়া কোলে, গদ গদ স্বরে বলে,
নয়নে বরিখে ঘন লোর॥
অদ্যাপি শ্রীখণ্ড পুরে, অর্দ্ধ লাড়ু আছে করে,
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্ন মদন যেই, শ্রীরঘুনন্দন সেই,
এ উদ্ধব দাস রস ভণে॥

পদকল্পতরু ৪ শাখা ২৫ পল্লব ১১৪ শ্লোক।

রঘুনন্দনের এই মহিমার কথা প্রচারিত হইলে অভিরাম গোস্বামী, রঘুনন্দনকে দেখিবার জন্য শ্রীখণ্ড যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কোন ঘটনাবশতঃ মুকুন্দ * তৎসহ পুত্রকে দেখা

* রঘুনন্দনের পিতা, নরহরি সরকারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ দাস, নবাব হুসেন খাঁর সমসাময়িক এবং তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেন। বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন মুকুন্দ দাস মহাপ্রভুর বড় ভক্ত ছিলেন। বিবাহ করিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। পরে চৈতন্য দেবের আদেশে দারপরিগ্রহ করেন। কিন্তু একটী পুত্রের অধিক সন্ততি না হইবার বরপ্রার্থী হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বরে এক মাত্র পুত্র রঘুনন্দন জন্মগ্রহণ করেন। বাস্তবিক একথাটিও সম্পূর্ণ ভুল; কারণ রঘুনন্দন ভিন্ন তাঁহার আরও তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যথা—

সুতো মুকুন্দদাসস্য রাজবৈদ্যস্য জাতবান্।
রঘুনন্দনদাসো যঃ কৃষ্ণসেবনতৎপরঃ॥
বৈষ্ণবো জগতি খ্যাতঃ কৃষ্ণপারিষদোপমঃ।
মালঞ্চকুলসম্ভূতকন্দর্পখানসূনুজঃ॥
অপরাঃ কন্যকাস্তিস্রো জাতা দত্তাঃ কুলোচিতম্।
পূর্ব্বা কেশবসেনায় খানকীয়কুলোদ্ভবে॥
মধুসূদনসেনায় পরা মালঞ্চসন্ততৌ।
বলভদ্রায় সেনায় মালঞ্চায় কনীয়সী॥

করিতে দিলেন না। কিন্তু স্বামীজীর আশা পূর্ণ করিতে রঘুনন্দন কুণ্ঠিত না হইয়া পিতার অগোচরে তৎসহ যাইয়া সাক্ষাৎ করিলেন। যথা—

পূর্ব্বে শ্রীদাম, এবে অভিরাম, মহাতেজঃপুঞ্জরাশি।
বাঁশী বাজাইতে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে, শ্রীখণ্ড গ্রামেতে আসি॥
দেখিয়া মুকুন্দে, কহয়ে সানন্দে, কোথায়ে রঘুনন্দন।
তাহারে দেখিতে, আইলাম এথাতে, আসি দেও দরশন॥
শুনি ভয় পাঞা, রাখে লুকাইয়া, গৃহেতে দুয়ার দিয়া।
তেহোঁ নাহি ঘরে, বলি স্তুতি করে, অভিরামে গেলা না দেখিয়া॥
বড়ডাঙ্গি নামে, স্থান নিরজনে, নৈরাশ হইয়া বসি।
বুঝি তার মন, শ্রীরঘুনন্দন, অলক্ষিতে মিলে আসি॥
দেখিয়া তাহারে, দণ্ডবত করে, দুই চারি পাঁচ সাতে।
শ্রীরঘুনন্দনে, করি আলিঙ্গনে, আনন্দ আবেশে মাতে॥
তবে দুহুঁ মেলি, নাচে কুতুহলী, নিজপহুঁ গুণ গাইয়া।
চরণ ঝারিতে, নূপুর পড়িল, আকাই হাটেতে যাঞা॥
অভিরাম সনে, শ্রীরঘুনন্দনে, মিলন হইল শুনি।
সঘনে মুকুন্দ, হই নিরানন্দ, কান্দে শিরে কর হানি॥
পত্নীর সহিতে, বিষাদিত চিতে, আইলা দোঁহার পাশ।
দুহুঁ নৃত্য গীত, দেখি হরষিত, ভনয়ে উদ্ধবদাস॥

পদকল্পতরু ৪ শাখা ২৫ পল্লব ১১৪ শ্লোক

যে মাল্যচন্দন চৈতন্য হইতে রঘু প্রাপ্ত হন, তাহা আজিও বৈষ্ণবেরা সমস্ত মোহন্ত গোস্বামিগণের সমক্ষে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার বংশধরদিগকেই প্রদান করিয়া থাকেন। নরহরি ঠাকুর ও রঘুনন্দন ঠাকুর অবধি তদ্বংশীয় ঠাকুর মহাশয়েরা অদ্য পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মণ হইতে অন্যান্য অনেক হিন্দুদিগকে গৌর মন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়া আসিতেছেন। "রসকল্পবল্লী" প্রণেতা রামগোপাল ও "গোবিন্দ-লীলামৃত" রচয়িতা মদন চৌধুরীর প্রপিতামহ চক্রপাণি, এবং চক্রপাণির কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহানন্দ, রঘুনন্দন ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। রঘুনন্দনের পরবর্ত্তী ষষ্ঠস্থানীয় শচীনন্দন ঠাকুর; রামগোপালের পুত্র পীতাম্বর এই শচীনন্দন ঠাকুরের শিষ্য বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। পীতাম্বরকৃত "রসমঞ্জরী" গ্রন্থ হইতে উহা উদ্ধৃত করা গেল, যথা,—"শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার। শ্রীখণ্ড মহাস্থান বসতি যাঁহার॥" কাশীমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী ও তাঁহার শ্বশুর কুলের কুলগুরু এই রঘুনন্দন ঠাকুরের বংশধরগণ।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকাবলী পাঠ করিয়া জানা গিয়াছে, রঘুনন্দনের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, তৎপুত্র কামদেব ও বংশীবদন। তৎসম্বন্ধে এইরূপ জানা যায়, যথা—

যঃ কামদেবোঽজনি কামদেবো
যথাখিলপ্রাণিমনঃপ্রমোদী।

দধৌ হি কৃষ্ণপ্রিয়তাং নিতান্তং
মনোরমং রূপমপি প্রসিদ্ধম্ ॥
অদ্যাপি লোকৈরথ রায়ঠাকুরঃ
স বৈষ্ণবত্বেন জগৎপ্রতিষ্ঠিতঃ।
দয়ালুতাক্রান্তমনা মুরদ্বিষো
দদৌ চ মন্ত্রং নিখিলাসু জাতিষু ॥

অমুষ্য যোষিদ্দ্বিতয়ে বভূবুঃ পঞ্চাত্মজাঃ সৎকুলশীলভাজঃ।
তেষ্বগ্রজোঽভূদ্ ভগবানদাসঃ কারুণ্যসিন্ধুঃ সুজনৈকবন্ধুঃ ॥
দ্বিতীয়পক্ষে তনয়া বভূবুশ্চত্বার এতেঽচ্যুতভক্তিযুক্তাঃ।
পূর্ব্বঞ্চ তত্রাজনি রামচন্দ্রস্ততোঽনু গোপীজনবল্লভোঽভূৎ ॥
ততোঽনু বৃন্দাবননামধেয় স্ততোঽম্বনস্তোঽমিতকীর্ত্তয়স্তে।
জাতাঃ সুতাঃ শ্রীভগবানঠাকুরাৎ ত্রয়ঃ সুশীলা হরিভক্তিশালিনঃ ॥
তত্রাদিজঃ শ্রীরতিকান্তঠাকুরঃ শ্রীবল্লভোঽভূদনু বিশ্ববল্লভঃ।
ততো ঘনশ্যাম উদারচেষ্টঃ সৎকীর্ত্তিভাজো গুণিনশ্চ সর্ব্বে ॥
ত্রয়স্তনুজা রতিঠক্কুরস্য শ্রীকৃষ্ণপাদার্চ্চনদত্তচিত্তাঃ ॥
আদ্যঃ (শ্রী) শচীনন্দনদাসসংজ্ঞো বিজ্ঞাতনানাবিধভক্তিশাস্ত্রঃ ॥
শ্রীপ্রাণবল্লভইতোঽস্বভবদ্বিনীতো বিখ্যাতকীর্ত্তিরতিপূতচরিত্র এষঃ।
অস্যানুজঃ সুচরিতঃ পরমাতিথেয়ো বিদ্বানভূৎ প্রিয়বচা অপি যাদবেন্দ্রঃ।
শচীনন্দনদাসস্য তনয়ৌ দ্বৌ বভূবতুঃ। আদ্যো মনোহরো দাসঃ সাধুশীলো মনোহরঃ ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণদাসোঽন্যো বিনয়েন বিভূষিতঃ। যাদবেন্দ্রস্য দাসস্য তনয়ঃ শ্যামসুন্দরঃ ॥

চন্দ্রপ্রভা ৩৫১—৩৫২ পৃষ্ঠা।

অথাস্য বংশীবদনস্য পুত্রৌ জাতৌ বিনোদঃ প্রথমোঽথ কালুঃ।
বিনোদদাসস্য চ ঠক্কুরস্য জাতৌ সুতৌ কেশবভক্তিযুক্তৌ ॥
প্রসাদদাসঃ প্রথমো বভূব ততোঽভবৎ শ্রীহরিরামদাসঃ।
প্রসাদঠক্কুরস্যৈতে জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ। প্রথমঃ পরমানন্দঃ কেশবঃ কৃষ্ণরামকঃ ॥
হরিরামঠক্কুরস্যাভূন্মণিরামাভিধঃ সুতঃ। পুত্রঃ কালুঠক্কুরস্য কিশোরদাসঠক্কুরঃ ॥

চন্দ্রপ্রভা ৩৫৩—৩৫৪ পৃষ্ঠা।

মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক-কৃত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থ পাঠ করিলে আরও চারিপুরুষের নাম কামদেব ও বংশীবদনের পর পুরুষে দৃষ্ট হয়; তাঁহারা সকলেই মল্লিক মহোদয়ের সম সাময়িক ছিলেন। বাহুল্য ভয়ে আমরা আর তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া পাঠক মহোদয় গণের বিরক্তিভাজন হইতে ইচ্ছা করি না।

দেখা গেল পদ্মদাস হইতে নরহরি সরকার ঠাকুর একাদশ পুরুষ। নরহরি সরকার

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। চৈতন্য ১৪০৭ শকে (খৃঃ ১৪৮৫) নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব নরহরি খৃঃ ১৪৮৫ বা তাহার অব্যবহিত পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পদ্মদাস তাঁহার দশ পুরুষের ঊর্দ্ধতন লোক। অতএব প্রচলিত হিসাব অনুসারে প্রতিপুরুষ ৩০ বৎসর ধরিলেও তিন শত বৎসর হয়। এই হিসাবে পদ্মদাস ১১৮৫ খৃঃ মুসলমান রাজত্ব সংস্থাপনের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন এবং তৎকালীন গৌড়াধিপতি সেনরাজবংশীয়দের অধীন থাকিয়াই তিনি যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। এজন্য তাঁহার ব্যাখ্যাস্থলে "সংগ্রামদক্ষো হতবৈরিপক্ষো, গৌড়েশসেবার্জ্জিতপৌরুষশ্রীঃ" এই কথাগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে। বৈদ্যবংশীয় এই দাতা, বিনীত পুরুষের নাম ও বংশবৃত্তান্ত তাঁহাদের কুল পঞ্জিকায় ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এই বংশেই বহুতর ভগবদ্ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভরত মল্লিক ১৫৯৭ শকের (১৬৭৫ খৃঃ অঃ) সমসাময়িক লোক, এবং তৎকালে পদ্মদাস হইতে অষ্টাদশ পুরুষে অর্থাৎ মুকুন্দ দাসের অধস্তন পুরুষে রাধাকৃষ্ণ, তুলসীরাম, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি মহাত্মারা বর্ত্তমান থাকায় মল্লিক মহোদয় তাঁহাদের নাম স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রস্তাবে ১১৮৫ খৃঃ অঃ হইতে ১৬৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ শত বৎসরব্যাপী দীর্ঘকালের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা গেল। আমরা যেমন এই মাননীয় বংশের অষ্টাদশ পুরুষের, বিশেষতঃ প্রথিতনামা নরহরি সরকার ঠাকুর ও রঘুনন্দন ঠাকুরের বংশবৃত্তান্ত সংগ্রহ, তথা বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে দুইটি মহাপুরুষের জীবনের সামান্য ঘটনা উল্লেখ করিয়া সভ্যগণের আনন্দবর্দ্ধনের প্রয়াস পাইয়াছি, তেমনি শেষ হিন্দু রাজগণের সময় হইতে আরঙ্গীব বাদসাহের সমসাময়িক এই মাননীয় বংশের ধারাবাহিক বংশাবলী ও কার্য্যবিবরণ উল্লেখ করিয়া ইতিহাসানুসন্ধানকারিগণের কৌতূহল কথঞ্চিৎ নিবারণ করিতেও চেষ্টা পাইয়াছি।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

(চিকিৎসা-বিজ্ঞান।)

মাননীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট কিছুদিন হইল আমি একখানি পুস্তক দেখিবার জন্য লইয়াছিলাম। পুস্তকখানি তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পত্তি। পুস্তকের

টাইটেল পেজে ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্বাক্ষর রহিয়াছে। পুস্তকখানির নাম A Vocabulary of the Names of the various parts of the Human Body and of Medical and Technical Terms in English, Arabic, Persian, Hindee and Sanscrit for the use of the Members of the Medical Department in India. গ্রন্থের সঙ্কলন কর্ত্তা Peter Breton, Surgeon in the Service of the Hon'ble East India Company and Superintendent of the Native Medical Institution. পুস্তকখানি ১৮২৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট লিথোগ্রাফিক যন্ত্রে মুদ্রিত। তদানীন্তন মেডিকাল বোর্ডের সভাপতি ও মেম্বরগণকে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হইয়াছে।

স্থানীয় ইংরাজ ও দেশীয় চিকিৎসকগণের সাহায্যের জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানঘটিত বিবিধ পারিভাষিক শব্দের তালিকা গ্রন্থমধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছে। পাঁচটি কলমে পারিভাষিক শব্দগুলি সজ্জিত হইয়াছে। প্রথমে ইংরাজী শব্দ, তৎপরে আরবী, পারসী, হিন্দী ও সংস্কৃত প্রতিশব্দ পর পর সাজান আছে। পুস্তকখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত; প্রথম ভাগে সমগ্র তালিকা ইংরাজী হরপে, দ্বিতীয় ভাগে নাগর অক্ষরে ও তৃতীয় ভাগে পারসী অক্ষরে লিথোগ্রাফে মুদ্রিত। সংস্কৃত শব্দ সঙ্কলনের জন্য সংগ্রহকার নিম্নলিখিত কয়খানি গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন।

Wilson's Sanscrit Dictionary.

Chikitsa. Practice of Physic.

Soosrut.

Nidaun, Pathology.

Bhao Prikash, Revealor of Thoughts.

সঙ্কলনকর্ত্তা পরিভাষা সঙ্কলনের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন, ও গ্রন্থকে যথাসাধ্য সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সঙ্কলনের পর চিকিৎসা বিদ্যার যে পরিমাণ উন্নতি ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এত নূতন নূতন শব্দ বিজ্ঞানশাস্ত্রে স্থান লাভ করিয়াছে, ও পুরাতন শব্দের অর্থ বিকার ঘটিয়াছে, যে এই তালিকা একালের পক্ষে নিতান্তই অসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই। তথাপি এত বড় বিস্তৃত পরিভাষা আর কোথাও সঙ্কলিত দেখি নাই। একালেও চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর ও চিকিৎসা-গ্রন্থ-লেখকগণের কাজে আসিবে বিবেচনায় ইংরাজী পারিভাষিক শব্দগুলি ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দগুলি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথাদৃষ্ট উদ্ধৃত হইল, কোনরূপ সংশোধন করিলাম না।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতির সম্পাদক।

Parts of the Body.

Body	গাত্র, দেহ, শরীর
Skeleton	অস্থিপঞ্জর
Member	অঙ্গ, অবয়ব
Joint	গ্রন্থি, সন্ধি
Bone	অস্থি
Marrow	মজ্জা, মজ্জন্
Cartilage / Gristle	কুর্চ্চা
Sinew / Tendon	শিরা
Ligament	সন্ধিবন্ধন
Nerve	—
Gland	পিণ্ড
Secretion	রস
Membrane	সূক্ষ্ম ত্বক্
Blood vessel	রক্তবাহিনী
Vein	শিরা
Artery	বায়ুবাহিনী, ধমনী
Pulse	নাড়ী
Excretory Duct	স্রোতপথ
Flesh	মাংস
Muscle	মাংসপেশী, স্নায়ু
Fibre	রজ্জু
Skin	ত্বক্
Pore	রোমকূপ
Sweat	স্বেদ
Hair	কেশ
Head	শিরস্
Skull	খর্পর
Suture	সেবনী
Brain	মস্তুলুঙ্গ
Forehead	ভাল, ললাট
Eyebrow	ভ্রূ
Eyelid	বর্ত্ম
Eyelash	পক্ষ্ম
Eye	নয়ন, নেত্র, অ[illegible]
Inner Canthus	—
Outer Canthus	অপাঙ্গ
Pupil of the Eye	কনীনিকা
White of the Eye	নেত্র শ্বেতভাগ
Socket of the Eye	অক্ষিকোষ
Tear	অশ্রু
Rheum of the Eye	নেত্র মল
Temple	শঙ্খ
Ear	কর্ণ, শ্রবণ
Tip of the Ear	কর্ণপালী
Earwax	কর্ণমল
Nose	নাসা, নাসিকা
Nostril	নাসারন্ধ্র
Mucus of the Nose	নাসিকামল
Face	আনন
Cheek	কপোল
Lip	ওষ্ঠ
Mouth	মুখ
Saliva	দ্রাবিকা, নিষ্ঠীব
Jaw	হনু
Upper Jaw	ঊর্দ্ধ হনু
Lower Jaw	অধোহনু
Gum	দন্তবেষ্ট
Alveoli	দন্তমূল
Tooth	দন্ত, দশন, রদন
Tongue	রসনা, জিহ্বা

Beard	শ্মশ্রু
Chin	চিবুক
Neck	গ্রীবা
Nape of the Neck	অবটু
Shoulder	স্কন্ধ
Clavicle	জত্রু
Arm	বাহু
Upper Arm	ভুজ, প্রগণ্ড
Lower Arm	প্রকোষ্ঠ
Armpit	কক্ষ
Elbow	কফোনি
Wrist	মণিবন্ধ
Hand	হস্ত, কর
Right Hand	দক্ষিণ হস্ত
Left Hand	বাম হস্ত
Palm of the Hand	হস্ততল
Back of the Hand	হস্তপৃষ্ঠ
Fist	মুষ্টি
Finger	অঙ্গুলি
Thumb	অঙ্গুষ্ঠ
Fore Finger	তর্জ্জনী
Middle Finger	মধ্যমা
Ring Finger	অনামিকা
Little Finger	কনিষ্ঠিকা
Tip of the Finger	অঙ্গুল্যাগ্র
Knuckle	অঙ্গুলিসন্ধি
Nail	নখ
Throat	কণ্ঠ
Palate	তালু
Tonsil	—
Uvula	প্রতিজিহ্বা
Phlegm	কফ
Wind pipe / Trachea	কণ্ঠ, ঘণ্টিকা
Lungs	ফুস্‌ফুস
Breath	শ্বাস
Heart	হৃদ্‌
Pericardium	হৃদাশয়
Blood	রক্ত
Diaphragm	—
Peritoneum	—
Liver	যকৃৎ
Gallbladder	পিত্তাশয়
Bile	পিত্ত
Spleen	প্লীহা
Oesophagus / Gullet	গল
Stomach	পক্বাশয়
Chyme	—
Chyle	ধাতুপ
Fat	মেদ, মেধস্‌
Intestine	অন্ত্র
Excrement	বিষ্ঠা
Humour	রস
Bladder	ক্লোম
Urine	মূত্র
Womb	গর্ভাধান, গর্ভস্থান, কুক্ষি
Menses	আর্ত্তব
Foetus	গর্ভ, ভ্রূণ
Placenta	পোত্রী
Navelstring	নাল
Back	পৃষ্ঠ

Backbone / Spine	পৃষ্ঠবংশ
Chest	উরস্
Breast	উরোজ, কুচ
Nipple	চুচুক
Milk	পয়ঃ
Side	পার্শ্ব
Rib	পার্শ্বাস্থি
Loins	কটি
Belly	উদর
Navel	নাভি
Hip	কট
Buttocks	প্রোথ
Penis	লিঙ্গ, শিশ্ন
Urethra	মূত্রদ্বার, মূত্রপ্রবাহিণী
Scrotum	অণ্ডকোষ
Testicle	অণ্ড
Groin	বঙ্ক্ষণ
Thigh	সক্‌থি
Knee	জানু
Kneepan	নলকিনী
Leg	জঙ্ঘা
Calf of the Leg	পিণ্ডলী
Tendo Achilles	পিণ্ডলী শিরা
Ankle	ঘুণ্টক, ঘুণ্টিকা, গুল্ফ
Instep	পিচণ্ডিকা
Foot	পাদ
Toe	পাদাঙ্গুলি
Great Toe	পাদাঙ্গুষ্ঠ
Heel	পাদমূল, পার্ষ্ণি
Sole of the Foot	পাদতল

Accidents of the Body.

Grey Hair	শ্বেতকেশ, পলিত
Curling Hair	কুটিল কেশ
Baldness	চন্দিল
Scurf	দারুণক
Blindness	দৃষ্টিলুপ্ত, অন্ধত্ব
Squinting	বক্র দৃষ্টি
Deafness	বধিরত্ব
Stammering	স্খলিতবাক্
Dumbness	মূকত্ব
Slenderness	সুকুমারত্ব
Fatness	স্থূলত্ব, তুন্দিলত্ব
Leanness	দুর্ব্বলত্ব
Soundness	অরোগতা
Tallness	দীর্ঘতা
Lowness	খর্ব্বতা, লঘুত্ব
Humpback	কুব্জতা
Lameness	খঞ্জতা
Sleep	নিদ্রা
Dream	স্বপ্ন
Watching	জাগরণ
Digestion	জীর্ণ, পচন, পাক
Hunger	ক্ষুধা
Thirst	পিপাসা, তৃষ্ণা
Voice	স্বন, শব্দ
Speech	বচন, বাক্
Wrinkle	বলী
Wart	মাংসবৃদ্ধি
Sneezing	ছিক্কা
Tingling sensation felt when a limb is asleep	ঝিঞ্ঝিনী

Pregnancy	গর্ভাধান
Childhood	বালত্ব
Adolescence	যুবত্ব
Old age	বৃদ্ধত্ব
Yawning	জৃম্ভা
Stretching of the Limbs	অঙ্গমোটন

Diseases.

Sickness	রোগ, আময়
Pain	ব্যথা
Symptom	লক্ষণ
Diagnosis	—
Inflammation	দাহ
Weakness	নির্ব্বলতা, বলহীনত্ব বলক্ষয়
Bruise	ঘাত
Wound	ব্রণ
Sore	ক্ষত
Swelling	শ্বপথু, সোথ
Boil	স্ফোট, স্ফোটক
Throbbing of a boil	স্ফোট, স্ফুরণ
Empyema	বিদ্রধি
Pus Matter	পূয
Granulation	মাংসাঙ্কুর
Healing of a Wound	ব্রণপূর্ত্তি
Scab	পর্প্পটী
Scar	কিণ, ব্রণচিহ্ন
Pimple	পামা

Prickly Heat	ক্ষুদ্র স্ফোট
Itch	পামা, কণ্ডূতি
Pustule	বটী
Blister	স্ফোট
Small Pox	মসূরিকা, বাসন্তিকা
Measles	পনসিকা
Pox Lues	উপদংশ
Chancre	শিশ্ন বিস্ফোট
Bubo	বিস্ফোট
Gangrene	অজীব
Fistula	নাড়ীব্রণ
Leprosy	কুষ্ঠ
Elephantiasis	শ্লীপদ
Gout	গৃধ্রসী
Rheumatism	বাত, গ্রন্থিবাত
Acute Rheumatism	বাতরক্ত, বায়ু
Dislocation Laxation	গ্রন্থিবিশ্লেষ
Fracture	অস্থিভঙ্গ
Ringworm	চকাবী, দদ্রু
Guinea worm	জলসূত্র
Maggots	কৃমি
Plague	মহামারী
Sudden Death	অকাল মৃত্যু
Fever	জ্বর
Ardent Fever	সতত জ্বর
Delirium	রোগপ্রলাপ
Horripilation	রোমাঞ্চ
Hectic Fever	জ্বরক্ষয়ী
Intermittent	একান্তর

Ague	শীতজ্বর
Quotidian	আহ্নিক জ্বর
Tertian	তৃতীয় জ্বর
Quartan	চাতুর্থিক জ্বর
Accession of Fever	জ্বরাগম
Paroxysm	জ্বরকাল
Crisis	জ্বরমুক্তি
Headache	শিরোরুজ
Hemicrania	অর্দ্ধকপালী
Vertigo	ভ্রমণী
Lethargy	নিদ্রালু
Madness	উন্মাদ
Epilepsy	অপস্মার
Apoplexy	অঙ্গবিকৃতি
Stroke of the Sun	সূর্য্যকিরণ
Palsy	শীতাঙ্গ
Hemiplegia	অর্দ্ধাঙ্গ
Distortion of the Face	অর্দ্দিত
Stroke of the Wind	বাতাঘাত
Nightmare	দুঃস্বপ্ন
Tetanas	ধনুষ্টঙ্কার, ধনুস্তম্ভ
Emprosthotonos	অন্তরায়াম
Episthotonos	বাহ্যায়াম
Trismus / Locked-jaw	দন্তলগ্ন
Spasm	অঙ্গগ্রহ
Torpor	নিঃসংজ্ঞ
Numbness	শূন্য
Hydrocephalus	শিরোগত জল
Cold / Catarrh	প্রতিশ্যায়

Scald Head	অরুংষিকা
Ophthalmia	অর্বুদ
Sty in the Eye	গুহাঞ্জনী
Film	পুষ্প
Pterygion / Hair in the Eye	লোহিতার্ম
Cataract	মৌক্তিক বিন্দু
Gutta Serena / Amaurosis	তিমির, কজ্জলবিন্দু / কাচ
Nyctalopia / Night blindness	রাত্র্যন্ধ
Dysopia Luminis / Day-blindness	দিনান্ধ
Lippitudo / Blear-eyedness	ক্লিন্নাক্ষ
Polypus of the Nose	নাসিকার্শ
Bleeding of the Nose	নক্সীর (?)
Tothache	দন্তপীড়া
Gumboil	দ্বিজব্রণ
Harelip	খণ্ডোষ্ঠত্ব
Hoarseness	স্বরভেদ
Sorethroat	গলপীড়া
Thrush	—
Bronchocele / Goitre	গলগণ্ড
Scrofula	কণ্ঠমালা
Plethora	অতিরক্ত
Haemorrhage	রক্তপ্রবাহ
Asthma	শ্বাস, কাশশ্বাস
Consumption	ক্ষয়
Cough	কাশ

Palpitation	হৃৎকম্পন
Fainting	মূর্চ্ছা
Pleurisy	পার্শ্বশূল
Liver	যকৃৎপীড়া
Obstruction of the Liver	যকৃৎ বিবন্ধ
Jaundice	কামলা, কমলবন্ধ, পাণ্ডুরোগ
Spleen	প্লীহোদর
Anasarca	জলোত্তরণ
Dropsy	জলোদর
Hydrothorax	উরোগতজল
Diarrhoea / Looseness	অতিসার
Dysentery / Bloody Flux	রক্তাতিসার
Tenesmus	শূল
Costiveness	অনাহ, কোষ্ঠ বন্ধ
Indigestion	অজীর্ণ
Eructation	বায়ূদগার
Vomiting	বমন, ছর্দ্দি
Borborygmi	আধ্মাত
Cholera Morbus	বিসূচিকা
Hiccough / Hiccup	হিক্কা
Boulimus / Voracious appetite	ভস্মক
Nedyusa / Excessive Thirst	তৃষ্ণা
Flatulence	উদাবর্ত্ত, বায়ূদ্গাম
Cholic	বাতশূল
Flatulent Cholic	বাতগুল্ম
Worms	কৃমিরোগ
Lumbrice	বর্ত্তুল কৃমি
Tape Worm / Tænia	দীর্ঘকৃমি
Ascarides	ক্ষুদ্রকৃমি
Piles	অর্শ, অর্শস্
Fistula in Ano	ভগন্দর
Prolapsus Ani	গুদভ্রংশ
Diabetes	মধুপ্রমেহ
Gravel	অশ্মরী
Stone	বৃহদশ্মরী
Strangury	মূত্রাঘাত
Difficuty in voiding Urine	মূত্রকৃচ্ছ্র
Gonorrhæa	প্রমেহ
Ardor Urinæ	মূত্রদাহ
Stricture of the Urethra	মূত্রস্রোত নিরুদ্ধ
Rupture / Hernia	অন্ত্রবৃদ্ধি
Hydrocele	কোষবৃদ্ধি
Prolapsus Uteri	যোন্যর্শস্
Menorrhagia	প্রদর
Abortion	গর্ভপাত
Coin of the Foot	গোখুর
Chilblain	বিপাদিকা
Sickness at Stomach	অরুচি

Qualities.

Depillatory	লোমপাতন, লোমাপহারক
Rubefacient	লোহিতকর
Caustic	ক্ষারকর্ম্মণ্য
Cautery	দাহক, অগ্নিকর্ম্মণ্য
Vesicant	স্ফোটকারী
Suppurative	শোথপক্ককারী
Detergent	বিস্রাবণ, ব্রণশুদ্ধিকর
Digestive	ব্রণরোহণকর, মাসাঙ্কুরকারী
Epulotic, Cicatrisant	পর্পটীকর
Repellent	স্তম্ভনকর
Discutient	শোথঘ্নী
Relaxant	শিথিলকারী
Sudorific	স্বেদকারী
Demulcent	আর্দ্রীকরণ
Diuretic	মূত্রল
Lithontriptic	অশ্মরীচূর্ণক
Deobstruent	বন্ধঘ্নী
Refrigerant	শীতলকর
Exhilarant	হর্ষকর
Inebrient	মাদক
Narcotic	শূন্যকারক
Sedative	প্রহ্লাদন
Hypnotic, Anodyne, Soporific	নিদ্রাকারী
Expectorant	শ্লেষ্মহর
Emetic	বামক
Mucilaginous	পিচ্ছিল
Laxative	মৃদুভেদক
Cathartic	ভেদক, রেচক
Cholagogue	পিত্তভেদক
Anthelmintic, Vermifuge	কৃমিঘ্ন
Errhine, Sternutatory	ছিক্কাকারী
Exciter of Thirst	তৃট্‌কর, তৃষাকারী
Aromatic	ঔষধসুগন্ধ
Carminative	বায়ুনাশক
Promoter of Appetite	ক্ষুধাকারী
Condiments	উপস্কর, উষ্ণদ্রব্য
Stomachic, Digestive	পাচক, পাচন
Coagulent	সংযমনকর
Astringent	কোষ্ঠবন্ধক
Styptic	রক্তস্থগিঘ্ন
Corroborant	বলপ্রদ
Cephalic	শিরোবলদ
Cardiac	হৃদ্‌বলদ
Hepatic	যকৃদ্‌বলদ
Tonic	পক্কাশয় বলদ
Poison	গরল
Antidote	বিষঘ্ন
Aphrodisiac	বাজীকরণ

Forms of Remedies.

Cosmetic, Lotion	অভ্যঞ্জন
Anointing with Oil	তৈলমর্দ্দন
Liniment, Embrocation	স্নেহন

Besmearing / Plastering	লিপ্তি
Poultice / Cataplasm	লোপত্রী
Warm Bath	রোগিস্থিতে উষ্ণজল
Vapor Bath	সবাষ্পস্বেদ
Fumigation	ধূপন
Fomentation	আশেকান
Pediluvium	পাদপ্রক্ষালন
Collyrium	অঞ্জন
Smelling Medicines	আঘ্রাণৌষধ
Fluid Scent / Perfume	আঘ্রাণার্দ্রসুগন্ধৌষধ
Errhine	নস্য
Sternutatory	নস্তকর্ম্ম
Dentifrice	প্রতিসারণ
Gargarism	গণ্ডূষ
Rinsing the Mouth	আচমন
Powder	চূর্ণ
Compound Powder	মিশ্রিত চূর্ণ
Pill	বটিকা
Lozenge	মুখবর্ত্তিকা
Solution	কষায়
Infusion	শীত কষায়
Decoction	ক্বাথ
Drink	পেয়
Electuary	আলেহ্য
Confection	মোদক
Vehicle	অনুপান
Succedaneum	প্রতিনিধি
Dose	মাত্রা, পরিমাণ
Diet	পথ্য
Abstinence	সংযম
Fasting	উপবাস, উপবস্ত
Seton	বর্ত্তি
Ointment	আলেপ
Sprinkling Powder on Ulcers	ব্রণসেচন চূর্ণ
Suppository / Plug	স্থাপক
Pessary / Tampon	উত্থাপক
Boujie	মূত্রবন্ধাপহারণী শলাকা
Injection for the Urethra	মূত্রনাড়ীপ্রক্ষালক
Enema / Glyster	বস্তিক্রিয়া
Caustic	ক্ষার কর্ম্ম
Cautery	দাহকর্ম্ম
Blood Letting	শিরাব্যধি
Cupping	শৃঙ্গীক্রিয়া, তুম্বীক্রিয়া
Applying Leeches	জলৌকাক্রিয়া
Setting a Fracture	ভগ্নাস্থিবন্ধন

Instruments and Articles.

Instrument	শস্ত্র, অস্ত্র
Lancet	বেধনী
Razor	ক্ষুর
Scalpel	ক্ষুরিকা
Amputating Knife	ক্ষুরক
Tenaculum	বড়িশ, অঙ্কুশ
Scissors	কর্ত্তরী
Forceps / Tongs	স্বস্তিক, সন্দংশ
Gum Lancet	দন্তবেষ্টছেদক

Tooth Instrument	দন্তশঙ্কু
Tweezers	সন্দংশিকা
Saiv	করপত্র
Probe	এষণী শলাকা
Cauterizing Iron	তপ্তায়স্
Trocar	বৃন্তাগ্র
Canula	নাড়ী
Cupping Glass	শৃঙ্গী, তুম্বী
Scarificator	ছেদনী, লেখনী
Catheter	—
Penis Syringe	মেঢ্রবস্তি
Glyster Syringe	গুদ বস্তি
File	উখ
Funnel	—
Spoon	দর্ব্বী
Mortar	খল
Pounding Mortar	উদূখল
Pestle	মুষল
Fillet	বন্ধনী
Pad } Dosil }	স্থূলপট্টিকা
Plaster	স্নেহপট্টিকা
Sticking Plaster	দ্রবপট্টিকা
Bandage	পট্টিকা
Slips of Plaster	খণ্ডপট্টিকা
Cotton	তূল
Lint	মৃদুবস্ত্র
Splint	কাষ্ঠময় পত্রক
Leech	জলৌকা
Paper of Medicine	পুটিকা
Medicine Chest	ঔষধমঞ্জুষা
Scale	তুলা
Weight	প্রমাণ
Bathing Tub	দ্রোণ
Sponge	—

General Terms.

Technical	সংজ্ঞা, পারিভাষিক
Philosophy	প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান
Optics	দৃষ্টিবিদ্যা
Rays of Light	কিরণ
Refraction	ব্যতিভা
Inversion	অধোত্তরস্থা
Focus	কিরণসমাহার
Convexity	বহির্বর্ত্তুলত্ব
Concavity	অন্তর্বর্ত্তুলত্ব
Electricity	গুণতৃণমণি, তৃণ-মণিভাব
Attraction	আকর্ষ
Repulsion	দূরকরণ, বিকর্ষ
Magnet	চুম্বক প্রস্তর
Magnetism	চুম্বকপ্রস্তরস্বভাব
Elasticity	সঙ্কোচপ্রসার
Elastic	সঙ্কোচপ্রসারযুক্ত
Tenacity	নির্যাস
Ductility	পরিকর্ষ
Experiment	পরীক্ষা
Theory	ন্যায়তা
Practice	অভ্যাস
Science of Medicine	বৈদ্যবিদ্যা
Practice of Physic	বৈদ্যবৃত্তি
Physician	ভিষক্, বৈদ্য
Pharmacy	ঔষধকল্পনা
Apothecary	ভৈষজ্যকারী
Materia Medica	রোগান্তকসার

Pharamacopœia	ভৈষজ্যকল্পনাবিধি
Prescription	ঔষধপত্র
Simple	অমিশ্রিত
Compound	মিশ্রিত
Quality	ঔষধস্বভাব
Property	ভৈষজ্যগুণ
Anatomy	শরীরব্যবচ্ছেদ বিদ্যা
Structure of the Human Body	শরীরসংগ্রহ
Hermaphrodite	ক্লীব, নপুংসক
Circulation of the Blood	রুধিরাভিসরণ
Physiology	শরীরসূত্র
Pathology	নিদান, রোগাভিজ্ঞান
Science of Surgery	শস্ত্রবিদ্যা
Surgeon	শস্ত্রবৈদ্য
Surgery } Operation }	শস্ত্রক্রিয়া
Oculist	নেত্রবৈদ্য
Midwifery	গর্ভাবেক্ষণ
Midwife	ধাত্রী
Chemistry	রসায়ন
Analysis	অনুক্রমচর্চ্চা
An Element	বস্তু
Sublimation	—
Essence	সার
Condensation	গাঢ়ভবন
Evaporation	শুষ্ককরণ
Menstruum } Solvent }	পুট, দ্রাবক

Solution	দ্রবিত
Sediment	ক্লেদ কীট
Fermentation	ফিণ্বন
Froth	কেন
Putrefaction	সড়ন
Mould	—
Crystallization	—
Coagulation	সংযমন
Solid	অস্রাবী, সংযমিত
Fluid	স্রাবী
Distillation	সংস্রাবণ
Still } Alembic }	ভগযন্ত্র
Retort	প্রস্রাবী যন্ত্র
Receiver	গ্রহণযন্ত্র
Tube	নলী
Furnace	চুল্লিকা
Crucible	মুষা
Fusion	স্রাবণ
Homogeneity	সম্মিতিত্ব
Heterogeneity	ভিন্নত্ব
Cause and Effect	কারণ কার্য্য
Analogy	সমতা, অনুমান
Anomaly	অসামান্য
A Specific	বিশেষণ
Definition	লক্ষণ
Volition	ইচ্ছা, ব্যবস্থা
Sensibility	স্পর্শজ্ঞান
Mobility	জঙ্গমত্ব
Systole } Contraction }	সঙ্কোচ

Diastole Dilatation	প্রসার
Collapse	সম্মেলন
Vacuum	—
The Four Elements.	
Fire	তেজ
Air	বায়ু
Water	অপ্
Earth	পৃথিবী
The Three Kingdoms.	
Mineral	ধাত্বাদি
Vegetable	উদ্ভিদ্
Animal	জন্তু

The Five Senses.	
Sight	দৃষ্টি
Hearing	শ্রবণ
Smell	আঘ্রাণ
Touch	স্পর্শ
Taste	আস্বাদ
The Six Tastes.	
Sweetuess	মিষ্টতা
Sourness	অম্লতা
Saltness	লবণতা
Bitterness	তিক্ততা
Astringency	কষায়তা
Pungency	কটুতা

একখানি প্রাচীন দলীল।

নিম্নে একখানি দলীলের প্রতিলিপি প্রকাশ করা গেল। দলীলের তারিখ সন ১১২৫ সাল, ১৭ই ফাল্গুন। দলীলের মর্ম্ম এইরূপ। জয়পুরের মহারাজ সেওয়াই জয়সিংহের সভায় কয়েকজন বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবের সহিত তদ্দেশীয় পণ্ডিতদের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিচার হয়। স্বকীয়া ভজন ও পরকীয়া ভজন ইহার মধ্যে কোন্‌টা প্রশস্ত তাহাই বিচারের বিষয়। পশ্চিম-দেশীয় পণ্ডিতেরা স্বকীয়ার পক্ষপাতী ও বঙ্গদেশীয়েরা পরকীয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। বাঙ্গালার পণ্ডিতেরা পরাজয় স্বীকার করেন। পরে তাঁহাদের অনুরোধে মহারাজ জয়সিংহ তাঁহার সভাস্থ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যকে বাঙ্গালা দেশে প্রেরণ করেন। বাঙ্গালার পণ্ডিতেরা তাঁহার সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আচার্য্য-

গণকে আহ্বান করিয়া বিচারার্থ উপস্থিত হন। নবাব জাফর খাঁ (মুর্শিদ কুলি খাঁ) বাঙ্গালার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা। তাঁহার অনুমতিক্রমে, সম্ভবতঃ তাঁহার নিয়োগক্রমে, এই বিচার হয়। এই বিচারে পরকীয়ামতাবলম্বী বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা জয়লাভ করেন। এই জয় লাভের পর যে সকল বাঙ্গালী পণ্ডিত পশ্চিমে পরাজিত হইয়া স্বকীয়া মত অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালার পরকীয়াবাদী বৈষ্ণবগণের পঞ্চ পরিবার হইতে খারিজ হইয়া এই ইস্তফা পত্র লিখিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দলীলের সাক্ষিগণের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যতীত কয়েকজন মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর নাম আছে। সম্ভবতঃ ইহাঁরা নবাবের নিযুক্ত। দলীলে নবাবের ও নবাব কর্ম্মচারীদের মোহর স্বাক্ষর প্রভৃতি যথারীতি বর্ত্তমান। ডাহাপাড়া, মহিমাপুর প্রভৃতি স্থান মুর্শিদাবাদের সমীপবর্ত্তী; ইহাতে বোধ হয় মুর্শিদাবাদে নবাব দরবারেই বিচার হইয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর রাধামোহন ঠাকুর বাঙ্গালী পক্ষের অধ্যক্ষ ছিলেন।

এই রাধামোহন ঠাকুর বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। ইনি পদামৃতসমুদ্রের সঙ্কলনকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ জেলা কান্দি সবডিবিশনের অন্তর্গত মালিহাটি গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। সেই গ্রামে তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

আমার বন্ধু টেঁয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল গুপ্তের নিকট প্রথমে এই দলীলের কথা শুনিতে পাই। মূল দলীলখানি রাধামোহন ঠাকুরের বংশধরগণের নিকট মালিহাটি গ্রামেই বর্ত্তমান ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বেও ঐ দলীলখানি সেই স্থানে ছিল শুনিয়াছি; সম্প্রতি আমি ঠাকুর মহাশয়গণের বাটী অনুসন্ধান করিয়া এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হই নাই। মালিহাটির নিকটবর্ত্তী টেঁয়া গ্রাম নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট মূল দলীলের প্রতিলিপি বর্ত্তমান আছে শুনিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেই প্রতিলিপি আনাইয়াছিলাম। সেই প্রতিলিপি মূল দলীল হইতেই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল এইরূপ শুনিয়াছি। এ স্থলে সেই প্রতিলিপিরই অবিকল নকল প্রকাশিত হইল। এই প্রতিলিপি বর্ণাশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ; সম্ভবতঃ লিপি-কারেরই অজ্ঞতা হইতে এই বর্ণাশুদ্ধির উৎপত্তি। ঐ সকল বর্ণাশুদ্ধি সংশোধনের চেষ্টা করিলাম না।

ঐ বিচারসভায় রাধামোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার শিষ্য টেঁয়া নিবাসী গোকুলানন্দ সেন ও কৃষ্ণকান্ত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। এই উভয় ব্যক্তি পদকল্পতরুর সঙ্কলনকর্ত্তা, ও ঐ গ্রন্থে তাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাস নামে পরিচিত করিয়াছেন। স্থানীয় প্রবাদ যে দলীলে লিখিত বিচারের সময় রাধামোহন ঠাকুরের প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল।

মূল দলীলখানি চেষ্টা করিয়াও অদ্যাপি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যে প্রতিলিপি এখানে প্রকাশিত হইল, উহার যাথার্থ্যে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

৺শ্রীশ্রীহরি

শরণং

মহুর সহি মহর
কাজাই কাননগো নবাব
জাফর খাঁ

মহুর মহুর
ফৌজদারি সাহিনা
নিগার মহর
নকল বিমজ্জীম আবস্কা
আশ নিগাব

শ্রীমদনমোহন দেবস্য
সাং গুপ্তিপুর
শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবস্য
সাং কানাইডাঙ্গা
শ্রীশ্রী৺ অদ্বৈত সন্তান
শ্রীগোপালগোবিন্দ দেবসর্ম্মণ
সাং শান্তিপুর
শ্রীকৃষ্ণকীঙ্কর দেবসর্ম্মণঃ
সাং রামনা
শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণ
সাং বাহাদুরপুর

শ্রীরাসানন্দ দেবস্য
সাং লতা
শ্রীরাঘবিন্দ দেবস্য
সাং শ্রীপাট খরদহ
শ্রীপঞ্চানন্দ দেবস্য
সাং গয়নাপুর মালদহ
শ্রীআত্যারাম দেবস্য
সাকীম ঐপুর
শ্রীবল্লবিকান্ত দেবস্য
সাং বিরচন্দ্রপুর

৫ জিব গোস্বামী ৯ চৈতন্য ৫ গোবিন্দজিউ
২ বৃন্দাবন
৪ গোস্বামী

লিখিতং শ্রীরাসানন্দ দেবস্য তথা শ্রীরাঘবিন্দ্র দেবস্য তথা শ্রীপঞ্চানন্দ দেবস্য তথা শ্রীআত্যারাম দেবস্য শ্রীবল্লবিকান্ত দেবস্য তথা শ্রীমদনমোহন দেবস্য শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবস্য ও গয়রহ ইস্তফাপত্রমিদং কার্য্যনঞ্চ আগে সন ১১২৫ সাল আমরা শ্রীশ্রী৺ গিয়া সওাই জয়শীংহ মহারাজা মহাসয় শ্রীশ্রী৺ তিনলক্ষ বর্ত্তিষহাজার ভাগবত সাস্ত্র গ্রন্থ করিয়াছিলেন তাহার ১ এক লক্ষ গ্রন্থ শ্রী৺ জমুনায় সমার্পন করিআছিলেন বাকী এক লক্ষ গ্রন্থ শ্রীশ্রী৺পদ্মাসনে গচগীরি গারা ছিল বাকী এক লক্ষ বর্ত্তিষ হাজার গ্রন্থ শ্রী৺ গাদিতে আছিল তাহার গাদিস্থান একমৎ শ্রী৺ আছিলা তাহার পর মেলেচ্ছের কালে গাদী মেলেচ্ছে শ্রীমন্দীরে দখল করিয়াছিল মেলেচ্ছের ভয়ে শ্রীশ্রী৺ জয়নগরে গেলেন পদ্যাসন খুদিয়া সেই এক লক্ষ গ্রন্থ আনীয়া শ্রীমহারাজা ব্রাহ্মণপণ্ডিত আনীয়া এবং পঞ্চ দেবালয়ের গোস্বামী আনীয়া সেই

সকল গ্রেন্থ বিচার করিয়া সকিয়া ধর্ম্ম প্রেধান করিয়াছিলা সকলে কহিলেন সকিয়াধর্ম্ম স্থাহি শ্রীশ্রী৺ স্থানে সকীয়াধর্ম্ম প্রেকাষ করিবেন এবং আমাদির্গে কহিলেন তোমরাহ সকীয়া-ধর্ম্ম জাজন করহ এবং নতুবা বিচার করহ তাহাতে দেব প্রণিত বিচারে সকীয়া স্থাহি করিলেন আমরা পরকিয়ামৎ সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া সকীয়ায় দস্তখত করিয়াছিলাম পরে আমরা কহিলাম গৌর দেশে শ্রীশ্রী৺ প্রভুর পাদাঙ্কীত স্থান সেখানে শ্রীশ্রী৺ ভাগবত সাস্তি আছেন এবং সভাসতস্থান আছেন তাহারা মহাপাধ্যয় বিচার হইবেক গোড়ে পরকিয়া ধর্ম্মের অধিকারী তাহারা সকীয়াধর্ম্ম লবে কেন এখানে জেমৎ সভাসদ হইল গৌরদেশে অনেক সভাসত আছে বিচার করিবেক অতএব এথানকার সভাসদ এক পণ্ডিত ও এক মনস্বোপদার জায় তবে বিচার করিয়া সকীয়াধর্ম্ম সঙ্গস্থাপন করিয়া আইসে তাহাতে সর্ব্বসনমৎ মতে শ্রীযুক্ত মহারাজা সভাসদ শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য জিহোঁ সকীয়া পরকীয়া বিভিন্ন্য করিলেন তিহোঁ দিগবিজয় মহারাজার সভা হইতে তাহাকে আনীয়া এবং এক মনস্বোবদার সহিত প্রেয়াগ ও কাশী হইয়া আইলাম তারাও সকীআঅ দস্তখত করিয়া দিলেন পরে গৌড়দেশে আসীয়া গোস্বামীগণ এবং মহান্তসন্তান মহান্তসাখাগণ জে জে স্থানে আছেন সর্ব্বত্রে অনেক বিচার হইল সকলে বিচারে দিগবিজই স্থানে অজয়পত্র দিলেন পরে শ্রীপাট খণ্ডে আইলাম তাহাদের সহিত অনেক কথপকথন হইল তাহারা কহিলেন আমরা শ্রীশ্রী৺ মহাপ্রভুমতালম্বি তাহার মতাঅধিকারী শ্রীশ্রী৺ ছয় গোস্বামী তাহারা জে মত অবলম্ব গ্রহণ করিয়াছেন সেইমত আমরা জাজন করি সেই স্বব মতের সার গোস্বামীরা বেদ প্রিণিত এবং গুন প্রিণিত এবং রস প্রিণিত জে সকল ভাগবত সাস্ত করিআছেন তাহা বিতিরেক করিয়া আমরা সকীআয় কিমত দস্তখত করিব অতএব শ্রীযুত গোস্বামীর গাদির গ্রন্থসাস্তে অধিকারী শ্রীশ্রী৺ চিনিবাষ আচার্য্য ঠাকুর তাহার সন্তান সকল আছেন তাহাদের স্থানে আগে দস্তখত করাহ তবে আমরাহ দস্তখত করিআ দিব এ কথায় আমরা শ্রীপাট জাজিগ্রাম জাইয়া দখল করিতে কহিলেন আমরা সকীআঅ দস্তখত বিনাবিচারে পারিব না আমরা শ্রীচৈতন্ন মহাপ্রভুর মতালম্বি অতএব বিচারে জে ধর্ম্ম স্থাই হয়ে তাহাই লইবে এইমত করার হইল বিচার মানিলাম তাহাতে পাতসাই শুভা শ্রীযুত নবাব জাফর খাঁ সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল তিহোঁ কহিলেন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনা তজবিজ হয় না অতএব বিচার কবুল করিলেন সেইমত সভাসদ হইল শ্রীপাট নবদ্বিপের শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য ও তৈলঙ্গ দেশের শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার শোনারগ্রামের শ্রীশ্রীরামরাম বিদ্যাভুসন ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য গয়রহ শ্রীশ্রীকাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারি ও শ্রীনয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য ও গয়রহ একর্ত্ত হইয়া শ্রী৺ রাধামোহন ঠাকুর শ্রীশ্রী৺ আচার্য্য ঠাকুরের সন্তান তাহার সঙ্গে শ্রীযুত রাজা সওায়ের সভাপণ্ডীত অনেক সাস্ত সিদ্ধান্ত বিচার করিলেন তাহাতে শ্রীশ্রী৺ আচার্য্য প্রভুর সন্তান শ্রী৺ রাধামোহন ঠাকুরকে পরাভব করিতে পারিলেক না অতএব শ্রীদিগবিজয় ভট্টাচার্য্য পরাভব হইয়া অজয়পত্র

লিখিয়া ঠাকুরের স্থানে শীষ্য হইয়া পরকীয়াধর্ম্ম গ্রহণ করিলেক এবং দস্তখত পরকিয়ার ধর্ম্মের পর করিয়া দেসকে গেলেন এখানে জে সকল সাস্ত্রগ্রেন্থ লইয়া বিচার হইল সেই সাস্ত্র শ্রীদীগবিজয় শ্রীযুত মহারাজার নিকট গেলেন পুন ২ সভা শ্রীযুত রাজার সভাসতে বিচার হইল বিচারে পরক্রিয়াধর্ম্ম মোক্ষ হইল শ্রীমৎ আগম শ্রীমৎ ব্রহ্মবৈবত্ত এবং শ্রীমৎ ব্রেসদেবের শ্রীমৎভাগবৎ এবং শ্রীমৎ হরিবংস আদি ভাগবত সাস্ত্র এবং শ্রী৺গোস্বামীদিগের শ্রীমৎ ভক্তি সাস্ত্র এই সকল গ্রেন্থের মতে পরাভব হইয়া জয়নগরে গেলেন সেখানে পুন সভাসত হইয়া বিচার হইল শ্রীশ্রী৺ রাধাকুণ্ডে পরক্রিয়া ধর্ম্মের ঢাণ্ডা গারা গেল এখানে পরকীয়া অধিকারী চারি অধিকারী শ্রীসরকার ঠাকুর শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সন্তান শ্রীরাধামোহন ঠাকুর অতএব শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের পরিবার ও আচার্য্য ঠাকুরের পরিবার শ্রীমৎ নরত্তম ঠাকুরের পরিবার ও শ্রীমৎ জীবগোস্বামীর পরিবার এইচার শুবে বাঙ্গলায় আমরা পঞ্চ পরিবারের মধ্য খারিজ হইলাম তোমরা আপন ২ পরিবারে বিলাতে দখল করিয়া পরম সুখে ভোগ করহ আমরা এই চারি পরিবারে পর দখল করিবনা দখল করি শ্রীশ্রী৺ সরকারে দণ্ডী এবং গুনাকার হইব এতদর্থে বিচার পরাভব হইয়া ইস্তফাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন সদর তারিখ :৭ ফাল্গুন

ইসাদি

	শ্রীআসান খাঁ	শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য	শ্রীরামরাম বিদ্যাভুশুণ
শ্রীদক্ষনারায়ণ মজুমদার	মনসোপ ফোজদারি	সাঃ শ্রীপাট নবদ্বীপ	সোণারগ্রাম
সাকীম ডাহাপাড়া			
	শ্রীরামহরি মজুমদার	শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার	শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারি
শ্রীকাজী ছদরুদ্দী	মনস্বোপ অবস্থানিগর	সাঃ উৎকল কটক	সাঃ শ্রীকাশী
সাঃ মহিমাপুর	শ্রীসেখ হিঙ্গান	শ্রীনয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য	
	মনস্বোপ ঘউরী	সাঃ মঙ্গলা	

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। *

* ১৩০৫ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ২৭১ পৃষ্ঠে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ কবি জগদানন্দ প্রসঙ্গ উপলক্ষে এই দলীলের উল্লেখ করিয়াছেন দেখিলাম। কিন্তু সে স্থলে নবাব জাফর খাঁকে ভ্রমক্রমে মীরজাফর বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে।

ভৌগোলিক পরিভাষা।

১৩০৩ সালের শ্রাবণ মাসের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ভৌগোলিক পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় ও সংবাদপত্রে এই পরিভাষার সমালোচনা বাহির হয়। তৎকালে প্রকাশিত পরিভাষার সংশোধনের আবশ্যকতা অনেকেরই উপলব্ধি হইয়াছিল। সমলোচকগণের নিকট পরিভাষা-সমিতি কৃতজ্ঞ।

সংশোধিত পরিভাষা নিম্নে প্রকাশিত হইল। পরিভাষার বর্ত্তমান সংস্করণ পরিভাষা-সমিতির সম্পাদককর্ত্তৃক প্রস্তুত ও পরিভাষাসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। আশা করা যায়, পূর্ব্বের স্থায় এবারেও ইহা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সমালোচিত হইবে। সাধারণের সমালোচনা বাহির হইলে পরিভাষাসমিতি ইহার পুনর্ব্বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন।

সংশোধিত পরিভাষা আদ্যবর্ণানুক্রমে না সাজাইয়া সদৃশার্থক একশ্রেণীভুক্ত শব্দগুলিকে একত্র উপস্থিত করা গেল। ইহাতে বিচারের পক্ষে সুবিধা হইবে।

বর্ত্তমান সংস্করণে অনুসৃত প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে।

বিজ্ঞানে প্রচলিত শব্দগুলির মধ্যে দুই শ্রেণীর শব্দ আছে। এক শ্রেণীর শব্দ কেবল বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়; চলিত কথোপকথনের ভাষায় উহাদের ব্যবহার নাই; যথা Lithosphere, Carboniferous, Palearctic, Protoplasm, Quadramana ইত্যাদি। এই সকল শব্দ পণ্ডিতদিগের জন্য পণ্ডিতের ভাষায় প্রচলিত। ইহাদের অনুবাদে তদনুযায়ী সম্ভ্রান্ত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আবশ্যক। Carnivora পারিভাষিক শব্দ, বিজ্ঞানের ভাষায় প্রচলিত; flesh-eating animals চলিত ভাষায় ব্যবহৃত। উভয়ই প্রায় সমানার্থক; কিন্তু প্রথমটির যেমন পরিভাষিকত্ব আছে, দ্বিতীয় শব্দের তেমন নাই। কথাবার্ত্তার ভাষার অন্তর্গত নহে বলিয়াই প্রথম শব্দটির পারিভাষিকত্ব। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইলে flesh-eating এর স্থলে 'মাংসাশী' বলিলে সকলেই বুঝিবে। কিন্তু Caraivora স্থানে 'ক্রব্যাদ' ব্যবহার করিলে সর্ব্বথা সুন্দর অনুবাদ হইবে। বর্ত্তমান সংস্কৃত পরিভাষায় এইরূপ স্থলে এইরূপ অনুবাদের চেষ্টা হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ চলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। এইজন্য এস্থলে সম্ভ্রান্ত শব্দের ব্যবহারের অবকাশ ঘটে না। Breeze, gale, soil, hill, cable, canal, dredge প্রভৃতি শব্দ এই শ্রেণীর। এই সকল শব্দ লোকমুখে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ও থাকিবে। ইহাদের বদলে দুরুচ্চার্য্য সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে গেলে চলিবে না। ইহাদের অনুবাদের সময়ও প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা হইতে গৃহীত অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। Breeze = হাওয়া, Gale = ঝড়, Hill = পাহাড়, Cable = তার, Canal = খাল, Basin = কোশা, Dredge = ঝুরি প্রভৃতিই এরূপস্থলে উপযোগী; Wind

=সমারণ, Gale=প্রভঞ্জন, Hill=শৈল, Cable=ধাতবরজ্জু, Dredge=তলকর্ষণী, Basin= অববাহিকা প্রভৃতি নিতান্ত অনুপযোগী।

প্রথম শ্রেণীর শব্দগুলি সাধারণতঃ গ্রীক লাটিন প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন, এবং ইউরোপের সকল দেশের বিজ্ঞান শাস্ত্রেই চলিত; দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দগুলি ইংলণ্ডে একরূপ, অন্যান্য দেশে অন্যরূপ; ইংলণ্ডে ইংরাজী, ফ্রান্সে ফরাসী ইত্যাদি; বাঙ্গালায় অনুবাদে প্রথম শ্রেণীর জন্য পণ্ডিতজনপ্রিয় সংস্কৃত শব্দ রাখিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য খাঁটি বাঙ্গালার, কথোপকথনের বাঙ্গালার ব্যবহারই সঙ্গত। সেই খাঁটি বাঙ্গালা, সংস্কৃত মূলক অথবা দেশজ হউক বা বৈদেশিক ভাষা হইতে উৎপন্ন হউক, তাহাতে যায় আসে না। বর্ত্তমান পরিভাষায় এই প্রণালী অনুসারে অনুবাদের চেষ্টা করা গিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র কৃত-কার্য্য হইতে পারা যায় নাই। কেননা, সংস্কৃত শব্দ অভিধান হইতে বাছিয়া লইয়া বাঙ্গালায় নূতন প্রবেশ করান চলে; কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ নূতন করিয়া গড়া চলে না।

আর এক শ্রেণীর শব্দ আছে, তাহাদের অনুবাদের আদৌ আবশ্যকতা নাই। Hurricane, Monsoons, Typhoon প্রভৃতি শব্দ ইংরাজী শব্দ নহে; উহারা বৈদেশিক ভাষা হইতে ইংরাজীতে অক্ষরান্তরিত হইয়া গৃহীত হইয়াছে। উহাদের অর্থও সেইরূপ সঙ্কীর্ণ ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ আছে। Hurricane বলিলে যে কোন ঝড়কে বুঝায় না; আমেরিকার ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়াতে যে ঝড় ঘটে, তাহারই নাম হরিকেন; চীন সমুদ্রের বাত্যার নামক typhoon; ভারতবর্ষের ঋতু অনুসারী বায়ুপ্রবাহের নাম monsoons; এরূপ স্থলে বাঙ্গালাতেও সেই সেই শব্দ অক্ষরান্তরিত করিয়া ব্যবহার চলিবে। Firth, Frith, Fiord, Llanos, Pampas, Selvas প্রভৃতি স্থলেও এই যুক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে।

Sound ও Channel এই দুই শব্দের প্রয়োগ স্থল অতি অল্প। Channel এর মধ্যে English Channel ও Irish Channel ই উল্লেখ যোগ্য; ঐরূপ Sound এর সংখ্যাও অধিক নহে। উহাদের জন্যও স্বতন্ত্র শব্দের আবিষ্কার আবশ্যক বোধ হয় না; প্রণালী শব্দেই চলিতে পারে। তবে Strait হইতে উহাদের পার্থক্য দেখাইতে হইলে শব্দ দুইটি অক্ষরান্তরিত করিয়া লইলেই চলিবে।

বেলুন, টনেল, লেবেল, কোম্পাশ, থিয়োডোলাইট প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিয়া প্রচলিত বাঙ্গালার অঙ্গীভূত হইয়াছে। এরূপ স্থলে অনুবাদের চেষ্টা পণ্ড শ্রম।

পূর্ব্ব প্রকাশিত পরিভাষায় আর একটি গুরুতর দোষ আছে, সেটি পরিহার্য্য। কয়েক স্থানে পারিভাষিক শব্দের ভাবানুবাদের চেষ্টা করিয়া পারিভাষিকত্ব একবারে নষ্ট করা হইয়াছে। যথা Oasis=অন্তর্মরুগ্রাম, Gulfstream=উপসাগরীয় স্রোত, Pot-hole=মণ্ডলাকার গর্ত্ত, Ozone=অম্লজানসার, Valley=অনুনদী নিম্নভূমি। এইরূপ অনুবাদ চেষ্টা বর্জ্জনীয়।

কতকগুলি শব্দ পরিভাষা মধ্যে কিরূপে স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা একবারেই বোধগম্য নহে। উদাহরণ, Parallel of latitude = অক্ষাংশীয় সমান্তরাল বৃত্ত, Tropic of Cancer = উত্তর পরমাপক্রজ্যাবৃত্ত Eccentricity = মন্দ পরিধির ব্যাসার্দ্ধ। এই গুলিকে অচিরে বিসর্জ্জন দেওয়া আবশ্যক।

বর্ত্তমান সংস্করণে পরিভাষার সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য অনেক নূতন শব্দ প্রবেশ করান হইয়াছে। এইজন্য তালিকার আয়তন অনেক বাড়িয়াছে।

অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক শব্দ ভৌগোলিক পরিভাষার অন্তর্গত না হইলেও তালিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আবার Oxygen, Hydrogen, Carbon, Carnivora, Quadrumana প্রভৃতি শব্দ ত্যাগ করা গিয়াছে। উহারা রসায়নবিজ্ঞান, জীববিদ্যা প্রভৃতির পরিভাষা আলোচনার সময়ে বিচার্য্য।

সংস্কৃত ভৌগোলিক পরিভাষা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা গেল। সমালোচনা সাদরে গৃহীত হইবে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা-সমিতির
সম্পাদক।

Air	বায়ু
Wind	বাতাস
Breeze	হাওয়া
Land-breeze	স্থল সমীর (১)
Sea-breeze	সমুদ্র সমীর
Storm	ঝটিকা, ঝড়
Gale	ঝড়
Whirl-wind	ঘূর্ণী
Cyclone	বাতাবর্ত্ত
Anti-cyclone	প্রতীপাবর্ত্ত (২)
Tornado	ভ্রমি
Waterspout	জলস্তম্ভ
Hurricane	হরিকেন
Typhoon	তুফান
Thunder-storm	ঝঞ্ঝা
Snow-storm	তুষারঝটি
Trade-winds	বাণিজ্য সমীর
Anti-trades	—
Monsoons	মৌশুমী বাতাস
Belt of Calms	নির্বাত বলয় (৩)
Aeronaut	ব্যোমযাত্রী
Aeronavigation	ব্যোমযাত্রা
Balloon	ব্যোমযান, বেলুন
Atmosphere	অন্তরীক্ষ-মণ্ডল, অন্তরীক্ষ (৪)

(১) সমীর শব্দে প্রবাহের ভাব আসে। সেই জন্য প্রবহমাণ বায়ু বা wind, breeze প্রভৃতি স্থলে সমীর শব্দ ব্যবহার চলিতে পারে।

(২) প্রতীপবাতাবর্ত্ত অতিশয় দীর্ঘ হয়; একটু ছাঁটিয়া লওয়ার প্রয়োজন; পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলে আর অর্থগ্রহে গোল থাকিবেনা।

(৩) Belt, Zone প্রভৃতিতে 'বলয়' শব্দ সুসঙ্গত।

(৪) ভূগোলককে মোটামুটি তিনটা উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত অংশে ভাগ করা হয়; মধ্যগত কঠিন nucleus

Hydrosphere	আপ্যমণ্ডল
Lithosphere	আশ্মমণ্ডল
Altitude	উৎসেধ
Height } Elevation }	উচ্চতা
Altitude (of a Star)	উন্নতি
Azimuth	আশাংশ (৫)
Antarctic	যাম্য
Arctic	উদীচ্য
Antarctic Circle	যাম্য বৃত্ত
Arctic Circle	উদীচ্যবৃত্ত
Antarctica	অবাচিকা (৬)
Archipelago	দ্বীপপুঞ্জ (৭)
Australasia	অস্ট্রেলেসিয়া
Polynesia	পলিনীশিয়া
Melanesia	মেলানীশিয়া
Mikronesia	মাইক্রনীশিয়া
Oceania	সাগরিকা
Astronomy	জ্যোতিষ, সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ
Astrology	ফলিত জ্যোতিষ
Horology	হোরাশাস্ত্র
Almanack } Calendar }	পঞ্জিকা
Almanack, Nautical	নাবিক পঞ্জিকা
Average	গড়
Mean (*substantive*)	মধ্য
Mean (*adjective*)	মধ্যম (৮)
Angle	কোণ (৯)
Angular Distance	কৌণিক অন্তর
Distance	দূরত্ব, ব্যবধান
Direction	দিক্
Point of the Compass	দিক্
Antipodes	প্রতীপপদ স্থান (১০)

বা lithosphere ; তাহাকে প্রায় বেষ্টন করিয়া liquid crust বা hydrosphere ; তাহাকে ঘেরিয়া gaseous envelope বায়বীয় আবরণ atmosphere.

অন্তরীক্ষ শব্দ আকাশ অর্থে প্রয়োগ না করিয়া atmosphere অর্থে প্রয়োগ করিলেই ভাল হয়। যথা "দিব্যান্তরিক্ষভৌমাস্ত্রিবিধাঃ স্যুঃ কেতবো যস্মাৎ।" বৃহৎসংহিতা ১২। ২। বৈদিক দেবতাগণকে পৃথিবী-স্থান, অন্তরিক্ষস্থান, দ্যুস্থান, এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এইরূপ স্থলে স্পষ্টতঃই অন্তরিক্ষ = atmosphere, দ্যোঃ = sky.

'বায়ুমণ্ডল' শব্দ সচরাচর atmosphere অর্থে ব্যবহৃত হইলেও এই শব্দের তেমন পারিভাষিকত্ব নাই।

(৫) আশা = দিক্

(৬) কুমেরুবেষ্টক মহাদেশের নাম।

(৭) এই শব্দে বহুদ্বীপবিশিষ্ট সমুদ্র বুঝায় ; ঠিক এই অর্থের উপযোগী শব্দ দুষ্প্রাপ্য ; 'দ্বীপপুঞ্জ' গ্রহণ করিলে কার্যতঃ বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

প্রশান্ত মহাসাগর ও তাহার সমীপস্থ কতিপয় দ্বীপপুঞ্জের নামের অর্থ এইরূপ—

Australasia = দাক্ষিণাত্য দ্বীপপুঞ্জ

Polynesia = বহুদ্বীপসমষ্টি

Melanesia = কৃষ্ণকায় মনুষ্যের অধ্যুষিত দ্বীপপুঞ্জ

Mikronesia = ক্ষুদ্রদ্বীপপুঞ্জ

কিন্তু এরূপ স্থলে অনুবাদের আবশ্যকতা নাই। কেবল Oceania শব্দের অনুবাদ গ্রহণ করা গেল।

(৮) Mean Sun = মধ্যম সূর্য্য ; mean temperature = মধ্যম উষ্ণতা।

(৯) Angular = কোণগত।

(১০) 'প্রতীপাঙ্ঘ্রি' দুরুচ্চার্য্য ; 'কুদলান্তরস্থ' অতি দীর্ঘ ও পারিভাষিকলক্ষণবর্জ্জিত। গোলাধ্যায়ে "অধঃ-শিরস্কাঃ কুদলান্তরস্থাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে 'কুদলান্তরস্থ' এই দীর্ঘ শব্দ ছন্দের অনুরোধে ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র।

Alluvium	পলল (১)
Silt, Sediment	পলি
Mould	কর্দ্দম (২)
Area	ক্ষেত্রফল
Perimeter	পরিণাহ
Volume	ঘনফল, আয়তন
Size	আয়তন
Shape	আকৃতি, মূর্ত্তি
Surface	পৃষ্ঠ, তল (৩)
Aurora	উষা (৪)
,, Borealis	উদীচী উষা
,, Australis	অবাচী উষা
Axis (of rotation)	অক্ষরেখা (৫)
Axis (of an ellipse)	অক্ষরেখা
Axis, major	দীর্ঘাক্ষ
Axis, minor	হ্রস্বাক্ষ

(১) Alluvial=পললময়।
(২) E. g. black mould, vegetable mould.
(৩) Superficial=পৃষ্ঠগত

(৪) প্রচলিত ভাষায় উষার অন্য অর্থ থাকিলেও ভূগোলবিবরণে উষা পারিভাষিকরূপে aurora অর্থে ব্যবহৃত হইলে অর্থবোধে ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এমন সুন্দর প্রতিশব্দ আর পাওয়া যাইবে না।

(৫) অক্ষ=axis, axle, pivot; "দৃঢ়ধূঃ অক্ষ," "জ্যোতিশ্চক্রাক্ষদণ্ডঃ" (Apte S. E. Dictionary). Ellipse কে তাহার axis এর চতুর্দ্দিকে ঘুরাইলে ellipsoid of revolution উৎপন্ন হয়। এই হিসাবে axis কে অক্ষরেখা বলিতে পারা যায়। 'ব্যাস' শব্দ তেমন উপযোগী নহে। ধ্রুব শব্দ fixity জ্ঞাপক; crystal এর মধ্যস্থ axis গুলি fixed direction নির্দ্দেশ করে মাত্র। ধ্রুবরেখা, ধ্রুবযষ্টি প্রভৃতি শব্দের axis অর্থে জ্যোতিষে প্রয়োগ আছে।

Axis (of a crystal)	ধ্রুবরেখা
Axis (of a continent)	কশেরুকা (৬)
Axis (of a mountain range)	—
Bay, Bight, Gulf	উপসাগর (৭)
Sea	সাগর
Ocean	মহাসাগর
Ocean Atlantic	আতলান্তিক মহাসাগর
,, Pacific	প্রশান্ত মহাসাগর
,, Indian	ভারত মহাসাগর
,, Arctic or Northern	উত্তর মহাসাগর, উদীচী মহাসাগর, সুমেরু মহাসাগর
,, Antarctic	কুমেরু মহাসাগর, যাম্য মহাসাগর (৮)
,, Southern	দক্ষিণ মহাসাগর
Sea, Mediterranean	ভূমধ্য সাগর
Sea, North	উত্তর সাগর
Sea-level	সাগরপৃষ্ঠ

(৬) কশেরুকা=back-bone

(৭) Bay of Bengal=বঙ্গোপসাগর
Persian Gulf=পারস্যোপসাগর
Bight of Benin=বেনিন উপসাগর

Bay, Bight ও Gulf এই তিনের মধ্যে যে অর্থগত বিভেদ আছে, তাহা বাঙ্গলায় প্রকাশ করিবার সুবিধা দেখা যাইতেছে না। কাহারও মতে Gulf শব্দে 'সাগরশাখা' বলিলে চলিতে পারে। কিন্তু Persian Gulf=পারস্যসাগরশাখা কার্য্যতঃ চলিবে না।

(৮) ভারত মহাসাগরের দক্ষিণবর্ত্তী মহাসাগরকে দুই ভাগ করা সম্প্রতি প্রথা হইয়াছে। দক্ষিণ ৪০°

Sea, inland	স্থলগর্ভিত সাগর (১)
,, enclosed	স্থলরুদ্ধ সাগর (২)
Abysmal Region	অগাধাব্ধি (৩)
International Deep	— (৪)
Coast / Shore	বেলা, বেলাভূমি
Coast-line	বেলারেখা, বেলায়তি
Incurve	পরাঙ্মুখ বেলাভূমি
Outcurve	পুরোমুখ বেলাভূমি
Continental Shelf	মহীসোপান (৫)
Bank / Sand-bank / Shoal	কচ্ছ (৬)
Dune	বালিয়াড়ি
Bar	চর (৭)
Pool	ঝিল
Firth	ফার্থ
Frith	ফ্রিথ
Fiord	ফায়র্ড
Estuary	খাড়ী
Cliff	ভৃগু
Strait	প্রণালী
Channel	চানেল
Sound	সাউণ্ড
Gulf-stream	সাগর-গঙ্গা (৮)
Sounding	গভীরতা মাপ
Basin / „ Catchment / „ Drainage / „ Ocean	কোশা, কোশিকা (৯)

অক্ষাংশ পর্য্যন্ত Southern Ocean, তদ্দক্ষিণে কুমেরুবেষ্টনকারী Antarctic Ocean.

(১) যথা, Caspian Sea.

(২) যথা, Black Sea.

(৩) মহাসাগরের গভীর অংশের নাম।

(৪) ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার উত্তরে আতলান্তিকের গভীরতম অংশের নাম।

(৫) মহাদেশকে বেষ্টন করিয়া কতকটা অপ্রশস্ত ভূমি মহাসাগরে মগ্ন রহিয়াছে, তাহার উপর মহাসাগর গভীর নহে। উহারই নাম Continental Shelf; ইহাকে অতিক্রম করিয়া গভীর জল। গভীর মহাসাগরগর্ভ হইতে মহাদেশে আরোহণের ঘাট বা সোপানের মত বলিয়া shelf নাম।

(৬) Bank=a sandy ridge near the seacoast, that does not rise above the surface of water. কচ্ছ শব্দের অর্থ একটু পরিবর্ত্তন করিলে bank অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

(৭) Bar=a ridge of sand at the mouth of a river dropped by the stream when the current slackens.

(৮) "উপসাগরীয় স্রোত" পারিভাষিক লক্ষণ বর্জ্জিত কদর্য্য অনুবাদ। Gulf-Stream আতলান্তিক মহাসাগরের মধ্যে একটা বৃহৎ নদীর মত প্রবাহিত; অন্তত্র ইহার তুলনা নাই; আকাশের Milky Way কে যেমন স্বর্গঙ্গা বলা হয়, সেইরূপ ইহাকে সাগরগঙ্গা বলিলে বেশ শুনায় ও পারিভাষিকত্ব বজায় থাকে।

(৯) Basin বলিলে a shallow vessel শরাব বা নিম্নমধ্য অগভীর পাত্র বুঝায়। Basin of the Ganges অর্থে যে সমগ্র প্রদেশ হইতে জল গড়াইয়া আসিয়া মধ্যস্থ নিম্নপ্রদেশে গঙ্গাগর্ভে পতিত হয়, যেমন শরাবে জল ঢালিলে তাহা চারিধার হইতে গড়াইয়া মধ্যস্থলে একত্র হয়। Basin এর অনুবাদে এই ভাবটা বজায় রাখা কর্ত্তব্য।

"অববাহিকা" শব্দে এ রকম ভাব আসে না। দ্রোণী (ডোঙ্গা) শব্দে ঠিক্ এই অর্থ আসে। কিন্তু দ্রোণী শব্দ valley অর্থে ব্যবহার করাই অধিকতর সঙ্গত; valley অর্থে দ্রোণী শব্দের প্রয়োগও আছে। Valley ও Basin প্রায় তুল্যার্থজ্ঞাপক; basin এর বিস্তৃতি অধিক, valleyর পরিসর সঙ্কীর্ণ। শরাব বাঙ্গালায় সুশ্রাব্য হয় না; কোষা বা কোশা গ্রহণ করা গেল। "শরাবঃ কোশিকা পুনঃ" ইতি হেমচন্দ্র। আমাদের পূজার সময় ব্যবহৃত জল রাখিবার জন্য তামার কোষা অনেকটা river basin এর ভাব আনে; চারি ধারের জল গড়াইয়া মাঝে পড়িয়া এক পাশ দিয়া বাহির হইয়া যায়।

Watershed Waterschied Water-parting Divide	সীমন্ত-রেখা (১০)
Base	ভূমি
Base-line	ভূমি-রেখা
Survey	জরীপ
Geometry	জ্যামিতি
Trigonometry	ত্রিকোণমিতি
„ Spherical	গোলমিতি
Contour-line	সমোন্নতি রেখা (১১)
Gradient Slope	প্রবণতা
Level	লেবেল
Theodolite	থিয়োডোলাইট
Sextant	ষষ্ঠাংশ যন্ত্র, ষষ্ট্যংশ যন্ত্র
Quadrant	তুরীয় যন্ত্র
Boundary	সীমা
„ natural	নৈসর্গিক সীমা
„ artificial	কল্পিত সীমা

(১০) যে রেখার উভয় পার্শ্বে জল গড়াইয়া বিপরীত মুখে চলিয়া যায়, তাহার নাম watershed বা divide. "জলবাধ" শব্দে এরূপ অর্থ আসে না। Watershed প্রকৃতপক্ষে bounding line between two contiguous river basins. এই অর্থে সীমন্তরেখা ব্যবহার করা গেল। সীমন্ত=সীমা+অন্ত--a boundary line, a land-mark (Apte), a dividing line (Wilson). সীমন্ত প্রচলিত অর্থে সীঁথি ; সীঁথির উভয় পার্শ্বে চুল বিপরীত মুখে টানা থাকে ; যেমন watershed এর উভয় পার্শ্বে নদী নালা সমূহ বিপরীত মুখে প্রবাহিত হইয়া যায়।

(১১) Contour-line = line passing through points having same height above sea level.

Cape	অন্তরীপ
Promontory	শৈলান্তরীপ
Headland	ভূশীর্ষ
Cataract Fall Waterfall	জলপ্রপাত
Torrent	প্রপাত
Cascade	নির্ঝর (১২)
Rapid	নদীপ্রপাত
Canal	খাল
Coal	পাতর কয়লা
Configuration Structure	গঠন, গঠনপ্রণালী
Distribution	বিন্যাস, সন্নিবেশ, অবস্থান (১৩)
Crust (of the earth)	ভূত্বক্ (১৪)
Conduction	সঞ্চালন
Convection	সংবাহন (১৫)
Radiation	বিকিরণ

(১২) A fall less than a cataract.

(১৩) Distribution (of land and water)= সন্নিবেশ ; Distribuiton (of strata)=বিন্যাস Distribution (of plants)=অবস্থান।

(১৪) 'পঞ্জর' শব্দে skeleton বুঝায় ; সুতরাং ভূপঞ্জর অব্যবহার্য্য।

(১৫) পরিবাহণ শব্দে overflowing, draining বুঝায় ; সংবাহন=carrying along, bearing as a burden. Convection অর্থেও carrying along.

Coral	প্রবাল
Coral island	প্রবালদ্বীপ
Coral reef	প্রবালপ্রাচীর
Atoll	অবাল (১৬)
Circle	বৃত্ত
„ great	বৃহদ্বৃত্ত
„ small	লঘু বৃত্ত
„ Centre of	কেন্দ্র
Radius	ব্যাসার্দ্ধ
Diameter	ব্যাস
Circumference	পরিধি
Circle, Segment of	বৃত্তখণ্ড
„ Sector of	বৃত্তাংশ
Arc	চাপ
Chord	জ্যা
Tangent	স্পর্শক
Sphere	বর্ত্তুল
Spheroid	উপবর্ত্তুল
„ Oblate	অভিগত „
„ Prolate	প্রগত „
Ellipsoid	অপবর্ত্তুল (১৭)
Ellipse	বৃত্তাভাস (১৮)

(১৬) অবাল = আলবাল ; আলবাল যেরূপ বৃক্ষমূল চেষ্টা করিয়া থাকে, atoll সেইরূপ প্রবালদ্বীপ বেষ্টন করিয়া থাকে। অবাল শব্দ বাঙ্গালায় অপ্রচলিত; atoll অর্থে পারিভাষিকরূপে এই শব্দ ব্যবহার করিতে কোন গোল হইবে না।

(১৭) অপ উপসর্গ অপকর্ষদ্যোতক ; ellipsoid, যাহা figure of revolution নহে, তাহাও symmetry বর্জ্জিত অপকৃষ্ট বর্ত্তুল।

(১৮) বৃত্তাভাস ও ক্ষেপণী শব্দ বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে ; উহাদের ব্যবহারেও কার্য্যতঃ কোন অসুবিধা নাই, সুতরাং পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক।

Parabola	ক্ষেপণী (১৮)
Hyperbola	অধিক্ষেপণী
Cable	তার
Tunnel	সুরঙ্গ
Chart	চিত্র
Plan	নকসা
Map	মানচিত্র
Chartography	মানচিত্রবিদ্যা
Projection	প্রতিক্ষেপ
Topography	স্থানবিবরণ
Chemistry	রসায়ন
„ Inorganic	—
„ Organic	—
Crystal	অর্ক (১)
Crystallography	অর্কবিদ্যা
Crystalline	অর্কময়
Crystallisation	অর্কতাপত্তি
Crystallized	অর্কতাপন্ন
Amorphous	অনার্কিক, অর্কতাহীন
Isotropic	সমসংহত (২)
Oeolotropic	বিষমসংহত
Fibrous	অংশুময়

(১) স্ফটিক শব্দ দুরুচ্চার্য্য, বিশেষতঃ তাহা হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দ সমুদায় আরও দুরুচ্চার্য্য। "অর্কঃ স্ফটিক-সূর্য্যয়োঃ" ইত্যমরঃ।

(২) যাহার সর্ব্বত্র সঙ্ঘাত (molecular structure) সমান। Isotropicএর বিপরীত Oeolotropic

Colure	ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত
„ Equinoctial	বিষুবপ্রোত বৃত্ত (৩)
„ Solsticial	অয়নান্তপ্রোত বৃত্ত (৪)

Continent	মহাদেশ
Country	দেশ, জনপদ (৫)
Province	প্রদেশ (৬)
Division	বিভাগ
District	জেলা, উপবিভাগ
Department	বিভাগ (৭)
County	কাউণ্টি (৮)
Region	প্রদেশ, বিষয়
Capital	রাজধানী (৯)
Town, City	নগর (১০)
Suburb	শাখানগর
Urban	পৌর, নাগরিক
Rural	জানপদ
Provincial	প্রাদেশিক
Village	গ্রাম, পল্লী
Sanitarium	স্বাস্থ্যাবাস

(৩) অথবা বিষুবগত ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত।

(৪) অথবা অয়নান্তগত ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত।

(৫) Country (as opposed to *city*)= জনপদ।

(৬) বিষয়, ভুক্তি প্রভৃতি শব্দ গুলির এইরূপ অর্থে প্রয়োগ সম্ভবতঃ বাঙ্গালায় এখন আর চলিবেনা।

(৭) কেবল ফ্রান্স মধ্যে division অর্থে প্রচলিত; তজ্জন্য নূতন শব্দের প্রয়োজন নাই।

(৮) কেবল ব্রিটিশ দ্বীপে প্রচলিত।

(৯) ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস্; ফ্রান্সে রাজা না থাকিলেও পারিভাষিক অর্থে রাজধানী শব্দের প্রয়োগে আপত্তি ঘটিবে না।

(১০) বাঙ্গালায় প্রভেদ রাখিবার প্রয়োজন নাই।

Citizen	নৈগমিক
Citizenship	নৈগমিকতা
Civic	নৈগম
Civilisation	সভ্যতা (১১)

Colour	বর্ণ
Red	রক্ত
Orange	অরুণ
Yellow	পীত
Green	হরিৎ
Blue	নীল
Indigo	ইন্দীবর
Violet	কাপোত (১২)
Spectrum	লেখা (১৩)
Spectroscope	লেখাবীক্ষণ
Spectrum Analysis	লৈখিক বিশ্লেষণ

Delta	বদ্বীপ
Littoral	সৈকত

(১১) Civilize = সভ্যতাপাদন।

(১২) পায়রার গলার রঙ violet ধরা যাইতে পারে।

(১৩) Spectrum শব্দের অনুবাদে যে কয়টি শব্দ (দর্শন, বর্ণছত্র ইত্যাদি) চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, কোনটিই সুশ্রাব্য বা সুসঙ্গত নহে। 'লেখা' শব্দ বিচার্য্য। ইংরাজী শব্দটী দর্শনবাচী ধাতু হইতে উৎপন্ন বলিয়া বাঙ্গালাতেও তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে এমন কথা নাই।

Spectrum = যাহা দেখা যায়

লেখা = যাহা আঁকা যায়

অর্থবাচনে উভয়েই তুল্য মূল্য।

Spectrum বিভিন্ন বর্ণের কতকগুলি রেখার সমবায়মাত্র; এই হিসাবে রেখা (= লেখা) শব্দের সহিত সম্বন্ধ টানিয়া আনা যাইতে পারে।

Solar Spectrum = সৌর লেখা

Stellar Spectrum = নাক্ষত্রিক লেখা

Deposit	—
Deposition	ন্যাস
Drain	পরিবাহ (১৪)
Depth	গভীরতা
Length	দৈর্ঘ্য
Breadth	বিস্তার
Thickness	বেধ
Density	নিবিড়তা (১৫)
Rarity	বিরলতা
Defile }	গিরিসঙ্কট
Pass }	গিরিবর্ত্ম
Gorge	গিরিদ্বার
Canon }	কানিয়ন্ (১৬)
Canyon }	
Escarpment	—
Degree (of arc)	অংশ
„ (of temperature)	উষ্ণতাংশ
Minute (of arc)	কলা
Second (of arc)	বিকলা
Desert	মরুভূমি
Oasis	—
Mirage	মরীচিকা
Forest	অরণ্য
Tundras	তুন্দ্রা
Steppes	ষ্টেপী
Pampas	পাম্পা
Llanos	লানো
Selvas	সেলবা
Savannahs	সাবানা
Prairies	প্রেয়ারী
Earth	পৃথিবী
Earth	মৃত্তিকা
World	পৃথিবী, জগৎ
„ Old	পুরাতন পৃথিবী
„ New	নূতন পৃথিবী
Globe	ভূমণ্ডল
Globe	গোলক
Earthquake	ভূমিকম্প
Earth tremour	ভূস্পন্দ
Seismograph	স্পন্দনমান যন্ত্র
Seismography }	ভূস্পন্দবিদ্যা
Seismology }	
Erosion }	ক্ষয়
Denudation }	
Subsidence	অধোগমন
Elevation }	উদ্গমন
Upheaval }	
Landslip	পাহাড় ধসা

(১৪) পরিবাহ = Overflowing, inundation, overflow ; a water course, drain or channel to carry off excess of water "পূরোৎপীড়ে তড়াগস্থ পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া" (উত্তর চরিত) Apte's Dictionary.

Drainage, draining = পরিবাহণ
Drainage area = পরিবাহিত প্রদেশ
Drainage basin = পরিবাহঃকাশিকা

(১৫) সান্দ্রতা অপেক্ষা সুশ্রাব্য ;
Dense = নিবিড়, সান্দ্র
Rare = বিরল

(১৬) A deep, narrow, straight-walled valley cut out by streams in a plateau. কেবল মেক্সিকো দেশে ব্যবহৃত ; যথা Canon of Colorado.

Element	মূল পদার্থ
Compound	যৌগিক পদার্থ
Metal	ধাতু
Non-metal Metalloid	অপধাতু (১৭)
Alloy	উপধাতু
Acid	শট
Base	উষ (১৮)
Salt	সর (১৯)
Alkali	ক্ষার
Combination	রাসায়নিক সংযোগ
Decomposition	রাসায়নিক বিয়োগ
Dissociation	বিশ্লেষণ (২০)
Analysis	ব্যাস ক্রিয়া
Synthesis	সমাস ক্রিয়া

(১৭) ধাতু শব্দে স্বর্ণ রৌপ্যাদি ব্যতীত গন্ধকাদি গৈরিক মাত্রকেই বুঝায়। স্থূলতঃ ধাতু শব্দের বিস্তৃততম অর্থ mineral matter as opposed to organic matter. এস্থলে ধাতু শব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থে metal এর জন্য রাখিয়া অন্যান্য পদার্থের জন্য অপধাতু শব্দ রাখা গেল। সচরাচর যাহাদিগকে non-metal বলে তাহারাও অনেক বিষয়ে metal দের ধর্ম্মবিশিষ্ট; বস্তুতঃ metal ও non-metal এইরূপ শ্রেণীবিভাগ ঠিক্ যুক্তিযুক্ত নহে; অনেক রসায়নবেত্তা এইজন্য non-metal মাত্রকে metalloid বলিয়া থাকেন। Metalloid = অপধাতু বা অপকৃষ্ট ধাতু। Metalloid শব্দের অন্য অর্থেও ব্যবহার আছে। Arsenic, antimony প্রভৃতিকে metalloid or semi-metal বলা হয়; বাঙ্গালায় এই প্রভেদ রাখার কোন প্রয়োজন নাই।

(১৮) উষ = ক্ষার।

(১৯) Salt = সর (হেমচন্দ্র) ইংরাজীর সহিত উচ্চারণ সাদৃশ্য থাকায় শট, উষ, সর, এই তিনটি শব্দ পরিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিলে মন্দ শুনাইবে না।

(২০) Dissociation ও Decomposition রসায়ন শাস্ত্রে ঠিক্ এক নহে। Dissociation = Splitting up of complex molecules into simpler ones with rise of temperature, the process being reversed with fall of temperature. Decomposition এইরূপ reversible নহে।

Ecliptic	ক্রান্তিবৃত্ত
Equator (terrestrial)	নিরক্ষবৃত্ত
Equator (celestial)	বিষুববৃত্ত
Equinox	বিষুবকাল
Equinoctial point	বিষুব বিন্দু
Solstice	অয়নান্ত
Equinox, Spring	মহাবিষুব
„ , Autumn	জলবিষুব
Solstice, Summer	উত্তরায়ণান্ত
„ , Winter	দক্ষিণায়নান্ত
Latitude	অক্ষাংশ
Longitude	দেশান্তর
Latitude, Parallel of	সমাক্ষ বৃত্ত
Meridian	যাম্যোত্তর বৃত্ত
„ Prime	মধ্যরেখা
Tropic	অয়নান্ত বৃত্ত
„ of Cancer	কর্কট বৃত্ত
„ of Capricorn	মকর বৃত্ত
Season	ঋতু
Summer	গ্রীষ্ম
Winter	শীত
Spring	বসন্ত
Autumn	শরৎ
Climate	জলবায়ু
Weather	—
Zone	বলয়
„ Torrid	উষ্ণ বলয়
„ Temperate	মন্দোষ্ণ বলয়
„ North Temperate	উত্তর „ „
„ South Temperate	দক্ষিণ „ „
„ Frigid	হিমবলয়

„ North Frigid	উত্তর হিমবলয়
„ South Frigid	দক্ষিণ হিমবলয়
Geography	ভূগোলবিদ্যা
„ Mathematical	সিদ্ধান্ত ভূগোল
„ Astronomical	জ্যোতিষিক ভূগোল
„ General	ব্যাবহারিক ভূগোল ফলিত ভূগোল
„ Physical	প্রাকৃত ভূগোল
„ Political	রাষ্ট্রিক ভূগোল
„ Commercial	বাণিজ্য ভূগোল
„ Historical	ঐতিহাসিক ভূগোল
Geology	ভূবিদ্যা
Epoch } Period }	যুগ
Age	কল্প
Azoic	নির্জীবক
Palaeozoic	প্রত্নজীবক
Mesozoic	মধ্যজীবক
Cainozoic	নব্যজীবক
Primary	প্রাথমিক
Secondary	দ্বিতীয়ক
Tertiary	তৃতীয়ক
Quarternary	চতুর্থক
Archæan	আর্কিক
Cambrian	কাম্ব্রিক
Silurian	সিলুরিক
Devonian	ডিবনিক
Carboniferous	অঙ্গারবহ
Cretaceous	খটিক
Laurentian	লরেনশিক
Huronian	হুরণিক
Permian	পার্মিক
Triassic	ত্রায়াসিক
Jurassic	জুরাসিক
Liassic	লায়াসিক
Eocene	প্রাগাধুনিক
Miocene	মধ্যাধুনিক
Pliocene	অন্ত্যাধুনিক
Pleistocene	আধুনিক
Geocentric	পৃথিবীকেন্দ্রক
Heliocentric	রবিকেন্দ্রক
Glacier	হিমসরিৎ (২১) হিমনদী
Elacial Epoch	হিমনদী যুগ
Glaciation	—
Snowfield	তুষারক্ষেত্র
Snow line	তুষারসীমা
Line of perpetual snow	চিরতুষার সীমা
Boulder	গণ্ডশৈল
Moraine	গ্রাবরেখা (২২)
„ lateral	„ পার্শ্বগত

(২১) Glacier=a *river* of ice creeping down a mountain valley.

(২২) A line of blocks and gravels extending along the sides of separate glaciers, and along the middle part of glaciers, formed by the union of one or more separate ones. গ্রাব=উপল=gravel.

,, terminal	,, প্রান্তগত
,, medial	,, মধ্যগত
Pot-hole	দহ
Iceberg	হিমপ্লব (২৩)
Avalanche	— (২৪)
Gas	অনিল (২৫)
Vapour	বাষ্প
,, aqueous	জলীয় বাষ্প
Steam	উষ্ণ বাষ্প
Liquid	তরল
Fluid	সরিল (২৫)
Solid	কঠিন
Rigid	দৃঢ়
Hard	কঠোর
Soft	কোমল
Brittle	ভঙ্গুর
Elastic	স্থিতিস্থাপক
Stable	স্থায়ু
Viscous	—
Mobile	—
Tenacious	ভারসহ
Flexible	নমনীয়
Ductile	—
Malleable	ঘাতসহ
Volatile	উদ্বায়ী
Solution	দ্রাবণ, দ্রব পদার্থ
Soluble	দ্রাব্য
Solvent	দ্রাবক
Mixture	কবর
Freezing, Solidification	সংহনন
Melting, Fusion	গলন

(২৩) A *huge* mass of *floating* ice; *ice* and *berg* (=mountain) হিমশিলা শব্দে ভাসিয়া যাওয়ার ভাব আসেনা।

(২৪) 'হিমপাতিকা' ভাল শুনায় না।

(২৫) Gas শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নাই। বাষ্প=vapour; vapour ও gas বিভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট; কেহ কেহ অক্ষরান্তরিত করিয়া গ্যাস শব্দ চালাইতে চাহেন। কথাবার্ত্তার ভাষায় 'গ্যাসের আলো' চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যে গ্যাস শব্দ চালাইলে অত্যন্ত কদর্য্য দেখাইবে। উহার উচ্চারণ বাঙ্গালা ভাষার genius এর অনুপযোগী। সম্প্রতি অধিকাংশ গ্রন্থে gas=বায়ু, gaseous=বায়বীয়, এইরূপ ব্যবহার চলিতেছে। যথা oxygen gas=অম্লজান বায়ু। কিন্তু সাধারণ air ও gas উভয়ের জন্য পৃথক্ শব্দ থাকা আবশ্যক; নতুবা air is a gas, ইহার অনুবাদ কি হইবে? ইংরাজী gas শব্দও বহুদিনের প্রাচীন নহে। রাসায়নিক Van Helmont এই শব্দের সৃষ্টি ও প্রচার করেন। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। সম্ভবতঃ জর্ম্মাণ geist=(ghost, spirit) হাই জর্ম্মাণ gescht=ফেন, প্রভৃতি শব্দের অনুকরণে এই শব্দ প্রস্তুত হইয়াছিল; প্রথম প্রথম ইহা air অর্থেই ব্যবহৃত হইত; ক্রমে অর্থের ব্যাপ্তি ঘটিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাণ, অপান, ব্যান আদি বিবিধ বায়ুর উল্লেখ দেখা যায়; এগুলিকে বিভিন্ন gas বলিয়া ধরা যাইতে পারে; সকলেরই মূলে অন্ ধাতু বর্ত্তমান; অন্ নিশ্বাস ফেলা। অনিল সেই অন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বায়ু শব্দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত 'অনিল' শব্দ gasএর জন্য রাখা যাইতে পারে। Oxygen একরূপ অনিল, Hydrogen একরূপ অনিল। জড় পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থা, কঠিন, তরল ও অনিল—এইরূপ প্রয়োগে অসুবিধা নাই। gaseous=অনিলাবস্থ, gaseous state of matter =জড় পদার্থের অনিলাবস্থা। Fluid শব্দে liquid ও gas উভয়ই বুঝায়। Fluid=that which flows=যাহা প্রবাহিত হয়। সংস্কৃত সলিল ও সরিল শব্দেরও অর্থ প্রায় এইরূপ। সলিল শব্দে জল ভিন্ন আর কিছু বুঝাইবে না। সমানার্থক অথচ অপ্রচলিত সরিল শব্দকে পারিভাষিকভাবে fluid অর্থে প্রয়োগ করিলে অসুবিধা হইবে না।

Evaporation	বাষ্পীভবন
Sublimation	উত্থান
Boiling Ebullition	} স্ফোটন, ফোটা
Liquefaction	তরলতাপত্তি
Condensation	ঘনীভবন
Rarefaction	বিরলতাপাদন
Compression	নিবিড়তাপাদন
Neutralisation	জারণ
Saturation (of a solution)	—
Supersaturation	—
Government	গবর্ণমেণ্ট, সরকার, শাসনতন্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্র
Administration	শাসন
Monarchy	রাজতন্ত্র
Republic Commonwealth	} সাধারণ তন্ত্র
Democracy	প্রজাতন্ত্র, প্রকৃতিতন্ত্র
Aristocracy	অভিজাততন্ত্র
Oligarchy	—
Autocracy Despotism	} স্বৈর তন্ত্র
Kingdom	রাজ্য
State	রাষ্ট্র
Empire	সাম্রাজ্য
Harbour	—
Haven	—
Port	বন্দর
Horizon	ক্ষিতিজ, হরিজ (১)
Horizontal	ক্ষিতিজগামী
Vertical	উল্লম্বী
Halo	পরিবেষ
Corona	ছটা
Rainbow	রামধনু, ইন্দ্রধনু
Mock-sun	উপসূর্য্য,প্রতিসূর্য্য(২)
Heat	তাপ
Temperature	উষ্ণতা
Calorimeter	তাপমান
Thermometer	উষ্ণতামান
Melting point	গলনাঙ্ক
Boiling point	ফুটনাঙ্ক
Expansion Dilatation	} প্রসারণ
Contraction	সঙ্কোচন
Light	আলোক
Reflection	পরাবর্ত্তন
Refraction	তিরোবর্ত্তন
Dispersion	বিশ্লেষণ
Diffraction	সাচিবর্ত্তন (৩)

(১) "যত্ৰরাশির্জতি হরিজম্"—বৃহজ্জাতক ; "যত্রা কাশং ভূম্যা সহাসক্তং দৃশ্যতে তদ্ধরিজম্"—Commentary by Utpala.

(২) প্রতিসূর্যা—বৃহৎসংহিতা।

(৩) আলোকের সোজা এক মুখে যাওয়াই সাধারণ ধর্ম্ম ; ইহার নাম rectilinear propagation. কিন্তু অতি সঙ্কীর্ণ দ্বার বা ছিদ্র পথে যাইতে হইলে আলোক কেবল সম্মুখে না গিয়া আশ পাশ দিয়া বক্র পথে চলে ; এই ঘটনার নাম diffraction ; ইহা আপাততঃ rectilinear propagationএর বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিরোধী নহে। Diffraction এর অনুবাদে সাচিবর্ত্তন গ্রহণ করা গেল।

Polarisation	ধ্রুবতাপত্তি (৪)
Interference	বিরোধ
Hour	ঘণ্টা
Minute	মিনিট
Second	সেকণ্ড
Clock	ঘড়ী
Sundial	ছায়াঘড়ী
Chronometer	নাড়ীমান (৫)
Time	কাল
Day	দিন, দিবস
,, civil	সাবন দিবস
,, solar	সৌর দিবস
,, sidereal	নাক্ষত্রিক দিবস
Night	রাত্রি
Month	মাস
Lunar month / Lunation	চান্দ্র মাস
Year	বৎসর
Leap-year	পরিবৎসর (৬)
Inland	স্থলগত
Overland	সমুদ্রগত
Submarine	সাগরমগ্ন
Underground / Subterranean	অধোভূমিক
Island	দ্বীপ
Peninsula	উপদ্বীপ
Isthmus	যোজক
Land	স্থল
Water	জল
Lake	হ্রদ
Lagoon	উপহ্রদ
Marsh / Bog	বিল
Language	ভাষা
Dialect	উপভাষা
Patois	অপভাষা
Meteor	কেতু, উল্কা
Meteorite	উল্কাপিণ্ড,উল্কাশ্ম (৭)

(৪) আলোকের স্পন্দনগুলি যখন এক নির্দ্দিষ্ট দিকে আবদ্ধ থাকে তখন তাহাকে polarised light বলে। Polarisation অর্থে নির্দ্দিষ্ট মুখ প্রাপ্তি; আলোক যে অর্থে polarised হয়,অক্ষোপরি আবর্ত্তনশীল পৃথিবীকেও ঠিক সেই অর্থে polarised বলা যাইতে পারে। চুম্বকের অণু সমূহও ঠিক এই অর্থে polarized. কোন electrolyteএর ভিতর তাড়িত প্রবাহ চলিলে উহার ion সকলও এইরূপ polarized হয়। সর্ব্বত্রই polarisation অর্থে নির্দ্দিষ্ট রেখায় অবস্থিতি। এই নির্দ্দিষ্ট রেখাকে ধ্রুব রেখা বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর অক্ষরেখাকে জ্যোতিষে ধ্রুব রেখা বলে। এই রেখার সম্মুখস্থিত নক্ষত্রকে ধ্রুবতারা বলে। ধ্রুবত্ব প্রাপ্তি ও polarisation এইজন্য সমানার্থক।

(৫) "নাড়ী কালেঽপি ষট্ ক্ষণে"—অমরকোষ।

(৬) পরিবৎসর=a particular year in a cycle of five years. Leap-year প্রতি বর্ষ-চতুষ্টয়ে একবার ঘটে। সংস্কৃত জ্যোতিষের পরিবৎসর ও leap year এক না হইলেও বাঙ্গালায় পরিবৎসর leap year স্থানে ব্যবহার চলিতে পারে। কেননা আধুনিক জ্যোতিষে পরিবৎসর শব্দের প্রাচীন অর্থে ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নাই।

(৭) Meteorites are large masses that pass through the atmosphere and actually reach the earth. They are of three classes :—(1) *aerolites*=meteoric *stones*, (2) *siderites*=meteoric *irons*, (3) *siderolites*=intermediate varieties.

Aerolite	ব্যোমাশ্ম
Siderite	ব্যোমায়স
Siderolite	ব্যোমায়সাশ্ম
Fireball	বহ্নিগোলক
Meteor, detonating	নির্ঘাত (৮)
Bolide, Shooting star	উল্কা
Radiant point	নির্গমকেন্দ্র
Meteorology	অন্তরিক্ষ বিদ্যা
Humidity	আর্দ্রতা
Hygroscope	সেকবীক্ষণ
Hygrometer	সেকমান (৯)
Moist, Humid	আর্দ্র, সিক্ত
Dry	শুষ্ক
Saturation	পরিষেক (১০)
Supersaturation	অতিসেক
Dew-point	পরিষেকাঙ্ক (১১)
Rain	বৃষ্টি
Rainless Region	নির্বর্ষদেশ
Region of constant precipitation	নিয়তবর্ষ দেশ
Rain-gauge	বৃষ্টিমান
Hail	শিলা

Cloud	মেঘ
Stratus	স্তর মেঘ
Cumulus	স্তূপ মেঘ
Cirrus	অলক মেঘ (১২)
Nimbus	বলাহক (১৩)
Lightning	বিদ্যুৎ
Thunder	বজ্র
Electricity	তাড়িত
Lightning rod	তাড়িত দণ্ড
Fog, Mist	কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা
Snow	তুষার
Snow-flake	তুষারোর্ণা
Ice	বরফ
Dew	শিশির
Frost, Hoar-frost	তুহিন
Sleet	তুষার বৃষ্টি
Magnet	চুম্বক
Magnetism	চৌম্বকতা
Magnetic axis	চুম্বক অক্ষ
Magnetic meridian	চৌম্বক যাম্যোত্তর রেখা
Declination	চুম্বক ক্রান্তি
Dip, Inclination	চুম্বকাবনতি

(৮) বৃহৎ সংহিতায় প্রয়োগ আছে।

(৯) আর্দ্র ও সিক্ত সমানার্থক। Hygrometer=আর্দ্রতা বা সিক্ততা মাপিবার যন্ত্র। উচ্চারণ সুবিধার জন্য সেকমান গ্রহণ করা গেল।

(১০) Saturated=পরিষিক্ত, unsaturated অপরিষিক্ত।

(১১) Dewpoint=Temperature of saturation.

(১২) ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'অলক মেঘ' ব্যবহার করিয়াছেন।

(১৩) Nimbus=বর্ষপ্রদ, এইরূপ ব্যবহার আছে (রাজেন্দ্রলাল মিত্র—প্রাকৃতিক ভূগোল); বলাহক =বারিবাহক=বর্ষপ্রদ; সংস্কৃত সাহিত্যে আবর্ত্তাদি মেঘচতুষ্টয়ের মধ্যে বলাহক অন্যতম।

Dip circle	অবনতি চক্র
Isogonic line	—
Isodynamic line	—
Magnetic needle	চুম্বক শলাকা
Compass	কোম্পাস
Mariner's compass	নাবিক কোম্পাস
Mountain	পর্ব্বত
Mountain range	পর্ব্বতশ্রেণী
Mount	গিরি
Hill	পাহাড়, শৈল
Hillock	পাহাড়ি
Ridge	শৈলশ্রেণী
Peak	শৃঙ্গ
Summit	শীর্ষ
Flank	কটক
Cave	গুহা
Cavern	কন্দর
Ravine	দরী
Gorge	দ্বার
Pass / Defile	গিরিসঙ্কট
Valley	উপত্যকা, দ্রোণী
Plateau / Table land	মালভূমি
Plain	সমতল
Low plain / Lowlands	সমতট (১৪)
Highlands	অধিত্যকা
Sunk plain	অধোগত সমতল
Depression	—
Stratum	স্তর
Bed	স্তর
Fold	ভাঁজ
Stratification	স্তরবিন্যাস, স্তরাধান
Tilting	হেলিয়া থাকা
Syncline	অবক্রম (১৫)
Anticline	অধিক্রম
Mine	খনি
Mineral	গৈরিক (১৬)
Mineralogy	গৈরিকবিদ্যা
Ore	আকরিক
Fault	ফাট
Vein	শিরা
Seam	—
Machine	যন্ত্র
Mechanical	যান্ত্রিক, ভৌতিক
Mechanics	যন্ত্রবিজ্ঞান
Statics	স্থিতিবিজ্ঞান
Dynamics	—
Kinematics	গতিবিজ্ঞান
Kinetics	বলবিজ্ঞান
Pneumatics	অনিলবিজ্ঞান
Hydrostatics	—
Hydrodynamics	—

(১৪) বঙ্গদেশের lowlandsকে পূর্ব্বে সমতট বলিত।

(১৫) In a folded bed of rocks, a downward fold is a *syncline*, an upwurd fold an *anticline*.

(১৬) Mineral শব্দ কেবল খনিজ পদার্থে আবদ্ধ নহে ; rock মাত্রকেই বুঝায়। mineral oil এরূপ স্থলে খনিজ তৈল বলা চলিবে।

Physics	পদার্থবিজ্ঞান
Physical	ভৌতিক
Engine	এঞ্জিন
Steam Engine	বাষ্পযন্ত্র
Maximum	পরম
Minimum	অবরম
Migration	নির্যাণ
Emigration	প্রবাসন
Immigration	—
Colony	উপনিবেশ (১৭)
Nadir	অধঃ স্বস্তিক
Zenith	ঊর্দ্ধস্বস্তিক
Nebula	নীহারিকা
Nebular Theory	নীহারিকাবাদ
Navigation	নৌ যাত্রা
Navigator	নাবিক, নৌযাত্রী
Navigable	নাব্য
Nautical	নাবিক সম্বন্ধী
Navy	নৌসেনা
Sailor	মাল্লা
Circumnavigation	ভূপ্রদক্ষিণ
Exploration	ভূমি আবিষ্কার
Cruise	—

(১৭) Colonist উপনিবেশিক, colonisation উপনিবেশ স্থাপন।

Orbit	কক্ষা
Rotation	আবর্ত্তন (১৮)
Revolution	ভগণ গতি, ভভ্রম, পরিবর্ত্ত (১৮)
Translation	ভ্রমণ
Precession	অয়ন চলন, অয়নগতি
Nutation	অক্ষস্পন্দন
Perturbation	কক্ষাভ্রংশ
Observation	বেধকর্ম্ম, পর্য্যবেক্ষণ
Observatory	বেধমন্দির, মানমন্দির
Aphelion	মন্দোচ্চ
Perihelion	শীঘ্রোচ্চ
Line of apsides	উচ্চগ রেখা
Organ	অবয়ব, দেহ (১৯)
Organism	অবয়বী জীব, দেহী
Cell	কোষাণু (২০)
Protoplasm	জৈবনিক, জীবপঙ্ক

(১৮) "ভূরেবাবৃত্তাবৃত্তা প্রতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্।" এস্থলে আবর্ত্তন—rotation.

ভানাং চতুর্যুগেনৈতে পরিবর্ত্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ"

ইতি উৎপলধৃত মূলপুলিশ সিদ্ধান্ত বচনম্। ভ=নক্ষত্র, ভগণ=নক্ষত্রগণ=সমগ্র রাশিচক্র ; প্রত্যেক গ্রহ সমুদয় রাশিচক্র ঘুরিয়া আসে। এই পরিভ্রমণ ক্রিয়াকেও 'ভগণ গতি' বা 'ভগণ' বলা প্রচলিত আছে। যথা, "ক্রান্তিপাতস্য ভগণাঃ=revolutions of the point of intersection between the Ecliptic and the Equator.

(১৯) Organisation=অবয়বিভাপাদন, দেহ-প্রাপ্তি।

(২০) Unicellular=ঐককোষিক
Multicellular=বহুকোষিক

Pressure	চাপ
Barometer	বায়ুমান
Hypsometer	উৎসেধমান
Manometer	চাপমান
Anemometer	বেগমান
Isobar	সমচাপ রেখা
Isothermal	সমোষ্ণ রেখা
Force	বল
Velocity	বেগ
Plant / Vegetable	উদ্ভিদ্
Animal	জন্তু, প্রাণী
Life	জীবন
Biology	জীববিদ্যা
Botany	উদ্ভিদ্বিদ্যা
Zoology	প্রাণিবিদ্যা
Palæontology	প্রত্নজীববিদ্যা
Morphology	শরীরবিদ্যা
Physiology	প্রাণবিদ্যা
Domestic	গ্রাম্য
Domestication	গ্রাম্যতাপাদন
Wild	আরণ্য
Fauna	প্রাণিবর্গ
Flora	উদ্ভিদ্বর্গ
Ethnology	জাতিবিদ্যা
Anthropology	মানববিদ্যা
Anthropometry	মানবমিতি
Pole	মেরু
—north	সুমেরু
—south	কুমেরু
—magnetic (of the earth)	চৌম্বক মেরু
—(of a magnet)	মেরু
—(of an electric battery)	দ্বার
Pole-star	ধ্রুব তারা
Polar region	মেরু প্রদেশ
Polarization	ধ্রুবতাপাদন
Gyrostat	ভ্রমর যন্ত্র
Population	লোকসংখ্যা
People	—
Nation	জাতি
Race	কুল
Type	বংশ, বর্ণ
Tribe	দল
Clan	গোত্র
Caste	বর্ণ
Herd (of animals)	যূথ, পাল
Society	সমাজ
Corporation	—
Guild	সার্থ
Community	সঙ্ঘ (২১)
Communism	সাঙ্ঘিকতা
Socialism	সমাজতান্ত্রিকতা
Individualism	ব্যক্তিতান্ত্রিকতা
Nihilism	ধ্বংসবাদ
Anarchism	অরাজকতা
Barbarous	অসভ্য
Savage	—
Settled	সমাজবদ্ধ

(২১) একালে community বলিলে যাহা বুঝায়, বৌদ্ধগণের সঙ্ঘ ঐরূপ একটা community ছিল।

Aborigines	আদিমনিবাসী
Civilized	সভ্য
Nomadic	যাযাবর
Industry	পরিশ্রম, শিল্প
Agriculture	কৃষি
Trade	ব্যবসায়
Commerce	বাণিজ্য
Art	কারুশিল্প
Fine art	কলা
Religion	পন্থা
Sect	সম্প্রদায়
Animism	প্রেতবাদ
Shamanism	পিশাচ পূজা
Totemism	—
Taoism	—
Fetishism	—
Idolatry	পৌত্তলিকতা
Rock	প্রস্তর
Sedimentary	পললজ
Stratified	স্তরীভূত
Fragmental	কর্করিল
Igneous	আগ্নেয়
Extruded, Effusive	বহিঃস্রুত (২২)
Intrusive	অন্তঃস্রুত
Plutonic	পাতালজ (২৩)

Metamorphic	পরিণত
Eruptive	উৎপাতিত
Lava	লাবা
Volcano	আগ্নেয় পর্ব্বত
Crater	গহ্বর
Cone	মোচা
Ash	ভস্ম
Eruption	অগ্ন্যুৎপাত
Extinct	নির্ব্বাপিত
Dormant	সুপ্ত
Active	জাগ্রত
Fossil	জৈবাশ্ম
Stone	পাথর
Gravel	উপল, গ্রাব
Clay	কাদা
Soil	মাটি, মৃত্তিকা
Sand	বালি, বালুকা
Region, Realm	বর্ষ
—Palæarctic	প্রত্নোদীচ্য বর্ষ
—Ethiopian	ইথিয়োপীয় বর্ষ
—Oriental	প্রাচ্য বর্ষ
—Neo-tropical	নবোষ্ণ বর্ষ
—Nearctic	নবোদীচ্য বর্ষ
River, Stream	নদী
Affluent, Tributary	শাখা
Distributary	—
Source	উৎপত্তিস্থল

(২২) Extrusive = Flowing out of the earth.

(২৩) Plutonic = deepseated igneous. Pluto পাতালের দেবতা।

Mouth	মুখ, মোহানা
Junction	সঙ্গম
Bank	তীর
Bed	গর্ভ
Channel	খাত
Basin	কোশা
Rivulet	নালা
Spring	উৎস, প্রস্রবণ
Hot spring	উষ্ণ প্রস্রবণ
Geyser	গীসার
Surface spring	পৃষ্ঠোৎস
Deepseated spring	গর্ভোৎস
Silica	সিকতা
Lime	চূণ
Calcareous	চূর্ণময়
Iron	লৌহ
Forrugenous	লৌহময়
Sun	সূর্য্য
Moon	চন্দ্র
Star	তারা
Planet	গ্রহ
Planetoid, Asteroid	গ্রহক, অপগ্রহ
Constellation	তারা-প্রকোষ্ঠ
Star cluster	নক্ষত্রপুঞ্জ
Satellite	উপগ্রহ
Ring (of Saturn)	মেখলা
Solar System	সৌর জগৎ
Sidereal System	নক্ষত্র জগৎ

Stellar Sphere	ভপঞ্জর (২৪)
Uranus	বরুণ
Neptune	ইন্দ্র
Comet	ধূমকেতু
Head, Coma	শীর্ষ
Tail	পুচ্ছ
Nebula	নীহারিকা
Zodiac	রাশিচক্র
Zodiacal Light	ভচক্রভা
Galaxy, Milky Way	ছায়াপথ, ব্যোমগঙ্গা
Eclipse	গ্রহণ
—total	পূর্ণ গ্রাস
—partial	অংশ গ্রাস
—annular	কঙ্কণ গ্রাস
Tide	জোয়ার ভাটা, বেলা
—high, —flow	জোয়ার
—low, —ebb	ভাটা
Bore	বান
Race	—
Spring tide	কটাল
Neap tide	মরা কটাল
Tidal wave	বেলোর্ম্মি
Cotidal line	সমোচ্ছ্বাস রেখা
Wave	তরঙ্গ
Undulation	ঊর্ম্মি, লহরী

(২৪) "ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যা" ইত্যাদি।

Ripple	হিল্লোল	Wave-front	তরঙ্গধারা (২৬)
Groundswell	উল্লোল (২৫)	Frequency	কম্পন সংখ্যা
Wind-wave	বাতোর্ম্মি	Period	কম্পনকাল
Crest (of wave)	শীর্ষ	Amplitude	কম্পন প্রসার
Hollow (of wave)	গর্ত্ত	Range	কম্পন প্রসার
Breaker	ভঙ্গ	Stream	স্রোত, প্রবাহ
Spray	—	Current	স্রোত, প্রবাহ
Vibration	স্পন্দন,	Surface Drift	পৃষ্ঠপ্রবাহ
Oscillation	কম্পন	Whirlpool	আবর্ত্ত
Wave-length	তরঙ্গায়তি		

ভবানীদাসবিরচিত রামরত্নগীতা।

প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের মধ্যে ভবানী দাস অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ইঁহার প্রণীত ছোট বড় বিস্তর গ্রন্থ আছে। অদ্য আমরা রামরত্নগীতার বিষয় সাহিত্যসেবী ব্যক্তিদিগের নিকটে উপস্থিত করিব।

গ্রন্থের আরম্ভ——

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। অথ শ্রীরামরত্নগীতা লিখ্যতে শ্রীকৃষ্ণ বক্তা শ্রোতা ধনঞ্জয় বেদব্যাসকৃত শ্রীভবানী দাসের কৃতি পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত ইত্যাদি। অথ পয়ার—

প্রণমহো একযোগে সর্ব্বদেবগণ।
কিঞ্চিৎ কাতরে সবে করহ লোকন॥
প্রণমহো শ্রীরামরতন কবিসার।
কর্ণপথে পান মাত্রে জন্ম নাহি যার॥
ভারত সমর সাঙ্গ করি পার্থ বীর।
বসিলেন পুত্রশোকে ব্যাকুল শরীর॥
শয়নেতে নিদ্রা নাহি অসুখ ভোজনে।
রাজ্যের বৈভব সুখ নাহি লয় মনে॥
হাহা পুত্র অভিমন্যু বোলে অনুক্ষণ।
সঙরিয়া লহ মোরে আপন সদন॥
অন্তর্যামী নারায়ণ বুঝি পার্থ মন।
অর্জ্জুনে বুঝান বলি শাস্ত্রের বচন॥
কৃষ্ণ বোলে ধনঞ্জয় এ উচিত নয়।
অজ্ঞান জীবের ন্যায় শোক সমুদয়॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু করি নিবেদন।
যোগমার্গ বোলি মোর শান্ত কর মন॥
কি মতে বৈষ্ণব হয় পাষণ্ড কি মতে।
বিস্তার পূর্ব্বক সব কহিবে আমাতে॥
আপনি শ্রীমুখে কহিছেন বারেবার।
আমা হৈতে সৃষ্টি হৈল সকল সংসার॥
সে সকল ভেদ মোরে কহ নারায়ণ।
শুনিয়া হউক মোর সকল জীবন॥

এই গ্রন্থে বিস্তর সংস্কৃত শ্লোক আছে; কিন্তু এতই অশুদ্ধরূপে লিখিত যে পাঠোদ্ধার করা

(২৫) উল্লোল=a large wave or billow (Wilson)
(২৬) ধারা=Edge, boundary in general, the advancing van of an army.

দুরূহ। অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন, কৃষ্ণ উত্তর দিয়াছেন। অর্জ্জুনের এক প্রশ্ন, রাবণ এত জীব হত্যা করিয়াও তোমাকে পাইল কিরূপে? কৃষ্ণ বলিলেন আমাকে পায় নাই, বিষ্ণুকে পাইয়াছে, প্রেম ভক্তি না হইলে আমাকে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবগ্রন্থপাঠকেরা জানেন যে বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু, নারায়ণ ও কৃষ্ণে পার্থক্য আছে। আমরা জানিতে পারিলাম যে গ্রন্থকার একজন পরম বৈষ্ণব। অর্জ্জুনের আর এক প্রশ্ন ও তদুত্তর :—যথা

পার্থ বলে রমানাথ করি নিবেদন। গোহত্যা পাতকী জীব হয় ত যবন॥
এক ব্রহ্ম তুমি যদি নহে অন্য জন॥ পুনঃ পুনঃ নানা যোনি মধ্যে জন্ম লয়।
ঋক্ বেদে সাম বেদে গোহত্যাবারণ। কুকর্ম্মাদি পাপকর্ম্ম সতত আচরয়॥
অথর্ব্ব বেদে গোহত্যাদি করয়ে যবন॥ ইতি মধ্যে যে যবন ধর্ম্ম পথে যায়।
রহিমান নাম বোলাইলা তার তরে। স্বর্গভোগ কর্ম্ম অনুসারে সেই পায়॥
কোরাণ স্বদিষ্টে তারা গোহত্যাদি করে॥ বিস্তার কহিব আমি যবন জনম।
কৃষ্ণ বোলে ধনঞ্জয় শুনহ কারণ। শ্রবণ করহ পার্থ পাণ্ডুর নন্দন॥

ইহার পর বিস্তার পূর্ব্বক যবনোৎপত্তির বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। সে বিবরণের মূল কি তাহা জানি না। অনন্তর চতুর্ব্বেদের উৎপত্তি, শঙ্খাসুরের বেদহরণ ও মীনরূপে ভগবানের বেদের উদ্ধার বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণ হইতে শক্তির বর প্রাপ্তি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে ;——কৃষ্ণ বলিতেছেন—

মোর ভক্ত হৈঞা নিন্দা যে করে তোমার। পরম বৈষ্ণব জ্ঞানে যে তোমা পুজিবে।
প্রেমভক্তির পথ মাঝে সেই দুরাচার॥ সপ্ত বংশ সহ সেই মোর প্রিয় হবে॥
তব নামে অজা মেষ দিবে বলিদান। নানামতে ভগবতীর তুষিলেন মন।
অধঃপাতে জন্ম যাবে নরক নিদান॥ শুন সব্যসাচী এই কথা পুরাতন॥

অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে বরদান, কৈলাস-নির্ম্মাণ ও শিব ভগবতীর বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। শক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে প্রসব করিয়াছিলেন ; তজ্জন্য বিংশতিবার দেহত্যাগের পর শিবকে বিবাহ করেন। ইহার পর সৃষ্টি প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে। মৃত্যুর জন্ম এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে——

মহাভার হৈল ক্ষিতি সহিতে না পারে। শুনি ভগবতী আমি করিনু স্মরণ॥
বাসুকি সকল কথা জানায় ব্রহ্মারে॥ আমার নিকট দেবী আসি দণ্ডাইল।
জানিয়া সকল তত্ত্ব দেব প্রজাপতি। অকস্মাৎ মহামায়ার ললাট ঘামিল॥
বৈকুণ্ঠে আমার স্থানে গেলা শীঘ্রগতি॥ সেই ঘামে আছাড়িয়া ফেলিল ভুমিতে।
আদি অন্ত সমাচার করিল জ্ঞাপন। মৃত্যুরূপা কন্যা জন্মে দেখিতে দেখিতে॥

কবি কৃষ্ণমুখে বলিয়াছেন—

শ্রীরামরতনগীতা অতি সুখোদয়। ব্যাসমুনি শ্লোকছন্দে করিল রচন।
একান্ত মনেতে শুন বীর ধনঞ্জয়॥ শ্রীভবানী দাস কৈল পয়ারে প্রেরণ॥

অনন্তর ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার শাপ ও লক্ষ্মীর উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। লক্ষ্মী পদ্মবনে জন্মিলে বরুণ তাঁহাকে দেখিতে পান——

দুগ্ধপোষ্য শিশুনী দেখিয়া জলপতি। বারুণীকে সমর্পিল সে কন্যা রতন।
ক্রোড়ে করি নিজালয়ে গেলা শীঘ্রগতি॥ কায়মনোবাক্যে তারে করেন পালন॥

পাঠক দেখিবেন শব্দের উত্তর নী প্রত্যয় করিয়া কেমন সহজে পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গের আকারে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। অনন্তর সমুদ্রমন্থন বর্ণিত হইয়াছে। সমুদ্রমন্থনে বরুণের পুরী ভাঙ্গিয়া যায়। বরুণ লক্ষ্মীদান করিয়া বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিলে সমুদ্রমন্থন নিবৃত্ত হয়। যবনের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

কৃষ্ণ বোলে সময়েতে জন্মিবে নন্দন।
পরম সুন্দর রূপ যেমন মদন॥
পুত্র দেখি বিশ্বাবসু অতি হাস্য মন।
সযত্নেতে সেই শিশু করিবে পালন॥
শুন পার্থ সেই কথা কহিব বিশেষে।
যবনের বাক্য সব শিশু মুখে আইসে॥
জলকে কহিবে পানী অন্নেরে জেতাম।
রহিমান নাম জপে জ্যোতি ধরে ধ্যান॥
এ সকল আশ্চর্য্য শুনিবে দ্বিজমণি।
চিন্তিত হইবে অগ্নির অভিশাপ গণি॥
জানিলাম অগ্নিশাপ ফলিল আমারে।
যবনের জন্ম বুঝি হৈল মোর ঘরে॥
নগরে নগরে কথা হইবে ঘোষণ।
বিশ্বাবসুর ঘরে জন্ম লইল যবন॥
এই বাক্য সকলে কহিবে পরস্পরে।
যবন কেমন ভাই চল দেখিবারে॥
শুন পার্থ সে সকল কহিব তোমায়।
বিদ্বান্ হইবে শিশু আমার কৃপায়॥
অথর্ব্ব বেদের পাঠ করিবে যে জন।
এই হেতু তারে আমি করিব রক্ষণ॥
যবনের বাক্য যে শিখিবে ইতিহাস।
নূতন নূতন বাক্য করিবে প্রকাশ॥
তোবা তোবা বলিবেক দিনে লক্ষবার।
বিশ্বাবসু চিত্তে বড় মানিবে বিকার॥
দ্বাদশ বৎসর শিশুর বয়ঃক্রম হবে।
তবে বিশ্বাবসু সব ব্রাহ্মণে ডাকিবে॥

আপ্তগণ লৈয়া দ্বিজ করিবে বিচার।
দেখিয়া শিশুর ক্রিয়া সবে চমৎকার॥
বেদপাঠ দ্বিজধর্ম্ম করিবে বর্জ্জন।
সবে বোল্গিবেক শিশু করহ নিধন॥
একান্ত যুক্তিতে সভার হইবে সম্মতি।
মারিতে উদ্যত তারে হবে শীঘ্রগতি॥
সবে বলে শিশুরে করাহ বিষপান।
কার্য্যসিদ্ধি হবে কেহ না হবে জ্ঞাপন॥
অন্ন সঙ্গে বিষ দিবে শিশুকে খাইতে।
তাহাতে বাঁচিবে শিশু আমার কৃপাতে॥
নিদ্রা যোগে ঘরে তার দিবেক দাহন।
তাহাতে বাঁচিবে শিশু নহিবে মরণ॥
লক্ষ লক্ষ অস্ত্র খণ্ড হবে তার গায়।
তাহাতে বাঁচিবে শিশু আমার কৃপায়॥
তার পরে পথমাঝে শিশুকে পুতিবে।
দু মাস ছমাস অন্ন জল নাহি দিবে॥
নানা চেষ্টা করিবেক শিশু না মরিবে।
মোর অনুগ্রহে শিশু সর্ব্বত্র বাঁচিবে॥
যদি সেই শিশু পার্থ প্রহারে মরিত।
অথর্ব্ব বেদ স্তুতিপাঠ খ্যাত না হইত॥
বিংশতি বৎসর যবে বয়ঃক্রম হবে।
কোরাণ যবন শাস্ত্র মুখে অভ্যাসিবে।
বল বুদ্ধি শক্তিমন্ত সেই হয়ে পরে।
কলেমা পড়ায় লোকে আপ্তসঙ্গ করে॥
ক্রমে ক্রমে বহু লোক যবন হইবে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কত কলেমা পড়িবে॥

ক্রমেতে যবন হবে আটাশী হাজার।
সাপক্ষ হইবে তারা বহু পরিবার॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে করিবে ভ্রমণ।
নিরন্তর ভ্রমিবেক সকল ভুবন॥
প্রতিজ্ঞা করিবে তবে সকলে বসিয়া।
সকল সংসার দেহ যবন করিয়া॥
এই মত অহঙ্কার করিয়া মনেতে।
সাজিবেক সকলে দিগ্‌বিজয় করিতে॥

গ্রন্থকার কোন্ সময়ের লোক তাহা জানা যায় নাই। মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের উপদ্রব হয়ত তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কবির বিশ্বাস ছিল, কোরাণের প্রবচন গুলি অথর্ব্ব বেদের বাক্য। এখনও কোন কোন ব্যক্তির এইরূপ বিশ্বাস আছে।

অনন্তর মুচিরাম দাসের উপাখ্যান, কৃষ্ণনামের মহিমা, কোন্ পাপের কোন্ শাস্তি, চণ্ডালের লক্ষণ, ভেলানী নিষাদীর উপাখ্যান, (এই ভেলানী রামায়ণের শবরী শ্রমণা) ভক্তব্যাধের উপাখ্যান, মালাজপের নিয়ম, গুরুকরণের নিয়ম, কর্ম্মফল, নারদোপাখ্যান, বিষ্ণুকে কোন্ কোন্ দ্রব্য দিতে হয় তাহার নিয়ম, নববস্ত্রের লক্ষণ, এক কৃষকের উপাখ্যান, অন্ধবন্ধের উপাখ্যান, বিশ্বরূপ দর্শন, দ্বাদশ বৈষ্ণবের উপাখ্যান, বৈষ্ণবাচার, সতীধর্ম্ম, মদনবেদবতীর উপাখ্যান, রাধার মহিমা ও জীবহত্যার দোষ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

কবি অর্জ্জুনমুখে চৌত্রিশ অক্ষরে কৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন; চৌত্রিশ অক্ষরে বর্ণিত স্তবাবলীর নাম চৌতিশা। অনেক বঙ্গীয় কবির গ্রন্থে চৌতিশা দৃষ্ট হইয়াছে।

কবি বোধ হয় নীচ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহা না হইলে তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন না যে,

কলিকালে শ্রেষ্ঠ জাতি হবে অহঙ্কারী।
অগতি লভিবে সভে শুন ধনুর্দ্ধারী॥
অতএব মোর ভক্ত প্রার্থনা করিল।
কলিকালে নীচ যোনি আসিয়া লইল॥
কলিকালে নীচ ঘরে হইয়া উৎপত্তি।
আনন্দে ভজন যেন করি নিতি নিতি॥
যত দুষ্ট দৈত্যে এবে করিনু সংহার।
কলিতে ব্রাহ্মণ হৈয়া হবে অবতার॥
ত্রেতা যুগে কত শত বধিনু রাক্ষস।
ক্ষত্রি হৈয়া দ্বাপরে জন্মিল সবিশেষ॥
শ্রীমহাভারত যুদ্ধে যতেক মরিল।
কলিতে জন্মিবে সবে তোমারে কহিল॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গৃহে সব দুরাচার।
অসুর স্বভাব করি হবে অবতার॥

বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল মত যে পরম পবিত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতিরিক্ত মশলা দিলে ভাল জিনিসও তিত হইয়া যায়। চৈতন্যদেবের উদারমতে বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ এমন কতক গুলি মত প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন যে তাহা যুক্তিতে টেকেনা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি তেজীয়ান্ জাতি তাহা লইয়া ব্যঙ্গ করিতে ক্রটি করেন না; বৈষ্ণবেরা যুক্তিতে হারিয়া তাঁহাদিগকে পাষণ্ড, দৈত্য, দানব প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া অধিকতর উপহাসের পাত্রই হইয়া পড়েন। ভবানীদাস হয়ত তদ্রূপ উপহসিত হইয়া ক্রোধে মত্ত হইয়াছিলেন।

কবি বলিয়াছেন, ব্যাসদেব চব্বিশ হাজার শ্লোকে যে গীতা প্রস্তুত করেন, এই গীতা তাহারই সারভাগ। সত্য মিথ্যা কবিই জানেন। গ্রন্থখানি ধর্ম্ম কথায় পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথাই বলিয়াছেন। অর্জ্জুনের প্রশ্নগুলি পূর্ব্বাপর সম্বন্ধশূন্য। গ্রন্থের রচনা সাদাসিদা। অর্জ্জুনের একটী স্তবভিন্ন গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পয়ার ছন্দে রচিত; কেবল অর্জ্জুনের স্তবটী ত্রিপদীচ্ছন্দে রচিত।

গ্রন্থের শেষভাগ,—

পার্থ বলে মহাপ্রভু তুমি আদি অন্ত।
তোমা হৈতে জানিলাম সকল বৃত্তান্ত॥
এত দূরে সাঙ্গ হৈল গীতার আখান।
যে জন শুনয়ে তার জন্মে দিব্য জ্ঞান॥
দ্বাদশ বৈষ্ণবে আনি বীর ধনঞ্জয়।
প্রত্যেকে তুষিল সবে আনন্দহৃদয়॥
যেই মাত্র বৈষ্ণবেরে করিল তোষণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাদ্য বাজে ঘনেঘন॥
পাণ্ডুর খণ্ডিল দুঃখ কৃষ্ণ প্রাপ্তি হৈল।
গোবিন্দ চরণে দিব্য ভকতি লভিল॥
গয়া গঙ্গা বারাণসী নানা তীর্থ আর।
সকলই মনের ভ্রম নানা তীর্থ সার॥
ধন্য ধন্য কুন্তীপুত্র বীর ধনঞ্জয়।
নিস্তারের মূল গীতা কৈল সমুদায়॥
বিশ্বাস করিবে জীব এ বড় বচন।
বিষ্ণুমায়াপাশ তবে হইবে মোচন॥
শ্রীরামরতনগীতা সর্ব্বগ্রন্থসার।
শ্রীভবানী দাস কহে রচিয়া পয়ার॥

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নাস্তি দোষকঃ। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥
সন ১২৭৫ সাল ৩ আষাঢ় মঙ্গলবার। পুস্তকের মালিক শ্রীনিমাই চাঁদ নাড় ঠাকুর। সাং নয়ানশুক।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
মালদহ।

বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১। আত্মজিজ্ঞাসা—কৃষ্ণদাস। গদ্য; পত্র সংখ্যা মধ্যমাকার ৬ খানি। অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য ইত্যাদি শ্লোক মঙ্গলাচরণ।

গ্রন্থারম্ভ—জীবকে জিজ্ঞাসেন তুমি কে। আমি জীব। তুমি কোন জীব আমি তটস্থ জীব। তুমি থাক কোথা আমি থাকি ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল তত্ত্ববস্তু হইতে হইল ইত্যাদি।

শেষ পদ্য—সহজ রস আস্বাদিতে মোর বহু আশ।
আত্মজিজ্ঞাসা তত্ত্ব কহে কৃষ্ণদাস॥

মন্তব্য—গ্রন্থখানি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ীদিগের নহে; ইহা মতান্তরবাদী বাউল বা সহজীয়া বৈষ্ণবদিগের মতপোষক গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম কৃষ্ণদাস; ইনি চরিতামৃতলেখক কৃষ্ণদাস নহেন। [সিউড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র কৃষ্ণদাস প্রণীত আত্মজিজ্ঞাসার একখানি নকল পরিষদে পাঠাইয়াছেন। দেখা যাইতেছে এই গ্রন্থ ও পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত নরোত্তমদাসের দেহকড়চ অভিন্ন গ্রন্থ।—পত্রিকা সম্পাদক।)

ইহার শেষ এইরূপ আছে—

স্বাক্ষর শ্রী রসময় বাউল্যা সাংসরাতি। ইতি সন ১২০৮ সাল তারিখ ১০ আষাঢ়। এই গ্রন্থ শ্রীজয়দেব অধিকারিকে দিলাম ইতি॥

২। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা—রূপচরণদাস দ্বিজ।

আরম্ভ—শ্রীগুরুচরণ পদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি ক্ষিতি লুটাইয়া॥
*　*　*　*
বৈষ্ণব গোসাঞির মুঞি পাঞা আজ্ঞাবল।
গণোদ্দেশ ভাষা করি জানাই সকল॥
কর্ণ-পূর ঠাকুর কৈল গৌরগণোদ্দেশ।
সংস্কৃত গ্রন্থ হয় নাহি ভাষা লেশ॥
মূর্খ হঞা যদি কেহ বুঝিতে না পারে।
এই লাগি তার ভাষা কহিয়ে সাদরে॥

শেষ—মহাতা গ্রামেতে বাস জন্ম দ্বিজকুলে।
শ্রীরূপচরণ নাম কহি কুতূহলে॥
জন্মে জন্মে এই আমি করিয়ে আরতি।
গদাধর গৌরাঙ্গে রহু মোর মতি॥ ইতি
শ্রীকবিকর্ণপূর ঠাকুরের গ্রন্থ গৌরগণোদ্দেশ তাহার শ্লোকের ভাষা কৃত মহাতা গ্রামের রূপচরণদাস দ্বিজ। শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞীর চরণে শরণং। লিখিতং শ্রীনরোত্তম দাস।

৩। চিন্তামণি টীকা—গ্রন্থকারের নাম নাই।

আরম্ভ—নারাধিতং কলিযুগে তব পাদপদ্মং
ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোকে মঙ্গলাচরণ।

গ্রন্থারম্ভ—গুরুপদাশ্রয় হঞা, রাধা কৃষ্ণ নাম লঞা,
নিরবধি করহ সাধন।
ধ্যান শ্রীগুরুর পায়, দম্ভ ছাড় নিষ্ঠা তায়,
অনায়াসে পাবে বৃন্দাবন॥

শেষ—গৌরাঙ্গ গোসাঞীর পাদপদ্ম করি আশ।
চিন্তামণি টীকা চিত্তে শুনিতে হয় বাস॥
ইতি চিন্তামণিটীকা অষ্টম পরিচ্ছেদ। ইতি চিন্তামণিটীকা সমাপ্তা ইতি। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং সকলম শ্রীনরোত্তমদাস বৈরাগী সন ১২৪৩ সাল।

৪। চমৎকারচন্দ্রিকা—শ্রীমুকুন্দ দাস।

মঙ্গলাচরণ—বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং ইত্যাদি।

আরম্ভ—সাবধানে শুন আগে অপূর্ব্ব কথন।
রাগোদ্দেশবস্তুতত্ত্ব সিদ্ধ নিরূপণ॥

শেষ—কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরণ করি আশ।
চমৎকারচন্দ্রিকা কহে শ্রীমুকুন্দ দাস॥
ইতি চমৎকারচন্দ্রিকা গ্রন্থ সম্পূর্ণ সন ১২৪২ সাল লিখিতং শ্রীনরোত্তম দাস।

মন্তব্য—গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রসিদ্ধ শিষ্য। ইনি মুলতানদেশীয় জনৈক বণিক্‌নন্দন বলিয়া তাঁহার জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে। মুকুন্দ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমত হইতে কিছু ভিন্ন ভাবে চলিতেন।

৫। পাষণ্ডদলন—কৃষ্ণদাস।

মঙ্গলাচরণ—অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ইত্যাদি।

এবং—রেণু হৈতে হৈঞা লীন, বন্দো শ্রীগুরুচরণ,
রাধাকৃষ্ণ পাই যাহা হৈতে।
শ্রীগুরুচরণ নিধি, চিন্ত তাই নিরবধি,
মুক্ত হবে যদি আন চিতে। ইত্যাদি।

গ্রন্থারম্ভ—'হনকালে হরিদাস নিত্যানন্দ স্থানে।
জিজ্ঞাসা করেন প্রেমে ধরিয়া চরণে॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি নবঘন শ্যাম।
গোপী সঙ্গে বিলাসয়ে বৃন্দাবন ধাম॥
সে সব মহিমা সুখ কি লাগি তেজিয়া।
ধুলায় লোটাঞা কান্দে কৌপীন পরিয়া॥
কহত এ সব তত্ত্ব করি নিবেদন।
ইহাতে বিস্ময় বড় হৈয়াছে মোর মন॥

* * *

শেষ—করজোড়ে হরিদাস করেন প্রণাম।
এতদিনে নিষ্ঠা করাইলে হরিনাম॥
প্রেমাবেশে দুইজন আলিঙ্গন করে।
হরিনাম তিনবার উচ্চস্বরে বলে॥
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব পাদপদ্ম যার আশ।
পাষণ্ডদলন কথা কহে কৃষ্ণদাস॥

৬। রাগরত্নাবলী—কৃষ্ণদাস।

মঙ্গলাচরণ—জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥ ইত্যাদি।

আরম্ভ—বৈষ্ণব গোসাঞী বোলে করিয়ে লিখন।
তাঁর করুণায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
বৃন্দাবন ভুমি মধ্যে যত লীলা হয়।
রাগমার্গে ভজিতে তারে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
কারে কয় রাগমার্গ নির্ণয় না জানি।
যাহা লিখান মদনগোপাল তাহা সত্য মানি॥
ইত্যাদি।

অথ প্রথম রাগ—
রাগ মধ্যে শ্রেষ্ঠ করি দুই বিধ হয়।
বামা রক্ষিণা রাগ দুই বিধ কয়॥

শেষ—শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ।
রাগরত্নাবলী গ্রন্থ কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীরাগরত্নাবলী গ্রন্থ সম্পূর্ণ। সন ১২৪৭ সাল লিপিরিয়ং শ্রীনরোত্তমদাস বৈরাগী।
সাং তালাবাগান।

৭। রামায়ণ—আদিকাণ্ড গোবিন্দদাস বা গোবিন্দরাম দাস। *

শ্লোক সংখ্যা ১৫০০।

আরম্ভ—অনন্ত প্রণাম সীতা রামের চরণে।
অবহেলে তরি ভব যে নাম স্মরণে॥
বন্দ গুরু হনুমন্ত পবননন্দন।
যাঁহার প্রসাদে গাই শ্রীরামকীর্ত্তন॥
বন্দিলাম আদ্য কবি বাল্মীকি ঠাকুর।
ত্রৈলোক্যবিজয় যার কবিতা মধুর॥
রামগুণ বর্ণন করিল যেই জন।
যতনে বন্দিনু তাহা সভার চরণ॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ বাল্মীকি রচিত।
প্রথমেতে আদ্যকাণ্ড বড়ই অদ্ভুত॥

* এই গোবিন্দরাম দাস সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত কাহিনী কথিত আছে। উহা বারান্তে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শেষ—কুঞ্জবিহারী পিতামহ সিদ্ধ অভিলাষ।
তাহার তনয় বটে শোভারাম দাস ॥
গাইল গোবিন্দ দাস তাহার অনুজ।
কে যাবে বৈকুণ্ঠপুরী শ্রীরামেরে ভজ ॥
গোবিন্দ দাসের মন রামগুণ নিধি।
কি দোষ পাইয়া তবে বাদ সাধে বিধি ॥
যে কর সে কর মোরে নিল মুনি রাম।
শেষ হৈল পরমায়ু বিধি হৈল বাম ॥
শিশু গোবিন্দদাস গায় রামনাম।
আমি কি গাইব মোরে গাওয়াইছে রাম ॥
ইতি আদ্যকাণ্ড সম্পূর্ণ।

শ্রীযুক্ত শ্রীল শ্রীহরচন্দ্র ঘড়াস্ত সাকিন ইচ্ছাপুর। পরগণা বালিয়া সন ১২৫৬ সাল তারিখ ২৯ কার্ত্তিক মঙ্গলবার অসিত চতুর্দ্দশী দিবাগতে গোধূলি সময়ে সমাপন হইল।

৮। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড—গোবিন্দদাস। শ্লোক সংখ্যা ৭৫০।

আরম্ভ—দ্বিতীয় অযোধ্যাকাণ্ড সুধার সাগর।
সেই কথা শ্রবণে নিষ্পাপ হয় নর ॥
শেষ—কীর্ত্তিবাস কবির সঙ্গীত সুধাভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল গীত এ অযোধ্যাকাণ্ড ॥

১২৯১ সাল ৩০ আশ্বিন বৃহস্পতিবার। শ্রীশীতলচন্দ্র সান্নাল শিয়ালডাঙ্গা।

৯। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—গোবিন্দদাস। শ্লোক সংখ্যা ১০০০।

আরম্ভ—শ্রীহরি কমলাপতি প্রভু জগন্নাথ।
শঙ্খ চক্র গদা * * * ॥
তাহার চরণে সদা রহু মোর মন।
ভাবি দেখ রাম বিনে নাহি আর ধন।
কৃপাকর রামপ্রিয়া মাত * *।
* * রামগুণ গাওয়ায় ভারতী ॥
দয়া কর হনুমান পবননন্দন।
কণ্ঠেতে বসিয়া মোর গাও রামনাম ॥

শেষ—শোভারাম দাসের তনয় দুঃখী দীন।
শ্রীরামগোবিন্দ দাস ভজনেতে হীন ॥
দয়া করি পদছায়া দিলা হনুমান।
তেঞিত করিল সুখে রামগুণ গান ॥
হনুমন্তের পাদপদ্ম করিয়া ধিয়ান।
পয়ার প্রবন্ধে রচি গীত রামায়ণ ॥
হনুর চরণপদ্মে মজাইয়া মন।
গাইল গোবিন্দ দাস গীত রামায়ণ ॥

১০। রামায়ণ—সুন্দরকাণ্ড—গোবিন্দদাস। শ্লোক সংখ্যা অনুমান ৩৪০০।

আরম্ভ—শ্রীরাম রাঘব রাম রাজীব লোচন।
দয়া কর দীনবন্ধু লইলাম শরণ ॥
অমৃত সুন্দরাকাণ্ড পঞ্চমেতে জানি।
অপূর্ব্ব যাহার কথা সুধা সিন্ধু জিনি ॥

শেষ—সাধু শোভারাম দাস বৈষ্ণব প্রকাশ।
তাহার তনয় ভণে হনুমন্ত দাস ॥

১১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড—গোবিন্দদাস। শ্লোক সংখ্যা অনুমান ৯৯০০।

আরম্ভ—বন্দে রামং ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোক।
বান্ধা হৈল সিন্ধু পার হৈল প্রভু রাম।
রাবণ বলে এতদিনে বিধি হৈল বাম ॥
বানরের সিংহনাদ শুনি উত্তর ভিতে।
শুক সারণে আনি রাবণ লাগিল জিজ্ঞাসিতে ॥
ইত্যাদি।

শেষ—পত্রখানি এরূপ জীর্ণ যে তাহা পাঠ করা গেল না। ইহাতেও অন্যান্য কাণ্ডের শেষের যেরূপ ভণিতা, তাহাই আছে বলিয়া বোধ হয়।

১২। রামায়ণ—উত্তরকাণ্ড—গোবিন্দদাস। শ্লোক সংখ্যা অনুমান ৮৩৫০।

আরম্ভ—শ্রীরাম রাঘব রাম রাজীব লোচন। এক রাম নামে হয় সহস্রেক নাম॥
নিরবধি জপ মন ভরিয়া বদন॥ সপ্তমে উত্তরাকাণ্ড শুন সর্ব্ব নর।
সকলের সারাৎসার শ্রীরামের নাম। রাজা হৈল রামচন্দ্র রাজ্যের উপর॥

শেষ—গোলোকেতে রামচন্দ্র করেন বিলাস। রামপ্রিয়া সরস্বতী করিলেন দয়া।
স্বর্গ আরোহণ গায় বাল্মীকির দাস॥ গাইল গোবিন্দ দাস পায়্যা পদ ছায়া॥
এই অবধি উত্তরাকাণ্ড রামায়ণ। গাইল গোবিন্দ দাস করিয়া ভকতি।
এইতক রামায়ণ হৈল সমাপন॥ হরির চরণ যুগে রহু মোর মতি॥
শোভারাম দাসের তনয় দীনহীন। রামায়ণ সাঙ্গ হৈল হনুর কৃপায়।
শ্রীরামগোবিন্দ দাস অতি বড় দীন॥ পূর্ণ করি বল হরি দিন বয়্যা যায়॥

ইতি উত্তরাকাণ্ড রামায়ণ সম্পূর্ণ। পঠনার্থে শ্রীচৌধুরী দাস ঘড়া সাং ইচ্ছাপুর পঃ বালিয়া সন ১২৪০ সাল।

১৩। শ্যামানন্দ প্রকাশ—কৃষ্ণচরণ দাস।

মঙ্গলাচরণ—অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোক।

এবং—জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। অষ্টাঙ্গ হইয়া বন্দোঁ দুই পদদ্বন্দ্ব॥

গ্রন্থকারের গুরুপরম্পরা পরিচয়—

শ্রীরাধামনোহর ঠাকুর আমারি। পরমেষ্ঠ গুরু তেঁহ হন জন্মে জন্মে॥
তার দুই পাদপদ্ম মস্তকেতে ধরি॥ বন্দিব শ্রীশ্যামানন্দ দেবের চরণ।
বন্দিব শ্রীনয়নানন্দ দেবের চরণ। পরমেষ্ঠ পরাপর গুরু তেঁহ হন॥
পরম যে-গুরু তেঁহ জন্মে জন্মে হন॥ বন্দিব শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
রসিকানন্দ পদদ্বন্দ্ব বন্দোঁ সাবধানে। জন্মে জন্মে হও তাঁর উচ্ছিষ্টের কুক্কুর॥

বিষয়—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু-পরিবার বৈষ্ণবগণের নূপুরাকৃতি তিলকধারণের বিবরণ ও প্রসঙ্গতঃ তাঁহার জীবনচরিতের আংশিক বর্ণন।

শেষ—শ্রীশ্যামানন্দের কিছু না জানি বর্ণন। তাহার চরণে মুঞি বেচিয়াছি মাথা॥
বাউলের প্রায় আমি করিলুঁ রচন॥ তাঁর দুই পাদপদ্ম হৃদয়েতে আশ।
রাধামনোহর প্রভু প্রেমভক্তিদাতা। শ্যামানন্দপ্রকাশ কহে কৃষ্ণচরণ দাস॥
ইতি সন ১২১১ সাল তারিখ ১৮ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

অন্য একখানি শ্যামানন্দ প্রকাশ গ্রন্থ দেখিয়াছি; তাহার পাঠের সহিত এ গ্রন্থের পাঠের ঐক্য হয় না; দুইখানি গ্রন্থের বিষয় এক হইলেও যেন দুইখানি পুস্তক বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকারের রাধামনোহর স্থানে শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে রাধামোহন লিখিত আছে; ইহা লিপিকর প্রমাদ হইতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থের শেষে এইরূপ লিখিত আছে—

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর মোর প্রেমদাতা।
তাঁহার চরণে মুঞি বেচিয়াছি মাথা॥
তাঁর পাদপদ্ম মোর হৃদয়ের হার।
জনমে জনমে দাসী হইব তাঁহার॥
তার দাসী হব মোর এই অভিলাষ।
অপ্রাপ্তিকে হয় বাঞ্ছা দুরন্ত সাহস॥

জয় জয় জয় প্রভু ঠাকুর আমার।
তোমার চরণ ধন রতন আমার॥
শ্রবণ কীর্ত্তন মোর তব নাম গান।
জনমে জনমে প্রভু তুমি মোর প্রাণ॥
হরি হরি আর কবে হেন দশা হব।
লইয়া তোমার নাম কান্দিয়া বেড়াব॥
ইত্যাদি।

ইহার পরে শেষোক্ত গ্রন্থে ফলশ্রুতি আছে এবং শেষের ভণিতা এইরূপ—

শ্রীরাধামোহন পাদপদ্ম করি আশ।
শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ কহে কৃষ্ণদাস॥

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ।

———o———

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যবিবরণ।

বিশেষ অধিবেশন।

সন ১৩০৬। ১২ই আশ্বিন, ২৮শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।

উপরোক্ত দিবসে উপরোক্ত সময়ে পরিষদের একটী বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল (সভাপতি)
" মনোমোহন বসু
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" রজনীকান্ত গুপ্ত
" চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এমএ বিএল
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বীরেশ্বর পাঁড়ে
" মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
" নরেন্দ্রনাথ মিত্র
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র
" সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
" অশ্বিনীকুমার ঘোষ
" বসন্তকুমার বসু
" প্রতুলচন্দ্র বসু
" মৌলবী আবদুল করিম
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
" গদাধর কাব্যতীর্থ
" মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল (সম্পাদক)
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ (সহ সম্পাদক)

অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল।

(১) ৺রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশ।

(২) বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর আমুল পরিবর্ত্তনের জন্য যে নূতন প্রস্তাব শিক্ষা বিভাগে উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে পরিষদ হইতে গবর্মেণ্টে আবেদন করা স্থির হয়। পরিষদের শাখা সমিতি ঐ আবেদনের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহারি আলোচনা।

১। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় রাজনারায়ণ বাবুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, রাজনারায়ণ বাবু ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাঁহার sermon গুলি চমৎকার বাঙ্গালায় রচিত; সেগুলির ভাবও সুন্দর। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির প্রারম্ভে তাঁহার স্থান বিদ্যাসাগরের ও অক্ষয় কুমারের পার্শ্বে। তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া বক্তা বাঙ্গালা লিখিতে শিখেন। তিনি মাতৃ ভাষার

জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহার সেই সদানন্দ জনোচিত শুভ্র হাস্য আর কখনও শুনিতে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।

মৌলবী আবদুল করিম মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন—তাঁহার রচনার প্রসাদগুণ চিত্ত বিমোহন। তাঁহাকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও জাতীয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট নানা বিষয়ে কৃতজ্ঞ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী বলেন—রাজনারায়ণ বাবুর সাহিত্যানুরাগ অসাধারণ ছিল। তিনি প্রকৃতই একজন সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য রাজনারায়ণ বাবু প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই পরিষদের উন্নতিকল্পে নানা উপদেশ দিতেন। দেশ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ রূপে কৃতজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই প্রস্তাবের পোষকতা করেন।

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু প্রস্তাব করেন,—আমাদের এই শোকপ্রকাশ প্রস্তাব মৃত মহোদয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

সভাপতি মহাশয় বলেন, রাজনারায়ণ বাবুর চরিত্রে ও জীবনে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় তাঁহার জাতীয় ভাব। তাঁহার যৌবনকালে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্লাবনে দেশ প্লাবিত হইয়াছিল, তিনি সে প্লাবনে ভাসিয়া না যাইয়া স্রোত ফিরাইবার পক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা বিদেশীয়, কিন্তু তাঁহার প্রাণ দেশীয়। আমাদের বিশেষ সম্মানের কথা এই যে, তিনি আমাদের প্রথম বিশিষ্ট সভ্য।

পরিষদ হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি মৃত মহোদয়ের পরিবারবর্গের নিকট পাঠান হইয়াছে।

"বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃৎ, ঋজুস্বভাব, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের লোকান্তর গমনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। পরিষদের সূচনা হইতে তিনি ইহার উন্নতিকল্পে সর্ব্বদা কামনা করিতেন এবং তিনি এই পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের ও জাতীয় ভাবের বিশেষ পক্ষপাতী একজন সুহৃৎ হারাইলাম। তাঁহার মত সহৃদয় লোক ও সুহৃৎ ব্যক্তির অভাব সহজে পূর্ণ হইবে না, ইহাই আমাদের গভীর আক্ষেপের বিষয়।

২। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় প্রস্তাব করেন যে শাখাসমিতির পাণ্ডুলিপি গৃহীত হউক।

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় ঐ প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

কমিটির দুইজন সভ্য কমিটি হইতে আপনাদের নাম অপসৃত করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করায় এখন তাঁহাদের নাম অপসৃত হইতে পারে কি না এই বিষয়ে তর্ক হয়।

পরিশেষে তাঁহাদের নাম বর্জ্জন করাই স্থির হয়।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপির বিচারে তাহাতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে ঐ আবেদন গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করা স্থির হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

সম্পাদক	সভাপতি
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন।

গত ১১ই অগ্রহায়ণ (১৮৯৯। ২৬শে নবেম্বর) রবিবার অপরাহ্ন ৪॥০ ঘটিকার সময় রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ দিন সভায় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
" রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর
" মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" প্রমথনাথ মিত্র
" আনন্দনাথ রায়
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল
" গিরিশচন্দ্র রায়
" অনুকূলচন্দ্র শেঠ

শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সনাজপতি
" চারুচন্দ্র ঘোষ।
" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" ভূতনাথ মিত্র
" বাণীনাথ নন্দী
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" কালিদাস নাথ
" মন্মথমোহন বসু
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহকারী সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল :—

(১) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ।

(২) সভ্য নির্ব্বাচন।

(৩) প্রবন্ধ পাঠ (ক) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখিত "আদিশূর ও জয়ন্ত" নামক প্রবন্ধ।

(খ) শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় লিখিত "রঘুনন্দন ঠাকুর ও ঠাকুর নরহরি সরকার" নামক প্রবন্ধ।

(৪) প্রস্তাব—গ্রন্থরচনা সমিতির সংশ্রবে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা সম্বন্ধে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির প্রস্তাব।

(৫) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারি সম্পাদক কর্ত্তৃক গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলে গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত নূতন সদস্যগণের নাম যথাক্রমে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া নির্ব্বাচিত হইল :—

প্রঃ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র।
সঃ। " শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল।
নূ, স। " শ্রীশচন্দ্র দে।
৯ নং হ্যারিসন রোড।

প্রঃ। " ব্যোমকেশ মুস্তফী।
সঃ। " মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
নূ, স। " শশিভূষণ দে।
৬১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্।

প্রঃ। " ব্যোমকেশ মুস্তফী।
সঃ। " শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
নূ, স। " হেমচন্দ্র দে এমএ।
আনন্দ চাটুর্য্যের লেন।

প্রঃ। " রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর।
সঃ। " কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।
নূ, স। " গোপালচন্দ্র সোম এমএ বিএল।
২৯ নং হোগলকুড়িয়া লেন।

প্রঃ। " রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
সঃ। " পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।
নূ, স। " পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ।
১০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট্।

প্রঃ। " রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
সঃ। " পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ।
নূ, স। " অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট্।

প্রঃ। " রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
সঃ। " কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।
নূ, স। " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

প্রঃ। " রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
সঃ। " মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
নূ, স। " কুমার জিতেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
২।৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্।

প্রঃ। " আনন্দনাথ রায়।
সঃ। " সতীশচন্দ্র মিত্র।
নূ, স। " কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ সেন এমএ।
৩১ নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট্।

প্রঃ। " চারুচন্দ্র ঘোষ।
সঃ। " কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।
নূ, স। " বৈদ্যনাথ ঘোষ।
১১ নং রামকৃষ্ণ দাসের লেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রবন্ধ পঠিত হইল। উহাতে প্রবন্ধপাঠক গৌড়াধিপ মহারাজ আদিশূর এবং গৌড়াধিপ মহারাজ জয়ন্তকে এক বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

বসুমতী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ যাহা শুনিলাম, এসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার আছে। প্রবন্ধে গৌড় সম্বন্ধে একমাত্র দেশবিভাগের কথাই বলা হইয়াছে; কিন্তু কেবল দেশ নহে, "গৌড়" শব্দে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকেও বুঝায়। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক এতিন বিভাগ কেবল বঙ্গদেশে দেখা যায়, এবং বল্লাল সেন বা লক্ষ্মণসেনের সময় হইতে ঐরূপ শ্রেণী বিভাগের আরম্ভ গণনা করা যায়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যদেশ ভেদে বা সমাজ ভেদে দশটী বিভাগ ছিল। মোটামুটী ঐ দশ শ্রেণী পঞ্চ গৌড় ও পঞ্চ দ্রাবিড় এই দুই প্রধান ভাগে অভিহিত হইত। বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরস্থ অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত বাসী ব্রাহ্মণদিগকে পাঁচভাগে বিভাগ করিয়া পঞ্চ গৌড় ব্রাহ্মণভাগ ও দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণদিগকে বিভাগ করিয়া পঞ্চ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ভাগ গণনা

হইত। এই পঞ্চ গৌড় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে সারস্বত, কান্যকুব্জ মৈথিল, গৌড়, ঔৎকল এই পাঁচ শ্রেণী গণ্য হইত। তন্মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গৌড় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত পূর্ব্বকালের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বাস এখন আর বাঙ্গালা দেশে নাই, রাজপুতানায় কতকগুলি আছেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস বাঙ্গালাদেশে অর্থাৎ গৌড়ে ছিল। এতদ্দ্বারা বোধ হয় যে পঞ্চ গৌড়াধিপ শব্দে সারস্বতাদি পঞ্চ গৌড় ব্রাহ্মণের অধ্যুষিত সমস্ত স্থানের একজন একছত্রী রাজা হওয়া অসম্ভব। উহা কুলগ্রন্থের রচয়িতা দিগের অতিশয়োক্তি বা আশীর্ব্বাদ মাত্র। কারণ দেখা যায়, বিদ্যাপতিও তাঁহার আশ্রয়দাতা রাজা শিব সিংহকে "চিরংজীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে পঞ্চ গৌড়াধিপ অর্থে রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ি, মিথিলা ও বঙ্গ এই পাঁচভাগে বিভক্ত বাঙ্গালা দেশ হইতে পারে। বিশেষতঃ ঘটক গ্রন্থে কাশী নরেশের সহিত যখন আদিশূরের স্পর্দ্ধা চলিত বলিয়া উক্ত হয়, তখন আদিশূর প্রবন্ধকারের বর্ণিত পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর কিরূপে হন? বক্তা ভাগলপুরে অবস্থান কালে কাঁহালগাঁর নিকট কাশদী নামক স্থানে দুর্ব্বাসার যজ্ঞকুণ্ড নামে এক স্থান দেখেন। সেইস্থানে একখানা পাথর পাওয়া যায়, তাহাতে দেবনাগর অক্ষরে লেখা ছিল—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে তিনদিনের পথে সমুদ্র অর্থাৎ গঙ্গাসাগর সঙ্গম, এবং কুশী সঙ্গম পাঁচ দিনের পথ। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন ঐ পাথরে উৎকীর্ণ দেশ সংস্থান বর্ত্তমান ছিল, তখন বাঙ্গলার যে অংশ বাগড়ি নামে পরিচিত অর্থাৎ গঙ্গার বদ্বীপ, তখনও তাহা উৎপন্ন হয় নাই। সে পাথরের অক্ষর দেখিয়া ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন অঙ্কের ইঙ্গিতে যে সকল শব্দে পাওয়া যায়, আর আমরা সামান্যতঃ তাহাদের যেরূপ অর্থ গ্রহণ করি, অনেক স্থলে তাহা ঠিক নহে। আমার বিশ্বাস তাহাদের অর্থ বিচারে আমরা অক্ষম। আর্য্যভট হইতে গণনাকালে অধ্যাপক বেণ্টলী ও বাপুদেব শাস্ত্রীর বিচার বিষয়ক প্রবন্ধাদি দেখিয়াই আমার এরূপ ধারণা। বাপুদেব শাস্ত্রী ঐ সকল অঙ্কবোধক শব্দের চলিত অর্থ ভিন্ন অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং এস্থলেও এই সকল বচনের যদি সেইরূপ ভিন্নার্থ থাকে, তবে জয়ন্ত ও আদিশূরের একত্ব সম্বন্ধে বড় সন্দেহ দাঁড়ায়। তাহার পর প্রবন্ধকার আদিশূরকে একস্থলে বিদেশাগত রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বক্তা তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করেন না। কুরুক্ষেত্রের পর হুন চীন শক প্রভৃতি বৈদেশিকের আক্রমণ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আদিশূর যে তাহাদেরই মত বিদেশী তাহা বোধ হয় না। তাহার পর বাঙ্গালার সবই বিদেশী। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ জাতীয় লোকে কান্যকুব্জবাসী; তাহাদের রীতি-নীতি অক্ষর সমস্তই মৈথিল, কারণ তখন মিথিলাই বিদ্যাস্থান ছিল। এই হিসাবে যদি আদিশূরকে বিদেশী বলা যায়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—প্রবন্ধকার একস্থানে বলিয়াছেন, কোশল গৌড়; সেরূপ স্থান সম্ভবতঃ ছিল না, কারণ কোন প্রমাণ দেখা যায় নাই।

আদিশূর কেবল বাঙ্গালা দেশেরই রাজা ছিলেন। পঞ্চ গৌড়াধিপ বিশেষণ কেবল অতিশয়োক্তি। জয়াপীড় বৌদ্ধ নরপতি, ক্ষেমেন্দ্রের অবদানকল্পলতায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কুলজীর লেখা যেরূপ বিশৃঙ্খল, তাহাতে উহার প্রমাণ বিশেষ বিশ্বাস্য প্রমাণ নহে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বলিলেন,—জয়ন্ত ও আদিশূর সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান এবং আলোচনা আবশ্যক। প্রমাণ প্রবন্ধকার যথেষ্ট দেন নাই; গৌড়াধিপ যে ভাবে প্রযুক্ত, তাহাতে তাহার কিছু ঐতিহাসিক অর্থ আছে; একেবারে উহা অতিশয়োক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যদিও সামান্য জমীদারকেও অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীরা সার্ব্বভৌম বলিতে কুণ্ঠিত হন না, তথাপি স্থলবিশেষে আবার ঐরূপ শব্দ হইতেই তথ্য উদ্ধার হয়। গৌড় নামের প্রসিদ্ধি পাল ও সেন রাজগণের সময় হইতেই হইয়াছে। পাঁচকড়ি বাবু বাঙ্গালা দেশের যে বাগড়ি বিভাগের কথা বলিয়াছেন, তাহা অনেক পরে বল্লাল সেন করেন। আদিশূরের সময় উহা ছিল না। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন গৌড়রাজ্যের রাজধানী ছিল, গৌড়ের ভগ্নাবশেষ মালদহের নিকটে আছে। সাহিত্যে ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। একটা কথা, আইন-ই-আকবরীতে খৃষ্টাব্দে বা কোন অব্দ দিয়া কোন রাজার কার্য্য নিরূপণ করা হয় নাই। প্রবন্ধ পাঠক এই সম্বন্ধে একটু ভুল করিয়াছেন। তাঁহার এ সকল বিষয়ে যত্ন চেষ্টা দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি। তাঁহার প্রবন্ধ একটা নূতন বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হউক।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বলেন,—আমার এ বিষয়ে কিছু বলা বিড়ম্বনা, আমি ইতিহাস বুঝি না ও জানি না। অন্ধের হাতী দর্শনে যে দুর্দ্দশা হয়, আমাদের ইতিহাস আলোচনায় তদপেক্ষা দুর্দ্দশা হইয়া থাকে। ইতিহাস আলোচনার উপকরণ আমাদের এতই অল্প। তাহার উপর অদ্যকার প্রবন্ধে চিরকালের বদ্ধমূল সংস্কারের পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবার কথা। ইহাতেও সংকোচ বোধ হয়; ঐতিহাসিক বিবরণ সত্য কথা, তাহার মধ্যে অনুমান প্রবেশ করিলেই গোল লাগে। পরিষৎ পত্রে প্রকাশ করিতে হইলে এক দিনে এক জনের চেষ্টা ও মীমাংসার ফল পত্রস্থ করা উচিত নহে। ব্যোমকেশ বাবুর চেষ্টা ভাল; সে জন্য আমি তাঁহাকে প্রশংসা করি; তবে তাঁহার সহিত আমার মতের অনেক স্থলে ঐক্য হয় নাই।

প্রবন্ধলেখক ব্যোমকেশ বাবু বলেন,—পাঁচকড়ি বাবু যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে আমার বক্তব্য এই :—পঞ্চগৌড়াধিপ বিশেষণ একেবারে অতিশয়োক্তি নহে। বঙ্গাধিপের কাশীরাজ্য বাদ দিয়াও পশ্চিমে কণোজ পর্য্যন্ত, দক্ষিণে উড়িষ্যা ও উত্তরে মিথিলা পর্য্যন্ত অধিকার করা চলে। তাহার উপর রাজতরঙ্গিণীতে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, জয়াপীড় শ্বশুরকে কনোজরাজ্য জয় করিয়া দিয়াছেন। আমি জয়ন্ত বা আদিশূরকে বিদেশী বলি না। তবে শিলালিপিতে উল্লিখিত গৌড়াধিপের সহিত আদিশূরের কতটুকু সাদৃশ্য আছে, তাহাই দেখাইবার জন্য উহার উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। শিলালিপিতেও কোন নাম নাই; আমি কোন নামের

সহিত সে গৌড়াধিপের একত্ব প্রতিপাদন করি নাই। সুতরাং পাঁচকড়ি বাবুর ঐ দুই মত আমার মতের অপ্রাসঙ্গিক। তিনি পঞ্চগৌড় অর্থে বাঙ্গালা দেশের যে পাঁচ ভাগের কথা বলিয়াছেন বিদ্যানিধি মহাশয় তাহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন।

গাঙ্গেয় বদ্বীপের উৎপত্তি ফল লইয়া তিনি যে কথা বলেন, কাশদীর পাথর হইতে এমন প্রমাণ হয় না, যে ৮ম। ৯ খৃষ্টীয় শতাব্দীতে ঐরূপ দেশাবস্থান ছিল। তাহা হইলে অনেক গোল দাঁড়াইয়া যায়। উহা বহু পূর্ব্বের কথা, কারণ বল্লাল সেন যখন বঙ্গের রাজা, তখন বদ্বীপ গঠিত হইয়াছে নিশ্চয়, ডাঃ রাজেন্দ্রলালের মতে তাঁহার তিন পুরুষ পূর্ব্বে যে বদ্বীপ হয় নাই, ইহা অসম্ভব। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত কোশল গৌড়ের কথা আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখিব, তবে কুলজী গ্রন্থের ইতিহাস ভাগের প্রমাণগুলি একেবারে অবিশ্বাস করিতে পারি না। সে সম্বন্ধে আলোচনা অল্প হইবার নহে। কাব্যবিশারদ মহাশয় যে প্রচলিত সংস্কার সংকোচ করিতে কষ্টবোধ করিতেছেন, তাহা ঠিক; কিন্তু আমি এই একটা ঐতিহাসিক জটিলতা খুজিয়া বাহির করিয়াছি মাত্র, এ সম্বন্ধে আলোচনা হইলে কি দাঁড়াইবে তাহার মীমাংসা এখন কিছু হইতে পারে না। আমি আমার সন্দেহের অনুকূল যুক্তিগুলি উপস্থিত করিয়াছি, এখন পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার মীমাংসা করুন।

অবশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, ঐতিহাসিক বিষয় বড় জটিল। ধীরে ধীরে তাহার মীমাংসা আবশ্যক। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের উপদেশই ঠিক, এক দিনে একের চেষ্টায় সত্য নির্ণীত হয় না। এ বিষয়ে আমি আরও অল্প জানি। পঞ্চগৌড় লইয়া একটা মীমাংসা অপেক্ষা করিতেছে। পঞ্চগৌড়, পঞ্চদ্রাবিড়, বাঙ্গালায় পাঁচ বিভাগ, পাঁচটী ব্রাহ্মণ কায়স্থের আগমন এই পাঁচে কিছু রহস্য আছে কি না দেখা আবশ্যক। ব্যোমকেশ বাবুর চেষ্টা সাধু; এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট বিষয় খুচাইয়া সত্য বাহির করিতে হয়। একটা কল্পনা প্রথমে আসে; তৎপরে তাহার অনুকূল প্রতিকূল পক্ষ লইয়া বিচার করিতে হয়; তাহার পর মীমাংসা। ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধে আজ অন্ততঃ জয়ন্ত ও আদিশূর সম্বন্ধে অনেক কথা খুলিয়া গেল। মীমাংসার সময় এখনও হয় নাই।

তৎপরে বিবিধ বিষয়ের মধ্যে পত্রিকার মলাটে বিজ্ঞাপন লওয়ার কথা উঠিলে স্থির হইল, কুৎসিত বিজ্ঞাপন ও ঔষধাদির বিজ্ঞাপন ব্যতীত অন্য বিজ্ঞাপন লওয়া যাইতে পারে। গুরুদাস বাবুর কমিশন সম্বন্ধে স্থির হইল, অন্যান্য সংবাদপত্রে কম মূল্যে বিজ্ঞাপন দিবার জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে অনুরোধ করা হউক।

গ্রন্থদাতৃগণকে ধন্যবাদ ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী — সম্পাদক

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর — সভাপতি

১৩০৬। ৩রা পৌষ।

সপ্তম মাসিক অধিবেন।

গত ৩রা পৌষ (১৮৯৯—১৭ই ডিসেম্বর) রবিবার অপরাহ্নে পরিষদের কার্য্যালয়ে পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ দিবস সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ সুরেন্দ্র নাথ অধিকারী
„ রামদয়াল দে বি এ
„ প্রমথনাথ মিত্র
„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিএল
„ আনন্দনাথ রায়
„ বসন্তকুমার বসু
„ জগবন্ধু মোদক
„ ভূতনাথ মিত্র
„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
„ বৈদ্যনাথ ঘোষ
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ
„ যতীশচন্দ্র সমাজপতি
„ বরদাচরণ মিত্র এমএ বি এল
„ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বিএ
„ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বিএ
„ প্রতুলচন্দ্র বসু।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বিএল সম্পাদক।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহ-সম্পাদক দ্বয়।
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ }

অধিবেশনে নিম্ন লিখিত বিষয় আলোচ্য ছিল,—

(১) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ।

(২) সভ্য নির্ব্বাচন।

(৩) প্রবন্ধ পাঠ—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়কৃত—"রঘুনন্দন ঠাকুর ও ঠাকুর নরহরি দাস" নামক প্রবন্ধ।

(৪) গ্রন্থ রচনা সমিতির সংস্রবে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তৃতা সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রস্তাব।

(৫) বিবিধ বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্ন লিখিত নূতন সভ্যগণের নির্ব্বাচন হয়।

প্রঃ। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
সঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী।
নূ, স। „ কবিরাজ নবেন্দুশেখর ধন্বন্তরি ;
১৫। ২ নং হ্যারিসন রোড।

প্রঃ। „ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।
সঃ। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বিএল।
নূ, স। „ কেদারনাথ রায়।
১৩ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট্।

প্রঃ। „ কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।
সঃ। „ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বিএল।
নূ, স। „ নেপালচন্দ্র শিকদার।
১৩ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট্।

প্রঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী। নূ, স। „ কৃষ্ণলাল দাস।
১৫ নং কাশীপুর রোড।
সঃ। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বিএল। প্রঃ। „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
নূ, স। „ বিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ। সঃ। „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ।
জমীদার, মুড়াপাড়া, (ঢাকা)।
প্রঃ। „ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি। নূ, স। „ উপেন্দ্রনাথ মজুমদার এমএ
সঃ। „ সতীশচন্দ্র মিত্র। Assistant Accountant General, Bengal

৩। গ্রন্থ-রচনা সমিতির সংস্রবে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তৃতার স্থান স্থির করা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হয় যে, এই series এর সকল বক্তৃতাই Calcutta University Institute গৃহে প্রদত্ত হইবে।

৪। আনন্দ বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলে তাহার আলোচনায় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র-নাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, বক্তা মহাশয় বহু অনুসন্ধান করিয়া যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ নরহরি দাস কেবল ভক্ত নহেন, পরন্তু তাঁহার ভক্তি ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাই তিনি বঙ্গভাষারও গৌরব। তাঁহার রচনা বড় সুন্দর। বক্তা মহাশয় তাঁহার কাব্যের সমালোচনা করিলে বড়ই ভাল হইত। তিনি যদি তাঁহার পদাবলী সংগ্রহ করিয়া পরিষদকে দেন, তবে আমাদের বিশেষ উপকার করা হয়। কিন্তু নরহরি দাস বিবাহ করিয়াছিলেন কি ?

পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, এইরূপ সকল ভক্তের চরিতের বিষয় জানিতে পাইলে বড়ই উপকার হয়। তবে বক্তা মহাশয় প্রণামের যে কথা বলিয়াছেন, তৎ সম্বন্ধে বক্তব্য-এই যে "এই যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্রবে প্রণতি", কাহারও প্রণামে বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় না।

পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি কিছু বলিলে বক্তা মহাশয় বলেন, রামকান্ত ও ভরত মল্লিক কৃত কুল-পঞ্জিকা প্রামাণ্য। তিনি ভরত মল্লিকের রচিত গ্রন্থ হইতেই অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে যে ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, তাহাতে দেখা যায় নরহরির চারি কন্যা ছিলেন। কন্যাদিগের শ্বশুর গোস্বামীরও নামোল্লেখ আছে। উপসংহারে তিনি বলেন যে, তিনি পরিষদের জন্য প্রস্তাবিত পদাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন।

সভাপতি মহাশয় অনুসন্ধিৎসার জন্য বক্তা মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন। তিনি বলেন, প্রবন্ধটী উপাদেয়, ঐতিহাসিক রকমে লিখিত হইলে বড়ই ভাল হয়। তিনিও আশা করেন, বক্তামহাশয় পদাবলী সংগ্রহ করিবেন।

৫। এই সভায় প্রকাশ করা হয় যে, পরিষদের পুস্তকালয়ে পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "সভাপতির অভিভাষণ" পুস্তিকা ব্যতীত আরও কয়েক খানি গ্রন্থ আসিয়াছে। পরিষৎ (১) সাবাশ আটাশ (২) The 4th Annual Report of the Committee of the British

India Associationর জন্য রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে, "জগদানন্দের পদাবলী"র জন্য শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়কে ও "সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার" পুস্তিকার জন্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ইহার পর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের সমর্থনে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

সহঃ সম্পাদক
শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

সভাপতি
শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর
১৩০৬। ১লা মাঘ।